ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া
আন-নববী (রহ.)
রিয়াদুস
সালেহীন
১-৪ খণ্ড একত্রে

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ)

রিয়াদুস সালেহীন

(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

অনুবাদক

হাফেয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইন্টারনেটে প্রকাশক ঃ
ইসলামী বই
http://IslamiBoi.wordpress.com

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

রিয়াদুস সালেহীন

(১ম,২য়,৩য়,৪র্থ খণ্ড একত্রে)

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ)

অনুবাদক ঃ হাফেয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম ঃ মার্চ ঃ ২০০৮
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২৯
চৈত্র ঃ ১৪১৪

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা আমীনুল হুসাইন

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস,
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-33-0 (set)

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

ইসলামে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র বলা হয় সেই জ্ঞান-সম্পর্কে যার সাহায্যে রাসূলে আকরাম (স)-এর কথা, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রগতি লাভ করা যায়। সেই সঙ্গে যে কাজ তার উপস্থিতিতে সম্পাদন করা হয়েছে, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে নিষেধ করেন নি, এমন কাজও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। এক, ইলমে রওয়ায়েতুল হাদীস, দুই ইলমে দেবায়াতুল হাদীস। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণে যে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। কুরআন মজীদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে সাহাবায়ে কিরাম যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যেও অনেকটা সেরূপ চেষ্টাই করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ প্রচুর দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছে।
মুহাদ্দিগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করেছেন। ইমাম নববী (রহ) এই গ্রন্থের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস সাধনে যে পরিশ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তিনি ফিকাহর দৃষ্টিতে হাদীসের বিন্যাস করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে কুরআনে পাকের সংশ্লিষ্ট আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে হাদীসের এই সংকলনকে তিনি সর্বতোভাবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এর ফলে হাদীসের এই গ্রন্থটি বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব উপযোগিতা বিবেচনা করে আমরাও এর অনুবাদ প্রকাশ করলাম। মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ফরিয়াদ তিনি যেন আমাদের এ নগণ্য প্রয়াসকে কবুল করেন এবং আগ্রহী পাঠকদেরকে রাসূলে আকরাম (স)-এর হাদীসের মর্মবাণী উপলব্ধির সুযোগ করে দেন।

প্রকাশক

মুখবন্ধ

'রিয়াদুস সালেহীন' একখানি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থটির সংকলক প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ) হিজরী সপ্তম শতকের একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। তাঁর আদর্শ জীবন ধারা ও অনন্য জ্ঞান সাধনার দরুন তিনি সমকালীন মুসলিম সমাজে অত্যন্ত মর্যাদার আসন লাভ করেন। রাসূলে আকরাম (স)-এর জীবন ধারা অনুসরণে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। একজন উজ্জল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো পদ-পদবী, অর্থ-বিত্ত বা খ্যাতি-প্রতিপত্তির কাঙাল ছিলেন না। কোনো সরকারী সাহায্য বা আনুকূল্য লাভেরও তিনি কোনো তোয়াক্কা করেন নি, তিনি ছিলেন আল্লাহতে নিবেদিত প্রাণ এক মহান ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্র বন্দেগী ও ইসলামের খেদমতই ছিল তাঁর একমাত্র জীবন সাধনা।

ইমাম নববীর আসল সাম ইয়াহইয়া, ডাকনাম আবু যাকারিয়া এবং উপাধি মুহিউদ্দীন। তিনি ৬৩১ হিজরীর ৫ মুহাররম সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের অদূরবর্তী নাবওয়া নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দামেশকে চলে আসেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি দামেশকের রাওয়াহা নামক মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে দু' বছর অধ্যয়ন করেন।

জ্ঞান অর্জনের প্রতি ইমাম নববীর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি উস্তাদদের কাছে দৈনিক ১২টি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। তার প্রধান বিষয়গুলো ছিল ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাহূ, সরফ, মান্তিক, উসূলে ফিকাহ, আসমাউর রিজাল প্রভৃতি। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোনো বিষয় একবার পাঠ করলেই তা দীর্ঘকাল তাঁর স্মৃতিপটে জাগরুক থাকত। তিনি ৬৫০ হিজরীতে পিতার সাথে হজ্জ পালনার্থে মক্কা ও মদীনা সফর করেন। এই সফর কালে তিনি মদীনার শ্রেষ্ঠ আলেমদের সান্নিধ্যে আসেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি ফিকাহ, উসুল, হিকমত ও ন্যায়শাস্ত্রেও দক্ষতা লাভ করেন। তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ

(১) আবু হাফ্স উমর ইবনে আসআদুর রিবঈ, (২) আবু ইসহাক ইব্রাহীম মুরাদী (৩) আবু ইবরাহীম ইসহাক ইবনে আহমদ আল মাগরিবী (৪) আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে নূহ আল মাকদিসী (৫) আবুল হাসান আরমিলী (৬) আবু ইসহাক ওয়াসিতী (৭) আবুল বাকা খালিদ ইবনে ইউসুফ নাবিসী (৮) দিয়া ইবনে তাম্মাম হানাফী (৯) আবু আবদুল্লাহ জিয়ানী (১০) আবুল আব্বাস আহমদ মিসরী (১১) আবুল ফাতাহ উমর ইবনে বুনদার (১২) আবুল আব্বাস মাকদিসী (১৩) আবু আবদুর রহমান আনবারী (১৪) আবু মুহাম্মাদ তানুখী (১৫) আবু মুহাম্মদ আনসারী (১৬) আবুল ফারাজ মাকদিসী।

ইমাম নববী ছিলেন একজন দূরদর্শী আলেম ও মননশীল লেখক। ৪৫ বছরের সীমিত জীবন কালে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ (১) সহীহ বুখারীর শারহে কিতাবুল ঈমান, (২) আল-মিনহাজ ফী শরহে মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, (৩) কিতাবুর রাওদা, (৪) শরহে মুহাযযাব, (৫) তাহযীবুল আসমান ওয়াস সিফাত, (৬) কিতাবুল আয্‌কার, (৭) ইরশাদ ফী উলুমিল হাদীস, (৮) কিতাবুল মুবহামাত (৯) শারহে সহীহ বুখারী, (১০) শরহে সুনানে আবী দাউদ, (১১) তাবাকাতে ফুকাহায়ে শাফিঈয়া, (১২) রিসালাহ ফী কিস্‌মাতিল গানাহঈম, (১৩) ফাতাওয়া, (১৪) জামিউস সুন্নাহ (১৫) খুলাসাতুল আহকাম, (১৬) মানাকিবুশ শাকিঈ, (১৭) বুস্তানুল আরেফীন, (১৮) মুখতাসার উস্‌দুল গাবাহ, (১৯) রিসালাতুল ইস্তাতিহ্‌বাবিল কিয়াম লিআহলিল ফাদল এবং (২০) রিয়াদুস সালেহীন।

এই শেষোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ 'রিয়াদুস সালেহীন' রাসূলে আকরাম (স)-এর এক হাজার নয় শত তিনটি হাদীসের একটি বিশাল ও অতুলনীয় সংকলন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিক-নির্দেশিকা হিসেবেই ইমাম নববী এই হাদীসগুলো নির্বাচন করেছেন। এতে মানুষের নৈতিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যবহারিক জীবনের তামাম উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এদিক থেকে সংকলনটি একজন মুসলমানকে যথার্থ ইসলামী জীবন গড়ার ব্যাপারে কার্যকরভাবে সহায়তা করবে। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর অনুচ্ছেদগুলো বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকে। এর প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে তরজমাসহ কুরআনের একটি বা একাধিক আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলোর এই বিন্যাসে ইমাম নববী মানব চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং তার সমস্যাবলীকে খুব সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি যেমন সকল বয়সের পাঠকের জন্যে সুখপাঠ্য হয়েছে। তেমনি পাঠকরাও একে গভীর আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছেন।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি পৃথিবীর নানান ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠকদের চিত্ত ক্ষুধা নিবারন করে চলেছে। বাংলাভাষায়ও এর একাধিক তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির অসাধারণ গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরাও পাঠকদের হাতে একটি নতুন অনুবাদ তুলে দিলাম। আমরা প্রত্যাশা রাখি, আমাদের এ অনুবাদও সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি কাড়তে এবং মূল্যবান গ্রন্থটির রস পরিবেশন করতে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, ভুল-ত্রুটি মানুষের নিত্যকার সঙ্গী। গ্রন্থটির অনুবাদ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃততভাবে আমাদেরও ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকরা যদি আমাদের ভুলত্রুটির প্রতি আমাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে আমরা তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকাবো।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমার আকুল আবেদন, তিনি যেন আমার ন্যায় এক নগণ্য ব্যক্তির এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন এবং একে আমার পরকালীন নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনয়াবত

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

রিয়াদুস সালেহীনের ভূমিকা

(ইমাম নববী লিখিত)

সমগ্র তারিফ ও প্রশংসা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্যে। তিনি এক ও একক– লা-শরীক। তামাম বিশ্বজুড়ে তাঁর প্রবল প্রতাপ। আপন বান্দাদের সহজাত ভুল-ত্রুটির প্রতি তিনি ক্ষমাশীল। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি রাতের পর্দা দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। তিনি হৃদয়বান, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এর ভেতর শিক্ষা ও উপদেশের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির ভেতর থেকে থাকে নির্বাচন করেছেন, তাকে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত করে দিয়েছেন। এবং তার হৃদয়-চক্ষুকেও উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি মুরাকাবায় আত্মনিমগ্ন থাকে, আল্লাহ্‌র সত্তায় আত্মলীন হবার আকাংক্ষায় সে খোদায়ী আনুগত্যে সর্বদা মশগুল থাকে। জান্নাত লাভের প্রবল আগ্রহে সে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক কাজে নিরত থাকে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী সকল কর্মকাণ্ডের প্রতি সে চক্ষু বন্ধ করে রাখে। অনুরূপভাবে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে হামেশা সে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। সে এ ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে যে, অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি তাকে দ্বীন ইসলামের সহজ-সরল পথে অবিচল থাকার তওফিক দান করেছেন। অতএব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, যিনি দয়াবান অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর বন্ধু ও তাঁর প্রিয়পাত্র; যিনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন, এবং নির্ভুল দ্বীন তথা জীবন পদ্ধতির দিকে আহবান জানিয়েছেন, তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, সেই সঙ্গে তামাম নবী রাসূল (আ), তাঁদের সকল পরিবারবর্গ এবং সকল পুণ্যবান সৎকর্মশীল লোকদের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ - مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ -

‘আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার বন্দেগী (দাসত্ব) করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি; আমি তাদের কাছে থেকে যেমন কোন প্রত্যাশা করিনা, তেমনি তারা আমায় পানাহার করাবে তাও চাইনা।’

এ থেকে জানা গেল যে, জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, বন্দেগী বা দাসত্ব করা। অতএব তাদের কর্তব্য হলো, যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই তারা নিরত থাকবে। এবং পার্থিব লক্ষ্য অর্জন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। প্রত্যেকের মনেই একথা দৃঢ়মূল করে নেয়া দরকার যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল এক জগত। এর কোনো চিরস্থায়িত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে দ্রুত ধাবমান সওয়ারীর মতো। এটা আনন্দ-উৎসবের কোনো স্থান নয়, এটা এমন এক সরোবর, যার পানি একদিন না একদিন শুকিয়ে যাবেই। এ কারণে দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র

বন্দেগী করার যোগ্য হলো সেই ব্যক্তি, যে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগায় এবং দুনিয়ার আকর্ষণ ও চাক্‌চিক্যকে এড়িয়ে চলে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ط حَتّٰى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا لا اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْنَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত হলো এ রকম, আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম তার সাহায্যে (দুনিয়ার বুকে) বৃক্ষ-লতা বেশ ঘন হয়ে উঠল যা মানুষ ও পশুকুল আহার করে থাকে, এমন কি সেই ভূমি যখন সজীবরূপে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে উঠল এবং তার মালিকরা মনে করে বসল যে, তারা এর ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ঠিক তখন কোনো রাতে কিংবা দিনে আমাদের ভয়ংকর হুকুম (আযাব) জারী হলো। তারপর আমরা সেগুলোকে এমন শুকনা খড়কটোয় পরিণত করলাম যেন সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিলনা। এভাবেই আমরা এমন লোকদের জন্যে নির্দশনগুলোর উল্লেখ করছি, যারা চিন্তা-ভাবনা পোষণ করে

(সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

এই ধরনের আয়াত (কুরআনে) প্রচুর পরিমাণে বর্তমান রয়েছে। একজন কবি এই ধরনের বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত করেছেন। কবিতাটির ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র সমজদার বান্দাহ তারা যারা দুনিয়াকে বিদায় জানায়, অশান্তি ও ফিতনার প্রশ্নে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, দুনিয়ার প্রশ্নে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীতি হয় যে, এ দুনিয়া মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। তারা এ দুনিয়াকে গভীর সমুদ্র জ্ঞানে ভাসান তাদের সৎকর্মের তরী।

অতএব, দুনিয়ার অবস্থা যখন জানা গেল এবং আমাদের অবস্থাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সর্বোপরি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন প্রতিটি বিচক্ষণ লোকের কর্তব্য হলো নিজেকে সৎলোকদের পথে চালিত করা এবং যথার্থ বুদ্ধিমান লোকদের পথ অনুসরণ করা এবং কাংক্ষিত লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলার জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা। অতএব, তার জন্যে সবচেয়ে নির্ভুল এবং সকল পথের চেয়ে নিকটতম পথ হলো সহীহ হাদীসসমূহ থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণ করা, যা সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ও আখেরীন হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى- (المائده : ٢)

(ঈমানদারগণ)! পুণ্যশীলতা ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো
(সূরা মায়েদা ঃ ২)

রাসূলে আকরাম (স) থেকে একটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ -

একজন মুসলমান যতক্ষণ তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে নিরত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ ও তার সাহায্যে হাত বাড়িয়ে রাখেন।
(মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী)

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ -

যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভাল কথা জানিয়ে দেয়, তদনুযায়ী যে কাজ সম্পন্ন হবে, তার সওয়াব সেও পাবে। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا -

'যে ব্যক্তি (কাউকে) হেদায়েতের দিকে আহবান জানাবে, সেও হেদায়েত গ্রহণকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাতে দু'জনের কারো সওয়াবেই ঘাটতি হবেনা।

এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলেন ঃ

فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ -

হে আলী! আল্লাহ যদি তোমার দ্বারা কাউকে হেদায়েত করেন, তবে সেটা তোমার জন্যে (অতি মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম' (বুখারী ও মুসলিম)

গ্রন্থ রচনার কারণ

একদা আমার মনে ধারণা জন্মালো যে, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ থেকে বাছাই করে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করবো। তাতে বিশেষভাবে সেইসব হাদীস অন্তর্ভুক্ত হবে, যাতে আখিরাতের ভয় এবং তার জন্যে প্রস্তুতির আগ্রহ বিদ্যমান থাকবে। পরন্তু তার দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন পরিচ্ছন্নতার কাজও সম্পন্ন হবে এবং উপদেশ ও প্রেরণার সংমিশ্রিত মর্ম দ্বারা হৃদয় মর্মকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। আত্মিক সংশোধনের জন্যে কি কি সাধনার প্রয়োজন, নৈতিক সত্তা কিভাবে সুসংস্কৃত হতে পারে, আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে কোন কোন ওষুধের প্রয়োজন, হৃদয়ের মলিন্যকে কিভাবে দূর করা যায়, কোন কোন পন্থা অবলম্বন করে আরেফ বা সাধকদের ইহসানের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, এই সব বিষয় সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীস সমূহকে একত্র করা হয়েছে, প্রামান্য হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে এগুলোকে চয়ণ করা হয়েছে। এই সব হাদীসের বিশুদ্ধতা ও খ্যাতির ব্যাপারে চার শো আলেমের সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

বিন্যাস-ভঙ্গি

অনুচ্ছেদ বিন্যাসের পর প্রথমে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর সেই সব বিশুদ্ধ হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে নানা মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং অনুচ্ছেদগুলোর বিন্যাস করা হয়েছে। যেসব স্থানে কোনো আয়াত বা হাদীসে কঠিন শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যেসব স্থানে কোনো কঠিন শব্দ অনুপযোগী মনে হয়েছে সেখানে তা বর্জন করা হয়েছে।

উপসংহারে আমি প্রত্যাশা করি, এই গ্রন্থটি যদি পূর্ণাঙ্গরূপ পেয়ে থাকে, তা হলে যে ব্যক্তিই গভীর মনোযোগের সাথে এটি পাঠ করবে, সে নেকী ও পুন্যশীলতার দিকে পথ-নির্দেশ খুঁজে পাবে এবং পাপাচার থেকে বেঁচে যাবে। পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তারা যখন এই গ্রন্থখানি পাঠ করবেন এবং এটি থেকে উপকৃত হবেন, তাঁরা যেন আমার পিতামাতার, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্যে দো'আ করেন। আল্লাহ্ ওপরই আমার ভারসা। তাঁর কাছেই আমি নিজেকে সোপর্দ করছি। তাঁর ওপরই আমার চূড়ান্ত নির্ভরতা।

حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

সূচী পত্র

অনুচ্ছেদ ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ

অধ্যায় ঃ ১
কিতাবুল আদাব (শিষ্টাচারের বর্ণনা)

অধ্যায় ঃ ২
পানাহারের শিষ্টাচার (আদাব)

অধ্যায় ঃ ৩
পোশাক-পরিচ্ছদ

অধ্যায় ঃ ৪
ঘুমানোর আদব-কায়দা

অধ্যায় ঃ ৫
সালামের আদান-প্রদান

অধ্যায় ঃ ৬
রোগীর পরিচর্যা

অনুচ্ছেদ ঃ

অধ্যায় ঃ ৭

সফরের নিয়ম-কানুন

অধ্যায় ঃ ৮

বিভিন্ন আমলের ফযীলাত

অধ্যায় ঃ ৯

ই'তেকাফ

অধ্যায় ঃ ১০

হজ্জ

অধ্যায় ঃ ১১

জিহাদ

অধ্যায় ঃ ১২

জ্ঞান

অধ্যায় ঃ ১৩

আল্লাহ্র প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা

অধ্যায় ঃ ১৪

কিতাবুস সালাতি আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অধ্যায় ঃ ১৫

(আল্লাহ্র যিকিরের বর্ণনা)

অধ্যায় ঃ ১৬

কিতাবুদ্ দাওয়াত

অনুচ্ছেদ ঃ

অধ্যায় ঃ ১৭

নিষিদ্ধ কাজসমূহ

অধ্যায় ঃ ১৮

নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ

محمد رسول اللّٰه

صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক
ইখ্‌লাসের বিবরণ

সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন কাজে ইখ্‌লাস ও নিয়্যাত আবশ্যক

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اُمِرُوْآ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আর তাদেরকে এই মর্মে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে কেবল তাঁরই বন্দেগী করে; আর তারা যেন (একাগ্রচিত্তে) নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে আর এটাই হলো সঠিক ও সুদৃঢ় বিধান।' (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের (কুরবানীর পশুর) গোশ্‌ত ও রক্ত কোনটাই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, তাঁর নিকট পৌঁছে শুধু তোমাদের পরহেজগারী। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْتُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ -

তিনি আরো বলেন ঃ হে নবী! লোকদেরকে বলে দাও, তোমরা কোনো বিষয় মনে গোপন রাখো কিংবা প্রকাশ করো, তা সবই আল্লাহ জানেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৯)

١. وَعَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَىِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِىِّ الْعَدَوِىِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَانَوٰى : فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، اَوِ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَافَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلٰى صِحَّتِهِ -

১. আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সকল কাজের প্রতিফল কেবল নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়্যাত অনুসারে তার কাজের প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও

রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত দুনিয়া হাসিল করা কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশে সম্পন্ন হবে, তার হিজরত সে লক্ষ্যেই নিবেদিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢ . وَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ - متفق عليه

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ একটি সেনাদল কাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আক্রমণ চালাতে যাবে। তারা যখন সমতল ভূমিতে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে সামনের ও পিছনের সমস্ত লোকসহ ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে আগের ও পরের সমস্ত লোকসহ তাদেরকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে ? যখন তাদের মধ্যে অনেক শহরবাসী থাকবে এবং অনেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাদের মধ্যে শামিল হবে না ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আগের ও পরের সমস্ত লোককেই ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর লোকদের নিয়্যাত অনুসারে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে শব্দাবলী শুধু বুখারী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

٣ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ : لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِاَنَّهَا صَارَتْ دَارَ اِسْلَامٍ -

৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত করার অবকাশ নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত রয়েছে। তোমাদেরকে যখন জিহাদের জন্যে ডাক দেয়া হবে, তখন তোমরা অবশ্যই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এখন আর মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ কারণে যে, মক্কা এখন দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে।

٤ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ رض قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَّا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَّلَاقَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِىْ رِوَايَةٍ : اِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِى الْاَجْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ اَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَّلَا وَادِيًا اِلَّا وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -

৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে শরীক হলাম, তিনি বললেন,

মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই সফর কর এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম কর, তারা তোমাদেরই সঙ্গে থাকে। রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আটকে রেখেছে (মুসলিম)। অন্য বর্ণনা মতে, তারা সওয়াবে তোমাদের সাথেই শরীক থাকবে। ইমাম বুখারী এই হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি বললেন ঃ আমাদের পিছনে মদীনায় এমন কিছু লোক রয়ে গেছে, যারা আমাদের সাথেই রয়েছে, তবে কোনো উপত্যকা বা ঘাঁটি অতিক্রমকালে তারা আমাদের সাথে আসেনি। এক ধরনের ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছে।

٥ . وَعَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ ابنِ الْاَخْنَسِ رض وَهُوَ وَاَبُوْهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّوْنَ قَالَ كَانَ اَبِىْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِىْ الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهٗ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُّ فَخَاصَمْتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَا مَعْنُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫. হযরত মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আখ্‌নাস বর্ণনা করেন ঃ (মা'ন, তাঁর পিতা, দাদা সবাই সাহাবী ছিলেন) আমার পিতা ইয়াযীদ সদকা করার জন্যে কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে গিয়ে এক ব্যক্তিকে তা দিয়ে এলেন। আমি লোকটির কাছ থেকে তা ফেরত নিয়ে আমার পিতার কাছে চলে এলাম। আমার পিতা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এটা তো আমি তোমাকে দেয়ার মনস্থ করিনি। এরপর আমরা এ বিষয়টাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলাম। তিনি বলেন ঃ হে ইয়াযীদ! তুমি তোমার নিয়্যাতের সওয়াব পেয়ে গেছ আর হে মা'ন! তুমি যে মাল নিয়েছ, তা তোমারই। (বুখারী)

٦ . وَعَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ اُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِىِّ الزُّهْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرٰى وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلَا يَرِثُنِىْ اِلَّا ابْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْكَبِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ امْرَاَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ ؟ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا ازْدَدْتَّ بِهٖ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَّيَضُرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ

اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬. হযরত আবু ইসহাক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি বিদায় হজ্জের বছরে খুব কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজখবর নিতে এলেন। আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার রোগের তীব্রতা আপনি লক্ষ্য করছেন। আমি অনেক ধন-মালের অধিকারী। কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী শুধুমাত্র আমার মেয়েই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করে দিতে পারি ? রাসূলে আকরাম (স) বলেন ঃ 'না'। আমি নিবেদন করলাম ঃ 'তাহলে অর্ধেক পরিমাণ (দান করে দেই) তিনি বললেন ঃ না। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম ঃ 'তাহলে এক-তৃতীয়াংশ (দান করে দেই) ? তিনি বললেন ঃ 'হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পার'। অবশ্য এটাও অনেক বেশি অথবা বড়। তোমাদের উত্তরাধিকারীগণকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় না রেখে তাদেরকে বিত্তবান অবস্থায় রেখে যাওয়াই শ্রেয়, যেন তাদেরকে মানুষের সামনে হাত পাততে না হয়। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে যা কিছুই ব্যয় করবে, এমন কি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দেবে, তার সবকিছুরই সওয়াব (প্রতিদান) তোমাকে দেয়া হবে। এরপর আমি (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক) বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার সঙ্গী-সাথীগণের (মদীনায়) চলে যাবার পর আমি কি পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব ? তিনি বললেন ঃ পিছনে থেকে গেলে তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে যে কাজই করবে, তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। আশা করা যায়, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। ফলে কিছু লোক তোমার দ্বারা উপকৃত হবে, আবার অন্য কিছু লোক তোমার দ্বারা কষ্ট পাবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করে দাও এবং তাদেরকে ব্যর্থতার কবল থেকে রক্ষা কর। তবে সা'দ ইবনে খাওলা যথার্থই কৃপার পাত্র। মক্কায় তার মৃত্যু ঘটলে রাসূলে আকরাম (স) এই মর্মে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন যে, তিনি হিজরতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ صَخْرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চেহারা ও দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করেন। (মুসলিম)

٨ . وَعَنْ اَبِىْ مُوسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَ شْعَرِيِّ رض قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَّيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَّيُقَاتِلُ رِيَاءً اَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এক ব্যক্তি শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের জন্যে, এক ব্যক্তি

আত্মগৌরব ও বংশীয় মর্যাদার জন্যে এবং অপর এক ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ করার জন্যে লড়াই করে সে-ই আল্লাহ্‌র পথে রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯. হযরত আবু বাকরাহ নুফাই' ইবনে হারিস সাকাফী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান তরবারী কোষমুক্ত করে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। আমি নিবেদন করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর জাহান্নামের হকদার হওয়াটা তো বুঝলাম; কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণটা কি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কারণটা হলো এই যে, সেও তো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

১০ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلَاتِهٖ فِىْ سُوْقِهٖ وَبَيْتِهٖ بِضْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيْدُ اِلَّا الصَّلٰوةَ اِلَّا يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ الصَّلٰوةِ مَاكَانَتِ الصَّلٰوةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ -مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের পক্ষে জামা'আতে নামায আদায় করার সওয়াব তার ঘরে ও বাজারে নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। এই কারণে যে, কোনো ব্যক্তি যখন খুব ভালভাবে ওযু করে নামাযের উদ্দেশে মসজিদে গমন করে এবং নামায ছাড়া তার মনে আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তখন মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহও মাফ হয়ে যায়। মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে, ততক্ষণ সে নামাযের অনুরূপ সওয়াবই পেতে থাকে। আর যে ব্যক্তি নামায আদায়ের পর কাউকে কষ্ট না দিয়ে অযুসহ মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার মার্জনার জন্যে এই বলে দো'আ করতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! একে তুমি ক্ষমা করে দাও; হে আল্লাহ! এর তওবা কবুল কর; হে আল্লাহ্! এর প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١. وَعَنْ اَبِىْ الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহিমান্বিত প্রভুর সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজ ও পাপ কাজের সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সংকল্প ব্যক্ত করেও এখন পর্যন্ত তা সম্পাদন করতে পারেনি, আল্লাহ্ তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন। আর সংকল্প পোষণের পর যদি উক্ত কাজটি সম্পাদন করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ তার আমলনামায় দশটি নেকী থেকে শুরু করে সাত শো, এমন কি তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি নেকী লিপিবদ্ধ করে দেন। আর যদি সে কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেও তা সম্পাদন না করে, তবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি ইচ্ছা পোষণের পর সেই খারাপ কাজটি সে করেই ফেলে, তাহলে আল্লাহ্ তার আমলনামায় শুধু একটি পাপই লিখে রাখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢. وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَا بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى اَوَهُمُ الْمَبِيْتُ اِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا : اِنَّهُ لَايُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ اِلَّا اَنْ تَدْعُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اَللّٰهُمَّ كَانَ لِىْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لَا اَغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَاىْ بِىْ طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ اُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُّهُمَا نَاءِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَنْ اَغْبِقَ قَبْلَهُمَا اَهْلًا اَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدِىْ اَنْتَظِرُ اِسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَايَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهُ قَالَ لْاٰ خَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ اكَانَتْ لِىْ اِبْنَةُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَىَّ وَفِىْ رِوَايَةٍ كُنْتُ اُحِبُّهَا كَاشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَارَدْتُّهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّىْ حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهِ سَنَةٌ مِّنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَ تْنِىْ فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخْلِىَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا

فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَعَدْتُّ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَاتَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ اَعْطَيْتُهَا : اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اسْتَاْجَرْتُ اُجَرَاءَ وَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِىْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَدِّ اِلَىَّ اَجْرِىْ فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لَاتَسْتَهْزِئُ بِىْ فَقُلْتُ : لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا : اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পূর্বেকার যুগে তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বৃষ্টি এসে পড়ল। তারা রাত কাটানোর জন্যে একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু তারা গুহায় প্রবেশ করার সাথে সাথে একটি পাথর খণ্ড গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা স্থির করল যে, তাদের নেক 'আমলকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তাদের একজন দো'আ করল ঃ হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। আমি আমার পরিবার-পরিজনের আগেই তাদেরকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমায় জ্বালানী কাঠের সন্ধানে অনেক দূরে চলে যেতে হলো। আমি যখন রাতে বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি দুধ নিয়ে যথারীতি তাদের কাছে গিয়ে দেখি, তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদেরকে জাগিয়ে তোলা আমি সমীচীন মনে করলাম না। আবার তাদের খাওয়ার পূর্বে পরিবারের লোকদের দুধ পান করানোও সঙ্গত মনে হলো না। আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাতভর পিতামাতার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা আমি সঙ্গত মনে করলাম না। এদিকে বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে বসে ক্ষুধায় কাঁদছিল। এ অবস্থায় সকাল হয়ে গেল এবং তারা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমি তাদেরকে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজটি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তাহলে আমার ওপর থেকে পাথরের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথর খণ্ড কিছুটা দূরে সরে গেল বটে, কিন্তু গুহা থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারলনা।

অপর ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল; আমার কাছে তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সুন্দরী বলে মনে হতো। (এক বর্ণনা মতে) তার সাথে আমার অসামান্য ভালোবাসা ছিল। পুরুষ নারীকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমি ততটাই তাকে ভালোবাসতাম। আমি তার সঙ্গে কামনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলাম। কিন্তু সে

এতে সম্মত হলোনা। অবশেষে এক দুর্ভিক্ষের বছরে সে দুর্বল হলে আমার নিকট এল। আমি তাকে আমার সাথে নির্জনে মিলনের শর্তে এক শো বিশটি স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) দিলাম। আমার প্রস্তাবে সে সম্মত হলো। আমি তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে নিলাম। অন্য বর্ণনা মতে আমি যখন তার দুই হাঁটুর মাঝখানে বসলাম, তখন সে কম্পিত কণ্ঠে বললঃ 'ওহে! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট কোরনা।' আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে ছেড়ে চলে এলাম। অথচ আমি মেয়েটিকে তীব্রভাবে ভালোবাসতাম। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ফেলে এলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তাহলে এই বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করো। এর ফলে পাথর খণ্ডটি আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু এতেও তারা বের হতে পারল না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন শ্রমিককে কাজে লাগিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে যথারীতি পারিশ্রমিক দিলাম। কিন্তু একজন শ্রমিক তার পারিশ্রমিক কম ভেবে তা না নিয়েই চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিককে ব্যবসায়ে নিয়োগ করলাম। এতে তার পারিশ্রমিকের অঙ্ক অনেক বেড়ে গেল। কিছুদিন পর লোকটি ফিরে এল। এসে আমায় সম্বোধন করে বলল ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাকে আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকটা দিয়ে দাও। আমি বললাম ঃ সামনে যত উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ও চাকর-বাকর দেখছ, সবই তোমার পারিশ্রমিক। সে বলল ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করোনা। আমি তাকে বললাম ঃ আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা করছি না। এরপর সে সব মালামাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে এ কাজ করে থাকি, তাহলে আমাদের থেকে এ বিপদটা দূর করে দাও। এরপর গুহার মুখ থেকে পাথর খণ্ডটি সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে আপন গন্তব্যের দিকে চলে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুই

তওবার বিবরণ

আলেমগণ বলেন, প্রতিটি গুনাহ থেকেই তওবা করা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব)। যদি কোনো গুনাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হয়, এবং তার সাথে কোনো বান্দার হক সম্পৃক্ত না থাকে, তবে তা থেকে তওবা করার জন্যে তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়। প্রথম শর্ত হলো, বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাকে কৃত গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে। আর তৃতীয় শর্ত হলো, পুনরায় গুনাহ না করার ব্যাপারে তাকে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এই তিনটি শর্তের মধ্যে একটিও যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে তওবা কখনো শুদ্ধ হবে না। কিন্তু গুনাহ্র কাজটি যদি কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ঐ তিনটি শর্তের সাথে আরো একটি শর্ত যুক্ত হবে। আর এই চতুর্থ শর্তটি হলো ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। কারো কাছ থেকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে ধন-মাল বা বিষয়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তবে তা ফেরত দিতে হবে। অনুরূপভাবে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে তার জন্যে অপরাধীকে নির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্) ভোগ করতে হবে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারো অসাক্ষাতে গীবত (বা নিন্দাবাদ) করা হলে সেজন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

মোটকথা, সমস্ত গুনাহ্‌র কাজেই তওবা করা আবশ্যক। যদি কতিপয় গুনাহ্‌র ব্যাপারে তওবা করা হয়, তবে আহ্‌লে সুন্নাতের দৃষ্টিতে তা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট গুনাহ্‌র ব্যাপারে তওবা করা তার জিম্মায় থেকে যাবে। আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত তওবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে ঈমানদার! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর; তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর ঃ ৩১ আয়াত)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা আপন প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা কর। (সূরা হূদ ঃ ৩১ আয়াত)

وَقَا اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদার! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে খাঁটি মনে তওবা (তওবাতুন নাসূহ্) কর। (সূরা তাহরীম ঃ ৮ আয়াত)

١٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি একদিনে সত্তর বারের চেয়েও বেশি তওবা করি এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই। (বুখারী)

١٤ . وَعَنِ الْاَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪. হযরত আগার ইবনে ইয়াসার মুযান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং (গুনাহ্‌র জন্যে) তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আমি প্রত্যহ একশো বার তওবা করি। (মুসলিম)

١٥ . وَعَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ : اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا وَقَدْ اَيِسَ

مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْهُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

১৫. রাসূলে আকরামসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশী হন, যার উট গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার সে তা ফিরে পায়। (বুখারী ও মুসলিম) মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশী হন, যার খাবার ও পানীয় সামগ্রী নিয়ে সওয়ারী উটটি হঠাৎ গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে লোকটি একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ সে উটটিকে নিজের কাছে দাঁড়ানো দেখিতে পেল। সে উটের লাগাম ধরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দাহ! আর আমি তোমার প্রভু! সে আনন্দের আতিশয্যেই এ ধরনের ভুল করে বসল।

١٦ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত না আসা পর্যন্ত) মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন, যাতে করে দিনের গুনাহ্গার লোকেরা তওবা করে নিতে পারে। আর তিনি দিনের বেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে থাকেন, যাতে করে রাতের গুনাহ্গার লোকেরা তওবা করে নিতে পারে।

١٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম)

١٨ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

১৯ . وَعَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رض اَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَازِرُّ؟ فَقُلْتُ : اِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَلَبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ فَقُلْتُ : اِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِيْ صَدْرِى الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ امْرَاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجِئْتُ اَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ اَنْ لاَّنَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَّنَوْمٍ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوٰى شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ اِذْ نَادَاهُ اَعْرَابِىٌّ بِصَوْتٍ لَّهُ جَهْوَرِيٍّ يَامُحَمَّدُ فَاَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْواً مِّنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكَ اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَاِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَا اَغْضُضُ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى ذَكَرَ بَابًا مِّنَ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ اَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ عَرْضِهِ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ اَحَدُ الرُّوَاةِ : قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لَايُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

১৯. হযরত যির ইবনে হুবাইশ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি মোজার ওপর মাসেহ্ করার বিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে সাফ্ওয়ান ইবনে আসলাম (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমি বললাম, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন ঃ ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞান অন্বেষণে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা তার জন্যে বিছিয়ে দেন। আমি বললাম, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজার ওপর মাসেহ করার ব্যাপারে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। এ কারণে আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন কিনা ? তিনি বললেন ঃ হাঁ; আমরা যখন সফরে থাকতাম তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনদিন তিনরাত অবধি জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার মতো নাপাক অবস্থা) ছাড়া পা থেকে মোজা খুলতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ ও নিদ্রার পর অযু করতে গিয়ে মোজা খুলতে হবে না। (অর্থাৎ পা ধোয়ার প্রয়োজন হবে না, শুধু মাসেহ করলেই চলবে।)

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভালোবাসা সম্পর্কে আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ জ্বি হাঁ, আমরা এক সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা তাঁর খুব কাছাকাছি

থাকাকালে একদিন হঠাৎ এক গ্রাম্য লোক (বেদুঈন) এসে খুব চড়া গলায় 'হে মুহাম্মদ' বলে তাঁকে ডাক দিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও একই রূপ জোরালো কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বললেন ঃ 'এস, বসো।' আমি লোকটিকে বললাম! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এসে চড়া গলায় আওয়াজ করছ; অথচ তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তুমি গলার স্বর নিচু করো। লোকটি বলল ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি গলার স্বর নিচু করবো না।' এরপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করল ঃ এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, অথচ সে এখনো তাদের সাথে সাক্ষাতের অবকাশ পায়নি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (দুনিয়ায়) যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তারই সাথে থাকবে। এরপর তিনি কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা বললেন, যার প্রস্থ পায়ে হেটে গেলে কিংবা যানবাহনে গেলে চল্লিশ থেকে সত্তর বছর। সুফিয়ান সাওরী নামক একজন হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকে তিনি এই দরজাটি তওবার জন্যে খোলা রেখেছেন। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এটি বন্ধ করা হবে না। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। খোদ ইমাম তিরমিযী একে সহীহ ও হাসান হাদীস রূপে উল্লেখ করেছেন।

২০. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رض أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَّحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ اِنْطَلِقْ إِلٰى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَّعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلٰى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ أٰدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلٰى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنٰى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنٰى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَأَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيْ وَإِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِيْ وَقَالَ : قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوْهُ إِلٰى هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَنَأٰى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا.

২০. হযরত আবু সাঈদ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি লোক হত্যা করে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমের সন্ধানে বের হলো। তাকে একজন সংসারত্যাগী খ্রীস্টান দরবেশের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। সে ঐ দরবেশের কাছে গিয়ে বললো ঃ আমি নিরানব্বইটি লোক হত্যা করেছি। এখন আমার জন্যে তওবার কোন সুযোগ আছে কি ? দরবেশ বললো ঃ 'নেই'। তখন লোকটি দরবেশকেও হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। এরপর আবার সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমের সন্ধান জানতে চাইলে তাকে একজন আলেমের সন্ধান জানিয়ে দেয়া হলো। লোকটি তার কাছে গিয়ে বললো ঃ সে একশো লোককে খুন করেছে। এখন তার জন্যে তওবার কোন সুযোগ আছে কিনা ? আলেম বললেন ঃ 'হাঁ, তওবার সুযোগ আছে। তওবা কবুলিয়তের পথে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে ? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহ্‌র বান্দেগীতে লিপ্ত রয়েছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র বান্দেগীতে লিপ্ত হও এবং তোমার নিজ দেশে কখনো ফিরে যেওনা। কেননা, সেটা খুব খারাপ জায়গা।' লোকটি নির্দেশিত স্থানের দিকে চলতে লাগল। অর্ধেক পথ চলার পর তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। এবার তাকে নিয়ে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতাদের বক্তব্য ছিল, এ লোকটি তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতারা বলতে লাগল ঃ লোকটি তো কখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি। এমন সময় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে মানুষের রূপ ধারণ করে একজন ফেরেশতা তাদের সামনে উপস্থিত হলো। তখন সবাই তাকে সালিশ হিসেবে মেনে নিল। সালিশরূপী ফেরেশতা বললঃ তোমরা উভয় দিকের জায়গা মেপে নাও। যে দিকটি যার কাছাকাছি হবে, সে দিকটি তারই বলে গণ্য হবে। সুতরাং জায়গা পরিমাপের পর যেদিকের উদ্দেশ্যে সে আসছিল, তাকে সে দিকটির কাছাকাছি পাওয়া গেল। এর ভিত্তিতে রহমতের ফেরেশতারা লোকটির প্রাণ কেড়ে নিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ বুখারীর অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ ওই লোকটি সৎ লোকদের বসতির দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়েছিল। এই কারণে তাকে ওই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বুখারীর অপর একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা একদিকের বসতিকে দূরে সরে যেতে এবং অপর দিকের বসতিকে কাছাকাছি হতে বলে উভয়ের মধ্যবর্তী জমি মাপতে ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন। ফলে লোকেরা তাকে সৎ লোকদের জমির দিকে এক বিঘত পরিমাণ বেশি অগ্রবর্তী দেখতে পেল এবং তাকে মার্জনা করে দেয়া হলো। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, লোকটি নিজের বুকের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে অসৎ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।

٢١ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رض مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رض يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبٌ : لَمْ اَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ اِلَّا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّيْ قَدْ تَخَلَّفْتُ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشٍ

حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَاِنْ كَانَتْ بَدْرُ اَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ قَطُّ اَقْوٰى وَلَا اَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيْرًا فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَهَّبُوْا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِيْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَّلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّتَغَيَّبَ اِلَّا ظَنَّ اَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى بِهٖ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْيٌ مِّنَ اللّٰهِ وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَاَنَا اِلَيْهَا اَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ اَغْدُوْ لِكَيْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَاَرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا وَاَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ اَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ اِذَا اَرَدْتُّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِيْ حَتّٰى اِسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ اَقْضِ مِنْ جِهَازِيْ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِيْ حَتّٰى اَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَاُدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِيْ فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِيْ فَطَفِقْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْزُنُنِيْ اَنِّيْ لَا اَرٰى لِيْ اُسْوَةً اِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ اَوْ رَجُلًا مِّمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ : فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ سَلِمَةَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِيْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رض بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ رَاٰى رَجُلًا مُبْيِضًا يَّزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْ اَبَا خَيْثَمَةَ فَاِذَا هُوَ اَبُوْ خَيْثَمَةَ الْاَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِيْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِّنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِيْ بَثِّيْ فَطَفِقْتُ اَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَاَقُوْلُ : بِمَا اَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهٖ غَدًا وَّ اَسْتَعِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَاْيٍ مِّنْ اَهْلِيْ فَلَمَّا قِيْلَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَظَلَّ

قَادِمًا زَاحَ عَنِّيْ الْبَاطِلُ حَتّٰى عَرَفْتُ اَنِّيْ لَمْ اَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ اَبَدًا فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعًا وَّثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ فَجِئْتُ اَمْشِيْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِيْ مَا خَلَّفَكَ؟ اَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَاَيْتُ اَنِّيْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ اُعْطِيْتُ جَدَلًا وَّلٰكِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّيْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَاِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْا فِيْهِ عُقْبَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللّٰهِ مَاكَانَ لِيْ مِنْ عُذْرٍ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلَا اَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْكَ وَسَارَ رِجَالٌ مِّنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِيْ فَقَالُوْا لِيْ : وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ اَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا لَقَدْ عَجِزْتَ فِيْ اَنْ لَّاتَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اِسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَكَ قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَا زَالُوْا يُؤَنِّبُوْنَنِيْ حَتّٰى اَرَدْتُّ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُكَذِّبَ نَفْسِيْ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنْ اَحَدٍ؟ قَالُوْا : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَاقُلْتَ وَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ قَالَ : قُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوْا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْعَامِرِيْ وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِيْ- قَالَ فَذَكَرُوْا لِيْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا فِيْهِمَا اُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ - قَالَ : فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِي الْاَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْاَرْضِ الَّتِيْ اَعْرِفُ - فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَاَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَاَمَّا اَنَا فَكُنْتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَشْهَدُ الصَّلٰوةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَطُوْفُ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِيْ اَحَدٌ وَاٰتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَاَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ اَمْ لَا ؟ ثُمَّ اُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِنْهُ وَاُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلٰى صَلَاتِيْ نَظَرَ اِلَيَّ وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّيْ حَتّٰى اِذَا طَالَ

ذٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّىْ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لَهٗ : يَا اَبَا قَتَادَةَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ﷺ فَسَكَتَ فَعُدْتُّ فَنَاشَدْتُّهٗ فَسَكَتَ - فَعُدْتُّ فَنَاشَدْتُّهٗ فَقَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ فِىْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ اَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهٗ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهٗ اِلَيَّ حَتّٰى جَاءَنِىْ فَدَ - فَعَ اِلَيَّ كِتَابًا مِّنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا : فَقَرَاْتُهٗ فَاِذَا فِيْهِ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهٗ قَدْ بَلَغَنَا اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَاْتُهَا : وَهٰذِهٖ اَيْضًا مِّنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا - حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِيْنِىْ فَقَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاَتَكَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ ؟ فَقَالَ : لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا - وَاَرْسَلَ اِلٰى صَاحِبَىَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ - فَقُلْتُ لاِمْرَاَتِىْ اِلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَكُوْنِىْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ فَجَاءَتْ اِمْرَاَةُ هِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهٗ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ اَنْ اَخْدِمَهٗ ؟ قَالَ : لاَوَلٰكِنْ لاَّ يَقْرَبَنَّكِ فَقَالَتْ : اِنَّهٗ وَاللّٰهِ مَابِهٖ مِنْ حَرَكَةٍ اِلٰى شَىْءٍ وَوَاللّٰهِ مَازَالَ يَبْكِىْ مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهٖ؟ مَاكَانَ اِلٰى يَوْمِهٖ هٰذَا فَقَالَ لِىْ بَعْضُ اَهْلِىْ : لَوِ اسْتَاْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِمْرَاَتِكَ فَقَدْ اَذِنَ لاِمْرَاَةِ هِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنْ تَخْدُمَهٗ ؟ فَقُلْتُ : لاَ اَسْتَاْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِىْ مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنْتُهٗ فِيْهَا وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ - فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِّنْ حِيْنَ نُّهٰى عَنْ كَلاَمِنَا - ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلٰوةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِىْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفٰى عَلٰى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ - يَاكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ اَبْشِرْ - فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ اَنَّهٗ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ فَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلّٰى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَىَّ مُبَشِّرُوْنَ، وَرَكَضَ اِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعٰى سَاعٍ مِّنْ اَسْلَمَ قِبَلِىْ وَ اَوْفٰى عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ

اَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِيْ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا اِيَّاهُ بِبُشْرَاهُ وَاللّٰهِ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ - وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ اَتَاَمَّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَلَقَّانِيْ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِيْ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ رض يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّأَنِيْ، وَاللّٰهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ فَكَانَ كَعْبٌ لَايَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ : اَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ ! فَقُلْتُ اَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لَابَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَّالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ فَقُلْتُ اِنِّيْ اَمْسِكُ سَهْمِيْ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ - وَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا اَنْجَانِيْ بِالصِّدْقِ وَاِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ لَّا اُحَدِّثَ اِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ فَوَا للّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَبْلَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلَا نِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهِ مَاتَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا وَاِنِّيْ لَارَجُوْا اَنْ يَّحْفَظَنِيْ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا بَقِيَ -

قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ حَتّٰى بَلَغَ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتّٰى بَلَغَ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ- قَالَ كَعْبٌ : وَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اِذْ هَدَانِيَ اللّٰهُ لِلْاِ سْلَامِ اَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِاَحَدٍ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ- قَالَ كَعْبٌ كُنَّا خُلِّفْنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ اَمْرِ

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَلَفُوْا لَهٗ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاَرْجَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْرَنَا حَتّٰى قَضَى اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ بِذٰلِكَ - قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا) وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفُنَا عَنِ الْغَزْوِ وَاِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهٗ اِيَّانَا وَاِرْجَاؤُهٗ اَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهٗ وَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسُ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَكَانَ لاَيَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ -

২১. হযরত কা'ব ইবনে মালিকের পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ স্বীয় পিতা কা'ব ইবনে মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি (আবদুল্লাহ) তাঁর পরিচালক ছিলেন। তিনি তাবুক যুদ্ধে তাঁর পিতার অংশগ্রহণ না করার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না গিয়ে পিছনে থেকে যাবার ব্যাপারে কা'ব ইবনে মালিক (রা)-এর বক্তব্য শুনেছি। তিনি (কা'ব) বলেন ঃ একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকেও আমি দূরে থেকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই যুদ্ধে যারা যোগদান করেননি, তাদের কাউকে সাজা দেয়া হয়নি। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানরা কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে রওয়ানা করেছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা (দৃশ্যত) অসময়ে মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের ওপর অবিচল থাকার দৃপ্ত শপথ নিয়েছিলাম, তখন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই ছিলাম। যদিও বদরের যুদ্ধ লোকদের মধ্যে বেশি স্মরণীয় ঘটনা, তবু আমি আকাবায় উপস্থিতির পরিবর্তে বদরের উপস্থিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া পছন্দ করিনা।

তাবুক যুদ্ধে আমার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না যাবার কারণটা হচ্ছে এই যে, এই যুদ্ধের সময় আমি যতটা ধনবান ও শক্তিশালী ছিলাম, ততটা আর কোনো সময় ছিলাম না। আল্লাহ্‌র কসম! এ যুদ্ধের সময় আমার দু'টি উট ছিল; কিন্তু এর পূর্বে আর কখনো আমার একাধিক উট ছিল না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে অন্য জায়গার কথা বলে প্রকৃত গন্তব্য স্থানের কথা গোপন রাখতেন। তিনি [রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অত্যধিক গরমের সময় তাবুক যুদ্ধে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সফরটা ছিল দীর্ঘ পথের; অঞ্চলটা ছিল খাদ্য ও পানিশূন্য। তদুপরি, শত্রুসেনার সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। এসব কারণে তিনি মুসলমানদের কাছে এই যুদ্ধের কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করলেন, যাতে করে সবাই যুদ্ধের জন্যে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন। তিনি সাহাবীদের তাঁর ইচ্ছার কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন। অনেক মুসলিম যোদ্ধা এই যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হলেন। তখনকার দিনে লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রি বই ছিল না।

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ তখনকার দিনে যে ব্যক্তি যুদ্ধে (জিহাদে) অংশগ্রহণ না করে লুকিয়ে থাকতে চাইত, সে নিশ্চিতরূপে মনে করত যে, তার সম্পর্কে অহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তার অবস্থাটা গোপনই থাকবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলোচ্য যুদ্ধের জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন তখন গাছের ফল (খেজুর) পেকে গিয়েছিল এবং গাছ-গাছালির ছায়াও বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি এসবের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলাম। যা' হোক, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যথারীতি যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সকাল বেলা যেতাম বটে; কিন্তু কোনো কাজ না করেই বাড়ি ফিরে আসতাম এবং মনে মনে ভাবতাম যে, আমি ইচ্ছা করলেই এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারব। এভাবে টালবাহানা করতে করতে অনেক দিন কেটে গেল। এমনকি, লোকেরা যুদ্ধে যাবার জন্যে সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। অবশেষে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী যোদ্ধাদের নিয়ে অতি প্রত্যূষে তাবুকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কিন্তু আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। তাই আমি প্রস্তুতি নিতে গেলাম। কিন্তু পরদিনও আমি কিছুই করলাম না। এভাবে কিছুদিন আমার এই টাল-বাহানা চলতে থাকল। অন্য দিকে মুসলিম যোদ্ধারা খুব দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধও একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ল। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, যে কোন মুহূর্তে রওয়ানা হয়ে গিয়ে ওদেরকে ধরে ফেলব। আহা! আমি যদি তা করতে পারতাম! কিন্তু তা আর আমার ভাগ্যেই জুটলনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে যাবার পর আমি রোজকার মতো মদীনার লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগলাম। তখন যাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হতো এবং যাদেরকে আল্লাহ দুর্বল ও অক্ষম বলে গণ্য করেছিলেন, সে ধরনের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মতো অবস্থায় দেখতে পেতাম না।

তাবুক যাবার পথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা মনে করেননি। সেখানে পৌঁছেই তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ কা'ব ইবনে মালিকের কি হয়েছে ? বনী সালেমার এক ব্যক্তি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকে তার দুই চাদর এবং শরীরের দুই পার্শ্বদেশের প্রতি নজর আটকে রেখেছে। (অর্থাৎ সে পোশাক-আশাক ও শরীর চর্চায় ব্যস্ত থাকার দরুন জিহাদে আসতে পারেনি) এ কথায় হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) চমকে উঠে বললেন ঃ তুমি যা বলেছ, তা একদম ভুল কথা। আল্লাহ্র কসম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই জানি না। এ কথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন। ঠিক এ সময় তিনি সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে মরুভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ সেতো আবু খায়সামা! লোকটি কাছে আসতেই বোঝা গেল, তিনি সত্যিই আবু খায়সামা আনসারী। আর আবু খায়সামা হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে মুনাফিকরা ঠাট্টা করেছিল এক সা' পরিমাণ খেজুর সাদকা হিসেবে দান করেছিলেন বলে। হযরত কা'ব বলেন ঃ আমি যখন তাবুক থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশে ফিরে আসার সংবাদ পেলাম, তখন খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। আর তাই মিথ্যা অজুহাত খাড়া করার বিষয় ভাবতে লাগলাম। বারবার আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এখন কোন্ কৌশল করলে আমি আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাবো ? আমার পরিবারে যারা বুদ্ধিমান ছিল, আমি তাদের সাহায্য চাইলাম। এরপর যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামর শীঘ্রই ফিরে আসছেন বলে জানতে পারলাম, তখন আমার মন থেকে সব আজেবাজে চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি স্পষ্টত বুঝতে পারলাম যে, অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে আমি রেহাই পাবনা। তাই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে আমি সত্য কথা বলারই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম।

পরদিন সকালে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর মদীনায় ফিরে এলেন। সাধারণত তিনি সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করতেন। এই নিয়ম অনুসারে তিনি যখন মসজিদে বসলেন, তখন যারা তাবুক যুদ্ধে না গিয়ে মদীনায় অবস্থান করছিল তারা কসম খেয়ে খেয়ে ওযর পেশ করতে লাগল। এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল আশিজনের মতো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর তাদের প্রকাশ্য ওযর গ্রহণ করলেন। তাদের থেকে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করলেন এবং তাদের গুনাহর জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিলেন। এরপর আমি সামনে উপস্থিত হয়ে যখন সালাম করলাম, তিনি মুচকি হাসি হাসলেন বটে, কিন্তু সে হাসিতে অসন্তুষ্টিই ঝরে পড়ছিল। এরপর তিনি আমায় কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, তোমার কি হয়েছিল? তুমি কি কারণে পিছনে থেকে গিয়েছিলে? তুমি কি তোমার যানবাহন সংগ্রহ করতে পারনি? আমি (কা'ব) নিবেদন করলামঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যদি আপনি ছাড়া কোনো দুনিয়াদার লোকের সামনে বসা থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অজুহাত খাড়া করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে পারতাম। যুক্তি বা অজুহাত খাড়া করার যোগ্যতাও আমার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুব ভালো করেই জানি যে, আজ আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বললে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন বটে, কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলার দরুন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হনও, তবু আমি আল্লাহ্‌র নিকট শুভ ফলাফলের আশা রাখি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোনো ওযর ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজকের মতো আর কখনো এতটা মজবুত ও শক্তিশালী ছিলাম না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর বললেন ঃ এই লোকটি সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা, তুমি চলে যাও। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

এরপর বনু সালেমার কতিপয় লোক আমার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তারা আমায় বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে তুমি কোনো অপরাধ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কেন অন্যান্য লোকদের মতো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো ওযর পেশ করতে পারলেনা? তোমার গুনাহ্ মার্জনার জন্যে আল্লাহ্ মার্জনার কাছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা চাওয়াইতো যথেষ্ট হতো। এরা আমায় এতটা ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, আমার রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার ইচ্ছা হলো। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মতো এরূপ ঘটনা আর কারো ক্ষেত্রে ঘটেছে কি না ? তারা বলল ঃ হাঁ, আরো দু'জনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তুমি যা কিছু বলেছ, তারাও ঠিক সে রকমই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও সে কথাই বলা হয়েছে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে দু'জন কারা? লোকেরা বলল, তারা হলেন মুরারা ইবনে রাবীআ 'আমেরী ও হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াফেকী (রা)।

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ লোকেরা আমায় যে দুই ব্যক্তির নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই আদর্শবান ও সৎকর্মশীল; তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কা'ব (রা) আরো বলেন ঃ লোকেরা ঐ দুজন সম্পর্কে খবর দিলে আমি আমার পূর্বেকার নীতির ওপর অবিচল থাকলাম।

যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বারণ করে দিলেন। এর ফলে আশপাশের সব লোক আমাদের থেকে দূরে সরে থাকতে লাগল। (অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তাদের মানোভাব একেবারে বদলে গেল) এমনকি, আমার জন্যে দুনিয়ার চেহারাটাই একেবারে পাল্টে গেল। আমার চেনাজানা পৃথিবী হঠাৎ যেন অজানা ও অপরিচিত হয়ে গেল। এভাবে আমরা পঞ্চাশটি দিন অতিবাহিত করলাম। আমার দু'জন সঙ্গী নিজেদের ঘরেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। তারা ঘরে বসে কেঁদে কেঁদে সময় কাটাতে লাগলেন। (কারণ তারা উভয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন); কিন্তু আমি ছিলাম যুবক ও শক্তিমান। তাই আমি বাইরে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সাথেই নামায পড়তাম এবং হাট-বাজারেও নির্দ্বিধায় চলাফেরা করতাম। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম, কেউ আমার সাথে কথা বলছে না। নামাযের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট স্থানে বসলে আমি তাঁকে সালাম করতাম এবং এই ভেবে অপেক্ষা করতাম, দেখি তিনি সালামের জবাব দিতে ঠোঁট নাড়েন কিনা। মসজিদে আমি তাঁর কাছাকাছি নামায পড়তাম এবং চুপিসারে লক্ষ্য রাখতাম, তিনি আমার দিকে তাকান কিনা। আমি যখন নামাযে লিপ্ত থাকতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। কিন্তু আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম, তিনি আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। এভাবে গোটা মুসলিম সমাজের নির্লিপ্ততার দরুন আমার এ অবস্থা যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন একদিন আমি প্রতিবেশী আবু কাতাদার দেয়ালের ভেতরে ঢুকে তাঁকে সালাম দিলাম; কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সে আমার সালামের কোনো জবাব দিল না। অথচ সে ছিল আমার চাচাত ভাই এবং ঘনিষ্টতম বন্ধু। আমি তাঁকে বললাম ঃ আবু কাতাদাহ! আমি তোমায় আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি? সে যথারীতি চুপ থাকল। আমি আবার তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে চুপ থাকল। আমি পুনরায় কসম দিলে সে কেবল এটুকু বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তাঁর এ কথায় আমার চোখ দিয়ে দর দর বেগে অশ্রু বেরিয়ে এলো। আমি দেয়াল ডিঙিয়ে ফিরে এলাম।

এরপর একদিন আমি মদীনার বাজারে ঘুরাফিরা করছিলাম। এমন সময় মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে আগত এক সিরীয় কৃষক আমায় খুঁজতে লাগল। সে লোকদের কাছে এই মর্মে অনুরোধ করছিল যে, আমাকে কা'ব বিন মালিকের ঠিকানাটা একটু বলে দিন। এর জবাবে লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করল। সে আমার কাছে এসে আমায় গাস্‌সানের বাদশাহ্‌র একটি চিঠি দিল। আমি চিঠিখানা আদ্যপান্ত পড়লাম। তাতে লেখা ছিল ঃ 'আমি জানতে পারলাম যে, তোমার সাথী (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার ওপর জুলুম পীড়ন চালাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তোমায় লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হবার জন্যে সৃষ্টি করেননি। কাজেই তুমি আমাদের কাছে চলে এস। আমরা তোমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করব।' আমি চিঠিখানা পড়ে বললাম, এটাও আমার জন্যে এক পরীক্ষা। আমি অবিলম্বে চিঠিখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হলো। এর মধ্যে আর কোনো অহীও

নাযিল হলো না। হঠাৎ একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বার্তা-বাহক এসে আমায় জানাল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম, আমি কি তাকে তালাক দেব নাকি অন্য কিছু করব ? বার্তা-বাহক জানাল ঃ না, তুমি শুধু তার থেকে আলাদা থাকবে, তার ঘনিষ্ঠ হবে না। (অর্থাৎ তার সাথে দৈহিক মিলন করবে না)। আমার অন্য দু'জন সঙ্গীকেও অনুরূপ বার্তা পাঠানো হলো। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি অবিলম্বে পিত্রালয়ে চলে যাও এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তাদের সাথেই থাকো। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! হেলাল ইবনে উমাইয়া খুবই বৃদ্ধ মানুষ; তার দেখাশোনার জন্যে কোনো খাদেম নেই। আমি তার দেখাশোনা করলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'না, তবে সে যেন তোমার সাথে দৈহিক মিলনে রত না হয়'। উমাইয়ার স্ত্রী বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! এ ব্যাপারে তার কোনো শক্তিই নেই। আল্লাহর কসম! আজ পর্যন্ত তার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে তাতে সে অবিরাম কেঁদে চলেছে। (কা'ব বলেন) আমার পরিবারের অনেক সদস্য আমায় বলেন ঃ 'তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তোমার স্ত্রীর সেবা (খেদমত) গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি নিতে পারতে। তিনি তো হেলাল ইবনে উমাইয়ার সেবা করার জন্যে তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন।' আমি বললাম ঃ 'আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়ে কোনো অনুমতি চাইব না। কে জানে, এ বিষয়ে তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি কি বলেন। তাছাড়া আমি হচ্ছি একজন যুবক। এভাবে আরো দশদিন অতিবাহিত করলাম।

আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর পুরো পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হলো। এদিন ভোরে ফজরের নামায আদায় করে আমি আমার ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসা ছিলাম, যে অবস্থার দরুন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার মন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে এবং ধরিত্রি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্যে তা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।

একদিন আমি এরূপ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমি সাল্'আ পাহাড়ের ওপর থেকে এক ব্যক্তির (আবু বকর সিদ্দীক) চীৎকার শুনতে পেলাম। তিনি খুব চড়া গলায় বলতে লাগলেন ঃ হে কা'ব তোমাকে মুবারকবাদ, তুমি সুসংবাদ, গ্রহণ কর।' আমি এ কথা শোনামাত্র সিজ্দায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, আমাদের মুক্তির বার্তা এসেছে। আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করেছেন, এ সুসংবাদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায বাদ সমস্ত লোককে জানিয়ে দিলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দিতে এল। অন্যদিকে কতিপয় লোক আমার দু'জন সঙ্গীকে সুসংবাদ দিতে গেল। অপর এক ব্যক্তি (যুবাইর ইবনে আওয়াম) ঘোড়ায় চেপে আমার দিকে ছুটে এল। আস্লাম গোত্রের এক ব্যক্তি (হামযা ইবনে উমর আল-আসলামী) ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠল। তার আওয়াজ ছিল ঘোড়ার চেয়ে বেশি দ্রুতগামী। যে ব্যক্তি আমায় সুসংবাদ দিচ্ছিল, তার আওয়ায শোনামাত্র আমি (আনন্দের আতিশয্যে) নিজের দুপ্রস্থ কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্র কসম! সেদিন ঐ দু'প্রস্থ কাপড় ছাড়া আমার আর কোনো পোশাক ছিল না। তাই আমি আরো দু'খানা কাপড় ধার করে নিলাম এবং তা পরেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম।

পথিমধ্যে লোকেরা দলে দলে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে তওবা কবুলের জন্যে আমায় মুবারকবাদ জানাতে লাগল। তারা আমায় বলতে লাগল, আল্লাহ্ তোমার তওবা কবুল করেছেন বলে তোমাকে আন্তরিক মুবারকবাদ। শেষ পর্যন্ত আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা ছিলেন; লোকেরা ছিল তাঁর চার দিক পরিবেষ্টন করে। হঠাৎ তাল্হা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) খুব দ্রুত ছুটে এসে আমার সাথে সজোরে করমর্দন করে আমায় মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্র কসম! তাল্হা ছাড়া এভাবে আর কোনো মুহাজির উঠে আসেননি। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) এ জন্যে হযরত কা'ব (রা) হযরত তালহা (রা)-এর এই ব্যবহার কোনোদিন ভুলেননি।

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ আমি যখন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম, তখন তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন ঃ 'তোমার জন্মদিন থেকে শুরু করে এ পর্যন্তকার সবচাইতে উত্তম দিনের খোশ-খবর গ্রহণ কর।' আমি জানতে চাইলাম ঃ এ সুসংবাদ কি আপনার তরফ থেকে না আল্লাহ্র তরফ থেকে হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন ঃ 'না, আমার থেকে নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।' বস্তুত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যাপারে আনন্দিত হতেন, তাঁর চেহারা যেন এক টুকরা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর চেহারার এই পরিবর্তনটা আমরা বুঝতে পারতাম। এরপর আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমার সমস্ত ধন-মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে সাদকা করে দিতে চাই।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'কিছু মাল তুমি নিজের জন্যে রেখে দাও; এটাই তোমার জন্যে উত্তম।' আমি বললাম ঃ 'বেশ, তাহলে আমার খায়বরের অংশটা রেখে দিলাম।' আমি আরো নিবেদন করলামঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আমায় সত্য কথা বলার দরুন রেহাই দিয়েছেন। কাজেই আমার তওবার এও দাবি যে, বাকী জীবনে আমি কেবল সত্য কথাই বলে যাব।'

আল্লাহ্র কসম! আমি যখন এ কথাগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলেছিলাম, তখন থেকে সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ অন্য কোনো মুসলিমকে আমার মতো এমন চমৎকারভাবে পরীক্ষা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্র কসম! তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো মিথ্যা বলার অভিপ্রায় করিনি। অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যার অভিশাপ থেকে রক্ষা করবেন বলে আশা পোষণ করি। তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বিশেষ আয়াত নাযিল করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পয়গাম্বর, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করেছেন। তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও মেহেরবান। আর যে তিনজন পিছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের তওবাও তিনি কবুল করেছেন। এমনকি শেষ অবধি এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।........... আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গে থাকো।' (সূরা তওবা ঃ ১১৭-১১৯ আয়াত)

হযরত কা'ব আরো বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যখন থেকে আমায় ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথাই বলে আসছি এবং এটা আমার জন্যে আল্লাহ্র সবচাইতে বড় নিয়ামত। (আল্লাহ্র কাছে আমার প্রার্থনা) আমি যেন মিথ্যা কথা বলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই, যেমন করে অন্যান্য মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ অহী অবতরণের যুগে

মিথ্যাচারীদের সবচাইতে বেশি নিন্দা করেছেন। সূরা তাওবায় তিনি বলেন ঃ 'তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে তোমাদের সামনে ওযর পেশ করবে। যেন তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না কর। যা হোক, তাদেরকে তুমি ছেড়েই দাও। তারা মূলত অপবিত্র আর (তাই) তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। এটা হলো তাদের কৃতকর্মের ফসল। তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্যে তোমাদের নিকট হলফ করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করবে। তোমরা তাতে ওদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ কিছুতেই এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।' (সূরা তওবা ঃ ৯৫-৯৬)

হযরত কা'ব আরো বলেন ঃ যারা রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট হলফ করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিল, তিনি তাদের অজুহাত গ্রহণ করে তাদের থেকে বাইয়াত নিয়েছিলেন এবং তাদের গুনাহ মার্জনার জন্যে দো'আও করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণটা পিছিয়ে দিলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন। আল্লাহ যে বলেছেন, 'আর যে তিনজন পেছনে থেকে গিয়েছিল' এর অর্থ জিহাদ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়; বরং এর অর্থ হলো, যারা মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন। আমাদের ব্যাপারটা তাদের পরে রাখা হয়েছিল। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কেননা, তিনি বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়া পছন্দ করতেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তিনি সাধারণত দিনের বেলা দুপুরের পূর্বে সফর থেকে ফিরতেন এবং সফর থেকে ফিরেই প্রথমে তিনি মসজিদে যেতেন। এরপর সেখানে দু'রাকআত নামায পড়তেন এবং তারপর বসতেন।

٢٢ . وَعَنْ اَبِىْ نُجَيْدٍ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رض اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسَنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَاْتِنِىْ بِهَافَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ تُصَلِّىْ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَّ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

২২. হযরত 'ইমরান ইবনে হুসাইন আল-খুযা'ঈ (রা) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন করল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচারের (যিনার) অপরাধ করেছি; আমাকে এর শাস্তি দিন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বললেন ঃ 'এর সঙ্গে সদাচরণ করবে। এ সন্তান প্রসব করার পর আমার নিকট নিয়ে আসবে।' লোকটি তা-ই করল। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তার শরীরের

কাপড়-চোপড় ভালো করে বেঁধে দেয়া হলো এবং নির্দেশ মুতাবেক তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামাযও পড়ালেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ মেয়েটি তো ব্যভিচার (যিনা) করেছে। তবু আপনি এর জানাযার নামায পড়াচ্ছেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ মেয়েটি এমন তওবা করেছে যে, তা চল্লিশ জন মদীনাবাসীর মধ্যে বন্টন করে দিলেও সবার জন্যে পর্যাপ্ত হয়ে যেত। যে মেয়েটি নিজের জীবনকে মহান আল্লাহ্‌র জন্যে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিতে পারে, তার এহেন তওবার চেয়ে ভালো কোনো কাজ তোমার জানা আছে কি ? (মুসলিম)

২৩ . وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لِاَبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَّمْلَاَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ - متفق عليه .

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি কোনো ব্যক্তির কাছে এক উপত্যকা পরিমাণ সোনাও থাকে, তবে সে তাকে দুটি উপত্যকায় পরিণত হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করবে। আসলে তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

২৪ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ - متفق عليه

২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু এমন দুই ব্যক্তির প্রতি হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়েই জান্নাতে যাবে। তাদের একজন আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শাহাদাত লাভ করবে।[১] (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিন

ধৈর্যশীলতা (সবর)

قَالَ اللّٰهُ تَعَلٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا-

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো।' (আলে-ইমরান ঃ ২০০)

১. হাদীসে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই শহীদ হিসেবে জান্নাত লাভ করবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির হত্যাকারী হলেও পরে ইসলাম গ্রহণের দরুন তার পূর্বেকার অপরাধ মাফ হয়ে যাবে এবং সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। –অনুবাদক

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجَوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব। এছাড়া তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করব। (এ ব্যাপারে) ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।' (বাকারা ঃ ১৫৫ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

তিনি আরো বলেন ঃ ধৈর্যশীলগণকে অগুণতি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (যুমার ঃ ১০ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তিই ধৈর্য অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিঃসন্দেহে সেটা (তার) দৃঢ় মনোবলেরই অন্তর্ভুক্ত। (সূরা শূরা ঃ ৪৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ ধৈর্য (সবর) ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (বাকারা ঃ ১৫৩ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ -

তিনি আরো বলেনঃ আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলগণকে চিনে (যাচাই করে) নিতে পারি। (মুহাম্মাদ ঃ ৩১)

ধৈর্য (সবর) ও তার ফযীলত সংক্রান্ত এ ধরনের আরো বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

٢٥ . وَعَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَانِ اَوْتَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْعَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৫. হযরত আবু মালিক আশ্‌আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর আল-হামদু লিল্লাহ জমিনকে পূর্ণতা দান করে। আর সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ একত্রে বা একাকী আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সব কিছুকে পূরণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলোক এবং সাদকা (ঈমানের) প্রমাণ স্বরূপ। অন্যদিকে ধৈর্য (সবর) হচ্ছে জ্যোতি তুল্য এবং কুরআন তোমার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের একটি

দলিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি[১] করে দেয়; অতঃপর সে নিজেকে মুক্ত করে কিংবা ধ্বংস করে। (মুসলিম)

٢٦ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَعْدِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٌ وَّاَوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - متفق عليه .

২৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, আনসারদের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে সাহায্য দিলেন। তারা আবার চাইল। তিনি আবারও দান করলেন। এমন কি, তাঁর নিকট যা কিছু ছিল, তা সবই নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে হাতের সব কিছু দান করার পর তিনি লোকদের বললেন ঃ আমার হাতে যে ধন-মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে সঞ্চয় করে রাখি না। (জেনে রেখো) যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্রই রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন। ধৈর্যের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧. وَعَنْ اَبِىْ يَحْىٰ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

২৭. হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুমিনের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর। (কেননা) তার সকল কাজই কল্যাণপ্রদ। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারগুলো এ রকম নয়। তার জন্য আনন্দের কিছু ঘটলে সে আল্লাহ্র শোকর গুযারী করে; তাতে তার মঙ্গল সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে ধৈর্য অবলম্বন করে। এটাও তার জন্যে কল্যাণকরই প্রমাণিত হয়।' (মুসলিম)

٢٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَنْهَا وَاكَرْبَ اَبَتَاهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلٰى اَبِيْكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبًّادَعَاهُ يَا اَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ يَااَبَتَاهُ اِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَنْهَا اَطَابَتْ اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التُّرَابَ ؟- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১. অর্থাৎ কেউ নিরপেক্ষ থাকেনা বা থাকতে পারেনা। তাকে অবশ্যই কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয় সেটা ভালো হোক কি মন্দ। —অনুবাদক

২৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রোগ যন্ত্রণায় তিনি অজ্ঞান হতে লাগলেন। এতে হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ আহ্, আমার বাবার কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কষ্ট হবে না।' তিনি (নবী করীম) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন ফাতিমা (রা) বললেন ঃ 'হায়! বাবা আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। হে বাবা! জান্নাতুল ফিরদৌস আপনার বাসস্থান! হায়! হযরত জিব্রীলকে আপনার ইন্তেকালের সংবাদ দিচ্ছি।' তাঁর দাফনের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন ঃ "রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে কি তোমাদের ইচ্ছা হলো"? (বুখারী)

٢٩ . وَعَنْ اَبِىْ زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحِبِّهٖ وَابْنِ حِبِّهٖ رض قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ ابْنِىْ قَدِ احْتُضِرَ فَشْهَدْنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْ تِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهٗ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ رض فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِىُّ فَاَقْعَدَهٗ فِىْ حِجْرِهٖ وَنَفْسُهٗ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذَا فَقَالَ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ- وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهٖ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - متفقق عليه .

২৯. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র উসামা (রা) বলেন ঃ একদা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর পুত্রের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে সংবাদ দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে আসতে অনুরোধ জানালেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ বাহকের মাধ্যমে তাকে সালাম জানিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই; আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময়-কাল রয়েছে। সুতরাং তোমার ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সওয়াবের পুরস্কারে আকাংক্ষা পোষণ করা উচিত।' কন্যা দ্বিতীয়বার তাঁকে কসম দিয়ে তাঁর কাছে আসতে বললেন। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স'াদ ইবনে উবাদা, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আরো কতিপয় সাহাবীসহ উঠে গেলেন। এরপর শিশুটিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ন্যস্ত করা হলো। তিনি তাকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। এ সময় শিশুটির প্রাণ অস্থির হয়ে যেন বেরিয়ে আসছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। এতে উৎসুক হয়ে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'একি হে আল্লাহ্‌র রাসূল'! তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্‌র রহমত, যা তিনি স্বীয় বান্দাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছেন।' অপর এক বর্ণনায় আছে; আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত বান্দাদের হৃদয়ে রহমত দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠ . وَعَنْ صُهَيْبٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهٗ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ اِنِّيْ قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ اِلَيَّ غُلَامًا اُعَلِّمُهُ السِّحْرَ : فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهٗ وَكَانَ فِيْ طَرِيْقِهٖ اِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهٗ فَاَعْجَبَهٗ وَكَانَ اِذَا اَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَيْهِ - فَاِذَا اَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهٗ، فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى الرَّهِبِ فَقَالَ : اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ : حَبَسَنِيْ اَهْلِيْ وَاِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِى السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اِذَا اَتٰى عَلٰى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ - فَقَالَ الْيَوْمَ اَعْلَمُ اٰلسَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ ؟ فَاَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبِ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتّٰى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَاَتَى الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : اَيْ بُنَيَّ اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّيْ قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرٰى : وَاِنَّكَ سَتُبْتَلٰى فَاِنِ ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِّلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰهُنَا لَكَ اَجْمَعُ اِنْ اَنْتَ شَفَيْتَنِيْ فَقَالَ اِنِّي لَااَشْفِيْ اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ فَاٰمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى فَشَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ رَبِّيْ قَالَ اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِيْ؟ قَالَ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ فَاَخَذَهٗ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهٗ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيْءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : اَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ اِنِّيْ لَا اَشْفِيْ اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَخَذَه فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهٗ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيْءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِيْ مَفْرِقِ رَاْسِه فَشَقَّه حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيْءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِيْ مَفْرِقِ رَاْسِهٖ فَشَقَّهٗ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيْءَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَفَعَهٗ اِلٰى نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ : اِذْ هَبُوْا بِهٖ اِلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْابِهِ الْجَبَلَ فَاِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهٗ فَاِنْ رَّجَعَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاِلَّا فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهٖ فَصَعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوْا وَجَاءَ يَمْشِيْ اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ بِاَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ كَفَا نِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَدَفَعَهٗ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ : اِذْهَبُوْا بِهٖ فَاَحْمِلُوْهُ فِيْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوْا بِهِ الْبَحْرَ فَاِنْ رَجَعَ

عَنْ دِيْنِهِ وَاِلَّا فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شَئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرَقُوْا وَجَاءَ يَمْشِيْ اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا : فَعَلَ بِاَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ لِلْمَلِكَ : اِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِى حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اٰمُرُكَ بِهِ : قَالَ مَاهُوَ ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسِ فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ وَتَصْلُبُنِىْ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِّنْ كِنَا نَتِىْ ثُمَّ ضَعِ السَّهُمْ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِىْ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِىْ فَجَمَعَ النَّاسِ فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ وَّصَلَبَهُ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ اَخَذَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمُ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثَمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِىْ صُدْعِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِىْ صُدْغِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَاُتِىَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : اَرَاَيْتَ مَاكُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ : قَدْ اٰمِنَ النَّاسُ فَاَمَرَ بِالْاُخْدُوْدِ بِاَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَاُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ : مَنْ لَّمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَاَقْحِمُوْهُ فِيْهَا اَوْ قِيْلَ لَهُ اِقْتَحِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ وَّمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَّهَا الْغُلَامُ : يَا اُمَّهْ اِصْبِرِىْ فَاِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ - رَوَاهُ مُسلِم

৩০. হযরত সুহায়েব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে একজন বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল একজন জাদুকর। সে যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো, তখন বাদশাহকে বললো ঃ 'আমি একদম বুড়ো হয়ে গেছি। সুতরাং একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে জাদু শিখিয়ে দেব।' সে মতে বাদশাহ একটি কিশোরকে জাদু শেখানোর জন্যে তার কাছে পাঠালেন। তার চলাচলের পথে ছিল এক খ্রীস্টান দরবেশ। বালকটি দরবেশের কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত হলো। এভাবে জাদুকরের কাছে যাতায়াতের পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। একদিন জাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে খুব মারধর করল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সে দরবেশের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করল। দরবেশ তাকে উপদেশ দিল, তোমার মনে যখন জাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় জাগবে তখন তাকে বলবে ঃ আমার পরিবার আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার মাঝে স্বীয় পরিবারবর্গের ভয় জাগবে, তখন তাদেরকে বলবে, জাদুকর আমায় আটকে রেখেছিল।

এই পরিস্থিতিতে একদিন এক বিরাট জন্তু এসে লোকদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিল। বালকটি তখন মনে মনে ভাবল ঃ আজ আমায় জানতে হবে যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ, না জাদুকর শ্রেষ্ঠ? অতঃপর সে একটি পাথর খণ্ড হাতে নিয়ে প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে যদি জাদুকরের চেয়ে দরবেশের কাজ বেশি পছন্দনীয় হয়, তাহলে লোকদের পথ চলাচলের সুবিধার্থে এই জন্তুটাকে মেরে ফেল। এরপর সে উক্ত পাথর খন্ডটি ছুঁড়ে মারল এবং তাতে জন্তুটি মারা গেল। এতে চলাচলের পথটি উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং লোকেরাও নিজ নিজ লক্ষ্যপানে চলে গেল। এরপর সে দরবেশের কাছে এসে এ খবরটি তাকে জানাল। দরবেশ'

তাকে বলল ঃ 'হে প্রিয় বৎস! আজ তুমি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছ। আমার মতে, আজ তুমি একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছ; তুমি খুব শীগ্‌গীরই একটি কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হবে। কাজেই তুমি যখন কোনো বিপদে ফেঁসে যাবে, তখন আমার সম্পর্কে কাউকে কোন সন্ধান দেবে না।'

বালকটি মানুষের সব জটিল রোগের চিকিৎসা করত; বিশেষত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সে সুস্থ করে তুলত। তৎকালীন বাদশাহ্‌র দরবারের একজন সদস্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে অনেক উপঢৌকন নিয়ে এসে বালকটিকে বললো ঃ 'তুমি আমায় সুস্থ্য করে তুলবে, এ প্রত্যাশায়ই আমি তোমার জন্যে এত উপঢৌকন নিয়ে এসেছি।' জবাবে বালকটি বলল ঃ 'আমি তো কাউকে সুস্থতা দান করি না, আল্লাহ্‌ই প্রকৃতপক্ষে সুস্থতা দান করেন। তুমি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখো, তাহলে তোমার সুস্থতার জন্যে আমি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করব।' লোকটি তখন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল। আল্লাহ্‌ও তাকে সুস্থতা দান করলেন। তারপর সে বাদশাহ্‌র দরবারে যথারীতি আসন গ্রহণ করল। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল ঃ কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল ? সে জবাব দিলঃ আমার প্রভু (রব্ব)। বাদশাহ আবার তাকে প্রশ্ন করল ঃ কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল ? সে জবাব দিল ঃ আমার প্রভু। এবার বাদশাহ প্রশ্ন করল ঃ আমি ছাড়াও কি তোমার কোন প্রভু আছে ? সে বলল, 'আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমার প্রভু।' এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে লাগল। শাস্তি সহ্য করতে না পেরে সে বালকটির নাম বলে দিল। সে মতে বালকটিকে ডেকে আনা হলো। বাদশাহ তাকে স্নেহের সুরে বললেন ঃ হে প্রিয় বালক! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি জাদুবিদ্যার সাহায্যে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় দান করো এবং আরো নানা রকমের রোগীকে সুস্থ করে তোল। জবাবে বালকটি বলল ঃ মহামান্য বাদশাহ্‌! আমি কাউকে সুস্থতা দান করি না। সুস্থতা তো আল্লাহ্‌ই দান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে খ্রীস্টান দরবেশের নাম বলে দিল। সে মতে দরবেশকে ডেকে আনা হলো এবং তাকে তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সে তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন বাদশাহ জনৈক কর্মচারীকে একটি করাত আনতে বলল। করাত নিয়ে এলে সেটিকে দরবেশের মাথার ঠিক মাঝ বরাবর স্থাপন করে তাকে চিরে ফেলা হলো। ফলে তার দেহটি দু'খণ্ড হয়ে পড়ে গেল। এরপর বাদশাহর কথিত কর্মচারীকে আনা হলো। তাকেও তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সেও তা অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝ বরাবর করাত দিয়ে চিরে ফেলা হলো। এরপর বালকটিকে নিয়ে আশা হলো এবং তাকেও তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন বাদশাহ তাকে কতিপয় সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে বললঃ তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাও। যখন তোমরা পাহাড়ের উঁচু শিখরে গিয়ে উঠবে, তখন সে যদি তার ধর্ম ত্যাগ করে, তবে তো ঠিক। নচেত সেখান থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

সেমতে লোকেরা ছেলেটিকে নিয়ে পাহাড়ে উঠল। ছেলেটি বলল ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে পসন্দ করো এদের কবল থেকে আমায় মুক্তি দান করো।' এ সময় পাহাড়টি হঠাৎ কেঁপে উঠল এবং তারা সবাই নিচে পড়ে গেল। আর ছেলেটি বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'তোমার সঙ্গীদের কী হয়েছে ?" ছেলেটি বলল ঃ 'আল্লাহ তাদের কবল থেকে আমায় রক্ষা করেছেন।' তখন বাদশাহ তাকে অন্য কতিপয় সঙ্গীর হাতে

ন্যস্ত করে বলল ঃ একে তোমরা একটি ছোট্ট নৌকায় তুলে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। অতঃপর সে যদি তার ধর্ম (দ্বীন) ত্যাগ না করে, তবে তাকে তোমরা সেখানে (সমুদ্রে) ফেলে দাও। এই নির্দেশ মুতাবেক লোকেরা তাকে নিয়ে সমুদ্রপথে চলল। ছেলেটি প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে পসন্দ করো, এদের কবল থেকে আমায় মুক্তি দাও। এরপর নৌকাটি তাদের নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই মৃত্যুবরণ করল। ছেলেটি বাদশার কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার সঙ্গীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে ? সে জবাব দিল ঃ আল্লাহই আমাকে তাদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর সে বাদশাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ তুমি আমার নির্দেশ মুতাবেক কাজ করো তবেই আমায় হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল ঃ সেটা কি ধরনের কাজ ? সে বলল ঃ একটি মাঠে লোকদেরকে জড়ো করো। তারপর আমায় শূলের ওপর বসাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝ বরাবর রেখে বলো ঃ 'বিস্‌মিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' (অর্থাৎ বালকটির প্রভু আল্লাহ্‌র নামে তীর ছুঁড়ছি)— এই বলে তীর ছুঁড়ো। এভাবে তীর ছুঁড়লেই তুমি আমায় হত্যা করতে পারবে।

বাদশাহ তখন একটি মাঠে লোকদেরকে জড়ো করে ছেলেটিকে শূলের ওপর বসিয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে স্থাপন করে 'বিস্‌মিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' বলে তার প্রতি ছুঁড়ে মারল। তীরটি বালকটির কানের পাশ দিয়ে মাথা ভেদ করল এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটল। এতে লোকেরা বলতে লাগল ঃ 'আমরা বালকটির প্রভু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম।' এ সংবাদ বাদশার নিকট পৌঁছালে তাকে বলা হলো, 'যে আশংকা তুমি পোষণ করেছিলে, তা-ই তো হয়ে গেল; অর্থাৎ সব লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে।' বাদশাহ তখন রাস্তার পার্শ্বে বিরাট আকারে গর্ত করার নির্দেশ দিল। অতঃপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালানো হলো। বাদশাহ ঘোষণা করলো, কোন ব্যক্তি তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে না চাইলে তাকে তোমরা গর্তে নিক্ষেপ করো। এ ঘোষণা অনুসারে যারা স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাল, তাদেরকে আগুনে ছুঁড়ে মারা হলো। শেষ পর্যন্ত একজন মহিলা তার সন্তানসহ এল। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতঃস্তত করলে তার সন্তান বলল ঃ 'আম্মা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। (অর্থাৎ আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততা করবেন না); কারণ আপনি তো সত্যের ওপর রয়েছেন।' (মুসলিম)

٣١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اِمْرَأَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ : اِتَّقِىْ اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ فَقَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاَوْلٰى - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ تَبْكِىْ عَلٰى صَبِىٍّ لَهَا -

৩১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি (মহিলাটিকে) বললেন ঃ '(ওহে! তুমি) আল্লাহ্‌কে ভয় এবং ধৈর্য অবলম্বন (সবর) করো।' মহিলাটি বলল ঃ আপনি আমাকে কিছু না বলে নিজের কাজ করুন। কারণ আপনি তো আমার মতো কোনো মুসিবতে পড়েননি। আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি।

তখন তাকে বলা হলো, ইনি হচ্ছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহিলাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ির দরজায় এল এবং সেখানে কোনো দারোয়ান দেখতে পেলনা। এরপর মহিলাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললো ঃ 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ধৈর্যশীলতা (সবর) তো প্রথম আঘাতের সময়ই প্রকাশ পেয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ মহিলাটি তার এক শিশুপুত্রের জন্যে কাঁদছিল।

৩২ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَالِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةَ - وَرَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ আমার মুমিন বান্দার জন্যে আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোনো পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার (কোনো) প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়ে যাই আর সে তখন সওয়াবের আশায় ধৈর্য (সবর) অবলম্বন করে।' (বুখারী)

৩৩ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَ هَا اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَّقَعُ فِىْ الطَّاعُوْنِ فَيَمْكُثُ فِىْ بِلَدِهٖ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا يَّعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ اِلَّا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আযাব বিশেষ। আল্লাহ যাকে চান, তার জন্যেই একে পাঠান। কিন্তু তিনি মুমিনের জন্যে একে রহমতে পরিণত করেছেন। কোনো মুমিন বান্দা এ রোগে আক্রান্ত হলে সে যদি নিজ এলাকায় ধৈর্যের সাথে সওয়াবের নিয়্যতে এ কথা মনে রেখে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতেই সে ভুগবে (এবং সে মৃত্যু বরণ করবে) তবে সে শহীদের মতোই সওয়াব পাবে। (বুখারী)

৩৪ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় জিনিসের (চোখের) ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি (অর্থাৎ তার দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেই) এবং তাতে সে ধৈর্য্য অবলম্বন করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি বেহেশ্‌ত দান করি। (বুখারী)

٣٥ . وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رض اَلَا اُرِيْكَ اِمْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اُصْرَعُ وَاِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ تَعَالٰى لِيْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُّعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لَا اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا - متفق عليه .

৩৫. হযরত 'আতা ইবনে আবু রিবাহ্‌র বর্ণনা, আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'আমি কি তোমায় একজন বেহেশ্‌তী মহিলা দেখাব না ?' আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি (ইশারা করে) বললেন ঃ এই কাল মহিলাটি। সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলছে ঃ 'আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছি এবং এর ফলে আমার শরীর আবৃত রাখা যাচ্ছে না। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার জন্যে একটু দো'আ করুন।' তিনি বললেনঃ 'তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পার; তার ফলে তুমি বেহেশ্‌ত লাভ করবে। আর যদি চাও তো তোমার নিরাময়ের জন্যে আমি দো'আ করতে পারি।' সে বলল ঃ আমি ধৈর্য ধারণ করব। তবে আমার দেহ যাতে অনাবৃত হয়ে না যায়, সে জন্যে আল্লাহর নিকট দো'আ করুন। অতঃপর তিনি তার জন্যে দো'আ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦ . وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - متفق عليه

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। তিনি নবীগণের ভেতর থেকে জনৈক নবীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছিলেন যে, তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলেছিল আর তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে ফেলতে ফেলতে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে মাফ করে দাও; কারণ এরা (কি করছে) জানেনা।' (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧. وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَّ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَاهَمٍّ وَّلَا حَزَنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - متفق عليه .

৩৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন ঃ মুসলিম বান্দার যে কোনো রোগ-ব্যাধি, দৈহিক শ্রান্তি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমন কি দেহে কাঁটা বিঁধলেও সে কারণে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شَدِيْدًا قَالَ اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ؟ قَالَ اَجَلْ ذٰلِكَ

كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُّصِيْبُهٗ اَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّئَاتِهٖ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا – متفق عليه .

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছিলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছেন।' তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ, তোমাদের মতো দু'জনের সমান জ্বরে কাঁপছি।' আমি বললাম, একটা কি এজন্যে যে, এতে আপনার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে ? তিনি বললেন; হ্যাঁ, ঠিক তাই। মুসলিম বান্দাহ কাঁটা কিংবা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা কষ্ট পেলে আল্লাহ অবশ্যই সে কারণে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তার ছোট ছোট গুনাহগুলো গাছের শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ে যায়।

(বুখারী ও মুসলিম)

٣٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ – رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে (পরীক্ষায়) ফেলেন।

٤٠ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَايَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ اَصَابَهٗ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ –

৪০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোনো বিপদে বা কষ্টে নিপতিত হলে সে যেন মৃত্যুর আকাংক্ষা ব্যক্ত না করে। কেউ যদি কিছু ব্যক্ত করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমায় ততক্ষণ জীবিত রাখো, যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর। আর যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর, তখন আমায় মৃত্যু দান কোর। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ رض قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَّهٗ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَا تَدْعُوْ لَنَا ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهٗ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهٖ وَعَظْمِهٖ مَايَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمُوْتَ لَايَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ – رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً –

৪১. হযরত আবু আবদুল্লাহ খাব্বাব ইবনে ইআরাতি (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মক্কার কাফিরদের

শত্রুতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। সে সময় তিনি মাথার নীচে চাদর রেখে কা'বার ছায়ায় শুয়ে আরাম করছিলেন। আমরা নিবেদন করলাম ঃ 'আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইবেন না এবং আমাদের জন্যে তাঁর নিকট দো'আও করবেন না।' তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের পূর্বেকার জামানায় মানুষকে ধরে নিয়ে মাটির গর্তে দাঁড় করানো হতো। তারপর করাত দ্বারা কারো মাথা থেকে লম্বালম্বি গোটা দেহকে চিরে ফেলা হতো। কারো শরীরের গোশ্‌ত ও হাড় লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হতো। তবুও কাউকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ্‌র কসম! এ দ্বীনকে তিনি পূর্ণভাবে কায়েম করে দেবেনই। এমনকি, তখন একজন পথিক (বা যাত্রী) সান্‌আ থেকে হাযরা মাউত অবধি সফর করবে; কিন্তু আল্লাহ আর স্বীয় মেষপালের জন্যে নেকড়ে ছাড়া সে আর কিছুর ভয় করবে না; কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছ।' (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তিনি অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর রেখেছিলেন মাথার নীচে আর মুশরিকরা আমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছিল।

٤٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا فِىْ الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطٰى نَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاٰثَرَ هُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَّعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ فَقُلْتُ لَاجَرَمَ لَا اَرْفَعُ اِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا - متفق عليه .

৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে গনীমতের মালের অংশ বেশি দিয়েছিলেন। (নও-মুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার জন্যেই এটা করা হয়েছিল।) তিনি আকরা ইবনে হাবেস এবং 'উয়ায়না ইবনে হিসনকে এক শত করে উট দান করেছিলেন। এ ছাড়া আরবের উচ্চ বংশীয় লোকদেরকে মর্যাদা অনুপাতে বেশি বেশি করে দিয়েছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি অভিযোগ করল ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! এই বন্টনে ন্যায় বিচার করা হয়নি এবং এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতিও লক্ষ্য করা হয়নি। আমি বললাম ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ খবর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবশ্যই পৌছাব।' সেমতে আমি তাঁর কাছে এসে উপরিউক্ত ব্যক্তির অভিযোগ পুনরুল্লেখ করলাম। এতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি (ক্ষোভের সাথে) বললেনঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই যখন ন্যায়বিচার করে না, তখন আর কে ন্যায়বিচার করবে ?' এরপর বললেন ঃ 'আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। তাকে তো এর চাইতেও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্য (সবর) অবলম্বন করেছেন।' আমি (তাঁর অবস্থা দেখে) মনে মনে বললাম, এরপর আমি আর তাঁর কাছে এ ধরনের কোন অভিযোগ তুলবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِىْ

الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

৪৩. হযরত আনাস বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দার ব্যাপারে কল্যাণ ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন দুনিয়ায় তার প্রতি খুব শীঘ্র বালা-মুসিবত নাযিল করেন। অন্যদিকে তিনি যখন স্বীয় বান্দার জন্যে অকল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তাকে গুনাহ্‌র মধ্যে ছেড়ে দেন। শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাকে পাকড়াও করবেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ '(কোনো কাজে) কষ্ট ক্লেশ বেশি হলে সওয়াবও বেশি হয়। আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালো বাসেন, তখন তাকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি এ বিপদ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তীর্ণ হবে, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্যে থাকবে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ এটি হাসান হাদীস।

٤٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ ابْنٌ لِاَبِىْ طَلْحَةَ رض يَشْتَكِىْ فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِىُّ فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ : مَافَعَلَ ابْنِى ؟ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَهِىَ اُمُّ الصَّبِى : هُوَ اَسْكَنُ مَاكَانَ فَقَرَّبَتْ لَهُ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِىَّ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ : اَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتّٰى تَاتِىَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَقَالَ اَمَعَهُ شَىْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِىْ الصَّبِىِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاَيْتُ تِسْعَةَ اَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ (يَعْنِىْ مِنْ اَوْلَادِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَوْلُوْدِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : مَاتَ ابْنٌ لِاَبِىْ طَلْحَةَ مِنْ اُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِاَهْلِهَا لَاتُحَدِّثُوْا اَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا اُحَدِّثُهُ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ عَشَاءً فَاَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ اَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا اَنْ رَاَتْ اَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَاَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ : يَا اَبَا طَلْحَةَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ اَلَهُمْ اَنْ يَّمْنَعُوْهُمْ ؟ قَالَ لَا فَقَالَتْ فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ : تَرَتِنِىْ حَتّٰى اِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ اَخْبَرْتِنِىْ بِابْنِى ! فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ

اللّٰهُ فِىْ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَّهِىَ مَعَهٗ - وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لَايَطْرُقُهَا طُرُوْقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبِّ اَنَّهٗ يُعْجِبُنِىْ اَنْ اَخْرُجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ وَاَدْخُلَ مَعَهٗ اِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرٰى تَقُوْلُ اُمُّ سُلَيْمٍ : يَا اَبَا طَلْحَةَ مَا اَجِدُ الَّذِىْ كُنْتُ اَجِدُ - اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِىْ اُمِّىْ يَا اَنَسُ لَا يُرْضِعُهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَغْدُوَ بِهٖ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ احْتَمَلْتُهٗ فَانْطَلَقْتُ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ -

৪৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আবু তাল্হা (রা)-এর এক পুত্র গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। তখন ছেলেটার মৃত্যু ঘটল। আবু তালহা ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। ছেলের মা উম্মে সুলাইম বললেন ঃ 'আগের চাইতে সে ভালো' এরপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খাবার দিলেন। আবু তালহা খাবার খেলেন। তারপর স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। মিলন শেষে উম্মে সুলাইম বললেন ঃ 'ছেলেকে দাফন করে দিন।' (অর্থাৎ সে মৃত্যুবরণ করেছে)। আবু তালহা (রা) সকাল বেলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ খবর দিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আজ রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ ? আবু তালহা (রা) বললেন ঃ 'হা'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! এদের দু'জনকে তুমি বরকত দান করো।' এরপর উম্মে সুলাইমের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল।

হযরত আনাস (রা) (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন ঃ আবু তালহা আমায় এ শিশুটিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে বলো এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বললেন ঃ তোমাদের সাথে কোন খাবার জিনিস আছে কি ? তিনি বললেন ঃ 'হাঁ, কিছু খেজুর আছে।' রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খেজুর মুখে নিয়ে চিবোলেন। তারপর তা নিজের মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর এক বর্ণনা অনুসারে ইবনে 'উয়াইনা বলেন ঃ আনসারদের এক ব্যক্তি বললেন, আমি আবদুল্লাহর (আবু তালহার পুত্র) নয়টি সন্তান দেখেছি। তারা প্রত্যেকেই কুরআন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ আবু তালহার পুত্র ইন্তেকাল করলে তার মা উম্মে সুলাইম বাড়ির লোকদেরকে বললেন, তারা যেন আবু তালহাকে এ বিষয়ে কিছু না বলে। তাকে যা বলার, তিনি নিজেই তা বলবেন। আবু তালহা বাড়িতে এলে উম্মে সুলাইম তাকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি তৃপ্তির সাথে পানাহার করলেন। তারপর উম্মে সুলাইম স্বামীর জন্যে খুব

সুন্দর করে সাজলেন। আবু তালহা তার সাথে মিলিত হলেন। উম্মে সুলাইম যখন দেখলেন, আবু তালহা পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন এবং তার শারীরিক চাহিদা মিটে গেছে, তখন তাকে বললেন ঃ হে আবু তালহা! শুনুন, যদি কোন জনগোষ্ঠী কোন পরিবারকে কিছু ঋণ দান করে, তারপর সেই ঋণ ফেরত চায়, তবে কি সেই পরিবার তাদের ঋণ ফেরত না দেয়ার অধিকার রাখে ? জবাবে আবু তালহা বললেন ঃ 'না'। তখন উম্মে সুলাইম বললেন ঃ তাহলে আপনার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করুন। আবু তালহা এ কথায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন ঃ তুমি এ ব্যাপারে আগে কিছুই বললে না! এমন কি, আমি দৈহিক মিলনের কাজও সেরে ফেললাম এবং তারপরই তুমি ছেলে সম্পর্কে আমায় দুঃসংবাদ দিলে!

তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের দু'জনের রাতকে বরকতময় করুন।' এরপর উম্মে সুলাইম গর্ভধারণ করলেন। পরবর্তীকালে কোনো এক সফরে তিনি (আবু তাল্‌হাসহ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযাত্রী হলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত রাতের বেলায় সফর থেকে মদীনায় ফিরতেন না। যাই হোক, তারা যখন মদীনার কাছাকাছি এলেন, তখন উম্মে সুলাইম প্রসব বেদনা অনুভব করলেন। এ কারণে আবু তালহা তার সঙ্গে থেকে গেলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন ঃ আবু তালহা বলতে লাগলেন; হে আল্লাহ! তুমি জান যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সহযাত্রী হতে আমার খুবই ভালো লাগে। আর এখন তো আমি এখানে যে কারণে ফেসে গেলাম তা তুমি দেখছ।' উম্মে সুলাইম (রা) বলতে লাগলেনঃ 'হে আবু তালহা! আমি যে ব্যথা টের পাচ্ছিলাম সেটা এখন আর নেই। কাজেই, চলুন আমরা এখান থেকে মদীনা যাই।' অতঃপর সেখান থেকে আমরা মদীনায় ফেরে এলাম।

মদীনায় আসার পর উম্মে সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হলো এবং তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমার আম্মা আমাকে বললেন ঃ এ শিশুটিকে সকালে কেউ দুধ পান করানোর আগে তুমি একে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেও। সেমতে সকালে আমি শিশুটিকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম।' এভাবে তিনি হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

٤٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - متفق عليه

৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যকে ধরে আছাড় মারে, সে শক্তিমান নয়; বরং শক্তিমান হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦ . وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رض قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ وَاَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَّوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - متفق عليه

৪৬. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। এ সময় দুই ব্যক্তি পরস্পর বকাঝকা ও গালাগাল করছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা ক্রোধে লাল বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলোও ফুলে উঠেছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি, যা বললে তার এই দুরবস্থা দূর হয়ে যাবে। সে যদি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম' বলে, তবে তার এই ক্রোধের আবেগ চলে যাবে। সাহাবীগণ তাকে বললেন ঃ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরিউক্ত কথাটি (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ) বলে তোমাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧ . وَعَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَّهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنْفِذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ - رَوَاهُ اَبُو دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৪৭. হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে অবদমিত রাখে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সব মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার সাথে ডাকবেন। এমন কি তাকে নিজ পসন্দমতো বড় বড় আয়ত-লোচনা সুন্দরী যুবতীদের (হুর) মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেয়ার স্বধীনতা পর্যন্ত দেবেন।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

٤٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ : لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ 'রাগ কোর না।' লোকটি বারবার কথাটি বলতে লাগল আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু বলতে লাগলেন ঃ 'রাগ কোর না'। (বুখারী)

٤٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার নর-নারীর জান-মাল ও সন্তানাদির ওপর বিপদাপদ আসতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হয় এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ্‌ই থাকে না।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস রূপে অভিহিত করেছেন।

٥٠ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رض وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ رض عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهٖ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ اَخِيْهِ يَاابْنَ اَخِىْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَاسْتَاذِنْ لِىْ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَهٗ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِىْ يَاابْنَ الْخَطَّابِ فَوَ اللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رض حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُّوْقِعَ بِهٖ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّيَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ) وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى - رواه البخارى .

৫০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা উয়াইনা ইবনে হিসন মদীনায় এসে স্বীয় ভাতিজা হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হলেন। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ জনদের অন্যতম। আর উমর (রা)-এর ঘনিষ্টজন ও উপদেষ্টাগণ— তাঁরা যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই ছিলেন কুরআন বিশেষজ্ঞ। উয়াইনা তার ভাতিজাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার তো আমীরুল মুমিনীনের কাছে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আমার জন্যে অনুমতি চাও। হুর অনুমতি চাইলেন এবং উমর (রা) তাতে সায় দিলেন। তিনি (হুর) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'হে ইবনে খাত্তাব! আল্লাহ্‌র কসম! আপনি আমাদের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ হুকুমও জারি করেন না।' এতে উমর বেশ ক্ষুব্ধ হলেন, এমন কি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর তাঁকে বললেন ঃ 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ 'ক্ষমা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো।' (সূরা আ'রাফঃ ১৯৯ আয়াত) আর ইনি তো মূর্খদের দলভুক্ত এক ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র কসম! এ আয়াত তেলাওয়াত করার সময় উমর (রা) কোন সীমা লংঘন করেননি। তাছাড়া তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী খুব বেশি কাজ করতেন। (বুখারী)

৫১ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ اَثَرَةٌ وَّاُمُوْرٌ تُنْكِرُ وْنَهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَاْمُرُنَا ؟ قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ وَتَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ - متفق عليه

৫১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে খুব শীঘ্রই কারো ওপর কাউকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং এমন সব কাজ সম্পন্ন হবে, যা তোমাদের পছন্দনীয় হবে না। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমতাবস্থায় আপনি আমাদের কি আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের অন্যের ওপর যেসব হক রয়েছে, সেগুলো আদায় করো এবং তোমাদের পাওনা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করো।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫২ . وَعَنْ اَبِىْ يَحْيٰى اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رض اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَسْتَعْمِلُنِىْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ - متفق عليه.

৫২. হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বর্ণনা করেন একদা জনৈক আনসারী বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি অমুকের ন্যায় আমাকে কেন কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা খুব শীঘ্রই আমার পরে (তোমাদের নিজেদের ওপর) অন্যের গুরুত্ব দেখতে পাবে। তখন আমার সঙ্গে হাওযে কাউসারে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৩ . وَعَنْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اَنْتَظَرَ، حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاَسْاَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاَعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَاَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - متفق عليه .

৫৩. হযরত আবু ইবরাহীম আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি সূর্য হেলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এমনি অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের আগ্রহ পোষণ করোনা; বরং আল্লাহ্‌র কাছে শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ লেগেই যাবে, তখন সবর করবে, অর্থাৎ অবিচল ও দৃঢ়চিত্ত থাকবে। জেনে রাখো, জান্নাতের অবস্থান তলোয়ারের ছায়াতলে।' অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে কিতাব অবতরণকারী; মেঘ চালনাকারী ও শত্রু বাহিনীকে পরাজয় দানকারী আল্লাহ! ওদেরকে পরাভুত কর এবং আমাদেরকে ওদের ওপর বিজয় দান করো।' (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ চার

সত্যনিষ্ঠা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাকো। (সূরা তওবাঃ ১১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ সত্যানিষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণ! .... আল্লাহ তাদের জন্যে মার্জনা ও বিরাট পুরস্কার তৈরী করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلَوْ صَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তারা যদি আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকারে সত্যতার প্রমাণ দিত, তাহলে তাদের জন্যে কতইনা ভালো হতো! (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২১)

৫৪ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا - متفق عليه .

৫৪. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ সত্যপ্রীতি বা সত্যনিষ্ঠা সততার পথ দেখায় আর সততা (মানুষকে) জান্নাতের দিকে চালিত করে। মানুষ সত্যের অনুশীলন করতে করতে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ) নামে পরিচিত হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে চালিত করে আর অশ্লীলতা মানুষকে জাহান্নামের (আগুনের) দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুশীলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী নামে পরিচিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৫ . وَعَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رض قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

৫৫. আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই কথাগুলো মুখস্ত করেছি ঃ 'যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও আর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না, তা-ই গ্রহণ কর। সত্যপ্রীতি অবশ্যই শান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ্ সৃষ্টিকারী।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ্ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

٥٦ . وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رض فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِىْ قِصَّةِ هِرَقْلَ، قَالَ هِرَقْلُ : فَمَا ذَا يَاْمُرُكُمْ (يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ) قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - متفق عليه .

৫৬. আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইবনে হার্‌ব (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে হিরাকলের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ হিরাকল জিজ্ঞেস করল যে, নবী তোমাদের কি কি কাজের আদেশ করেন ? আবু সুফিয়ান বলেন ঃ তিনি (নবী) বলেন; 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী (দাসত্ব) কর এবং তার সাথে কোন ব্যাপারে কাউকে শরীক করো না। তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা যা বলে গেছেন তা পরিহার কর। পক্ষান্তরে নবী আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য ও মধুর সম্পর্কের আদেশ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧ . وَعَنْ اَبِىْ ثَابِتٍ وَقِيْلَ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقِيْلَ اَبِى الْوَلِيْدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بَدْرِىٌّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ - رَواه مسلم .

৫৭. বদরী সাহাবী সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট যথার্থই শাহাদাতের মৃত্যু চায়, সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন।' (মুসলিম)

٥٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَايَتْبَعَنِّىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَاَةٍ وَّهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلَا اَحَدٌ اشْتَرٰى غَنَمًا اَوْخَلِفَاتٍ وَّهُوَ يَنْتَظِرُ اَوْلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكِ مَاْمُوْرَةٌ وَّ اَنَا مَاْ مُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَاْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاءُوْا بِرَاْسٍ مِّثْلِ رَاْسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَاٰى ضُعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا - متفق عليهٌ .

৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জনৈক নবী (ইউশা' ইবনে নূন) জিহাদ করতে গিয়ে তাঁর জাতিকে

বললেন ঃ যে ব্যক্তি সদ্য বিয়ে করেছে; কিন্তু স্বীয় স্ত্রীর সাথে এখনো মিলিত হয়নি, যে ব্যক্তি ঘর তৈরী করেছে কিন্তু এখনো তার ছাদ তৈরী করেনি, এবং যে ব্যক্তি গর্ভবতী ছাগল বা উষ্টনী খরিদ করে তার বাচ্চার জন্যে অপেক্ষমান, তারা যেন আমার সাথে জিহাদে গমন না করে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং যে জায়গায় যুদ্ধ করার কথা ছিল, সেখানে আসরের নামাযের কাছাকাছি সময়ে উপনীত হলেন। তখন তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ 'ওহে, তুমিও আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীন আর আমিও তাঁর নির্দেশের অধীন। হে আল্লাহ্! তুমি সূর্যকে আটকে রাখো।' অতঃপর জিহাদে জয়লাভ করা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা হলো। তিনি গনীমতের মাল একত্র করে রাখলে আগুন সেগুলোকে জ্বালিয়ে ভস্ম করার জন্যে এগিয়ে এল; কিন্তু (শেষ পর্যন্ত) আগুন তা জ্বালালো না। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ গনীমতের মালে খিয়ানত (আত্মসাৎ) করেছে। অতএব, তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের একজনকে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে।'

কিন্তু বাইয়াত করতে গিয়ে একব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি (লোকটিকে) বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যেই খিয়ানতকারী রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের সব লোককে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে।' এভাবে বাইয়াত করতে গিয়ে দুই কি তিনজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের দ্বারাই এ খিয়ানতের কাজটি হয়েছে।' তারা তখন একটি গরুর মাথার সমান একটি সোনার মাথা নিয়ে এল। তারপর সেটাকে তিনি মালের ভিতর রেখে দিলেন; কিন্তু আগুন এসে তা সবই খেয়ে ফেলল। উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্বে কারো জন্যে গনীমতের মাল হালাল করা হয়নি। আল্লাহ আমাদের দুর্বলতার দিক বিবেচনা করে আমাদের জন্যে এটা হালাল করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৯ . وَعَنْ اَبِىْ خَلِدٍ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا - متفق عليه .

৫৯. হযরত আবু খালিদ ইবনে হিযাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনাবেচা বাতিল করে দেয়ার অধিকার রাখে। তারা যদি উভয়ে সত্য পথে থাকে, তাহলে তাদের কেনাবেচা বরকতপূর্ণ হয়। আর যদি তারা মিথ্যা (বা অসাধু) পথে থাকে, তাহলে তা লেনদেনের বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ

আত্মপর্যালোচনা (মুরাকাবা)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও, তখন যিনি তোমাকে এবং মুসল্লীদের মধ্যে তোমার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করেন। (সূরা শু'আরা ঃ ২১৮-২১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাদের সাথেই থাকেন। (সূরা হাদীদ ঃ ৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ -

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই গোপন থাকে না। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

তিনি আরো বলেন ঃ নিশ্চয়ই তোমার প্রভু (তাঁর বিরোধীদের প্রতি) প্রখর দৃষ্টি রাখছেন। (সূরা আল-ফজর ঃ ১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ - وَالْاٰيَاتُ فِىْ الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَعْلُوْمَةٌ .

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত। (সূরা মুমিন ঃ ১৯)

٦٠ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِىْ الْبُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رواه مسلم.

৬০. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমরা রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ সেখানে একটি (অচেনা) লোক উপস্থিত হলো। লোকটির পোশাক-আশাক ছিল খুবই ধবধবে সাদা। তার মাথার চুলগুলো ছিল কুচকুচে

কালো। তার শরীরে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদেরও কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। লোকটি সোজা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বসল। এরপর তার জানু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানুর সাথে লাগিয়ে দিয়ে নিজের দু'হাত দু'টি উরুর ওপর স্থাপন করে বলল ঃ 'হে মুহাম্মদ! আমায় ইসলামের পরিচয় বলে দিন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে— আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। সেই সঙ্গে তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে আর সামর্থ্য থাকলে হজ্জ আদায় করবে।' আগন্তুক বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন।' আমরা লোকটির এই আচরণ দেখে বিস্মিত হলাম যে, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসও করছে আবার তাঁর কথা যথার্থ বলে মন্তব্যও করছে। লোকটি আবার অনুরোধ করল ঃ আপনি আমায় ঈমানের পরিচয় বলে দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং তক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করবে।' লোকটি বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন। সে আবারো অনুরোধ করল ঃ 'আপনি আমায় ইহ্‌সানের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন ঃ 'সেটা এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এই মনোভাব নিয়ে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। তুমি যদি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তোমায় নিশ্চয় দেখছেন বলে মনে করবে।' অতপর আগন্তুক বললো ঃ কিয়ামতের ব্যাপারে আমায় কিছু বলুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'যাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, সে প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশি কিছু জানেনা'। আগন্তুক বললো, 'তাহলে কিয়ামতের লক্ষণগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লক্ষণ হচ্ছে এই যে, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। আর নগ্ন পা ও উলঙ্গ শরীরবিশিষ্ট গরীব মেষ পালকদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা সুউচ্চ দালান-কোঠায় বসে অহঙ্কার করছে। এরপর লোকটি হঠাৎ চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'উমর! তুমি কি এই লোকটির পরিচয় জান ? আমি বললাম ঃ 'এ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'ইনি হচ্ছেন জিব্রাঈল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন (এর মৌল বিষয়াদি) শিখাতে এসেছিলেন।' (মুসলিম)

٦١ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِتَّقِ اللّٰهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৬১. হযরত আবু যার ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং মন্দ কাজ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে ভালো কাজ করো। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে আর মানুষের সাথে সদাচরণ করো।' (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে 'হাসান হাদীস' রূপে অভিহিত করেছেন।

٦٢ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلاَمُ اِنِّى اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَاِنِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِىْ رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ اَمَامَكَ، تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِىْ الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِىْ الشِّدَّةِ - وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاَعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَاَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

৬২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে (কোন জানোয়ারের পিঠে) বসা ছিলাম। তখন তিনি আমায় বললেন ঃ হে বৎস! আমি তোমায় কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। (খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো)। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর হেফাজত ও অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমায় হেফাজত করবেন। আল্লাহ্‌র হক (সঠিকভাবে) আদায় করো, তাহলে তাঁকেও তোমার সঙ্গে পাবে। কখনো কোন জিনিস চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলেও আল্লাহ্‌রই কাছে চাইবে। জেনে রাখো, সমগ্র সৃষ্টিকুল এক সঙ্গে মিলেও যদি তোমার উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তারা তার বেশি কোন উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি এক সঙ্গে মিলেও তোমার কোনো ক্ষতি (বা অপকার) করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার বেশি কোন অপকার তারা করতে পারবে না। (জেনে রাখো) কলম তুলে রাখা হয়েছে এবং কিতাবাদি শুকিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তক্বদীর চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। তাতে আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নেই।)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ ও হাসান হাদীস রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তিরমিযী ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই বক্তব্যের সাথে আরো সংযুক্ত হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র অধিকার হেফাজত করো, তাহলে তাকে পাবে নিজের সামনে। সুদিনে আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখ, তাহলে দুর্দিনে তিনি তোমায় স্মরণ করবেন। জেনে রাখো, যে জিনিস তুমি পাওনি, তা (মূলত) তোমার জন্যে নয়। আরো জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র মদদ রয়েছে সবরের সাথে। আর প্রত্যেক দুঃখের সাথে আছে সুখ।

٦٣ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِىَ اَدَقُّ فِىْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৬৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ তোমরা এমন সব কাজ করে থাকো, যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল অপেক্ষাও বেশি হালকা; কিন্তু আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সেগুলোকে অত্যন্ত ক্ষতিকর রূপে গণ্য করতাম। (বুখারী)

٦٤ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يَاْتِىَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -متفق عليه

৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (বান্দার ব্যাপারে) আত্মসম্মান বোধ করেন; তাই মানুষের জন্যে আল্লাহ যা নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন, সে যখন তাতে লিপ্ত হয়, তখনই আল্লাহ্‌র আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে।[১] (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ ثَلَاثَةً مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ : اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَّجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى الَّذِىْ قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ : فَمَسَحَهٗ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهٗ وَ اُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا - قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْاِبِلُ اَوِ الْبَقَرُ (شَكَّ الرَّاوِىُ) فَاُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَّيَذْهَبُ عَنِّىْ هٰذَا الَّذِىْ قَذِرَنِى النَّاسُ فَمَسَحَهٗ فَذَهَبَ عَنْهُ وَاُعْطِىَ شَعْرًا حَسَنًا - قَالَ : فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ الْبَقَرُ فَاُعْطِىَ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ : اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ اَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَاُبْصِرَ النَّاسَ فَمَسَحَهٗ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهٗ قَالَ : فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْغَنَمُ فَاُعْطِىَ شَاةً وَالِدًا فَاَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ اِنَّهٗ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ بِهٖ فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ : اَلْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ : كَاَنِّىْ اَعْرِفُكَ : اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ ؟ فَقَالَ : اِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى

১. একথার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ যখন কোন কাজ নিষিদ্ধ করেন, তখন মানুষ তা নির্দ্বিধায় মেনে চলবে, এটাই একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু মানুষ যখন তা অগ্রাহ্য করে, তখন সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকেই অমর্যাদা করে। যা আল্লাহ্‌র পক্ষে অসহনীয়। —অনুবাদক

مَا كُنْتَ وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ وَّ ابْنُ سَبِيْلٍ اِنْقَطَعَتْ بِى الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِى الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَخُذْ مَاشِئْتَ وَدَعْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ مَااَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىْءٍ اَخَذْتَهٗ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رض عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ - متفق عليه .

৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনটি লোক ছিল ঃ একজন কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টেকো এবং তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা করলেন এবং এ লক্ষ্যে একজন ফেরেশতাকে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি কুষ্ঠ রোগীটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোন্‌টি ? সে বললো ঃ 'সুন্দর রঙ ও সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি, যার দরুন লোকেরা আমায় ঘৃণা করে।' ফেরেশতা তার শরীরটা মুছে দিলেন। এতে তার রোগটা সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর রঙ দান করা হলো। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে সবচাইতে প্রিয় ? সে বলল ঃ 'উট কিংবা গরু।' (এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তখন লোকটাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেয়া হলো। ফেরেশতা বললেন ঃ 'আল্লাহ্ এতে তোমায় বরকত দিন।'

এরপর তিনি টেকো লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সব চাইতে প্রিয় জিনিস কোন্‌টি ? সে বললো ঃ সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি, যার দরুন লোকেরা আমায় ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার মাথাটা মুছে দিলেন। এতে তার টাক সেরে গেল এবং তার মাথায় সুন্দর চুল গজালো। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিকতর প্রিয় ? সে বললোঃ 'গরু'। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দান করুন। এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি ?' সে বললো ঃ 'আমার চোখ'। আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে তার অন্ধত্ব ঘুচে গেল, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিকার প্রিয় ? লোকটি বললো ঃ 'ছাগল'। তখন তাকে এমন একটি ছাগী দেয়া হলো, যা বেশি বাচ্চা দান করে। এরপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা জন্মাল। এতে উট দ্বারা একটি মাঠ, গরু দ্বারা আর একটি মাঠ এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি মাঠ একেবারে পূর্ণ হয়ে গেল।

এরপর তিনি কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে বললেন ঃ 'দেখো, আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন আল্লাহ্ ছাড়া এমন কেউ নেই, যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি। যে আল্লাহ তোমায় সুন্দর রঙ এবং সুন্দর ত্বক ও প্রচুর ধন-মাল দিয়েছেন, তাঁর নামে আমি তোমার কাছে একটা উট সাহায্য চাইছি, যাতে করে আমি গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারি।' সে বললো ঃ (আমার ওপর তো)

'অনেকের হক রয়েছে।' তিনি বললেন ঃ 'আমি সম্ভবত তোমাকে চিনি। তুমি না কুষ্ঠ রোগী ছিলে ? তোমাকে না লোকেরা ঘৃণা করত ? তুমি না নিঃস্ব ছিলে ? এখন আল্লাহ্ তোমায় সম্পদ দিয়েছেন।' সে বললোঃ 'আমি তো এ সম্পদ পূর্ব-পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি যদি মিথ্যাচারী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ যেন তোমায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন।'

এরপর তিনি টেকো লোকটির কাছে এসে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, যা প্রথম লোকটিকে বলেছিলেন। টেকো লোকটিও সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশ্‌তা একেও বললেন ঃ তুমি যদি মিথ্যাচারী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ যেন তোমায় পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন ঃ আমি একজন নিঃস্ব (মিসকীন) ও পথিক। আমার সব কিছু সফরে ফুরিয়ে গেছে। এখন গন্তব্য স্থলে পৌঁছার জন্যে আমার আল্লাহ ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। তাই সেই আল্লাহ্‌র নামে তোমার কাছে একটি ছাগল সাহায্য চাইছি, যিনি তোমার চোখকে নিরাময় করে দিয়েছেন। লোকটি বলল ঃ 'আমি বাস্তবিকই অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন; সুতরাং তুমি তোমার ইচ্ছা মতো মাল-সামান নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও। 'আল্লাহ্‌র কসম! আজ তুমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যা কিছু নেবে, তাতে আমি কোন বাধা দেব না।' ফেরেশতা বললেন ঃ তোমার ধন-মাল তোমার কাছেই থাকুক। তোমাদের শুধু পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অন্য দু'জন সঙ্গীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦ . عَنْ اَبِىْ يَعْلٰى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

৬৬. আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফসের প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্যে কাজ করে আর দুর্বল সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার আল্লাহ্‌র কাছেও (ভালো কিছু প্রাপ্তির) আকাংক্ষা পোষণ করে।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে 'হাসান হাদীস' আখ্যা দিয়েছেন।

٦٧ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ - حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُ .

৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের বাজে কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। তিরমীযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

٦٨ . عَنْ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَايُسْاَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ اِمْرَاَتَهُ -رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ .

৬৮. হযরত উমর (রা) হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনঃ 'কোন সঙ্গত কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা হলে স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না অর্থাৎ, সে তার স্ত্রীকে কোন কারণে মেরেছে।' (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ছয়

তাক্ওয়া (আল্লাহ্ভীতি)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) আল্লাহ্কে ভয় করো যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০২)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (সূরা আহ্যাব ঃ ৭০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, আল্লাহ্ তাকে (দুঃখ-কষ্ট থেকে) মুক্তির পথ বের করে দেন এবং যে স্থান সম্পর্কে সে ধারণা করেনি, সেখান থেকে তিনি তাকে জীবিকা প্রদান করেন। (সূরা তালাক ঃ ২ ও ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে) পার্থক্যকারী (শক্তি ও ক্ষমতা) দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহ্সমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন; আর আল্লাহ্ বড়ই মহান। (আনফাল ঃ ২৯)

٦٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ اَتْقَاهُمْ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَدِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ خِيَارُهُمْ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِىْ الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا -

متفق عليه .

৬৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'সবচেয়ে সম্মানাই ব্যক্তি কে ?' তিনি বললেন ঃ 'সবার চেয়ে যে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু।' সাহাবীগণ বললেন ঃ আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ, যাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী, তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী। এবং তাঁর পিতা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ। সাহাবীগণ বললেন ঃ 'আমরা আপনাকে এবিষয়েও জিজ্ঞেস করছি না'। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'তাহলে তোমরা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কথা জিজ্ঞেস করছ ? (জেনে রেখ) জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে যারা ভালো ছিল, তারা ইসলামের যুগেও ভালো, যদি তারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭০. عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ رض عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیْهَا فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْیَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ كَانَتْ فِیْ النِّسَاءِ - رواه مسلم .

৭০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'দুনিয়াটা অবশ্যই মিষ্টি-মধুর ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখেতে চান, তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই (তোমরা) দুনিয়াকে ভয় করো এবং নারীদের (ফিতনা) কেও ভয় করো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।' (মুসলিম)

৭১ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی - رواه مسلم

৭১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাক্ওয়া, পথ-নির্দেশনা (হেদায়েত) পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করি।' (মুসলিম)

৭২ . عَنْ اَبِیْ طَرِیْفٍ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِی رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰی یَمِیْنٍ ثُمَّ رَاٰی اَتْقٰی لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْیَاتِ التَّقْوٰی - رواه مسلم

৭২. হযরত আবু ত্বারীফ 'আদী ইবনে হাতেম তা'ঈ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম খাওয়ার পর অধিকতর তাকওয়ার (খোদাভীতির) কোন কাজ সম্পাদন করল, এ অবস্থায় সেটাই তার করণীয়। (মুসলিম)

৭৩ . عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ صُدَیِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَخْطُبُ فِیْ حَجَّةِ الْوَاعِ فَقَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِیْعُوْا اُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ - رواه الترمذی فِیْ اٰخِرِ كِتَابِ الصَّلٰوةِ قَالَ حَدِیْثٌ حَسَنٌ صَحِیْحٌ .

৭৩. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান বাহিলী (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ শুনেছি। তিনি বলেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করো, রমযানের রোযা পালন করো, স্বীয় মালের যাকাত দাও এবং নিজেদের শাসকের (বৈধ) নির্দেশ মেনে চলো। তাহলে তোমরা স্বীয় রব্ব-এর জান্নাতে প্রবেশ করবে।' ইমাম তিরমিযী তাঁর কিতাবুস সালাতে এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস রূপে আখ্যায়িত করেছেন

অনুচ্ছেদ ঃ সাত

ইয়াক্বীন ও তাওয়াক্কুল (দৃঢ় প্রত্যয় ও খোদা নির্ভরতা)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর মুমিনগণ (হানাদার) সেনাদলকে দেখতে পেয়ে **বলে উঠল** ঃ এই তো সেই জিনিস যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যথার্থই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। (সূরা আহযাব ঃ ২২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমবেত হয়েছে; কাজেই তাদেরকে ভয় করো।' (একথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল। আর তারা জবাবে বললো ঃ 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।' অবশেষে তারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ এমন অবস্থায় ফিরে এল যে, তাদের কোন রকম ক্ষতিই হলোনা। তারা (শুধু) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ তো বিশাল অনুগ্রহের মালিক

(সূরা আলে-ইমরানঃ ১৭৩-১৭৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَمُوْتُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর সেই আল্লাহ্র ওপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করো, যিনি চিরঞ্জীব ও অমর। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ওপরই তো মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (সূরা ইব্রাহীমঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাও, তখন আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করো। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট। (সূরা তালাক্ব ঃ ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ ঈমানদার তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে কেঁপে উঠে। আর তাদের সামনে যখন আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর ওপর আস্থা ও ভরসা রাখে। (সূরা আনফাল ঃ ২)

٧٤ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى الْاُمَمُ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ اِذْ رُفِعَ لِىْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ اُمَّتِىْ فَقِيْلَ لِىْ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِىْ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ الْاٰخَرِ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِىْ هٰذِهٖ اُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَّدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِىْ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَذَكَرُوْا اَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا الَّذِىْ تَخُوْضُوْنَ فِيْهِ؟ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَرْقُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ -متفق عليه.

৭৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট (স্বপ্নে কিংবা বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থায়) উম্মতদের অবস্থা তুলে ধরা হলো। আমি একজন নবীকে একটি ক্ষুদ্র দলসহ দেখলাম। আবার কয়েকজন নবীকে

দু'একজন লোকসহ দেখলাম। অন্যদিকে একজন নবীকে দেখলাম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ; অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। সহসা আমাকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী দেখানো হলো। আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমায় বলা হলো, 'এরা মূসা ও তাঁর উম্মত। তবে আপনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি জনগোষ্ঠী অবস্থান করছে। পুনরায় আমাকে আকাশের অন্য একদিকে তাকাতে বলা হলো। আমি দেখলাম সেখানেও একটি বিরাট জনগোষ্ঠী অপেক্ষা করছে। তারপর আমায় বলা হলো ঃ 'এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশতে যাবে।'

হযরত ইবেন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরা শরীফে প্রবেশ করলেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানুযায়ী যেসব লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে, সাহাবীগণ তাদের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলেন। কেউ বললেন, এরা বোধহয় সেইসব লোক যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন। আবার কেউ বললেন, এরা বোধ হয় সেই সব ভাগ্যবান লোক, যারা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করেছেন; কেননা তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার মতো মহাগুরুতর অপরাধ করেননি। এভাবে সাহাবীগণ নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন। এমনি সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা কোন্ বিষয়ে কথাবার্তা বলছো ? তখন সাহাবীগণ তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করলেন। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরা হলো সেইসব লোক, যারা নিজেরা তাবিজ-তুমারের কোনো কাজ করেনা এবং অন্যের দ্বারাও করায়না। এ ছাড়া তারা কোনো কিছুকে শুভাশুভ লক্ষণ হিসেবেও বিশ্বাস করে না, বরং তারা তাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্‌র ওপরই নির্ভর করে— ভরসা রাখে। এ কথা শুনে উক্কাশা ইবনে মুহসিন দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আপনি আল্লাহ্‌র কাছে একটু দো'আ করুন, যেন তিনি আমায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি তো তাদেরই মধ্যকার একজন।'। এরপর আরেক জন দাঁড়িয়ে বললেন। 'আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন, যাতে আমাকেও তিনি তাদের মধ্যে গণ্য করেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এব্যাপারে 'উক্কাশা তোমার আগে বলে এগিয়ে গেছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِيْ اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَاتَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ - متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَاَخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ করছি (অর্থাৎ তোমাতে আত্মসমর্পণ করেছি), তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই দিকে ধাবমান রয়েছি এবং তোমারই নিকট মীমাংসাপ্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার ইয্যতের কাছে আশ্রয় চাই, যাতে তুমি আমায় পথভ্রষ্ট না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন

মা'বুদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব— মৃত্যুহীন। কিন্তু জ্বিন ও মানুষ সবাই মৃত্যুবরণ করবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের মূল শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের। ইমাম বুখারী একে সংক্ষেপ করেছেন।

٧٦ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَيْضًا قَالَ : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ سَلَّمْ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ্ই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার দায়িত্ব গ্রহণকারী।' আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় করো, তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বললো যে, আল্লাহ-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্ব গ্রহণকারী। (বুখারী)

বুখারীর অন্য বর্ণনা মুতাবেক, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার পর তাঁর সর্বশেষ উক্তি ছিল ঃ 'আল্লাহ্ই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম বন্ধু।'

٧٧ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৭৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন অনেক লোক প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখীর অন্তরের মতো হবে। (অর্থাৎ তাঁদের অন্তর মোলায়েম এবং তাঁরা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে।)

٧٨ . عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُمْ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ : اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَىَّ سَيْفِىْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِىْ يَدِهِ صَلْتًا قَالَ : مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّىْ؟ قُلْتُ : اللّٰهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ : قَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَاِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ : تَخَافُنِىْ ؟ قَالَ

: لَافَقَالَ : مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّى؟ قَالَ : اللّٰهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ الْاِسْمَاعِيْلِيِّ فِىْ صَحِيْحِهِ فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ : اللّٰهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَّدِهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّىْ ؟ فَقَالَ : كُنْ خَيْرَ اٰخِذٍ فَقَالَ : تَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ : لَاوَلٰكِنِّى اُعَهِدُكَ اَنْ لَا اُقَاتِلَكَ وَلَا اَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهٗ فَاَتٰى اَصْحَابَهٗ فَقَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ -

৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নজদ অঞ্চলের কোন এক স্থানে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এলেন, তখন তিনিও (অর্থাৎ জাবেরও) তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। দুপুরে তাঁরা সবাই এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছ-গাছালি ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবতরণ করলেন এবং অন্যান্য লোকেরা গাছের ছায়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং স্বীয় তলোয়ারখানি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকতে লাগলেন। তখন তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য লোককে দেখলাম। তিনি বললেন ঃ 'এই লোকটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার ওপর তলোয়ার উঁচু করেছিল। হঠাৎ আমি জেগে উঠে দেখি, তার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। সে আমায় তিনবার প্রশ্ন করল ঃ 'এখন কে তোমায় আমার হাত থেকে বাঁচাবে ?' আমি তিনবারই বললাম ঃ 'আল্লাহ্ই'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামলোকটিকে কোন সাজা দিলেন না; বরং বসে পড়লেন। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আমরা 'যাতুর রিকা' যুদ্ধের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা একটি ছায়াদানকারী গাছের নীচে জড়ো হলাম। গাছটিকে আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরামের জন্যে ছেড়ে দিলাম। হঠাৎ মুশরিকদের মধ্যকার এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারিটি গাছের সঙ্গে ঝুলানো ছিল। আগন্তুক তলোয়ারটি হাতে নিয়ে বললো ঃ আপনি কি আমাকে ভয় করেন ? তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন ঃ 'না'। লোকটি আবার বললো ঃ তাহলে আমার হাত থেকে আপনাকে কে বাঁচাবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃশঙ্ক চিত্তে বললেন ঃ 'আল্লাহ।'

এ প্রসঙ্গে আবু বাক্র ইসমাঈলী তাঁর সহীহ গ্রন্থে যে বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, মুশরিকটি প্রশ্ন করল, আমার হাত থেকে কে আপনাকে বাঁচাবে ? তিনি স্পষ্টত জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহ'। এতে মুশরিকটির হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত তলোয়ারটি হাতে তুলে নিলেন এবং মুশরিকটিকে বললেন ঃ এখন আমার হাত থেকে কে তোমায় রক্ষা করবে", সে জবাব দিলো ঃ আপনি

সর্বোত্তম পাকড়াওকারী হয়ে যান।' তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল।' সে জবাব দিল ঃ 'না, আমি এ সাক্ষ্য দেব না; তবে এ অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত যে, আমি আপনার সাথে লড়াই করবো না, এবং যারা আপনার সাথে লড়াইতে লিপ্ত, তাদেরকেও কোনরূপ সহযোগিতা করবো না।' এ কথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পথ ছেড়ে দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং তাদেরকে বললো ঃ 'আমি সর্বোত্তম মানুষটির নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি।'

٧٩ . عَنْ عُمَرَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا- رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৭৯. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্র ওপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করার হক আদায় করতে, তাহলে তিনি পাখিকুলকে রিযিক দেয়ার মতো তোমাদেরকেও রিযিক দান করতেন। (তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে) পাখিকুল অতি প্রত্যুষে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে তারা বাসায় ফিরে আসে। (ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান হাদীসরূপে আখ্যায়িত করেছেন।)

٨٠ . عَنْ اَبِيْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَافُلَانُ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰ مَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا- متفق عليه .
وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ الصَّحِيحَيْنَ عَنِ الْبَرَاءِ : قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ -

৮০. হযরত আবু উমারাতা বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে অমুক! তুমি যখন নিজের বিছানায় ঘুমাতে যাও, তখন বলো ঃ 'হে আল্লাহ! আমি আমার সত্তাকে তোমার নিকট সমর্পণ করছি, আমি আমার মুখমণ্ডলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার তাবৎ বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করেছি এবং আমার পিঠখানা তোমার দিকে ঠেকিয়ে দিয়েছি। আর এসব কিছুই করেছি তোমার শাস্তির ভয়ে এবং তোমার পুরস্কারের লোভে। তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই, তুমি ছাড়া বাঁচারও কোন উপায় নেই। আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ '(এ দো'আ পাঠের পর) তুমি যদি ঐ রাতেই ইন্তেকাল কর, তাহলে ইসলামের ওপরই তোমার মৃত্যু ঘটবে আর যদি সকালে বেঁচে থাক, তাহলে বিপুল কল্যাণ লাভ করবে।'

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েত মতে বারাআ (রা) বলেন ঃ আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যখন ঘুমাতে যাও, তখন নামাযের অযুর মতোই অযু করো, তারপর ডান কাতে শুয়ে এই দো'আটি পড়ো। এ কথা বলে তিনি ওপরোক্ত দো'আটি পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই দো'আটি একেবারে শেষ দিকে পড়বে।

٨١ . عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رض عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِوبْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَيْشِيِّ التَّيْمِيِّ رض وَهُوَ وَاَبُوْهُ وَاُمُّهُ صَحَابَةٌ رض قَالَ : نَظَرْتُ اِلٰى اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ فِى الْغَارِ وَهُمْ عَلٰى رُؤُوْسِنَا فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَ هُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَ مَيْهِ لَاَبْصَرَنَا - فَقَالَ : مَاظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا - متفق عليه

৮১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সওর পর্বত) গুহায় থাকাকালে মুশরিকদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওরা তখন আমাদের মাথার ওপরের দিকে ছিল। (এটা হিজরতের সময়কার ঘটনা) আমি তখন বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন যদি ওদের কেউ ওদের পায়ের নীচ দিকে তাকায়, তবে তো আমাদের দেখে ফেলবে!' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আবুবকর! এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের সঙ্গী তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ ? (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢ . عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ اَبِىْ اُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَخْزُ وْمِيَّةُ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُ هُمَا بِاَ سَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ - قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِىْ دَاوٗدَ.

৮২. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ 'আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং তারই ওপর ভরসা করছি।' 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমায় পথভ্রষ্ট না করা হয়। আমি যেন (তোমার) দ্বীন থেকে বিচ্যুত না হই অথবা আমাকে বিচ্যুত না করা হয়। আমি যেন কারো ওপর জুলুম না করি অথবা আমার ওপর জুলুম না করা হয়। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি অথবা আমি মূর্খতার শিকার না হই।' ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ঈমানগণ সহী সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; বিশেষত ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। তবে হাদীসের শব্দাবলী এখানে আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

٨٣ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اِذَا خَرَجَ يَعْنِىْ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، يُقَالُ لَهُ : هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ، زَادَ اَبُوْ دَاوِدَ: فَيَقُوْلُ يَعْنِي الشَّيْطَانَ، لِشَيْطَانٍ اٰخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْهُدِىَ وَكُفِىَ وَدُقِىَ ؟

৮৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বলে ঃ 'আল্লাহ্‌র নামে বের হলাম এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করলাম; আর আল্লাহ ছাড়া তো কারো কাছ থেকে কোনো শক্তি পাওয়া যায় না।' (এরূপ দো'আ করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে সঠিক পথ-নির্দেশ (হেদায়েত) দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে। এবং তোমার হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর (এরূপ বললে) শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরিমিযী একে 'হাসান হাদীস' আখ্যা দিয়েছেন। তবে আবু দাউদ এর সাথে আরও একটি বাক্য যুক্ত করেছেন ঃ শয়তান অন্য শয়তানকে বলে— যাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, পর্যাপ্ত দেয়া হয়েছে ও হেফাজত করা হয়েছে, তুমি তার ওপর কিভাবে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে ?

٨٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ لِلنَّبِى ﷺ فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

৮৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে দুই ভাই ছিল। তাদের এক ভাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসত আর এক ভাই নিজ পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কর্মব্যস্ত ভাই রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অপর ভাইর বিরুদ্ধে (কোনো কাজ না করার) অভিযোগ করল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত তোমাকে তার্‌ই বরকতে রিযিক দেয়া হচ্ছে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ আট

অবিচল নিষ্ঠা (ইস্তেকামাত)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি (তুমি দ্বীনের পথে) অবিচল থাকো। (সূরা হূদ ঃ ১১২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ لَّاتَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ- اَوْلِيَاؤُكُمْ فِىْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِىْ الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যারা (মনে-প্রাণে) ঘোষণা করে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু (রব্ব) এবং তারা এ কথার ওপরই অবিচল থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের নিকট ফেরেশতা অবতরণ করে বলতে থাকে, (তোমরা) ভয় পেওনা, দুশ্চিন্তাও করোনা; বরং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু আর পরকালেও। সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে, আকাংক্ষা করবে তা সবই পাবে। এসব সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মেহমানদারী হিসেবে পাবে, যিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা হা-মীম আস্-সিজদাহ ঃ ৩০-৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যারা (মনে-প্রাণে) অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু (রব্ব) এবং (সেই সঙ্গে) তারা এর ওপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই, তারা কোন দুশ্চিন্তাও করবে না। তারা দুনিয়ায় যে কাজ করছিল, তার বিনিময়ে জান্নাতী হয়ে চিরকাল সেখানে বাস করবে। (সূরা আহকাফ ঃ ১৩-১৪)

٨٥ . عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَقِيْلَ اَبِىْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض وَقَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ : قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ - رواه مسلم

৮৫. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ইসলামের ব্যাপারে আমায় এমন কথা বলে দিন, যেন সে বিষয়ে আপনি ছাড়া আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (রসূল) বললেনঃ 'বলো, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি, তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও।' (মুসলিম)

٨٦ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا وَاَعْلَمُوْا اَنَّهُ لَنْ يَّنْجُوَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهٖ قَالُوْا : وَلَا اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ - رواه مسلم

৮৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা (দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে) ভারসাম্য রক্ষ করো এবং এর ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আর জেনে রাখো, তোমাদের কেউ তার আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন; 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনিও কি?' তিনি বলেলন; আমিও পাবনা; তবে আল্লাহ যদি আমায় তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে শামিল করে নেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রতমত ও অনুগ্রহ ছাড়া রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নিজ আমল দ্বারা রেহাই পাবেন না।) (মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ নয়

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ বলে দাও, আমি শুধু তোমাদের একটা নসীহত করছি। (তা হলো) এই যে,) আল্লাহ্‌র জন্যে তোমরা একা একা ও দুই দুইজন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। (সূরা সাবাঃ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ - الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

আসমান ও জমিন সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত সব অবস্থায়ই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। (তারা আপনা-আপনিই বলে ওঠেঃ) হে আল্লাহ! তুমি এসব কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি (সর্বতোভাবে) ত্রুটিমুক্ত। অতএব, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।(আলে-ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ -

তারা কি উটগুলোকে দেখে না সেগুলোকে কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে ? আকাশমণ্ডলকে দেখেনা কিভাবে তাকে সুউচ্চ করা হয়েছে? পাহাড় শ্রেণীকে দেখেনা কিভাবে সেগুলোকে শক্ত ও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে? পৃথিবীকে দেখে না কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? যাই হোক, (হে নবী!) তুমি (লোকদের) উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশকারী মাত্র। (সূরা গাশিয়াহ ঃ ১৭-২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا ... الْاٰيَةَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তারা কি পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে না আর দেখে না (পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি কি হয়েছে ?) (সূরা ইউসূফ ঃ ১০৯)

এই পর্যায়ে আরো বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে।

وَمِنَ الْاَحَادِيْثِ الْحَدِيْثُ السَّابِقُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ -

এ ছাড়া উপরিউক্ত ৬৬নং হাদীসটি— 'বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে' .... এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ দশ

দ্বীনী কাজে প্রতিযোগিতা ও সদা তৎপরতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলো।

(সূরা বাকারা ঃ ১৪৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা সেই পথে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলো, যা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবী সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে গেছে এবং যা খোদাভীরু লোকদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (আলে-ইমরান ঃ ১৩৩)

۸۷ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَسَتَكُوْنُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَّ يُمْسِىْ كَافِرًا، وَّ يُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَّ يُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيْعُ دِيْنَهٗ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا - رواه مُسْلِمٌ .

৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাও; কারণ খুব শীঘ্রই অন্ধকার রাতের মতো অশান্তি-বিশৃংখলা দেখা দেবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মুমিন থাকবে তো সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে তো সকাল বেলা কাফির হয়ে যাবে। সে তার দ্বীনকে জাগতিক সম্পদের বিনিময়ে বিক্রী করে দেবে। (মুসলিম)

۸۸ . عَنْ اَبِىْ سِرْوَعَةَ بِكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رض قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ اِلٰى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهٖ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهٖ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاٰى اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهٖ قَالَ : ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَّحْبِسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهٖ -رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِى الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهٗ اَلتِّبْرُ قِطَعُ ذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ -

৮৮. হযরত 'উকবা ইবনে হারিস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে মদীনায় আসরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে দ্রুত উঠে পড়লেন এবং (অনেকটা) লোকদের ঘাড়ের ওপর দিয়েই তাঁর স্ত্রীদের কক্ষের দিকে ছুটে গেলেন। লোকেরা তাঁর এই তাড়াহুড়া দেখে ঘাবড়ে গেল। এরপর তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, তাঁর তাড়াহুড়ার কারণে লোকেরা হতবাক হয়ে গেছে। তিনি তখন

বললেন ঃ একখণ্ড সোনা (বা রূপা)-র কথা আমার মনে পড়েছিল, যা আমাদের কাছে সঞ্চিত ছিল। আমার নিকট এরূপ জিনিস থাকা মোটেই পছন্দ করছিলাম না। তাই সেটাকে (লোকদের মাঝে) বণ্টন করার নির্দেশ দিয়ে এলাম। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, সাদকার একখণ্ড সোনা ঘরে থেকে গিয়েছিল। তা নিয়ে রাত কাটানো আমার পক্ষে মোটেই পছন্দনীয় ছিলনা।

৮৯ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِّلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَ اَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا ؟ قَالَ فِىْ الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন ঃ একটি লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যদি নিহত হই, তবে আমি কোথায় থাকব? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'জান্নাতে।' তৎক্ষনাৎ সে তার হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

৯০ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا ؟ قَالَ : اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلَاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - متفق عليه.

৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন দানে (সাদকায়) সবচেয়ে বেশি সওয়াব? তিনি বললেন ঃ তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি (শারীরিকভাবে) সুস্থ আছ, ধন-মালের প্রতি লোভ আছে, অভাব-অনটনকে ভয় করছ। এবং সম্পদের আশাও পোষণ করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমন কার্পণ্য পোষণ করোনা যে, শেষে মৃত্যুর ক্ষণটি এসে যায় এবং তখন তুমি এটা ঘোষণা কর যে, এ পরিমাণ অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্যে সে মাল আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯১ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَاْخُذُ مِنِّىْ هٰذَا؟ فَبَسَطُوْا اَيْدِيَهُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ يَقُوْلُ اَنَا اَنَا فَقَالَ فَمَنْ يَّاْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَاَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ اَبُوْ دُجَانَةَ اَنَا اٰخُذُهُ بِحَقِّهِ فَاَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ - رواه مسلم

৯১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের দিন একখানা তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন ঃ 'কে আমার কাছ থেকে এটা নেবে?' উপস্থিত লোকদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল ঃ 'আমি' 'আমি'। তিনি বললেন ঃ 'কে এটার হক আদায় করার জন্যে নেবে'? এ কথায় সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন আবু দুজানা (রা)

বললেন ঃ 'আমি এর হক আদায় করার জন্যে নেব।' অতঃপর তিনি সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের শিরোশ্ছেদ করলেন। (মুসলিম)

٩٢ . عَنِ الزُّبَيْرِبْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رض فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَانَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ : اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَا يَاْتِى زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّمِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ - رَوَاهُ الْبُخَارِى.

৯২. হযরত যুবাইর ইবনে আদী বর্ণনা করেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর নিকট এসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাড়াবাড়ির (যে কারণে আমরা কষ্ট পাচ্ছিলাম) বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি বললেন ঃ সবর করো; কারণ যে-কোনো যুগই আসুক না কেন, তার পরবর্তী যুগ (পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে) অধিকতর খারাপ। এ অবস্থা তোমার প্রভুর (রব্ব-এর) সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একথা আমি তোমাদের নবী (স)-এর নিকট থেকে শুনেছি। (বুখারী)

٩٣ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُّنْسِيًّا اَوْ غِنًى مُّطْغِيًا اَوْمَرَضًا مُّفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُّفْنِدًا اَوْ مَوْتًا مُّجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرٌّ غَائِبٍ يُّنْتَظَرُ اَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি অবস্থার পূর্বেই সব কাজ সম্পাদন করে ফেল ঃ তোমরা কি এমন দারিদ্রের অপেক্ষায় থাকবে, যা (মানুষকে) ইসলামের হুকুম পালন থেকে ভুলিয়ে রাখে ? অথবা এমন ধনাঢ্যতা আসুক যা (তাকে) ইসলাম বৈরিতার দিকে ঠেলে দেয় ? অথবা এমন রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হোক, যা শরীরকে বিধ্বস্ত করে দেয় কিংবা এমন বার্ধক্য চেপে বসুক যা বিচার-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয় অথবা হঠাৎ মৃত্যু এসে জীবনের ইতি টেনে দিক কিংবা দুষ্ট অদৃশ্য দজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক অথবা ভয়ঙ্কর কিয়ামত এসে পড়ুক। আর কিয়ামত তো খুবই ভয়াবহ। (হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীসরূপে আখ্যায়িত করেছেন।)

٩٤ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ - قَالَ عُمَرُ رض مَا اَحْبَبْتُ الْاِمَارَةَ اِلَّا يَوْمَئِذٍ فَتَسَاوَرْتُ لَهُ رَجَاءَ اَنْ اُدْعٰى لَهَا : فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رض فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا وَقَالَ : اِمْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلِىٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى مَاذَا اُقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ : قَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - رواه مسلم

৯৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেন ঃ এই ঝাণ্ডা আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দেবেন। 'উমর (রা) বলেন ঃ আমি ঐদিন ছাড়া আর কোনদিন নেতৃত্ব পেতে আগ্রহ বোধ করিনি। তাই সেদিন আমার আগ্রহ হলো যে, আমাকে ডাকা হোক। কিন্তু রাসূলে আকরাম (স) আলী (রা)-কে ডেকে তাঁর হাতেই ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে বললেন ঃ 'সামনে এগিয়ে যাও; আল্লাহ তোমায় বিজয় না দেয়া পর্যন্ত কোনো দিকে তাকাবেনা।' আলী একটু সামনে এগিয়েই দাঁড়ালেন; কিন্তু এদিক-ওদিক তাকালেন না; বরং চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিসের ভিত্তিতে (এবং কতক্ষণ পর্যন্ত) আমি লোকদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তারা এই কথার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত লড়াই চালাতে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা বলবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল।' তারা এ সাক্ষ্য দিলে তোমার কবল থেকে তারা তাদের জান-মাল রক্ষা করতে পারবে। সেই সঙ্গে ইসলামের হকও তাদের আদায় করতে হবে। তবে তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। (ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

অনুচ্ছেদ ঃ এগার

মুজাহাদা[১] (চূড়ান্ত মেহনত ও সাধনা)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ যারা আমার জন্যে চেষ্টা-সংগ্রামে নিরত থাকবে, তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো। আর আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আন্‌কাবুত ঃ ৬৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তুমি তোমার প্রভুর ইবাদত করো সেই মুহূর্ত (মৃত্যু) পর্যন্ত, যা তোমার নিকট নিশ্চিতভাবে আসবেই। (সূরা হিজর ঃ ৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো এবং অন্য সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করো। (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ অতঃপর কোনো ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলেও তা (সে) দেখতে পাবে। (সূরা যিল্‌যাল ঃ ৭)

---

১. শব্দটির অর্থঃ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে চূড়ান্ত মেহনত ও চেষ্টা করা। —অনুবাদক

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَ نْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرً -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর যে কোন ভালো কাজ তোমরা আগে করে রাখবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম ও বিপুল বিনিময়রূপে পাবে। (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা যে উত্তম কাজই করো, তা আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

٩٥ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ، فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِى يَبْصِرُ بِهٖ، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا، وَاِنْ سَاَلَنِىْ اَعْطَيْتُهٗ، وَلَئِنِ اسْتَعَا ذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ - رَوَاهُ الْبُخَارِى

৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলী (বন্ধু)-কে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দাহ্ আমার নির্ধারিত ফরয কাজের মাধ্যমে, যা আমার নিকট প্রিয় তার মাধ্যমে এবং নফল কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক পর্যায়ে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধারণ করে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটাচলা করে। আর যদি সে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তা পূরণ করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী)

٩٦ . عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَّبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَاِذَا اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৯৬. হযরত আনাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ বান্দাহ্ যখন আমার দিকে এক বিঘৎ পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার কাছে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে ছুটে চলে যাই। (বুখারী)

٩٧ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ - وراه البخارى .

৯৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুটি নিয়ামত (আল্লাহ্‌র দান)-এর ব্যাপারে দুনিয়ার বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; তাহলো দৈহিক স্বাস্থ্য ও অবসর কাল। (বুখারী)

٩٨ . عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهٗ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ؟ قَالَ : اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا – متفق عليه

৯৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা এত বেশি ইবাদত করতেন যে, তার ফলে তাঁর পবিত্র পদযুগল পর্যন্ত ফুলে ফেটে যেত। একদিন আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন কেন, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তাই বলে 'আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হওয়া পছন্দ করবো না ?' (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটিতে উদ্ধৃত শব্দাবলী বুখারীর। বুখারী ছাড়া মুসলিমেও মুগীরা ইবনে শু'বার সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٩٩ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَ اَيْقَظَ اَهْلَهٗ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ – متفق عليه .

৯৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রমযানের শেষ দশক এলে রাতভর জেগে ইবাদত করতেন এবং আপন পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি শক্তভাবে ইবাদতে মশগুল থাকতেন (অর্থাৎ পুরো প্রস্তুতি নিয়ে গোটা সময়টা ইবাদতে ব্যয় করতেন)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اُحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ – روراه مسلم .

১০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'শক্তিমান মু'মিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক ভালো ও অধিক প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ ও মঙ্গল (চেতনা) রয়েছে। তোমার জন্যে যা উপকারী, তার জন্যে আগ্রহ পোষণ করো এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আর (কোন ব্যাপারে) দুর্বলতা প্রদর্শন করোনা; আর কখনো বিপদ এলে এ কথা বলো না যে, আমি এইরূপ কাজ করলে ঐরূপ হতো; বরং একথা বলো যে, আল্লাহ (আমার) তকদীরে এটাই রেখেছেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই করেন। কেননা, 'যদি' শব্দটি শয়তানী কাজের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম)

١٠١ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - متفق عليه

১০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে রাখা হয়েছে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٢ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ رض قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّىْ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى، فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَالَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ : ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِّمَّا رَكَعَ ثُمَ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِّنْ قِيَامِهِ - رواه مسلم .

১০২. হযরত আবু আবদুল্লাহ্ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারার তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো এক শো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি একশো আয়াতের পরও পড়তে লাগলেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো গোটা সূরাটি এক রাক্‌আতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি এক নাগাড়ে পড়তে লাগলেন। এক পর্যায়ে ভাবলাম, তিনি হয়তো এরপরই রুকুতে যাবেন। কিন্তু (বাকারার সমাপ্তির পর) তিনি সূরা আল-ইমরানের তিলাওয়াত শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে 'তারতীলে'র সাথে পড়ছিলেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র তাসবীহ বা গুণাবলীসম্পন্ন কোন আয়াত পড়লে তিনি যথারীতি তসবীহই পড়তেন। আর কোন আয়াতে চাওয়ার কিছু থাকলে সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চাইতেন। আবার (কোন ক্ষতি থেকে) যখন আশ্রয় প্রার্থনার মতো কোনো আয়াত পড়তেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয়ই চাইতেন। এরপর তিনি রুকূতে গিয়ে বলতে থাকলেন, 'সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আজীম' (আমার মহান প্রভু পবিত্র)। তাঁর রুকূও ছিল কিয়ামের (দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা পড়ার) মতোই দীর্ঘ। এরপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তার প্রশংসা শোনেন) বললেন। এরপর প্রায় রুকূর মতোই তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সিজদায় গিয়ে বললেন ঃ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (আমার রব্ব পবিত্র, যিনি সর্বোচ্চ)। তাঁর সিজদাও ছিল দাঁড়ানোর মতোই দীর্ঘ। (মুসলিম)

١٠٣ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ، قِيْلَ وَمَا بِهِ ؟ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৩. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন ঃ একরাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এমন কি, (তখন) আমি একটা খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। এ কথায় ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কি খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলে ? তিনি বললেন, আমি নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤ . عَنْ اَنَسٍ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : اَهْلُهٗ وَمَا لُهٗ وَعَمَلُهٗ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَيَبْقٰى عَمَلُهٗ - متفق عليه

১০৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে ঃ তার পরিবার, তার ধন-মাল এবং তার 'আমল (বা কাজ) তারপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে, তার পরিবার ও ধন-মাল। আর সঙ্গে থেকে যায় তার 'আমল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ - رواه البُخَارِىُّ .

১০৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে; আর দোযখের অবস্থানও তাই। (বুখারী)

١٠٦. عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ رض قَالَ : كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ : سَلْنِىْ فَقُلْتُ : اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ : اَوْغَيْرَ ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ :فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - رواه مسلم

১০৬. হযরত আবু ফিরাস রাবি'আ ইবনে কা'ব আসলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ও আসহাবে সুফ্ফার একজন (সদস্য) ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাত যাপন করতাম এবং তাঁকে অযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে দিতাম। (একবার) তিনি আমায় বললেন; 'আমার নিকট (তোমার যা ইচ্ছা) চাইতে পারো।' আমি বললাম ঃ আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি জানতে চাইলেন ঃ 'এছাড়া আর কিছু ?' আমি বললাম ঃ 'এটাই চাই'। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি নিজের জন্যে বেশি বেশি সিজদা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা আমায় সাহায্য করো।' (মুসলিম)

١٠٧ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ، فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً - رواه مسلم .

১০৭. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত করা গোলাম সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমার বেশি বেশি সিজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) করা উচিত। কেননা তুমি আল্লাহ্র জন্যে একটা সিজদা করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি গুনাহও ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম)

١٠٨ . عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الاَ سْلَمِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১০৮. হযরত আবু সাফওয়ান আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (লোকদের মধ্যে) সেই ব্যক্তি উত্তম যার বয়স দীর্ঘ এবং কাজও সুন্দর। ইমাম তিরমিযী একে 'হাসান হাদীস' রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

١٠٩ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : غَابَ عَمِّىْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رض عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَ نِىْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيُرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ (يَعْنِىْ اَصْحَابَهٗ) وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ (يعنى الْمُشْرِكِيْنَ) ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهٗ سَعْدُبْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِنِّى اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ- فَقَالَ سَعْدُ : فَمَا سْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهٖ بِضْعًا وَّ ثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَّوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهٗ اَحَدٌ اِلَّا اُخْتُهٗ بِبَنَانِهٖ قَالَ اَنَسٌ : كُنَّا نَرٰى اَوْنَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِىْ اَشْبَاهِهٖ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ) ... اِلٰى اٰخِرِهَا - متفق عليه :

১০৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদ্র (রা) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। এ কারণে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার পরিচালিত কোনো যুদ্ধে এই প্রথম আমি অনুপস্থিত ছিলাম। এখন আল্লাহ যদি আমায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধের সুযোগ করে দেন, তাহলে আমি কি করতে পারি, তা নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) (মানুষকে) দেখিয়ে দিবেন। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধের দিন এলে মুসলমানরা কাফিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। (অর্থাৎ দৃশ্যত তাদের পরাজয় ঘটল)। তখন ইবনে নাদ্র বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমার সঙ্গীরা যা করেছে, আমি সে জন্যে তোমার নিকট ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করছি।' এরপর তিনি সামনে এগুতে থাকলে সা'দ ইবনে মুআযের সাথে সাক্ষাত হলো। তখন তাকে তিনি বললেন ঃ 'হে সা'দ ইবনে মু'আয! কা'বার প্রভুর কসম! আমি

ওহুদের পেছন থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।' সা'দ বললেনঃ 'হে আল্লাহর রসূল! সে যে কি করেছে, আমি তা বর্ণনা করতে পারছি না।' আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা তার শরীরে তরবারির অথবা বর্শার কিংবা তীরের ৮০টির বেশি আঘাত দেখেছি। আরো দেখেছি, সে শাহাদাত বরণ করেছে আর মুশরিকরা তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (বিশ্রীভাবে) কেটে ফেলেছে। ফলে আমরা কেউ তাকে চিনতেই পারলাম না। অবশ্য তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে পরলেন। আনাস বলেন ঃ আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর ও তাঁর মতো লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ মুমিনদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে আর কেউ (তার) অপেক্ষায় রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠ . عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رض قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلٰى ظُهُوْرِنَا - فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا : مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا ! فَنَزَلَتْ (اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ) اَلْاٰيَةَ - متفق عليه .

১১০. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে 'আমর আনসারী বদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ যখন সাদকা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো, তখন আমরা পিঠে বোঝা বহনের কাজ করতাম। (অর্থাৎ এ কাজের মজুরী থেকে আমরা সাদকা দান করতাম)। এরূপ অবস্থায় একটি লোক এসে একটু বেশি পরিমাণে সাদকা দান করল। মুনাফিকরা প্রচার করল ঃ এ ব্যক্তি রিয়াকার, অর্থাৎ লোক দেখানো কাজ করে। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে এক সা' পরিমাণ সাদকা দান করল। তখন মুনাফিকরা বললো ঃ আল্লাহ্ মোটেই এই এক সা' পরিমাণ সাদকার মুখাপেক্ষী নন্। তখন এই আয়াত নাযিল হলো, (আল্লাহ সেই কৃপণ বিত্তশালী লোকদেরকে খুব ভালো করে জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এবং তাদেরকে ঠাট্টা করে যাঁদের নিকট (আল্লাহ্‌র পথে দান করার জন্যে) শুধু তা-ই আছে, যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেই দান করে, তাদের (বিদ্রূপকারীদের) প্রতি আল্লাহও বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।' (বুখারী ও মুসলিম)

١١١ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَاعِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْ لَكُمْ يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ، يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ

وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَ كُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا، يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَ كُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَاَلُوْنِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهٗ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ، قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ اَبُوْا اِدْرِيْسَ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ - رواه مسلم وَرَوَيْنَا عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ بِنْ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ لَيسَ لِاَهْلِ الشَّامِ حَدِيْثٌ اَشْرَفُ مِن هذَا الحَدِيثِ -

১১১. হযরত আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যেও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম কোরনা। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়েত দিয়েছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই গুমরাহ (পথভ্রষ্ট)। অতএব, তোমরা আমার কাছে হেদায়েত চাও ; আমি তোমাদের হেদায়েত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি, সে ছাড়া তোমাদের আর সবাই ক্ষুধার্ত। কাজেই তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে কাপড় (আচ্ছাদন) দিয়েছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই উলঙ্গ। কাজে আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত ভুল করে থাকো, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেই। অতঅএ, তোমরা আমার কাছে ভুল-ত্রুটির (গুনাহ -খাতার) জন্যে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, পারবে না আমার কোন লাভও করে দিতে। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জ্বিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম খোদাভীরু ব্যক্তির দিলের মতো হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জ্বিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ মানুষের দিলের মতো হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জ্বিন ও মানুষ কোনো এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চায় এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেই তাহলে তাতে আমার নিকট যে ভাণ্ডার আছে তার এতটুকু কমে যেতে পারে, যতটুকু সমুদ্রে একটি সূঁচ ফেললে তার পানি কমে যায়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্যে জমা করে রাখছি; তারপর একদিন আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় (প্রতিফল) দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের অধিকারী হয়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণের কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) বলেন ঃ সিরিয়াবাসীদের কাছে এর চেয়ে মূল্যবান আর কোনো হাদীস নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ বারো

জীবনের শেষ পর্যায়ে বেশি বেশি দ্বীনী কাজে উৎসাহ প্রদান

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ-

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত লোকেরা যখন দুনিয়ায় আবার ফিরে এসে দ্বীনের পথে চলার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে) ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি, যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত ? আর তোমাদের কাছে সাবধানকারীও তো এসেছিল। (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও সত্যসন্ধ (সত্য রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আলেমগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে ষাট বছর বয়স প্রদান করিনি ? পরবর্তী হাদীসটি থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কেউ কেউ এ ব্যাপারে আঠারো বছরের কথাও বলেছেন। অন্যদিকে ইমাম হাসান, ইমাম কাল্‌বী, মাসরুক প্রমুখ চল্লিশ বছরের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর আরেকটি বক্তব্যও এই চল্লিশ বছরের সমর্থনে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মদীনাবাসীদের এইরূপ একটি 'আমল উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তাদের কেউ চল্লিশ বছরে উপনীত হলে সে নিজের সময়কে ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিত। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন নিছক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে ঃ আর তোমাদের কাছে সাবধানকারীও এসেছিল।' এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ইবনে আব্বাস (রা) ও অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য হলো, এখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইকরামা (রা), উয়াইনা (রা) প্রমুখ ইমামগণের মতে, এর অর্থ হচ্ছে বার্ধক্য।

١١٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى امْرِىٍٔ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً -رواهُ الْبُخَارِى .

১১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন ঃ আল্লাহ যে ব্যক্তির মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন, তার বয়সের ৬০ বছর পর্যন্ত তার ওযর কবুল করতে থাকেন। (অর্থাৎ বয়সের ৬০ বছর হচ্ছে ওযর কবুলের শেষ সময়। এরপর আর কোন ওযর চলে না) (বুখারী)

١١٣ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ كَانَ عُمَرُ رض يُدْخِلُنِىْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِىْ نَفْسِه فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُه فَقَالَ عُمَرُ : اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَانِىْ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَنِىْ مَعَهُمْ فَمَا رَاَيْتُ اَنَّهُ دَعَانِىْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

(اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ؟) فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ اِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - فَقَالَ لِيْ : اَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ يَاابْنَ عَبَّاسٍ رض فَقُلْتُ : لَا قَالَ فَمَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ : هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ : (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ) وَذٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) فَقَالَ عُمَرُ رض مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلَّا مَا تَقُوْلُ - رواه البخارى .

১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ (হযরত) উমর (রা) আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মজলিসে বসালে তাদের কেউ কেউ মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতেন এবং বলতেন যে, 'এ ছেলেটিকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে বসানো হয় ? আমাদেরও তো তার বয়েসী ছেলেপেলে আছে ? হযরত উমর (রা) বললেন ঃ 'এ ছেলেটি কোন পরিবারের (অর্থাৎ নবী পরিবার) তা তো তোমরা জানো।' [ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ] একদিন তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে ডেকে বসালেন। আমার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই সেদিন তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার জন্যেই আমাকে ডাকা হয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইযা জাআ নাসরুল্লাহ আয়াতটির তাৎপর্য কি ? জবাবে কেউ কেউ বললেন ঃ 'আল্লাহ যেহেতু আমাদের সাহায্য দান করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন সেহেতু তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' অন্য সবাই কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তারপর উমর (রা) আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে ইবনে আব্বাস! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্যও কি অনুরূপ ? আমি বললাম ঃ 'না।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তাহলে তোমার বক্তব্য কি ?' আমি বললাম,'এর অর্থ হচ্ছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল, যা আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, যেহেতু আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং সেটা আপনারই ওফাতের লক্ষণ, কাজেই আপনি স্বীয় প্রভুর প্রশংসা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চান; তিনি তওবা গ্রহণকারী।' এরপর উমর (রা) বলেন ঃ এ ব্যাপারে তুমি যা বললে, তা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু বলার নেই।' (বুখারী)

١١٤ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ اَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ اِلَّا يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ - مَعْنِى : يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ اَىْ يَعْمَلُ مَا اُمِرَبِهِ فِى الْقُرْاٰنِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ - قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ اَرَاكَ اَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا ؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِيْ عَلَامَةٌ فِيْ اُمَّتِيْ اِذَا رَاَيْتُهَا

قُلْتُهَا : اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : اَخْبَرَنِىْ رَبِّىْ اِنِّىْ سَاَرٰى عَلَامَةً فِىْ اُمَّتِىْ فَاِذَا رَاَيْتُهَا اَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَدْ رَاَيْتُهَا : اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةٍ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا مَعْنٰى يَتَاَ وَّلُ الْقُرْاٰنَ اَى يَعْمَلُ مَااُمِرَ بِهٖ فِىْ الْقُرْاٰنِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ .

১১৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সূরা নাস্‌র অর্থাৎ ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্‌হু সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযেই 'সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী' কথাটি নিয়মিত বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি করে বলতেন ঃ 'সুব্‌হানাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী।' বলা বাহুল্য, কুরআনে আল্লাহ 'ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগফিরহু' আতায়টিতে যে তাস্‌বীহ ও ইস্তিগফারের আদেশ দিয়েছেন, তার ওপরই তিনি আমল করতেন।

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে! রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে খুব বেশি করে বলতেন ঃ 'সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।'

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই নতুন কথাগুলোর মর্ম কি যা আপনাকে বলতে দেখছি'? তিনি বললেন ঃ 'আমার জন্যে আমার উম্মতের ভেতর একটি নিদর্শনের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি যখন তা প্রত্যক্ষ করি, এই কথাগুলো বলি।' এরপর তিনি সূরা নাস্‌র শেষ পর্যন্ত পড়লেন।

মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি'— এ দো'আটি খুব বেশি করে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি লক্ষ্য করছি, আপনি এ কালেমাগুলো খুব বেশি বেশি পড়ছেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার প্রভু আমায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি খুব শীঘ্রই তোমার উম্মতের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাবে! কাজেই সেটা যখন দেখতে পাই, তখন এই কথাগুলো বেশি বেশি উচ্চারণ করিঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি'। সে মুতাবেক আমি ঐ লক্ষণটি দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে এবং বিজয় সম্পন্ন হবে' অর্থাৎ মক্কা বিজয় 'এবং তুমি লোকদেরকে

দেখবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন স্বীয় প্রভুর তাসবীহ ও তাহ্মীদ গুনকীর্তণ ও প্রশংসা করবে এবং তার কাছে ইস্তেগফার করবে। তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।'

١١٥ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْىَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتّٰى تُوَفِّىَ اَكْثَرَ مَاكَانَ الْوَحْىُ عَلَيْهِ - متفق عليه

১১৫. হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ মহান আল্লাহ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে উপর্যুপরি অহী নাযিল করতে থাকেন। তাঁর ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময় থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আগের তুলনায় বেশি অহী নাযিল হয়েছে। আর এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦. عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - رواه مسلم .

১১৬. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন) প্রতিটি বান্দাকে সেই অবস্থায়ই পুনর্জীবিত করা হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তেরো

নানা প্রকার দ্বীনী কাজের বর্ণনা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ -

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ 'তোমরা যে-কোনো ভালো কাজই কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা যে কোনো ভালো কাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযালঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ -

মহান আল্লাহ্র আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে, তা তার নিজের জন্যেই। (সূরা জাসিয়া ঃ ১৫)

١١٧ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رض قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ

بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ قُلْتُ اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَ اَكْثَرُهَا ثَمَنًا قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ ؟ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَخْرَقَ - قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلٰى نَفْسِكَ - متفق عليه .

১১৭. হযরত আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) বলেন ঃ 'আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ কাজটি সব চাইতে উত্তম ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'কোন গোলাম মুক্ত করা উত্তম ?' তিনি বললেন ঃ 'যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশি প্রিয় এবং যার মূল্যও বেশি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি যদি (দারিদ্র্যের কারণে) এ কাজ করতে সক্ষম না হই ? তিনি বললেন ঃ 'কোনো কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোনো লোককে কাজটি শিখিয়ে দেবে, তা জানেনা।' আমি জানতে চাইলাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি কী মনে করেন, আমি যদি এই কাজও না করতে পারি ?' তিনি বললেন ঃ 'মানুষের ক্ষতি সাধন থেকে দূরে থাকো। কেননা সেটাও এমন একটা সদ্‌কা, যা তোমার পক্ষ থেকে তোমারই ওপর আরোপিত হয়।' (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَّ نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَّ يُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى - رواه مُسْلِمٌ

১১৮. হযরত আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকেরই শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির ওপর সাদকা (ওয়াজিব) হয়। সুবহানাল্লাহ, আলহাম্‌দুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার— এসবের প্রতিটি (কথাই) এক একটি সাদকা। সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করাও সাদকা। আর এসব চাশ্‌ত্-এর (দুপুরের পূর্বের) দু' রাকআত নামায পড়লেই আদায় হয়ে যায়। (মুসলিম)

١١٩ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُّ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُّ فِىْ مَسَاوِئِ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ - رواه مسلم .

১১৯. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত দেখলাম। আর মসজিদে পতিত থুথু মাটিতে চাপা না দেয়াকে মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম। (মুসলিম)

১২০ . وَعَنْهُ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ : اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ : اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ بِهٖ : اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ سَدَقَةٌ ، وَّكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَّ كُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَّ كُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَّ اَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَّ نَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهٗ وَيَكُوْنُ لَهٗ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ : اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهٗ اَجْرٌ -- رواه مسلم .

১২০. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন ঃ (একদিন) কতিপয় লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধনবানরা তো সব সওয়াব নিয়ে গেল। তারা আমাদের মতোই নামায পড়ে, আমাদের মতোই রোযা রাখে; আবার তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে সাদকাও প্রদান করে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সাদকা করতে পার ? জেনে রাখো, প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সাদকা, আল্‌হামদুলিল্লাহ বলা সাদকা, আল্লাহু আকবার বলা সাদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদকা; এভাবে সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা সাদকা, এমনকি, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলনও সাদকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ যৌন চাহিদা মেটালে তাতেও সওয়াব হয় ? তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, তোমাদের কেউ হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা মেটালে তাতে তার গুনাহ হবে কি না ? (নিশ্চয়ই তার গোনাহ হবে) এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজটি করলেও তার সওয়াব হবে।' (মুসলিম)

১২১ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَّ لَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رواه مسلم

১২১. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সৎ কাজকে তুচ্ছ মনে করোনা, সেটা তোমার ভাই-এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করার কাজ হলেও নয়। (মুসলিম)

১২২ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلِّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَّ تُعِيْنُ الرَّجُلَ فِىْ دَابَّتِهٖ فَتَحْمِلُهٗ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهٗ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ - متفق عليه .

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ اَيْضًا مِنْ رِّوَايَةِ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلَاثَمِائَةِ مِفْصَلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهُ وَحَمِدَ اللّٰهُ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ

اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْشَوْكَةً اَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُّنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثَمِائَةِ فَاِنَّهٗ يُمْشِىْ يَوْمَئِذٍ وَّ قَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهٗ عَنِ النَّارِ –

১২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিটি দিন মানব দেহের প্রতিটি জোড় তথা গ্রন্থির ওপর সাদকা ওয়াজিব হয়। তুমি দু'টি মানুষের মধ্যে যে ন্যায়বিচার করো, তা সাদকা। তুমি মানুষকে তার ভারবাহী পশুর ওপর চড়িয়ে দিয়ে কিংবা তার ওপর মালপত্র তুলে দিয়ে যে সাহায্য করো, তাও সাদকা। (এমনিভাবে) কাউকে ভালো কথা বলাও সাদকা। নামাযের দিকে যাওয়ার সময় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা। রাস্তা থেকে তুমি যে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল, তাও সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম এই একই হাদীস হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি বনী আদমকে তিনশ' ষাটটি গ্রন্থির সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা ও তারিফ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে, সুবহানাল্লাহ বলে, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, লোকদের চলাচলের পথ থেকে পাথর, কাঁটা, হাড় ইত্যাদি সরিয়ে ফেলে কিংবা ভালো কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে (এগুলো সংখ্যায় তিনশ' ষাটে উপনীত হয়)। এহেন ব্যক্তির সারাটা দিন এভাবে অতিবাহিত হয় যে, সে যেন নিজেকে দোযখের আগুন থেকে দূরে বাঁচিয়ে রাখল।

١٢٣ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ فِى الْجَنَّةِ نَزَلاً كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ – متفق عليه .

১২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ – متفق عليه .

১২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে হাদিয়া বা সাদকা দিতে অবজ্ঞা না করে, এমনকি তা ছাগলের খুর হলেও।

١٢٥ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ، شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الاِيْمَانِ – متفق عليه

১২৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি কিংবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে; তার

মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা আর নিম্নতম হলো (চলাচলের) পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦ . وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ - متفق عليه . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا : بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ .

১২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তার খুব তৃষ্ণা লাগল। এমনি অবস্থায় সে একটি (অগভীর) কুয়া দেখতে পেল। লোকটি তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় অস্থির হয়ে জিহ্‌বা বের করছে এবং ভিজামাটি চাটছে। লোকটি ভাবল, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, তেমনি এ কুকুরটিও পিপাসায় কাতরাচ্ছে। তাই সে কুয়ায় নেমে তার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কুয়া থেকে উঠে এল। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করল। এতে আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তার গুনাসমূহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে ?' তিনি বললেন ঃ 'প্রতিটি প্রাণীর ব্যাপারেই সওয়াব আছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন. তাকে মাগফিরাত দান করলেন এবং তাকে জান্নাতে স্থান দিলেন।

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে ঃ একদা একটি কুকুর (অস্থিরভাবে) চারদিকে ঘুরছিল। কুকুরটির পিপাসায় মরে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এমন সময় বনী ইসরাঈলের এক ব্যভিচারী নারী তাকে দেখতে পেল। সে নিজের মোজা খুলে কুয়া থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো এবং এ জন্যে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

١٢٧ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيْنَ . رَوَاهُ مُسلم - وَفِيْ رِوَايَةٍ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِيْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ -

১২৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি, যে একটা রাস্তার ওপর থেকে একটা গাছ কেটে সরিয়ে ফেলেছিল। কেননা, সেটা মুসলিম পথচারীদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি রাস্তার ওপর দিয়ে চলার সময় একটি কাঁটা গাছের ডাল পথের মাঝখান থেকে সরিয়ে ফেলল। এতে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর ওপর দয়া করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

١٢٨ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَ زِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَّ مَنْ مَّسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا -

رواه مسلم

১২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে অযু করে, তারপর মসজিদে এসে চুপচাপ খুত্‌বা শোনে, তার এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এবং তারপরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবার সময়) হাত দিয়ে কোন পাথর খণ্ড নাড়াচাড়া করে, সে গর্হিত কাজ করে। (মুসলিম)

١٢٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَّجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجُ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ - رواه مسلم

১২৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম কিংবা মুমিন বান্দা অযু করতে গিয়ে যখন তার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সঙ্গে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে তার মুখমণ্ডল থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায়, যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। এরপর যখন সে তার দু'হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সঙ্গে অথবা পানি শেষ ফোঁটার সঙ্গে তার হাত থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায়, যা সে হাত দ্বারা করেছে; এমন কি, তার হাত গুনাহ থেকে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা দু'টি ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে তার পায়ের এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায়, যা সে পা দ্বারা সম্পন্ন করেছে। এমন কি, তার পা (সমস্ত সগীরা) গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٣٠ . وَعَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّلٰوٰاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ - رواه مسلم

১৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযানের মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোটখাট গুনাহের কাফ্‌ফারায় পরিণত হয়, যদি বড় বড় গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা হয়। (মুসলিম)

١٣١ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اِسْبَاغُ الْوَضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ - رواه مسلم

১৩১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেই কাজটির কথা বলবোনা, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাসমূহ দূর করে দেন এবং তোমাদের মর্যাদা সমুন্নত করে ? সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন ঃ দুঃখ-কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। আর এটাই হলো তোমাদের জন্যে 'রিবাত' (বা জিহাদ)। (মুসলিম)

١٣٢ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اَلْبَرْدَانِ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ .

১৩২. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে জান্নাতে প্রবেশ করল যে ব্যক্তি ফজর ও আসর-এর নামায (যথারীতি) আদায় করল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٣ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيحًا - رواه البخارى

১৩৩. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফর করে তখন সুস্থ ও গৃহবাসী অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ করত, সেই পরিমাণ কাজের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়। (বুখারী)

١٣٤ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ - رواه البخارى ورواه مسلم من رواية حُذَيْفَةَ

১৩৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি ভালো কাজই হলো সাদকা। (বুখারী)

ইমাম মুসলিম হযরত হুযায়ফা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اِلَّا كَانَ مَا اُكِلَ مِنْهُ لَهٗ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهٗ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهٗ اَحَدٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ صَدَقَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ فَلَا : يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَّ لَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ صَدَقَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهٗ : لَايَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَّ لَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلَ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَّلَا دَابَّةٌ وَّ لَا شَىْءٌ اِلَّا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ وَرَوَيَاهُ جَمِيْعًا مِنْ رِّوَايَةِ اَنَسٍ رض قَوْلُهٗ يَرْزَؤُهٗ اَىْ يَنْقُصُهٗ -

১৩৫. হযরত জাবির (রা)বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম কোন (ফলের) গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছুই খাওয়া হোক, সেটা তার জন্যে সাদকা হবে আর তা থেকে কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্যে সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ মুসলমান যে কোন গাছই রোপণ করুক না কেন, তা থেকে মানুষ, পশু ও পাখিরা যা কিছু খায়, কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্যে সাদকা হিসেবে অব্যাহত থাকে। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ মুসলমান যে কোন গাছ লাগায় ও যে কোনো চাষাবাদ করে এবং তা থেকে মানুষ পশু ও অন্যরা যা কিছু খেয়ে ফেলে, তা তার জন্যে সাদকা হিসেবে বিবেচিত হয়।

١٣٦ . وَعَنْهُ قَالَ : اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْ قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : اِنَّهٗ قَدْ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ : بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَا رُكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِىْ رِوَايَةٍ : اِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ اَيْضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ رِّوَايَةِ اَنَسٍ رض وَ بَنُوْ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ قَبِيْلَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ رض وَاٰثَا رُهُمْ خُطَاهُمْ -

১৩৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, বনু সালেমার লোকেরা মসজিদে নববীর নিকট স্থানান্তিত হওয়ার আকাংক্ষা ব্যক্ত করল। এ খবর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার নিকট খবর এসেছে যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও ? তারা বললো, 'হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এরূপ ইচ্ছাই পোষণ করছি।' তিনি বললেন ঃ 'বনু সালেমা! তোমরা ঘরেই থাকো, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হয়'; 'তোমরা ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হয়।' (মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ প্রতিটি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা উন্নত হয়। ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে এরই সমার্থক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٧ . عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلٰوةٌ فَقِيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ : مَايَسُرُّنِى أَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ يُّكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى أَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ فِىْ رِوَايَةٍ إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ الرَّمْضَاءُ الْاَرْضُ الَّتِى أَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّدِيْدُ -

১৩৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে একটু দূরে বাস করত (এবং সে এমন ছিল যে) তার চেয়ে আর কেউ মসজিদ থেকে অতদূরে থাকত বলে আমি জানতাম না। সে কখনো (নামাযের) জামাআত হারাত না। তাকে বলা হলো (অথবা আমি তাকে বললাম), 'তুমি একটি গাধা খরিদ করে তার পিঠে চেপে দিনে ও রাতে, অন্ধকারে ও গরমে মসজিদে আসতে পারো।' সে বললো, মসজিদের নিকটে আমার বাড়ির অবস্থান আমার কাছে ভালো লাগেনা। আমি বরং চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া— এসবই আল্লাহ্‌র দরবারে লিখিত হোক। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ এসবই তোমার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তোমার জন্যে সেসব কিছুই রয়েছে, যেগুলোকে তুমি সওয়াব মনে করেছো।

١٣٨ . عَنْ أَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَّعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ - رواهُ البُخَارى

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে 'আস্ (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চল্লিশটি ভালো কাজের মধ্যে উচ্চতম কাজ হলো দুধ পান করার জন্যে কাউকে উষ্ট্রী ধার দেয়া। যে ব্যক্তি এ চল্লিশটি কাজের কোনটি সওয়াবের প্রত্যাশায় করে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত ওয়াদাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। (বুখারী)

١٣٩ . عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَه تَرْجُمَانٌ فَيَنظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

১৩৯. হযরত 'আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ '(তোমরা) আগুন থেকে বাঁচো, তা একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও।' (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রভু (রব্ব) অচিরেই কথা বলবেন এমন অবস্থায় যে, উভয়ের মধ্যে কোনো মাধ্যম বা দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে তাকালে নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে। বাম দিকে তাকালেও নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে আর সামনে তাকালে তো তার মুখের সামনে আগুনই দেখতে পাবে। কাজেই একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো। আর কোনো ব্যক্তি তাও না পারলে অন্তত ভালো কথা দ্বারা (আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে)।

١٤٠ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا - رواه مسلم

১৪০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ নিশ্চিতই তাঁর বান্দার প্রতি এ জন্যে সন্তুষ্ট হন যে, সে কোনো কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে অর্থাৎ আল্‌হামদুলিল্লাহ বলে। (মুসলিম)

١٤١ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ - متفق عليه

১৪১. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রতিটি মুসলিমের ওপর সাদকা (দান-খয়রাত) ওয়াজিব।' জনৈক সাহাবী বললেন ঃ কিন্তু সে যদি (সাদকা দেয়ার) কোনো কিছু না পায় ? তিনি বললেন ঃ 'তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদকাও দেবে।' সাহাবী বললেন ঃ আর সে যদি তাও না পারে ? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে দুস্থ ও অভাবী লোকদের সাহায্য করবে। সাহাবী বললেন ঃ সে যদি তাও না পারে ? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে

(লোকদেরকে) ভালো কাজের আদেশ করবে। সাহাবী বললেন ঃ যদি সে এটাও না করতে পারে ? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে অন্তত নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা, এটাও তার জন্যে সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ চৌদ্দ

আনুগত্যে ভারসাম্য রক্ষা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ত্বা-হা-। (হে নবী!) আমি তোমার ওপর কুরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, (এর দরুন) তুমি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে সহজ ব্যবহার করতে চান এবং কঠিন ব্যবহার করতে চান না। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

١٤٢ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ : هٰذِهِ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ : مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ - متفق عليه .

১৪২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। তখন একজন মহিলা তাঁর কাছে বসা ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ মহিলাটি কে ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ এ হচ্ছে অমুক মহিলা; সে তাঁর নামায সম্পর্কে আলোচনা করছে। তিনি বললেন ঃ থামো; সব কাজই তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তোমাদের ওপর ওয়াজিব। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা ক্লান্তি বোধ করলেও আল্লাহ সওয়াব দিতে ক্লান্তিবোধ করেন না। আর তাঁর নিকট উত্তম দ্বীনী কাজ সেটাই, যার কর্তা সে কাজটি নিয়মিত সম্পাদন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا وَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ- قَالَ اَحَدُهُمْ : اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَّ قَالَ لِاٰخَرُ: وَاَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ اَبَدًا وَّ لَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ : وَاَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّي لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَاُصَلِّى وَاَرْقُدُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّىْ - متفق عليه .

১৪৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা তিন ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের বাড়িতে এসে তাঁর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিল। যখন তাদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হলো, তারা এটাকে নিজেদের জন্যে অপর্যাপ্ত মনে করল। তারা বলতে লাগল ঃ 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় আমরা কোথায় ? আল্লাহ তো তাঁর পূর্বের ও পরের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি (যদি ঘটে থাকে) ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বলল ঃ 'আমি জীবনভর সারা রাত নামাযে মগ্ন থাকব।' আরেক জন বললো ঃ 'আমি সারা জীবন রোযা পালন করব' এবং 'কখনো পানাহার করব না।' আরেকজন বললো ঃ 'আমি স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকব এবং কখনো বিয়েই করব না।' এমনি সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং বেশি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি তো রোযা রাখি আবার পানাহার করি, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করি। (এটাই আমার তরিকা— সুন্নাত) যে ব্যক্তি আমার তরিকা মেনে চলে না, সে আমার (দলভুক্ত) নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلاَ ثًا – رواه مسلم

اَلْمُتَنَطِّعُوْنَ الْمُتَعَمِّقُوْنَ الْمُشَدِّدُوْنَ فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيْدِ .

১৪৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' তিনি একথা তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)

١٤٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَه فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاَسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ – رواه البخارى. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهٗ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَىْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ اَلْقَصْدَ اَلْقَصْدَ تَبْلُغُوْا –

১৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন (জীবন-বিধান) সহজ। যে কেউ এ দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার ওপর তা চেপে বসবে। কাজেই মধ্যম ও সুষম পন্থা অবলম্বন করো, সামর্থ্য মতো কাজ করো। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল, সন্ধ্যা ও শেষ রাতের কিছু অংশে বন্দেগী করে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (দৈনন্দিন কাজকর্মে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো ও সামর্থ্য অনুযায়ী (দ্বীন মোতাবেক) কাজ করো এবং সকালে চলো (বন্দেগীর উদ্দেশ্যে) ও রাতে চলো আর শেষ রাতের কিছু অংশে এবং সুষম ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো (তাহলে কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে)।'

١٤٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَاِذَا حَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ :

مَاهٰذَا الْحَبْلُ ؟ قَالُوْا : هٰذَا حَبْلٌ لِّزَيْنَبَ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهٖ - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ - متفق عليه

১৪৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি রশি দু'টি খুঁটির মাঝখানে বাঁধা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ রশিটা কিসের ?' সাহাবীগণ বললেন ঃ 'এটা যয়নবের রশি। তিনি নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এ রশিতে ঝুলে পড়েন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'এটা খুলে ফেল। তোমাদের প্রত্যেকেরই শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নামায পড়া উচিত। আর যখন ক্লান্তি এসে যায়, তখন ঘুমিয়ে পড়া উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّهُ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ - متفق عليه

১৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো নামায পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেলে তার ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে হয়ত ইস্তেগফারের পরিবর্তে নিজেকেই গাল-মন্দ করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ : كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رواه مسلم قَوْلُهُ قَصْدًا اَىْ بَيْنَ الطُّوْلِ وَالْقِصَرِ

১৪৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায ও খুতবা উভয়ই ছিল পরিমিত। (অর্থাৎ এর কোনটাই খুব বেশি সংক্ষিপ্ত কিংবা খুব বেশি দীর্ঘ ছিল না।) (মুসলিম)

١٤٩. وَعَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ : مَا شَاْنُكَ ؟ قَالَتْ : اَخُوْكَ اَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ : كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ : مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ ، فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ - رواه البخارى

১৪৯. হযরত আবু জুহাইফা ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছিলেন। একদিন সালমান আবু দারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলে উম্মে দারদাকে অত্যন্ত জীর্ণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে উম্মে দারদা বললেন ঃ 'তোমার ভাই আবু দারদার দুনিয়ায় কোন কিছুর দরকার নেই।' তারপর আবু দার্‌দা এসে সালমানের জন্যে আহারের ব্যবস্থা করে তাকে বললেন ঃ তুমি খাও, 'আমি রোযা রেখেছি।' সালমান বললেন ঃ তুমি না খেলে আমিও খাব না। তখন আবু দারদাও তার সঙ্গে খেলেন। এরপর রাতে আবু দার্‌দা নামাযের জন্যে প্রস্তুতি নিতে গেলে সালমান তাকে ঘুমাতে বললেন। আবু দারদা ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পরই আবার উঠে নামায পড়তে গেলে সালমান এবারও তাকে ঘুমাতে বললেন। এরপর শেষ রাতে সালমান তাকে জাগতে বললেন এবং দু'জনে নামায পড়লেন। এরপর সালমান তাকে বললেন ঃ 'তোমার ওপর তোমার প্রভুর (রব্ব)-এর হক আছে, তোমার ওপর তোমার নফ্‌সের হক আছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক আছে; অতএব, প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করো।' এরপর আবু দারদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সব কথা খুলে বললে তিনি মন্তব্য করলেনঃ সালমান ঠিক কথাই বলেছে। (বুখারী)

١٥٠ . وَعَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : اَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنِّىْ اَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَ قُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ قَدْ قُلْتُهٗ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكَ لَاتَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامُ الدَّهْرِ قُلْتُ فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَّاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ : فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَّاَفْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ سَلَّمُ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَمِ وَفِىْ رِوَايَةٍ هُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ : فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلَمْ اُخْبِرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ : صُمْ وَ اَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ اِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ اَمْثَالِهَا فَاِذَنْ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُقُوَّةً قَالَ : صُمْ صِيَامَ نَبِىِّ اللّٰهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ ؟ قَالَ : نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَاكَبِرَ يَالَيْتَنِىْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَمْ اُرِدْ بِذٰلِكَ اِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ : فَصُمْ صَوْمَ نَبِىِّ اللّٰهِ دَاوُدَ فَاِنَّهٗ كَانَ

اَعْبَدَ النَّاسِ وَاَقْرَءِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ : يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : فَاقْرَاْهُ فِىْ كُلِّ عِشْرِيْنَ قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : فَاقْرَاْهُ فِىْ كُلِّ سَبْعٍ وَّلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ وَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ لَاتَدْرِىْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ : فَصِرْتُ اِلَى الَّذِىْ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا -- وَفِىْ رِوَايَةٍ لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ ثَلَاثًا - وَفِىْ رِوَايَةٍ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى صِيَامُ دَوٗدَ وَاَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوٗدَ : كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهٗ وَيَنَامُ سُدُسَهٗ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ : اَنْكَحَنِىْ اَبِىْ اِمْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَّكَانَ يَتَعَاهَدُ كِنَّتَهٗ اَىِ امْرَاَةَ وَلَدِهٖ فَيَسْاَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُوْلُ لَهٗ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَّجُلٍ لَمْ يَطَاْ لَنَا فِرَاشًا وَّلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ اَتَيْنَاهُ - فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : اَلْقِنِىْ بِهٖ فَلَقِيْتُهٗ بَعْدُ ذٰلِكَ فَقَالَ : كَيْفَ تَصُوْمُ ؟ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ : وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟ قُلْتُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ وَكَانَ يَقْرَاُ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِىْ يَقْرَؤُهٗ يَعْرِضُهٗ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّتَقَوّٰى اَفْطَرَ اَيَّامًا وَّ اَحْصٰى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ كُلُّ هٰذِهِ الرِّوَايَاتُ صَحِيْحَةٌ مُعْظَمُهَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيْلُ مِنْهَا فِىْ اَحَدِهِمَا -

১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইব্নুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলো যে, আমি বলে থাকি, 'আল্লাহ্র কসম! যতদিন জীবিত থাকবো, ততদিন আমি (দিনে) রোযা রাখব আর রাতে নামায পড়তে থাকব।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি নাকি এরূপ কথা বলে থাকো ?' আমি বললাম ঃ 'আমার পিতা মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ঠিকই একথা বলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি এরূপ করতে পারবে না। কাজেই, রোযাও রাখো, আবার তা ছেড়েও দাও। তেমনি রাতের বেলা নিদ্রাও যাও আবার রাত জেগে নফল নামাযও পড়ো; আর প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো। কারণ সৎকাজে দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এ নিয়মটি পালন করলে এটা প্রতিদিন রোযা রাখার মতো হয়ে যাবে।' আমি বললাম ঃ 'আমি এর চেয়েও বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে একদিন রোযা রাখো ও দু'দিন পানাহার করো। এটি হচ্ছে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা। আর এটিই হচ্ছে ভারসাম্যময় রোযা। আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখি, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন রোযা নেই। (হযরত আবদুল্লাহ যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন প্রায়শ বলতেন ঃ হায়! আমি যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মতো সেই তিন দিনের রোযা মেনে নিতাম, তাহলে তা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতেও আমার কাছে বেশি প্রিয় হতো!

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি প্রতিদিন রোযা রাখো এবং রাতভর নফল নামায পড়ো ? আমি বললাম ঃ 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ 'তুমি এরূপ করোনা। রোযা রাখো আবার ভঙ্গও করো।' ঘুমাও আবার ঘুম থেকে জেগে নফল নামাযও পড়ো। কারণ, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার ওপর তোমার চোখেরও হক আছে। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। তোমার ওপর তোমার অতিথির হক আছে। মূলত প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। কেননা, প্রতিটি নেকীর পরিবর্তে তুমি দশগুণ সওয়াব পাবে। এটা সারা বছর বা প্রতিদিন রোযা রাখার সমান হয়ে যায়। আমি (আবদুল্লাহ) নিজেই নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করার ফলে আমার ওপর কঠোরতা চেপে বসেছে। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো নিজের মধ্যে (প্রত্যহ রোযা রাখার মতো) সামর্থ রাখি। তিনি জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহ্র নবী দাউদের রোযা রাখো এবং তাঁর চেয়ে বাড়িও না।' আমি জানতে চাইলাম ঃ দাউদের রোযা কি রকম ছিল ? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'অর্ধ বছর।' (অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা এবং একদিন তা ভঙ্গ করা)। বুড়ো বয়সে উপনীত হবার পর আবদুল্লাহ বলতেনঃ হায়! আমি যদি সেদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুবিধাটা গ্রহণ করতাম!

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে তো খবর দেয়া হয়েছে— তুমি সারা বছর (অর্থাৎ প্রতিদিন) রোযা রাখো এবং প্রতি রাতে কুরআন খতম করে থাকো! আমি বললামঃ হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কল্যাণ লাভের আকাংক্ষায়ই এ কাজটা করে থাকি। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি আল্লাহর নবী দাউদের (নিয়মে) রোযা রাখো। কারণ মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী। আর প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করো।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমি তো এর চাইতে বেশি কুরআন পাঠের ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে দশ দিনে (কুরআন) খতম করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে এক সপ্তাহে কুরআন খতম করো এবং এর চেয়ে বেশি বাড়িও না। এভাবে আমি নিজেই নিজের ওপর কঠোরতা চাপাতে চাইলাম এবং তা চাপানো হয়েই গেল। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছিলেন ঃ তুমি জানোনা, হয়তো তোমার বয়স দীর্ঘতর হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, অবশেষে আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। আর আমি যখন বার্ধক্যে পৌঁছে গেলাম, তখন আমার আফসোস হলো, আমি যদি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তোমার ওপর তোমার ছেলেরও হক রয়েছে। আরেক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ রোযা রাখে, মূলত সে রোযাই রাখে না। (এ কথা তিনি তিনবার বলেন) অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দসই রোযা হচ্ছে দাউদের রোযা আর সবচেয়ে পসন্দনীয় নামায হচ্ছে দাউদের নামায। তিনি রাতের অর্ধাংশে ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশে (আল্লাহ্র) বন্দেগী করতেন এবং ষষ্ঠাংশে আবার ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে, তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ভঙ্গ (ইফতার) করতেন।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা একটি শরীফ খান্দানের মেয়ের সাথে আমায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আমার পিতা তাঁর পুত্রবধু থেকে শপথ নিয়ে তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী তার জবাবে বলতেন, তিনি খুব ভালো লোক; এতো ভালো যে, আমি তাঁর কাছে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত আমার সাথে বিছানায় শয়ন করেননি এবং আমার পরদাও খোলেননি। অবশেষে আমার পিতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন ঃ 'তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' এরপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কিভাবে রোযা রাখো ? আমি বললাম ঃ প্রতিদিন। কিভাবে কুরআন খতম করো ? জবাব দিলাম, প্রতি রাতে। এরপর তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবদুল্লাহ যখন আরাম করতে চাইতেন, তখন কয়েক দিন হিসাব করে রোযা ভঙ্গ করতেন এবং পরে আবার সেগুলোর রোযা পূরণ করে দিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলাম থেকে পৃথক হবার পর (তাঁর সাথে ওয়াদাকৃত) তাঁর খেলাফ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন।

ইমাম নবরী (রহ) বলেন, এ বর্ণনাগুলোর সৃষ্টি অধিকাংশই বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এবং মাত্র সামান্য অংশ এ দুটি গ্রন্থের কোনো একটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

١٥١ . وَعَنْ اَبِىْ رِبْعِيٍّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ اَحَدِ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ رض فَقَالَ : كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ : نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَاَنَّا رَاْىَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رض فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ هٰذَا ، فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنَ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَاْىَ الْعَيْنِ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَلْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَاتَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِىْ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَّسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

رواه مسلم

১৫১. হযরত আবু রিব্য়ী ইবনে হান্‌যালা ইবনে রাবীইল উসাইদী (রা) বর্ণনা করেন ঃ তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন শ্রুতি-লেখক ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা) আমার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হান্‌যালা ? আমি বললাম ঃ হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। আবু বকর (রা) হতবাক হয়ে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এটা তুমি কী বলছ ? আমি বললাম ঃ আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রসঙ্গ তুলে উপদেশ দান করেন। তখন আমরা যেন সবকিছু সাদা চোখে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই বিস্মৃত হয়ে যাই।' হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমার অবস্থাও কতকটা এ রকম। তারপর আমি ও আবু বকর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হান্‌যালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ 'সেটা আবার কি ?' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার নিকটে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসঙ্গ তুলে নসীহত করেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে যখন স্ত্রী সন্তান ও ধন-সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই বিস্মৃত হয়ে যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ নিবদ্ধ, তোমরা যদি আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থার মতো সর্বদা থাকতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে হামেশা নিরত থাকতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলার পথে সর্বদা করমর্দন (মুসাফাহা) করত। কিন্তু হান্‌যালা! মানুষের অবস্থা তো এক সময় এক রকম আর অন্য সময় অন্য রকম থাকে!' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম)

১৫২ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوْا : اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ - رواه البخارى-

১৫২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ (একদিন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন, এমন সময় এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি তার সম্পর্কে সন্ধান নিলে সাহাবীগণ বললেন ঃ এ লোকটি আবু ইসরাইল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খুতবা শুনবে, (কোথাও) বসবেওনা, ছায়ায়ও যাবে না এবং কারো সাথে কথাও বলবে না আর সে রোযা পালন করবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং তার রোযা পূর্ণ করে।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ পনের

দ্বীনী কাজের হেফাজত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ঈমানদার লোকদের জন্যে এখনো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে (যিক্‌র-এ) বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহাসত্যের সামনে

(তারা) অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মতো হয়ে যাবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, অতঃপর একটা দীর্ঘ সময় তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে; আজ তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে গেছে।

(সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً وَّ رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا ها عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি। যারা তা মেনে চলেছে, তাদের হৃদয়ে আমি দয়া ও মমতার সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর 'রাহবানিয়াত' তো তারা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে। আমি সেটা তাদের ওপর বাধ্যতামূলক করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তারা নিজেরাই এই বিদ'আত বানিয়ে নিয়েছে। আর তারা তা সঠিকভাবে পালন করেনি। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর তোমরা সেই নারীর মতো হয়ে যেওনা, যে নিজেই পরিশ্রম করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

(সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর তুমি জীবনের চরম মুহূর্ত অবধি তোমার প্রভুর (রব্ব–এর) ইবাদতে নিরত থাকো, যার আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(সূরা আল হিজাব ঃ ৯৯)

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ رض وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهٗ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِىْ الْبَابِ قَبْلَهٗ -

এ অনুচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এটি ইতোপূর্বে ১৪২ নং হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় দ্বীনী কাজ তা-ই, যার ওপর তার কর্তা সর্বদা অবিচল থাকে।'

১৫৩ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَّامَ عَنْ حِزْبِهٖ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ فَقَرَاَهٗ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهٗ كَاَنَّمَا قَرَاَهٗ مِنَ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১৫৩. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা নিজের অযীফা না পড়েই ঘুমিয়ে যায় অথবা কিছু

পড়া বাকী থেকে যায়, তারপর তা ফজর ও যুহরের মাঝামাঝি পড়ে নেয়, তার জন্যে (এমন সওয়াবই) লিখে দেয়া হয় যে, সে যেন তা রাতের বেলায়ই পড়েছে। (মুসলিম)

١٥٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - متفق عليه

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে 'আস (রা) বলেন, আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আবদুল্লাহ্! (তুমি) অমুক লোকের মতো হয়োনা যে রাতে ইবাদত করত ঃ তারপর তা সে ছেড়ে দিয়েছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَّجَعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً - رواه مُسْلِمُ

১৫৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কোনো কারণে বাদ পড়ে গেলে তিনি তার পরিবর্তে দিনের বেলায় বারো রাকআত নামায পড়তেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ষোল

সুন্নাতের হেফাজত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখেন, তা থেকে দূরে থাকো। (সূরা হাশ্‌র ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছায় কিছু বলেন না; এ হলো অহী, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়। (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩-৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে নবী! (লোকদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি (বাস্তবিকই) আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে চাও, তবে আমাকে মেনে চলো; তাহলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। (আলে ইমরান ঃ ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে তাদের জন্যে রাসূলের জীবনে এক চমৎকার আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْ مِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ না, তোমার প্রভুর শপথ! লোকেরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক বিরোধের প্রশ্নে (হে নবী!) তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে। অতঃপর তুমি যে নিষ্পত্তি করে দেবে, সে বিষয়ে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা পোষণ করবে না; বরং তার নিকট নিজেদেরকে পুরোপুরি সোপর্দ করে দেবে। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর) দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে থাকো। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে (মূলত) আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা ঃ ৮০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর তুমি সরল সোজা পথে চালিত কর যেটা আল্লাহ্‌র পথ। (সূরা শূরা ঃ ৫২)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, কোনো বিপর্যয় বা কষ্টদায়ক আযাবে তারা জড়িয়ে পড়তে পারে। (সূরা নূর ঃ ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ (হে নবী পত্নীগণ!) তোমাদের ঘরে আল্লাহ্‌র যেসব আয়াত ও হিকমাত (জ্ঞানময় কথা) আলোচনা করা হয় তা তোমরা স্মরণে রাখো। (সূরা আহযাব ঃ ৩৪)

١٥٦ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمَا- فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ - متفق عليه

১৫৬. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে যেসব বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা ত্যাগ করেছি। সেসব বিষয় আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অতিরিক্ত প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে বিতর্কের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই আমি যখন কোনো কিছু বারণ করি, তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাকো। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করি তখন সেটা সাধ্যমতো পালন করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٧ . عَنْ اَبِىْ نَجِيْحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رض قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا - قَالَ : اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ تَاَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ وَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّو اعَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رواه ابو داود والترمذى

১৫৭. হযরত আবু নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষা ও ভঙ্গিতে আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সবার হৃদয় গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কথাগুলো তো বিদায়ী ভাষণের মতো। কাজেই আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর (জেনে রাখ) তোমাদের ওপর যদি কোনো হাব্শী (নিগ্রো) গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, তবু তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করে চলবে। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহুতরো মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নত এবং সঠিক নির্দেশনাপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করাই হবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ সুন্নতকে খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সমস্ত অবৈধ বিষয়কে এড়িয়ে চলবে। কেননা, প্রতিটি 'বিদআত' (দ্বীনী বিষয়ে নবাবিষ্কার) হচ্ছে ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٥٨ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ يَّاْبٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - رواه البخارى.

১৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সব উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে; তবে যারা অস্বীকার করবে, তারা প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা অস্বীকার করবে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল, সে অস্বীকার করল। (বুখারী)

١٥٩ . عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ وَّقِيْلَ اَبِىْ اِيَاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْاَكْوَعِ رض اَنَّ رَجُلاً اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ، قَالَ : لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ لَا اَسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ - رواه مسلم .

১৫৯. হযরত আবু মুসলিম কিংবা আবু ইয়ানস সালামা ইবনে আমর ইবনে আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খেতে লাগল। তিনি লোকটিকে বললেন ঃ 'তুমি ডান হাতে খাও।' সে বলল ঃ 'আমি (ডান হাতে) পারিনা'। তিনি বললেন ঃ 'তুমি যেন না-ই পার।' আসলে অহংকারই তাকে (রাসূলের) এ হুকুম পালনে বাধা দিয়েছিল। তারপর সে তার হাত আর মুখের কাছে উঠাতে পারল না। (মুসলিম)

١٦٠ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ -

১৬০. হযরত আবু আবদুল্লাহ নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমরা নামাযের কাতার সোজা করো নতুবা আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের চেহারার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। (অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে শত্রুতা ও বিরোধের সৃষ্টি হয়ে যাবে)। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন। এমনকি, (মনে হতো) তিনি যেন এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। (অর্থাৎ কাতার খুব সোজা করতেন) আমরা এ কাজটা পূর্ণভাবে সম্পাদন করেছি বলে তাঁর প্রত্যয় না জন্মানো পর্যন্ত তিনি তাকীদ দিতে থাকতেন। এরপর একদিন তিনি এসে নামাযে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর দেবেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার বুকটা কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের কাতার সোজা করো নতুবা আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে দেবেন।

١٦١ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاْنِهِمْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ - متفق عليه

১৬১. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা মদীনার কোন একটি বাড়িতে গভীর রাতে আগুন লেগে গেল এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলো।

এ কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলে তিনি বললেন ঃ 'এই আগুন হচ্ছে তোমাদের ভয়ানক শত্রু। কাজেই তোমরা ঘুমানোর সময় এটাকে নিভিয়ে দাও।' (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ مَابَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ: قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقُوْا وَزَرَعُوْا، وَاَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَّا تُمْسِكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَا فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهٗ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَّ لَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ - متفق عليه فَقُهَ بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَقِيْلَ بِكَسْرِهَا اَىْ صَارَ فَقِيْهًا -

১৬২. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান ও সত্য পথসহ (দুনিয়ায়) পাঠিয়েছেন, তার উপমা বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির পানি কোনো ভালো জমিতে পড়লে জমির উর্বর অংশ তা শুষে নেয় এবং নতুন নতুন তাজা ঘাষ জন্মায়। অপরদিকে জমির শুকনো অংশে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখান থেকে পানি তুলে নিয়ে পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচকার্য চালায় ও ফসল উৎপাদন করে। জমির আর এক অংশ থাকে ঘাসহীন অনুর্বর, যেখানে পানিও আটকায়না, ঘাসও জন্মায়না। এটা হলো সেই লোকের উপমা, যে আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে গভীর বুৎপত্তি লাভ করে এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমায় পাঠিয়েছেন, তা থেকে উপকৃত হয়। এভাবে সে নিজেও জ্ঞান অর্জন করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। অপরদিকে শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির যে দ্বীনী জ্ঞানের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না এবং আল্লাহ্র যে বিধানসহ আমায় পাঠানো হয়েছে, তা সে গ্রহণও করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٣ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تُفْلِتُوْنَ مِنْ يَدِيْ - رواه مُسْلِمٌ

১৬৩. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালানোর পর তাতে নানারূপ কীট-পতঙ্গ এসে ঝাপিয়ে পড়ে এবং সে ওইগুলোকে বাধা দিতে থাকে। আর আমিও তোমাদের কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছি, যাতে তোমরা ছিট্‌কে গিয়ে আগুনে না পড়ো; কিন্তু (তৎসত্ত্বেও) তোমরা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছ। (মুসলিম)

١٦٤ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ : اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِىْ اَيِّهَا الْبَرَكَةُ . رواه مسلم - وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُ اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِ كُمْ فَلْيَأْ خُذْهَا فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَأ كُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهٗ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَاكَةُ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِّنْ شَانِهٖ حَتّٰى يَحْضُرُهٗ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى فَلْيَأْ كُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

১৬৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের পর আঙ্গুল ও থালা চেটে খেতে আদেশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন, 'তোমরা জাননা, কোন্ স্থানে (তোমাদের জন্যে) বরকত রয়েছে।' (মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ তোমাদের কারো খাবারের কোন অংশ (লোকমা) পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তার ময়লা সাফ করে খেয়ে ফেলে ও শয়তানের জন্যে যেন তা রেখে না দেয়। আর আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত তার হাত যেন কাপড় দিয়ে মুছে না ফেলে। কারণ, সে জানেনা তার খাদ্যের কোন্ অংশ বরকতময়।

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের নিকট প্রতিটি ব্যাপারেই উপস্থিত হয়। এমনকি তার পানাহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। কাজেই তোমাদের কারো কোনো খাবার (লোকমা) পড়ে গেলে তার ময়লা সাফ করে খেয়ে ফেলা উচিত এবং শয়তানের জন্যে কিছুই রেখে দেয়া উচিত নয়।

١٦٥ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ اَلَا وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلَا وَاِنَّهٗ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِىْ فَيُؤْ خَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَيُقَالُ لِىْ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ - متفق عليه .

১৬৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে নগ্ন পায়ে উলঙ্গ শরীরে খাত্‌না না দেয়া অবস্থায় জড়ো করা হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'আমি প্রথমবার যেমন (তোমাদের) সৃষ্টি করেছি, তেমনিভাবে আবার

সৃষ্টি করবো। এটা আমার প্রতিশ্রুতি এবং আমি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবোই।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৩) জেনে রাখো, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরানো হবে। জেনে রাখো, আমার উম্মতের কিছু লোককে এনে বাম দিকে (দোযখের দিকে) টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি নিবেদন করবো ঃ 'হে আমার প্রভু! এরা তো আমার সাহাবী।' তখন বলা হবে ঃ তুমি জাননা, তোমার পর এরা কি কি নতুন নতুন কাজ করেছে। আমি তখন ঈসা (আ)-এর মতো বলব ঃ 'আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, তাদের ওপর সাক্ষ্য দানকারী হয়েই ছিলাম।......... (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ১১৭-১১৮) তখন আমাকে বলা হবে ঃ 'তুমি যখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছ, তখন তারা তোমার দ্বীন ছেড়ে দূরে সরে গেছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : اِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ - مُتَّفَقٌ عليه وفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ قَرِيْبًا لِاِبْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لَا اُكَلِّمُكَ اَبَدًا -

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাঝখানে পাথর খণ্ড রেখে নিক্ষেপ করতে বারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ এ কাজে কোনো শিকারও মারা পড়ে না, শত্রুও নিপাত হয়না; বরং এটা চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং দাঁত ভেঙে দেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফালের জনৈক নিকটাত্মীয় কোনো এক ব্যক্তিকে পাথর মেরেছিল। আবদুল্লাহ তাকে বারণ করেন এবং বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাথর ছুঁড়তে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, এভাবে শিকার মরে না। লোকটি পুনর্বার একই কাজ করল। এতে বিরক্ত হয়ে আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে মারতে নিষেধ করেছেন, তবুও তুমি মারছো! আমি তোমার সঙ্গে কখনো কথা বলবোনা।

١٦٧ . عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض يُقَبِّلُ الْحَجَرَ (يَعْنِى الْاَسْوَدَ) وَيَقُوْلُ اِنِّى اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَّا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا اَنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ -

১৬৭. আবিস ইবনে রাবিয়া বর্ণনা করেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ (কা'বা ঘরের দেয়ালে স্থাপিত কালো পাথর)-এ চুমু দিতে দেখেছি। তিনি বলতেন ঃ আমি জানি যে, তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র; তুমি কোনো উপকারও করতে পারো না বা অপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে তোমায় আমি চুম্বন করতাম না।

(বুখারী ও মুসুলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ সতেরো

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলা ওয়াজিব

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমার প্রভুর (রব্ব)-এর শপথ! তারা কখনো ঈমানদার রূপে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে; তারপর তুমি যে রায় দেবে তারা সে সম্পর্কে মনে কোনো প্রকার দ্বিধা বোধ করবে না এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নেবে। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ মুমিনদেরকে যখন কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন তারা এ কথাই বলে যে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম; আর এসব লোকই হবে কল্যাণপ্রাপ্ত। (সূরা নূর ঃ ৫১)

١٦٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) اَلْاٰيَةَ اِشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا : اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ : الصَّلَاةَ وَالْجِهَادُ الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَ لَا نُطِيْقُهَا- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اقْتَرَاَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اِثْرِهَا (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْاَخْطَاْنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ

لَنَا بِهِ) قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَا) قَالَ نَعَمْ - رواه مسلم

১৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরা বাকারার শেষ রুকু'র প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন বলে প্রতীয়মান হলো। আয়াতটি হলো এই ঃ লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়াতি ...... ওয়াল্লাহু 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর; অর্থাৎ 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর জন্যে। তোমার নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেনই। (সূরা বাকারা ঃ ২৮১ আয়াত) সাহাবীগণ তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সাধ্যমতো নামায, রোযা, সাদকা, জিহাদ ইত্যাকার কাজগুলোর দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে; অথচ আপনার ওপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে আর আমাদের তা করার সামর্থ্য নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে ইহুদী ও খ্রীস্টানরা যেমন বলেছিল, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম, তোমরাওকি তেমনি করতে চাও ? তোমরা বরং একথা বলো; আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম; তোমার (অর্থাৎ আল্লাহ্র) কাছে ক্ষমা চাই হে প্রভু! আর আমাদের তো তোমারই কাছে ফিরে যেতে হবে।' লোকেরা যখন এ আয়াতটি পড়ল এবং এতে তাদের জিহ্বায় নম্রতার সৃষ্টি হলো, (অর্থাৎ আনুগত্য ব্যক্ত করল) তখন আল্লাহ এই আয়াতের পর নিম্নোক্ত আয়তটি নাযিল করলেন ঃ রাসূলের নিকট তাঁর প্রভুর (রব্ব-এর) কাছ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি রাসূল ও মুমিনগণ ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, (তাঁর) কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার মার্জনা চাই; আর তোমার নিকটই তো ফিরে যেতে হবে (আমাদের)।

(সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৫)

সাহাবীগণ যখন এই কাজটুকু করলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু উক্ত আয়াতের নির্দেশ পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেন না। তার জন্যে (প্রত্যেকের জন্যে) তার কাজের সওয়াব রয়েছে এবং আযাবও রয়েছে। (তারা বলে) 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুল-ভ্রান্তি করে থাকলে সে জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করোনা।' আল্লাহ বলেন ঃ 'আচ্ছা তা-ই হবে।' তারা বলেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্বেকার লোকদের ওপর যেমন তুমি (কঠিন নির্দেশের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে তেমন কোন বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়োনা।' আল্লাহ বলেন ঃ 'আচ্ছা, তা-ই হবে'। তারা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোনো দায়িত্ব ভার চাপিওনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আর (তুমি) আমাদের গুনাহ্র কালিমা মুছে দাও, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফিরদের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬) আল্লাহ বলেন ঃ 'আচ্ছা, তা-ই হবে।' (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আঠারো

বিদ'আত বা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রচলন নিষিদ্ধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَمَا ذَابَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হক কথার পর আর সবই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।' (সূরা ইউনুস ঃ ২২)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَا فَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বর্জন করিনি'।
(সূরা আন'আম ঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তবে সে ব্যাপারটিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতি তাকাও)। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ .

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আর আমার (প্রদর্শিত) এই পথটি অতীব সরল; কাজেই তোমরা এ পথেই (এগিয়ে) চলো। এছাড়া অন্য কোনো পথে চলোনা; (কেননা) তা তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।'
(সূরা আন'আমঃ ১৫৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ '(হে নবী!) তুমি (লোকদের) বলে দাও; তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

١٦٩ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - متفق عليه وَفِى رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ-

১৬৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের এই দ্বীনের ভেতর এমন কিছুর সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে যা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয় তা অগ্রহনযোগ্য।

١٧٠ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اَصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَاِلَيَّ وَعَلَيَّ - رواه مسلم

১৭০. হযরত জাবির বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল বর্ণ ধারণ করত, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলন্দ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত; (তখন মনে হতো) তিনি যেন কোনো সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় (দিবা-রাত্র) ভালো রাখুন।' তিনি আরো বলতেন ঃ 'আমাকে এবং কিয়ামতকে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাঠানো হয়েছে।' এ কথা বলেই তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল একত্র করতেন এবং বলতেন ঃ অতঃপর সবচেয়ে ভালো বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো (দ্বীনের ব্যাপারে) বিদআত— নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর প্রতিটি বিদআত (নতুন সৃষ্টিই) হলো ভ্রষ্টতা। এরপর তিনি বলতেন ঃ 'আমি প্রতিটি মুমিনের জন্যে তার নিজের চাইতেও উত্তম।' যে-ব্যক্তি পিছনে কোন সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্যে। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ কিংবা রেখে যায় অসহায় সন্তান, তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তায়। (মুসলিম)

এ পর্যায়ে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি ইতোপূর্বে 'সুন্নতের হেফাজত' পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ উনিশ

ভালো কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবন

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যারা বলে, আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান করো, যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا-

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর আমি তাদেরকে (নবীগণকে) নেতা (ইমাম) হিসেবে নিযুক্ত করেছি। তারা আমার নির্দেশ (হুকুম) মুতাবেক লোকদেরকে সুপথে পরিচালিত করে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৩)

١٧١ . عَنْ اَبِىْ عَمْرٍ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ اَوِالْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُّضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) وَالْاٰيَةُ الْاُخْرَى الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْحَشْرِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَا رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كُفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَّثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِىْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِىْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ - رواه مُسْلِمُ

১৭১. হযরত আবু উমর জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমরা দিনের প্রথমভাগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসা ছিলাম। তখন একদল লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তাদের শরীর ছিল উলঙ্গ। ছেঁড়া চট কিংবা আবা পরিহিত ছিল তারা। তাদের কোমরে তরবারিও ঝুলানো ছিল। তারা ছিল মুদার বংশের লোক। তাদের দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং বদলে গেল। এরপর তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকলেন; কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে তিনি বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। বেলাল (রা) যাথারীতি আযান ও ইকামত দিলেন। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে এক ভাষণে বললেন ঃ 'হে জনগণ! তোমাদের প্রভু (রব্ব)-কে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এতদুভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন (পৃথিবীর বুকে)। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই পেড়ে তোমরা একে অপরে নিজ নিজ অধিকার দাবি করো। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন। (সূরা নিসা ঃ ১) তিনি সূরা হাশরের শেষ ভাগের নিঢ়ম্নাক্ত আয়াতটি পড়লেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আলব্বাহ্‌কে ভয় করো। আর প্রতিটি ব্যক্তি যেন খেয়াল রাখে যে, সে ভবিষ্যতের (আখিরাতের) জন্যে কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা কেবল আল্লাহকেই ভয় করে চলো। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন।' (সূরা নিসা ঃ ১৮)। (তারপর তিনি বললেনঃ) 'প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যেন সে তার স্বর্ণমুদ্রা (দীনার), তার রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম), তার পোশাক এবং তার খাদ্য (গম ও খেজুর) থেকে দান করে।' এমনকি, তিনি একথাও বলেন যে, এক টুকরা খেজুর হলেও তা দান করো। এরপর জনৈক আনসারী এক বস্তা (থলি)

খেজুর নিয়ে এল। বস্তুটি বয়ে আনতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তারপর লোকেরা সে বস্তা থেকে একের পর এক দান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি শুধু কাপড় ও খাদ্যের দুটি স্তূপ দেখতে পেলাম। এমন কি, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে চেহারার নূর পর্যন্ত উজ্জল হয়ে উঠল; তা যেন সোনালী রংয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো নিয়মের প্রচলন করে, সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে; কিন্তু এতে তাদের বিনিময় কিছু মাত্র হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করে, তার ওপর এর সমগ্র (গুনাহ্‌র) বোঝা চেপে বসবে। কিন্তু এতে তাদের বোঝা কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - متفق عليه

১৭২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে নিহত হবে, তার রক্তপাতের দায়িত্ব আদম (আ)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের (কাবীল) ওপর বর্তাবে। কারণ সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যার নিয়ম চালু করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ বিশ

কল্যাণের পথে পরিচালনা এবং সঠিক বা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তুমি তোমার রব্ব-এর দিকে (লোকদের) আহবান জানাও। (সূরা কাসাস ঃ ৮৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তুমি তোমার রব্ব-এর (নির্দেশিত) পথের দিকে আহবান জানাও কুশলতা ও সদুপদেশ সহকারে । (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা সৎকাজ ও খোদাভীতির ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করো। (সূরা মায়েদা ঃ ২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতেই হবে, যারা (লোকদের) কল্যাণের দিকে ডাকতে থাকবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

١٧٣ . وَعَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍ والْاَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ - رواه مسلم

১৭৩. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে 'আমর আনসারী বাদ্‌রী (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ-নির্দেশ করে, সে ঠিক ততটাই বিনিময় পায়, যতটা বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পেয়ে থাকে।' (মুসলিম)

١٧٤ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا - رواه مسلم

১৭৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সঠিক পথের (হেদায়েতের) দিকে (লোকদের) আহ্বান জানায়, তার জন্যে এ পথের পথিকদের পারিশ্রমিকের সমান পারিশ্রমিক রয়েছে। এতে প্রথমোক্তদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের (গোমরাহীর) দিকে আহ্বান জানায়, তার উক্ত পথের পথিকদের গুনাহ্‌রই সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٥ . عَنْ اَبِىْ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا- فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ : اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ؟ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ قَالَ : فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَالَهٗ فَبَرِ حَتّٰى كَاَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ - فَقَالَ عَلِيٌّ رض يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَ اَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - متفق عليه

১৭৫. হযরত আবুল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন ঃ আমি আগামীকাল অবশ্যই এই পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব যার মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চিত বিজয় এনে দেবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে

ভালোবাসেন। সাহাবীরা রাতভর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে লাগলেন যে, কার হাতে এই পতাকা তুলে দেয়া হবে। সকাল বেলা সবাই পতাকা লাভের আশায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হাযির হলেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায় ? তাঁকে বলা হলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি চোখের যন্ত্রণায় ভুগছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তার কাছে লোক পাঠাও।' তারপর তাঁকে ডেকে আনা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে থুথু ছিটিয়ে দিলেন এবং তার আরোগ্যের জন্যে (আল্লাহ্‌র কাঁছে) দো'আ করলেন। তিনি এতে এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন যেন তার (চোখে) কোনো রোগই ছিল না। আলী (রা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! শত্রুরা আমাদের মতো (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাদের এলাকায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এগোতে থাকবে। এরপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে এবং আল্লাহ্‌র হক আদায়ের ব্যাপারে তাদের করণীয় নির্দেশ করবে। আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ একটি লোককেও সুপথ প্রদর্শন করলে সেটা তোমার জন্যে (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ فَتًى مِّنْ اَسْلَمَ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِىَ مَا اَتَجَهَّزُ بِهٖ ؟ قَالَ : اَئْتِ فُلَانًا قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : اَعْطِنِى الَّذِىْ تَجَهَّزْتَ بِهٖ فَقَالَ : يَافُلَانَةُ اَعْطِيْهِ الَّذِىْ تَجَهَّزْتُ بِهٖ وَلَا تَحْبِسِىْ مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللّٰهِ لَا تَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَنَا فِيْهِ - روراه مسلم

১৭৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আসলাম বংশের জনৈক যুবক নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই; কিন্তু সে জন্যে আমার প্রস্তুতি নেবার মতো সঙ্গতি নেই। তিনি বললেন ঃ তুমি অমুক লোকের সঙ্গে দেখা করো। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে গিয়ে বললো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমায় সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যা কিছু সরঞ্জাম যোগাড় করেছ. তা আমায় দিয়ে দাও। লোকটি বললো, 'হে অমুক (মহিলা)! একে আমার সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও এবং তার কোনো কিছুই রেখে দিও না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তার কোনো কিছু রেখে না দিলে তাকে আল্লাহ্ তোমার জন্যে বরকতময় করে দেবেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একুশ

পুণ্যশীলতা ও খোদাভীতিমূলক কাজে সহযোগিতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى .....

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ ‘তোমরা পুণ্যশীলতা পুণ্যময় ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; কিন্তু পাপাচার (গুনাহ) ও সীমালংঘনমূলক কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না; (বরং) আল্লাহ্কে ভয় করে চলো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।’
(সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ ‘মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ মহাক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু সেসব লোক ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, পুণ্যের কাজ করেছে, একে অপরকে মহাসত্যের উপদেশ দিয়েছে, এবং একে অপরকে সবর অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছে।’
(সূরা আল-আসর ঃ ১, ২, ৩)

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন ঃ ‘মানব জাতি কিংবা অধিকাংশ সাধারণত এ সূরাটির মর্মবাণী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না। এ ব্যাপারে তারা আত্মবিস্মৃতির মধ্যে রয়েছে।’

١٧٧ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا - متفق عليه

১৭৭. হযরত আবু আবদুর রহমান যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহনী (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবারবর্গের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণময় আচরণ করল, সেও যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا اِلٰى بَنِىْ لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ : لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا - رواه مسلم

১৭৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইল গোত্রের শাখা লিহ্ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন ঃ প্রতিটি (পরিবারের) দুই ব্যক্তির অন্তত এক ব্যক্তি যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই (যথোচিত) প্রতিদান দেয়া হবে। (মুসলিম)

١٧٩ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوْا : الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ اِمْرَاَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ - رواه مسلم

১৭৯. হযরত ইবনে অব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল ঘোড় সওয়ারের মুখোমুখি হন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কারা ?' তারা বললো ঃ 'আমরা মুসলমান।' তারা জিজ্ঞেস করল ঃ 'আপনি কে ?' তিনি জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রাসূল।' এরপর জনৈক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এ শিশুও কি হজ্জ করতে পারবে ?' তিনি জবাব দিলেন ঃ 'হাঁ, তবে সওয়াবটা তুমি পাবে।' (মুসলিম)

১৭০. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنَفِّذُ مَا اُمِرَبِهٖ فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهٖ نَفْسُهٗ فَيَدْفَعُهٗ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَلَهٗ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ - متفق عليه

১৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান কোষাধ্যক্ষ হচ্ছে আমানতদার খাজাঞ্চী; তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, সে তা নির্দ্বিধায় পালন করে; যাকে কিছু দান করার জন্যে বলা হলে, সে মনের আনন্দে তা পূর্ণ মাত্রায় দান করে। তাকে যে জিনিস যার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়া হয়, সে তার কাছেই তা হস্তান্তর করে। এহেন ব্যক্তির নাম সদকাকারীদের নামের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ বাইশ

নসীহত বা শুভাকাংক্ষা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ....

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'মুসলমানরা পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমরা ভাইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যথোচিতভাবে সুবিন্যস্ত করে নাও। (সূরা হুজরাত ঃ ১০)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِخْبَارًا عَنْنُوْحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ ....

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'আমি (নূহ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি; আমি তোমাদের শুভাকাংক্ষী। আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন বিষয়গুলো জানি, যা তোমাদের জানা নেই।'

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَنْ هُوْدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ'আমি (হূদ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি; আমি তোমাদের বিশ্বস্ত শুভাকাংক্ষী।' (সূরা আল-অ'রাফ ঃ ৬৮)

১৮১ . عَنْ اَبِىْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ اَوْسٍ الدَّارِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَ لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - رواه مسلم .

১৮১. হযরত আবু রুকাইয়া তামীম ইবনে আওস্ আদ্-দারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'দ্বীন (ইসলামের মূল ভিত্তি) হচ্ছে কল্যাণ কামনা।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ কার জন্যে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম (নেতা) এবং মুসলিম জনগণের জন্যে। (মুসলিম)

۱۸۲ . عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - متفق عليه

১৮২. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায কায়েম, যাকাত আদায়, সমগ্র মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা ও সঠিক উপদেশ দানের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

۱۸۳ . عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ - متفق عليه

১৮৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্যে তা-ই পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তেইশ

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতেই হবে, যারা (মানুষকে) সর্বদা পূর্ণ ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে; যারা এরূপ কাজ করবে, তারাই হবে সফলকাম।' (সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী (উম্মাহ্), তোমাদেরকে মানব জাতির পথ-নির্দেশনার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে; তোমরা ন্যায় ও পুণ্যের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপাচার থেকে (মানুষকে) বিরত রাখবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -

মহান আল্লাহ অপিরা বলেন ঃ (তোমরা) নম্রতা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে তর্কে জড়িয়োনা। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সঙ্গী। এরা পরস্পরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে।
(সূরা তওবা ঃ ৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ، كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'বনী ইসরাইলীদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা বিন্ মরিয়মের ভাষায় লা'নত করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহের পথ ধরেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপাচার থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পরিহার করেছিল। অতীব জঘন্য কর্মনীতিই তারা গ্রহণ করেছিল।' (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ সুতরাং হে নবী! যে জিনিসের নির্দেশ তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা সজোরে ও উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দাও। এ ব্যাপারে মুশরিকদের কিছুমাত্র পরোয়া করোনা।
(সূরা আল হিজর ঃ ৯৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আমরা এমন লোকদের বাঁচিয়ে দিলাম যারা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকত; আর যারা জালিম ছিল তাদেরকে পাকড়াও করলাম তাদেরই নাফরমানীর কাজের জন্যে কঠিন শাস্তি দিয়ে। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ সুতরাং (হে নবী!) 'লোকদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, এ মহাসত্য তোমার প্রভুর (রব্ব-এর) নিকট থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা একে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমরা জালিমদের জন্যে দোযখের ব্যবস্থা করে রেখেছি।' (সূরা আল-কাহাফ ঃ ২৯)

এ পর্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিশীল বহু সংখ্যাক আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে।

١٨٤ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ - رواه مسلم .

১৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি কোন পাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি দ্বারা) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এতে সমর্থ না হয়, তবে যেন মুখের (কথার) সাহায্যে (জনমত গঠন করে) তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ শক্তিটুকুও না রাখে, তবে যেন অন্তরের সাহায্যে (সুপরিকল্পিতভাবে) তা বন্ধ করার চেষ্টা করে (অর্থাৎ কাজটির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে)। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (বা নিম্নতম) স্তর; অর্থাৎ এর নীচে ঈমানের আর কোন স্তর নেই। (মুসলিম)

١٨٥ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِىْ اِلَّاكَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَّقُوْلُوْنَ مَالَايَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّ مَنْ جَاهَدَ هُمْ بِلِسَالِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ - رواه مسلم

১৮৫. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পূর্বে যে নবীকেই কোনো জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, তাঁর সাহায্যের জন্যে তাঁর উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এক দল সহচর ও সাহায্যকারী থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলত, তাদের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হলো যে, তারা যা বলত তা নিজেরাই মানত না; বরং এমন কাজ করত যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। অতএব, যে ব্যক্তি এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের দ্বারা) জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি এদের বিরুদ্ধে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে (মানুষকে বুঝানোর সাহায্যে) এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর আর শর্ষের বীজ পরিমাণও ঈমান নেই। (মুসলিম)

١٨٦ . عَنْ اَبِىْ الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ : فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَاتُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ، وَعَلٰى اَنْ نَّقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - متفق عليه

১৮৬. হযরত আবুল ওয়ালীদ 'উবাদা ইবনে সামিত (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করার, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ নিয়েছি যে, যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবো না। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ) তবে হাঁ, তোমরা যদি তাকে স্পষ্টত ইসলাম বিরোধী কাজে জড়িত দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন দলীল প্রমাণ আছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারো)। আমরা আরো শপথ নিয়েছি, আমরা যেখানেই থাকিনা কেন, সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের (হকের) কথা বলবো। আর আল্লাহ্র (আনুগত্যের) ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দা বা তিরস্কারের পরোয়া করবো না।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨ . عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا وَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَّلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا اَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَاَنْجَوْا جَمِيْعًا - رواه البخارى

১৮৭. হযরত নু'মান ইবনে বশীর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার মধ্যে বসবাসকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হলো ঃ একদল লোক লটারী করে একটি জাহাজে উঠলো। তাদের কিছু সংখ্যক সঙ্গী নীচের তলায় এবং কিছু সংখ্যক ওপরের তলায় স্থান পেল। নীচ তলার লোকেরা পানির প্রয়োজন হলে ওপর তলার লোকদের পাশ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নীচ তলার লোকেরা) পরস্পর বললো ঃ আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটা সুরঙ্গ করে নিই, তবে ওপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে রেহাই দেয়া যেত। কিন্তু এখন যদি তারা (ওপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে অনুমতি দেয়, তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এই কাজ করতে বাধা দেয় (অর্থাৎ ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে), তাহলে নিজেরাও বাঁচবে এবং অন্যদেরকেও বাঁচাতে পারবে। (বুখারী)

١٨٨ . عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ بِنْتِ اَبِيْ اُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَّنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ - رواه مسلم

১৮৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ওপর কিছু সংখ্যক লোককে শাসক নিযুক্ত করা হবে। তোমরা

তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে (ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক হওয়ার কারণে) পরিচিত হবে আর কিছু কর্মকাণ্ড তোমাদের কাছে (ইসলামী শরীয়াহ বিরোধী হওয়ার কারণে) অপরিচিত মনে হবে। এহেন অবস্থায় যে ব্যক্তি এগুলোকে খারাপ জানবে সে (গুনাহ্ থেকে) দায়মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে (জবাবদিহির ব্যাপারে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এহেন কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহযোগিতা করল, (সে নাফরমানী করল)। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাদের (স্বৈর-শাসকদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না ? তিনি বললেন ঃ না, যতক্ষণ তারা নামায কায়েম করে। (মুসলিম)

১৮৯. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لَاإِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ : نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ - متفق عليه

১৮৯. হযরত যয়নাব বিন্‌তে জাহাশ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি বলছিলেন ঃ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, ধ্বংস আরবের সেই খারাবি ও অনিষ্টের কারণে, যা নিকটে এসে পড়েছে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের (বন্দীশালার) দরজা এতটা খুলে দেয়া হয়েছে। (এই বলে) তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী দিয়ে একটা বৃত্ত বানিয়ে লোকদের দেখালেন। আমি আরয করলাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে নেক্কার (খোদাভীরু) লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব ?' তিনি বল্লেন ঃ 'হাঁ, যখন অশ্লীল ও নোংরা কাজের অত্যধিক বিস্তার ঘটবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৯০ . عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِيْ الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ - متفق عليه

১৯০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো।' সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার ওপর বসা ছাড়া তো আমাদের উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজনে) কথাবার্তা বলে থাকি।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছ; তাহলে রাস্তার হক আদায় করো।' তারা বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! 'রাস্তার হক আবার কি ?' তিনি বললেন ঃ 'রাস্তার হক হলো— দৃষ্টি সংযত রাখা, (রাস্তা থেকে) কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে

ফেলা, (লোকদের) সালামের জবাব দেয়া, (তাদেরকে) ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসিলম)

١٩١ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ يَدِه فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِه قَالَ لَاوَاللّٰهِ لَا اٰخُذُهُ اَبَدًا وَّقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رواه مسلم

১৯১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি লোকটির হাত থেকে আংটিটি খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; তারপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি নিজ হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখতে পসন্দ করবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেখান থেকে) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হলো ঃ আংটিটি তুলে নিয়ে অন্য কোনো ভালো কাজে ব্যবহার করো। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! যে বস্তুকে খোদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, আমি তা কখনো হাতে তুলে নেবো না। (মুসলিম)

١٩٢ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍ رض دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ : اَىْ بُنَىَّ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهٗ اجْلِسْ فَاِنَّمَا اَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ اِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِىْ غَيْرِهِمْ - رواه مسلم

১৯২. হযরত আবু সাঈদ হাসান আল-বসরী (রহ) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি (আয়েয) বললেন ঃ 'হে বৎস! আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিকৃষ্ট রাখাল (শাসক) হলো সেই ব্যক্তি, যে তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সাবধান থাকো, যেন এর মধ্যে শামিল না হও।' তাঁকে (ধমকের সুরে) বলা হলো, থামো! কেননা, তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যকার অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েয) বললেন ঃ তাঁদের (সাহাবীদের) মধ্যে কি এরূপ নিকৃষ্ট অপদার্থ লোক ছিল ? নিকৃষ্ট ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরবর্তী স্তরে কিংবা তারা ছাড়া অন্য কোন জনগোষ্ঠী। (মুসলিম)

١٩٣ . عَنْ حُذَيْفَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

১৯৩. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই ন্যায় ও সত্যের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। নচেত, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তখন (গযবে নিপতিত হয়ে) তোমরা দো'আ করবে— আল্লাহ্‌কে ডাকবে; কিন্তু তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না (অর্থাৎ দো'আ কবুল করা হবেনা)। (ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এটি হাসান হাদীস)

١٩٤ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَلَ : اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَئِرٍ

- رواه ابو داود والترمذى

১৯৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলাই উত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٩٥. عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْبُجَلِيِّ الْاَحْمَسِيِّ رض اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ وقَدْ وَضَعَ رِجْلَهٗ فِىْ الْغَرْزِ اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رواه النَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

১৯৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ তারেক বিন শিহাব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর পাদানিতে (রেকাবে) পা রাখছিলেন ঠিক এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রশ্ন করলো ঃ 'সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি?' তিনি বললেন ঃ 'জালিম স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা' (সর্বোত্তম জিহাদ)।

١٩٦ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَادَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ : يَاهٰذَا اِتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهٗ لَايَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰى حَالِهٖ فَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكِيْلَهٗ وَشَرِيْبَهٗ وَقَعِيْدَهٗ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ) اِلٰى قَوْلِهٖ (فَاسِقُوْنَ) ثُمَّ قَالَ : كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَاْطِرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ - رواه ابو داود والترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ- هٰذَا لَفَظُ اَبِى دَاوٗدَ. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِىْ الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ

يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : لَاوَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَاْطِرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا -

১৯৬. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাইলীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এভাবে দুষ্কৃতি ও অনাচার প্রবেশ লাভ করে— এক (আলেম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং যা করছো তা পরিহার করো; কেননা এ কাজ তোমার জন্যে বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায় দেখতে পেত; কিন্তু সে আর তাকে বারণ করত না। কেননা ইতোমধ্যে সে তার খানাপিনা ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হলো যে, আল্লাহ তাদের একের অন্তরের কালিমা দ্বারা অন্যের অন্তরকে কলুষিত করে দিলেন। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

'বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের প্রতি দাঊদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিসম্পাৎ করানো হলো। কেননা, তারা বিদ্রোহির পথ ধরেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পরিহার করেছিল। এভাবে খুব জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল। আজকে তোমরা এমন অনেক লোককে দেখতে পাচ্ছ, যারা (মুমিনদের প্রতিকূলে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে তৎপর। নিঃসন্দেহে অনেক খারাপ পরিণাম তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিগুলোই তাদের জন্যে করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যার পরিণামে তারা চিরস্থায়ী শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। তারা যদি যথার্থই আল্লাহ, রাসূল এবং রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখত, তবে তারা কখনোই (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল ফাসিক।' (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৭৮-৮১)

এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কক্ষনো নয়, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অবশ্যই নেককাজের আদেশ করতে থাকবে এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, জালিমের হাত শক্ত করে ধরবে এবং তাকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনবে ও ন্যায় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। অন্যথায়, আল্লাহ তোমাদের (পুণ্যবান ও পাপাচারী নির্বিশেষে) পরস্পরের অন্তরকে একাকার করে দেবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলীদের মতো তোমাদের ওপরও লা'নত বর্ষণ করবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস। তবে হাদীসের শব্দগুলো আবু দাউদের।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হাদীসটির অর্থ নিম্নরূপ ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাঈলীরা ব্যাপকভাবে পাপাচারে জড়িয়ে পড়লে তাদের আলেমগণ তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকতে বলল। কিন্তু তারা বিরত থাকলনা। তৎসত্ত্বেও আলেমগণ তাদের সাথে ওঠা-বসা ও পানাহার করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিলেন। (পরিণামে আলেমরাও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ল)। আল্লাহ

তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের জবানীতে অভিশাপ দিলেন। কেননা তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছিল। (একথা বলার পর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ কক্ষনো নয়, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা তাদেরকে (জালিমদেরকে) হাত ধরে টেনে এনে সত্যের (হকের) ওপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত বিরত থাকবে না।

١٩٧ . عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رض قَالَ : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ...) وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّلِمَ فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَرْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ - رواه ابُوْ داودَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِى بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ -

১৯৭. হযরত আবু বকর সিদ্দীক বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা তো এ আয়াত পাঠ করে থাকো ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা করো, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমরা কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যদি তোমরা সঠিক পথে অবিচল থাক। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, তোমরা (পৃথিবীতে) কী করেছিলে।' (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১০৫ (আমি (আবু বকর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা দেখবে যে, জালিম জুলুম করছে, কিন্তু তারা তার প্রতিরোধ করছে না, এরূপ লোকদের ওপর আল্লাহ শীগ্‌গীরই শাস্তি পাঠাবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

অনুচ্ছেদ ঃ চব্বিশ

যে ব্যক্তি (লোকদেরকে) ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু সে নিজে তদনুসারে কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো; কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো; তোমরা কি বিচার-বুদ্ধিকে কোন কাজেই লাগাও না?' (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা কার্যত নিজেরাই মেনে চলো না? তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা নিজেরাই মেনে চলছ না, আল্লাহ্‌র কাছে এটা খুবই আপত্তিকর বিষয়।' (সূরা আস্‌-সাফ ঃ ২-৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَا كُمْ عَنْهُ.

মহান আল্লাহ হযরত শু'আইব (আ) প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'আমি (শু'আইব) কিছুতেই এটা চাইনা যে, আমি তোমাদেরকে এমন কিছু থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, যা আমি নিজেই সম্পাদন করি। আমি তো যথারীতি সংশোধন করতে চাই।' (সূরা আল-হূদ ঃ ৪)

১৯৮ . عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُ بَطْنِهٖ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا الْحِمَارُ فِى الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ : يَافُلَانُ مَالَكَ ؟ اَلَمْ تَكُن تَاْتَمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُوْلُ : بَلٰى كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ - متفق عليه

১৯৮. হযরত উসামা বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এর ফলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে বার বার চক্কর দিতে থাকবে, যেভাবে গাধা চক্রের মধ্যে বারবার ঘুরতে থাকে। দোযখীরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'হে অমুক! তোমার এরূপ অবস্থা কেন ? তুমি কি লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে না ? জবাবে সে বলবে ঃ হাঁ, আমি সৎ কাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা পালন করতাম না। আমি অন্যদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম; কিন্তু আমি নিজে তা মানতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ পঁচিশ

আমানত আদায় করার নির্দেশ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকের কাছে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا -

মহান আল্লাহ আরো হলেন ঃ 'আমরা এ আমানতগুলো আসমান, জমিন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে পেশ করলাম; তারা এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল, বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। আসলে মানুষ বড়ই জালিম ও মূর্খ, এতে সন্দেহ নেই।' (সূরা আল-আহযাব ঃ ৭২)

১৯৯ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ : وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى رَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ -

১৯৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনামতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, কোন ওয়াদা (বা চুক্তি) করলে, তার উল্টো কাজ করে। এবং (তার কাছে) কিছু আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ সে যদি নামায-রোযা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে (তবুও সে মুনাফিক রূপেই গণ্য হবে।)

٢٠٠ . عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ايمَانَ رض قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ اَحَدَهُمَا وَ اَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ : يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهٗ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَّلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلٰى رِجْلِهٖ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُّؤَدِّىْ الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهٗ مَا اَظْرَفَهٗ مَا اَعْقَلَهٗ وَمَا فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَّمَا اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهٗ عَلَىَّ دِيْنُهٗ وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا اَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهٗ عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ مِنْكُمْ اِلَّا فُلَانًا وَّفُلَانًا - متفق عليه

২০০. হযরত হুযাইফা বিন্ ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দু'টি হাদীস বলেছেন— তার মধ্যে একটি আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি আর দ্বিতীয়টির জন্যে প্রতীক্ষায় আছি। তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেন ঃ প্রথমত, মানুষের হৃদয়ের গভীরে আমানত (বিশ্বস্ততা) স্থাপন করা হয়, তারপর কুরআন অবতরণ করা হয়। এভাবে মানুষ কুরআনকে জানল এবং হাদীসকেও চিনল। এরপর তিনি (রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন ঃ মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং তার অন্তর থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়া হবে। এরপর তার মধ্যে এর সামান্য প্রভাব থেকে যাবে। সে আবার স্বাভাবিক নিয়মে ঘুমিয়ে পড়বে এবং তার অন্তর থেকে বিশ্বস্ততার বাকী প্রভাবটুকুও মুছে ফেলা হবে। এরপর অন্তরের মধ্যে ফোস্কার মতো একটি চিহ্ন শুধু বাকী থাকবে। যেমন, তুমি তোমার পায়ের ওপর আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ রাখলে এবং তাতে চামড়া পুরে ফোস্কা পড়ল। দৃশ্যত স্থানটিকে ফোলা দেখাবে; কিন্তু তার মধ্যে কিছুই থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) এরপর তিনি কাঁকর তুলে নিয়ে নিজের পায়ের ওপর ছুড়ে মারলেন। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ এরূপ অবস্থায় তাদের সকাল হবে এবং তারা

কেনা-বেচার কাজে লিপ্ত হবে। তাদের মধ্যে আমানত রক্ষার মতো একটি লোকও পাওয়া যাবে না। এমন কি, বলা হবে— অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। এ সময়ে তাকে (পার্থিব বিষয়ে সুদক্ষ হওয়ার কারণে) বলা হবে ঃ লোকটি কত সাবধান, সুচতুর, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান। অথচ তার মধ্যে সর্ষের দানা পরিমাণ ঈমানও খুঁজে পাওয়া যাবে না। [বর্ণনাকারী হুযাইফা (রা) বলেন ঃ] আজ আমি এমন এক যুগে উপনীত হয়েছি যে, কার সাথে লেন-দেন বা কেনা-বেচা করছি তার কোন বাছ-বিচার নেই। কেননা, সে যদি মুসলমান হয় তবে সে তার দ্বীন ও ঈমানের কারণে আমার হক আদায় করবে। অন্যদিকে সে যদি খ্রীস্টান বা ইহুদী হয় তবে তার দায়িত্ববোধ আমার হক তার কাছ থেকে আদায় করে দেবে। আজ আমি তোমাদের কারোর সাথে (নির্বিচারে) কেনা-বেচা করবো না, তবে অমুক অমুক ব্যক্তির সাথে করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠١ . عَنْ حُذَيْفَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ : يَااَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ اَخْرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ اِلَّا خَطِيْئَةُ اَبِيْكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِذْهَبُوْا اِلٰى اِبْنِىْ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرٰهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلًا مِّنْ وَّرَاءَ وَرَاءَ اِعْمَدُوْا اِلٰى مُوْسَى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوْحِهٖ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَاْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهٗ وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قُلْتُ : بِاَبِىْ وَاُمِّىْ اَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِىْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَجِىْءَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ اِلَّا زَحْفًا وَّفِىْ حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَّاْمُوْرَةٌ بِاَخْذِ مَنْ اُمِرَتْ بِهٖ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِى النَّارِ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُوْنَ خَرِيْفًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২০১. হযরত হুযাইফা ও হযরত আবু হুরাইরা বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মহিমাময় আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে এবং জান্নাতকে তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে। এ অবস্থায় তারা আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করবে ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছে। কাজেই আমি এর দরজা খোলার উপযুক্ত নই। 'তোমরা আমার পুত্র ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র কাছে যাও।' রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাবে। তিনি [ইব্রাহীম (আ)] বলবেন ঃ 'আমি এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই।' আমি শুধু বিনয়ী অর্থেই খলীল ছিলাম (কার্যত আমি এ মহান গৌরবের যোগ্য নই)। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও; তিনি আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেছেন। এরপর সবাই হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ছুটে যাবে। তিনিও বলবেন ঃ আমি এর যোগ্য নই; তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র কালেমা এবং রুহুল্লাহ হিসেবে ভাগ্যবান। হযরত ঈসা (আ) বলবেন ঃ জান্নাতের দরজা খোলার মতো যোগ্যতা তো আমার নেই। অবশেষে সবাই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে ছুটে আসবে। তিনি (মহান খোদার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হবেন। তাঁকে (শাফা'আত করার) অনুমতি দেয়া হবে। আমানত ও দয়াশীলতা পুলসিরাতের ডান-বাম দুদিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ বেগে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। আমি (হুযাইফা কিংবা আবু হুরাইরা) বললেন ঃ (হে আল্লাহ্‌র রাসূল!) আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক! বিদ্যুৎ বেগে অতিক্রম করার অর্থ কি ? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি দেখনি যে, চোখের পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ আসে আবার তা চলে যায় ? এরপর পালাক্রমে অন্যান্য দল বাতাসের গতিতে, পাখির গতিতে, এবং দ্রুত দৌড়ানোর গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। এ পার্থক্য তাদের কাজকর্ম বা আমলের কারণে ঘটবে। এ সময় তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে আবেদন করতে থাকবেন ঃ 'প্রভু হে! (আমাদের ওপর) শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন।

এভাবে অনেক বান্দা নেক কাজের পরিমাণ কম হওয়ায় সামনে এগুতে ব্যর্থ হবে। ফলে তারা পাছা ঘষতে ঘষতে সামনে এগুতে থাকবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার আঁকড়া ঝুলানো থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ দেয়া হবে, এগুলো তাকেই পাকড়াও করবে। তবে যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে, সে রেহাই পাবে আর বাকী সবাইকে দোযখে ছুঁড়ে ফেলা হবে। বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! দোযখের গভীরতা সত্তর বছরের পথের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

٢٠٢ . عَنْ اَبِىْ خُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رض قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِىْ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِه فَقَالَ : يٰابُنَىَّ اِنَّهُ لَايُقْتَلُ الْيَوْمَ اِلَّاظَالِمٌ اَوْمَظْلُوْمٌ وَاِنِّىْ لَا اُرَانِىْ اِلَّا سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَّ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّىْ لَدَيْنِىْ اَفْتَرٰى دَيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَّالِنَا شَيْئًا؟ ثُمَّ قَالَ : يَابُنَىَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ، وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِبَنِيْهِ (يَعْنِىْ لِبَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ) الثُّلُثِ قَالَ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَىْءٌ فَثُلُثُهُ لِبَنِيْكَ قَالَ هِشَامٌ وَّ كَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازٰى بَعْضُ بَنِى الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَّعِبَادٍ وَّلَهٗ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بِنَاتٍ - قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُوْصِيْنِىْ بِدَيْنِهٖ وَيَقُوْلُ : يَابُنَىَّ اِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَاىَ - قَالَ فَوَاللّٰهِ مَادَرَيْتُ مَااَرَادَ حَتّٰى قُلْتُ يَا اَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ : اَللّٰهُ قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَاوَقَعْتُ فِىْ كُرْبَةٍ

مِّنْ دَيْنِهِ اِلَّا قُلْتُ يَامَوْلٰى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا اِلَّا اَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ- قَالَ : وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ : لَاوَلٰكِنْ هُوَ سَلَفٌ اِنِّيْ اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَ مَا وَلِيَ اِمَارَةً قَطُّ وَّلَاجِبَايَةً وَّلَا شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِيْ غَزْوَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ رض قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَسَبْتُ مَاكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُّهُ اَلْفَيْ اَلْفٍ وَّمِائَتَيْ اَلْفٍ فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَاابْنَ اَخِيْ كَمْ عَلٰى اَخِيْ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ مِائَةُ اَلْفٍ - فَقَالَ حَكِيْمٌ : وَاللّٰهِ مَا اَرٰى اَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هٰذِهِ- فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَرَاَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَيْ اَلْفٍ وَّمِائَتَيْ اَلْفٍ ؟ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِيْ قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدِ اشْتَرٰى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَّسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَاَتَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جُعْفَرٍ وَّكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُ مِائَةِ اَلْفٍ : فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ، اِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللّٰهِ لَا، قَالَ : فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ اِنْ اَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : لَا، قَالَ : فَاقْطَعُوْا لِيْ قِطْعَةً، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : لَكَ مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا فَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْهَا فَقَضٰى عَنْهُ دَيْنَهُ وَاَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَّنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ :كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ؟ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ بِمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ مِنْهُ ؟ قَالَ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَّنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ اَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ وَّنِصْفُ سَهْمٍ قَالَ : قَدْ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ : وَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ اَلْفٍ - فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ اَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ وَاللّٰهِ لَا اُقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتّٰى اُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ اَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَاْتِنَا فَلْيَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُّنَادِيْ فِي الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضٰى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَاَصَابَ كُلَّ اَمْرَاَةٍ اَلْفُ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ - رواه البخارى.

২০২. হযরত আবু খুবাইব আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন ঃ জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন (৩৬ হিজরী) হযরত যুবাইর (রা) যখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমায় কাছে ডাকলেন, আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিনি বললেন ঃ হে আমার পুত্র! আজ জালিম কিংবা মজলুমের কেউ না কেউ মারা যাবেই। আমার মনে হচ্ছে, আজ আমি মজলুম অবস্থায় মারা যাবো। (সে কারণে আমি আমার ঋণ সম্পর্কে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। তোমার কি মনে হয়, আমার ঋণ পরিশোধের পর কিছু মাল-সামান উদ্বৃত্ত থাকবে ? এরপর তিনি বললেন ঃ হে আমার পুত্র! তুমি আমার ধন-মাল বিক্রি করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। এরপর তিনি এক-তৃতীয়াংশ মালের ওপর এই মর্মে অসিয়ত করলেন যে, এটা তার পুত্রদের জন্যে নির্ধারিত। (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পুত্রদের জন্যে এক-নবমাংশ)। তিনি (যুবাইর) বললেন ঃ ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু মাল অবশিষ্ট থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্যে।

বর্ণনাকারী হিশাম বলেন ঃ আবদুল্লাহ্‌র কোন কোন পুত্র যুবায়েরের পুত্র খুবায়েব্ ও আব্বাদের সমবয়সী ছিল। এ সময় যুবায়েরের ৯ পুত্র ও ৯ কন্যা বর্তমান ছিল। আবদুল্লাহ বলেন ঃ তিনি (পিতা যুবায়ের) বরাবরই আমাকে তাঁর ঋণের কথা বলতেন। একদিন তিনি বলেন ঃ 'হে পুত্র! তুমি যদি এ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হও তাহলে তুমি আমার প্রভুর (আল্লাহ্‌র) কাছে এটা শোধ করার জন্যে সাহায্য চেয়ো। আবদুল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, তিনি 'প্রভু' বলে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! আপনি প্রভু বলে কাকে বুঝাতে চাইছেন ? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ।' আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখনই তাঁর ঋণ পরিশোধে অসুবিধায় পড়ে যেতাম, তখনই বলতাম ঃ 'হে যুবায়েরের প্রভু! তাঁর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও।' মহান আল্লাহ এ দো'আ কবুল করলেন এবং পিতার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন।

আবদুল্লাহ বলেন ঃ যুবায়ের যখন শহীদ হলেন. তখন তিনি কোন নগদ অর্থ (দীনার ও দিরহাম) রেখে যাননি। তবে কিছু স্থাবর সম্পত্তি তিনি রেখে যান। তাহলো ঃ গাবা নামক এলাকায় কিছু জমি, মদীনায় এগারটি ঘর, বসরায় দুটি ঘর, কুফায় একটি ঘর এবং মিসরে একটি ঘর। আবদুল্লাহ বলেন ঃ তাঁর ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ ছিল। কোনো লোক যদি তাঁর কাছে কিছু আমানত রাখতে আসত, তিনি বলতেন ঃ আমি কারো আমানত রাখিনা; তবে এটা তোমার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নিলাম। কেননা, আমানত হিসেবে রাখলে হয়ত এটা আমার হাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, তিনি (যুবায়ের) কখনো কোনো প্রশাসনিক পদে অথবা ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্বে কিংবা অন্য কোন দায়িত্বে নিযুক্ত হননি। আসলে তিনি কোনো পদ-পদবী পছন্দ করতেন না। তবে তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর সাথে জিহাদে অংশ নিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি তাঁর সমস্ত ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম। তার মোট পরিমাণ দাঁড়াল বাইশ লাখ দিরহাম। হাকীম ইবনে হিযাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার ভাইয়ের ঋণের মোট পরিমাণ কত ? আমি (আবদুল্লাহ) আসল পরিমাণটা চেপে গিয়ে বলাম ঃ 'এক লাখ দিরহাম।' এরপর হাকীম বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমার তো এই বিরাট ঋণ পরিশোধ করার মতো মাল-সামান নেই। আবদুল্লাহ বললেন ঃ যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ দিরহাম হয়, তবে অবস্থা কি দাঁড়াবে ? হাকীম

বললেন ঃ তাহলে আমার ধারণা অনুসারে এটা পরিশোধ করতে তুমি মোটেই পারবে না। কাজেই ঋণ পরিশোধে কোনোরূপ সমস্যা দেখা দিলে তুমি অবশ্যই আমার শরণাপন্ন হয়ো।

আবদুল্লাহ বলেন ঃ যুবায়ের গাবার জমিটা এক লাখ সত্তর হাজার দিরহামে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ সেটাকে ষোল লাখ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ যুবায়েরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন গাবা নামক স্থানে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে। এ ঘোষণার পর আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) এসে বললেন ঃ যুবায়েরের কাছে আমার চার লাখ দিরহাম পাওনা আছে। কিন্তু তোমরা যদি চাও তবে সেটা আমি ছেড়ে দিতে পারি। আবদুল্লাহ বললেন ঃ না (আমি দাবি ছাড়িয়ে নিতে চাই না।) তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর) বললেন ঃ তোমরা যদি এটা পরিশোধের জন্যে সময় চাও আমি তা দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ বললেন ঃ না, (আমি সময় চাই না)। তিনি (ইবনে জাফর) বললেন ঃ 'তবে জমির একটা অংশ আমায় আলাদা করে দাও।' আবদুল্লাহ বললেন ঃ 'তুমি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত জমি নিজ দখলে নিয়ে নাও।' অতঃপর তিনি জমি বিক্রি করে তাঁর (যুবায়েরের) ঋণ শোধ করে দিলেন। এরপরও জমির সাড়ে চারটি খণ্ড বাকী ছিল।

এরপর আবদুল্লাহ মু'আবিয়ার কাছে এলেন। এ সময় তাঁর কাছে 'আমর ইবনে উস্‌মান, মুনযির ইবনে যুবায়ের ও ইবনে যাম'আহ উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি গাবার জমির কি মূল্য স্থির করেছ ? তিনি বললেন ঃ প্রতি খণ্ড এক লাখ দিরহাম। মুআবিয়া আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কয় খণ্ড জমি অবশিষ্ট আছে ? তিনি বললেন ঃ সাড়ে চার খণ্ড। মুনযির ইবনে যুবায়ের বললেন ঃ আমি এক খন্ড জমি এক লাখ দিরহামে কিনে নিলাম। 'আমর ইবনে উসমান বললেন ঃ আমিও এক লাখ দিরহামে এক খণ্ড জমি কিনে নিলাম। মুআবিয়া জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আর কতটুকু জমি বাকী আছে ? তিনি বললেন ঃ দেড় খণ্ড (বাকী আছে।) তিনি বললেন ঃ আমি তা দেড় লাখ দিরহামে কিনে নিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাঁর পাওনা বাবত যে অংশটুকু কিনেছিলেন তা আবার তিনি মু'আবিয়ার কাছে চার লাখ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। যুবায়েরের অন্যান্য ছেলেরা তাকে বললেন ঃ এখন আমাদের উত্তরাধিকার (মীরাস) আমাদের মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! উপর্যুপরি চার বছর হজ্জ মওসুমে এই ঘোষণা প্রচার না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের মাঝে উত্তরাধিকার বন্টন করবো না, 'যুবায়েরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন আমাদের কাছে আসে। আমরা তা পরিশোধ করে দেবো।' এভাবে তিনি একনাগারে চার বছর পর্যন্ত হজ্জ সমাবেশে এই ঘোষণা প্রচার করলেন। চার বছর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি ভাইদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ বন্টন করলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি (অসিয়তের মাল হিসেবে) আলাদা করে রাখলেন। উল্লেখ্য, যুবায়েরের চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে বারো লাখ দিরহাম করে পড়ল। যুবায়েরের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি দু'লাখ দিরহাম। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ ছাব্বিশ

জুলুম করা নিষেধ এবং জুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'জালিমের জন্যে কেউ দরদী বন্ধু হয়ো না আর না এমন কোনো সুপারিশকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে।' (সূরা আল-মুমিন ঃ ১৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'জালিমের কোন সাহায্যকারী হবে না। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৯)

٢٠٣ . عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - رواه مسلم

২০৩. হযরত জাবের বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা জুলুম করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকারময় ধোঁয়ায় পরিণত হবে। (তোমরা) কার্পণ্যের কলুষতা থেকেও দূরে থাকো। কেননা, কার্পণ্যই তোমাদের পূর্বেকার অনেক জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কার্পণ্য তাদেরকে রক্তপাত ও মারপিট করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি যুগিয়েছে। (মুসলিম)

٢٠٤ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ - رواه مسلم

২০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মহান) আল্লাহ কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন; এমন কি শিংযুক্ত ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ নেয়া হবে। (মুসলিম)

٢٠٥ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِىْ مَاحَجَّةُ الْوَدَاعِ حَتّٰى حَمِدَ اللّٰهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَاَطْنَبَ فِىْ ذِكْرِهِ، وَقَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَّبِىٍّ اِلَّا اَنْذَرَه اُمَّتَهٗ اَنْذَرَهٗ نُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاِنَّهٗ اَنْ يَّخْرُجْ فِيْكُمْ فَمَا خَفِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ شَاْنِهٖ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّهٗ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهٗ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ - اَلَااِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ ثَلَاثًا وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ اُنْظُرُوْا : لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - رواه الْبُخَارِىُّ مُسْلِمٌ بَعْضَهٗ .

২০৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। তখনো বিদায় হজ্জ কি এবং বিদায় হজ্জ কাকে বলে, এ বিষয়ে আমাদের

ধারণা ছিল না। এই অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর মসীহে দজ্জাল সম্পর্কে খোলামেলা কথাবার্তা বললেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে দজ্জালের ভয় দেখাননি। নূহ (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ স্ব স্ব উম্মতকে দজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন এবং এই মর্মে সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবেই। এ বিষয়টা তোমাদের কাছে মোটেই গোপন থাকবে না। তোমরা এটা জেনে রাখো যে, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে এবং তা বড় আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে। কাজেই তোমরা সাবধান হও। তোমাদের পরস্পরের জীবন (রক্ত) ও ধন-মাল পরস্পরের জন্যে হারাম ও সম্মানার্হ, যেমন তোমাদের এ দিনটি হারাম বা সম্মানার্হ এবং তোমাদের এ মাসটি হারাম বা সম্মানার্হ। সাবধান থেকো। আমি কি (আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের কাছে) পৌছে দিয়েছি ? উপস্থিত সবাই বললেন ঃ হাঁ (আপনি পৌছে দিয়েছেন)। এরপর তিনি তিনবার বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! 'তুমি সাক্ষী থেকো। (তিনি আবার বললেন)ঃ ধ্বংস হোক (অথবা আফসোস হোক), খুব মনোযোগ দিয়ে শোন! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তপাত করে (আবার) কুফরীতে ফিরে যেও না।

(বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٦ . عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ - متفق عليه

২০৬. হযরত আশেয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক বিঘৎ পরিমাণ জমিতে জুলুম করল (অর্থাৎ জোরপূর্বক দখল করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ) তার গলায় সাত তবক জমিন পরিয়ে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٧ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ - متفق عليه

২০৭. হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন; কিন্তু তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেননা। এরপর তিনি (বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ 'আর তোমার প্রভু (রব্ব) যখন কোনো জালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এ রকমই (কঠিন) হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও নির্মম। (সূরা হূদঃ ১০২) (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٨ . عَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمْوَا لِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ - متفق عليه

২০৮. হযরত মুয়ায (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামেনের শাসক রূপে) পাঠানোর সময় বলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত একটি জনগোষ্ঠীর কাছে যাচ্ছো। তুমি তাদেরকে এরূপ সাক্ষ্য দিতে আহবান জানাবে ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।' তারা যদি এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, প্রতিটি দিন-রাতের নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত (সাদকা) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে বেছে বেছে তাদের উত্তম মালগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর 'মজলুম বা নির্যাতিতের (বদ) দো'আকে (অভিশাপকে) ভয় করো। কেননা তার (বদ-দো'আর) ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন আড়াল নেই।' (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٩ . عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رض قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهٗ اِبْنُ الُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ اِلَىَّ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّ بَعْدُ فَاِنِّى اِسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِىَ اللّٰهُ فَيَاتِىْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ اِلَىَّ اَفَلَا جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ حَتّٰى تَاْتِيَهٗ هَدِيَّتُهٗ اِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللّٰهِ لَا يَاْخُذُ اَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَحْمِلُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا اَعْرِفَنَّ اَحَدًا مِّنْكُمْ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهٗ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَّهَا خُوَارٌ اَوْشَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ - متفق عليه

২০৯. হযরত আবু হুমাইদ আবদুর রহমান ইবনে সা'দ আস্ সা'ইদী (রা) বর্ণনা করেন, আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োগ করেন। লোকটির ডাক নাম ছিল ইবনে লুতবিয়্যাহ। সে (যাকাত আদায় করে) ফিরে এসে (রাসূলে আকরামকে) বললো ঃ এই মাল আপনাদের আর এই মাল আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে। (এ কথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ দেখো, আল্লাহ আমাকে যেসব পদের অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন, তার মধ্য থেকে কোনো পদে তোমাদের কাউকে নিযুক্ত করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে ঃ এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপহার স্বরূপ দেয়া হয়েছে। এহেন ব্যক্তি তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন ? সে যদি সত্যভাষী হয়, তবে সেখানেই তো তাকে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কেউ অন্যায় (বা অবৈধভাবে) কিছু গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন

সে তা বহন করতে করতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে। কাজেই আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দরবারে এ অবস্থায় হাযির হতে দেখতে চাই না যে, সে (আস্ত) উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে অথবা গাভী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকবে। অথবা ছাগলের বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ রব করতে থাকবে। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) অতঃপর তিনি স্বীয় দু'হাত এত উপরে তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা (লোকদের) দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার আদেশ) লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এ কথা বলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ مِنْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لاَّيَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلاَ دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - رواه البخارى

২১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির ওপর তার কোনো ভাইয়ের যদি কোন দাবি থাকে এবং তা যদি তার মান-সম্ভ্রমের কিংবা অন্য কিছুর ওপর জুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই একেবারে নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। নচেত (কিয়ামতের দিন) তার জুলুমের সমপরিমাণ পুণ্য (নেকী) তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোনো পুণ্য আদৌ না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষ মজলুমের গুনাহ্ থেকে সমপরিমাণ জুলুম তার হিসাবের শামিল করে দেওয়া হবে। (বুখারী)

٢١١ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرِ وَابْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ - متفق عليه

২১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিহার করে চলে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٢ . وَعَنْهُ رض قَالَ : كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا - روراه البخ

২১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলে আকরামের মালপত্র দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত ছিল। লোকটি মারা গেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি দোযখে যাবে। (এ কথার পর) সাহাবীগণ তার বাড়িতে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন। (উদ্দেশ্য, লোকটি কেন দোযখী হলো)। তাঁরা লোকটির ঘরে একটি 'আবা' (এক ধরনের পোশাক) পেলেন। লোকটি এই পোশাক আত্মসাৎ করেছিল। (বুখারী)

٢١٣ . عَنْ أَبِى بَكْرَةَ نُفَيْعِ ابْنِ الْحَارِثِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةَ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِه قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلٰى قَالَ : فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهٗ بِغَيْرِ اِسْمِه قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا لِلّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ فَقَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُّبَلِّغُهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَوْعٰى لَهٗ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهٗ ثُمَّ قَالَ : اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ - متفق عليه

২১৩. হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, সেদিন থেকেই যুগ বা কাল নির্দিষ্ট ধারায় আবর্তন করছে। অর্থাৎ এক বছরে বারো মাস, যার মধ্যে চারটি হলো নিষিদ্ধ মাস ঃ এর তিনটি পর পর আসে। যেমন, যিলক্বাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জামাদিউস সানী ও শাবান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূলই এটা ভালো জানেন। এ জবাব শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা মনে করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন কোনো নামকরণ করবেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয় ? আমরা বললাম ঃ 'হ্যা'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন শহর ? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এটা ভালো জানেন। এ জবাব শুনে তিনি চুপ রইলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কি (মক্কা) শহর নয় ? আমরা জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ দিন ? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তার রাসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ভালো জানেন। আমাদের জবাব শুনে তিনি চুপ রইলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত এর নতুন কোনো নামকরণ করবেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয় ? জবাবে আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের আজকের এই দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-মাল এবং তোমাদের মান-ইজ্জতও পবিত্র এবং শ্রদ্ধার্হ। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি

তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার অবর্তমানে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরীতে জড়িয়ে পড়ো না। এ বিষয়ে তোমরা সতর্ক থেকো আর উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌছে দেবে তার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিক হেফাজতকারী হবে। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আমি কি পৌছে দিয়েছি ? আমি কি পৌছে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٤ . عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَّاِنْ كَانَ شَيْئًا يَّسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكٍ - رواه ملسم

২১৪. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নামের আগুন অনিবার্য এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটা যদি কোন তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বললেন, তা পিলু গাছের একটা ডাল হলেও। (মুসলিম)

٢١٥. عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَّأْتِىْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْبَلْ عَنِّىْ عَمَلَكَ قَالَ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَ قَالَ : وَاَنَا اَقُوْلُهُ الْاٰنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَجِيْءْ بِقَلِيْلِهٖ وَكَثِيْرِهٖ فَمَا اُوْتِىَ مِنْهُ اَخَذَ وَمَا نُهِىَ عَنْهُ اِنْتَهٰى - رواه مسلم

২১৫. হযরত আদী ইবনে উমায়ের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বর্ণনা করতে শুনেছি, আমরা তোমাদের কাউকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। এরপর সে একটা সূঁচ পরিমাণ অথবা তারচেয়ে বেশি কিছু যদি আমাদের থেকে গোপন করে, তবে সে খেয়ানতকারী রূপে গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে। আনসার গোত্রের জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনো দেখতে পাচ্ছি)। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে ? সে বললো ঃ আমি আপনাকে এভাবে এভাবে বলতে শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমি এখনও তাই বলবো। আমরা তোমাদের কাউকে কোন পদে নিয়োগ করলে সে কম-বেশি সব কিছু নিয়ে আসবে। তা থেকে তাকে যা দেওয়া হবে তা-ই সে নেবে আর যা থেকে তাকে বারণ করা হবে, তা থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম)

٢١٦ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا : فُلَانٌ شَهِيْدٌ وَّ فُلَانٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا : فُلَانٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلَّا اِنِّيْ رَاَيْتُهٗ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ - رواه مسلم

২১৬. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন ঃ খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী এসে বললেন ঃ অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ অমুক ব্যক্তি শহীদ। রাসূলে আকরাম (স) বললেন ঃ কক্ষনো নয়, আমি তাকে একটি চাদর কিংবা একটি আবা'র জন্যে জাহান্নামী হতে দেখেছি। এটা সে আত্মসাৎ করেছিল। (মুসলিম)

٢١٧ . عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُّحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ - رواه مسلم

২১৭. হযরত আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হলে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি যদি ধৈর্য্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী ও সামনে অগ্রসরমান হও এবং পলায়নপর না হও'। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি আর কিছু বলতে চাও ? লোকটি আবার বললেন ঃ 'আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাসমূহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে ?' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি যদি ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী ও সামনে অগ্রসরমান হও এবং পলায়নপর না হও। তবে (অন্যের) ঋণ ক্ষমা করা হবে না। জিবরাইল (আ) আমায় এ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

٢١٨ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهٗ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَّزَكَاةٍ وَّيَاْتِيْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَ

مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ - رواه مسلم

২১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন; একদা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জানো কোন্ ব্যক্তি দরিদ্র— নিঃস্ব ? সাহাবীগণ বললেন ঃ আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দরিদ্র, যার কোনো ধন-মাল নেই। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচাইতে দরিদ্র হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু (দেখা যাবে যে) সে কাউকে গাল মন্দ করেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো ধন-মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মারধোর করেছে (অর্থাৎ এসব অপরাধও সে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।) এদেরকে তার সৎকাজগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিগুলো পূরণ করার পূর্বেই যদি তার সৎকাজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে দাবিদারদের গুনাসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। এরপর তাকে দোযখে ছুঁড়ে মারা হবে। (মুসলিম)

٢١٩ . عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَّ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِىَ لَهُ بِنَحْوِ مَا اَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ - متفق عليه .

২১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'আমি একজন মানুষ। তোমরা তোমাদের ঝগড়া-ফাসাদ নিষ্পত্তির জন্যে আমার কাছে এসে থাকো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দলিল প্রমাণ উত্থাপনে প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশি সুদক্ষ হতে পারে। আমি তাদের বক্তব্য শুনে সেই অনুসারে হয়তো ফয়সালা দিতে পারি। এভাবে আমি যদি (অজ্ঞাতসারে) কারো ভাইয়ের হক তাকে দেয়ার ফয়সালা করি, তবে (জেনে রাখবে) আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরাই দিলাম।

(বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٠ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا - رواه البخارى.

২২০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ মুসলমান সব সময় সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করে, যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্তপাত না করে (অর্থাৎ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে)।

(বুখারী)

٢٢١ . عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيَّةِ وَهِىَ اِمْرَاَةُ حَمْزَةَ رض قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى

২২১. হযরত হামযার স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে 'আমের আল-আনসারী বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র মাল (অর্থাৎ সরকারী ধন-সম্পদ) অবৈধভাবে ব্যয় করে— অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্যে জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ সাতাইশ

মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহের সুরক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা পোষণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, সেটা তার নিজের জন্যেই তার প্রভুর নিকট অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।' (সূরা হজ্জ ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবে; আর এটা হলো (সম্মান দেখানো) অন্তরের তাকওয়া। (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ মুমিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা প্রসারিত করো। (সূরা আল হিজর ঃ ৮৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যদি কেউ অন্য কাউকে হত্যার অপরাধ কিংবা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যদি কেউ অন্য কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে নিহত হবার কবল থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকে জীবন দান করল। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৩২)

٢٢٢ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ - متفق عليه

২২২. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে দেয়াল স্বরূপ। এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিমান করে।' এ কথা বলার সময় তিনি (রাসূলে আকরাম) এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখান। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٣ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَرَّ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَّسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ اَوْ لِيَقْبِضْ عَلٰى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ اَنْ يُّصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ - متفق عليه

২২৩. হযরত আবু মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের মসজিদ কিংবা বাজারগুলো থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যায় এবং তার সাথে যদি এর ফলে কোনো মুসলমানের দেহে আঘাত লাগার ভয় থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٤ . عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى - متفق عليه

২২৪. হযরত নূ'মান ইবনে বশীর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন বিশেষ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা অনুভুত হয়; সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়)। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٥ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رض وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْاَقْرَعُ : اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ - متفق عليه

২২৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমু খেলেন। তখন আকরা' ইবনে হাবেস (রা) তাঁর কাছেই ছিলেন। আকরা' বললেন ঃ আমার দশটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি কখনো তাদের কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলে আকরাম (স) তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না, সে দয়ার যোগ্য হতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٦ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوالٰكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ اَمْلِكُ اِنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوْبِكُمُ الرَّحْمَةَ - متفق عليه

২২৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) কতিপয় আরব বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তারা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা কি আপনাদের ছোট শিশুদের চুমো দেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তারা বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কিন্তু

শিশুদের চুমো দেইনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও দয়া-মায়া তুলে নিয়ে নেন, তাহলে আমি কি তার মালিক বা জিম্মাদার হতে পারি ? (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٧ . عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّا يَرْحَمَا النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللّٰهُ - متفق عليه

২২৭. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ্ও তাকে দয়া করেন না।' (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٨ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ - وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا يَشَاءُ - متفق عليه .

২২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। (অবশ্য) তোমাদের কেউ যখন একাকী নামায পড়ে, তখন সে নিজ ইচ্ছামতো নামায লম্বা করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٩ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهٖ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ - متفق عليه

২২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজ (ইবাদত) করার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও (মাঝে মাঝে) তা পরিহার করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তাঁর দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকবে। পরিণামে এটা হয়ত তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٠ . وَعَنْهَا رض قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ فَقَالُوْا : اِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ - متفق عليه مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فِيْ قُوَّةَ مَنْ اَكَلَ وَشَرِبَ -

২৩০. হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে 'সওমে বিসাল' (সামান্য পানাহার করে একাধারে দীর্ঘদিন রোযা পালন) করতে বারণ করেছেন। তাঁরা নিবেদন করলেন ঃ আপনি যে এটা (সওমে বিসাল) করেন ? তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদের মতো নই। আমি রাত যাপন করি আর আমার প্রভু আমায় পানাহার করান। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣١ . عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ كَرَاهِيَّةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ - رواه البخارى

২৩১. হযরত আবু কাতাদা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার আগ্রহ নিয়ে নামাযে দাঁড়াই। ইতোমধ্যে (হয়ত) আমি শিশুদের কান্নার আওয়ায শুনতে পাই। এ বিষয়টি মায়েদের অস্থির করে তুলতে পারে ভেবে আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। (বুখারী)

٢٣٢ . عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ - رواه مسلم

২৩২. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে (ফজরের) নামায আদায় করল, সে আল্লাহ্র জিম্মায় চলে গেল। (তোমাদের এরূপ অবস্থার মধ্যেই থাকা উচিত)। আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যিম্মার ব্যাপারে পুংখানুপুংখ হিসাব না চান। কেননা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তিনি যাকে পাকড়াও করতে চাইবেন, পাকড়াও করতে পারবেন। তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারবেন। (মুসলিম)

٢٣٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

২৩৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর জুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে যত্নশীল হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইর কোনো কষ্ট বা সমস্যা দূর করে দেয়, আল্লাহ তার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশ বিশেষ দূর করে দেবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٤ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لَايَخُوْنُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ - رواه الترمذى

২৩৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে। না তাকে মিথ্যা বলতে পারে আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। মূলত প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলমানের ওপর হারাম। (তিনি আপন বক্ষস্থলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ) তাক্ওয়া এখানে থাকে। কোন ব্যক্তির নষ্ট হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট থাকে। (তিরমিযী)

٢٣٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا- اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُه وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ اَمْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ - رواه مسلم

২৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার সামনে পণ্যের দাম বাড়িও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করোনা, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় করোনা। আল্লাহর বান্দাগণ! 'তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। জেনে রাখ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে না জুলুম করতে পারে না হীন জ্ঞান করতে পারে অথবা না পারে অপমান অপদস্থ করতে। তাক্ওয়া এখানেই থাকে। (এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন) কোনো ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে কিংবা হীন জ্ঞান করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-মাল এবং মান-ইজ্জত অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

٢٣٦ . عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ - متفق عليه

২৩৬. হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা অনুসারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٧ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهٗ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهٗ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهٗ اَوْ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهٗ - رواه البخارى

২৩৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে নিষ্ঠুর জালিম হোক অথবা মজলুম। এক

ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটা যদি মজলুম হয় আমি তাকে সাহায্য করবো এটা বুঝতে পারলাম; কিন্তু যদি সে জালিম হয় তাহলে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবো ? তিনি বললেন ঃ তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখ, বাঁধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করার অর্থ। (বুখারী)

۲۳۸ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةَ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ، وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ، وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهُ فَشَمِّتْهُ، وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

২৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি অধিকার (হক) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করা, জানাযার সাথে চলা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মুসলমানদের পরস্পরের ওপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করবে তাকে সালাম করবে; তোমাকে যখন আমন্ত্রণ জানাবে তা গ্রহণ করবে, যখন তোমার কাছে উপদেশ (পরামর্শ) চাইবে, তাকে উপদেশ দেবে, হাঁচির সময় সে আল্হামদুলিল্লাহ বললে, তুমি তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। যখন সে রুগ্ন হয়ে পড়বে, তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে, তার জানাযায় শরীক হবে।

۲۳۹ . عَنْ اَبِىْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَّنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَاَجَابَةِ الدَّاعِىْ، وَاَفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ اَوْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ -متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ وَّاِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِىْ السَّبْعِ الْاُوَلِ الْمَيَاثِرُ بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ قَبْلَ الْاَلِفِ وَثَاءٍ مُّثَلَّثَةٍ بَعْدَهَا-

২৩৯. বারাআ ইবনে আযেব্ বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। সাতটি নির্দেশ হলো ঃ রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির জবাব দেয়া, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা, মজলুমের সাহায্য করা, কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা এবং সালামের বহুল প্রচলন করা। তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হলো ঃ (পুরুষের জন্যে) স্বর্ণের আংটি পরিধান করা ও তৈরি করা, রূপার পাত্রে পান করা, লাল রঙের রেশমের গদীতে বসা, রেশম ও তুলার মিশ্রনে তৈরী কাপড় পরা, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা, 'কাচ্ছি ও 'দিবাজ' নামাক রেশমী বস্ত্র পরিধান করা। ('কাচ্ছি' হলো রেশম ও তুলার মিশ্রনে তৈরী কাপড় আর 'দিবাজ' হলো এক প্রকার রেশমী বস্ত্র)। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায়, প্রথম সাতটির মধ্যে শপথ পূর্ণ করার স্থলে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়ার কথা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আটাশ

মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তা প্রকাশ না করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِىْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'যেসব লোক চায় ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য।' (সূরা আন-নূর ঃ ১৯)

٢٤٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِىْ الدُّنْيَا اِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم

২৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ দুনিয়ায় গোপন রাখবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

٢٤١ . وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ اُمَّتِىْ مُعًا فًى اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ : يَافُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ - متفق عليه

২৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরামকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমার উম্মতের সবার গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে; কিন্তু (অন্যের) দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে না'। দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার ধরণ হলো ঃ কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা কোনো কাজ করল তারপর সকাল হল। আল্লাহ্ তার এ কাজ গোপন রাখবেন। কিন্তু লোকটি (সকাল বেলা) বলবে ঃ হে অমুক, আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সকাল বেলা সে আল্লাহ্র এই আড়ালকে সরিয়ে ফেলল। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٢ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَ وَ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْ هَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ - متفق عليه

২৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো বাদী অনৈতিক কাজ করলে (ব্যভিচার করলে) এবং তা প্রমাণিত হলে তার ওপর বেত্রদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কিন্তু তাকে গালমন্দ বা ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না। সে যদি তৃতীয় বার অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দিতে হবে, তা একটি পশমী রশির বিনিময়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٣ . وَعَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ : اَضْرِبُوْهُ - قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ - رواه البخارى

২৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলো। লোকটি মদ পান করেছিল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ তাকে প্রহার করো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করলো। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল কতিপয় ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ তোমায় অপদস্থ করেছেন। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ কথা বলোনা; শয়তানকে তার ওপর বিজয়ী করে দিওনা।(বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ উনত্রিশ

মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা দান

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তোমরা কল্যাণময় কাজ করো; আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৭৭)

٢٤٤ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

২৪৪. হযরত ইবনে 'উমার (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর জুলুম করতে পারে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোন কষ্ট বা বিপদ দূরে করে দেয়, আল্লাহ (এর বিনিময়ে) কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশ-বিশেষ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٥ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ

اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَ ارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّاَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ – رواه مسلم

২৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জাগতিক কষ্টগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি (বড়) কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাবজনিত কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাবজনিত কষ্ট লাঘব করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দাহ যতক্ষণ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান (ইল্‌ম) অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেবেন। যখন কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলার কোন ঘরে একত্র হয়ে তাঁর (আল্লাহ্‌র) কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনায় নিরত থাকে, তখন তাদের ওপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ তাদেরকে ঘিরে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘেরাও করে নেন এবং আল্লাহ তাঁর দরবারে উপস্থিতদের (ফেরেশতাদের) কাছে তাদের উল্লেখ করেন। বস্তুত যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ত্রিশ

শাফা'আত বা সুপারিশ প্রসঙ্গে

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا –

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা থেকে অংশ পাবে।
(সূরা নিসাঃ ৮৫)

٢٤٦ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلٰى جُلَسَائِهٖ فَقَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِىَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ مَا اَحَبَّ – متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ مَاشَاءَ

২৪৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো অভাবী লোক এলে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করান। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٨ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض فِىْ قِصَّةِ بَرِيْرَةَ وَزَوْجِهَا قَالَ : قَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَاْمُرُنِىْ ؟ قَالَ اِنَّمَا اَشْفَعُ قَالَتْ لَاحَاجَةَ لِىْ فِيْهِ - رواه البخار

২৪৭. হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন ঃ তিনি বারীরাহ ও তার স্বামীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) বললেন ঃ তুমি যদি তাকে (স্বামীকে) পুনরায় গ্রহণ করতে (তাহলে ভালো হতো)। বারীরাহ বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ ? তিনি বললেন ঃ না, আমি সুপারিশ করছি। তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বারীরাহ বললেন ঃ 'তাহলে তাকে (স্বামীকে) আমার প্রয়োজন নেই।' (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একত্রিশ

লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا-

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়শ কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে কেউ যদি গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্যে উপদেশ দেয় অথবা কোনো (ভালো) কাজের জন্যে কিংবা লোকদের পারস্পরিক কাজকর্ম সংশোধনের জন্যে কাউকে করবে, কিছু বলে, তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যে কেউ এরূ তাকে আমরা বিরাট প্রতিদান দেব।' (সূরা আন-নিসা ঃ ১১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম' (সূরা আন-নিসাঃ ১২৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنَكُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও।' (সূরা আল-আনফালঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'মুমিনরা পরস্পর ভাই। কাজেই তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথোচিতভাবে বিন্যস্ত করে নাও। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১০)

২৪৮. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِىْ دَابَّتِهٖ فَتَحْمِلُهٗ عَلَيْهَا اَوْرَفَعَ لَهٗ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ - متفق عليه

২৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিদিনই মানব দেহের প্রতিটি গ্রন্থির (গিরা) সাদকা আদায় করা দরকার। (তা আদায় করার নিয়ম হলো) ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফের সাথে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া সাদকা হিসেবে গণ্য। কোনো ব্যক্তির সওয়ারীতে অপর ব্যক্তিকে আরোহন করতে দেয়া কিংবা তার মালপত্র ঐ ব্যক্তির সওয়ারীর পিঠে রাখতে দেয়া সাদকার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম কথাবার্তা বলা সাদকা হিসেবে গণ্য। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও সাদকার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪৯. عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا - متفق عليه وفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتْ : وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِىْ شَىْءٍ مِّمَّا يَقُوْلُ لَهُ النَّاسُ اِلَّا فِىْ ثَلَاثٍ : تَعْنِى الْحَرْبَ وَالْاِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيْثَ الرَّجُلِ اِمْرَاَتَهٗ وَحَدِيْثَ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا -

২৪৯. হযরত উম্মে কুলসুম বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে পরস্পর-বিরোধী দু'ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ উম্মে কুলসুম আরো বলেন ঃ আমি মহানবীকে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে 'মিথ্যা' বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) দুই বিবদমান দলের মধ্যে 'মিথ্যা' বলার মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপন করে দেয়া, (২) যুদ্ধের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া (তথ্য গোপন করা) (৩) স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কথা-বার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া।

২৫০. عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصْوَاتُهُمَا، وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهٗ فِىْ شَىْءٍ وَّهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَيْنَ الْمُتَاَلِّىْ عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ ؟ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَهٗ اَىُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ - متفق عليه

২৫০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর ঘরের (দরজার) বাইরে তর্কা-তর্কির শব্দ শুনতে পেলেন। সংশ্লিষ্ট লোকদের

কণ্ঠস্বর একদম চরমে উঠেছিল। তাদের একজন ছিল ঋণ গ্রহণকারী; সে ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করার এবং তার প্রতি সদয় হওয়ার জন্যে অনুনয়-বিনয় করছিল। অন্যদিকে ঋণদাতা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছিল ঃ আমি তা করতে পারবো না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্র নামে হলফকারী কে, যে কল্যাণের কথা বলতে রাজী নয় ? লোকটি বলল ঃ 'আমি, হে আল্লাহ্র রাসূল'। ঋণ গ্রহিতা যেমন পছন্দ করবে, তেমনি করা হবে। (অর্থাৎ সে যা বলবে, তা-ই আমি মেনে নেবো)।

(বুখারী ও মুসলিম)

٢٥١ . عَنْ اَبِيْ الْعَبَّاسِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ السَّعِدِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَّعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رض فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَّكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلَالٌ الصَّلٰوةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِيْ الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِيْ الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِيْ التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رض لَايَلْتَفِتُ فِيْ الصَّلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رض يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِيْ الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِيْ الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَايَسْمَعُهُ اَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلَّا الْتَفَتَ يَا اَبَابَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رض مَاكَانَ يَنْبَغِيْ لِاِبْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

متفق عليه

২৫১. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ আস্-সাঈদী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পৌছল, 'আওফ ইবনে আমর গোত্রের লোকদের মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া-বিবাদ চলছে। খবর শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে সেখানে গেলেন। সেখানে তাঁর অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও ঘনিয়ে এল। হযরত বিলাল (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আবু বকর! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেল। আপনি কি লোকদের নামাযে ইমামতিটা করবেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তা করতে পারি, যদি তুমি চাও! বিলাল নামাযের জন্যে ইকামত দিলেন এবং আবু বকর (ইমামতির জন্যে) সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাকবীরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধলেন এবং পিছনের মুক্তাদীরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। ঠিক এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন। তিনি

কাতার ভেদ করে একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুক্তাদীরা তালি বাজিয়ে তাঁর আগমনের সংকেত দিতে লাগলেন। কিন্তু আবু বকর (রা)-এর সেদিকে কোনো খেয়াল ছিল না। কিন্তু তারা যখন অধিকতর জোরে তালি বাজাতে লাগলেন, তখন আবু কবর (রা) চোখ ফিরিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি ইঙ্গিত করে তাঁকে (আবু বকরকে) নিজ স্থানে থাকতে বললেন। কিন্তু আবু বকর (রা) নিজের দু'হাত উঁচু করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে গিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি সাহাবীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমাদের কি হলো! যখন নামাযের মধ্যে কোনো কিছু ঘটে, তখন তোমরা (উরুতে হাত মেরে) তালি বাজাতে শুরু করো। কিন্তু উরুতে হাত মেরে তালি বাজানো তো মেয়েদের কাজ (এটা পুরুষদের জন্যে উচিত নয়)। কাজেই যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কিছু ঘটতে দেখবে, সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ অতি পবিত্র) শব্দটি উচ্চারণ করে। কেননা কোনো ব্যক্তি যখনই 'সুবহানাল্লাহ' বলে তা শোনা মাত্র লোকেরা তার প্রতি মনোযোগী হয়। হে আবু বকর! আমি ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও কোন্ জিনিসটি তোমাকে লোকদের নামাযে ইমামতি করতে বাধা দিল ? আবু বকর (রা) বললেন ঃ খোদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) লোকদের নামাযে ইমামতি করার মোটেই যোগ্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ বত্রিশ

দুর্বল ও গরীব মুসলমানদের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তোমাদের হৃদয়কে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাঁদের দিক থেকে কখনো তোমরা অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করোনা।' (সূরা আল-কাহাফ ঃ ২৮)

২৫২ . عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ - متفق عليه.

২৫২. হযরত হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন্ ধরনের লোক জান্নাতী হবে, আমি কি তা তোমাদের বলবো না ? যে দুর্বল ব্যক্তিকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে যদি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে হলফ করে, তবে আল্লাহ তা পূরণ করার সুযোগ দেবেন। কোন্ ধরনের লোক জাহান্নামে যাবে, তা আমি কি তোমাদের বলবো না ? (জেনে রাখো)! প্রতিটি নাদান, অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٣ . عَنْ اَبِىْ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعِدِيِّ رض قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُّنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُّشَفَّعَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لَّا يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لَّا يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ مِّلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا -

متفق عليه

২৫৩. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর কাছে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ (চলে যাওয়া) লোকটি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? জবাবে সে বলল ঃ 'তিনি তো শরীফ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র কসম! তিনি খুবই যোগ্য লোক। তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা হয় এবং তাঁর সুপারিশও গ্রহণ করা হয়। (কোনো মন্তব্য না করে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন। এরপর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর সমানে দিয়ে অতিক্রান্ত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে জবাবে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ লোকটি তো গরীব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। তার অবস্থা এই যে, তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না এবং সে কোন কথা বললে তাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই লোকটি নিঃস্ব মুসলমান হলেও দুনিয়ার ঐসব (তথাকথিত শরীফ) লোকদের চেয়ে অনেক উত্তম।

(বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٤ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِىْ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِىْ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمْ اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِى اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَاِنَّكِ النَّارُ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمْ عَلَىَّ مِلْؤُهَا -

رواه مسلم

২৫৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশত এবং দোযখ এই দুইয়ের মধ্যে বিতর্ক হলো। দোযখ বলল, আমার ভেতর বড় বড় জালিম, দাম্ভিক ও অহংকারী লোকেরা রয়েছে। বেহেশত্ বলল, আমার ভেতরে রয়েছে গরীব, দুর্বল ও অসহায় লোকেরা। মহান আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন ঃ বেহেশত! তুমি আমার রহমতের আধার। তোমার মাধ্যমে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ প্রদর্শন করবো। আর দোযখ! তুমি আমার শাস্তির আধার। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দেব। তোমাদের উভয়কে পূর্ণতা দানই আমার কাজ। (মুসলিম)

٢٥٥ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَاتِى الرَّجُلُ السَّمِيْنُ الْعَظِيْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ - متفق عليه

২৫৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক মোটা-তাজা ও দীর্ঘদেহী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে লোকটির মূল্য ও মর্যাদা একটি মাছির ডানার সমতুল্য ও হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٦ . وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْشَابًّا فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا : مَاتَ- قَالَ : أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِىْ بِهِ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ : دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِىْ عَلَيْهِمْ - متفق عليه

২৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা (অথবা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, এক যুবক) মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করত। একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে সাহাবীদের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, সেই লোকটি মারা গেছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমাকে এ খবর দাওনি কেন ? (সম্ভবত তারা এটাকে মামুলী ব্যাপার মনে করেছিলেন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। লোকেরা তাকে কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি লোকটির জানাযা পড়লেন এবং বললেন ঃ এই কবরবাসীদের করবগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকত। তাদের জন্য আমার নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٨ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ - رواه مسلم

২৫৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের মাথার চুল উস্কোখুস্কো এবং পা দুটি ধূলি ধুসরিত; তাদেরকে মানুষের দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তাদের সেই শপথ পূর্ণ করার তৌফিক দেন। (মুসলিম)

٢٥٨ . عَنْ أُسَامَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ - متفق عليه

২৫৮. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি মিরাজ-এর রাতে জান্নাত-এর দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, জান্নাতে প্রবেশকারী অধিকাংশ লোকই হচ্ছে নিঃস্ব, দরিদ্র। বিত্তবান লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আগেই দেওয়া হয়েছিল। আমি দোযখের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, দোযখে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে মহিলা।

(বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمْ فِىْ الْمَهْدِ اِلَّا ثَلَاثَةٌ : عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا فَاَتَتْهُ اُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ فَقَالَ : يَارَبِّ اُمِّىْ وَصَلَاتِىْ فَاَقْبَلَ عَلٰى صَلَاتِهٖ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ : يَاجُرَيْجُ فَقَالَ يَارَبِّ اُمِّىْ وَصَلَاتِىْ فَاَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهٖ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ اُمِّىْ وَصَلَاتِىْ فَاَقْبَلَ عَلٰى صَلَاتِهٖ، فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لَاتُمِتْهُ حَتّٰى يَنْظُرَ اِلٰى وَجُوْهِ الْمُوْمِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَّعِبَادَتَهٗ وَكَانَتِ امْرَاَةٌ بَغِىٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ : اِنْ شِئْتُمْ لَاَفْتِنَنَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهٗ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِ فَاَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَاوِىْ اِلٰى صَوْمَعَتِهٖ فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَّفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوْهُ وَهَدَمُوْا صَوْمَعَتَهٗ وَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَهٗ- فَقَالَ مَاشَاْنُكُمْ ؟ قَالُوْا زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِىِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ : قَالَ اَيْنَ الصَّبِىُّ ؟ فَجَاءُوْا بِهٖ فَقَالَ دَعُوْنِىْ حَتّٰى اُصَلِّىَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَى الصَّبِىَّ؟ فَطَعَنَ فِىْ بَطْنِهٖ وَقَالَ يَاغُلَامُ مَنْ اَبُوْكَ ؟ قَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِىْ فَاَقْبَلُوْا عَلٰى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُوْنَهٗ وَ يَتَمَسَّحُوْنَ بِهٖ وَقَالُوْ نَبْنِىْ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : لَا اَعِيْدُوْهَا مِنْ طِيْنٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوْا وَبَيْنَا صَبِىٌّ يَرْضَعُ مِنْ اُمِّهٖ فَمَرَّ رَجُلٌ رَّاكِبُ عَلٰى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ اُمُّهٗ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَ هٰذَا فَتَرَكَ الثَّدْىَ دَاَقْبَلَ اِلَيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِىْ مِثْلَهٗ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى ثَدْيِهٖ فَجَعَلَ يَرْضَعُ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِىْ اِرْتِضَاعَهٗ بِاُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فِىْ فِيْهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قَالَ : وَمَرُّوْا بِجَارِيَةٍ وَّهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَ يَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِىَ تَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتْ اُمُّهٗ : اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْثَ فَقَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ حَسَنَ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهٗ فَقُلْتَ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِىْ مِثْلَهٗ وَمَرُّوا بِهٰذِهِ الْاَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ

سَرَقْتِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِى ابْنِى مِثْلَهَا فَقُلْتَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا قَالَ : اِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ جَبَّارًا فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ وَاِنَّ هٰذِهِ يَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا - متفق عليه

২৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ দোলনায় কথা বলেনি। (এক) ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং (দুই) সাহেবে জুরাইজ। জুরাইজ একজন খোদাভীরু বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি খানকাহ তৈরী করে সেখানেই বাস করতেন। একদিন সেখানে তার মা এসে উপস্থিত হলেন। এই সময় তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন ঃ হে জুরাইজ। তখন তিনি মনে মনে বললেন ঃ হে প্রভু একদিকে আমার মা এবং অন্যদিকে আমার নামায তবে তিনি নামাযেই রত থাকলেন। পরদিন এসেও মা তাকে নামাযরত অবস্থায়ই পেলেন। তিনি ডাকলেন ঃ 'হে জুরাইজ! তিনি বললেনঃ হে প্রভু! একদিকে আমার মা এবং অন্য দিকে আমার নামায। তিনি তার নামাযেই ব্যস্ত রইলেন। তা মা বললেন ঃ হে আল্লাহ! একে তুমি ব্যভিচারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিয়োনা।

বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে জুরাইজ ও তার বন্দেগীর চর্চা হতে লাগল। লোকদের মধ্যে চরিত্রহীন এক নারী ছিল। সে অত্যন্ত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। সে দাবি করল, তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি জুরাইজকে চরিত্রহীন করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল; কিন্তু তিনি সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এরপর সে তার খানকার কাছাকাছি অবস্থিত এক রাখালের কাছে এল। সে নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করল এবং উভয়ে ব্যাভিচারে লিপ্ত হলো। এতে সে গর্ভবতী হলো। অতঃপর সে একটি সন্তান প্রসব করে বলল ঃ এটা জুরাইজের ফসল। বনী ইসরাঈলীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে খানকা থেকে বের করে এনে মারধোর করল এবং খানকাটিকে ধুলিসাৎ করে দিল। জুরাইজ প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কী হয়েছে ? তোমরা এরূপ কেন করছ ? তারা ক্রুদ্ধস্বরে বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ। ফলে একটি শিশু জন্মলাভ করেছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, শিশুটি কোথায় ? তারা শিশুটিকে নিয়ে এল। জুরাইজ বললেন, আমাকে নামায পড়ার একটু সুযোগ দাও। তিনি নামায পড়লেন এবং তারপর শিশুটিকে নিয়ে নিজের কোলে বসালেন। তিনি শিশুটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে! তোমার পিতা কে ? সে বলল ঃ আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে মনোযোগী হলো এবং তাকে চুম্বন করতে লাগল। তারা প্রস্তাব করলো ঃ এখন আমরা তোমার খানকাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। তিনি বললেন ঃ তার কোনো দরকার নেই; বরং পূর্বের মতো মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। এরপর তারা খানকাটি পুনঃনির্মাণ করে দিল।

(তিন) একদা একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক অত্যন্ত দ্রুতগামী ও উন্নত জাতের একটি পশুতে সওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোশাক-আশাকও ছিল খুব উঁচু মানের। শিশুটির মা নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই লোকটির মতো যোগ্য করে দাও। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে লোকটার দিকে গভীরভাবে তাকালো। তারপর বললো ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এ লোকটির মতো করো না। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শিশুটির দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং তর্জনী মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (রাসূল) বললেন ঃ লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, তুমি চুরি ও ব্যভিচার করেছ। অন্যদিকে বাদী মেয়েলোকটি বলছিল যে, আল্লাহ্ আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই আমার সর্বোত্তম অভিভাবক। শিশুটির মা বলল ঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমার সন্তানকে এ ভ্রষ্টা নারীর কবল থেকে বাঁচাও। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে মেয়েলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে এই মেয়েলোকটির মতো বানাও। এ সময় মা ও শিশু পরস্পরে কথা বলা শুরু করলো। মা বলল, একটি সুন্দর, সুপুরুষ চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে তোল। তুমি জবাবে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মতো বানিও না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি চুরি ও ব্যাভিচারের মতো খারাপ পাপাচার করেছো। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ বানিও না। তুমি বললে, আমাকে এরূপ বানাও। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও জালিম। সে জন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ্! আমাকে এর মতো বানিও না। আর এই মেয়েটিকে তারা বললো, তুমি খারাপ কাজ করেছো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে খারাপ কাজ করেনি। তারা এও অভিযোগ করলো, তুমি চুরি করেছো। কিন্তু আসলে সে চুরি করেনি। এই জন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়েলোকটির মতো বানাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তেত্রিশ

ইয়াতিম, কন্যা শিশু এবং দুর্বল, নিঃস্ব ও সর্বশ্বান্ত লোকদের সাথে সদ্বয় ব্যবহার, আদর-স্নেহ, দয়া-অনুগ্রহ এবং বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (হে নবী!) তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা বিভিন্ন লোককে দিয়ে রেখেছি। আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের অন্তরে কষ্ট অনুভব করবে; বরং এদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি তোমার দয়া-অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে রাখবে। (সূরা হিজরঃ ৮৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ (হে নবী!) তোমার হৃদয়কে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থির রাখো যারা নিজেদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর (তুমি) দুনিয়ার চাকচিক্যের আশায় তাদের দিক থেকে কখনো অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না। (সূরা আল কাহাফ ঃ ২৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ অতএব (তুমি) ইয়াতীমদের প্রতি রুঢ় ব্যবহার করো না। কোন প্রার্থনাকারীকেও ধমক দিও না। (সূরা দোহা ঃ ৯-১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ (হে নবী!) তুমি কি তাদের দেখেছো যারা প্রতিফল দিবসকে (কিয়ামতকে) মিথ্যা মনে করে ? তারা হলো সেই সব লোক, যারা ইয়াতীমকে (গলা) ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিস্‌কিনকে খাবার দিতে নিরুৎসাহ করে। (মাউন ঃ ১-৩)

٢٦٠ . عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُطْرُدْ هٰؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُوْنَ عَلَيْنَا وَكُنْتُ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَّرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَّ بِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ اُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهٗ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ - رواه مسلم

২৬০. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন ঃ একদা আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন মুশরিকরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ এই লোকগুলোকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। তাহলে তারা আমাদের ওপর মাতব্বরী করতে পারবে না। আমরা ছিলাম ঃ (ছয় ব্যক্তি) আমি (সাদ), ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং অন্য দু'ব্যক্তি, যাদের নাম আমার স্মরণ নেই। আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে কিছু কথার উদয় হলো। সে কারণে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ওহী নাযিল হলো ঃ 'যারা আপন প্রভুকে দিনরাত ডাকতে থাকে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা। তাদের হিসাবের কোনো জিনিসের দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না এবং তোমার হিসাবেরও কোন জিনিসের বোঝা তাদের ওপর ন্যস্ত নয়। এতৎসত্ত্বেও তুমি যদি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তবে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আন'আম ঃ ৫২)। (মুসলিম)

٢٦١. عَنْ اَبِىْ هُبَيْرَةَ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رض اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتٰى عَلٰى سَلْمَانَ وَ صُهَيْبٍ وَّبِلَالٍ فِىْ نَفَرٍ فَقَالُوْا مَا اَخَذَتْ سُيُوْفُ اللّٰهِ مِنْ عَدُوِّ اللّٰهِ مَاْخَذَهَا- فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رض اَتَقُوْلُوْنَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ : يَا اَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ اَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَاَتَاهُمْ فَقَالَ يَا اِخْوَتَاهُ اَغْضَبْتُكُمْ قَالُوْالَايَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اَخِىْ- روه مسلم

২৬১. হযরত আবু হুবাইরা অয়েজ ইবনে ‘আমর আল-মুযানী বর্ণনা করেন, তিনি বাইআতে রিয্ওয়ানে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী ছিলেন। একদা আবু সুফিয়ান কতিপয় লোকের সাথে সালমান ফারেসী (রা), সুহাইব রুমী (রা) ও বিলাল (রা)-এর কাছে এলেন। তারা বললেন, আল্লাহ্‌র তরবারি আল্লাহ্‌র শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্য হক আদায় করেনি ? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কুরাইশ শেখ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলছ ? তিনি (আবু বকর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবু বকর! তুমি হয়তো তাদেরকে নাখোশ করেছ। যদি তুমি তাদেরকে (বিলাল, সালমান ও সুহাইবকে) নাখোশ করে থাকো, তবে তুমি তোমার প্রভুকেই নাখোশ করলে। অতঃপর তিনি (আবু বকর) তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ হে ভাই সকল! আমি কি তোমাদের নাখোশ করেছি ? তারা বললেন ঃ না হে ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। (মুসলিম

٢٦٢ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - رواه البخارى

২৬২. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি ও ইয়াতীমদের অভিভাবকরা জান্নাতে এভাবে থাকব ঃ (একথা বলে) তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দু'য়ের মাঝখানে ফাঁক রাখলেন। (বুখারী)

٢٦٣ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ اَنَا وَهُوَ كَهَا تَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ الرَّاوِىْ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ بِالسَّبَّا بَةِ والْوُسْطٰى - رواه مسلم.

২৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়াতীমের লালনকারী তার নিকটাত্মীয় কিংবা দূরাত্মীয় মুসলমানের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। তারা উভয়ে (ইয়াতীম ও তার নিকটাত্মীয়রা) বেহেশতে এভাবে থাকবে ঃ আনাস ইবনে মালিক (রা) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় তাঁর নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে বিষয়টি বোঝালেন। (মুসলিম)

٢٦٤ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا الْقُمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَتَعَفَّفُ - متفق عليه

وَفِىْ رواية فِى الصَّحِيْحَيْنِ : لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُّغْنِيْهِ وَ لَا يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْاَلَ النَّاسَ -

২৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে একটি কিংবা দুটি খেজুর দেয়া হয়, এক লোকমা (মুঠো) কিংবা দুই লোকমা খাবার দেয়া হয় (অর্থাৎ খুবই সামান্য দেয়া হয়, কিন্তু আদৌ বেশি দেয়া হয় না)। বরং যে ব্যক্তি দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতেনা, সে-ই হলো মিসকীন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে দু'এক মুঠো খাবার কিংবা দু'-একটি খেজুরের জন্যে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলেই সে ফিরে চলে যায়; বরং প্রকৃত মিসকীন হলো সেই ব্যক্তি, যার প্রয়োজন পূরণের মতো যথেষ্ট সামর্থ নেই; অথচ (মুখ বুঁজে থাকার দরুন) তাকে চেনাও যায় না, যাতে লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করতে পারে এবং তার নিজেরও কারো কাছে হাত পাতার প্রয়োজন হয় না।

٢٦٥ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : السَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسَبُهُ قَالَ : وَ كَالْقَائِمِ الَّذِيْ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِى لَا يُفْطِرُ - متفق عليه

২৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ বৃদ্ধ, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেন যে, সে অবিরাম নামায আদায়কারী ও প্রতিদিন রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমকক্ষ। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٦ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَمُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَّاتِيْهَا وَيُدْعٰى اِلَيْهَا مَنْ يَّاْبَاهَا وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ - رواه مسلم وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهٖ : بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ -

২৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন ওয়ালিমা (বিবাহোত্তর ভোজ) হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাতে যারা আসতে চায়, তাদেরকে বাধা দেয়া হয় আর যারা আসতে চায় না, তাদেরকে দাওয়াত করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণে অনিচ্ছা ব্যক্ত করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। (মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওয়ালিমা হচ্ছে তা, যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের বর্জন করা হয়।

٢٦٧ . عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَا تَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهٗ - رواه مسلم

২৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, কিয়ামতের দিন সে

এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এ রকম থাকবো। (এরপর) তিনি নিজের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)

٢٦٨ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَّمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَّاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ - متفق عليه

২৬৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমার কাছে এক মহিলা এল। তার সাথে তার দুটি মেয়েও ছিল। মহিলাটি (আমার কাছে) কিছু চাইছিল। কিন্তু তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে খেজুরটা দিলাম। সে তা নিজের দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। কিন্তু সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। এরপর সে উঠে চলে গেল। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টা খোলামেলা জানালাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তিই এভাবে নিজের মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষার মুখোমুখি হবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্যে (মেয়েরা) দোযখের আগুনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٩ . عَنْ عَائِشَةَ رض اَيْضًا قَالَتْ جَاءَتْنِيْ مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تَمْرَةً وَّرَفَعَتْ اِلٰى فِيْهَا تَمْرَةً لِّتَاْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِيْ كَانَتْ تُرِيْدُ اَنْ تَاْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَاَعْجَبَنِيْ شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِيْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ -رواه مسلم

২৬৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা এক গরীব মহিলা তার দুটি মেয়েসহ আমার কাছে এল। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। মহিলাটি তার মেয়ে দুটিকে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্যে নিজের মুখের দিকে তুলল। কিন্তু সেটিও তার মেয়েরা খেতে চাইল। তাই যে খেজুরটি সে নিজে খেতে চেয়েছিল, সেটিকেও সে দু'ভাগ করে নিজের মেয়ে দুটিকে দিয়ে দিল। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ) ব্যাপারটি আমায় হতবাক করে দিল। তার এই কাণ্ডের ব্যাপারটা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খুলে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন কিংবা বলা যায়, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেছেন। (মুসলিম)

٢٧٠ . عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ ابْنِ عَمْرٍ والْخُزَاعِيِّ رض قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْاَةِ - حَدِيْثٌ حَسَنٌ رواهُ النَّسَائِيْ

২৭০. হযরত আবু শুরাইহ্ খুওয়াইলিদ ইবনে 'আমর আল-খুযাঈ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহ! দুই দুর্বল ব্যক্তি, অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের প্রাপ্য বা অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে, আমি তার জন্যে অন্যায় ও অপরাধ (অর্থাৎ গুনাহ) নির্ধারণ করে দিলাম। (নাসাঈ)

٢٧١ . عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ اَرٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهٗ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

২৭১. হযরত মুস্'আব ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন সা'দ অনুভব করলেন, অন্যদের ওপর তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কেবল তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের কারণেই (আল্লাহ্‌র) সাহায্য ও রিয্‌ক পেয়ে থাকো। (বুখারী)

٢٧٢ . عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرٍ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَبْغُوْنِىْ فِى الضُّعَفَاءِ فَاِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

২৭২. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার সন্তুষ্টি সর্বহারা ও দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান করো; কেননা, তাদের অসীলায়ই তোমরা (আল্লাহ্‌র) সাহায্য ও রিযিক পেয়ে থাকো। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ চৌত্রিশ

মেয়েদের প্রতি সদাচরণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করো'। (সূরা আন-নিসাঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ স্ত্রীদের মাঝে পুরোপুরি ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যাতীত। তোমরা মন-প্রাণ দিয়ে চাইলেও তা করতে পারবে না। কাজেই (খোদায়ী আইনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে,) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্যজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বেনা। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়াময়'। (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৯)

٢٧٣ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ مَافِىْ الضِّلَعِ اَعْلَاهُ، فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ الْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَفِيْهَا عَوَجُ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عَوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا - قَوْلُهُ عَوَجٌ هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ -

২৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'আমার কাছ থেকে মেয়েদের প্রতি সদাচরণ করার শিক্ষা গ্রহণ করো। কেননা, নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টাই সবচেয়ে বাঁকা। অতএব, তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তবে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি ফেলে রাখো, তবে বাঁকা হতেই থাকবে। কাজেই মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মতো। তুমি তা সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে। অতএব, তুমি তার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চাইলে এ বাঁকা অবস্থায়ই করো। মুসলিমের অপর এক বর্ণনা এরূপ ঃ মেয়েদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনোই এবং কিছুতেই তোমার জন্যে সোজা হবে না। তুমি যদি তার থেকে কাজ নিতে চাও, তবে এ বাঁকা অবস্থায়ই তা নাও। যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙে ফেলবে। আর এ ভাঙার অর্থ দাঁড়াবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ তালাক দেয়া।

٢٧٤ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رض اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِىْ عَقَرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا اِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَّنِيْعٌ فِىْ رَهْطِهٖ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهٖ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِىْ ضِحْكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ - متفق عليه

২৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুত্‌বা দিতে শুনলেন। তিনি তাঁর খুতবায় মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে বাঁদী-দাসীর ন্যায় প্রহার করে। দিনের শেষে সে আবার তার সাথে শয়ন করে (অর্থাৎ যৌন-সঙ্গম করে)। এরপর তিনি বাতকর্মের কারণে লোকদের হাসা-হাসির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন ঃ যে কাজ তোমাদের মধ্যকার যে কোন ব্যক্তি নিজেই করে, তার জন্যে সে নিজেই কেন হাসবে? (বুখারী ও মুসলিম)

২৭৫ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهٗ - رواه مسلم.

২৭৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোনো মুসলমান পুরুষ যেন কোনো মুসলমান নারীর প্রতি হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে; কেননা তার কোনো একটি বিষয় তার কাছে খারাপ মনে হলেও অন্য একটি বিষয় তার পছন্দ হবেই। (অর্থাৎ তার দোষ থাকলে গুণও থাকবে)। (মুসলিম)

২৭৬ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ رض اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ : اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، اَلَا اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا : فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَّنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ : اَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৭৬. হযরত 'আমর ইবনে আহ্ওয়াস আল-জুশাম্মী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ (খুতবা) শুনেছেন। সে ভাষণে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। এবং লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত করার পর বললেন ঃ তোমরা মেয়েদের প্রতি সদাচরণ করো; কেননা তারা তোমাদের হেফাজতে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে (বৈধ) সুযোগ-সুবিধা লাভ ছাড়া অন্য কিছুর অধিকারী নও। অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদেরকে আলাদা করে দাও; এমনকি, প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করো; কিন্তু কঠোরভাবে নয়। (এরপর) যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্যে ভিন্ন পথ অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো ঃ তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের অপছন্দনীয় লোকদের দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না এবং তাদেরকে তোমাদের বাড়িতে ঢোকারও অনুমতি দেবে না। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো ঃ তোমরা তাদের পানাহারের ব্যাপারে ভালো ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (তিরমিযী)

২৭৭ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ - حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ

২৭৭. হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে'? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আহার করবে, তাকেও আহার করাবে, তুমি যখন (পোশাক) পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করাবে, কখনো তার চেহারা কিংবা মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, কখনো তাকে অশালীন ভাষায় গাল দেবে না এবং ঘরের ভেতর (অর্থাৎ বিছানা) ছাড়া তার থেকে আলাদা হয়োনা। (আবু দাউদ)

٢٧٨ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَّ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচাইতে উত্তম, ঈমানের দৃষ্টিতে সে-ই পূর্ণাঙ্গ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। (তিরমিযী)

٢٧٩. عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِىْ ضَرْبِهِنَّ فَاَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ اَطَافَ بِاٰلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - رواه ابو داود

২৭৯. হযরত ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে (স্ত্রীদেরকে) মারধোর করোনা। একদা হযরত উমর (রা) রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন ঃ স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ওপর দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। এরপর তিনি স্ত্রীদের প্রহার করার অনুমতি দিলেন। ফলে অনেক মহিলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের কাছে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। এ অবস্থা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের অনেক মহিলা এসে মুহাম্মদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এসব স্বামীরা কিছুতেই ভালো লোক নয়। (আবু দাউদ)

٢٨٠ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّ خَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ - رواه مسلم

২৮০. হযরত আবুদল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গোটা দুনিয়াই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ পঁয়ত্রিশ

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'পুরুষেরা মেয়েদের তত্ত্বাবধায়ক— এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একদলকে অন্যদলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আরো এ কারণে যে, পুরুষরা তাদের ধন-মাল (স্ত্রীদের জন্যে) ব্যয় করে। অতএব, পুণ্যবতী নারীরা আনুগত্যশীল হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অবর্তমানে আল্লাহ্র হেফাজতে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে।'
(সূরা আন্-নিসা ঃ ৩৪)

٢٨١ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَاْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا -

২৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি তার বিছানায় স্বীয় স্ত্রীকে ডাকে; কিন্তু স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয়ায় স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশতারা ভোর পর্যন্ত তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ কোন স্ত্রী লোক তার স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাত কাটালে ফেরেশ্তারা সকাল পর্যন্ত তাকে লা'নত করতে থাকে। অন্য এক বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া দিতে অস্বীকৃত জানায়, তাহলে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে থাকেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

٢٨٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَاَةٍ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَلَا تَاْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ - متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ

২৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীর পক্ষে (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। তার অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়াও তার (স্ত্রীর) জন্যে বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

২৮৩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِه وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَّالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِه، وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه - متفق عليه

২৮৩. হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান একজন সংরক্ষক (তাকেও তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে)। পুরুষ (বা স্বামী) তার পরিবার-পরিজনের সংরক্ষক। স্ত্রী তার স্বামী-গৃহের ও সন্তানদের সংরক্ষক। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই সংরক্ষক (বা পাহারাদার) এবং প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

২৮৪ . عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهٗ لِحَاجَتِه فَلْتَاْتِه وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

২৮৪. হযরত আবু 'আলী তাল্‌ক ইবনে আলী (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামী যখন কোনো প্রয়োজনে স্ত্রীকে কাছে ডাকে, সে (স্ত্রী) যেন সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে চলে আসে; এমন কি চুলোর ওপর রুটি চাপানো থাকলেও।
(তিরমিযী ও নাসাঈ)

২৮৫ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا -رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে। (তিরমিযী)

২৮৬. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَّاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

২৮৬. হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো স্ত্রী লোক যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

২৮৭ . عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تُؤْذِىْ امْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا - رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৮৭. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখনই কোনো নারী তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে, তখনই (জান্নাতের) আয়াতলোচনা হুরদের মধ্যে তার সম্ভাব্য স্ত্রী বলে ঃ (হে অভাগিনী)!) তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমায় ধ্বংস করুন! তিনি তোমার কাছে একজন মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী)

٢٨٨ . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - متفق عليه

২৮৮. উসামা ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের জন্যে মেয়েদের চাইতে বেশি ক্ষতিকর ফিত্‌না (বিপর্যয়) আর রেখে যাইনি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ছত্রিশ

পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'সন্তানের পিতাকে ন্যায়ানুগভাবে মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتَاهَا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছলতা অনুসারে ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযিক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই মাল থেকে ব্যয় করবে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর ন্যস্ত করেন না। (সূরা আত্-তালাক ঃ ৭)

٢٨٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهٗ فِىْ رَقَبَةٍ وَّدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَّدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهٗ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِىْ اَنْفَقْتَهٗ عَلٰى اَهْلِكَ - رواه مسلم

২৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার তুমি ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিসকীনকে দান করেছ এবং একটি দীনার পরিবারের লোকদের জন্যে ব্যয় করেছ। এসব দীনারের মধ্যে যেটি তুমি নিজ

পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করেছ, প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই তোমার জন্যে সবচেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

٢٩٠. عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ بْنِ بُجْدُدَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفضَلُ دِيْنَارٍ يُّنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى دَبَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -رواه مسلم

২৯০. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু আবদুর রহমান ইবনে সাওবান ইবনে বুহ্দুদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ সবচে উত্তম দীনার হলো তা, যা কোন ব্যক্তি তার নিজ পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করে, যা আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে লালিত ঘোড়ার জন্যে ব্যয় করে এবং যা আল্লাহ্র পথে স্বীয় বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করে। (মুসলিম)

٢٩١ . عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِّىْ اَجْرٌ فِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَ لَا هٰكَذَا اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ لَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ - متفق عليه

২৯১. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আবু সালামার বাচ্চাদের জন্যে ব্যয় করি, তবে তাতে কি আমি কোন সওয়াব পাবো ? আমি তাদেরকে কোনভাবেই ত্যাগ করতে পারছি না। কেননা, তারা আমারও সন্তান। তিনি (রাসূল) বললেন ঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্যে যা কিছু ব্যয় করছ, তাতে তোমার জান্যে প্রতিফল রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٢ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الَّذِىْ قَدَّمْنَاهُ فِىْ اَوَّلِ الْكِتَابِ فِىْ بَابِ النِّيَّةِ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ اِمْرَاَتِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্যে তুমি যে খরচই করনা কেন, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি, তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুমি তুলে দিচ্ছ, তারও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٣ . عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ - متفق عليه

২৯৩. হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি সওয়াব পাওয়ার আশায় আপন পরিবারবর্গের জন্যে যা ব্যয় করে, তা তার জন্যে সাদকা রূপে গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٤ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهٗ

২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোনো ব্যক্তি কারো রিযিকের মালিক হলে তার সে রিযিক ধ্বংস করে দেয়াই তার গুনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোনো ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যাথেষ্ট যে, সে যার রিযিকের মালিক হয় তার এ রিযিক সে আটকে রাখে।

٢٩٥ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَّوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّ يَقُوْلُ الْاٰخَرُ- اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا - متفق عليه

২৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দার সকাল হলেই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! খরচকারীকে যথোচিত বিনিময় দান করো। অন্যজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের ধন নষ্ট করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٦ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَاَبْدَ بِمَنْ تَعُوْلُ - وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَّمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ - رواه البخارى

২৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নীচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত (অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতার হাত) শ্রেয়তর। নিকটাত্মীয়দের (পোষ্যদের) থেকে দান-খয়রাত শুরু করা বিধেয়। আর্থিক স্বচ্ছল অবস্থায় দান-খয়রাত করা উত্তম। যে ব্যক্তি নেক্‌কার হতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তাকে নেকবখ্‌ত করে দেন। যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করে দেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ সাঁইত্রিশ

আল্লাহ্‌র পথে উত্তম ও মনোপুত জিনিস ব্যয় করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের প্রিয় ও মনোপুত বস্তু (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবেনা। আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি জানেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯২)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে ধন-মাল অর্জন করেছ এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি, তা থেকে শ্রেয়তর অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্যে নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে নেয়া তোমাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

২৯৭ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رض اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنْ نَّخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِّلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْبِرَّ هَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ : اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ - متفق عليه

২৯৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) খেজুর বাগানের দরুন সবচেয়ে বেশি ধন-মালের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমগ্র ধন-মালের মধ্যে 'বায়রা হাআ' নামক বাগানটি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি মনোপুত ছিল। আর এ বাগানটি ছিল মসজিদে নববীর একেবারে সামনে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শ সেখানে যাতায়াত করতেন এবং বাগানে মিষ্টি পানি পান করে পরিতৃপ্ত হতেন। হযরত আনাস বলেন ঃ যখন এই আয়াত নাযিল হলো– 'তোমাদের সবচেয়ে মনোপুত জিনিসটি (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবেনা, তখন আবু তালহা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। 'বায়রা হাআ' নামক বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহ্‌র রাহে দান (সদকাহ) করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদান লাভের আশা পোষণ করি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক এটাকে কাজে লাগান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'বেশ, বেশ। এটা তো খুবই লাভজনক সম্পদ (দু'বার)। তুমি যা বলছ, আমি তা শুনেছি। তবে এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দান করাটাই আমি যথোচিত মনে করি।' আবু তালহা বললেন ঃ 'আমি তা-ই করবো হে আল্লাহর রাসূল!

এরপর আবু তালহা বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আটত্রিশ

আপন সন্তানাদি, পরিবারবর্গ এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে বারণ করা, তাদেরকে সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমার পরিবারবর্গকে নামায আদায়ের নির্দেশ দাও'। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা আত্‌তাহরীমঃ ৬)

২৯৮ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رض تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِخْ كِخْ اِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لَا نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ - متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّا لَايَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ -

২৯৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের (সাদকার) একটি খেজুর তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তিরস্কারের সুরে বললেন ঃ 'শীগ্‌গীর এটা ফেলে দাও। তুমি কি জাননা, আমরা সাদকার মাল খাইনা ? (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনা মতে, 'আমাদের জন্যে সাদকার বস্তু-সামগ্রী হালাল নয়।'

২৯৯ . عَنْ اَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْاَسَدِ رَبِيبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِىْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِىْ بَعْدُ - متفق عليه

২৯৯. হযরত আবু হাফ্‌স 'উমর ইবনে আবু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে একটি বালক ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের এদিক-সেদিক ঘুরত। (এটা দেখে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন ঃ 'বৎস' (মুখে) আল্লাহ্‌র নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ করো এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে খাবার খাও।' এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শেখানো নিয়মেই খাবার গ্রহণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٠ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ الْاِمَامُ رَّاعٍ وَّ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ - متفق عليه

৩০০. হযরত ইবনে 'উমর বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম (নেতা) একজন রক্ষক; তাঁকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ (স্বামী) তার পরিবারবর্গের রক্ষক। তাকে এ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক; তাকে এ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক; তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং তোমরা সকলেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠١ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَّفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُوْا دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ -

৩০১. হযরত 'আমর ইবনে শু'আইব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাত বছরে পা রাখলেই তোমরা আপন সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দেবে। দশ বছরে পা রাখলে (তখনো যদি নামায পড়ার অভ্যাস না হয় তবে) তাদেরকে নামায পড়ার জন্যে দৈহিক সাজা দেবে এবং তাদের বিছানাও আলাদা করে দেবে। (আবু দাউদ)

٣٠٢ . عَنْ اَبِيْ ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ - حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - وَلَفْظُ اَبِيْ دَاوُدَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ -

৩০২. হযরত আবু সুরাইয়্যা সাব্‌রা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানী (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাত বছর বয়সেই শিশুদের নামায শিক্ষা দেবে। দশ বছর বয়সে (নামায না পড়লে) দৈহিকভাবে শাস্তি দেবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) আবু দাউদের বর্ণনাঃ শিশু সাত বছরে পদার্পণ করলেই তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে।

অনুচ্ছেদ ঃ উনচল্লিশ
প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তার সাথে কাউকে শরীক করোনা; মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করো; নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও এবং নিকট প্রতিবেশী আত্মীয়, দূর প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সঙ্গী ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতিও দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পসন্দ করেন না, যে নিজ বিবেচনায় দাম্ভিক এবং নিজেকে বড় ভেবে আত্মগৌরবে বিভ্রান্ত' (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

٣٠٣ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ - متفق عليه

৩০৩. হযরত ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা জিবরাঈল এসে আমায় প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরাম উপদেশ দিতে লাগল। এমনকি আমার মনে হলো, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে (সম্পদের) উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) বানিয়ে যাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٤ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَبَا ذَرٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهٗ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ ﷺ اَوْصَانِىْ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهٗ ثُمَّ انْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِّنْ جِيْرَانِكَ فَاَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ .

৩০৪. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু যার! তুমি যখন তরকারী পাকাও, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোলটা বাড়িয়ে নিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তা পৌঁছে দিও। (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যখন ঝোল পাকাও, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিও এবং তারপর নিজ প্রতিবেশীদেরকে এই ঝোল ভালভাবে পরিবেশন করো।

٣٠٥ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الَّذِىْ لَايَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّايَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ -

৩০৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কে 'সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তি?' তিনি বললেনঃ 'যার ক্ষতি (অনিষ্ট) থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٣٠٦ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ - متفق عليه

৩০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অন্য প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ মনে না করে। এমনকি, (একজন অপর জনকে) ছাগলের পায়ের একটি ক্ষুর উপহার পাঠালেও নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٧ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لَاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ - متفق عليه.

৩০৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার দেয়ালের সাথে অন্য প্রতিবেশীকে খুঁটি স্থাপন করতে বারণ না করে। এরপর আবু হুরাইরা (রা) বলতেন ঃ আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কাছে এ হাদীসটি অবশ্যই বর্ণনা করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٨ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ لِلْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অতিথিদের আদর-যত্ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, যে সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٩ . عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْكُتْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ بَعْضَهٗ

৩০৯. হযরত আবু শুরাইহ্ আল-খুযায়ী (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিদের আদর-যত্ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, যে যেন ভালো কথা বলে, নচেত চুপ থাকে।

(বুখারী ও মুসলিম)

٣١٠ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَالٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ ؟ قَالَ : اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا - رواه البخارى.

৩১০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার দুটি প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাবো ? তিনি বললেন ঃ দু'য়ের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশি নিকটে, তাকে। (বুখারী

٣١١ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ - رواهُ التِّرْمِذِيّ

৩১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ বন্ধুজনের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার সঙ্গীর কল্যাণ কামনা করে। আর প্রতিবেশীর মধ্যে আল্লাহ্র কাছে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ চল্লিশ

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَا لِدَيْنَ اِحْسَانًا وَّبِذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা সবাই আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো, এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো। নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সঙ্গী, পথিক-মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করো।'

(সূরা আন নিসাঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দোহাই পেড়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে নিজ নিজ হক দাবি করো এবং আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। (সূরা আন নিসাঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ اَلْاٰيَةُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ '(বুদ্ধিমান লোক হলো তারা) যারা, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে'। (সূরা আর রা'দঃ ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ....

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আমরা মানুষকে নিজেদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আনকাবুতঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমার প্রভু আদেশ করছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় বর্তমান থাকে, তবে তোমরা তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলবেনা। তাদেরকে তিরস্কার করবে না; বরং তাদের সাথে অতীব মর্যাদার সাথে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এ দো'আ করতে থাকবে ঃ 'প্রভু হে! এঁদের প্রতি রহম করো, যেমন করে শৈশবে এরা স্নেহ-বাৎসল্যের সাথে আমায় প্রতিপালন করেছেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আমরা মানুষকে তাদের পিতামাতার অধিকার বুঝবার জন্যে নিজ থেকে তাগিদ করেছি। তার জননী (অত্যন্ত) কষ্ট ও দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজ পেটে ধারণ করেছে। এরপর তাকে একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো এবং সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও।' (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

৩১২ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ : ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ : ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - متفق عليه

৩১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ কাজটি আল্লাহ্র কাছে সবচাইতে প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ যথা সময়ে নামায আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন ঃ মা বাবার সাথে সদাচরণ করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরাপর কোন্ কাজটি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٣١٣ . عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ - رواه مسلم

৩১৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোনো সন্তানই তার পিতার অবদান পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে (সন্তান) যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় দেখে এবং খরিদ করে মুক্ত করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হতে পারে)। (মুসলিম)

٣١٤ . وَعَنْهُ أَيْضًا رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - متفق عليه

৩১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের (পরকালের) প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣١٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ، قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ بَلٰى، قَالَ : فَذٰلِكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ وَصَلَكِ وَ صَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ -

৩১৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করে যখন ক্ষান্ত হলেন, তখন 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) দাঁড়িয়ে বললো ঃ এ জায়গাটি কি সেই ব্যক্তির জন্যে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার জন্যে আপনার কাছে আশ্রয় চায় ? তিনি (আল্লাহ্) বললেনঃ 'হাঁ'। তুমি কি একথায় সন্তুষ্ট হবে, যে তোমায় বজায় রাখবে, আমিও তার প্রতি দয়া করবো

এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো ? 'রাহেম' বললোঃ 'হাঁ, আমি সন্তুষ্ট হবো।' আল্লাহ বললেন ঃ এ জায়গাটি তোমার। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের) বললেন ঃ যদি তোমরা (অবিচল) থাকতে চাও, তবে এই আয়াত পাঠ করো ঃ অবশ্য ক্ষমতায় আরোহন করলে হয়তো তোমরা দুনিয়ায় চরম অশান্তি ও ফিতনার সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে ? (মূলত) এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২-২৩) (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহ বলেন, যে তোমায় বহাল রাখবে, আমি তাকে অনুগ্রহ করবো আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।

٣١٦ . وَعَنْهُ رض قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ ؟ قَالَ : اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاوْكَ، ثُمَّ اَدْنَاكَ -

৩১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাছ থেকে সদাচরণ ও সৎসঙ্গী পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে বললো ঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, সে বললো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে বললো ঃ অতঃপর কে ? তিনি বললেনঃ তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাছ থেকে সদাচরণ ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়।

٣١٧ . وَعَنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৩১৭. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মালিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না।

٣١٧. وَعَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ - رواه مسلم. وَتُسِفُّهُمْ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ

وَتَشْدِيْدِ الْفَاءِ وَالْمَلُّ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَتَشْدِيْدِ اللاَّمِ وَهُوَ الرَّمَادُ الْحَارُّ: أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الْحَارَّ . وَهُوَ تَشْبِيْهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِّنَ الْاِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ الْحَارِّ مِنَ الْأَلَمِ وَلَا شَيْءَ عَلٰى هٰذَا الْمُحْسِنِ. اِلَيْهِمْ لٰكِنْ يَنَالُهُمْ اِثْمٌ عَظِيْمٌ بِتَقْصِيْرِهِمْ فِيْ حَقِّهِ وَادْخَالِهِمُ الْأَذٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৩১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি; কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তা ও সহনশীলতার সাথে কাজ করি; কিন্তু তারা সর্বক্ষেত্রেই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যেমন বলেছ, তেমনটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছো। কাজেই তুমি যতক্ষণ বর্ণিত কর্মনীতির ওপর অবিচল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমার সাথে থাকবে এবং তিনি ওদের ক্ষতি থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। (মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন, আলোচ্য হাদীসে গরম ছাইকে গুনাহ্‌র সাথে তুলনা করা হয়েছে। গরম ছাই ভক্ষণকারী যেমন তীব্র কষ্ট ভোগ করে, ঠিক তেমনি গুনাহগার ব্যক্তিও দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু নেককার ব্যক্তিকে অনুরূপ কোন তীব্র কষ্ট বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না; বরং তাকে কষ্ট দেওয়া এবং তার হক নষ্ট করার জন্য তার প্রতিপক্ষই শাস্তি ভোগ করবে।

٣١٩ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِيْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَ لَهٗ فِيْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের হায়াত (আয়ুষ্কাল) বৃদ্ধি হওয়া পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٠ . وَعَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنْ نَخْلٍ وَّكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهٖ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْا بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِيْ عَمِّهٖ -

متفق عليه

৩২০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, প্রচুর খেজুর বাগানের মালিক আবু তালহা মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিত্তশালী লোক ছিলেন। তার সমগ্র সম্পদের মধ্যে 'বাইরা হাআ' নামক খেজুর বাগানটি তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। বাগানটি ছিল মসজিদে নববীর সামনের দিকে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ঢুকে বাগানের মধ্যকার মিষ্টি পানি পান করতেন। এই আয়াত যখন নাযিল হলো ঃ 'তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন আবু তালহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিমাময় আল্লাহ্ আপনার ওপর নাযিল করেছেন ঃ তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না।' 'বাইরা হাআ' নামক বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর রাহে দান (সাদকা) করে দিলাম। আমি এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা পোষণ করি।

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী এটাকে কাজে লাগান। রাসূলে আকরাম (স) বললেন ঃ আচ্ছা এটাত বেশ লাভজনক সম্পদ। আর তুমি যা বলেছ তাও আমি শুনেছি। এখন এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দান করে দেয়াই আমি সমীচীন মনে করি। আবু তালহা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা বললেন, আমি তা-ই করবো। এরপর আবু তালহা বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢١ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رض قَالَ: اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى لاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ وَّالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ بَمْ كِلاَهُمَا قَالَ : فَتَبْتَغِىْ الاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَاذَنَهٗ فِىْ الْجِهَادِ فَقَالَ : اَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ .

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন 'আস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরত করার বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই; এবং (এজন্যে) আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বাপ-মায়ের কেউ কি বেঁচে আছে ? সে বললোঃ হাঁ, তারা উভয়েই বেঁচে আছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরপরও তুমি আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান আশা কর ? লোকটি বললোঃ 'হাঁ'। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাও; তাদের সাথে সদাচরণ করো এবং তাদের খেদমত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের শব্দগুলো সহীহ মুসলিমের। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে। এত লোক তাঁর নিকটে এসে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন ঃ তোমার পিতামাতা বেঁচে আছে কি ? সে বলল, হ্যা! তিনি বললেন তাহলে তাদের খেদমত করাকেই জিহাদ মনে কর।

৩২২ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন ঃ সদাচরণ লাভের পরিবর্তে সদাচরণকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী হল সেই ব্যক্তি যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে আবার তা স্থাপন করে। (বুখারী)

৩২৩ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে (দো'আর ছলে) বলে ঃ 'যে আমায় জুড়ে দেবে, আল্লাহ তাকে জুড়ে দেবেন। যে আমায় ছিঁড়ে ফেলবে, আল্লাহ তাকে ছিঁড়ে ফেলবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২৪ . عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رض اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَّ لَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّيْ اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ ؟ قَالَ : اَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ - متفق عليه

৩২৪. উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা বিনতে হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একটি ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু সে জন্যে তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিলেন না। তিনি পালাক্রমে যেদিন মাইমুনার ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি জানেন ? আমি আমার বাঁদীটাকে মুক্ত করে দিয়েছি'? তিনি বললেন ঃ তুমি কি তাকে মুক্তি দিয়েছো। মাইমুনা বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি এই বাঁদীটাকে তোমার মামাদের দিয়ে দিতে, তাহলে আরও বেশি সওয়াব অর্জন করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২৫ . عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رض قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُ اُمِّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ اُمَّكِ - متفق عليه

৩২৫. হযরত আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য মক্কা থেকে মদীনায় এলেন। তখনও পর্যন্ত তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার

জন্য এসেছেন। আমি কি আমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩২৬ . عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ لَهٗ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْاَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّيْ وَاِلَّا صَرَفْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بَلِ ائْتِيْهِ اَنْتِ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهٗ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْاَلَانِكَ اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ ﷺ فَسَاَلَهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا قَالَ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী এবং সাকীফ গোত্রের কন্যা হযরত যয়নাব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করো; এমন কি, তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও। যয়নব বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের (স্বামী) কাছে ফিরে এসে বললাম ঃ আপনি তো দরিদ্র এবং সামান্য ধন-মালের অধিকারী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) সাদকা করার হুকুম দিয়েছেন। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমার সব দান-খয়রাত আপনাকে দিলে তা সঙ্গত হবে কিনা ? আবদুল্লাহ বললেন ঃ তার চেয়ে বরং তুমি নিজে গিয়েই তাঁর কাছ থেকে জেনে এস। এরপর আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় গিয়ে দেখি, সেখানে আরো একজন আনসার মহিলা অপেক্ষা করছে। আমাদের উভয়ের প্রসঙ্গ একই ধরনের। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এক অলৌকিক অবস্থা বিরাজ করছিল।

এই সময় বিলাল আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে খবর দিন, দু'জন মহিলা আপনার দরজায় অপেক্ষমান। তারা আপনার কাছে জানতে এসেছে, আমরা যদি আমাদের স্বামীদের এবং আমাদের প্রতিপালিত ইয়াতীমদের দান-খয়রাত করি, তবে কি তা আমাদের জন্যে সঙ্গত হবে ? তবে আমরা কে, এ বিষয়ে আপনি তাঁকে কিছুই জানাবেন না। বিলাল (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মহিলা দু'টি কে ? তিনি বললেন ঃ একজন আনসার মহিলা এবং অপরজন যয়নব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কোন্ যয়নব ? বিলাল (রা) বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদের উভয়ের জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে ঃ (এক) নিকটাত্মীয়তার সওয়াব, (দুই) দান-খয়রাতের সওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٧ . وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ صَخْرِبْنِ حَرْبٍ رض فِى حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِىْ قِصَّةِ هِرَقْلَ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لاَبِىْ سُفْيَانَ : فَمَاذَا يَاْمُرُكُمْ بِهِ (يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ) قَالَ قُلْتُ : يَقُوْلُ : اُعْبُدُوْا اللّٰهِ وَحْدَهٗ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَايَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - متفق عليه

৩২৭. হযরত আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে (আবু সুফিয়ানকে) জিজ্ঞেস করল ঃ তিনি (অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আদেশ করে থাকেন ? আবু সুফিয়ান বলেন ঃ আমি বললাম, তিনি (নবী) বলেন ঃ তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করোনা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা (এ বিষয়ে) যা বলেছে, তা পরিহার করো। এ ছাড়া তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ইত্যাকার কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٨ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ اَرْضًا يُّذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ وَفِىْ رِوَايَةٍ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِىَ اَرْضٌ يُّسَمّٰى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِاَهْلِهَا خَيْرًا، فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا - وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَاَحْسِنُوْا اِلٰى اَهْلِهَا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا اَوْقَالَ ذِمَّةً وَّصِهْرًا

- رواه مسلم.

৩২৮. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন ঃ তোমরা শীঘ্রই এমন একটি অঞ্চল (জনপদ) দখল করবে, যেখানে 'কীরাত' (সওয়াবের একটি বিশেষ পরিভাষা) সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে, যেখানে কীরাতের নামোল্লেখ করা হয়। অতএব, তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে; এটা যখন তোমরা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি দয়াশীল হবে। কেননা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (মুসলিম)

٣٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ يَابَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ يَا بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا

بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا - رواه مسلم

৩২৯. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো, 'নিজের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করো' (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ২১৪) তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ডাকলেন। তাতে সাড়া দিয়ে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, ইতর-ভদ্র সবাই এক স্থানে জড়ো হলো। তিনি সবার উদ্দেশে বললেন ঃ 'হে 'আবদে শামসের বংশধর! হে কা'ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! নিজেদেরকে আগুনের সাজা থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করো। হে আবদে মান্নাফের বংশধর! নিজেদেরকে আগুনের সাজা থেকে বাঁচাও। হে হাশেমের বংশধর! নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! নিজেদেরকে আগুন থেকে। হে ফাতিমা বিন্‌তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও। আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তোমাদের বাঁচানোর মালিক আমি নই। (আমার অবস্থান) শুধু এটুকুই যে, তোমাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি (দুনিয়ায়) এর হক আদায় করতে চেষ্টা করবো। (মুসলিম)

৩৩০. عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَسِرٍّ يَقُوْلُ اِنَّ اٰلَ بَنِىْ فَلَانٍ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَائِىْ اِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ اَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا - متفق عَلَيْهِ .

৩৩০. হযরত 'আমর ইবনে আ'স (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে (গোপনে নয়) বলতে শুনেছি ঃ অমুকের বংশধরগণ আমার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক নয়, আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হলেন (মহান) আল্লাহ এবং পুণ্যবান মুমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি তা অটুট রাখার চেষ্টা করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩১. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ خَالِدِبْنِ زَيْدِ الْاَنْصَارِىِّ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ- فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ - متفق عليه

৩৩১. হযরত আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতে থাকো, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করোনা, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখো। (বুখারী ও মুসিলিম)

٣٣٢ . عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رض عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ، فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءِ فَاِنَّهٗ طَهُوْرٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَّعَلٰى ذِيْ الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

৩৩২. হযরত সালমান ইবনে আ'মের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ এতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পাওয়া যায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা এটা পবিত্র এবং পবিত্রতা বিধানকারী। তিনি আরো বলেন, নিঃস্বকে (মিসকিনকে) দান-খয়রাত করা সাদকা হিসেবে গণ্য। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দুটো বিষয় স্মর্তব্য ঃ এক, দান-খয়রাত করা এবং দুই, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা। (তিরমিযী)

٣٣٣ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كَانَتْ تَحْتِيْ اِمْرَاَةٌ وَّكُنْتُ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ : طَلِّقْهَا فَاَبَيْتُ فَاَتٰى عُمَرُ رض النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا- رواه اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু (পিতা) উমর তাকে পছন্দ করতেন না। একদিন তিনি আমায় বললেন, তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দিয়ে দাও। আমি তাঁর এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করলাম। উমর (রা) রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালেন। এরপর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় ডেকে বললেন ঃ 'স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।'
(আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

٣٣٤ . عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رض اَنَّ رَجُلًا اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِيْ اِمْرَاَةً وَاِنَّ اُمِّيْ تَاْمُرُنِيْ بِطَلَاقِهَا ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوِاحْفَظْهُ - رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৩৪. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো ঃ আমার একটি স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্যে আমায় নির্দেশ দিয়েছেন। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাপ-মা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি মজবুত দরজা। এখন তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটি ভেঙ্গেও ফেলতে পারো কিংবা সংরক্ষণও করতে পারো। (তিরমিযী)

٣٣٥ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ . رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৩৩৫. হযরত বারাআ ইবনে আযিব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খালা মায়ের সমতুল্য। (তিরমিযী)

এই অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত বহু সংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুচ্ছেদটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেগুলো এখানে সংযোজন করা হলো না। এর মধ্যে 'আমর ইবনে আন্‌বাসা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসও রয়েছে। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ (يَعْنِيْ فِيْ أَوَّلِ النُّبُوَّةِ) فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ : أَرْسَلَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِيْ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَذَكَرَ تَمَّامَ الْحَدِيْثِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ -

'আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন ঃ নবুয়্যতের প্রথম দিকে আমি মক্কায় এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম আপনি কে ? তিনি বললেন ঃ (আল্লাহ্‌র) নবী। আমি আবার প্রশ্ন করলাম ঃ নবী কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমায় পাঠিয়েছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম ঃ কি জিনিস নিয়ে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ "তিনি (আল্লাহ) আমায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মূর্তি চুরমার করা, আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করার নির্দেশসহ পাঠিয়েছেন।" (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একচল্লিশ

বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া, তাদের কথা অমান্য করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'এখন তোমাদের থেকে এ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে দুনিয়ায় আবার তোমরা অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে একজনে অপর জনের গলা কাটবে ? এরা তো এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহ লানৎ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন।

(সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২-২৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ، اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'যেসব লোক আল্লাহর সাথে মজবুত ওয়াদা করার পর তা

ভঙ্গ করে, যারা এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা রক্ষা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আর যারা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের ওপর লানৎ। তাদের জন্য আখিরাতে থাকবে খুবই খারাপ জায়গা।' (সূরা আর রা'দ ঃ ২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমাদের প্রভু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, তোমরা কেবল তাঁরই বন্দেগী করবে এবং বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়েই বুড়ো অবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে তিরস্কার করবে না; বরং তাদের সাথে অতীব মর্যাদার সাথে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে আর এই দো'আ করতে থাকবে ঃ 'হে আল্লাহ! তাদের প্রতি দয়া (রহম) কর যেমন করে তারা ছোট বেলায় আমাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

٣٣٦ . عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قُلْنَا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৬. হযরত আবু বাকরাহ নুফাই ইবনে হারিস (রা) বলেন. একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরক সবচেয়ে বড় গুনাহ্টির কথা জানাব ? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন ঃ তা হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া। এ কথাগুলো বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এরপর সোজা হয়ে বসে আবার বললেন ঃ সাবধান! মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও (সবচেয়ে বড় গুনাহ্)। তিনি কথাগুলো বারবার বলে যাচ্ছিলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, আহা! তিনি যদি থেমে যেতেন! (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣٧ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوابْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ - رواهُ الْبُخَارِىُّ

৩৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ হলো— আল্লাহর সাথে (কাউকে) শরীক করা, বাপ-মায়ের অবাধ্য হওয়া, (অকারণ) কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা।

(বুখারী)

٣٣٨ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَّلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ .

৩৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বড় গুনাহসমূহের মধ্যে একটি হলো, (নিজের) মা-বাপকে গাল দেয়া। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন লোক কি তার মা-বাপকে গাল দিতে পারে ? তিনি বললেন ঃ 'হাঁ'। লোকেরা একজন অন্যজনের বাবাকে গাল দেয় আর সে এর জবাবে তার বাবাকে গাল দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গাল দেয় আর (এর জবাবে) দ্বিতীয়জন প্রথম জনের মাকে গাল দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ সবচাইতে বড় গুনাহ্‌র মধ্যে একটি হলো, কোনো ব্যক্তির তার মা-বাপকে লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কি তার মা-বাপকে লা'নত করতে পারে ? (তিনি বললেন, হাঁ) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাপকে লা'নত করে, আর সে আবার তার বাপকে লা'নত করে। এ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে লা'নত করে। জবাবে ঐ ব্যক্তি এ ব্যক্তির মাকে লা'নত করে।

٣٣٩. عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سُفْيَانُ فِىْ رِوَايَتِهِ يَعْنِىْ قَاطِعَ رَحِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৯. হযরত আবু মুহাম্মদ যুবাইর ইবনে মুত্‌য়াম বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আবু সুফিয়ান এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এর অর্থ হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٤٠ . عَنْ اَبِىْ عِيْسَى الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَّهَاتِ وَوَاْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاِضَاعَةَ الْمَالِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৪০. মুগীরা ইবনে শু'বাহ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া, কার্পণ্য করা, অন্যায়ভাবে অন্যের মাল দাবি করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, বেশি পরিমাণে চাওয়া এবং সম্পদ ধ্বংস করা তোমাদের জন্যে অপসন্দ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়াল্লিশ

মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য সম্মাননা লোকদের সাথে সদাচরণ করার সুফল

٣٤١ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ اَبِيْهِ- رواه مسلم

৩৪১. হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নেক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেক কাজ হলো ঃ কোনো ব্যক্তির তার বাবার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা। (মুসলিম)

٣٤٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَا رض اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَاَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلٰى رَاْسِهِ قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ فَقُلْنَا لَهُ : اَصْلَحَكَ اللّٰهُ اِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَا : اِنَّ اَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلَ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক বেদুঈন তাঁর সাথে মক্কার পথে সাক্ষাত করলো। ইবনে উমর (রা) তাকে সালাম করলেন এবং তাঁর বাহন গাধার পিঠে তাকেও তুলে নিলেন। (শুধু তা-ই নয়) তিনি নিজের পাগড়ীটাও তাকে মাথায় পরিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন ঃ আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন; বেদুঈনরা তো অল্পতেই সন্তুষ্টি লাভ করে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ এই লোকটির পিতা উমরের বন্ধু ছিল। আমি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ নেক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেক কাজ হলো ঃ বাবার বন্ধুদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করা। (মুসলিম)

٣٤٣ . وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَّتَرَوَّحُ عَلَيْهِ اِذَا مَلَّ رُكُوْبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَّشُدُّ بِهَا رَاْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلٰى ذٰلِكَ الْحِمَارِ اِذْا مَرَّ بِهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ : اَلَسْتَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ؟ قَالَ بَلٰى فَاَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هٰذَا وَاَعْطَاهُ وَالْعِمَامَةَ وَقَالَ اشْدُدْ بِهَا رَاْسَكَ فَقَالَ لَه بَعْضُ اَصْحَابِهِ : غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ اَعْطَيْتَ هٰذَا الْاَعْرَابِىَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَاْسَكَ فَقَالَ : اِنِّىْ سَمِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَبَرِ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُّوَلِّى وَاِنَّ اَبَاهُ كَانَ صَدِيْقًا لِعُمَرَ رض روى هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا مُسْلِمٍ -

৩৪৩. হযরত ইবনে দীনার থেকে ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ তার একটি গাধা ছিল। তিনি মক্কায় গমনকালে উটের পিঠে চড়তে খুব অস্বস্তি বোধ করতেন। ফলে বিশ্রামের জন্যে তিনি এ গাধাঁর পিঠে চড়তেন এবং নিজের পাগড়ীটা মাথায় জড়িয়ে নিতেন। বরাবরের অভ্যাস মতো একদিন তিনি এ গাধাঁর পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক নও ? ইবনে উমর বললেন ঃ 'হাঁ'। ইবনে উমর তাকে গাধাঁটা দিয়ে বললেন ঃ এর পিঠে আরোহন কর। এরপর তাঁর পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে বললেন ঃ এটা মাথায় বাঁধো। তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন। গাধাঁটা আপনি বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন, অথচ এর ওপর আপনি আরোহন করতেন। এমনকি, পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে দিলেন, অথচ এটা আপনি মাথায় পরতেন। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নেক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেক কাজ হলো ঃ বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুর পরিবারবর্গের সাথে সাদাচরণ করা। উল্লেখ্য, এ ব্যক্তির পিতা হযরত উমর (রা)-এর বন্ধু ছিল। (মুসলিম)

٣٤٤ . عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّيْنِ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رض قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْجَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِ سْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا، وَاِكْرَمُ صَدِيْقِهِمَا - رواه ابو داود

৩৪৪. হযরত আবু উসাইদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এ সময় বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মা-বাপের মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সদাচরণ করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় কি ? বর্তালে তা কিভাবে পালন করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাদের কল্যাণার্থে দোআ করো, তাদের গুনাহ মুক্তির জন্যে ক্ষমা চাও, তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করো, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করো। (এ কারণে যে, এরা তাদেরই আত্মীয়) এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। (আবু দাউদ)

٣٤٥ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ رض وَمَا رَاَيْتُهَا قَطُّ وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهٗ كَاَنْ لَّمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَاَةٌ اِلَّا خَدِيْجَةُ ! فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَ كَانَتْ وَ كَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ اِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيْ فِيْ خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُوْلُ اَرْسِلُوْا بِهَا اِلٰى اَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ - وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ : اِسْتَاْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ

৩৪৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো, অন্য কারো প্রতি তেমনটা হতো না। অথচ আমি তাকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তিনি (নবী করীম) প্রায়শই তাঁর কথা বলতেন। তিনি যখনই কোন ছাগল (কিংবা দুম্বা) যবাই করতেন এবং তার গোশত টুকরা টুকরা করতেন, তখন তা খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের কাছে অবশ্যই পাঠাতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে বলতাম, সম্ভবত খাদীজার মতো আর কোনো নারী দুনিয়ায় ছিল না। তিনি (তাঁর প্রশংসা করে) বলতেন ঃ সে এরূপ ছিল, সে এরূপ ছিল (অর্থাৎ নানাভাবে তাঁর উল্লেখ করতেন)। তার গর্ভে আমার কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো ছাগল (কিংবা দুম্বা) যবাই করতেন, তার গোশ্‌ত খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের কাছে যথাসাধ্য পাঠানোর চেষ্টা করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি যখন ছাগল (কিংবা দুম্বা) যবাই করতেন, তখন বলতেন ঃ খাদীজার বান্ধবীদের বাড়িতে গোশ্‌ত পাঠাও। অপর এক বর্ণনাতে আয়েশা (রা) বলেন, খুয়াইলিদের কন্যা এবং খাদীজার বোন হালাহ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অনুমতি চাইলেন। তখন খাদীজা (রা)-এর অনুমতি চাওয়ার কথা তাঁর মনে ভাস্বর হয়ে উঠল। এতে তিনি আবেগে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠলেনঃ হে আল্লাহ্! হালাহ্ বিন্‌তে খুয়াইলিদ এসেছে।

٣٤٦ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رض فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِىْ فَقُلْتُ لَهٗ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ الْاَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْـئًا اٰلَيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ اَنْ لَّا اَصْحَبَ اَحَدًا مِّنْهُمْ اِلَّا خَدَمْتُهٗ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন ঃ (একদা) আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে কোনো এক সফরে রওয়ানা হলাম। তিনি আমার খুব খেদমত করতে লাগলেন। আমি তাঁকে বারণ করে বললাম ঃ আপনি এ রকম করবেন না। তিনি (জারীর) বললেন ঃ আমি আনসারদের দেখেছি, তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক কাজ করে দিচ্ছেন। তাই আমি অঙ্গীকার করেছি, আমি তাদের মধ্যে যারই সাথে থাকিনা কেন, তারই খেদমত করতে থাকব। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তেতাল্লিশ

রাসূলে আকরাম (স)-এর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মর্যাদার সুরক্ষা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আল্লাহ এটাই চান যে, তিনি তোমাদের নবীর পরিবারের সদস্যদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করে তুলবেন।' (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবে; কারণ এটা অন্তরের তাকওয়ার ব্যাপার।' (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩২)

৩৪৭ . عَنْ يَزِيْدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ اَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اِلٰى زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ رض فَلَمَّا جَلَسْنَا اِلَيْهِ قَالَ لَهٗ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيْثَهٗ وَغَزَوْتَ مَعَهٗ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهٗ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ اَخِيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَقَدُمَ عَهْدِيْ وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِيْ كُنْتُ اَعِيْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوْا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُوْنِيْهِ ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعٰى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَاُجِيْبَ وَ اَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى النُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسْتَمْسِكُوْا بِهٖ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاَهْلُ بَيْتِيْ اُذَكِّرُ كُمُ اللّٰهَ بَيْتِيْ فَقَالَ لَهٗ حُصَيْنٌ وَمَنْ اَهْلُ بَيْتِهٖ يَازَيْدُ اَلَيْسَ نِسَاؤُهٗ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ ؟ قَالَ نِسَاؤُهٗ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَلٰكِنْ اَهْلُ بَيْتِهٖ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهٗ قَالَ وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَّاٰلُ عَقِيْلٍ وَّاٰلُ جَعْفَرٍ وَّاٰلُ عَبَّاسٍ رض قَالَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ - رواهُ مُسلِمُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِلَّا وَاِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَحَدُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ مَنِ اتَّبَعَهٗ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ تَرَكَهٗ كَانَ عَلٰى ضَلَالَةٍ -

৩৪৭. হযরত ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান বর্ণনা করেন, (একদা) আমি, হুসাইন ইবনে সাবরা এবং আমর ইবনে মুসলিম (রা) যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বসলে হুসাইন তাকে বললেন ঃ হে যায়েদ! আপনি অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়েদ! আপনি অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। হে যায়েদ! আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন ঃ হে ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার যুগ বাসি হয়ে গেছে। সর্বোপরি, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু মুখস্ত করেছিলাম, তার কিছু কিছু অংশ ভুলে গেছি। সুতরাং আমি তোমাদের যা বলবো তা মেনে নেবে আর যা বলবো না, তার জন্যে আমায় কষ্ট দেবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খুমা' নামক একটি কূপের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা করতে শুরু

করলেন। জায়গাটি মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত। প্রথমেই তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন, লোকদেরকে উপদেশ দিলেন এবং শাস্তি ও শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ 'হে জনগণ! সাবধান হয়ে যাও। হয়তো শীগ্‌গীরই আমার প্রভুর দূত এসে যাবে এবং আমাকে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথ-নির্দেশনা (হেদায়েত) এবং আলোক রশ্মি। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে ধারণ দৃঢ়ভাবে করো এবং তাকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখো।'

হযরত যায়েদ বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন এবং তদনুসারে কাজ করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ 'দ্বিতীয়টি হলো; আমার 'আহলি বাইত' (পরিবারবর্গ)। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। (অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভুলে যাবে না)।' হুসাইন তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে যায়েদ! তাঁর আহ্‌লি বাইত কারা ? তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর আহ্‌লি বাইতের শামিল নন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাঁর স্ত্রীরাও আহলি বাইতের শামিল। আর ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, তাঁর ইন্তেকালের পর যাদের প্রতি সাদ্‌কা খাওয়া নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে, তারাও তাঁর পরিবারবর্গের শামিল। হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে কে ? যায়েদ বললেন, তাঁরা হলেন ঃ 'আলী (রা), আকীল (রা), জাফর (রা) ও আব্বাস (রা)-এর বংশধরগণ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এঁদের সবার প্রতি কি সাদ্‌কা নিষিদ্ধ ছিল ? তিনি (যায়েদ) বললেন ঃ 'হাঁ'। (মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব, (এটা হলো আল্লাহর রশি— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার যোগসূত্র।) যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে হেদায়েতের নির্ভুল ও সঠিক পথেই থাকবে। আর যে ব্যক্তি একে ছেড়ে দেবে, সে গোমরাহ বা ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে।

٣٤٨ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رض مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ اَنَّهٗ قَالَ : اَرْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهٖ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩৪৮. হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মওকুফরূপে বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করো। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ চুয়াল্লিশ

বয়স্ক আলেম ও সম্মানিত লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান, তাদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؟ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, যে জানে আর যে জানে না, তারা উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে ? বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।' (সূরা আয-যুমারঃ ৯)

৩৪৯ . عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَّلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ، وَّلَا يَقْعُدُ فِيْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ : فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلَ سِنًّا أَيْ إِسْلَامًا وَفِيْ رِوَايَةٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَ أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا -

৩৪৯. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপেক্ষকৃত সুন্দরভাবে কুরআন পড়ে, সে-ই লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পাঠে সবাই সমান হয়, তবে যে অধিক হাদীস (সুন্নাহ) জানে। যদি হাদীসেও তারা সমান হয়, তবে যে প্রথমে হিজরাত করেছে। যদি হিজরাতেও সমান হয়, তবে যে অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তি সে (ইমামতি করবে)। কোনো ব্যক্তি যেন অপর কোনো ব্যক্তির অধিকার ও প্রতিপত্তির এলাকায় ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া যেন সে তার সম্মানের স্থলে (নির্দিষ্ট আসনে) না বসে। (মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় 'বয়সের দিক থেকে অগ্রসর' কথাটির স্থলে ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রসর কথাটির উল্লেখ রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে পড়ে এবং কিরাআতের দিক থেকেও অগ্রসর, সে-ই লোকদের ইমামতি করবে। যদি কিরাআতের দিক থেকেও তারা সমান হয়, তবে হিজরতের দিক থেকে অগ্রসর ব্যক্তিই ইমামতি করবে। যদি হিজরাতেও সমান হয়, তবে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবে।

৩৫০ . وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫০. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতারে আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিভিন্ন রকমে (কাতার বাঁকা করে) দাঁড়াবে না; তাতে তোমাদের অন্তরগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্তরে মতানৈক্যের সৃষ্টি হবে)। তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ও

বুদ্ধিমান লোকেরাই যেন আমার কাছাকাছি (প্রথম কাতারে) থাকে। এরপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি তারা, এরপর (উভয় বিষয়ে) যারা তাদের কাছাকাছি, তারা (দাঁড়াবে)। (মুসলিম)

٣٥١ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَّ اِيَّا كُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ - رواه مسلم

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান, তারা যেন আমার কাছাকাছি (প্রথম কাতারে) দাঁড়ায়। এরপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি, তারা দাঁড়াবে। (তিনি তিনবার এ কথা বলেন) তিনি আরো বলেনঃ তোমরা মসজিদকে বাজারে পরিণত করা থেকে দূরে থাকো। (অর্থাৎ মসজিদে বাজারের মতো হট্টগোল করোনা।) (মুসলিম)

٣٥٢ . عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ وَقِيْلَ اَبِىْ مُحَمَّدٍ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ رض قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِىْ دَمِهٖ قَتِيْلًا فَدَفَنَهٗ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَا اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ ؟ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫২. হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া কিংবা আবু মুহাম্মদ সাহল ইবনে আবু হাস্‌মা আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্ল এবং মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ খাইবার অঞ্চলে গেলেন। তখন খাইবারবাসী মুসলমানদের সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারপর দু'জনে নিজ নিজ কাজে আলাদা হয়ে গেলেন। পরে মুহাইয়্যাসা আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের কাছে এসে দেখেন, তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে রক্তমাখা শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর মুহাইয়্যাসা তাঁকে দাফন করে মদীনায় ফিরে এলেন। আবদুর রহমান ইবনে সাহ্ল এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'বয়োজ্যেষ্ঠকে বলতে দাও', 'বয়োজ্যেষ্ঠকে বলতে দাও'। আবদুর রহমান ছিলেন দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাই তিনি চুপ মেরে গেলেন। এরপর অন্য দু'জন মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা কথা বললেন। রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা কি হলফ করে বলতে পারবে, হত্যাকারী কে ? তাহলে তোমরা রক্তপণের হকদার হবে।' অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বিবৃত করা হয়েছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩৫৩ . عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ (يَعْنِىْ فِىْ الْقَبْرِ) ثُمَّ يَقُوْلُ : اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا لِّلْقُرْاٰنِ ؟ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهٗ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهٗ فِىْ اللَّحْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৩৫৩. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে নিহত দু'জন শহীদকে একই কবরে দাফনের জন্য নিচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, এ দুজনের মধ্যে কে অধিক কুরআনে হাফেজ ? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হতো, তিনি তাকে কবরে আগে (ডান দিকে) রাখতেন।

৩৫৪. عَنِ ابْنِ عُمَرَا رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَرَانِىْ فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِىْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ فَقِيْلَ لِىْ : كَبِّرْ فَدَفَعْتُهٗ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا - رواه مُسلمٌ مُّسْنَدًا وَ الْبُخَارِىُّ تَعْلِيْقًا.

৩৫৪. হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মিসওয়াক করছি। এ সময়ে দুই ব্যক্তি আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বয়সে অপরজনের চেয়ে বড়। আমি বয়সে ছোট ব্যক্তিকে মিস্ওয়াকটি দিলাম। আমাকে বলা হলো, বড়কে মিসওয়াকটি দিন। অতএব, আমি বয়স্ক ব্যক্তিকে মিসওয়াকটি দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৫৫ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَالْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامُ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ - حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ

৩৫৫. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বয়স্ক মুসলমানকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক (অর্থাৎ কুরআনের হাফেজ ও কুরআন বিশারদ) যদি তাতে (অর্থাৎ কুরআনের শব্দ ও অর্থের মধ্যে) বাড়াবাড়ি কিছু না করে, তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই শামিল। (আবু দাউদ)

৩৫৬ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ حَقَّ كَبِيْرِنَا.

৩৫৬. হযরত আমর ইবনে শু'আইব এবং তার পিতা ও দাদার বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদা দেয় না, সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) আবু দাউদের আরেকটি বর্ণনা ঃ যে আমাদের বড়োদের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক নয়, (সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়)।

٣٥٧ . عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ عَائِشَةَ رض مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَاَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَّمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَاَقْعَدَ تْهُ فَاَكَلَ فَقِيْلَ لَهَا فِىْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْزِلُو النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ لٰكِنْ كَانَ مَيْمُوْنٌ : لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِىْ اَوَّلِ صَحِيْحِهِ تَعْلِيْقًا فَقَالَ وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبَدِ اللّٰهِ فِىْ كِتَابِهِ مَعْرِفَةَ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَقَالَ هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৩৫৭. হযরত মাইমুন ইবনে আবু শু'আইব বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর সম্মুখ দিয়ে একটি ভিক্ষুক যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) তাকে এক টুকরা রুটি খেতে দিলেন। এরপর তার সামনে দিয়ে সুবেশধারী একটি লোক যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিন বললেন ঃ রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের পদ-পদবী অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করো।' (আবু দাউদ)

ইমাম আবু দাঊদ এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে মায়মুনার দেখা হয়নি। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে একে মু'আল্লাক হাদীসরূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের পদ-পদবী অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করার জন্যে আমাদের হুকুম দিয়েছেন। ইমাম হাফেজ আবু আবদুল্লাহ তাঁর 'মারেফাতে উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে এ হাদীসটির উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ হাদীস।

٣٥٨. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى اِبْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَّ كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رض وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلًا كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِاَبْنِ اَخِيْهِ يَاابْنَ اَخِىْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَاسْتَاذِنْ لِىْ عَلَيْهِ فَاسْتَاذَنَ لَهٗ فَاَذِنَ لَهٗ عُمَرُ رض فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ هِىَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رض حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُّوْقِعَ بِهٖ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهٖ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ) وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَاجَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى - رواه الْبُخَارِىُّ .

৩৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা উয়াইনা ইবনে হিস্ন (মদীনায়) এল। সে তার ভাইপো হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হলো। হুর ইবনে কায়েস উমর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কুরআনবিদগণও উমর (রা)-এর পরিষদবর্গ ও উপদেষ্টা পরিষদ (মসজিলে শূরা)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উয়াইনা তার ভাইপোকে বললোঃ 'হে ভাতিজা! এই আমীর (উমর) পর্যন্ত তোমার অবাধে পৌছার অধিকার রয়েছে।

সুতরাং তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে একটু অনুমতি নিয়ে দাও। উয়াইনা তার কাছে অনুমতি চাইল। উমর (রা) তাকে অনুমতি দিলেন। উয়াইনা তাঁর কাছে পৌঁছে বললো ঃ 'হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি না আমাদের বাড়তি কিছু দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা কর।' এ কথায় উমর (রা) খুব ক্রুদ্ধ হলেন, এমন কি তাকে কিছুটা মারধোর করারও ইচ্ছা করলেন। তখন হুর তাঁকে বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ হে নবী! নম্রতা ও মার্জনার নীতি অনুসরণ করো। সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়োনা; বরং তাদেরকে এড়িয়ে চল। (সূরা আল-আ'রাফঃ ১৯৯)। হুর বলেন ঃ 'এ ব্যক্তি মূর্খ লোকদেরই একজন।' আল্লাহ্‌র কসম! উমর এ আয়াত শুনে তাঁর জায়গা ছেড়ে মোটেই সামনে এগোননি; কেননা তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের সবচেয়ে বেশি অনুগত ছিলেন। (বুখারী)

٣٥٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ : لَقَدْ كُنْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلَامًا فَكُنْتُ اَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا اَنَّ هٰهُنَا رِجَالًا هُمْ اَسَنُّ مِنِّىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৯. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস মুখস্ত করতাম। সেসব হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার তেমন কোনো বাধা ছিল না। শুধুমাত্র একটি বাধা ছিল; আর তা হলো, এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা বয়সে আমার চেয়ে অগ্রসর। (তাদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতে আমি সংকোচ বোধ করতাম)। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٠ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهٖ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ مَنْ يُكْرِمُهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৩৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো তরুণ কোনো বয়স্ক লোককে তার বার্ধক্যের দরুন সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহও তার বৃদ্ধ বয়সে এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে। (তিরযিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ পঁয়তাল্লিশ

পুণ্যবান লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, তাদের বৈঠকগুলোতে উঠা-বসা, তাদের সাহচর্যে অবস্থান, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন, তাদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা, তাদের দিয়ে দোআ পরিচালনা, এবং বরকতময় ও মর্যাদাবান স্থানসমূহ পরিদর্শন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا اِلٰى .... قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا-

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ (তখনকার কথা স্মরণ কর) যখন মূসা তার সফর-সঙ্গীকে বললো, আমি আমার সফরের ইতি টানবোনা যতক্ষণ না দুই নদীর মিলন-স্থলে পৌছব। নচেত, এক সুদীর্ঘকাল ধরে আমি শুধু চলতেই থাকব। এরপর যখন তারা দুই নদীর মিলন-স্থলে পৌছল, তখন তারা নিজেরা তাদের মাছের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ফলে মাছটি ছুটে গিয়ে এমনভাবে নদীর পথ ধরল, যেন তা সুরঙ্গে ঢুকে গেছে। আরো সামনে এগিয়ে মূসা তার সঙ্গীকে বললো, আমাদের নাশতা (খাবার) নিয়ে আস। এই সফরে আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সঙ্গী বললো ঃ আমরা যখন সেই প্রস্তরভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন ? তখন আমি মাছের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমায় একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটা বিস্ময়করভাবে বের হয়ে নদীতে পালিয়ে গেল। মূসা বলল, আমরা তো এটাই চাইছিলাম। এরপর তারা উভয়েই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে পুনরায় ফিরে এল। সেখানে তারা আমার একজন বান্দাকে খুঁজে পেল। তাকে পূর্বেই আমরা স্বীয় অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেছিলাম। এমন কি, নিজের পক্ষ থেকে তাকে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞানও দিয়েছিলাম। মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি এ শর্তে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকেও কিছু শিক্ষা দেবেন ? (সূরা আল-কাহাফ ঃ ৬০-৬৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ.

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'আর তোমার হৃদয়কে সেইসব লোকের সাহচর্যে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে সকাল ও সন্ধায় তাঁকে ডাকে এবং তাঁদের থেকে কক্ষনো অন্যদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে না।' (সূরা আল-কাহাফ ঃ ২৮)

٣٦١ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ رض بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ رض نَزُوْرُهَا فَلَمَّا اِنْتَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا : مَا يُبْكِيكِ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ لَا اَبْكِيْ اَنِّيْ لَاَعْلَمُ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ اَبْكِيْ اَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا -

رواه مسلم

৩৬১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বলেন ঃ আমাদের সঙ্গে (শৈশবে রাসূলে অন্যতম লালনকারী) উম্মে আইমানের কাছে চলুন। রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার সাথে সাক্ষাত করতেন, আমরাও সেভাবে তার সাথে সাক্ষাত করবো। তাঁরা উভয়ে যখন তাঁর কাছে পৌছলেন, তিনি (উম্মে আইমন) কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনি কি জানেন না,

রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে অশেষ কল্যাণ মজুদ রয়েছে ?' তিনি জবাবে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে যে কল্যাণ মজুদ রয়েছে, তাতো আমার জানাই আছে। আমি সে জন্যে কাঁদছি না; বরং আমি এজন্যে কাঁদছি যে, আসমান থেকে আর কখনো অহী নাযিল হবে না। তাঁর এ কথায় তাঁরা উভয়ে আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)

٣٦٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مَدْ رَجَتِهٖ مَلَكًا فَلَمَّا اَتٰى عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهٗ فِى اللّٰهِ قَالَ تَعَالٰى فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهٗ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৩৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসকারী তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে পথে একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে দিলেন। যখন সে রাস্তায় নেমে এল, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন ? জবাবে লোকটি বললো ঃ এ শহরে আমার ভাই থাকে; তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি। ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি তার কাছ থেকে কোনো আকর্ষণীয় জিনিস পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছেন ? লোকটি বললো ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমি তাকে ভালোবাসি; এর পিছনে অন্য কোন স্বার্থ নেই। ফেরেশতা তাকে বললো ঃ আমি আল্লাহ্‌র দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি শুধু এ কথা জানানোর জন্যে যে, আপনি যেভাবে ঐ লোকটিকে ভালোবাসেন, আল্লাহ্ সেভাবেই আপনাকে ভালোবাসেন। (মুসলিম)

٣٦٣ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْزَارَ اَخًالَهٗ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِاَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৩৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় কিংবা নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়, একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলে ঃ তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথ-চলা কল্যাণময় হোক এবং জান্নাতে তোমার মর্যাদা উন্নত হোক। (তিরমিযী)

٣٦٤ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّهَا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَّ نَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتِنَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৪. হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সৎ সহচর ও অসৎ সহযোগীর দৃষ্টান্ত হলো ঃ একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ী, অন্যজন হাপর চালনাকারী (অর্থাৎ কামার)। কস্তুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এ দুটির একটিও না হয়, তবে তুমি অন্তত তার কাছ থেকে এর সুঘ্রাণটা পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়ে ফেলবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٥ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ الأَرْبَعِ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُوْنَ فِي الْعَادَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ هٰذِهِ الْخِصَالَ الأَرْبَعَ فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلٰى ذَاتِ الدِّيْنِ وَاظْفَرْبِهَا وَاَحْرِصْ عَلٰى صُحْبَتِهَا -

৩৬৫. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন ঃ চারটি বিষয় বিবেচনা করে কোন মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে। (১) তার ধন-সম্পদ (২) তার বংশ মর্যাদা (৩) তার রূপ-সৌন্দর্য ও (৪) তার ধর্মপরায়ণতা। এর মধ্যে তুমি ধর্মপরায়ণা স্ত্রী লাভে সফলকাম হও; তোমার হাত কল্যাণে ভরপুর হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির মর্মবানী এই যে, পুরুষরা সাধারণত স্ত্রী নির্বাচনে উপরোক্ত চারটি বিষয়কে গুরুত্বদান করে। কিন্তু বিবেকবান লোকদের ধার্মিক স্ত্রী লাভেই বেশি আগ্রহ থাকা উচিত। এর মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত।

٣٦٦ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيْلَ : مَايَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا ؟ فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ -

৩৬৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল (আ)-কে বললেন ঃ আপনি যতবার আমাদের সাথে সাক্ষাত করছেন, তার চেয়ে অধিকবার সাক্ষাত করতে কোন জিনিস আপনাকে বাধা দান করে ? তখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ 'হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারিনা। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পেছনে রয়েছে আর যা কিছু এর মাঝামাঝি রয়েছে, সবকিছুর অধিপতি তিনিই। তোমার প্রভু কখনো ভুলে যান না।'

(সূরা মরিয়মঃ ৬৪) (বুখারী)

٣٦٧ . عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَّلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ لَّا بَأْسَ بِهِ.

৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং মুত্তাকী (পরহেজগার) ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৬৮ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোনো ব্যক্তি (সাধারণত) তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত সে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করেছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৬৯ . عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ -

৩৬৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ব্যক্তি যাকে পছন্দ করে, সে তার সঙ্গী বলেই গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এক ব্যক্তি কোনো এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে। কিন্তু (তার পক্ষে) তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ কোনো ব্যক্তির হাশর হবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে, যাকে সে পছন্দ করে।

১৭০ . عَنْ أَنَسٍ رض أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْدَدْتَّ لَهَا ؟ قَالَ حُبَّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا مَا اَعْدَدْتُّ لَهُمَا مِنْ كَثِيْرِ صَوْمٍ وَّلَا صَلَاةٍ وَّلَا صَدَقَةٍ وَّلٰكِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার জনৈক বেদুঈন রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ কিয়ামত কবে হবে ? রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে জন্যে তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? লোকটি বললো ঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ভালবাসা। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস, তার সঙ্গেই থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, লোকটি বললো ঃ নামায, রোযা, সাদ্‌কা ইত্যাদিসহ বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি; কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।

৩৮১ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَّ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭১. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে (কিয়ামতের দিন) তারই সঙ্গী হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا وَالْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ

৩৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সোনা-রূপার খনির মতো মানুষও এক প্রকার খনি। তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলী যুগে শ্রেয় ছিলে, ইসলামী যুগেও তারাই হবে শ্রেয়, যখন তারা (দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবে। রূহগুলো সম্মিলিত সেনাবাহিনীর মতো। এদের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যারা পরস্পরের কাছাকাছি ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল। আর যারা গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরস্পরে পৃথক ছিল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٣ . عَنْ اُسَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ ابْنُ جَابِرٍ وَّهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَ فَتْحِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض اِذَا اَتٰى عَلَيْهِ اَمْدَادُ اَهْلِ الْيَمَنِ سَالَهُمْ : اَفِيْكُمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى اُوَيْسٍ رض فَقَالَ لَهُ : اَنْتَ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَقَالَ بَرَصٌ فَبَرَاتَ مِنْهُ اِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادِ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهٖ بَرَصٌ فَبَرَاَ مِنْهُ اِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهٗ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْلِىْ فَاسْتَغْفَرَ لَهٗ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ : اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ الْكُوْفَةَ قَالَ اَلَا اَكْتُبُ لَكَ اِلٰى عَامِلِهَا قَالَ اَكُوْنَ فِىْ غَبْرَاءِ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَىَّ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِّنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرُفَسَاَلَهٗ عَنْ اُوَيْسٍ فَقَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادٍ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهٖ بَرَصٌ فَبَرَاَ مِنْهُ اِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهٗ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَّسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلْ فَاَتٰى اُوَيْسًا فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْلِىْ قَالَ : اَنْتَ اَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِىْ قَالَ لَقِيْتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهٗ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلٰى وَجْهِهٖ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَيْضًا عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوْا عَلٰى عُمَرَ رض وَفِيْهِمْ رَجُلٌ

مِّمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هٰهُنَا اَحَدٌ مِّنَ الْقَرْنِيِّيْنَ فَجَاءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ اِنَّ رَجُلاً يَّاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهٗ اُوَيْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ اُمٍّ لَّهٗ قَدْ كَانَ بِهٖ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَذْهَبَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ اَوِالدِّرْهَمِ فَمَنْ لَّقِيَهٗ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ -وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهٗ عَنْ عُمَرَ رض قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهٗ اُوَيْسٌ وَلَهٗ وَالِدَةٌ وَّكَانَ بِهٖ بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ - قَوْلُهٗ غَبْرَاءُ النَّاسِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاِسْكَانِ الْبَاءِ وَبِالْمَدِّ وَهُمْ فُقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيْكُهُمْ وَمَنْ لَايُعْرَفُ عَيْنُهٗ مِنْ اَخْلَاطِهِمْ وَالْاَمْدَادُ جَمْعُ مَدَدٍ وَهُمُ الْاَعْوَانُ وَالنَّاصِرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُمِدُّوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْجِهَادِ -

৩৭৩. হযরত উসাইর ইবনে আমর (রা) (যাকে ইবনে জাবেরও বলা হয়) বলেন ঃ উমর (রা)-এর কাছে ইয়েমেনের অধিবাসীদের তরফ থেকে কোনো সাহায্যকারী দল এলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন ঃ তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইবনে আমর আছে কি ? শেষ পর্যন্ত (একদিন) উয়াইস (রা) এসে পৌঁছলেন। উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি উয়াইস ইবনে আমর ? উয়াইস বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি 'মুরাদ' গোত্রের উপগোত্র 'কারণে'র সদস্য ? তিনি বললেন. হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল যা থেকে আপনি আরোগ্য লাভ করেছেন এবং আপনার মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ জমি অবশিষ্ট আছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। উমর আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মা বেঁচে আছে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। উমর বললেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমের্ নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র 'কারণে'র একজন সদস্য। সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে এবং তা থেকে সে মুক্তিও পাবে। তবে শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তার মা জীবিত আছে এবং সে তার খুবই অনুগত। সে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে কোন কিছুর শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। তুমি যদি তাকে দিয়ে তোমার গুনাহ্র মার্জনার জন্যে দো'আ করানোর সুযোগ পাও, তবে তা-ই করো।' (উমর বললেন), কাজেই আপনি আমার গুনাহ্র ক্ষমার জন্যে দো'আ করুন। সুতরাং তিনি (উয়াইস) তার (উমরের) গুনাহ্র জন্যে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করলেন।

উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ? তিনি বললেন, আমি কুফা যাওয়ার আশা রাখি। তিনি বললেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্যে লিখে জানাই ? তিনি বললেন ঃ গরীব-নিঃস্বদের সঙ্গে বসবাস করাই আমার কাছে শ্রেয়তর। পরবর্তী বছর কুফার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হজ্জে এল। তার সাথে 'উমরের দেখা হলে তিনি উয়াইস সম্পর্কে তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। সে বললো, আমি তাকে অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় দেখে এসেছি; তার ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তার জীবন উপকরণ খুবই সামান্য। উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে 'আমের নামে এক ব্যক্তি

তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র 'করন' বংশের একজন সদস্য। তার দেহে কুষ্ঠরোগ থাকবে এবং তা থেকে সে মুক্তি লাভ করবে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা তার অবশিষ্ট থাকবে। তার মা জীবিত আছে এবং সে তার খুবই অনুগত। সে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে কোনো কিছুর জন্যে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দেন। তুমি যদি তোমার অপরাধ ক্ষমার জন্যে তাকে দিয়ে দো'আ করাতে পারো তবে তা-ই করো।'

লোকটি হেজায থেকে ফিরে এসে উয়াইসের কাছে গিয়ে বললো ঃ 'আমার গুনাহ্ মার্জনার জন্যে একটু দো'আ করুন।' তিনি (উয়াইস) বললেন ঃ 'আপনি এই মাত্র এক বরকতময় সফর থেকে ফিরে এসেছেন। সুতরাং আপনিই বরং আমার গুনাহ মার্জনার জন্যে দো'আ করুন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি উমরের সাথে সাক্ষাত করেছেন ? সে বললো, হ্যাঁ। উয়াইস তার জন্যে দো'আ করলেন। লোকেরা উয়াইসের মর্যাদার কথা জেনে গেল। উয়াইস সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবির (রা) বলেন ঃ একদা কুফার অধিবাসীরা উমর (রা)-এর কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালো। দলের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি প্রায়শ উয়াইস সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বলত। উমর (রা) বললেন ঃ এখানে 'কারন' বংশের কেউ আছে কি ? তখন সেই লোকটি উঠে এল। উমর (রা) বললেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইয়েমেন থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমার কাছে আসবে। সে তার মাকে ইয়েমেনে একাকী রেখে আসবে। সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবে। তিনি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন। শুধু এক দীনার কিংবা এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাত পাবে, সে যেন তাকে দিয়ে তার গুনাহ মুক্তির জন্যে দো'আ করায়।'

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তাবেয়ী বা পরবর্তী লোকদের মধ্যে উয়াইস নামে এক পুণ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। তার মা (এখন) জীবিত আছে। তার দেহে সাদা কুষ্ঠের দাগ থাকবে। তোমরা যেন নিজেদের অপরাধ মার্জনার জন্যে তাকে দিয়ে দো'আ করাও।

٣٨٤ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِي وَقَالَ : لَا تَنْسَانَا يَا اُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِي اَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَيَّ فِي دُعَائِكَ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৭৪. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমায় অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ 'হে ছোট ভাই! তোমার দো'আর মধ্যে আমাদেরকে ভুলে যেও না।' (উমর বললেন) তিনি এমন একটি কথা বললেন, যার বদলে গোটা দুনিয়াটা আমায় দিয়ে দিলেও আমি খুশি হতাম না। অপর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন, 'হে ছোট ভাই! তোমার দো'আর মধ্যে আমাদেরকেও শামিল করো।' (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

৩৭৫ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُوْرُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَّمَاشِيًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَّ مَا شِيًا وَّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ -

৩৭৫. হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে (মাঝে মাঝে) কুবা পল্লীতে যেতেন এবং সেখানকার মসজিদে ঢুকে দু' রাক'আত নামায আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শনিবার বাহনে চেপে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে যেতেন। ইবনে উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ছেচল্লিশ

আল্লাহ্‌র জন্যে ভালোবাসার ফযীলত এবং এ কাজে প্রেরণা দেয়া এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্যে যা বলা উচিত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তার সঙ্গী (সাহাবী), তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর, (তবে) নিজেদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। তুমি তাদের দেখতে পাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় কখনো রুকু করছে, কখনো সিজদাবনত রয়েছে। সিজদার দরুন এসব বন্দেগীর চিহ্ন তাদের মুখাবয়বেও পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তাদের (এসব) গুণাবলীর কথা তওরাত ও ইঞ্জিলেও বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টান্ত হলো; যেমন একটি শস্যদানা, প্রথমে সে তার অংকুর বের করলো, তারপর তাকে শাক্তিশালী করলো, তারপর তা হৃষ্টপুষ্ট হলো। তারপর তা নিজ কাণ্ডের ওপর দাঁড়ালো। ফলে কৃষকের মনে আনন্দের সঞ্চার হলো, যেন তাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফিরদের (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়। যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ তাদের মার্জনা ও বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।' (সূরা আল-ফাতহ ঃ ২৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ -

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'আর যারা দারুল ইসলামে (মদীনায়) ও ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আসার) পূর্ব থেকেই অবিচল রয়েছে, যারা তাদের কাছে হিজরত করে আসা ভালোবাসে। (সূরা আল-হাশরঃ ৯)

٣٧٦ . عَنْ أَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهٗ إِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। (১) যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে (২) যে কোনো ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে আর (৩) আল্লাহ যাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করেছেন, সে কুফরীর মধ্যে ফিরে যাওয়াকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করার মতো খারাপ মনে করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٧ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهٗ إِمَامٌ عَادِلٌ وَّشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেদিন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ছায়াই থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীর লোককে তিনি তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন ঃ ১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা নেতা। ২. মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র বন্দেগীতে মশগুল যুবক। ৩. মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। ৪. এমন দুই ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আবার আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. এরূপ ব্যক্তি যাকে কোনো সুন্দরী নারী ব্যভিচারের প্রতি আহবান করেছে; কিন্তু সে এই বলে প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছে যে, আমি তো আল্লাহ্কে ভয় করি। ৬. যে ব্যক্তি খুব গোপনে দান-খয়রাত করে, এমন কি তার ডান হাত কিছু দান করলে বাম হাতও তা জানতে পারে না এবং ৭. এমন ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু'চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٨ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছিল, আজ আমি তাদেরকে আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই নেই। (মুসলিম)

٣٧٩ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا- اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رواه مُسلمٌ -

৩৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না আর পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতো পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দেবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে ? (তাহলো) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।

٣٨٠ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًالَّهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهٗ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهٗ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ فِىْ البَابِ قَبْلَهُ .

৩৮০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্যে অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন ঃ '(ফেরেশতা তাকে বলেন), নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস।' (মুসলিম)

٣٨١ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ فِى الْاَنْصَارِ : لَايُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৮১. হযরত বারাআ ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদাররাই তাদের (আনসারদের) ভালোবাসেন আর মুনাফিকরাই তাদের ঈর্ষা করে। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন আর যে ব্যক্তি তাদের ঈর্ষা করে (বা শত্রুতা পোষণ করে) আল্লাহ্ তাকে ঈর্ষা করেন (অর্থাৎ এর শাস্তি দেন)। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨٢ . عَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৩৮২. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহাসম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্যে (আখিরাতে) থাকবে নূরের মিম্বার (মঞ্চ) আর নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। (তিরমিযী)

٣٨٣ . عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَاِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَ اِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَاِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَىْءٍ اَسْنَدُوْهُ اِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ رَاْيِهِ فَسَاَلْتُ عَنْهُ فَقِيْلَ : هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رض فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِىْ بِالتَّهْجِيْرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى قَضٰى صَلَاتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهٖ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ : اللّٰهِ فَقَالَ : اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ اللّٰهِ فَاَخَذَنِىْ بِحَبْوَةِ رِدَائِىْ فَجَبَذَنِىْ اِلَيْهِ فَقَالَ : اَبْشِرْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَالِكُ فِىْ الْمُوَطَّا

৩৮৩. হযরত আবু ইদ্রীস আল-খাওলানী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি দামেশ্কের মসজিদে ঢুকে দেখি, চকচকে দাঁতবিশিষ্ট জনৈক যুবক এবং তার আশপাশে বহু লোকের সমাবেশ। লোকেরা যখনি কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তা তাঁর দিকে (সমাধানের জন্যে) রুজু করছে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করছে। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে জবাবে বলা হলো, তিনি মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)। পরদিন সকালে আমি খুব তাড়াতাড়ি (মসজিদে) উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আমার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তাঁকে নামায পড়তে দেখে আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করে বললাম ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কি আল্লাহ্র জন্যে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্র জন্যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি আমার চাদরের এক অংশ ধরে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করুন; কেননা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বৈঠকে মিলিত হয়, আমার সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর সাক্ষাত করে এবং আমারই জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, অর্থাৎ আমি তাদের ভালোবাসি।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

٣٨٤ . عَنْ اَبِىْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৮৪. হযরত আবু কারীমাহ মিকদাদ ইবনে মা'দিকারিব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন তার এক মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, তখন তাকে অবহিত করা উচিত যে, সে তাকে ভালোবাসে।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٨٥ . عَنْ مَعَاذٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثُمَّ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَاتَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৩৮৫. হযরত মু'আয (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন ঃ হে 'মুআয! আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমায় ভালোবাসি। এরপর তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, হে মু'আয! প্রত্যেক নামাযের পর এ দো'আটি না পড়ে ক্ষান্ত হয়ো না ঃ 'আল্লাহুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক'; অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ও উত্তমরূপে তোমার বন্দেগী করতে আমায় সাহায্য করো।' (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٣٨٦ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّ هٰذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَعْلَمْتَهُ قَالَ : لَا قَالَ : اَعْلِمْهُ فَلَحِقَهُ فَقَالَ : اِنِّىْ اُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ اَحَبَّكَ اللّٰهُ الَّذِىْ اَحْبَبْتَنِىْ لَهُ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

৩৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে (উপস্থিত লোকটি) বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি লোকটাকে ভালোবাসি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এ বিষয়টি তাকে জানিয়েছো ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাকে জানিয়ে দাও। সুতরাং সে তার সাথে দেখা করে বললো ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসি। সে বললো ঃ আল্লাহ তোমায় ভালোবাসুন, যার জন্যে তুমি আমায় ভালোবাস। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ সাতচল্লিশ

আপন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালোবাসার নিদর্শন এবং এসব গুণাবলী সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান ও অর্জন করার প্রয়াস

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ('হে মুহাম্মদ!) তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও বড়ই করুণাময়।'

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন ত্যাগ করে (তার জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ্ অতি সত্ত্বর এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে; তারা ঈমানদারদের প্রতি অতীব সদয় এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রশস্ততার অধিকারী এবং মহাজ্ঞানী। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৫৪)

٣٨٧ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِىْ اَعْطَيْتُهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৩৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার ওপর যা কিছু ফরয করেছি, তার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো জিনিস নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আর আমার বান্দা সব সময় নফলের মাধ্যমে আমার কাছাকাছি আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন সে যে কানে শোনে, আমি তার সেই কান হয়ে যাই; সে যে চোখে দেখে, আমি তার সেই চোখ হয়ে যাই, সে যে হাতে ধরে, আমি তার সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে, আমি তার সে পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা প্রদান করি এবং সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। (বুখারী)

٣٨٨ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرِيْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهٗ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهٗ اَهْلُ السَّمَاءِ

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ الْاَرْضِ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ : اِنِّىْ اُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ الْاَرْضِ وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ : اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ : ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ : اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوْهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ -

৩৮৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিব্রীল (আ) কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাস। তারপর জিব্রীল তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন; কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসে। অতঃপর দুনিয়ায় তা গৃহীত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ত'আলা যখনই কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখনই জিব্রীলকে ডেকে বলেন ঃ আমি তো অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি; সুতরাং তোমরা তাকে ভালোবাস। তারপর জিব্রীলও তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করতে থাকেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন; সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাস। তারপর আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসে এবং দুনিয়ায় তা মনজুর হয়ে যায়। আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিব্রীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, কাজেই তুমিও তাকে ঘৃণা করো। তারপর জিব্রীল তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন; সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। তারপর আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে আর দুনিয়ায়ও তাকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করা হয়।

٣٨٩ . عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِىْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : سَلُوْهُ لِاَيِّ شَىْءٍ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ ؟ فَسَاَلُوْهُ، فَقَالَ : لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّهُ - متفق عليه

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে একটি ছোট্ট সেনাদলের অধিনায়ক বানিয়ে পাঠান। সে তার সঙ্গীদের নামাযে ইমামতি করত এবং প্রতিটি ক্বিরাআতে সূরা ইখলাস পড়ত। এরঃপর তারা (মদীনায়) ফিরে এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিষয়টি নিয়ে

আলোচনা করল। তিনি বললেন ঃ তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এরূপ করত ? এরপর তারা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। জবাবে সে বললো ঃ এ সূরায় আল্লাহ্র গুণবলী ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে; সে কারণে আমি তা পড়তে ভালোবাসি। (এটা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (কথাটা) তাকে জানিয়ে দাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ আটচল্লিশ

সৎ লোক, দুর্বল ও সর্বহারাদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা ঈমানদার নরনারীকে এমন কাজের জন্যে কষ্ট দেয়, যা তারা করেনি, তারা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।' (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'কাজেই (হে নবী!) আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে (ভিক্ষুককে) ভর্ৎসনা করবেন না।' (সূরা ওয়াদ দুহা ঃ ৯-১০)

এ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে পূর্ব অনুচ্ছেদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' এ পর্যায়ে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বর্ণিত একটি হাদীস 'মুলতাফাতিল ইয়াতীম' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'হে আবু বকর! তুমি যদি তাদের (ইয়াতীমদের) অসন্তুষ্ট করো, তাহলে (তার অর্থ দাঁড়াবে) তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে।'

٣٩٠ . عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَاِنَّهُ مَنْ يَّطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِسَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ - رواه مسلم .

৩৯০. হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহ্র দায়িত্বে এসে গেল। এরপর আল্লাহ যেন তার দায়িত্বের ব্যাপারে তোমাদের কোন কিছুর (খারাপ ব্যবহারের) জন্যে দাবি না করেন। কেননা তিনি যখন কাউকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাকে এর বিপরীত কাজে লিপ্ত পাবেন, তখন তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ উনপঞ্চাশ

মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ধর্মীয় নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন এবং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ্‌র ওপর সমর্পণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।' (সূরা আত্‌-তওবা ঃ ৫)

٣٩٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى - متفق عليه

৩৯০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আদেশ প্রাপ্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা (এই মর্মে) সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। তারা এ কাজগুলো সম্পন্ন করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে ইসলামের হক তাদের ওপর বর্তাবে (যেমন ব্যভিচার, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড বা কিসাস গ্রহণ)। আর তাদের প্রকৃত ফয়সালা আল্লাহ্‌ তা'আলার ওপর ন্যস্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩١ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ طَارِقِ بْنِ اُشَيْمٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهٗ وَدَمُهٗ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى - مسلم

৩৯১. হযরত আবু আবদুল্লাহ তারেক ইবনে উশায়েম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য যেসব বস্তুর পূজা করা হয়, সে সেগুলোকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যায় এবং তার হিসাব মহান আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত। (মুসলিম)

٣٩٢ . وَعَنْ اَبِىْ مَعْبَدِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رض قَالَ : قُلْتُ الرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ اِحْدٰى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَمِنِّىْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ

اَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ لَا تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَطَعَ اِحْدٰى يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ -متفق عليه

৩৯২. হযরত আবু মা'বাদ মিকদাদ ইবনে আস্ওয়াদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি বলেন— যদি কোন কাফেরের সাথে আমার (সশস্ত্র) মুকাবিলা হয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষে সে তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার পাল্টা হামলা থেকে বাঁচার জন্যে সে একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহ্র জন্যে ইসলাম কবুল করলাম তাহলে হে আল্লাহ্র রাসূল! তার এ কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করতে পারবো ? তিনি বললেন ঃ না, তাকে হত্যা করো না। পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে তো আমার একটি হাত কাটার পর একথা বলেছে। তিনি বললেন ঃ (তবু) তাকে হত্যা করো না; কেননা (এর পরও) তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তাহলে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে যে মর্যাদায় ছিলে, সে সেই মর্যাদায় উপনীত হবে আর সে কালেমা পাঠের আগে যে পর্যায়ে ছিল, তুমি (তাকে হত্যা করলে) সেই পর্যায়ে নেমে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٣ . وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلٰى مِيَاهِهِمْ وَلَحِقْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْاَنْصَارِىُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِىْ حَتّٰى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِىْ : يَااُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا فَقَالَ : اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ - متفق عليه

৩৯৩. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহায়না গোত্রের খেজুরের বাগানে প্রেরণ করেন। আমরা খুব ভোরে সেখানে পৌঁছে তাদের পানির ঝরণা ঘেরাও করি। তারপর আমি ও জনৈক আনসারী তাদের এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে ফেলি এবং তার ওপর চড়াও হই। লোকটি অমনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ওঠে। (একথা শোনামাত্র) আনসারী থেমে যায়; কিন্তু আমি বর্ষার আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলি। তারপর আমরা মদীনায় ফিরে এলে সেই হত্যার ঘটনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন। তিনি আমায় ডেকে বললেন ঃ 'হে উসামা! লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে'? আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! সে তো জান বাঁচানোর জন্যে এ কথা বলেছে।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে '?

তিনি বারবার এ কথাটি বলতে লাগলেন। এমনকি আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, আমি যদি এর আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম! (তাহলে এই গুনাহ্‌র দায়ে আমি দোষী হতাম না) (বুখারী ও মসলিম)

وَفِىْ رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَالَ لَاالٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ قَالَ : اَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ حَتّٰى تَعْلَمَ اَقَالَهَا اَمْ لَا ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّىْ اَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ -

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো তরবারির ভয়ে এ কথা বলেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখলেনা কেন? তাহলে জানতে পারতে কথাটি সে অন্তর থেকে বলেছে কিনা। তিনি বারবার এ কথাটি বলতে লাগলেন। এমনকি আমি আক্ষেপ করতে লাগলাম যে, আমি যদি এর আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম! (তাহলে এই গুনাহর দায় আমার ওপর চাপতনা)।

٣٩٤ . وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذَا شَاءَ اَنْ يَقْصِدَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَاَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ وَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ : لَاالٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيْرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ وَاَخْبَرَهُ حَتّٰى اَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ : لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْجَعَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَ فُلَانًا وَسَمّٰى لَهُ نَفَرًا وَاِنِّىْ حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا - رَاَى السَّيْفَ قَالَ : لَاالٰهَ اِلَّااللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْ لِىْ قَالَ : وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَجَعَلَ لَايَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَّقُوْلَ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

رواه مسلم

৩৯৪. জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলেন। যথাস্থানে তারা মুখোমুখি হলো। মুশরিকদের এক ব্যক্তি ছিল খুব সাহসী। সে মুসলমানদের মধ্য থেকে যাকেই নাগালে পেত তাকেই হত্যা করে ফেলত। মুসলমানদের মধ্যেও এক ব্যক্তি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমরা পরস্পর বলাবলি করছিলাম যে, তিনি উসামা ইবনে যায়েদ। (সুযোগ পেয়ে) তিনি যখন তরবারি উপরে তুললেন, তখন লোকটি বলে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু তারপরও উসামা তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর

বিজয়ের সুসংবাদ বাহক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছল। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। লোকটি সব বিষয় বিবৃত করলো। এমনকি সে লোকটি কিরূপ করেছিল তাও বলল। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করলে কেন? তিনি (উসামা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো মুসলমানদের মাঝে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করছিল; এমনকি অমুক অমুক ব্যক্তিকে হত্যাও করেছে। (এ পর্যায়ে তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন)। আমি সুযোগ পেয়ে যখন তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হই, তখন সে তরবারি দেখে অমনি বলে ওঠে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ (এর পরও) তুমি তাকে হত্যা করলে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কি জবাব দেবে? উসামা বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কিয়ামতের দিন তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র কি জবাব দেবে?' তিনি বারবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর বাড়তি কিছুই বললেন না। (মুসলিম)

٣٩٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض يَقُوْلُ : اِنَّ نَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ وَاِنَّمَا نَاْخُذُكُمُ الْاٰنَ بِمَا ظَهَرَلَنَا مِنْ اَعمَالِكُمْ فَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا اَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيْرَتِهٖ شَىْءٌ اللّٰهُ يُحَاسِبُهُ فِىْ سَرِيْرَتِهٖ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا لَمْ نَاْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَاِنْ قَالَ اِنَّ سَرِيْرَتَهٗ حَسَنَةٌ -

رواه البخارى

৩৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মানুষকে অহীর মাধ্যমে যাচাই করা হতো। তারপর অহী বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই এখন থেকে তোমাদের যাচাই করব তোমাদের বাহ্যিক কাজকর্মের আলোকে। যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো কাজ করবে, আমরা তাকে বিশ্বাস করবো এবং তাকে ঘনিষ্ট বলে গ্রহণ করে নেব; তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করবে, সে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে খুব ভালো বলে দাবি করলেও আমরা তার কথা আদৌ গ্রহণ করবো না— তার প্রতি বিশ্বাসও স্থাপন করবো না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ পঞ্চাশ

আল্লাহ্‌র ভয়

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করে চল।' (সূরা বাকারা ঃ ৪০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ -

তিনি আরো বলেন ঃ 'তোমার প্রভুর মার খুবই কঠোর।' (সূরা বুরূজ ঃ ১২)

• وَقَالَ تَعَالٰى : وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهٗ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'যখন কোন জনপদের অধিবাসীরা জুলুম করে, তখন তোমার প্রভুর পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অতিশয় কঠোর — অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। আর এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তির জন্যে বিরাট উপদেশ নিহিত, যে আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে। সেদিন (কিয়ামতের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রে জড়ো করা হবে এবং তা হবে সবার উপস্থিতির দিন। আর আমি তো খুব তুচ্ছ সময়ের জন্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। সেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কথাই বলতে পারবে না। কাজেই তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হবে দুর্ভাগা এবং কিছু সংখ্যক হবে ভাগ্যবান। আর যারা দুর্ভাগা হবে, তারা তো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে; তার মধ্য থেকে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যেতে থাকবে।' (সূরা হূদ ঃ ১০২-১০৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সত্তার (অর্থাৎ তাঁর আযাবের) ভয় প্রদর্শন করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِىءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে এবং তার বাপ-মা ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে পালিয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকেই এরূপ ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, কেউ অন্য কারো দিকে এতটুকু মনোযোগ দিতে পারবে না।' (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কাঁপুনি হবে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেদিন (তোমরা দেখতে পাবে) স্তন্যদায়ী নারীরা তাদের স্তন্যপায়ী সন্তানদের কথা ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। (সেদিন) মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো অথচ তারা মাতাল নয়। পরন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।' (সূরা আল-হজ্জ ঃ ১-২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, তার জন্যে দু'টি বাগিচা থাকবে। (সূরা আর-রাহমান ঃ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর তারা (জান্নাতে) একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে কথা বলবে। তার বলবে, আমরা তো ইতোপূর্বে নিজেদের পরিবারে খুবই ভীত থাকতাম। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের উষ্ণ আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে তাঁকে ডাকতাম। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দয়াশীল এবং অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা তূর ঃ ২৫-২৮)

٣٩٦ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَ كُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهٗ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهٖ وَاَجَلِهٖ وَعَمَلِهٖ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِىْ لَااِلٰهَ غَيْرُهٗ اِنَّ اَحَدَ كُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَايَكُوْنَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْ خُلُهَا ، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ خُلُهَا -

متفق عليه

৩৯৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ সর্বস্বীকৃত সত্যনিষ্ঠ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য রূপে জমা করে রাখা হয়। এরপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে অনুরূপ পরিমাণ সময় অবস্থান করে এবং তারপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। তিনি ঐ মাংসপিণ্ডে রূহ (আত্মা) ফুঁকে দেন এবং চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। আর তা হলো ঃ তার জীবিকা, তার আয়ুষ্কাল, তার কর্মকাণ্ড (আমল) ও তার ভাগ্যলিপি, অর্থাৎ সে ভাগ্যবান হবে কিংবা হতভাগ্য। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তোমাদের কেউ জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে; এমন কি, তার ও জান্নাতের মাঝে শুধু এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকবে। এরপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে হাযির হবে। ফলে সে জাহান্নামীর ন্যায় আমল করবে এবং তাতে ঢুকে যাবে। আর তোমাদের কেউ জাহান্নামীর মতো কাজ করবে; এমন কি তার ও জাহান্নামের মধ্যে কেবল এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকবে। এরপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে হাযির হবে। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে এবং তাতে দাখিল হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٧ . وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَّهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا - رواه مسلم

৩৯৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সত্তর হাজার লাগামসহ জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি লাগামের জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তারা এ লাগাম ধরে টানতে থাকবে। (মুসলিম)

٣٩٨ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوْضَعُ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ، جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ مَايَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهٗ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا - متفق عليه

৩৯৮. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে এই যে, তার উভয় পায়ের নীচে আগুনের দুটি অঙ্গার রাখা হবে এবং সে অঙ্গারে তার মস্তিষ্ক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তির মধ্যে আর কাউকে নিক্ষেপ করা হয়নি। অথচ সে-ই হবে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٩ . وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهُ ﷺ قَالَ : مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهٗ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهٗ اِلٰى حُجْزَتِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهٗ اِلٰى تَرْقُوَتِهٖ - رواه مسلم

৩৯৯. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামের আগুনে কোন জাহান্নামীর পায়ের গোড়ালী, কারো হাঁটু, কারো কোমর এবং কারো গলা পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে (অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্ব স্ব গুনাহ্ অনুপাতে শাস্তি ভোগ করবে)। (মুসলিম)

٤٠٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهٖ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ - متفق عليه

৪০০. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যেদিন বিশ্বলোকের প্রভু মহান আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে, সেদিন কারো কারো নিজের দেহের ঘামে কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَاسَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ - لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا فَغَطّٰى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ - متفق عليه

৪০১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি বক্তৃতা দান করেন। যে রকম বক্তৃতা আর কখনো শুনতে পাইনি। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন ঃ আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তবে খুব কমই হাসতে এবং খুব বেশি কাঁদতে। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ কাপড় দিয়ে নিজেদের চেহারা ঢেকে ফেলেন এবং ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَفِىْ رِوَايَةٍ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَصْحَابِهِ شَىْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ : عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِىْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا فَمَا اَتٰى عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمٌ اَشَدُّ مِنْهُ غَطَّوْا رُؤُوْسَهُمْ وَ لَهُمْ خَنِيْنٌ -

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে কোন বিষয়ে কিছু জানতে পেরে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন, আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেদিনকার মতো ভালো ও মন্দ আর কোনদিন দেখিনি। আমি এ ব্যাপারে যা জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তাহলে হাসতে খুবই কম আর কাঁদতে খুব বেশি। (বর্ণনাকারী বলেন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ওপর এ'দিনের মতো কঠিন দিন আর কখনো আসেনি। এরফলে তারা নিজ নিজ কাপড়ে মুখ ঢেঁকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন।

٤٠٢ . وَعَنِ الْمِقْدَادِ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلَ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَّاوِىُّ عَنِ الْمِقْدَادِ : فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَايَعْنِىْ بِالْمِيْلِ اَمَسَافَةَ الْاَرْضِ اَمِ الْمِيْلَ الَّذِىْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِىْ الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى فِيْهِ - رواه مسلم

৪০২. হযরত মিকদাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সূর্যকে এত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে যে, তা মানুষ থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুলায়েম ইবনে আমের মিকদাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আমি জানি না মাইল বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝানো হয়েছে। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন) এরপর মানুষ তাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবতে থাকবে। তাদের কেউ গোড়ালী, কেউ হাঁটু, কেউ কোমর পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। এ কথা বলে রাসূলে আকরাম (স) নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইঙ্গিত করেন (অর্থাৎ কারো কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে)। (মুসলিম)

٤٠٣ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَّ يُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ - متفق عليه

৪০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের (দেহ থেকে) এত ঘাম ঝরবে যে, তা জমিনের ওপর দিয়ে সত্তর গজ উঁচু হয়ে বইতে থাকবে। এমন কি, তাদের কান পর্যন্ত তা স্পর্শ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٤ . وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاهٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ : هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهٖ فِيْ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِيْ فِيْ النَّارِ الْاٰنَ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا - رواه مسلم

৪০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি উপস্থিত ছিলাম। এমনি সময় তিনি কোনো কঠিন বস্তুর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের আওয়াজ? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এটা ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এটা একটা পাথরের আওয়াজ, যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে ছোঁড়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত তা জাহান্নামেই গড়াচ্ছিল। আর এখন গিয়ে তা এর নির্দিষ্ট গর্তে পড়েছে। এ কারণে তোমরা এর গড়ানোর শব্দই শুনতে পেয়েছ। (মুসলিম)

٤٠٥ . وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهٗ رَبُّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - متفق عليه

৪০৫. হযরত 'আদী ইবনে হাতেম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রভু (রব্ব) কথাবার্তা বলবেন। তখন তার ও প্রভুর মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডানে তাকিয়ে পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অনুরূপভাবে বাঁয়ে তাকিয়েও সে তার আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তার সামনে তাকিয়েও জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। কাজেই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٦ . وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اَرٰى مَالَا تَرَوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَافِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى- وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى - رواه الترمذى

৪০৬. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা দেখতে পাই, তোমরা তা দেখতে পাও না। আসমান উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করছে; আর তার উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করার অধিকার রয়েছে। কেননা, সেখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নেই; বরং ফেরেশ্তারা তাতে আল্লাহ্র জন্যে সিজ্দাবনত রয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি; আর তোমরা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে আমোদ-ফূর্তি করতে না; বরং মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে বন-জঙ্গলে ছুটে যেতে। (তিরমিযী)

٤٠٧. وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ بِرَاءٍ ثُمَّ زَاىٍ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَسْلَمِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَ فَعَلَ فِيْهِ، وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪০৭. হযরত আবু বারযা নাযলাতা ইবনে উবায়েদ আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রতিটি বান্দাই নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ সে তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে ? তার জ্ঞান কি কাজে ব্যবহার করেছে ? তার সম্পদ কোন পথে অর্জন করেছে এবং কোন্ কাজে ব্যয় করেছে ? আর তার দেহকে কিভাবে পুরনো করেছে ? (তিরমিযী)

٤٠٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ثُمَّ قَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَااَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ : فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِىْ يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا - رواه الترمذى .

৪০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ 'সেদিন তা (পৃথিবী) নিজের তাবৎ অবস্থা বর্ণনা করবে' (সূরা যিল্যাল ঃ ৪)। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জানো, সেদিন পৃথিবী কি বর্ণনা করবে? উপস্থিত সবাই বললো ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন ঃ পৃথিবী যে অবস্থা বর্ণনা করবে, তা হলো এই ঃ তার ওপর নরনারী কি কি করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে ঃ তুমি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক কাজ করেছো। এগুলো হলো সে সবের বর্ণনা। (তিরমিযী)

٤٠٩ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْاُذُنَ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفَخُ فَكَاَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ قُوْلُوْا : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৪০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি, যেখানে শিঙ্গাধারী ফেরেশতা

(ইসরাফীল) মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছেন কখন তাঁকে ফুৎকার দেয়ার আদেশ করা হবে আর তিনি ফুৎকার দেবেন? মনে হলো, এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যেন ভীত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি খুব ভালো সাহায্যকারী। (তিরমিযী)

٤١٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ، وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ - اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ، اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - رواه الترمذى وقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৪১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (শেষ রাতে দুশমনের হামলাকে) ভয় করে, সে সন্ধ্যা রাতেই যাত্রা শুরু করে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতেই যাত্রা শুরু করে, সে-ই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র দেয়া সামগ্রী খুবই মূল্যবান। আরো জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র দেয়া সামগ্রী হলো জান্নাত। (তিরমিযী)

٤١١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؟ قَالَ: يَاعَائِشَةُ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذٰلِكَ - وَفِىْ رِوَايَةٍ الْاَمْرُ اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ - متفق عليه

৪১১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পা, উলঙ্গ দেহ এবং খাতনাহীন অবস্থায় জমায়েত করা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি করা হবে সমস্ত নারী পুরুষকে এক সঙ্গে ? তাহলে তারা তো একে অপরকে (নগ্নাবস্থায়) দেখতে পাবে।' তিনি বললেন ঃ 'হে আয়েশা! মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, সেদিনের অবস্থা তার চেয়েও ভয়াবহ হবে।' অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ 'মানুষ একে অন্যের দিকে তাকাবে, সেদিনের অবস্থা এরচেয়েও ভয়াবহ হবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একান্ন

আল্লাহ্‌র ওপর আশা-ভরসা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে মুহাম্মদ! আপনি লোকদের বলে দিন, হে আমার (আল্লাহ্‌র) বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো, (তারা) আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো নাঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ (তোমাদের) সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময়।' (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَهَلْ نُجَازِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ-

আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আর আমি অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই শাস্তি প্রদান করি।'
(সূরা সাবা ঃ ১৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى-

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আমাদের কাছে অহী এসেছে, যে ব্যক্তি (সত্যের ওপর) মিথ্যা আরোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই শাস্তি লাভ করবে। (সূরা তাহাঃ ৪৮)

وَقَالَ تَعَلٰى : وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ -

আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আর আমার রহমত সকল বস্তুকে ঘেরাও করে রেখেছে।
(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৬)

٤١٢ . وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَ اَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ اِلْجَنَّةَ عَلٰى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : مِنْ شَهِدَ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৪১২. হযরত 'উবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং ঈসাও আল্লাহ্র বান্দাহ ও রাসূল এবং তাঁরই একটি নির্দেশ (হুকুম) যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রদান করেন এবং তাঁরই তরফ থেকে প্রদত্ত একটি আত্মা; সেই সঙ্গে ('এও সাক্ষ্য দেবে যে) জান্নাত সত্য, জাহান্নামও সত্য, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোনো আমলই করুক না কেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

٤١٣ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اَوْ اَذِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ - وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ اَتَانِى يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً لَّا يُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً - رواه مسلم

৪১৩. হযরত আবু যার বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, সে এর দশগুণ কিংবা তার চেয়েও বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে

অনুরূপ একটি অন্যায়ের সাজা পাবে কিংবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। (অনুরূপভাবে) যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত পরিমাণ কাছাকাছি আসবে, আমি তার এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হবো। আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হবে, আমি তার দু'হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আমার কাছে আসবে, আমি দৌড়ে তার কাছে পৌঁছবো। যে ব্যক্তি দুনিয়া সমান গুনাহ্ নিয়ে আমার সাক্ষাতে আসবে, সে আমার সাথে অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক না করে থাকলে আমি তার সাথে অনুরূপ পরিমাণ (দুনিয়া সমান) ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করবো। (মুসলিম)

٤١٤ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ ؟ قَالَ : مَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ– رواه مسلم

৪১৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক বেদুইন (গ্রাম্য আরব) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজিবকারী বিষয় দু'টি কি কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে যাবে; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

٤١٥ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ : يَامُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَامُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ - قَالَ يَامُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَ يْكَ ثَلَاثًا، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَّشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا ؟ قَالَ اِذًا يَّتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاَثُّمًا - متفق عليه

৪১৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বাহনে সওয়ার ছিলেন। তাঁর পেছনে বসা ছিলেন হযরত মু'আযা। তিনি বললেন ঃ 'হে মু'আয।' মু'আয বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত।' তিনি আবার বললেন ঃ 'হে মু'আয!' জবাবে মু'আয বল্লেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো আপনার পবিত্র সান্নিধ্যেই উপস্থিত।' তিনি আবার বললেন ঃ 'হে মু'আয! মু'আয এবারও বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতে উপস্থিত। এভাবে তিনবার উচ্চারণের পর তিনি বললেন ঃ যে কোনো ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। তিনি (মু'আয) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি এ ব্যাপারটি লোকদেরকে জানাবো না, যাতে তারা এই সুসংবাদ পেতে পারে? তিনি (আল্লাহ্‌র রাসূল) বললেন ঃ (না), তাহলে তারা শুধু এর ওপর নির্ভর করেই বসে থাকবে। এরপর মু'আয জানা বিষয় গোপন রাখার গুনাহ্‌র ভয়ে তাঁর মৃত্যুর সময় এ বিষয়টি বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض شَكَّ الرَّاوِىْ وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِىْ عَيْنِ

الصَّحَابِيِّ لاَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَاَ كَلْنَا وَادَّهَنَّا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِفْعَلُوْا فَجَاءَ عُمَرُ رض فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنْ اُدْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ اَدْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ فِيْ ذٰلِكَ الْبَرَكَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ وَيَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطْعِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَسِيْرٌ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِيْ اَوْعِيَتِكُمْ فَاَخَذُوْا فِيْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَاتَرَكُوْا فِيْ الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلَّا مَلَؤُوْهُ وَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَايَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ - رواه مسلم

৪১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) মতান্তরে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীতে খাদ্যাভাব ও অর্থ-সঙ্কট দেখা দিল। লোকেরা বললো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার অনুমতি পেলে আমরা আমাদের উট জবাই করে খেতেও পারি, তার চর্বি দিয়ে তেলও বানাতে পারি। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'ঠিক আছে, তোমরা তা-ই করো।' এ সময় হযরত উমর (রা) এসে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি এ রকম ঢালাও অনুমতি দেন, তাহলে ভারবাহী পশুর সংখ্যা কমে যাবে; আপনি বরং তাদেরকে অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসতে বলুন। তারপর তাদের রসদকে বরকতময় করার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ্ এতে বরকত দেবেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ, হ্যাঁ, তা-ই করবো।

এরপর তিনি চামড়ার একটি দস্তরখান আনিয়ে বিছানোর ব্যবস্থা করলেন। তারপর লোকদেরকে অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার জন্যে বললেন। ফলে তাদের কেউ এক মুঠো সবজি নিয়ে এল, কেউবা এক মুঠো খেজুর আবার কেউবা এক টুকরা রুটি নিয়ে উপস্থিত হলো। শেষ পর্যন্ত দস্তরখানের ওপর খুব সামান্য রসদ জমা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব রসদে বরকতের জন্যে দো'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ 'এগুলো তোমরা নিজেদের পাত্রে তুলে নিয়ে যাও'। এরপর সকলেই নিজ নিজ পাত্রে রসদ ভরে নিয়ে গেল। এমনকি, এ দলটির সকল পাত্রই রসদে পূর্ণ হয়ে গেল এবং লোকরা তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরও আরো উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যে ব্যক্তি নিঃসংশয় চিত্তে এ দুটি কালেমা নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, সে কখনো জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না। (মুসলিম)

৪১৭ . وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رض وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ : كُنْتُ اُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ بَنِيْ سَالِمٍ وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ اِذَا جَاءَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ الْوَادِىَ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ قَوْمِىْ يَسِيْلُ اِذَا جَاءَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اِجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ اَنَّكَ تَاْتِىْ فَتُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَفْعَلُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىْ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اُحِبُّ اَنْ يُّصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ اَهْلُ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتّٰى كَثُرَ الرِّجَالُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لَا اَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذٰلِكَ اَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَمَّا نَحْنُ فَوَاللّٰهِ مَا نَرٰى وُدَّهُ وَلَا حَدِيْثَهُ اِلَّا اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ -

متفق عليه

৪১৭. বদর যুদ্ধের অন্যতম শহীদ হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার বনী সালেম গোত্রের মসজিদে নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের মাঝে একটি উপত্যকা ছিল প্রকাণ্ড বাধা স্বরূপ। বৃষ্টির সময় সেটা পার হয়ে তাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়া আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই একদিন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম ঃ আমার দৃষ্টিশক্তি বেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। আমার বাসস্থান এবং আমার গোত্রীয় মসজিদের মাঝখানে একটি মাঠ আছে, যা বর্ষকালে পানিতে একবারে ডুবে যায়। ফলে তা পার হয়ে মসজিদে যাওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমার বাসনা এই যে, আপনি একদিন আমার বাড়িতে গিয়ে একটি জায়গায় নামায পড়িয়ে আসবেন এবং আমি সে জায়গাটিকেই নামাযের স্থান রূপে নির্ধারণ করবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে; আমি তোমার নির্ধারিত স্থানেই নামায পড়ে আসব।

পরদিন ঠিক দুপুর বেলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রা) আমার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। প্রথমে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। আমি সানন্দে তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি প্রবেশ করে দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরের কোন্ স্থানটিতে আমার নামায পড়া পছন্দ করো? আমি আমার পসন্দনীয় স্থানটির দিকে ইঙ্গিত করলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায পড়া শুরু করলেন। আমরাও কাতারবদ্ধ হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দু রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে তাঁর জন্যে তৈরি 'খাযিরা' (এক ধরনের খাদ্য) গ্রহণের জন্যে তাঁকে 'আটকে' রাখলাম। ইতোমধ্যে আশপাশের লোকেরা

জানতে পারল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে সমুপস্থিত; সুতরাং তারা দলে দলে এসে আমার বাড়িতে জমায়েত হলো। ঘরে লোকসংখ্যা বেশ বেড়ে গেলে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ মালিক কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছেনা। অপর এক ব্যক্তি বললো ঃ 'লোকটি তো মুনাফিক; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না।'

এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'এরূপ কথা বলো না। তুমি লক্ষ্য করছো না যে, সে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূললুল্লাহ' কালেমা পাঠ করেছে? লোকটি বললো ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (এর মর্ম) ভালো জানেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো দেখছি যে, সে মুনাফিক ছাড়া অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করছে না, কথাও বলছে না।' এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনা করে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করেছে, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٨ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْيٍ فَاِذَا امْرَاَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَسْعٰى اِذَ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ اَخَذَتْهُ فَاَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَاَرْضَعَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْاَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ قُلْنَا : لاَوَاللّٰهِ - فَقَالَ اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا - متفق عليه

৪১৮. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক বন্দীকে উপস্থিত করা হলো। তাদের মধ্যে জনৈক বন্দিনী খুব অস্থির চিত্তে ছুটাছুটি করছিল এবং বন্দীদের মধ্যে কোন শিশুকে পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি মনে করো এ মেয়েটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! কক্ষণো নয়। তিনি বললেন ঃ এ মেয়েটি তার সন্তানের প্রতি যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহশীল। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٩ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ : اِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ سَبَقَتْ غَضَبِيْ - متفق عليه

৪১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন সমগ্র বিশ্বলোক সৃষ্টি করেন, তখন তিনি আরশের কাছে অবস্থিত একটি কিতাবে এ কথাগুলো লিখে রাখেন ঃ 'আমার দয়া-মায়া (রহমত) আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হবে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ 'আমার দয়া-মায়া আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়েছে।' অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ (আমার অনুকম্পা) আমার ক্রোধের চেয়ে অগ্রগামী রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٠ . وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهٗ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَاَنْزَلَ فِي الْاَرْضِ جُزْءًا وَّاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلاَئِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ

حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِائَةَ رَحْمَةٍ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَّاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا وَاَخَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه ورواه مسلم اَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِى الْاَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلٰى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ .

৪২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র এক ভাগ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আর এই এক ভাগের কারণেই সমগ্র সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করে থাকে; এমন কি, চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের ওপর থেকে পা সরিয়ে নেয়, যেন সে কোনো কষ্ট না পায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ মহান আল্লাহ্ একশ'টি রহমত দয়া-মায়ার অধিকারী; তার মধ্যে একটি রহমত জ্বিন, মানুষ, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে সঞ্চারিত করেছেন। এর তাগিদেই তারা পরস্পরের প্রতি দয়াশীলতা, অনুগ্রহ ও প্রেমপ্রীতি প্রদর্শন করে থাকে এবং বন্য জীবজন্তু আপন বাচ্চার প্রতি স্নেহের প্রদর্শন করে। এ কারণেই আল্লাহ্ তাঁর নিরানব্বইটি রহমত ও গুণ-বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন এইসব গুণাবলীর দ্বারা তিনি আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফারেসী থেকে ইমাম মুসলিম একটি হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্র একশটি রহমত আছে। তার মধ্যে একটি মাত্র রহমতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগত পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত কিয়ামত দিবসের জন্য সঞ্চিত রয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ মহান আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, সেদিন একশটি রহমতও তিনি সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রতিটি রহমতই আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী মহাশূন্যের মত বিশাল। তার মধ্যে একটি রহমত তিনি পৃথিবীকে দান করেছেন। এরই সাহায্যে মা তার সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন এবং জীবজন্তু ও পশুপাখী পরস্পরকে স্নেহপাশে আবদ্ধ রাখে। যখন কিয়ামতের ভয়াবহ দিন আসবে, তখন আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ রহমতের নমুনা প্রদর্শন করবেন।

٤٦١ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِىْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ

بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاذْنَبَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِىْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَفْعَلْ مَاشَاءَ - متفق عليه

৪২১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি তাঁর মহান প্রভুর কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেন, জনৈক বান্দাহ একটি গুনাহ্ করে বললো, হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দাও! তখন সুবিপুল বরকতের অধিকারী আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাহ একটি গুনাহ্ করেছে। তারপর সে জানতে পেরেছে যে, তার প্রভু গুনাহ্-খাতা মাফ করেন, আবার এ জন্য ধর-পাকড়ও করেন। সে আবার গুনাহ্ করে বললো ঃ হে আমার প্রভু! আমার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দাও। তখন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহ একটি গুনাহ্ করেছে এবং সে জানতে পেরেছে যে, তার প্রভু গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহ্র জন্য ধর-পাকড়াও করেন। সে আবারও একটি গুনাহ্র কাজ করলো এবং বললো ঃ প্রভু হে, আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার বান্দাহ্ গুনাহ্ করে ফেলেছে এবং সে এও জেনেছে যে, তার প্রভু গুনাহ্ মাফ করে দেন আবার সে জন্য শাস্তিও প্রদান করেন। সুতরাং আমি আমার বান্দাহ্কে মাফ করে দিলাম; অথবা সে যা ইচ্ছা তাই করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

মহান আল্লাহ্র বাণী— সে যা ইচ্ছা তাই করুক-এর অর্থ হলো, সে যতদিন এরূপ গুনাহ্ করতে থাকবে এবং তওবা করবে আমি ততদিন তাকে ক্ষমা করতে থাকবো। কেননা তওবা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্ চিহ্ন মুছে দেয়।

٤٢٢ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

৪২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তার কসম! তোমরা যদি গুনাহ্ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের তুলে নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের স্থলে এমন এক জাতিকে প্রেরণ করতেন যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতো তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

٤٢٣ . وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ خَلِدِ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ لَا اَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

৪২৩. হযরত আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি গুনাহ্ না করতে তাহলে আল্লাহ এমন জাতির সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ্ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

٤٢٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ اظْهُرِنَا فَاَبْطَاَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ

مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ اِلٰى قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَمَنْ لَقِيْتَ وَرَاءَ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ - رواه مسلم

৪২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসা ছিলাম। আমাদের মাঝে আবু বকর এবং উমরও উপস্থিত ছিলেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতেও অনেক দেরী করতে লাগলেন। এদিকে আমরা ভয় করতে লাগলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে না আবার কেউ কষ্ট দিয়ে বসে। কাজেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। শঙ্কিতদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর জনৈক আনসারীর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।' আবু হুরাইরা এ দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি যাও! এ বাগান পেরিয়ে যার সাথে তোমার প্রথম সাক্ষাত হবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করো। (মুসলিম)

٤٢٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ (رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ) وَقَوْلَ عِيْسٰى عليه السلام (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَايُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ اَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ - رواه مسلم

৪২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহ্র এ বাণীটি তিলাওয়াত করেন ঃ 'হে আমার প্রভু! এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে গুমরাহ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমারই।' (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৬) আর তিনি (নবী করীম) ঈসা (আ)-এর বাণী (যা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে) তিলাওয়াত করেন ঃ 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে (দেয়ার অধিকার আপনার রয়েছে, কারণ) তারা তো আপনারই বান্দাহ। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে (তাও আপনি করতে পারেন, কারণ) আপনি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়।' এরপর তিনি তাঁর দু'হাত উর্ধে তুলে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!' এই বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। এ সময় মহিমাময় আল্লাহ জিব্রাঈলকে ডেকে বললেন ঃ তুমি মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাকে কান্নার কারণটি জিজ্ঞেস করো। অবশ্য এ ব্যাপারে তোমার প্রভু অবহিত রয়েছেন। এরপর জিব্রাঈল (আ) তাঁর

সমীপে উপস্থিত হলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা বলার, তা বলে দিলেন। এ বিষয়ে তিনি (আল্লাহ) তো সবই জানেন; তাই মহান আল্লাহ জিব্রাঈলকে বললেন, তুমি মুহাম্মদকে গিয়ে বলো ঃ 'আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবো, চিন্তাক্লিষ্ট করবো না।' (মুসলিম)

٤٢٦ . وَعَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض قَالَ :كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا وَّحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَايُعَذِّبَ مَنْ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا - متفق عليه

৪২৬. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একটি গাধার ওপর বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন ঃ 'হে মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দাহ্‌র ওপর আল্লাহ্‌র হক কি? এবং আল্লাহ্‌র ওপর বান্দাহর হক কি ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দাহ্‌র ওপর আল্লাহ্‌র হক হলো ঃ তারা তাঁর বন্দেগী করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র ওপর বান্দাহ্‌র হক হলো যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কোন কিছুই শরীক করে না, তিনি তাকে কোন শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদটি জানিয়ে দেব না ? তিনি বললেন ঃ না, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিওনা; কেননা তাহলে তারা শুধু এর ওপরই নির্ভর করে সময় কাটাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٧ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ - ابراهم : ٢٧) متفق عليه

৪২৭. হযরত বারাআ ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দেবে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল। আর এভাবে সাক্ষ্য দেওয়াটাই মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর প্রমাণ ঃ 'আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদেরকে সেই সুদৃঢ় বাক্যের (কালেমা তাইয়্যেবার) দরুন ইহকাল ও পরকালে অবিচল রাখেন'– (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২৭)। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْكَافِرَا اِذَا عَمِلَ حَسَنَةً اُطْعِمَ بِهَا طَعْمَةً مِّنَ الدُّنْيَا وَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَدَّخِرُ لَهٗ حَسَنَاتِهٖ فِى الْاٰخِرَةِ وَيُعْقِبُهٗ رِزْقًا فِىْ الدُّنْيَا عَلٰى طَاعَتِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِىْ الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا

الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَاعَمِلَ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ حَسَنَةٌ يُّجْزِىْ بِهَا - رواه مسلم

৪২৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাফের কোন ভালো কাজ করলে, ইহকালেই তাকে এর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। আর ঈমানদারের ভালো কাজগুলো আল্লাহ্ পরকালের জন্যে সঞ্চিত করে রাখেন এবং সে অনুসারে ইহকালেও তাকে জীবিকা প্রদান করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির কোনো ভালো কাজের অধিকার হরণ করবেন না। তাকে ইহকালে যেমন এর বিনিময় দেয়া হয়, পরকালেও তেমনি এর প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং কাফের নিঃস্বার্থভাবে যে ভালো কাজ করে, তাকে ইহকালেই তার প্রতিদান দেয়া হয়। আর সে যখন পরকালে উপনীত হবে, তখন তার এমন কোনো ভালো কাজই থাকবে না, যার বিনিময়ে তাকে কোনো প্রতিদান দেয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

٤٢٩ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلٰى بَابِ اَحَدِ كُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ - رواه مسلم

৪২৯. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হলো এ রকম; যেমন তোমাদের কারোর দরজার সামনে দিয়ে একটি বিরাট নদী প্রবাহমান আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে। (মুসলিম)

٤٣٠ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَايُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ -

৪৩০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযার নামাযে যদি এরূপ চল্লিশ ব্যক্তি উপস্থিত হয় যারা আল্লাহ্র সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করেনি, তাহলে আল্লাহ্ ঐ মৃতের পক্ষে তাদের সুপারিশ কবুল করেন। (মুসলিম)

٤٣١ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِّنْ اَرْبَعِيْنَ فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ - قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا اِلَّانَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِىْ اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْكَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ - متفق عليه

৪৩১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা প্রায় চল্লিশ ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি তাবুতে হাযির ছিলাম। তিনি আমাদের

জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এক-চতুর্থাংশ জান্নাতবাসী হয় তবে কি তোমরা আনন্দিত হবে ? আমরা বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ যদি জান্নাতবাসী হয়, তবে কি তোমরা আনন্দিত হবে ? আমরা বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ নিবদ্ধ তার শপথ করে বলছি, আমি আশা করি তোমরা (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতীদের অর্ধাংশে পরিণত হবে। কেননা একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী, অর্থাৎ মুসলিমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তোমরা হচ্ছো মুশরিকদের মধ্যে কালো রঙের বলদের চামড়ায় কয়েকটি সাদা চুলের মতো। কিংবা লাল বলদের চামড়ায় সামান্য কতিপয় কালো চুলের মতো। (অর্থাৎ মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য।)

(বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٢ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللّٰهُ اِلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ يَّهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُوْلُ هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبٍ اَمْثَالَ الْجِبَالِ يَنْفِرُهَا اللّٰهُ لَكُمْ - رواه مسلم

قَوْلُهُ دَفَعَ اِلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ يَّهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُوْلُ هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ مَعْنَاهُ مَاجَاءَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض لِكُلِّ اَحَدٍ مَّنْزِلٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِى النَّارِ فَالْمُؤْمِنُ اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِى النَّارِ لِاَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِذٰلِكَ بِكُفْرِهِ وَمَعْنٰى فِكَاكُكَ اَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُوْلِ النَّارِ وَهٰذَا فِكَاكُكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَدًا يَّمْلَؤُهَا فَاِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ وَ كُفْرِهِمْ صَارُوْا فِىْ مَعْنَى الْفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِيْنَ - وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

৪৩২. হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইহুদী বা একজন খ্রীস্টান দিয়ে বলবেন, জাহান্নাম থেকে নাজাতের জন্য এই ব্যক্তি হবে তোমার ফিদ্‌য়া (বদলা) স্বরূপ। এই বর্ণনাকারীর অপর একটি বর্ণনায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক মুসলমান পাহাড় সমান গুনাহ্‌র বিশাল স্তূপ নিয়ে (আল্লাহ্‌র সামনে) উপস্থিত হবে। তারপর আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইহুদী অথবা একজন খ্রীস্টান দিয়ে বলবেন, 'জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই ব্যক্তি তোমার বিনিময়,' এর মর্ম হলো ঃ এ পর্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি মানুষের জন্যই জান্নাতে একটি স্থান এবং জাহান্নামে একটি স্থান রয়েছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সাথে সাথে একজন কাফেরও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা কুফরীর দরুন এটাই হবে তার প্রাপ্য। হাদীসে উল্লিখিত 'ফিকাকুকা' শব্দের অর্থ হলো, তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর জন্য পেশ করা হতো আর এ হলো তোমার বিনিময়। কেননা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারণ করে

রেখেছেন, যাদের দিয়ে তিনি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন। আর কাফেররা যেহেতু তাদের গুনাহ্ ও কুফরীর দরুন তাতে প্রবেশ করবে, তাই মুসলমানদের জন্য এটাই হবে তার বদলা (ফিদ্য়া)। তবে আল্লাহ্ই এ বিষয়ে ভালো জানেন।

٤٣٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ فَيَقُوْلُ : اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ افَيَقُوْلُ رَبِّ اَعْرِفُ قَالَ : فَاِنِّىْ قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَ اَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ - متفق عليه

৪৩৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার প্রভুর কাছে উপস্থিত করা হবে। এমনকি তাকে তাঁর রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখা হবে। এরপর তাকে তার সমস্ত গুনাহ্র কথা স্বীকার করানো হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি কি এই গুনাহ্টিকে চিনতে পারছো ? তুমি কি এই গুনাহ্টি সনাক্ত করতে পারছো ? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি চিনতে পারছি। (তখন) তিনি বলবেন ঃ ইহকালে এটা আমি তামার জন্য ঢেকে রেখেছিলাম আর আজ এটাকে তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। এরপর তাকে ভালো কাজগুলোর একটা তালিকা (আমলনামা) প্রদান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنْ اِمْرَاةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ : اِلَىَّ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِىْ كُلِّهِمْ - متفق عليه

৪৩৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি জনৈক (বেগানা) স্ত্রী লোককে চুম্বন করে বসলো। এরপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহ্র কথা প্রকাশ করলো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ 'আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যের কাজগুলো পাপের কাজগুলোকে মুছে ফেলে দেয়' (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। এ কথা শুনে লোকটি বললো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি শুধু আমারই জন্যে? তিনি বললেন ঃ 'আমার সমগ্র উম্মতের জন্যেই।' (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٥ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّ فَاَقِمْهُ عَلَىَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حِدًّا فَاَقِمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ - قَالَ هَلْ حَضَرْتَ . مَعَنَا الصَّلَاةَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْغُفِرَلَكَ - متفق عليه.

৪৩৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি চরম দণ্ড হত্যাযোগ্য

অপরাধ করে ফেলেছি। কাজেই আপনি আমার ওপর আল্লাহ্র বিধান মুতাবেক শাস্তি কার্যকর করুন। এরপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে লোকটি রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে নামায আদায় করল। নামায শেষে সে আবার বললো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। কাজেই আপনি আমাকে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সঙ্গে নামাযে শরীক হয়েছিলে ? লোকটি বললো ঃ 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন ঃ তাহলে তো তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٦ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْ كُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا اَوْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم

৪৩৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দার ওপর নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক লোকমা খাবার খেয়েই তাঁর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি গিলেই তাঁর প্রশংসা করে (অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্ বলে)। (মুসলিম)

٤٣٧ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

৪৩৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ দিনের পাপীদের ক্ষমা করার জন্যে রাতের বেলা তাঁর (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করে রাখেন এবং রাতের পাপীদের ক্ষমা করার জন্যে দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন। পশ্চিম আকাশে সূর্যের উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এরূপই করতে থাকবেন। (মুসলিম)

٤٣٨ . وَعَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَمْرِ وبْنِ عَبَسَةَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْبَاءِ السُّلَمِىِّ رض قَالَ : كُنْتُ وَاَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَظُنُّ اَنَّ النَّاسَ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَاَنَّهُمْ لَيْسُوْا عَلٰى شَىْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اَخْبَارًا فَقَعَدْتُّ عَلٰى رَاحِلَتِىْ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهٗ، فَتَلَطَّفْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهٗ مَا اَنْتَ ؟ قَالَ ! اَنَا نَبِىٌّ قُلْتُ وَمَا نَبِىٌّ ؟ قَالَ : اَرْسَلَنِىْ اللّٰهُ قُلْتُ وَبِاَىِّ شَىْءٍ اَرْسَلَكَ ؟ قَالَ اَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ وَاَنْ يُّوَحَّدَ اللّٰهُ لَايُشْرَكُ بِهٖ شَىْءٌ قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ وَمَعَهٗ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ قُلْتُ اِنِّىْ مُتَّبِعُكَ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ ذٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا اَلَاتَرٰى حَالِىْ وَحَالَ النَّاسِ وَلٰكِنِ ارْجِعْ اِلٰى اَهْلِكَ فَاِذَا سَمِعْتَ بِىْ قَدْ ظَهَرْتُ فَاْتِنِىْ قَالَ فَذَهَبْتُ اِلٰى اَهْلِىْ وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ

وَكُنْتُ فِى اَهْلِى فَجَعَلْتُ اَتَخَبَّرُ الْاَخْبَارَ وَاَسْاَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى قَدِمَ نَفَرٌ مِّنْ اَهْلِى الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ مَافَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا النَّاسُ اِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ اَرَادَ قَوْمَهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذٰلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنِىْ قَالَ نَعَمْ اَنْتَ الَّذِىْ لَقِيْتَنِىْ بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخبِرْنِىْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَاَجْهَلُهُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ فَاِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهَ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِىْ عَنْهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْئَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَيَا شِيْمِهِ ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَا مِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَاْسَهُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَاْسِهِ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَا مِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلّٰهِ تَعَالٰى اِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

فَحَدَّثَ عَمْرُ وبْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَبَا اُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ يَاعَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ اُنْظُرْ مَاتَقُوْلُ فِىْ مَقَامٍ وَاحِدٍ يَعْطٰى هٰذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرٌ و يَا اَبَا اُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّىْ وَرَقَّ عَظْمِىْ وَاقْتَرَبَ اَجَلِىْ وَمَا بِىْ حَاجَةٌ اَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا مَرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّتٍ مَاحَدَّثْتُ اَبَدًا بِهِ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ - رواه مسلم

৪৩৮. হযরত আবু নাজীহ আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী (রা) বর্ণনা করেন, জাহিলী যুগে আমি ভাবতাম, মানব জাতি শুধু মাত্র ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা মূলত কোন সত্যের

ধারক নয়। কেননা, তারা (নিজেদের হাতে-গড়া) মূর্তির পূজা করে। এরূপ অবস্থায় একদিন শুনতে পেলাম, মক্কায় এক ব্যক্তি (জীবন ও জগত সম্পর্কে) নতুন কিছু কথা বলছে। আমি অবিলম্বে আমার উষ্ট্রীর পিঠে চেপে তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, কথিত লোকটি হচ্ছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাধারণত মানুষের আড়ালে আবডালে থাকেন। কেননা তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করছে। আমি কিছু কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে একদিন মক্কায় তাঁর কাছে পৌঁছলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি (আল্লাহ্‌র) নবী। আমি প্রশ্ন করলাম, নবী কি? তিনি বললেন, নবী আল্লাহ্‌র বাণীবাহক। আমি আবার জিজ্ঞেস করালাম, আপনাকে কি কি বিধানসহ পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলতে, আল্লাহ্‌কে এক বলে প্রচার করতে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করতে পাঠানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞসে করলাম, আপনার সঙ্গী লোকগুলো কারা? তিনি বললেন, এরা আযাদ ও ক্রীতদাস। উল্লেখ্য, সেদিন তার সাথে আবুবকর ও বিলাল (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হলাম। তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে তুমি আমায় অনুসরণ করতে পারবে না। তুমি আমার ও অন্য লোকদের অবস্থা দেখতে পারছ না। এখন বরং তুমি তোমার নিজ বাড়ি ফিরে যাও। যেদিন তুমি খবর পাবে যে, আমি বিজয় লাভ করেছি সেদিন আমার কাছে ফিরে এসো।

তিনি বলেন, এরপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে এলেন। আমি তখন আমার বাড়িতেই ছিলাম। তাঁর মদীনা আসার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট সকল ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিতাম। অবশেষে আমার এলাকাবাসীদের একটি দল মদীনায় গিয়ে ফিরে এল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটি মদীনায় এসেছেন তাঁর অবস্থা কি? তারা বললো লোকেরা তাঁর চারদিকে খুব দ্রুত ভিড় জমাচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। এসব কথা শুনে একদিন আমি মদীনায় গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমায় চিনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার সাথে মক্কায় দেখা করেছিলে। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। এখন আপনি আমায় সে বিষয়ে অবহিত করুন। আপনি আমায় নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি ফজরের নামায আদায়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচুতে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা, এটা (সূর্য) শয়তানের দুটি শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। আর ঠিক এ সময়েই কাফেররা একে (অর্থাৎ শয়তানকে) সিজদা করে; সুতরাং (সূর্যোদয়ের সময় অতিক্রান্ত হলে) তুমি আবার নামায আদায় করবে। কেননা এ নামাযে ফেরেশতারা উপস্থিত থেকে নামাযীদের সাক্ষী হয়ে থাকে। এ নামায বর্শার ছায়ার সমান হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়) পর্যন্ত আদায় করতে পারো। এরপর নামায থেকে বিরত হবে। কেননা, এ সময় জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হয়। এরপর ছায়া কিছুটা হেলে গেলে আবার নামায পড়। কেননা, এ নামাযে ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে নামাযীদের জন্যে সাক্ষ্য দান করে থাকবে। এরপর তুমি আসরের নামায পড়ে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা, তা শয়তানের দুটি শিং-এর মাঝখান দিয়ে ডুবে যায় এবং তখন কাফেররা একে সিজদা করে। (অবশ্য সূর্য ডুবে গেলে মাগরিবের নামায পড়বে)।

বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন ঃ আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমাদেরকে) অযু সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ অযুর পানি মুখে নিয়ে কুলি করলে এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করলে তার মুখ ও নাকের গুনাসমূহ সাথে সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবেক তার মুখমন্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন তার দাড়ির পাশ থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে তার দু'হাতের আঙ্গুলসমূহ থেকেও পাপরাশি ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন মাথা মসেহ্ করে (অর্থাৎ ভিজা হাত মাথায় আলতোভাবে বুলিয়ে নেয়) তখন তার চুলের অগ্রভাগ থেকেও পাপরাশি ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে ফেলে, তখন তার দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ থেকেও পানির সাথে গুনাহ্‌সমূহ ঝরে পড়ে। এরপর সে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণাবলী (হামদ ও সানা) বর্ণনা করে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে (নিয়ম মাফিক নামায আদায় করে) সেই সঙ্গে তিনি যে মর্যাদায় অধিষ্টিত সে মর্যাদা তাঁকে দান করে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে তার অন্তর শূন্য করে দেয়, তাহলে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মতোই পবিত্র ও নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যাবে।

এরপর এ হাদীসটি আমর ইবনে আবাসা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু উমাম (রা)-এর কাছে বিবৃত করলেন। এটা শুনে আবু উমামা (রা) তাঁকে বললেন ঃ 'হে আমর ইবনে আবাসা! তুমি একটু ভেবে-চিন্তে কথাগুলো বলো। তুমি বলছো যে, এক ব্যক্তিকে একই সময়ে এত কিছু দেয়া হবে। আমর বললেন ঃ 'হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার হাড়গুলো শুকিয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ সম্পর্কে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমার মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি এ হাদীসটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একবার, দু'বার, তিনবার (এভাবে গণনা করতে থাকেন), এমন কি সাতবার না শুনতাম, তাহলে আমি তা কক্ষনো বর্ণনা করতাম না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হলো) আমি এটি তাঁর কাছ থেকে এর চেয়েও বেশিবার শুনেছি। (মুসলিম)

٤٣٩ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةَ اُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَّسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاِذَا اَرَادَ هَلَكَةَ اُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَىٌّ فَاَهْلَكَهَا وَهُوَ حَىٌّ يَنْظُرُ فَاَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِيْنَ كَذَّبُوْهُ وَعَصَوْا اَمْرَهُ -

৪৩৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ যখন কোন জাতির ওপর রহম (অনুগ্রহ) করার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমেই তিনি সে জাতির নবীকে তুলে নিয়ে যান এবং তাঁকে তাদের জন্যে আগাম প্রতিনিধি এবং আখিরাতের সঞ্চয়ে পরিণত করেন। পক্ষান্তরে যখন কোন জাতিকে তিনি ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের নবীর জীবন কালেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশাতেই তাদেরকে ধ্বংস করেন আর তিনি (নিজ চোখে) এ দৃশ্য দেখতে থাকেন এবং তাদের ধ্বংস দেখে তিনি নিজের চোখ জুড়ান; কেননা, তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিল। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ বায়ান্ন

আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা ও সু-ধারণা পোষণের সুফল

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِخْبَارًا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ) : وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ- فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا -

মহান আল্লাহ একজন পুণ্যশীল বান্দার কথা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ (বান্দার কথা) 'আমি আমার বিষয়াদি আল্লাহ্‌র কাছে ন্যস্ত করেছি। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে তাদের ক্ষতিকর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা আল-মুমিন ঃ ৪৪-৪৫)

٤٤٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِىْ وَاللّٰهِ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِ كُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَىَّ يَمْشِىْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ - متفق عليه

৪৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, মহিমাময় আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ 'আমি আমার বান্দার ধারণা মতোই আছি (অর্থাৎ সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে সেরূপ ব্যবহারই করি)। সে যেখানেই আমায় স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সঙ্গে থাকি।' আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কেউ গুল্মলতাহীন প্রান্তরে তার হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবায় তার চেয়েও বেশি আনন্দ লাভ করেন। (আল্লাহ আরো বলেন) 'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক গজ (অর্থাৎ দুই হাত) এগিয়ে যাই। আর সে যখন আমার দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤١ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لَايَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - رواه مسلم

৪৪১. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের মাত্র তিন দিন আগে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মহিমাময় আল্লাহ্‌র প্রতি সু-ধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে। (মুসলিম)

٤٤٢ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَادَعَوْتَنِىْ

وَرجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَاكَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَالِىْ يَاابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَاتُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৪৪২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে দো'আ করতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততদিন তোমার গুনাহ্-খাতা মাফ করতে থাকবো, এ ক্ষেত্রে তুমি যা কিছুই করে থাকো না কেন। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোনো কার্পণ্য নেই; কেননা তোমার গুনাহ্ যদি আকাশ সমান উঁচু হয়ে থাকে এবং তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো, তাহলেও আমি তোমায় ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে গোটা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ্ নিয়েও আমার কাছে আসো, তাহলে আমিও ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমায় কাছে ডাকবো। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ তিপ্পান্ন

ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসার একত্র সমাবেশ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র পাকড়াও সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয় না।' (সূরা আল-আরাফ ঃ ৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّهُ لَايَيْاَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'কাফেরগণ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয় না।' (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা হবে সাদা আর কিছুসংখ্যক চেহারা হবে কালো'। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আপনার প্রভু খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আবার তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৬৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ -

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'পুণ্যবান লোকেরা আনন্দে থাকবে আর পাপাচারী লোকেরা জাহান্নামে যাবে। (সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১৩-১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّضِيَةٍ - وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'এরপর যার (আমল বা ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে, সে আশানুরূপ সুখে বাস করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে হাবিয়া (জাহান্নাম) হবে তার আবাস'। (সূরা আল-কারিয়াহ ঃ ৬-৯)

٤٤٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَاطَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَا مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ -

رواه مسلم

৪৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার লোকেরা যদি আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তবে কেউ তাঁর জান্নাতের জন্যে লোভ করতো না। আর কাফিররা যদি আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তাহলে কেউ তারা জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

٤٤٤ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ اَوِالرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ - وراه البخارى

৪৪৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযার লাশ যখন লোকেরা তাদের কাঁধে তোলে এবং সে লাশটি যদি হয় পুণ্যবান কোনো ব্যক্তির তাহলে সে বলতে থাকে, আমায় নিয়ে এগিয়ে চলো, আমায় নিয়ে এগিয়ে চলো। আর যদি সেটি হয় কোনো অসৎ ব্যক্তির লাশ তাহলে সে বলে, হায় এ দুর্ভাগা লোককে নিয়ে তোমরা কোথায় চলেছো? মানব জাতি ছাড়া আর সবাই তার এ আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেতো, তাহলো এর তীব্রতায় মারা যেতো। (বুখারী)

٤٤٥ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ - رواه البخارى

৪৪৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী আর জাহান্নামও অনুরূপ নিকটেই অবস্থান করছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ চুয়ান্ন

মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করা ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا -

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ 'আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় এবং (কুরআন) তাদের ভয়-ভীতি ও নম্র ভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয়।' (বনী ইস্রাঈল ঃ ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ আর হাসছ, কিন্তু কাঁদছ না ? (সূরা আন-নাজম ঃ ৫৯-৬০)

٤٤٦ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَاْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى جِئْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ (فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا) قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - متفق عليه

৪৪৬. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন ঃ 'আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করো'। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সামনে (কুরআন) পড়বো, অথচ আপনার প্রতিই তা নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন ঃ আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসি। কাজেই আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় যখন আমি এই আয়াতে উপনীত হলাম— 'তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থাপন করবো এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী রূপে উপস্থিত করবো?' (সূরা নিসা ঃ ৪১) তিনি বললেন ঃ 'বেশ যথেষ্ট হয়েছে, এখন থামো।' এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطّٰى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ -متفق عليه.

৪৪৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক (গুরুত্বপূর্ণ) ভাষণ দিলেন, যে রকম ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন ঃ ('হে আমার সহচরগণ!) আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাসতে খুবই কম; বরং কাঁদতে খুবই বেশি।' বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ কাপড় দ্বারা তাদের মুখ ঢেকে ফেললেন এবং ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَ لَايَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ- رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত (নির্গত) দুধ স্তনে ফিরে না আসে (অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভব না হয়)। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের ধূলো-বালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে গিয়ে ধুলো-মলিন হয়েছে, সে জান্নাতে যাবেই)। (তিরমিযী)

٤٤٩ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ- متفق عليه

৪৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত ধরনের লোককে আল্লাহ্ সেদিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকবে না। তাঁরা হলেনঃ (১) ন্যায়বিচারক শাসক বা নেতা, (২) মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন যুবক, (৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, (৪) যে দুই ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করে ও ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং এ জন্যেই আবার তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, (৫) এমন পুরুষ, যাকে কোন উচ্চ বংশের সুন্দরী নারী অসৎ কাজের দিকে ডেকেছে; কিন্তু সে জানিয়ে দিয়েছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি এত গোপনে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি করেছে, বাম হাতও তা জানতে পারেনি এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিকির করে এবং দু'চোখ থেকে পানি ঝরে (ক্রন্দন করে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رض قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالترمذى فِى الشَّمَائِلِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৪৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দেখি, তিনি নামায পড়ছেন এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে।

(আবু দাউদ ও শামাইলে তিরমিযী)

٤٥١ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِىْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) قَالَ وَسَمَّانِىْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى أُبَىٌّ - مَتفقَ عليه.

৪৫১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ মহিমাময় আল্লাহ্ আমাকে তোমার সামনে সূরা বাইয়্যিনাহ্ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আমার নামোল্লেখ করে বলেছেন ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ। এরপর উবাই আবেগের আতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে , এর সাথে সাথেই উবাই কাঁদতে শুরু করলেন।

٤٥٢ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ رض بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْطَلِقْ بِنَا إِلٰى أُمِّ أَيْمَنَ رض نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فَقَالَا لَهَا مَايُبْكِيْكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ مَاعِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ إِنِّىْ لَا أَبْكِىْ أَنِّىْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنِّىْ أَبْكِىْ أَنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا - رواه مسلم

৪৫২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর একদিন আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন ঃ চলো আমরা উম্মে আয়মানকে দেখে আসি, যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন। এরপর তাঁরা যখন উম্মে আয়মানের কাছে পৌঁছলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহ্র জিম্মায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কত কুশল ও মঙ্গল রয়েছে ? তিনি বললেন (না, আমি সেজন্য কাঁদছি না) আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আসমান থেকে ওহী আসা যে বন্ধ হয়ে গেল! এ কথায় আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হলো এবং উম্মে আয়মানের সাথে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করলেন। (মুসলিম)

٤٥٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رض إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَقَالَ : مُرُوْهُ فَلْيُصَلِّ- وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ - متفق عليه

৪৫৩. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যন্ত্রনা এক সময় তীব্র আকার ধারণ করলো। তখন একদিন তাঁকে নামায পড়াতে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে বলো, সে যেন ইমাম হয়ে সাহাবীদের নামায

পড়ায়। আয়শা (রা) বললেন ঃ আবু বকর তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তখন কান্নার বেগ তাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করবে। এরপর আবার তিনি বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন লোকদের নামায পড়ায়।

অন্য এক বর্ণনা মতে আয়শা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, আবুবকর যখনই আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার দরুন তিনি নামাযীদের কুরআন শোনাতে পারবেন না। (অর্থাৎ কান্নার দরুন তাঁর কুরআন তিলাওয়াত কেউ শুনতে পাবে না)। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٤ . وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رض اُتِىَ بِطَعَامٍ وَّ كَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رض وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهٗ مَايُكَفَّنُ فِيْهِ اِلَّا بُرْدَةٌ اِنْ غُطِّىَ بِهَا رَأْسُهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّىَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهٗ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَا تُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِىْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ - رواه البخارى

৪৫৪. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বর্ণনা করেন, একদা ইবনে আউফের সামনে খাবার পেশ করা হলো। সেদিন তিনি ছিলেন রোযাদার। এ সময় তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। কিন্তু তাঁকে কাফন পরানোর মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে একটি চাদর ছিল; তদ্দ্বারা তার মাথা ঢাকতে চাইলে পা দুটি অনাবৃত থাকতো আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত থাকতো। এরপর আমাদেরকে প্রচুর জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হলো। এখন ভয় হচ্ছে আমাদের সৎ কাজের বিনিময় ইহকালেই দেয়া শুরু হয়ে গেল নাকি ? এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন। এমনকি খাবারও পরিত্যাগ করলেন। (বুখারী)

٤٥٥ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِىِّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْاَثَرَانِ : فَاَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالٰى - رواه الترمدى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৪৫৫. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোঁটা এবং দুটি নিদর্শনের চেয়ে প্রিয় জিনিস আর কিছু নেই। তার একটি হলো, আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং অন্যটি হলো আল্লাহ্র রাহে জিহাদে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দুটি হলো আল্লাহ্র রাহে জিহাদে আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন এবং আল্লাহ্র ফরজগুলোর মধ্য থেকে কোন ফরয আদায় করার। (তিরমিযী)

٤٥٦ . حَدِيْثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رض قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَّجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ -

৪৫৬. হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এমন এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন, যাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ পঞ্চান্ন

জীবন যাপনে দারিদ্র্য, সংসারের প্রতি আনসক্তি এবং পার্থিব সামগ্রী কম অর্জনে উৎসাহ প্রদানের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ মূলত পার্থিব জীবনের অবস্থা হলো এরূপ যে, আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, তারপর তার সাহায্যে পৃথিবীতে সেসব উদ্ভিদ অত্যন্ত ঘনীভূত রূপে উৎপন্ন হলো, যেগুলো মানুষ ও পশুকুল ভক্ষণ করে। এরপর পৃথিবী যখন পুরোপুরি সুদৃশ্য রূপ ধারণ করলো এবং সুশোভিত হয়ে উঠলো আর এর মালিকরা ভাবতে লাগল তারা এর পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেছে, তক্ষুণি দিনে কিংবা রাতে আমার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আপতিত হলো আর আমি এগুলোকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন ইতোপূর্বে এগুলোর কোন অস্তিত্বই ছিল না। চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনগুলো আমি এভাবেই সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا -

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ আর আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের (প্রকৃত) অবস্থা বর্ণনা করুন। সেটা হলো ঠিক এরূপ, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম। তারপর এর সাহায্যে পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদরাজি ঘনীভূত রূপে উৎপন্ন হলো এবং পরে তা শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল আর বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের (ক্ষণস্থায়ী) শোভা মাত্র। কিন্তু নেক কাজগুলো অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে আর এগুলোই আপনার প্রভুর কাছে সওয়াব হিসেবে এবং আশা-আকাংক্ষার প্রতীক হিসেবে (হাজার গুণে) উত্তম। (সূরা আল-কাহাফ ঃ ৪৫-৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِىْ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنَ حُطَامًا وَّفِىْ الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ '(হে মানুষ তোমরা) জেনে রাখো, পার্থিব জীবন শুধু খেল–তামাশা, জাঁক-জমক ও পারস্পরিক আত্মগর্ব প্রকাশ এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে একে অন্যের চাইতে প্রাচুর্যের বর্ণনা মাত্র। যেমন, বৃষ্টি বর্ষিত হলে তার সাহায্যে উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হলুদ রঙের দেখতে পাও। তারপর তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়। (পার্থিব জীবনের আনন্দ এ রকমই ক্ষণস্থায়ী) আর আখেরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি। পক্ষান্তরে (ঈমানদারদের জন্য) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রয়েছে মার্জনা ও সন্তুষ্টি। বস্তুত পার্থিব জীবন হলো প্রতারণার উপকরণ মাত্র।' (আল-হাদীদ ঃ ২০)

وَقَالَ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'নারী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গৃহ পালিত পশু ও শস্য ক্ষেত ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মনকে সুশোভিত করা হয়েছে। বস্তুত এগুলো হলো পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক উপকরণ। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে অত্যন্ত উত্তম পরিণাম বা প্রত্যাবর্তন।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ -

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ 'হে মানব জাতি! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য; কাজেই এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে রাখে। আর মহাপ্রবঞ্চক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় না ফেলতে পারে।(সূরা ফাতির ঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ، كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ ধন-দৌলত, প্রাচুর্য ও দাম্ভিকতা তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌র কথা) ভুলিয়ে রাখে। এভাবেই তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। কক্ষনো নয়, খুব শীগ্‌গীরই তোমরা (প্রকৃত অবস্থা) জানতে পারবে। অতঃপর কক্ষণো নয়, তোমরা অনতিবিলম্বেই (প্রকৃত অবস্থা) জানতে পারবে। কক্ষণো নয়, যদি তোমরা (প্রকৃত অবস্থা) নিশ্চিতরূপে জানতে পারতে, (তাহলে এরূপ দাম্ভিকতার পরিচয় দিতে পারতে না)।(সূরা আত্-তাকাসুর ঃ ১-৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَّاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ আর (জেনে রেখ) এই পার্থিব জীবন নেহাত একটি খেল-তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে পরকালের জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। তারা (লোকেরা) যদি তা জানতে পারতো (তবে এরূপ কখনোই করত না)। (আন্‌কাবুত ঃ ৬৪)

٤٥٧ . عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْاَنْصَارِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِىْ بِجِزْيَتِهَا فَقَدِمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهٗ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ - متفق عليه

৪৫৭. হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিযিয়া আদায় করার জন্যে আবু উবায়াদা ইবনে জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে পাঠালেন। তদনুসারে তিনি বাহরাইন থেকে প্রচুর ধন-মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। আনসাররা যখন আবু উবায়দা (রা)-এর ফিরে আসার কথা শুনতে পেলেন, তখন তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্যে মসজিদে এসে পৌঁছলেন। রাসূলে আকরাম (স) নামায শেষ করার পর লোকেরা তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, তোমরা বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আবু উবাইদার ফিরে আসার সংবাদ শুনতে পেয়েছো। তারা বললো ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরপর তিনি বললেনঃ তোমরা খুশী হও আর যেসব সামগ্রী তোমাদের খুশীর কারণ, তার আশা পোষণ করো। তবে আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় করছি না, বরং আমি ভয় করছি এ জন্যে যে, পার্থিব সামগ্রী তোমাদের সামনে প্রসারিত হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে প্রসারিত হয়েছিল। তারপর তারা যেমন লোভ-লালসার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো তোমরাও তেমনি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়বে এবং এই পার্থিব সামগ্রী তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছে, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবে ধ্বংস করে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٨ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهٗ فَقَالَ اِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا - متفق عليه

৪৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে জড়ো হলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার বিদায়ের পর যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি তোমাদের জন্যে ভয় করছি তার মধ্যে একটা হলো (নানান দেশ জয়ের পর) তোমরা পার্থিব চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের অধিকারী হবে। (অর্থাৎ নানান দেশ জয়ের পর তোমাদের হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ আসবে এবং তোমরা তখন পার্থিব সামগ্রীর পেছনে ধাবমান হবে, এটাই আমার বড় আশংকা)।

(বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ - رواه مسلم

৪৫৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন, দুনিয়াটা একটা সবুজ শ্যামল সুস্বাদু বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমরা এখানে কি করছো তার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। কাজেই এ দুনিয়ায় (লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রী লোকদের (ফিত্‌না) সম্পর্কেও সাবধান থেকো। (মুসলিম)

٤٦٠ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ - متفق عليه

৪৬০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই তো আসল জীবন।' (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦١ . وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَعَمَلُهٗ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ يَرْجِعُ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَيَبْقٰى عَمَلُهٗ - متفق عليه

৪৬১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃতকে (কবর পর্যন্ত) অনুসরণ করে ঃ তার আত্মীয়-স্বজন, ধন-দৌলত ও তার কাজ-কর্ম (ভালো বা মন্দ)। এরপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। অর্থাৎ তার আত্মীয়-স্বজন ও ধন-দৌলত ফিরে আসে এবং তার আমল বা কাজকর্ম তার সঙ্গে থেকে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٢ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَاوَاللّٰهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَاوَاللّٰهِ مَامَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَ لَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - رواه مسلم

৪৬২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে সজোরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো ? তুমি কি কখনো প্রাচুর্যের মধ্যে দিন যাপন করেছো ?' সে বলবে ঃ 'না, আল্লাহ্র কসম! হে আমার প্রভু! কক্ষণো না।' এরপর জান্নাতীদের মধ্য থেকেও একজনকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে ছিল। এরপর খুব দ্রুত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি কখনো অভাব-অনটন দেখেছো ? তুমি কি কখনো দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন যাপন করেছো ? সে বলবে ঃ 'না, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো অভাব-অনটন দেখিনি আর আমি তেমন কোন দুঃখ-দুর্দশার সময়ও অতিক্রম করিনি।

(মুসলিম)

٤٦٣ . وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبُعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ - رواه مسلم

৪৬৩. হযরত মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর দৃষ্টান্ত হলো এরূপ ঃ তোমাদের কেউ তার একটি আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবালে যতটুকু পানি সঙ্গে নিয়ে ফিরে। (অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাগে লেগে-থাকা সমুদ্রের পানির অংশ যেমন গোটা সমুদ্রের তুলনায় কিছুই নয়, তেমনি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটাও কিছুই নয়)। (মুসলিম)

٤٦٤ . وَعَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوْقِ النَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ثُمَّ قَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهُ لَكُمْ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَوْكَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا اَنَّهُ اَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ -

৪৬৪. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দু'পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তিনি একটি কান-কাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি ছাগল ছানাটির কান ধরে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়েও এটা কিনতে রাজি আছো ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা কোনো কিছুর বিনিময়েই এটা নিতে রাজি নই। আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি ? তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেউ কি এটা নিতে রাজি আছো ? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! এটা জীবিত থাকলেও তো ত্রুটিপূর্ণ; কেননা এটার কানকাটা; তাহলে মৃত অবস্থায় এটা কি কাজে লাগবে ? এরপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেমন নিকৃষ্ট, দুনিয়াটা আল্লাহ্র কাছে তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। (মুসলিম)

٤٦٥ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَرَّةٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا اُحُدٌ فَقَالَ

يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مَايَسُرُّنِىْ اَنَّ عِنْدِىْ مِثْلَ اُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِىْ عَلَىَّ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلَّا شَىْءٌ اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ اِلَّا اَنْ اَقُوْلَ بِهٖ فِىْ عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَعَنْ خَلْفِهٖ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ثُمَّ قَالَ لِىْ : مَكَانَكَ لَاتَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ ثُمَّ انْطَلَقَ فِىْ سَوَادِ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَارٰى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهٗ فَذَكَرْتُ قَوْلَهٗ لَاتَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَتَانِىْ فَقُلْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ فَذَكَرْتُ لَهٗ فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهٗ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِىْ فَقَالَ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ - متفق عليه

৪৬৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনার কালো প্রস্তরময় প্রান্তরে হাঁটাহাটি করছিলাম। এমনি সময় ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিপথে এলে তিনি বললেন ঃ 'হে আবু যার!' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতেই উপস্থিত আছি।' তিনি বললেন ঃ 'এই ওহুদ পাহাড়ের সম-পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার কাছে থাকে, তবু আমি আনন্দিত হবো না। কেননা, তিন দিনের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমার কাছে তা থেকে ঋণ আদায়ের অংশ ছাড়া এক দীনারও উদ্বৃত্ত থাকবে না; বরং আমি আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে তা এভাবে-ওভাবে, ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে খরচ করে ফেলবো। এ কথা বলে তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ বেশি ধনবান লোকেরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হয়ে যাবে; কিন্তু যারা এভাবে-ওভাবে, ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে খরচ করেছে, তারা (কখনো) নিঃস্ব হবে না। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। এরপর তিনি আমায় বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়বে না। এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একটা বিকট আওয়ায শুনে আমি এই মর্মে ভয় পেয়ে গেলাম যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেল নাকি ? তাই আমার তাঁর খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা হলো। কিন্তু 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়োনা' তাঁর এ আদেশটি আমার বারবার মনে পড়তে লাগল এবং তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি নিজের জায়গা ত্যাগ করলাম না। অবশেষে তিনি ফিরে এলেন এবং আমি তাকে বললাম ঃ 'আমি তো একটা বিকট আওয়ায শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশ স্মরণ হওয়ায় এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি তাহলে শব্দটি শুনেছ' আমি বললাম ঃ 'হ্যা'। তিনি বললেন ঃ 'এটা জিব্রাঈলের শব্দ। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। (এই সুযোগে) তিনি বলে গেলেন ঃ তোমার উম্মতের

যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি বললাম ঃ সে যদি ব্যভিচার করে ? সে যদি চুরি করে ? তিনি বললেন ঃ সে যদি ব্যভিচারও করে এবং চুরিও করে, তবুও (জান্নাতে যাবে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ اَنْ لَّاتَمُرَّ عَلَىَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَّعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ اِلَّا شَىْءٌ اُرْصُدُهٗ لِدَيْنٍ - متفق عليه

৪৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড়ের সম-পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তাহলে তিন দিন অতিক্রান্ত না হতেই (আমার কাছে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আর তাতেই আমি আনন্দ বোধ করবো। তবে ঋণ (থাকলে তা) পরিশোধের জন্যে কিছু অংশ আটকে রাখতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٧ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَّا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ مُسلِمٍ- وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ : اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ .

৪৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের দিকে তাকাও এবং তোমাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোকদের দিকে তাকিও না। তোমাদর ওপর আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামতকে নিকৃষ্ট না ভাবার জন্যে এটাই হলো উত্তম পন্থা। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তোমাদের কেউ যখন তার চেয়ে ধনবান ও সুন্দর চেহারার কোনো লোকের দিকে তাকায়, তখন সে যেন তার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকের দিকেও তাকায়। (তাহলে তাকে যে নিয়ামত দেয়া হয়েছে, তার মূল্য সে বুঝতে পারবে।)

٤٦٨ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ - رواه البُخَارى

৪৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দিনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পেড়ে পশমী চাদরের দাস নিপাত যাক। কেননা, তাকে দেয়া হলেই খুশী আর না দেয়া হলেই না-খোশ (বেজার)। (বুখারী)

٤٦٩ . وَعَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَّاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَايَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهٗ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرٰى عَوْرَتُهٗ - رواه البخارى

৪৬৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আসহাবে সুফ্ফার[1] সত্তরজন সদস্যকে দেখেছি; তাদের কারো দেহে কোনো (জামা বা) চাদর ছিল না। তাদের কারো হয়ত একটি লুঙ্গি আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা একে নিজেদের গলায় জড়িয়ে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তার পায়ের নলার অর্ধাংশ পৌঁছত আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। (সেলাইবিহীন কাপড় হওয়ার দরুন) লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন। (বুখারী)

٤٧٠ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ – مسلم

৪৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াটা হলো ঈমানদার লোকদের জন্যে কারাগার এবং কাফিরদের জন্যে জান্নাততুল্য। (মুসলিম)

٤٧١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِىْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ – رواه البخارى

৪৭১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেঁখে বললেন ঃ 'দুনিয়ায় তুমি একজন মুসাফির কিংবা পথচারী হয়ে থেকো।' আর এ জন্যে ইবনে উমর বলতেন ঃ তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন সকালের অপেক্ষা করোনা। তুমি সুস্থতার সময়ে রোগের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করো আর তোমার জীবনকালে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নাও। (বুখারী)

٤٧٢ . وَعَنْ اَبِىْ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رض قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِىَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِى النَّاسُ، فَقَالَ اَزْهَدْ فِىْ الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَاَزْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ – حَدِيْثٌ حَسَنٌ رواه ابن ماجة وَغَيْرُهٗ بِاَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ .

৪৭২. হযরত আবুল আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা সম্পাদন করব, তখন আল্লাহ আমায় ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমায় ভালোবাসবে। জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হও, আল্লাহ তোমায় ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, তার প্রতি নিরাসক্ত হও; তাহলে মানুষও তোমায় ভালোবাসবে। (ইবনে মাজাহ)

১. সুফ্ফা হলো মসজিদে নববীর চত্বরে অবস্থিত পাথরের চাতাল। কিছুসংখ্যক জ্ঞান-অন্বেষী দরিদ্র সাহাবী এর ওপর অবস্থান করতেন, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন।

٤٧٣ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رض مَاأَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِىْ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَايَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ - رواه مسلم.

৪৭৩. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন ঃ যেসব লোক পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, সারাদিন তাঁর নাড়িভূড়ি পেঁচিয়ে থাকতো অথচ তাঁর পেটে দেওয়ার মতো কোনো নষ্ট পুরনো খেজুরও জুটতো না। (মুসলিম)

٤٧٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِيْ بَيْتِيْ مِنْ شَيْءٍ يَّأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ اِلَّا شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِّيْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ - متفق عليه

৪৭৪. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আমার ঘরে এমন কোনো সামগ্রী ছিল না, যা কোনো প্রাণী খেতে পারে। অবশ্য আমার ঘরে সামান্য কিছু যব মজুদ ছিল। আমি অনেকদিন পর্যন্ত তা থেকে কিছু কিছু খেতে থাকলাম। অবশেষে তাও একদিন শেষ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧٥ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَخِيْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رض قَالَ : مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَّلَادِرْهَمًا وَّلَا عَبْدًا وَّلَا اَمَةً وَّ لَا شَيْئًا اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِيْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً - رواه البخارى

৪৭৫. উম্মুল মুমেনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) এর ভাই আমর ইবনে হারিস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সময় কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থকড়ি), দাস-দাসী এবং অন্য কোনো দ্রব্য-সামগ্রী রেখে যাননি। তবে তাঁর মাত্র একটি সাদা খচ্চর ছিল, যার ওপর তিনি সওয়ার হতেন। এ ছাড়া তাঁর তরবারি এবং মুসাফিরদের জন্য সদকাকৃত কিছু জমি তিনি রেখে যান। (বুখারী)

٤٧٦ . وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ رض قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَاكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رض قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَجْلَيْهِ بَدَا رَاْسُهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِيَ رَاْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِ بُهَا - متفق عليه

৪৭৬. হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্তি (রা) বর্ণনা করেন, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে হিজরত করেছি। সুতরাং এর সওয়াব আমরা যথারীতি

আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবো। অবশ্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর বিনিময় উপভোগ না করেই মারা গেছেন। তার মধ্যে মুসআব ইবনে উমায়ের (রা)-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি সম্পদ হিসেবে রেখে যান মাত্র একটি রঙীন পশমী চাদর। আমরা কাফন হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে পা দুটি অনাবৃত হয়ে যেতো। আর পা দুটি ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে পড়তো। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঐ চাদর দিয়ে) তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তার পায়ের ওপর 'ইযখির' নামক এক প্রকার ঘাস রেখে দিতে আমাদের নির্দেশ করেন। বর্তমানে আমাদের কারো কারো অবস্থা এ রকম যে, গাছে তার ফল পেকে রয়েছে আর তিনি তা পেড়ে নিয়ে ভোগ করছেন। (অর্থাৎ আমাদের কেউ কেউ ধন-মাল ও প্রাচুর্যের মধ্যে রাজকীয় জীবন যাপন করছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧٧ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ . رواه الترمذى

৪৭৭. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতুল্যও হতো, তাহলে তিনি তা থেকে কাফেরদেরকে এক চুমুক পানিও পান করার সুযোগ দিতেন না। (তিরমিযী)

٤٧٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَاانَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَّافِيْهَا اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَّ مُتَعَلِّمًا - رواه الترمذى

৪৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ জেনে রাখো, দুনিয়া এবং এর মধ্যেকার সবকিছুই অভিশপ্ত। তবে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির এবং তাঁর পছন্দনীয় সামগ্রী এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ অভিশপ্ত নয়)। (তিরমিযী)

٤٧٩ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِىْ الدُّنْيَا - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৪৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জমি-জমা ও ক্ষেত-খামার দখলের পেছনে লেগে যেওনা; তাহলে তোমরা (খুব সহজেই) দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। (তিরমিযী)

٤٨٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَّنَا فَقَالَ مَاهٰذَا ؟ فَقُلْنَا قَدْ وَهِىَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ مَا اَرَى الْاَمْرَ اِلَّا اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ - رواه ابو داود، والترمذى باسناد البخارى ومسلم

৪৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা একটি কুঁড়ে ঘর মেরামত করছিলাম। ঠিক ঐ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে কি করা হচ্ছে ? আমরা বললাম, ঘরটা ভগ্নপ্রায় হয়ে গেছে; তাই আমরা এটাকে মেরামত করছি। তিনি বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিয়ামত এর চেয়েও তাড়াতাড়ি এসে যাবে।

(আবু দাঊদ, তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিম)

٤٨١ . وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَّ فِتْنَةُ اُمَّتِى الْمَالُ - رواه الترمذى

৪৮১. হযরত কা'ব ইবনে 'ইয়াদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক জাতির জন্যে একটি ফিত্না (পরীক্ষার সামগ্রী) আছে। আমার উম্মতের ফিত্না হলো ধন-মাল। (তিরমিযী)

٤٨٢ . وَعَنْ اَبِى عَمْرٍو وَيُقَالُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبُوْ لَيْلٰى عُثْمَانُ ابْنِ عَفَّانٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوٰى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَّسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُّوَارِىْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءُ - رواه الترمذى

৪৮২. হযরত আবু 'আমর (রা) (তাঁকে আবু আবদুল্লাহ নামেও ডাকা হতো আবার আবু লায়লা বলা হতো) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন, তিনটি জিনিস ছাড়া আদম সন্তানের আর কিছুর ওপর অধিকার নেই। সে তিনটি জিনিস হচ্ছে ঃ (১) তার বসবাসের জন্যে একটি গৃহ, (২) শরীর ঢাকার জন্যে কিছু কাপড় এবং (৩) কিছু রুটি ও পানি। (তিরমিযী)

٤٨٣ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ بِكَسْرِ الشِّيْنِ وَالْخَاءِ الْمَشَدَّدَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ رض اَنَّهُ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ (اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ : يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ وَهَلْ لَكَ يَاابْنَ اٰدَمَ مِنْ مَّالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ - مسلم

৪৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা তাকাসুর ('আলহাকুমুত-তাকাসুর'— ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তোমাদেরকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে রেখেছে) পাঠ করছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আদম সন্তানরা কেবল 'আমার ধন, আমার সম্পদ' ইত্যাদি আওড়াতে থাকে। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার সম্পদ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে হযম করেছ, পরিধান করে পুরোন করেছ এবং দান-খয়রাত করে আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করেছ। (মুসলিম)

٤٨٤ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رض قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِّلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ

فَقَالَ اَنْظُرْ مَا ذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ – رواه الترمذى

৪৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবাসি।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি কি বলছ, তা ভেবে দেখেছো তো!' সে বললো ঃ 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি।' এভাবে সে তিনবার উচ্চারণ করলো। এরপর তিনি বললেন ঃ 'তুমি যদি আমায় ভালবাস, তাহলে দারিদ্র্যের জন্যে মোটা পোশাক তৈরী করে নাও। কেননা, বন্যার পানি যে গতিতে তার চূড়ান্ত গন্তব্য পানে ছুটে যায়, আমায় যে ভালবাসে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা তার চেয়েও তীব্র গতিতে তার কাছে পৌঁছে যায়। (তিরমিযী)

٤٨٥ . وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ – رواه الترمذى

৪৮৫. হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধন-মাল ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার দ্বীনের (ধর্মের) যতোটা ক্ষতি করতে পারে, ছাগলের (কিংবা ভেড়ার) পাল ধ্বংস করার জন্যে ছেড়ে দেয়া দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়েও ততোটা ক্ষতি করতে পারে না। (তিরমিযী)

٤٨٦ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَنْبِهِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ : مَالِىْ وَالدُّنْيَا ؟ مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ رَاحَ وَتَرَكَهَا – رواه الترمذى

৪৮৬. হযরত আবুদল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খেজুর পাতার) একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আমরা তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্যে একটি তোষক বানিয়ে দেই ? (তাহলে কেমন হয়?) তিনি বললেন ঃ (দেখ,) দুনিয়ার (আরাম-আয়েসের) সাথে আমার কি সম্পর্ক ? আমি তো এ দুনিয়ায় এ রকম একজন মুসাফির, যে গাছের ছায়াতলে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেয়; এরপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে যায়। (তিরমিযী)

٤٨٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ – رواه الترمذى

৪৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরীবরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

٤٨٨ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ - متفق عليه

৪৮৮. হযরত ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন ঃ (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি জান্নাতের পরিস্থিতি অবগত হলাম। আমি দেখলাম, তার বেশির ভাগ অধিবাসীই দরিদ্র। এরপর জাহান্নামের পরিস্থিতি অবহিত হলাম। দেখলাম, তার বেশির ভাগ অধিবাসীই নারী। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٨٩ . وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ - متفق عليه

৪৮৯. হযরত উসামা বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, তাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র। পক্ষান্তরে ধনবান লোকদেরকে আটকে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ জান্নাতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।) কিন্তু জাহান্নামীদের ইতোমধ্যেই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ - اَلَا كُلُّ شَىْءٍ مَاخَلَا اللّٰهُ بَاطِلٌ - متفق عليه

৪৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কবি লবিদ যা বলেছে, তা যথার্থ। তিনি বলেছেন ঃ 'জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা।' (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ছাপ্পান্ন

অনাহার-অর্ধাহারে দিন যাপন, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, পানাহার ও পোশাক-আশাকে অল্পে তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির আকর্ষণ পরিহার

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এরপর তাদের পরে এল অপদার্থ উত্তরসূরী। তারা নামায বিনষ্ট করল এবং দুষ্প্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। কাজেই তারা খুব শীগ্‌গীরই গুমরাহীর বিপদ প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হবে না; বরং তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিদান (বুঝিয়ে) দেয়া হবে। (সূরা মরিয়ম ঃ ৫৯-৬০)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِىَ قَارُوْنُ إِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ অতঃপর সে (অর্থাৎ কারূণ) খুব জাঁকজমকের সাথে তার জাতির লোকদের সামনে বের হলো। (এই দৃশ্য দেখে) পার্থিব জীবনের সম্পদ পূজারীরা বলতে লাগলো, আহা! কারূণকে যে পরিমাণ সম্পদ দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি সেরকম সম্পদ দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে খুবই ভাগ্যবান। অন্যদিকে জ্ঞানবান লোকেরা বলতে লাগলো ঃ হায় কি সর্বনাশ! তোমরা একি বলছো, ঈমানদার হয়ে যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে সে আল্লাহ্র কাছে এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি উত্তম প্রতিফল পাবে।

(সূরা আল-কাসাস ঃ ৭৯-৮০)

وَقَالَ تَعَالٰى : ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ এরপর সেদিন (দুনিয়ার তাবৎ) নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আত্-তাকাসুর)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا -

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হলে আমি তাকে ইহকালে যতটুকু ইচ্ছা শীগ্গীরই প্রদান করবো। এরপর তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখবো। সে তাতে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ১৮)

٤٩١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَمِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ .

৪৯১. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ কোনোদিন উপর্যুপরি দু'দিন পেটপুরে যবের রুটি পর্যন্ত খেতে পায় নি। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা আসার পর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কখনো একনাগাড়ে তিন দিন পেট পুরে গমের রুটি পর্যন্ত খেতে পায়নি।

٤٩٢ . وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَاابْنَ أُخْتِىْ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ : ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِىْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قُلْتُ : يَاخَالَةُ فَمَا كَانَ

يُعِيْشُكُمْ ؟ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يُرْسِلُوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَا - متفق عليه

৪৯২. হযরত উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়শা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহর কসম হে ভাগে! আমরা একটি নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটি নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটি নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে আমাদের তিন তিনটা নতুন চাঁদ দেখার সুযোগ হতো। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ঘরেই চুলা জ্বলতো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে খালাম্মা! তাহলে আপনারা জীবন কাটাতেন কি করে ? তিনি বললেন, দুটি নগণ্য বস্তু, খেজুর আর পানি খেয়ে (পান করে) জীবন কাটাতাম। তবে হ্যাঁ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন আনসার প্রতিবেশী ছিলেন। তাদের কাছে কয়েকটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী ছিল। তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু দুধ পাঠাতেন আর তিনি তা আমাদেরকে (ভাগ করে) দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَ رض اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَّصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاكُلَ وَقَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ - رواه البخارى.

৪৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একদা একদল লোকের পার্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সামনে তখন আস্ত একটি ভূনা বকরী রাখা ছিলো। তারা তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি বকরীর গোশত খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, অথচ তিনি কখনো পেট ভরে যবের রুটি পর্যন্ত খেতে পাননি। (বুখারী)

٤٩٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : لَمْ يَاْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ حَتّٰى مَاتَ وَمَا اَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ - رواه البخارى. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا رَاٰى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

৪৯৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দস্তরখানে বসে রকমারি খাবার গ্রহণ করেননি। এমনকি তিনি কখনো চাপাতি রুটি পর্যন্ত খেতে পাননি। (বুখারী)

অপর একটি বর্ণনায় আছে, তিনি নিজের চোখে কখনো আস্ত ভুনা বকরীও দেখেননি।

٤٩٥ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ : لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَايَمْلَاُ بِهِ بَطْنَهُ - رواه مسلم

৪৯৫. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্য পুরনো, বিনষ্ট খেজুরও খেতে পেতেন না। (মুসলিম)

٤٩٦ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ : مَارَاى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ مِنْ حِيْنَ اَبْتَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - فَقِيْلَ لَهٗ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْخُلاً مِّنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى، فَقِيْلَ لَهٗ كَيْفَ كُنْتُمْ تَاكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ ؟ قَالَ : كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ - رواه البخارى

৪৯৬. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (দুনিয়ায়) নবী বানিয়ে পাঠানোর পর থেকে তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনীতে চালা মিহি আটার রুটি দেখেননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কি আপনাদের কাছে কোনো চালুনি ছিল না ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবুয়তসহ পাঠানোর পর থেকে ওফাতের মাধ্যমে তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কোন চালুনিই দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা চালুনীতে চালা ছাড়া যবের আটা খেতেন কিভাবে ? তিনি বললেন, আমরা তা পিষে তাতে ফুঁ দিতাম, তখন যা কিছু উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেতো আর অবশিষ্ট আটা বা ময়দা পানিতে ভিজিয়ে খামির বানাতাম। (বুখারী)

٤٩٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ رض فَقَالَ مَا اَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَا الْجُوْعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ وَاَنَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَخْرَجَنِى الَّذِىْ اَخْرَجَكُمَا قُوْمَا فَقَامَا مَعَهٗ فَاَتٰى رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا هُوَ لَيْسَ فِىْ بَيْتِهٖ فَلَمَّا رَاَتْهُ الْمَرْاَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَاَهْلاً فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ اِذَاجَاءَ الْاَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَااَحَدٌ الْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِّنِّى فَانْطَلَقَ فَجَاءَ هُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ : كُلُوْا وَاَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوْا فَلَمَّا اَنْ شَبِعُوْا وَرَوُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رض وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتُسْاَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتّٰى اَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيْمُ - رواه مسلم

৪৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার দিনে কিংবা রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ির বাইরে বের হলেন। ঠিক এ সময় দেখা গেল, আবুবকর ও উমর (রা)ও বাইরে বেরিয়েছেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ মুহূর্তে কোন

জিনিসটি তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে বের করে এনেছে ?' তাঁরা বললেন ঃ 'ক্ষুধার জ্বালা আমাদেরকে বের করে এনেছে হে আল্লাহ্‌র রসূল!' তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যে জিনিসটা তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে এনেছে, সেটি আমাকেও বের করে ছেড়েছে। তোমরা দাঁড়াও।' এ কথায় তারা দু'জন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এরপর (হাঁটতে হাঁটতে) তারা জনৈক আনসারীর বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দেখা গেল, আনসারী বাড়িতে নেই। তাঁর স্ত্রী যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেলেন, তখন (খুশিতে বাগ্ বাগ্ হয়ে) তিনি বললেন ঃ খোশ্ আমদেদ! খোশ্-আমদেদ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'অমুকে কোথায় ?' তিনি বললেন ঃ 'উনি তো আমাদের জন্যে মিষ্টি পানি আনতে গেছেন।' ইতোমধ্যে আনসারী ফিরে এলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখে বললেন ঃ 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্। আজ অন্য কারো বাড়িতে আমার মেহমানের চেয়ে সম্মানিত কোন মেহমান নেই।' এরপর তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং কাঁচা-পাকা খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে তাদের সামনে রেখে বললেন ঃ এগুলো আপনারা খেতে থাকুন। এরপর তিনি একটি ধারালো ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ সাবধান! 'দুগ্ধবতী ছাগল যবাই করোনা।' এরপর তিনি একটি ছাগল যবাই করে তার গোশ্‌ত রান্না করে নিয়ে এলেন। তারা সে ছাগলের গোশ্‌ত এবং গুচ্ছ থেকে খেজুর খেলেন এবং শেষে পানি পান করলেন। সবাই যখন পেট ভরে খাবার খেলেন এবং তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, তারপর তোমরা এ নিয়ামতের সন্ধান পেয়ে বাড়ি ফিরছো। (মুসলিম)

٤٩٨ . وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَرَ الْعَدَوِىِّ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ اَمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اٰذَنَتْ بِصُرْمٍ وَّوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْاِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا وَاِنَّكُمْ مُنْتَقِلُوْنَ مِنْهَا اِلٰى دَارٍ لَازَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوْا بِخَيْرٍ مَّابِحَضْرَ تِكُمْ فَاِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا اَنَّ الْحَجَرَ يُلْقٰى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا لَّايَدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَّاللّٰهِ لَتُمْلَاَنَّ اَفَعَجِبْتُمْ ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا اَنَّ مَابَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ عَامًا وَّ لَيَاتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَّهُوَ كَظِيْظٌ مِّنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامُ اِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَ اَقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاَتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا فَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا اَصْبَحَ اَمِيْرًا عَلٰى مِصْرٍ مِّنَ الْاَمْصَارِ وَاِنِّىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ فِىْ نَفْسِىْ عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا - رواه مسلم

৪৯৮. হযরত খালেদ ইবনে উমর আল-আদাবী (রা) বর্ণনা করেন, একদা বসরার গবর্ণর উৎবা ইবনে গায্ওয়ান (রা) আমাদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'হামদ' ও 'সানা' পাঠ করার পর বললেন ঃ দুনিয়াটা ধ্বংসের ঘোষণা দিচ্ছে এবং খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়ে পালানো চেষ্টা করছে। পানি পান করার পর পাত্রের তলদেশে যেটুকু পানি বাকী থাকে, দুনিয়ার ততটুকুই শুধু বাকী আছে এবং দুনিয়াদাররা তা থেকেই পানাহার করছে। কিন্তু তোমাদেরকে এ অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে এক চিরস্থায়ী দুনিয়ার পথে পাড়ি জমাতে হবে। কাজেই তোমাদের জন্যে যে উত্তম জিনিসগুলো আছে, তা সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামের এক পাশ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে এবং তা সত্তর বছর অবধি এর ভেতরেই নীচের দিকে গড়াতে থাকবে; তবু এটা গর্তের তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম! তবু এ কাজটা পূর্ণ করা হবে। তোমরা কি (এ কথায়) হতবাক হচ্ছো ?

আমাদের কাছে তো এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজাসমূহের দুটি কপাটের মধ্যবর্তী স্থানটার দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান। অথচ এমন একটি দিন আসবে, যখন তা (মানুষের) ভিড়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর আমি নিজেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাত ব্যক্তির মধ্যে সপ্তম স্থানে দেখেছি। (তখন) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো খাদ্যই ছিল না। আর তা খেতে খেতে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিল। (কাপড় বন্টনের দরুন) আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। তা চিড়ে দু'টুকরো করে আমি এবং সা'দ ইবনে মালিক ভাগ করে নিলাম। আমার অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানালাম এবং বাকী অর্ধেকটা দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানালেন। কিন্তু তারপর অবস্থা দাঁড়াল এরূপ যে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শহরের (বা অঞ্চলের) গবর্ণর হয়েছেন। আমি নিজের কাছে বড়ো হওয়া এবং আল্লাহ্র কাছে ছোট হওয়ার বিপদ থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

٤٩٩ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض قَالَ : اَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رض كِسَاءً وَّ اِزَارًا غَلِيْظًا قَالَتْ : قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ - متفق عليه

৪৯৯. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি চাদর এবং একটা মোটা লুঙ্গি এনে বললেন ঃ এই দুটো কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٠ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ : اِنِّىْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ اِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهٗ خَلْطٌ - متفق عليه

৫০০. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র পথে তীরন্দাজী করার দিক থেকে আমিই ছিলাম প্রথম আরববাসী। আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে বাবলা আর ঝাউ

গাছের পাতা ছাড়া আর কোনো খাবারই ছিল না। এমন কি, আমাদের সঙ্গী সাথীরা ছাগলের বিষ্ঠার মতো (বড়ি বড়ি) পায়খানা করতো, একটা বড়ির সাথে আরেকটা মিশতো না।
(বুখারী ও মুসলিম)

٥٠١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا - متفق عليه

৫০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ 'হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে ক্ষুধা নিবারণ উপযোগী ন্যূনতম জীবিকা দান করো।' (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنْ كُنْتُ لَاَعْتَمِدُ بِكَبِدِىْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لَاَشُدُّ الْحَجَرَ عَلٰى بَطْنِىْ مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلٰى طَرِيْقِهِمُ الَّذِىْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ فَمَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَعَرَفَ مَافِىْ وَجْهِىْ وَمَا فِىْ نَفْسِىْ ثُمَّ قَالَ اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقْ وَمَضٰى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنَ لِىْ فَدَخَلْتُ فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ قَالُوْا اَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ اَوْ فُلَانَةٌ قَالَ اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقْ اِلٰى اَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِىْ قَالَ وَ اَهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ الْاِسْلَامِ لَايَاْوُوْنَ عَلٰى اَهْلٍ وَّ لَا مَالٍ وَّلَا عَلٰى اَحَدٍ، وَكَانَ اِذَا اَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَاِذَا اَتَتْهُ هَدِيَّةٌ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ وَاَصَابَ مِنْهَا وَاَشْرَكَهُمْ فِيْهَا فَسَاءَنِىْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِىْ اَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ اَحَقَّ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً اَتَقَوّٰى بِهَا فَاِذَا جَاؤُوْا وَاَمَرَنِىْ فَكُنْتُ اَنَا اُعْطِيْهِمْ وَمَا عَسٰى اَنْ يَّبْلُغَنِىْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ ﷺ بُدٌّ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا وَاَسْتَاْذَنُوْا فَاَذِنَ لَهُمْ وَاَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَااَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خُذْ فَاَعْطِهِمْ قَالَ فَاَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ اُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَاُعْطِيْهِ الْاٰخَرَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلٰى الْقَدَحَ حَتّٰى اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رُوِىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَاَخَذَ الْقَدَحَ قَالَ بَقِيْتُ اَنَا وَاَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُوْلُ فَوَضَعَهُ عَلٰى يَدِهِ فَنَظَرَ اِلَىَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِشْرَبْ حَتّٰى قُلْتُ لَاوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَااَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَاَرِنِىْ فَاَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَسَمّٰى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ - رواه البخارى

৫০২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ক্ষুধার তীব্রতায় আমি আমার পেটের সাথে ভারী পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি লোক চলাচলের পথের ওপর বসে রইলাম। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পথ অতিক্রমকালে আমায় দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার বাহ্যিক চেহারা ও মনের অবস্থা বুঝে ফেললেন। তারপর বললেন ঃ 'হে আবু হুরাইরা!' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত।' তিনি বললেন ঃ 'আমার সাথে এসো'। এ কথা বলেই তিনি (গন্তব্যস্থলের দিকে) যাত্রা করলেন। আমিও তার পিছনে পিছনে চললাম। এরপর তিনি অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং আমিও তাঁর অনুমতি পেয়ে প্রবেশ করলাম। তিনি এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে (বাড়ির লোকদের) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দুধ কোথা থেকে এসেছে ? পরিবারের লোকেরা বললো ঃ অমুক ব্যক্তি কিংবা (বর্ণনারকারীর সন্দেহ) অমুক মহিলা আপনার জন্যে উপঢৌকন (হাদীয়া) পাঠিয়েছে। তিনি বললেন ঃ 'হে আবু হুরাইরা!' আমি বললাম! 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতে হাযির।' তিনি বললেন ঃ 'যাও তো, সুফ্ফার অধিবাসীদেরকে (আস্হাবে সুফ্ফা) ডেকে নিয়ে আসো। আবু হুরাইরা বললেন ঃ 'সুফ্ফার অধিবাসীরা হলো ইসলামের মেহমান। তাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন ও ধন-দৌলত বলতে কিছুই ছিল না। তাদেরকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেয়ার মতো কোনো বন্ধু-বান্ধবও ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন সদকার মাল এলে তিনি ওদের কাছে তা পাঠিয়ে দিতেন, (অন্যদের দেয়ার জন্যে) তিনি তাতে হাত দিতেন না। কিন্তু যখন কোনো উপহার সামগ্রী (হাদীয়া) আসত, তখন তিনি ওদের কাছে কিছু পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজেও তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন।

সেদিন (রাসূলে আকরাম) তাদের ডাকার কথা বলাতে আমার কাছে খুব খারাপ লাগল। আমি মনে মনে বললাম ঃ এইটুকু দুধ আসহাবে সুফ্ফার কোন কাজে লাগ্বে ? আমি বরং এ দুধের বেশি হকদার ছিলাম; এর কিছু অংশ পান করলে আমি শক্তি অনুভব করতাম। তাছাড়া তারা যখন আসবে তখন তাদেরকে এ দুধ পরিবেশনের জন্যে তো আমাকেই আদেশ করা হবে। তখন তাদের সবাইকে পরিবেশনের পর এ থেকে আমি কিছু পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানা ছাড়া তো আমার কোনো উপায়ও ছিল না। কাজেই আমি উঠে গিয়ে তাদেরকে ডাকলাম। তাঁরা এসে ভিতরে ঢোকার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতিও দিলেন। তারা ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজ নিজ স্থানে বসে পড়লেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা! আমি জবাব দিলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আপনার কাছেই উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ দুধের পেয়ালাটি নিয়ে লোকদেরকে পরিবেশন কর। আবু হুরাইরা বলেন ঃ এরপর আমি পেয়ালাটি নিয়ে এক একজনকে পরিবেশন করতে শুরু করলাম। একজন তৃপ্তির সাথে পান করে আমাকে পেয়ালাটি ফেরত দিতেন। তারপর আমি আর একজনকে পরিবেশন করতাম। তিনিও পূর্ণ তৃপ্তির সাথে পান করে পেয়ালাটা আমায় ফেরত দিতেন। এভাবে সবার শেষে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেয়ালাটি নিয়ে হাযির হলাম। তিনি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুচকি হেসে বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা! জবাবে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতেই

উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ তুমি বসো এবং দুধ পান করো। এরপর আমি বসে তা পান করলাম। তিনি আবার বললেন ঃ আরো পান করো। আমি আবার পান করলাম। এরপর তিনি আমায় শুধু পান করার কথাই বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম ঃ 'না, আর পারবো না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। এর জন্যে আমার পেটে আর কোনো শূন্য জায়গা নেই।' তিনি বললেন ঃ 'এবার আমায় পরিতৃপ্ত করো'। আমি তাঁর হাতে পেয়ালা তুলে দিলে তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্য আলহামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। (বুখারী)

٥٠٣ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاِنِّىْ لَاَخِرٌّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رض مَغْشِيًّا عَلَىَّ فَيَجِىْءُ الْجَائِىْ فَيَضَعُ رِجْلَهٗ عَلٰى عُنُقِىْ وَيَرٰى اَنِّىْ مَجْنُوْنٌ وَّمَا بِىْ مِنْ جُنُوْنٍ مَا بِىْ اِلَّا الْجُوْعُ - رواه البخارى

৫০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বর্ণনা করেন, আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যে, আমি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর ও আয়েশা (রা)-এর কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। তখন কেউ কেউ আমাকে দেখে পাগল মনে করত। এমনকি কেউ কেউ আমার ঘাড়ের ওপর পা রেখে চেপে ধরত। অথচ আমার মধ্যে কোনো রকম পাগলামি ছিল না, ছিল শুধু ক্ষুধার তীব্রতা। (বুখারী)

٥٠٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهٗ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ فِىْ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ - متفق عليه

৫০৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সময় অবস্থা ছিল এরূপ যে, তাঁর (লৌহ) বর্মটি জনৈক ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা' (এক সা'= প্রায় তিন সের এগার ছটাক) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٥. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ رَهَنَ النَّبِىُّ ﷺ دِرْعَهٗ بِشَعِيْرٍ وَّمَشَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ مَا اَصْبَحَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا اَمْسٰى وَاِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ - رواه البخارى

৫০৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বর্মটি কিছু যবের বিনিময়ে (জনৈক ইহুদীর কাছে) বন্ধক রেখেছিলেন। সে সময় আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধময় ময়দার রুটি নিয়ে গিয়েছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্যে সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সারা দিনে) এক সা' গমও মিলতো না, অথচ তাঁর নয়টি ঘর ছিল। (বুখারী)

٥٠٦ . وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَمَّا إِزَارٌ وَأَمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ - رواه البخارى

৫০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আসহাবে সুফ্ফার এমন সত্তর জন সদস্যকে দেখেছি, যাদের কারো দেহেই কোন চাদর ছিল না। কারো নিকট হয়ত একটি লুঙ্গি ছিল, আবার কারো লুঙ্গি দু' টাখ্নুর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুল্ত, কারোটা দু'হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্যে তাঁরা (খোলা) লুঙ্গি হাতে ধরে রাঁখতেন। (বুখারী)

٥٠٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ - رواه البخارى

৫০৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চামড়ার একটি বিছানা ছিল। তার মধ্যে ভরা ছিল খেজুরের বাকল। (বুখারী)

٥٠٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّعُوْدُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَّلَا خِفَافٌ وَّلَا قَلَانِسُ وَّلَا قُمُصٌ نَمْشِيْ فِيْ تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ - رواه مسلم

৫০৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় জনৈক আনসারী এসে তাঁকে সালাম দিলেন। এরপর তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে 'উবাদা কেমন আছেন ?' তিনি (আনসারী) বললেন ঃ 'বেশ ভালো আছেন।' এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন! 'তোমাদের মধ্যে কে কে তাকে দেখতে যেতে চাও ?' এ কথা বলেই তিনি উঠে রওয়ানা করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম দশ জনের কিছু বেশি। কিন্তু আমাদের কারো পরিধানে কোনো জুতা, মোজা, টুপি ও জামা ছিল না। এই অবস্থায় আমরা একটি বিরাণ প্রান্তর পেরিয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলাম। এরপর তাঁর (সা'দের) চারপাশ থেকে তাঁর বংশের লোকেরা চলে গেল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর কাছাকাছি এলেন। (মুসলিম)

٥٠٩ . وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَّشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ - متفق عليه .

৫০৯. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবীরা)। তারপর যাঁরা এর পরবর্তী যুগে আসবে (অর্থাৎ তাবেঈন)। তারপর যাঁরা তাদের পরবর্তী যুগে আসবে (অর্থাৎ তাবে' তাবে'ঈন ঃ পালাক্রমে এঁরাই হলেন উত্তম লোক)। ইমরান বলেন, এটা আমার মনে নেই যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটা দু'বার বলেছেন নাকি তিনবার। এদের পরে এমন এক জাতি আবির্ভূত হবে, যারা সাক্ষ্য দেবে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা (আমানতের) খিয়ানত করবে, অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না; তাদের শরীরে মেদ পুঞ্জীভূত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥١٠ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ وَ لَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَاَبْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ- رواه الترمذى

৫১০. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার বাড়তি (প্রয়োজনের অধিক) সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করো, তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে, আর যদি তা আটকে রাখো, তাহলে তোমার অনিষ্ট হবে। তবে তোমার প্রয়োজন মতো সম্পদ (তোমার নিজের কাছে) রেখে দিলেও তুমি তিরস্কৃত হবে না। আর সর্বপ্রথম তোমার পরিবারবর্গের ওপর খরচ করা শুরু করো। (তিরমিযী)

٥١١ . وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحْصِنِ الْاَنْصَارِيِّ الْخَطْمِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِىْ سَرْبِهٖ مُعَافًى فِى جَسَدِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيْرِهَا - رواه الترمذى

৫১১. হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহসান আনসারী খাত্‌মী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে শরীরিক প্রশান্তি ও সুস্থতা নিয়ে সকাল উদযাপন করল এবং যার কাছে ক্ষুধা নিবারণের মতো একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন দুনিয়ার সব কিছুই প্রদান করা হয়েছে। (তিরমিযী)

٥١٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَ كَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا وَّ قَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ - رواه مسلم

৫১২. হযরত আবুদল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (জেনে রেখ) সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার কাছে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা রয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তার ওপরই তাকে তুষ্ট রেখেছেন। (মুসলিম)

٥١٣ . وَعَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْاَنْصَارِيِّ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كَفَافًا وَقَنِعَ - رواه الترمذى

৫১৩. হযরত আবু মুহাম্মদ ফাযালা ইবনে উবায়েদ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত (নির্দেশনা) প্রদান করা হয়েছে, তার জন্যে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ। পরিমিত সম্পদে সে জীবন অতিবাহন করে এবং তার ওপরই সে তৃপ্ত থাকে। (তিরমিযী)

٥١٤ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَاَهْلُهُ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ اَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ - رواه الترمذى

৫১৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং তাঁর পরিবারের লোকদের রাতে খাবার জুটত না। প্রায়শ তাঁদের খেতে হতো যবের রুটি। (তিরমিযী)

٥١٥ . وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِيْ الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتّٰى يَقُوْلَ الْاَعْرَابُ هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنٌ فَاِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى لَاَحْبَبْتُمْ اَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَّحَاجَةً - رواه الترمذى

৫১৫. হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর পিছনে দাঁড়ানো মুক্তাদীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এঁরা ছিলেন আস্হাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত। (এদের অবস্থা দেখে) বেদুইনরা পর্যন্ত এদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন ঃ 'তোমরা যদি জানতে যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্যে কি মর্যাদা ও সামগ্রী মজুদ রয়েছে, তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র আরো বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে কামনা করতে। (তিরমিযী)

٥١٦ . وَعَنْ اَبِيْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلَاَ اٰدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ كَانَ لَامَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ - رواه الترمذى

৫১৬. হযরত আবু কারীমা মিকদাদ ইবনে মা'দী কারিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের ভরা পেটের চেয়ে খারাপ পাত্র আর কিছু নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্যে (খাবারের) কয়েকটি গ্রাসই তো যথেষ্ট। এর চেয়েও কিছু বেশি যদি প্রয়োজনই হয়, তবে পেটটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। তারপর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, দ্বিতীয় অংশ পানিয়ের জন্যে এবং বাকী অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্যে রেখে দেবে। (তিরমিযী)

٥١٧ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِىِّ الْحَارِثِىِّ رض قَالَ ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَسْمَعُوْنَ ؟ اَلَا تَسْمَعُوْنَ ؟ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ يَعْنِى التَّقَحُّلَ - رواه ابو داود

৫১৭. হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে সা'লাবা আনসারী আল-হারেসী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কাছে পার্থিব বিষয়াদির কথা উত্থাপন করলেন। এসব শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না ? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না? আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা পরিহার করা ঈমানের লক্ষণ ? নিঃসন্দেহে বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের নিদর্শন। অর্থাৎ সাদাসিধা, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা উত্তম। (আবু দাউদ)

٥١٨ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّرَ عَلَيْنَا اَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقّٰى عِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَّزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرٍ لَّمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهٗ - فَكَانَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً - فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا ؟ قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهٗ بِالْمَاءِ فَنَاكُلُهٗ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ فَاَتَيْنَاهُ فَاِذَا هِىَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ لَابَلْ نَحْنُ رُسُولُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدِ اضْطُرِرْ تُمْ فَكُلُوْا، فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَّنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتّٰى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَاَيْتُنَ نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهٖ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ اَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ اَخَذَ مِنَّا اَبُوْ عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاَقْعَدَ هُمْ فِىْ وَقْبِ عَيْنِهٖ وَاَخَذَ ضِلَعًا مِّنْ اَضْلَاعِهٖ فَاَقَا مَهَا ثُمَّ رَحَلَ اَعْظَمَ بَعِيْرٍ مَّعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَ تَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهٖ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ : هُوَ رِزْقٌ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِّنْ لَحْمِهٖ شَىْءٌ فَتُطْعِمُوْنَا ؟ فَاَرْسَلْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَاَكَلَهٗ - رواه مسلم

৫১৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা (রা)-এর নেতৃত্বে আমাদেরকে কুরাইশদের একটি কাফেলার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করেন। এ জন্যে তিনি আমাদেরকে মাত্র এক বস্তা খেজুর প্রদান করেন, এছাড়া আর কিছুই দেননি। আবু উবাইদা আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁকে (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করা হলো, একটি মাত্র খেজুরে আপনাদের চলত কি ভাবে ? তিনি বলেন ঃ শিশুরা যেভাবে চোষে, আমরাও সেভাবে চুষতে থাকতাম; তারপর পানি পান করতাম। এটা সারা দিনের জন্যে

আমাদের যথেষ্ট হয়ে যেত। এর পাশাপাশি আমরা লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর আমরা সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, সমুদ্র উপকূলে উঁচু টিলার মতো বিরাট একটি বস্তু পড়ে রয়েছে। আমরা তার কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, বিশাল আকারের একটি সামুদ্রিক প্রাণী, যাকে তিমি বলা হয়। আবু উবাইদা (রা) বললেন, এটা তো মৃত প্রাণী। বর্ণনাকারী বললেন, আমরা তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত বাহিনী এবং আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ। আর তোমরা হচ্ছো অক্ষম। কাজেই এটা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তোমরা এটা খেতে পার। এরপর আমরা এক মাস পর্যন্ত ওটা খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমরা তখন তিনশ' লোক ছিলাম। প্রাণীটা খাওয়ার ফলে সবাই আমরা খুব মোটা হয়ে গেলাম। আমরা মশক ভরে ভরে প্রাণীটার চোখ থেকে তেল বের করতাম এবং গরুর গোশতের টুকুরোর মতো কেটে কেটে বের করতাম। একদিন আবু উবাইদা (রা) আমাদের তের জনকে প্রাণীটার চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন এবং এর পাঁজরগুলোর মধ্য থেকে একটি পাঁজর দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমাদের সঙ্গের সবচেয়ে বড় একটি উটের উপর হাওদা বসিয়ে এর নীচ দিয়ে চালিয়ে নিলেন। তারপর এর কিছু গোশত রান্না করে আমরা রসদ হিসেবে রেখে দিলাম।

এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের জীবিকা হিসেবে এই জীবটি প্রদান করেছেন। তোমাদের কাছে এর কিছু গোশ্‌ত আছে কি ? তাহলে আমাদেরকেও তা খাওয়াতে পার। এরপর আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোশত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা আহার করলেন। (মুসলিম)

٥١٩ . وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رض قَلَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّصْغِ، رواه ابو داود والترمذى

৫১৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার আস্তিন ছিল কব্‌জি পর্যন্ত বিস্তৃত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٥٢٠ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : اِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاؤُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا هٰذِهٖ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ - فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهٗ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ لَا نَذُوْقُ ذَوَاقًا فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اَهْيَلَ اَوْاَهْيَمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ اِلَى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ لِاَمْرَاَتِىْ رَاَيْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا مَافِىْ ذٰلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَىْءٌ فَقَالَتْ عِنْدِىْ شَعِيْرٌ وَّعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيْرَ حَتّٰى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِى الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْاَثَافِىْ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ فَقُلْتُ طُعَيِّمٌ لِىْ فَقُمْ

اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ، قَالَ كَمْ هُوَ ؟ فَذَكَرْتُ لَهٗ فَقَالَ كَثِيْرٌ طَيِّبٌ قُلْ لَّهَا لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّوْرِ حَتّٰى اٰتِيْ فَقَالَ قُوْمُوْا فَقَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ، وَيْحَكِ وَقَدْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَرُ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَاَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلُوْا وَلَا تَضَاغَطُوْا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّوْرَ اِذَا اَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ اِلٰى اَصْحَابِهٖ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتّٰى شَبِعُوْا وَبَقِىَ مِنْهُ فَقَالَ كُلِىْ هٰذَا وَاَهْدِىْ فَاِنَّ النَّاسَ اَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ - متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَاَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا فَانْكَفَاْتُ اِلٰى اِمْرَاَتِىْ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ : فَاِنِّىْ رَاَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ وَّلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ اِلٰى فَرَاغِىْ وَقَطَّعْتُهَا فِىْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَاتَفْضَحْنِىْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهٗ فَجِئْتُهٗ فَسَارَرْتُهٗ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ، فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَّعَكَ فَصَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ : اِنَّ جَابِرًا قَدْصَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهَلًا بِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاتُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتّٰى اَجِيْءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتّٰى جِئْتُ اِمْرَاَتِىْ فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ ! قَدْ فَعَلْتُ الَّذِىْ قُلْتِ، فَاَخْرَجَتْ عَجِيْنًا فَبَسَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ اِلٰى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعِى خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِىْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ اَلْفُ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَاَكَلُوْا حَتّٰى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَاِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِىَ وَاِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

৫২০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, পরিখার যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম, এমন সময় মাটির ভিতর থেকে একটি কঠিন পাথর বেরিয়ে এল। আমাদের সঙ্গীরা (সাহাবীরা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললো, পরিখার ভেতর থেকে একটি কঠিন পাথর বেড়িয়ে এসেছে। তিনি বললেন ঃ 'আমি পরিখায় নেমে দেখবো।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। পরপর তিনদিন পর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দিতে পারিনি। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিকে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে বালুতে পরিণত হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে বাড়ি যাওয়ার একটু অনুমতি দিন (তিনি অনুমতি দিলেন) এরপর আমি বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললাম ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে

অবস্থায় দেখে এসেছি, তাতে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি ? সে বললো, আমার কাছে কিছু যব আর একটি ছাগল ছানা আছে। আমি ছাগল ছানাটি জবাই করলাম এবং যবও পিষে নিলাম। এরপর ডেকচিতে গোশত চড়িয়ে দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। ইতিমধ্যে আটা রুটি তৈরির উপযোগী হয়ে গেছে এবং ডেকচিতে গোশতও পাকানো হয়ে গেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। মেহেরবানী করে আপনি দু'একজন লোক সঙ্গে নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমরা কতজন যেতে পারবে'? আমি তাকে খাবারের পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ আমরা বেশি লোক গেলেই ভালো হবে। তুমি তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত উনুন থেকে যেন ডেকচি না নামায় এবং রুটিও যেন বের না করে। এরপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ (আমার সাথে) সবাই চলো। এরপর মুহাজির ও আনসার সকলেই তাঁর সঙ্গে রওয়ানা দিলেন। আমি স্ত্রীর কাছে এসে বললাম; তোমার ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক! কেননা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গে আনসার-মুহাজির সবাই এসে গেছেন। সে বললো, তিনি কি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছেন ? আমি বললাম হ্যাঁ।

এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করো; কিন্তু জটলা করো না। এরপর তিনি রুটি টুকরো টুকরো করলেন এবং তার ওপর গোশ্‌ত দিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ডেকচি ও উনুন ঢেকে ফেললেন, তিনি তা থেকে খাবার এনে সাহাবীদের পাত্রে ঢেলে দিতে লাগলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারী ঢেলে দিতে লাগলেন। অবশেষে সকলেই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খাবার খেলেন। এমনকি কিছু উদ্বৃত্তও থাকলো। এরপর তিনি জাবেরের স্ত্রীকে বললেন ঃ তুমি খাবার খাও এবং যারা ক্ষুধার্ত রয়েছে তাদেরকে হাদিয়া দাও।' (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনা মতে জাবের বলেন ঃ পরিখা খননের সময় আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখে (দ্রুত) আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমার কাছে কোনো খাবার আছে কি ? কেননা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেজায় ক্ষুধার্ত দেখে এসেছি। এরপর সে এক সা' পরিমাণ যব ভর্তি একটি থলে বের করে দিলেন। আর আমরা আমাদের পোষা একটি ভেড়ার বাচ্চা যবাই করলাম। অন্যদিকে আমার স্ত্রীও যব পিষে ফেলল। আমি অবসর হয়ে গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা করে ডেকচিতে চড়িয়ে দিলাম। এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই সে (স্ত্রী) বললো। আমায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কাছে লাঞ্ছিত করো না। এরপর আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে চুপি চুপি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, সেটাকে আমি যবাই করেছি আর সে (স্ত্রী) এক সা' পরিমাণ যব পিষে আটা তৈরী করেছে। সুতরাং মেহেরবানী করে আপনি কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। এ কথা শোনা মাত্র রাসূলে আকরাম উচ্চ কণ্ঠে বললেন ঃ 'হে খন্দক বাহিনী! জাবের তোমাদের জন্যে বিরাট ভোজের (মেহমানদারির) আয়োজন করেছে; সুতরাং (আমার সঙ্গে) তোমরা সবাই চলো।' এরপর রাসূলে আকরাম আমায় বললেন ঃ 'আমি না পৌছা পর্যন্ত (গোশ্‌তের) ডেকচি নামিওনা এবং আটার রুটিও বানিও না।'

এরপর আমি এসে পড়লাম এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার আগে ভাগে চলে এলেন। আমি (বাড়ি এসে) আমার স্ত্রীকে সব কথা জানালে সে বললো ঃ '(এ অবস্থায়) তুমিই লজ্জিত হবে, তুমিই অপমানিত হবে।' আমি বললাম ঃ 'তুমি যা বলে দিয়েছিলে, আমি তো তাই করেছি।' এরপর সে খামীর বানানো আটা বের করে দিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে মুখের লালা মিশিয়ে বরকতের জন্যে দো'আ করলেন এবং ডেকচির কাছে এসেও মুখের লালা লাগিয়ে বরকতের জন্যে দো'আ করলেন। এরপর বললেন ঃ রাঁধুনীকে ডাকো। সে তোমাদের সঙ্গে রুটি বানাবে এবং ডেকচি থেকে গোশ্‌ত পরিবেশন করবে; কিন্তু উনুন থেকে তা নামানো হবে না। তখন সেখানে এক হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁরা সবাই পেট পুরে খেলেন এবং কিছু উদ্বৃত্তও রেখে গেলেন। এদিকে আমাদের ডেকচিতে টগবগ করে আওয়াজ হচ্ছিল এবং একইভাবে রুটি পাকানো চলছিল।

৫২১. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَّهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِىْ وَ رَدَّتْنِىْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهٖ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِىْ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : اَلِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْ تُهُ، فَقَالَ اَبُوْا طَلْحَةَ يَااُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهٗ حَتّٰى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّىْ مَاعِنْدَكِ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَاَمَرَبِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَاٰدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى سَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتّٰى اَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ رَجُلا اَوْ ثَمَانُوْنَ - متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشَرَةٌ وَّيَخْرُجُ عَشَرَةٌ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَ فَاَكَلَ حَتّٰى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّاهَا فَاِذَا هِىَ مِثْلُهَا حِيْنَ اَكَلُوْا مِنْهَا - وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَكَلُوْا عَشَرَةً عَشَرَةً حَتّٰى دَخَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِيْنَ رَجُلا ثُمَّ اَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ بَعَدَ ذٰلِكَ وَاَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوْا سُؤْرًا- وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ اَفْضَلُوْا مَا بَلَغُوْا جِيْرَانَهُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهٗ جَالِسًا مَّعَ

أَصْحَابِهِ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَطْنَهُ ؟ فَقَالُوْا : مِنَ الْجُوْعِ فَذَهَبْتُ إِلٰى أَبِىْ طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا مِنَ الْجُوْعِ فَدَخَلَ أَبُوْ طَلْحَةَ عَلٰى أُمِّىْ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ عِنْدِىْ كِسَرٌ مِّنْ خُبْزٍ وَّتَمَرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ اٰخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ -

৫২১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (রা) কে বললেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কণ্ঠের ক্ষীণতায় তাঁকে খুব দুর্বল বলে মনে হলো। এখন তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি ? তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। এরপর তিনি কয়েক টুকরা যবের রুটি বের করে আনলেন এবং ওড়নার একাংশ দিয়ে তা পেঁচিয়ে দিলেন। এরপর ওড়নার অপরাংশ আমার মাথায় তুলে দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে বসে আছেন। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমায় আবু তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম 'হ্যাঁ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'খাবারের জন্যে ?' আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর রাসূলে আকরাম তাদের বললেন ঃ 'তোমরা সবাই চলো'। অতএব, সবাই রওয়ানা হলেন। আমি সবার আগে-ভাগে এসে আবু তালহাকে বিষয়টি জানালাম। আমার কথা শুনে আবু তালহা বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সাহাবীদের নিয়ে এসে পড়েছেন। অথচ তাদের খাওয়ানোর মতো কোনো জিনিসই আমাদের কাছে নেই। উম্মে সুলাইম বললেন ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

এরপর আবু তালহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সামনে নিয়ে (নিজের বাড়ির) ভেতর প্রবেশ করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন ঃ 'হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু খাবার আছে, নিয়ে এস।' সে মতে তিনি সেই রুটিগুলো এনে হাযির করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করতে নির্দেশ দিলেন। সে অনুসারে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করা হলো। উম্মে সুলাইম তার ওপর ঘি ঢেলে খাবার তৈরী করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পসন্দ মুতাবেক বরকতের দো'আ পড়লেন। তারপর বললেন ঃ দশ ব্যক্তিকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দাও। আবু তালহা তাদের অনুমতি দিলেন। তারা ভেতরে ঢুকে তৃপ্তির সাথে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। এরপর আরো দশ জনকে (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অনুমতি লাভের পর তারাও খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুনরায় আরো দশ ব্যক্তিকে অনুমতির আদেশ দিলেন। এভাবে এ দলের (সত্তর ব্যক্তির) সবাই পুরো তৃপ্তির সাথে খেয়ে গেলেন। উল্লেখ্য, এ দলে সত্তর কিংবা (রাবীর সন্দেহ) আশি ব্যক্তি ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ এরপর দশজন দশজন করে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকলেন এবং প্রত্যেকেই পেট ভরে খাবার খেয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। এমন কি, তাদের কেউ আর অবশিষ্ট রইলনা। এরপর বাকী খাবার একত্র করে দেখা গেল যে, খাওয়া শুরু করার সময় যে পরিমাণ খাবার ছিল, শেষ করার পরও সে পরিমাণই অবশিষ্ট রয়েছে।

আরেকটি বর্ণনায় আছে ঃ এরপর তারা দশজন দশজন করে খেয়ে গেলেন। এভাবে আশি জনের খাওয়া শেষ হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বাড়ির লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করলেন এবং বাড়তি খাবারগুলো রেখে চলে গেলেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তাদের খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেক খাবার বেঁচে গিয়েছিল এবং তা প্রতিবেশিদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হলো।

আরেকটি বর্ণনায় হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি (কাপড়ের) পট্টি দিয়ে নিজের পেট বেঁধে সাহাবীদের সঙ্গে বসে আছেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন কেন ? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার জ্বালায়। এ কথা শুনেই আমি তাঁকে বললাম ঃ 'হে পিতা! আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এসেছি; তিনি কাপড়ের পট্টি দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি এ বিষয়ে কয়েকজন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন ঃ ক্ষুধার জ্বালায় তিনি পেটে কাপড় বেঁধে রেখেছেন। আবু তালহা সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো খাদ্যবস্তু আছে কি ? তিনি বললেন, আমার কাছে কিছু রুটির টুকরা এবং কিছু খেজুর আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের এখানে একাকী আসেন, তাহলে তাঁকে পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারব। আর যদি তার সঙ্গে অন্য লোক আসে, তাহলে তাদের জন্যে খাবারের পরিমাণ খুব কম হয়ে যাবে। এরপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ সাতান্ন

অল্পে তুষ্টি ও অমুখাপেক্ষিতা থাকা এবং জীবন যাপন ও সাংসারিক ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতার নিন্দা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا-

মহান আল্লাহ বলেন ঃ দুনিয়ার বুকে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করা আল্লাহরই দায়িত্ব। (সূরা হূদ ঃ ৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَا هُمْ لَايَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا-

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ এটা সেই অভাবীদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহ্র পথে আট্কা পড়ে আছে, (ফলে) তাদের পক্ষে দুনিয়ার কোথাও বিচরণ করা সম্ভব নয়। হাত পাতা থেকে

বিরত থাকার দরুন নির্বোধেরা তাদেরকে ধনবান মনে করে। তোমরা এদের লক্ষণ দেখেই চিনতে পারবে, এরা লোকদের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

قَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتَرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا-

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় ও অপচয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না। তাদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করে থাকে। (সূরা আল- ফুরকান ঃ ৬৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ-

তিনি আরো বলেন ঃ আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগী করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো জীবিকা চাইনা আর তারা আমার খাদ্য যোগাবে, এটাও চাইনা। (সূরা আয্-যারিয়াহ ঃ ৫৬-৫৭)

٥٢٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ - متفق عليه

৫২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধন-মাল প্রচুর থাকলেই ধনবান হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত ধনী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মার ধনে ধনী। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٣ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَّقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ - رواه مسلم

৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই ব্যক্তি সাফল্যের অধিকারী হয়েছে, যে (মনে-প্রাণে) ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মতো জীবিকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছুই দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার তওফীকও দান করেছেন।

٥٢٤ . وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رض قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ، ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ، ثُمَّ قَالَ : يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَ كَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَايَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَااَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رض يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَاْبٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ رض دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهُ- فَقَالَ: يَامَعْشَرَالْمُسْلِمِيْنَ اُشْهِدُكُمْ عَلٰى حَكِيْمٍ اِنِّىْ

أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِيْ قَسَمَهُ اللّٰهُ لَهُ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّا خُذَهُ فَلَمْ يَرْزَا حَكِيْمٌ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَالنَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّيَ - متفق عليه

৫২৪. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু প্রার্থনা করলাম। তিনি আমায় (প্রার্থিত জিনিসটি) দান করলেন। আমি আবার তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম। তিনি এবারও আমায় দান করলেন। আমি পুনরায় চাইতেই তিনি আমায় কিছু দিলের এবং বললেন ঃ হে হাকীম! এ সম্পদ সবুজ, শ্যামল ও সুস্বাদু। যে ব্যক্তি নির্বিকার চিত্তে এটা গ্রহণ করে, তার জন্যে একে বরকতময় করা হয়। আর যে ব্যক্তি লোভ-লালসার তাড়নায় এটা হাসিল করে, তার জন্য এতে কোনো বরকত থাকে না। তার অবস্থা এ রকম দাঁড়ায় যে, এক ব্যক্তি আহার করল; কিন্তু তাতে সে তৃপ্তি পেল না। আর (জেনে রেখ) উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ প্রদানকারী গ্রহণকারীর চেয়ে শ্রেয়তর)। হাকীম (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি ঃ এরপর থেকে দুনিয়া ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি কারো কাছেই কিছু প্রার্থনা করবো না। এরপর আবু বকর (রা) হাকীমকে (মাঝে মাঝে) ডেকে কিছু গ্রহণ করতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। এরপর উমর (রা) একদিন তাকে কিছু দেয়ার জন্যে আহবান জানালেন। কিন্তু তিনি তাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন উমর (রা) বললেন ঃ 'হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে হাকীমের ব্যাপারে সাক্ষী রাখছি যে, 'ফাই' (বা যুদ্ধলব্ধ) সম্পদে আল্লাহ তার জন্যে যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন, সে অধিকারই আমি তার সামনে পেশ করেছি। কিন্তু সে তাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।' এরপর হাকীম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে তার মৃত্যু অবধি আর কারো কাছেই হাত পাতেন নি। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৫ . عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ وَّ نَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمِيْ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِيْ فَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لَمَّا كُنَّا نَعْصِبُ عَلٰى اَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ فَحَدَّثَ اَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ كَرِهَ ذٰلِكَ وَقَالَ مَاكُنْتُ اَصْنَعُ بِاَنْ اَذْكُرَهُ ! قَالَ كَاَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَّكُوْنَ شَيْئًا مِّنْ عَمَلِهِ اَفْشَاهُ - متفق عليه

৫২৫. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। (বাহন হিসেবে) আমাদের প্রতি ছয় জনের কাছে মাত্র একটি করে (সওয়ারী) উট ছিল। তাই আমরা পালাক্রমে তার ওপর সওয়ার হতাম। এ কারণে আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। আমার পা তো ক্ষত-বিক্ষত হলোই, আমার পায়ের নখগুলোও উঠে গেল। তাই আমরা পায়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিলাম। এ কারণেই এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে 'জাতুররিকা' বা পট্টির যুদ্ধ। আবু

বুরদা বলেন, আবু মূসা (রা) প্রথমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন; কিন্তু পরে তিনি বলেন ঃ 'আমি যদি এটি বর্ণনা না করতাম!' আবু বুরদা বলেন, সম্ভবত তাঁর আমল প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়েই তিনি এটিকে খারাপ মনে করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৬ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَاسْكَانِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللاَّمِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمَالٍ اَوْ سَبْىٍ فَقَسَّمَهُ فَاَعْطٰى رِجَالًا وَّ تَرَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ اَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُعْطِى الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِىْ اَدَعُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الَّذِىْ اُعْطِىْ وَلٰكِنِّىْ اِنَّمَا اُعْطِىْ اَقْوَامًا لِّمَا اَرٰى فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِّنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلٰى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِّنَ الْغِنٰى وَالْخَيْرِ! مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَوَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ -رواه البخارى

৫২৬. হযরত আমর ইবনে তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু ধনমাল কিংবা যুদ্ধবন্দীকে উপস্থিত করা হলো। তিনি সেগুলোকে বণ্টন করে কিছু লোককে দিলেন আর কিছু লোককে দিলেন না। তাঁর কানে খবর এল ঃ তিনি যাদেরকে দেননি, তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও প্রশস্তি করে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি কাউকে কিছু দিয়ে থাকি আবার কাউকে আদৌ দিইনা। কিন্তু যাকে দিইনা, সে আমার কাছে সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি প্রিয়, যাকে দিয়ে থাকি। অবশ্য আমি এমন এক ধরনের লোকদের দিয়ে থাকি, যাদের হৃদয়ে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দেখতে পাই। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয়ে আল্লাহ প্রশস্ততা ও কল্যাণকারিতা দান করেছেন, তাদেরকে তার ওপরই ন্যস্ত করি। এ ধরনের লোকদের মধ্যে আমর ইবনে তাগলিবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইবনে তাগলিব বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমার জন্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি এতই মূল্যবান যে, এর বিনিময়ে লাল রংয়ের (খুব মূল্যবান) কোন উট গ্রহণ করতেও আমি সম্মত নই। (বুখারী)

৫২৭ . وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ - متفق عليه

৫২৭. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নীচের হাত অপেক্ষা ওপরের হাত উত্তম। আর তোমার পরিবারবর্গ থেকেই দান-সদকার কাজ শুরু করো। স্বচ্ছল অবস্থায় যে সাদকা করা হয়, সেটাই হলো উত্তম। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে পবিত্র ও পুণ্যবান বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি ধনবান হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধনবান করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৮ . وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ صَخْرِبْنِ حَرْبٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُلْحِفُوْا فِى الْمَسْئَلَةِ

فَوَاللّٰهِ لَايَسْأَلُنِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّىْ شَيْئًا وَ اَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتُهُ - رواه مسلم

৫২৮. হযরত আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইবনে হারব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পীড়াপীড়ি করে অন্যের কাছে ভিক্ষা চেয়োনা। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চায় এবং সে আমাকে বিরক্ত করে কিছু আদায় করে নেয়, সে আমার দেয়া সম্পদে কোনো বরকত পাবে না। (মুসলিম)

৫২৯ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِىِّ رض قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْسَبْعَةً فَقَالَ اَلَاتُبَا يِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّاحَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ -ثُمَّ قَالَ اَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا وَقُلْنَا ! قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيْعُوْا اللّٰهَ وَ اَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تَسْاَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَاَيْتُ بَعْضَ اُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ اَحَدِهِمْ فَمَا يَسْاَلُ اَحَدًا يُّنَاوِلُهُ اِيَّاهُ - رواه مسلم

৫২৯. হযরত আবদুর রহমান আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা নয় অথবা আট কিংবা সাত ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলে কাছে আনুগত্যের শপথ (বায়আত) গ্রহণ করছো না কেন ? অথচ আমরাতো কিছুদিন পূর্বেই তাঁর কাছে শপথ গ্রহণ করেছি। তাই আমরা বললামমঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করেছি। তিনি পুনরায় বল্‌লেন, তোমরা রাসূলে আকরামের কাছে শপথ করছো না কেন ? এরপর আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরাতো আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করেছি! এখন আবার কি কি বিষয়ের ওপর শপথ করবো ? তিনি বললেন, এই বিষয়ে শপথ গ্রহণ করবে যে, তোমরা শুধু আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো কিছুকে শরীক করবে না। সেই সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র (প্রতিটি নির্দেশের) আনুগত্য করবে। আর একটি কথা তিনি চুপিসারে বললেন ঃ তোমরা মানুষের কাছে কিছুই প্রার্থনা করবে না। তাই আমি নিজে এ দলের কয়েক ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তাদের কারো চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও তারা অন্য কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (মুসলিম)

৫৩০ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا تَزَالُ الْمَسْاَلَةُ بِاَحَدِكُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ - متفق عليه

৫৩০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা লোকদের কাছে হাত পেতে বেড়ায়, আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সময় তার মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣١ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْاَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلٰى هِيَ السَّائِلَةُ - متفق عليه

৫৩১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে দান-খয়রাত সম্পর্কে এবং কারো কাছে কিছু প্রার্থনা না করা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ (জেনে রেখো, মানুষের) ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। কারণ ওপরের হাত হলো দানকারীর হাত আর নিচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْاَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ - رواه مسلم

৫৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জ্বলন্ত অঙ্গারই ভিক্ষা করে, তা সে অল্পই করুক কিংবা বেশিই করুক। (মুসলিম)

٥٣٣ . وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِلَّا اَنْ يَّسْاَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْفِىْ اَمْرٍ لَّا بُدَّ مِنْهُ - رواه الترمذى

৫৩৩. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অপরের কাছে হাত পাতাই হচ্ছে নিজ মুখমণ্ডলে ক্ষত সৃষ্টি করা। এর দ্বারা ভিক্ষুক তার মুখমণ্ডলকে আহত করে। কিন্তু বাদশাহ্ বা শাসকের কাছে কিছু চাওয়া, অর্থাৎ যা না হলেই নয় এমন জিনিস চাওয়া বৈধ। (তিরমিযী)

٥٣٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ اٰجِلٍ - رواه ابو داود والترمذى

৫৩৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার ওপর অভাব-অনটন চড়াও হয়, সে যদি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে, তবে তার এ অভাব কখনো দূরীভূত হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অভাব-অনটন সম্পর্কে আল্লাহ্র শারণাপন্ন হয়, শীঘ্র হোক কি বিলম্বে, আল্লাহ তাকে (প্রয়োজনীয়) জীবিকা দেবেনই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٥٣٥ . وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَكَفَّلَ لِيْ اَنْ لَّا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَّ اَتَكَفَّلُ لَهٗ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ اَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا - رواه ابو داود

৫৩৫. হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে কারো কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করবে না। আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হবো। এ কথা শুনে আমি বললাম, আমি অঙ্গীকার করছি। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর থেকে সাওবান কারো কাছে কোনো কিছুই চাননি। (আবু দাউদ)

٥٣٦ . وَعَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رض قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَا لَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْأَلُهٗ فِيْهَا فَقَالَ : اَقِمْ حَتّٰى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرُ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَاقَبِيْصَةُ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَاتَحِلُّ اِلَّا لِاَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهٗ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْقَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِّنْ ذَوِي الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهٖ لَقَدْ اَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةَ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْقَالَ: سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْاَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَاكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا - رواه مسلم

৫৩৬. হযরত আবু বিশর কাবীসা ইবনে মুখারেক (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন ঃ 'অপেক্ষা করো। এরই মধ্যে আমাদের কাছে সাদকার মাল এসে পড়লেই তা থেকে তোমাকে (কিছু) দেবার আদেশ দেব। তিনি আবার বললেন ঃ 'হে কাবীস ! তিন ধরনের লোক ছাড়া আর কারো জন্যে হাত পাতা (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়। এরা হলো ঃ (১) যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে। তারপর তাকে বিরত থাকতে হবে। (২) যে ব্যক্তি কোনো কারণে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যার ফলে তার ধন-মাল ধ্বংস হওয়ার উপক্রম, সেও তার প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী সম্পদ চাইতে পারে। অথবা তিনি বলেন ঃ তার অভাব দূর করার উপযোগী সম্পদ চাইতে পারে। (৩) যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ কিংবা অভাব-অনটনের খপ্পরে পড়েছে এবং তার বংশের অন্তত তিনজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করেছে যে, অমুকের ওপর অভাব-অনটন চেপে বসেছে। এহেন ব্যক্তির পক্ষেও প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ সম্পদ প্রার্থনা করা বৈধ। অথবা তিনি বলেন ঃ অভাব দূর করতে পারে, এতটা পরিমাণ অর্থ চাওয়া হালাল। হে কাবীসা! এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া আর কারো পক্ষে হাত পাতা হারাম এবং যে ব্যক্তি এভাবে হাত পাতে, সে আসলে হারাম খায়। (মুসলিম)

٥٣٧ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهٗ

اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَايَجِدُ غِنًى يُّغْنِيْهِ وَلَا يُفْتَنُ لَهٗ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ - متفق عليه

৫৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সেই ব্যক্তি গরীব নয়, যে দু'একটি গ্রাস এবং দু'একটি খেজুরের জন্যে লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, বরং সে-ই প্রকৃত গরীব, যার কাছে স্বনির্ভরশীল হয়ে চলার মতো ন্যূনতম মালও নেই এবং তার অভাব-অনটনের কথাও কারো জানা নেই যে, কেউ তাকে কিছু দান-সাদকা করবে; আর সেও উপযাচক হয়ে কারো কাছে কিছু চায় না।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আটান্ন

হাত না পেতে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েয

৫৩৮ . عَنْ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِىْ الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ : اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ خُذْهُ اِذَا جَائَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَىْءٌ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ فَاِنْ شِئْتَ كُلْهُ وَاِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهٖ وَ مَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَايَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا وَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا اُعْطِيَهٗ - متفق عليه

৫৩৮. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু মাল দান করলে আমি তাঁকে বলতাম ঃ যে ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী (অভাবী), তাকে এটা দিন। তিনি বলতেন ঃ এ ধরনের মাল তোমাকে দেয়া হলে তা গ্রহণ করো; কেননা তুমি লোভীও নও, ভিক্ষুকও নও। এ রকমের দান গ্রহণ করে তুমি নিজেও ব্যবহার করতে পারো কিংবা ইচ্ছা করলে তা সাদকা করেও দিতে পারো। আর যে মাল এভাবে আসে না, তার পিছনে মনোযোগ দিওনা। হযরত সালেম (রা) বলেন, এজন্যই আবদুল্লাহ (রা) কারো কাছে হাত পাততেন না; তবে বিনা চাওয়ায় কেউ তাঁকে কিছু দান করলে তা প্রত্যাখ্যানও করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ উনষাট

স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকা এবং দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র ফযল (জীবিকা) সন্ধান করো।' (সূরা আল-জুম'আ ঃ ১০)

৫৩৯ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهٗ

ثُمَّ يَأْتِىَ الْجَبَلَ فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَّسْأَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْمَنَعُوْهُ - رواه البخارى .

৫৩৯. হযরত আবু আবদুল্লাহ যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নিজের রশি নিয়ে বাজারে চলে যায়, নিজের পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বাজারে বিক্রি করে এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে এটা তার জন্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে শ্রেয়তর সেক্ষেত্রে মানুষ তাকে ভিক্ষা দিক বা না দিক। (বুখারী)

٥٤٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَّسْأَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهٗ اَوْيَمْنَعَهٗ - متفق عليه

৫৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর নিজ পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে এনে বিক্রি করাটা কারোর কাছে হাত পাতা, তাকে সে কিছু দিক বা না দিক, তার চেয়ে শ্রেয়তর।
(বুখারী ও মুসলিম)

٥٤١ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَاْكُلُ اِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ -

৫৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (আল্লাহ্‌র নবী) হযরত দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবন ধারন করতেন। (বুখারী)

٥٤٢ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا - رواه مسلم

৫৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (আল্লাহ্‌র নবী) হযরত যাকারিয়া (আ) ছুতার মিস্ত্রী । (মুসলিম)

٥٤٣ . وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ -

৫৪৩. হযরত মিকদাম ইবনে মা'দি কারিবা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবন যাপন করতেন।
(বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ ষাট

আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে কল্যাণময় কাজে ব্যয় করা এবং দানশীলতা ও বদান্যতার সুফল

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা (তার রাহে) কিছু ব্যয় করলে তিনি তার প্রতিফল দেবেন। (সূরা সাবা ঃ ৩৯ আয়াত)

وَقَالَ تَعَلٰى : وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যে ধনমাল তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। তোমরা তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করে থাকো। যে ধন-মাল তোমরা ব্যয় কর, তার প্রতিফল তোমাদেরকে পুরোপুরিই দেয়া হবে। তোমাদের প্রতি (কিছু মাত্র) অন্যায় করা হবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلَيْمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন, যে ধন-মাল তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

٥٤٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَاحَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا - متفق عليه

৫৪৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা বৈধ নয়। তাদের একজন হলো, যাকে আল্লাহ ধনমাল দান করেছেন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন। অন্যজন হলো, যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও (অপরকে) তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন, হাদীসটির অর্থ হলো, উপরোক্ত গুণ দু'টির অধিকারী ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা সমীচিন নয়।

٥٤٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَ اَرِثِهٖ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهٖ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَا لُهٗ اَحَبُّ اِلَيْهِ قَالَ فَاِنَّ مَا لَهٗ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهٖ مَا اَخَّرَ - رواه البخارى

৫৪৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের ধন-মালের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীদের ধন-মাল অধিকতর প্রিয় ? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে তো এমন লোক নেই; বরং নিজের সম্পদই প্রত্যেকের কাছে অধিকতর প্রিয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে জেনে রাখো, প্রত্যেকের সম্পদ তা-ই যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর উত্তরাধিকারীর সম্পদ হলো, যা সে পিছনে ফেলে গেছে। (বুখারী)

٥٤٦ . وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - متفق عليه

৫৪৬. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও, যদি তা অর্ধেক খেজুর দ্বারা হয় তবুও। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪৭ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا - متفق عليه

৫৪৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে জবাবে তিনি 'না' বলেছেন, এমন কখনো ঘটেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪৮ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ: اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا - متفق عليه

৫৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিদিন সকালে বান্দাহ যখন জাগ্রত হয়, তখন দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! (তোমার পথে) খরচকারী ব্যক্তিকে তার কাজের প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! (হাত-গুটানো) কৃপণ ব্যক্তিকে শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্ত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪৯ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ - متفق عليه

৫৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! (তুমি সম্পদ) ব্যয় করো; (তাহলে) তোমার জন্যেও ব্যয় করা হবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫৫০ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ - متفق عليه

৫৫০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন ঃ কাউকে খাবার পরিবেশন করা এবং জানা-অজানা অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৫১ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَّعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَ تَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا الْجَنَّةَ - رواهُ الْبُخَارِىُّ .

৫৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের উত্তম স্বভাব হলো চল্লিশটি। তার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাবটি হলো, কাউকে দুধেল প্রাণী দান করা। কোনো আমলকারী ঐ স্বভাবগুলোর কোনোটির ওপর সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে এবং তার জন্যে প্রতিশ্রুত প্রতিফলকে সত্য মেনে আমল করলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন। (বুখারী)

٥٥٢ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلاَنَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاِنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَّ اَبْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى - رواه مسلم

৫৫২. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাল ব্যয় কর, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে কল্যাণকর। আর যদি তা আটকে রাখ, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে ক্ষতিকর। তোমার জন্যে যে পরিমাণ মাল আবশ্যক, তা ধরে রাখলে অবশ্য তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। আর ব্যয়ের কাজ বিশেষত, দান খয়রাত শুরু করবে তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে। (মনে রাখবে) দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

٥٥٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الاِسْلاَمِ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِىْ عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخْشَى الْفَقْرَ وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ اِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى يَكُوْنَ الاِسْلاَمُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - رواه مسلم

৫৫৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চেয়ে কোনো প্রশ্ন করা হলে, তার জবাবে প্রশ্নকারীকে তিনি অবশ্যই কিছু দান করতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের ওপর যতগুলো ছাগল চরছিল, সব দান করে দিলেন। লোকটি তার গোত্রের কাছে ফিরে এসে বললোঃ হে আমার জাতি! (তোমরা) ইসলাম গ্রহণ কর; কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বিপুল পরিমাণে দান–খয়রাত করে থাকেন যে, তার পরে আর কারো দারিদ্র্যের ভয় থাকে না। তবে যে ব্যক্তি শুধু বৈষয়িক উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত, সে এ অবস্থার ওপর খুব অল্পকালই টিকে থাকতে পারত এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই তার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে ইসলাম প্রিয়তর হয়ে যেত। (মুসলিম)

٥٥٤ . وَعَنْ عُمَرَ رض قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَغَيْرُ هٰؤُلاَءِ كَانُوْا اَحَقَّ بِهٖ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : اِنَّهُمْ خَيَّرُوْنِىْ اَنْ يَسْأَلُوْنِىْ بِالْفُحْشِ فَاُعْطِيَهُمْ اَوْ يُبَخِّلُوْنِىْ وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ -

৫৫৪. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের মধ্যে) কিছু ধন-মাল বিতরণ করলেন। আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এদের চেয়ে তো যাদের দেয়া হয়নি, তারাই বেশি হকদার ছিল।' তিনি বললেন ঃ তারা আমায় ইখতিয়ার দিয়েছে, আমার কাছে অতিরিক্ত চাইবে কিংবা আমায় কৃপণ বলে ভাববে। কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। (তাই আমি এদেরকে দিচ্ছি)। (মুসলিম)

٥٥٥ . وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رض أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ الْاِعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : اَعْطُوْنِيْ رِدَائِيْ فَلَوْ كَانَ لِيْ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَاتَجِدُوْنِيْ بَخِيْلًا وَّ لَا كَذَّابًا وَّ لَاجَبَانًا - رواه البخارى

৫৫৫. হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ঈম (রা) বর্ণনা করেন, আমি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি কিছুসংখ্যক বেদুইনের (অভদ্র গ্রাম্য লোকের) পাল্লায় পড়ে গেলেন। তারা তাঁর কাছে কিছু মূল্যবান জিনিস চাইতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে একটি গাছে একেবারে ঘিরে ধরল। এক ব্যক্তি তাঁর (গায়ের) চাদর পর্যন্ত ছিনিয়ে নিল। এ অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা আমার চাদর আমায় ফিরিয়ে দাও। 'আমার কাছে যদি এই কাঁটাযুক্ত গাছটির কাঁটা পরিমাণ সামগ্রীও থাকত, তাহলে আমি তার সবটাই তোমাদের দান করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমায় কৃপণ দেখতে না, মিথ্যুক পেতে না এবং ভীরুও দেখতে না। (বুখারী)

٥٥٦ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ - رواه مسلم

৫৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দান-খয়রাতে (কখনো) সম্পদ হ্রাস পায় না। আল্লাহ যাকে ক্ষমার গুণে গুণান্বিত করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে বিনম্রতার নীতি অনুসরণ করে, মহিমাময় আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। (মুসলিম)

٥٥٧ . وَعَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ عُمَرِ ابْنِ سَعْدِ الْاَنْمَارِيِّ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثَلَاثَةٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ : مَانَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ صَدَقَةٍ وَّ لَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَّظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا وَّ لَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْاَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ. عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَّعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَّ لَمْ

يَرْزُقْهُ مَلَا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَّ لَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِىْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَّا يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلَايَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَّمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَّ لَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ - رواه الترمذى

৫৫৭. হযরত আবু কাবশাহ আমর ইবনে সা'দ আনমারী (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেন; তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে শপথ করে বলছি; তোমরা তা হৃদয়ে ভালভাবে গেঁথে নাও। তা হলো ঃ সাদকা বা দান কারণে (আল্লাহ্র) কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। এমন কোনো মজলুম নেই, যে জুলুমে ধৈর্য ধারণ করে, অথচ আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেননা। কোনো ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দেবে অথচ আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেবেন না, এমন কখনো হয় না। আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলছি খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। এই দুনিয়া চার শ্রেণীর লোকের জন্য।

প্রথম শ্রেণী হলো এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-মাল ও জ্ঞান দু'টোই দান করেছেন। সে এ গুলো সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে চলে। এগুলোর সাহায্যে সে আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করবে। এর সাথে জড়িত আল্লাহর হক সম্পর্কেও সে যথারীতি সজাগ। এহেন ব্যক্তি উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয় হলো এমন বান্দাহ্, আল্লাহ যাকে (পর্যাপ্ত) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। কিন্তু তাকে (সে পরিমাণ) ধন-মাল দান করা হয়নি। তবে সে সাচ্চা মন ও নিয়্যতের অধিকারী। সে সাধারণত বলে থাকে, আমার কাছে যদি পর্যাপ্ত ধন-মাল থাকতো, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় ভাল কাজ করতাম এবং এটাই তার নিয়্যত। এরা দু'জনেই সওয়াবের দিক থেকে সমান।

তৃতীয় হলো সেই বান্দাহ্, আল্লাহ যাকে প্রচুর ধন-মাল দিয়েছেন; কিন্তু তাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান দেয়া হয়নি। সে জ্ঞান ছাড়াই ইচ্ছামতো সম্পদ বিনষ্ট করে। এ ব্যাপারে তার মনে কোন ভয় জাগে না এবং আত্মীয়তার বন্ধনও সে রক্ষা করে না। সে আল্লাহর হক সম্পর্কেও সচেতন নয়। এই ব্যক্তির স্থান নিকৃষ্ট স্তরে।

চতুর্থ হলো সেই বান্দাহ, আল্লাহ যাকে ধন-মাল ও জ্ঞান কোনোটাই দান করেনি। সে বলে থাকে, আল্লাহ যদি আমায় ধন-মাল দিতেন, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় কাজ করতাম। এ রকমই তার নিয়্যত। আসলে এই দু'জনেরই গুনাহ্র পরিমাণ সমান। (তিরমিযী)

٥٥٨ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَابَقِىَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ : مَا بَقِىَ مِنْهَا اِلَّا كَتِفُهَا- قَالَ : بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا - رواه الترمذى

৫৫৮. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন তারা একটি ছাগল জবাই করলেন ঃ রাসূলে আকরাম (স) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছাগল থেকে কি অবশিষ্ট রইলো ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ কাঁধ (কিংবা সামনের পা) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; বরং কাঁধ ছাড়া সব কিছুই অবশিষ্ট রয়েছে। (তিরমিযী)

হাদীসটির মর্ম হলো, যে পরিমাণ গোশ্ত আল্লাহ্র পথে দান করা হয়েছে, তার সওয়াব আল্লাহর নিকট সঞ্চিত হয়ে গেছে কেবল এই কাঁধটুকু ছাড়া যা নিজেদের জন্য রাখা হয়েছে।

৫৫৯ . وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رض قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُوْكِىْ فَيُوْكَى عَلَيْكِ ، وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنْفِقِىْ اَوِ انْفَحِىْ اَوِ انْضِحِىْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصَى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوْعِى فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ - متفق عليه

৫৫৯. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পদকে আটকে রেখনা; তাহলে আল্লাহও তার নিয়ামতকে আটকে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ ব্যয় করো কিংবা দান করো অথবা ছড়িয়ে দাও। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ ব্যয় করো কিংবা দান করো অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। ধন-মাল ধরে রেখোনা, সঞ্চিত করেও রেখো না। নচেত আল্লাহও তোমার প্রতি তার (ধন-মালের) প্রবাহ সংকুচিত করে দেবেন। যে ধন-মাল উদ্ধৃত্ত থাকে তা আটকে রেখো না। নতুবা আল্লাহও তোমাদের থেকে তা আটকে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬০ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِّنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا - فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ اِلَّا سَبَغَتْ اَوْ وَفَرَتْ عَلٰى جِلْدِهٖ حَتّٰى تُخْفِىَ بَنَانَهٗ وَ تَعْفُوَ اَثَرَهٗ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ اَنْ يُّنْفِقَ شَيْئًا اِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَ سِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ - متفق عليه

৫৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তিনি বলতেন ঃ কৃপণ ও খরচকারীর উপমা হলো এমন দুই ব্যক্তির মতো, যাদের পরিধানে রয়েছে দুটি লৌহ বর্ম যা তাদের গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। খরচকারী যখনই (আল্লাহ্র রাহে) কিছু খরচ করে তখনি ঐ বর্মটি ছড়িয়ে গিয়ে তার (দেহের) পুরো অংশকে ঢেকে নেয়। এমনকি , তার আঙ্গুলসমূহকেও ঢেকে ফেলে এবং পায়ের তলা পর্যন্ত ঢেকে যেতে থাকে। অন্যদিকে যে কৃপণ, সে কিছুই খরচ করতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই লৌহ বর্মের প্রতিটি আংটি নিজ নিজ স্থানে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সে তাকে প্রশস্ত করতে চায়; কিন্তু তা প্রশস্ত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬১ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ - متفق عليه

৫৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য সমান দান করে, বলাবাহুল্য আল্লাহ তা'আলাও হালাল জিনিস ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না; আল্লাহ তা তাঁর (কুদরতী) ডান হাতে গ্রহণ করেন। এরপর তাকে তার দানকারীর জন্যে বাড়াতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একদিন তা পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦٢ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِيْ سَحَابَةٍ : اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحّٰى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهُ فِيْ حَرَّةٍ فَاِذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ مَا اِسْمُكَ ؟ قَالَ فُلَانٌ لِلْاِسْمِ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْاَلُنِيْ عَنِ اسْمِيْ ؟ فَقَالَ : اِنِّيْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ : اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ فَقَالَ : اَمَّا اِذَا قُلْتَ هٰذَا فَاِنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَكُلُ اَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا وَّ اَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ - رواه مسلم

৫৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি পানিবিহীন এক প্রান্তর অতিক্রম করছিল। পথিমধ্যে সে মেঘের থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলঃ 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর।' এ আওয়াজ শুনে মেঘ খণ্ডটি এক বিশেষ দিকে এগিয়ে গেল এবং এক কংকরময় ভূখণ্ডে পানি বর্ষণ করল। আর সে পানি ছোট ছোট নালাগুলো ছাপিয়ে বড় একটি নালার দিকে এগিয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত তা গোটা বাগানটাকেই ঘেরাও করে ফেলল। লোকটি উক্ত পানির প্রবাহকে অনুসরণ করতে লাগল। এমন সময় সে তার বাগানে একটি অচেনা লোককে দেখতে পেল।
লোকটি তার বেলচা দিয়ে এদিক-সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। সে অচেনা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ! আপনার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক......। অর্থাৎ সে ওই নামই বলল, যা সে মেঘের গর্জন থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ! আমার নাম কেন তুমি জানতে চাইছো। লোকটি বললো, যে মেঘ থেকে এই পানি বর্ষিত হচ্ছে তার ভেতর থেকেই আমি একটি শব্দ শুনতে পেয়েছি। আর শব্দটি ছিল এই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ কর। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এ বাগানে আপনি কি বিশেষ আমল করেন? লোকটি বললো ঃ তুমি যখন আমার কাছ থেকেই জানতে চাইলেই তাহলে শোনো ঃ এই বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তা দেখাশোনা করি। উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আমি ও আমার পরিবারবর্গ এক তৃতীয়াংশ ভোগ করি। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে রোপণ করি। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একষট্টি

কার্পণ্যের নিন্দা ও তার নিষিদ্ধতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى- وَّ مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَا لُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى

মহান আল্লাহ বলেন, যে কার্পণ্য করলো, আল্লাহ্‌র প্রতি বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করলো এবং উৎকৃষ্ট জিনিস (ইসলাম)-কে অস্বীকার করলো, তার জন্য আমরা কষ্টদায়ক বস্তুকে সহজলভ্য করে তুলবো। তার ধন-মাল তার কোনোই কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংসের শিকারে পরিণত হবে। (সূরা লাইল ঃ ৮-১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর যারা প্রবৃত্তির লালসা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থেকেছে, (আখেরাতে) তারাই সফলকাম হবে। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৮)

উল্লেখ্য, এ সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٥٦٣ . وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - رواه مسلم

৫৬৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুলুম থেকে দূরে থাকো, কারণ জুলুম তথা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে কার্পণ্য থেকেও দূরে থাকো, কারণ কার্পণ্য ও সংকীর্ণতাই তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই কার্পণ্যই তাদেরকে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করতে এবং হারামকে হালাল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ বাষট্টি

ত্যাগ স্বীকার, সহমর্মিতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দান

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরা অভুক্ত থাকে'। (সূরা হাশর ঃ ৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবী, ইয়াতিম ও

বন্দীকে সাহায্য করে।' শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের সাহায্য করে থাকি। (সেজন্য) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতাও নয়। (সূরা দাহ্‌র ঃ ৮-৯)

٥٦٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِىْ اِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِىْ اِلَّا مَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يُضِيْفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاَتِهِ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَاَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ فَقَالَتْ : لَا، اِلَّا قُوْتَ صِبْيَانِىْ - قَالَ : فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَىْءٍ وَاِذَا اَرَادُوْا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِئِىْ السِّرَاجَ وَ اَرِيْهِ اَنَّا نَاكُلُ فَقَعَدُوْا وَ اَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ - متفق عليه

৫৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি লোক এল। সে বললো ঃ আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি (তাঁর স্ত্রী) বললেন ঃ যে মহান সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আমার কাছে শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন; তিনিও অনুরূপ জবাবই দিলেন। এভাবে একে একে সবাই একই রকম না-সূচক উত্তর দিলেন। তাঁরা বললেন, সেই মহান সত্ত্বার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আমার কাছে পানি ছাড়া আর কোনো খাদ্যবস্তু নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ রাতে কে এই লোকটির মেহমানদারী করতে প্রস্তুত ? জনৈক আনসারী বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রস্তুত'। অতঃপর তিনি লোকটিকে যথারীতি নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহমানের যথাসাধ্য সমাদর কর। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, আনসারী তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো খাবার জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, বাচ্চাদের সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। আনসারী বললেন, বাচ্চাদেরকে কোনো কৌশলে ভুলিয়ে রাখো। ওরা রাতের খাবার চাইলে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। আমাদের মেহমান যখন এসে পৌঁছবে এবং খাবারও এসে যাবে তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও যেন খাবার খাচ্ছি। যেরূপ কথা, সেরূপ কাজ। তারা সবাই একত্রে বসে গেলেন। মেহমানও যথারীতি খাবার খেয়ে নিলেন। আর মেজবানরা উভয়েই সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। পরদিন খুব সকালে তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ গত রাতে তোমরা মেহমানের যে সমাদর করেছো তাতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

٥٦٥ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِيْ الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِيْ الْاَرْبَعَةِ - متفق عليه. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيْ الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِيْ الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِيْ الثَّمَانِيَةَ -

৫৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্যে যথেষ্ট আর তিন জনের খাবার চার জনের জন্য পর্যাপ্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক জনের খাবার দু'জনের জন্যে যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চার জনের জন্যে যথেষ্ট। আর চার জনের খাবার আট জনের জন্যে পর্যাপ্ত হতে পারে।

٥٦٦ . وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذاَ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ لَهٗ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهٗ يَمِيْنًا وَّ شِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهٗ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْبِهِ عَلٰى مَنْ لَّاظَهْرَ لَهٗ، وَمَنْ كَانَ لَهٗ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَّا زَادَ لَهٗ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ مَاذَكَرَ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهٗ لَاحَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِيْ فَضْلٍ - مسلم

৫৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। এ সময় একটি লোক তাঁর সওয়ারীতে চেপে বসে ডানে ও বামে তাকাতে লাগল। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার কাছে একটির বেশি সওয়ারী রয়েছে, সে যেন তা এমন লোককে দিয়ে দেয়, যার কোনো সওয়ারী নেই। আর যার কাছে বাড়তি রসদ বা খাদ্য-সামগ্রী আছে, সে যেন তা এমন লোককে দিয়ে দেয়, যার নিকট আদৌ কোনো রসদ নেই। এরপর তিনি নানা প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর নামোল্লেখ করলেন। তাতে আমাদের মনে এইরূপ ধারণার উদ্রেক হলো, যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কোনো সামগ্রী কারো রাখার অধিকার নেই। (মুসলিম)

٥٦٧ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لِاَكْسُوَكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهٗ فَقَالَ فُلَانٌ : اُكْسُنِيْهَا مَا اَحْسَنَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهٗ وَعَلِمْتَ اَنَّهٗ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهٗ لِاَلْبَسَهَا، اِنَّمَا سَاَلْتُهٗ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهٗ -

رواه البخارى

৫৬৭. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন জনৈকা মহিলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাতে বোনা একটি চাদর নিয়ে এল। মহিলাটি বললো ঃ আপনাকে পরানোর জন্যে আমি নিজ হাতে এ চাদরটি বুনে এনেছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা বুঝতে পেরে চাদরটি গ্রহণ করলেন। তিনি সেটিকে লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে এলেন। এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি বললো ঃ চাদরটি খুবই চমৎকার। আমাকে এটি দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা'। এরপর কিছুক্ষণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসা ছিলেন। এরপর ফিরে গিয়ে তিনি চাদরটি ভাঁজ করলেন এবং তা সেই লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই অবস্থায় অন্যান্য লোকেরা তাকে বললোঃ তুমি কাজটা মোটেই ভালো করনি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজনের তাগিদে চাদরটি পরেছিলেন। আর তুমি কিনা তা-ই চেয়ে বসলে! অথচ তুমি তো জানো যে, তিনি কোনো প্রার্থীকে ফেরত দেননা। লোকটি (রা) বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি নিয়মিত পরিধানের জন্যে চাইনি। আমি বরং এ জন্যে চেয়েছি যে, মৃত্যুর পর এটি যেন আমার কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হযরত সাহল বলেন ঃ শেষ পর্যন্ত সেটি তাঁর কাফন হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। (বুখারী)

٥٦٨ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَ هُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ، اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ - متفق عليه

৫৬৮. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আশ্‌'আরী গোত্রের রীতি হলো, জিহাদে তাদের রসদ ফুরিয়ে এলে কিংবা মদীনায় তাদের পরিবারবর্গের খাবার ফুরিয়ে এলে তারা তাদের নিকট অবশিষ্ট সব খাদ্য-সামগ্রী একটি কাপড়ের মধ্যে জড়ো করে। তারপর একটি পাত্রে রেখে তা সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে নেয়। জেনে রাখ, এরা আমার লোক, আমিও তাদের লোক। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ তেষট্টি

আখিরাতের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ এবং বরকতময় জিনিসের ব্যাপারে আকাঙ্খা পোষণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আর (নিয়ামতের প্রতি) লোভাতুর লোকদের তো এমন জিনিসেরই লোভ করা উচিত।' (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২৯)

٥٦٩ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَّعَنْ

يَّسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنكَ اَحَدًا - فَتَلَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَدِهٖ - متفق عليه

৫৬৯. হযরত সাহ্‌ল বিন্ সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু শরবত পরিবেশন হলো। তিনি তা থেকে কিছু শরবত পান করলেন। এ সময় তার ডানদিকে ছিল একটি বালক আর বামদিকে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এগুলো বৃদ্ধদের আগে দিতে অনুমতি দিচ্ছ ? বালকটি বললো ঃ না আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশের ওপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দেব না। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটির অংশ তার কাছে রেখে দিলেন। (উল্লেখ্য) এ বালকটি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭০ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا اَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ اَيُّوْبُ يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِهٖ فَنَادَاهُ رَبُّهٗ عَزَّ وَجَلَّ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لَّاغِنٰى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ - رواه البخارى

৫৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার হযরত আইউব (আ) আনাবৃত অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় সোনার নির্মিত একটি ফড়িং এসে তার দেহের ওপর বসলো। আইউব (আ) সেটিকে তার কাপড়ের সাথে জড়াতে লাগলেন। মহামহিম প্রভু তাকে ডেকে বললেন ঃ হে আইউব! আমি কি তোমায় এইসব জিনিস-এর প্রতি উদাসীন করিনি ? যার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে ? আইউব (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আপনার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আপনার বরকতের প্রতিতো আমি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারি না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ চৌষট্টি

কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করলো, তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করলো এবং ভালো কথাকে সত্য বলে মেনে নিলো, এমন ব্যক্তির জন্যই আমরা আরামদায়ক বস্তুকে সহজলভ্য করে দেবো। (সূরা লাইল ঃ ৫-৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَا لَهٗ يَتَزَكّٰى وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আর সে অগ্নিকুন্ড থেকে দূরে রাখা হবে সেই উঁচু মানের মুত্তাকী (পরহেযগার) ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। তার ওপর কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সে তো কেবল নিজের মহান শ্রষ্ঠা প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এ কাজ সম্পাদন করে। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা লাইল ঃ ১৭-২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে করো এবং (প্রকৃত) অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরো ভালো। আর তিনি তোমাদের (কিছু কিছু) পাপ ক্ষমা করে দেন। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (সূরা বাকারা ঃ ২৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র পথে সেসব জিনিস ব্যয় করবে, যা তোমাদের খুব প্রিয় ও পসন্দনীয়। আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২)

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করার মাহাত্ম্য (ফযীলত) সম্পর্কিত বহু সুপরিচিত আয়াত পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে।

٥٧١ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

متفق عليه

৫৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হলো, যাকে আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে ব্যয় করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। অপর জন হলো, যাকে আল্লাহ বিচক্ষণতা (হিকমত) দান করেছেন, যার সাহায্যে সে (যথার্থ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٢ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ -

متفق عليه

৫৭২. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। একজন হলো, যাকে আল্লাহ কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিন-রাত তারই চর্চায় নিরত থাকে। অপরজন হলো, যাকে আল্লাহ পর্যাপ্ত সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা রাত-দিনের প্রতিটি মুহূর্ত (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيَعْتِقُوْنَ وَلَا نَعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَايَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ مَرَّةً فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اسَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - متفق عليه

৫৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা নিঃস্ব মুহাজিররা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এল। তারা (অনুযোগের সুরে) বললো ঃ প্রাচুর্যের অধিকারী তো উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের (নিয়ামতের) অধিকারী হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কিভাবে? তারা বললো ঃ তারা নামায পড়ে, যেভাবে আমরা নামায পড়ে থাকি। তারা রোযা রাখে, যেভাবে আমরা রোযা রাখি। তারা দান-সদকা করে, কিন্তু আমরা (দারিদ্র্যের কারণে) দান-সদকা করতে পারি না। তারা ক্রীতদাসকে মুক্ত করে থাকে; কিন্তু আমরা ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে পারি না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে জানাবো না, যার সাহায্যে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী লোকদের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারবে ? এবং তোমাদের পরবর্তী লোকদেরও অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হবে ? আর তোমাদের চেয়ে ভালোও কেউ হবে না একমাত্র তাদের ছাড়া, যারা তোমাদের মতোই আমল করবে ? তারা বললো ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে শোনঃ প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর 'সুবহা-নাল্লাহ' তেত্রিশ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' তেত্রিশ বার ও 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার (করে) পড়বে। (এটা শোনার পর তারা চলে গেলেন।) এরপর আবার ঐ গরীব মুহাজিররা রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে ফিরে এল। তারা বললো ঃ হুজুর! আমরা যে 'আমল করতাম, আমাদের ধনবান ভাইয়েরা তা জেনে ফেলেছে। এখন তারাও অনুরূপ (আমল) করতে শুরু করেছে। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ; যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ পঁয়ষট্টি

মৃত্যুর কথা স্মরণ ও আশার পরিধিকে সীমিত রাখা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'প্রতিটি ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত মুত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তার কিয়ামতের দিন তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল পুরোপুরি লাভ করবে। (তবে) সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি, যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই পাবে এবং যাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়া প্রতারণাময় একটি বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'কোনো প্রাণীই জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে, না কেউ জানে তার মৃত্যু হবে কোন ভূমিতে। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'যখন তাদের চূড়ান্ত সময়টি এসে উপনীত হয়, তখন আর তারা মুহূর্তকাল অগ্রগামী বা পশ্চাদগামী হতে পারে না'। (সূরা নাহ্ল ঃ ৬১)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ- وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এ রকম করবে, (পরিণামে) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু সময় এসে উপনীত হওয়ার পূর্বে। তখন সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু! তুমি আমায় আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন ? তাহলে আমি (যথারীতি) দান-সাদকা করতাম এবং সৎ চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম। অথচ যখন কারো কর্মকাল পূর্ণতা লাভের মুহূর্তটি এসে পড়ে, তখন আল্লাহ আর তাকে কদাচ অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯-১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ - اَلَمْ تَكُنْ اٰيَاتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ؟ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى :كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ؟ قَالُوْا : لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ فَاسْاَلِ الْعَادِّيْنَ قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ যখন তাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন সে বলে ঃ হে আমার প্রভু! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠাও, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি আগে করিনি। না, তা হবার নয়। এতো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে আড়াল থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না; কেউ কারো খোঁজ-খবরও নেবে না। (সেদিন) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তাদের মুখমণ্ডল হবে বিকৃত— বিভৎস। (হে লোকেরা!) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়নি ? (নিশ্চয়ই করা হয়েছে। কিন্তু) তোমরা সেসব অবিশ্বাস করছিলে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল। আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রভু! এ আগুন থেকে আমাদের উদ্ধার করো। এরপর আমরা যদি আবার সত্যকে অগ্রাহ্য করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই সীমলংঘনকারীরূপে গণ্য হবো। সেদিন আল্লাহ বলবেন ঃ তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। আমার সাথে কোনো কথা বলবি না।...... আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তুমি আমাদের মার্জনা করো ও দয়া প্রদর্শন করো। তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা হাসি-ঠাট্টায় এতোই মশগুল ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা একদম ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ফলে) তোমরা শুধু তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। (কিন্তু) আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম। সেদিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা দুনিয়ায় ক'বছর অবস্থান করছিলে ? তারা বলবে ঃ (আমরা অবস্থান করেছিলাম) একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ। আপনি না হয় (এ ব্যাপারে) গণকদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা সেখানে খুব অল্পকালই ছিলে, যদি তোমরা তা জানতে! তোমরা কি ভেবেছিলে, আমি তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে ফিরে আসবে না' ? (সূরা মুমিনুন ঃ ৯৯-১১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ ঈমানদার লোকদের জন্যে কি এখনো সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে বিগলিত হবে এবং তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে ? আর তারা যেন সেই লোকদের মতো হয়ে না যায়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল; তারপর একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাতে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে গেছে।

(সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৬)

এ সংক্রান্ত আরো বহু আয়াত বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

٥٧٤ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِىْ فَقَالَ كُنْ فِىْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ - وَكَانَ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ -رواه البخارى

৫৭৪. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাহুমূল আকড়ে ধরে বললেন ঃ দুনিয়ায় এমনভাবে কাটাও, যেন তুমি একজন পথিক বা মুসাফির। ইবনে উমর (রা) প্রায়শ বলতেন ঃ তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন সকালের জন্যে অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল হয়ে যায়, তখন সন্ধ্যার জন্যে অপেক্ষা করো না। সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগ-ব্যাধির জন্যে প্রস্তুতি নাও। আর জীবিত থাকা কালে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নাও। (বুখারী)

٥٧٥ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ اَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ - متفق عليه، هٰذَا اللَّفْظُ الْبُخَارِىِّ، وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبِيْتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُّنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ اِلَّا وَعِنْدِىْ وَصِيَّتِىْ .

৫৭৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তির কাছে অসিয়ত করার মতো কোনো বিষয় থাকে, তার পক্ষে দু'রাতও তা লিখে না রেখে অতিবাহিত করা সমীচিন নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ তিন রাতও কাটানো উচিত নয়। ইবনে উমর (রা) বলেন, যেদিন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছি, সেদিনের পর থেকে আমার একটি রাতও এ রকম অতিবাহিত হয়নি, যখন আমার সাথে আমার (লিখিত) অসিয়তনামা ছিল না।

٥٧٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خُطُوْطًا فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا اَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ - رواه البخارى.

৫৭৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি রেখা টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা হলো মানুষ আর এটা তার মৃত্যু (এর রেখা)। মানুষ এভাবেই (নানা আশা-আকাংক্ষার মধ্যে ডুবে) থাকে। অবশেষে (হঠাৎ একদিন) মৃত্যু এসে তার দ্বারে হানা দেয়। (বুখারী)

٥٧٧ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسَطِ خَارِجًا مِّنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ فِىْ الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِىْ فِى الْوَسَطِ فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا اَجَلُهٗ مُحِيْطًا بِهٖ اَوْقَدْ اَحَاطَ بِهٖ وَهٰذَا الَّذِىْ هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهٗ وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَاِنْ اَخْطَاَهٗ هٰذَا نَهَشَهٗ هذَا وَ اِنْ اَخْطَاَهٗ هذَا نَهَشَهٗ هٰذَا - رواه البخارى -هذه صُوْرَتُهٗ.

৫৭৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত আঁকলেন। তার মাঝ বরাবর আরেকটি রেখা টানলেন– যা বৃত্ত ভেদ করে বাইরে পর্যন্ত চলে গেছে। তিনি মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে (নিচের দিকে) আরো কতকগুলো ছোট ছোট রেখা আড়াআড়িভাবে টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা হলো মানুষ আর এটা তার মৃত্যু, যা তাকে ঘিরে ধরে আছে। বৃত্তটি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকু তার আশা-আকাংক্ষা। আর ছোট-খাট রেখাগুলো তার জীবনের ঘটনাবলী। (বুখারী)

٥٧٨ . وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ غِنًى مُّطْغِيًا اَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُّفَنِّدًا اَوْ مَوْتًا مُّجْهِزًا اَوِالدَّجَّالَ فَشَرٌّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِالسَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ - رواه الترمذى

৫৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার আগেই তোমরা সৎ কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। সেগুলো এই ঃ (১) তোমরা তো অপেক্ষমান এমন দারিদ্র্যের, যা তোমাদেরকে অক্ষম বা উদাসীন বানিয়ে দেয়, কিংবা (২) এমন প্রাচুর্যের, যা তোমাদেরকে সীমা লংঘনে উদ্বুদ্ধ করে, অথবা (৩) এমন রোগ-ব্যাধির যা তোমাদেরকে পাপাসক্ত করে তোলে, কিংবা (৪) এমন বার্ধক্যের, যা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলোপ ঘটায়, অথবা (৫) এমন মৃত্যুর, যা অকস্মাৎই এসে উপস্থিত হয় কিংবা (৬) দাজ্জালের, যা কিনা নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু। অথবা (৭) কিয়ামত দিবসের, যা অত্যন্ত কঠিন ও বিভীষিকাময়। (তিরমিযী)

٥٧٩ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِىْ الْمَوْتَ - رواه الترمذى

৫৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পৃথিবীর) স্বাদ-গন্ধকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো। (তিরমিযী)

٥٨٠ . وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ ؟ قَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ ؟ قَالَ : مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالنِّصْفُ ؟ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِى كُلَّهَا ؟ قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ - رواه الترمذى

৫৮০. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল ঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রমণের পর তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। তারপর বলতেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ করো। প্রথম ফুৎকার তো এসেই গেছে। এরপই আসছে দ্বিতীয় ফুৎকার এবং তার সাথেই আসছে মৃত্যু। আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আপনার ওপর বেশি বেশি দরূদ পড়ে থাকি। আপনি আমাকে বলুন; আপনার প্রতি দরূদের জন্যে আমি কতটুকু সময় নির্ধারণ করবো ? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। আমি বললাম ঃ চার ভাগের একভাগ ? তিনি বললেন ঃ তুমি যতটুকু সঙ্গত মনে কর। তবে তুমি যদি এর চেয়ে বাড়িয়ে নাও, তাহলে তা তোমার জন্যেই কল্যাণময় হবে। আমি বললাম ঃ তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন ঃ তুমি যা ভালো মনে কর। তবে এর চেয়েও বেশি করতে পারলে তা তোমার জন্যেই কল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, আমি যদি দরূদ পড়ার জন্যে পুরো সময়টাই নির্দিষ্ট করে নেই, তাহলে কেমন হয় ? তিনি বললেন ঃ এভাবে দরূদ পড়তে পারলে তা তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করার জন্যে যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপ রাশিকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ ছেষট্টি

করব যিয়ারত ও তার নিয়ম ও দো'আ

৫৮১ . عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُهَا - رواه مسلم . وَفِىْ رِوَايَةٍ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّزُوْرَ الْقُبُوْرَ فَلْيَزُوْ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الْاٰخِرَةَ -

৫৮১. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি (প্রথম দিকে) তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত করো (অর্থাৎ করতে পারো)। (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এখন প্রত্যেকেই ইচ্ছা মতো কবর যিয়ারত করতে পারে। কারণ এটা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫৮২ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَّا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ - رواه مسلم

৫৮২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাত তার ঘরে কাটাতেন, সে রাতের শেষ ভাগে উঠে তিনি মদীনার কবরস্থান বাকীয়াল গারকাদ বা জান্নাতুল বাকীতে চলে যেতেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি বলতেন ঃ 'আস্‌সালামু 'আলাইকুম.........।' অর্থাৎ 'হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের অর্জিত হোক সেই সব জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমরাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় খুব শীগ্‌গীরই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। 'হে আল্লাহ! বাকীয়াল গারকাদ-এর বাসিন্দাদের মা'ফ করে দাও। (মুসলিম)

৫৮৩ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ اَن يَّقُوْلَ قَائِلُهُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رواه مسلم

৫৮৩. হযরত বুরাইদাহ্‌ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতেন ঃ তারা যখন কবরস্থানে যাবে, তখন এরূপ বলবে ঃ 'আস্‌সালামু 'আলাইকুম ইয়া আহলাদ দাইয়ার'....। অর্থাৎ হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ্‌ চাইলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্যে মার্জনা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। (মুসলিম)

৫৮৪ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهٖ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ - رواه الترمذى

৫৮৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কয়েকটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর'.....। অর্থাৎ 'হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ মার্জনা করুন আমাদের এবং তোমাদের। তোমরা তো আমাদের পূর্বগামী। আর আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ সাতষট্টি

বিপন্ন অবস্থায় মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ। অবশ্য দ্বীনি ফেত্‌নার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন কথা

৫৮৫ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَتَمَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ يَزْدَادُ وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ يَسْتَعْتِبُ - متفق عليه وَهٰذا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَتَمَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُ اِنَّهُ اِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَاِنَّهُ لَا يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ اِلَّا خَيْرًا.

৫৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে; কারণ এরূপ ব্যক্তি পুণ্যবান হলে বিচিত্র নয় যে, তার পুণ্যময় কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে সে যদি পাপাচারী হয় তাহলে হতে পারে সে তার কৃত পাপাচার শোধরানোর অবকাশ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগেই যেন মৃত্যুর জন্য দো'আ না করে। কারণ মানুষ মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অথচ মুমিনের জীবনকাল বৃদ্ধি পেলে তার পুণ্য ও কল্যাণও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

٥٨٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ - متفق عليه

৫৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বিপদে পড়ার দরুন মৃত্যু কামনা না করে। কেউ যদি একান্ত বাধ্য হয়ে কিছু বলতে চায়, তাহলে যেন এইটুকু বলে ঃ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর আমায় তখন মৃত্যুদান করো, যখন আমার মৃত্যু কল্যাণকর হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨٧ . وَعَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِ رض نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَاِنَّا اَصَبْنَا مَالًا لَّا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلَّا التُّرَابَ وَلَوْ لَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَّدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهٖ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى وَهُوَ يَبْنِيْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ : اِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ يُّنْفِقُهُ اِلَّا فِيْ شَيْءٍ يَّجْعَلُهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ - متفق عليه

৫৮৭. হযরত কায়েস ইবনে আবু হাযেম বর্ণনা করেন, আমরা খাব্বাব ইবনে আরত্তি (রা)-এর রোগ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন নিজ দেহে সাতটি দাগ লাগিয়েছেন। কাজ শেষে তিনি বললেন ঃ আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বেই মারা গেছেন, তারা তো চলেই গেছেন। দুনিয়া তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পরেনি। কিন্তু

আমরা (টাকা-পয়সা ও সোনা-দানার ন্যায়) এমন সব জিনিস অর্জন করেছি, যার সংরক্ষণের জায়গা মাটি ছাড়া আর কোথাও নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদেরকে মৃত্যুর জন্যে দো'আ করতে বারণ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্যে দো'আ করতাম। রাসূল (স) বলেন, মুসলমান তার সম্পাদিত প্রতিটি কাজের (কিংবা ব্যয়ের) জন্যেই প্রতিদান পেয়ে থাকে, একমাত্র এই কাজটি ছাড়া। (অর্থাৎ মাটি দ্বারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কাজেই শুধু সে প্রতিদান পায় না।) (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আটষট্টি

তাকওয়া অবলম্বন ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার সম্পর্কে

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা তো একে খুব সহজ ব্যাপার মনে করছ। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এটা খুবই গুরুত্বর বিষয়। (সূরা নূর ঃ ১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রভু (অবাধ লোকদের পাকড়াও করার জন্যে) ওঁৎ পেতে রয়েছেন'। (সূরা ফজর ঃ ১৪)

৫৮৮ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَ اِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَّ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَ عِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ، اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ : اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ - متفق عليه وَرَوَيَاهُ مِنْ طُرُقٍ بِاَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ

৫৮৮. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক জিনিস। (অর্থাৎ যেগুলোর হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারটি অস্পষ্ট)। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই সচেতন নয়। কাজেই যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকছে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে হেফাজত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল, সে হারামের মধ্যে ফেসে গেল। তার দৃষ্টান্ত হলো সেই রাখালের মতো, যে চারণ ভূমির আশপাশে তার মেষপাল চরিয়ে বেড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই তাতে হিংস্র প্রাণীর ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র জন্যে একটি নির্দিষ্ট কর্মসীমা রয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কর্মসীমা হচ্ছে তার হারাম করা বস্তুসমূহ। আরো জেনে রাখ, মানুষের দেহে এক টুকরা গোশ্‌ত রয়েছে; সেটি সুস্থ ও নির্দোষ হলে সমগ্র দেহটাই সুস্থ ও নির্দোষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেটি যদি অসুস্থ ও দূষিত হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র দেহটাই অসুস্থ ও দূষিত হয়ে পড়ে। সেটা হলো মানুষের অন্তকরণ দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨٩ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ : لَوْلَا اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَاَكَلْتُهَا - متفق عليه

৫৮৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় একটি খেজুর পেলেন। তখন তিনি মন্তব্য করলেন ঃ এটি যদি সাদ্‌কার মাল হওয়ার আশংকা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি এটিকে খেয়ে ফেলতাম। (বুখারী মুসলিম)

٥٩٠ . وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَ كَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رواه مسلم

৫৯০. হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সততা ও পুণ্যশীলতা (নেকী) হচ্ছে সচ্চরিত্রেরই ভিন্নতর নাম। অন্যদিকে গুনাহ হলো এমন বিষয়, যা তোমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং লোকেরা তা জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাম্য নয়। (মুসলিম)

٥٩١ . وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رض قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ :اَسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَانَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاَطْمَانَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَافْتَوْكَ حَدِيث حسن رواه احمد والدّارمى فى مسند يهما

৫৯১. হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ভাল (ও মন্দ) বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে এসেছো ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার মনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করো (তাহলে মনই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে)। ভালো ও সৎ স্বভাব হলো ঃ যার ওপর আত্মা তৃপ্ত থাকে এবং হৃদয় প্রশান্তি অনুভব করে। আর গুনাহ হলো যা মনে খটকা ও সংশয় জাগ্রত করে এবং হৃদয়ে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে লোকেরা তোমায় ফতোয়া দিক কিংবা তোমাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করুক। (আহমদ ও দারিমী)

٥٩٢ . وَعَنْ اَبِىْ سِرْوَعَةَ بِكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَتْحِهَا عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رض اَنَّهٗ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لِّاَبِىْ اِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ وَلَا اَخْبَرْتِنِىْ فَرَكِبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهٗ - رواه البخارى

৫৯২. হযরত আবু সিরওয়াহ উকবা ইবনে হারিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর একদিন তার নিকট এক মহিলা এলেন। তিনি বললেন ঃ উকবা এবং আবু ইহাবের কন্যা— যার সঙ্গে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, উভয়কে আমি বুকের দুধ খাইয়েছি। উকবাহ (রা) বললেন ঃ আমার তো এ কথা জানা নেই যে, আপনি আমায় বুকের দুধ পান করিয়েছেন। আর আপনি তা আমায় জানানওনি। এরপর উকবাহ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গেলেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমতাবস্থায় তুমি কিভাবে তাকে (নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) রাখবে? যখন এ কথা বলা হয়েছে যে, সে তোমার দুধ বোন ? সুতরাং উকবাহ (রা) তাকে পৃথক করে দিলেন। পরে সে (মহিলাটি) অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। (বুখারী)

٥٩٣ . وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يَرِيْبُكَ - رواه الترمذى

৫৯৩. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাটি স্মৃতিপটে ধারণ করে রেখেছি; যে জিনিস তোমায় সন্দেহে নিক্ষেপ করে, তা বর্জন করো এবং যা কোনোরূপ সন্দেহে নিক্ষেপ করে না, তা গ্রহণ করো। (তিরমিযী)

এ হাদীসটির অর্থ হলো, সন্দেহযুক্ত জিনিসের পরিবর্তে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করো।

٥٩٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ لِاَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رض غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَاْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَاَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِىْ مَا هٰذَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِاِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلَّا اَنِّىْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِىْ فَاَعْطَانِىْ لِذٰلِكَ هٰذَا الَّذِىْ اَكَلْتَ مِنْهُ فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِىْ بَطْنِهِ - رواه البخارى

৫৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, (তাঁর পিতা) আবু বকর (রা)-এর একটি ক্রীতদাস ছিল। সে প্রত্যহ তাঁকে রোজগার করে এনে দিত। আবু বকর (রা) তার রোজগার থেকে খেতেন। একদিন সে কিছু সামগ্রী নিয়ে এল। আবু বকর (রা) তার থেকে কিছু খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি জানেন, এটা কি ছিল ? আবু বকর পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী ছিল এটা ? ক্রীতদাসটি বললো ঃ জাহিলিয়াতের যুগে আমি জনৈক ব্যক্তির হাত গুণেছিলাম। তখন অবশ্য গণনাও আমি তেমন জানতাম না; আমি বরং তাকে ফাঁকিই দিয়েছিলাম। সে আমাকে (পূর্বের গণনার বিনিময়ে) এই জিনিসটি দিয়েছিল, যা আপনি এই মাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটে যা কিছু ছিল সব বমি করে ফেলে দিলেন। (বুখারী)

٥٩٥ . وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ وَفَرَضَ

لاِبْنِهِ ثَلاَثَةَ اٰلاَفٍ وَّخَمْسَ مِائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ ؟ فَقَالَ اِنَّمَا هَاجَرَبِهِ اَبُوْهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ - رواه البخارى

৪৯৫. হযরত নাফে' বর্ণনা করেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) প্রথম দিকে মুহাজিরদের জন্যে (বার্ষিক) চার হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার পুত্রও তো মুহাজিরদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাহলে তার জন্যে কম ভাতা নির্ধারণ করলেন কেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তার সঙ্গে তো তার পিতাও হিজরত করেছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন, তার অবস্থা তো তাদের মতো নয়, যারা একাকী হিজরত করেছে। (বুখারী)

٥٩٦ . وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعْ مَا لاَ بَاسَ بِهِ حَذَرًا مِّمَّا بِهِ بَاْسٌ - رواه الترمذى

৫৯৬. হযরত আতিয়্যাহ ইবনে উরওয়া আস্-সা'দী সাহাবী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনাকাংক্ষিত বস্তু থেকে বাচার জন্যে নির্দোষ বস্তু পরিহার করবে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ উনসত্তর

সর্ববিধ অন্যায় থেকে দূরে থাকা এবং কাল ও মানুষের ফিত্‌নায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌রই দিকে ধাবিত হ্ও। আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।' (সূরা যারিআত ঃ ৫০ আয়াত)

٥٩٧ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ الْغَنِىَّ الْخَفِىَّ - رواه مسلم

৫৯৭. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লালকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ মুত্তাকী (খোদাভীরু), প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও আত্মগোপনকারী (নিজের সৎকর্মকে লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টাশীল) বান্দাকে ভালোবাসেন। (মুসলিম)

٥٩٨ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَجُلٌ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ - وَفِىْ رِوَايَةٍ يَتَّقِىْ اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ - متفق عليه

৫৯৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ? তিনি বললেন ঃ সেই সংগ্রামী মুমিন, যে তার মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল ঃ তারপর কে (সবচেয়ে ভালো) ? তিনি বললেন ঃ তারপর সেই ব্যক্তি যে কোনো গিরিপথে নির্জনে বসে তার প্রভুর বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে এবং লোকদেরকে তার অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٩٩ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَّتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ - رواه البخارى

৫৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানের উৎকৃষ্ট মালরূপে গণ্য হবে ছাগল ভেড়া, যেগুলোকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা বৃষ্টিবহুল এলাকায় চলে যাবে, যাতে করে সে ফিত্‌না থেকে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। (বুখারী)

٦٠٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَابَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهٗ وَ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ - رواه البخارى.

৬০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল (কিংবা ভেড়া) চড়ানোর কাজ করেননি। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও কি (চড়িয়েছেন)? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, (নবুয়্যত পূর্বকালে) আমিও কয়েক 'কিরাতে'র বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চড়িয়েছি। (বুখারী)

٦٠١ . وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهٖ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزَعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِى الْقَتْلَ اَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهٗ اَوْ رَجُلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ فِىْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِّنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهٗ حَتّٰى يَاتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلَّا فِىْ خَيْرٍ - رواه مسلم

৬০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে উত্তম জীবনের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠে চেপে অভিযানরত। সে যেদিকেই শত্রুর পদধ্বনি কিংবা ভীতিপ্রদ আওয়াজ শুনতে পায়, সেদিকেই সে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যায় এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য রণক্ষেত্রে সে মৃত্যুর বা শাহাদাতের অপেক্ষায় থাকে। অথবা সেই লোকের জীবন (শ্রেয়তর) যে গুটি কয়েক ছাগল নিয়ে কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা কোনো এক উপত্যকায় অবস্থান

করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমৃত্যু স্বীয় প্রভুর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। আর লোকদের সাথে সদাচরণ ভিন্ন অন্য কিছুকেই সে প্রশ্রয় দেয় না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ সত্তর

মানুষের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশার গুরুত্ব, কল্যাণময় মজলিসে উপস্থিত থাকা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করা, জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, অজ্ঞদের সঠিক পথ-নির্দেশে সহায়তা করা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, অপরকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ

ইমাম নববী (রহ) বলেন ঃ লোকদের সাথে উপরিউক্ত নীতি-ভঙ্গির আলোকে মেলামেশা ও ওঠাবসা করাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও মনোপুত ব্যবস্থা। প্রিয় নবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষ তাবেঈগণের প্রত্যেকের এই একই নীতিভঙ্গি ছিল। পরবর্তীকালের আলেম সমাজ ও উম্মতের শীর্ষ মনীষীরাও অনুরূপ নীতিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ সকলেই সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং সাংসারিক ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনকেই ইসলামী জীবনধারার কাঙ্খিত সাফল্যের পূর্বশর্ত রূপে গণ্য করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى — 'পুন্যশীলতা ও খোদাভীরুতার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও।' (সূরা মায়েদাহ ঃ ২ আয়াত)

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদে আরো বহু সংখ্যক আয়াত উল্লেখিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ একাত্তর

ঈমানদার লোকদের সাথে ভদ্রতা ও নম্রতাসুলভ আচরণ করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'যারা তোমার আনুগত্য করে, সেসব মুমিনের প্রতি বিনয়ী হও।' (শু'আরা ঃ ২১৫ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, (তবে যেতে পারে); (তাদের স্থলে) আল্লাহ এমন

জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়। তারা মুমিনদের প্রতি (অতীব) বিনম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। (মায়েদাহ ঃ ৫৪ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে মানুষ! আমিই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তবে (একথা জেনে রাখো), আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হলো সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌ ভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

(হুজরাত ঃ ১৩ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلَا تُزَ كُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ কাজেই তোমরা আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতার বড়াই করোনা; প্রকৃত আল্লাহভীরু কে, তা তিনিই ভালো জানেন। (নাজম ঃ ৩২ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَنَادٰى اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمَا هُمْ قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ- اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ এই আ'রাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো আজ না তোমাদের বাহিনী কোনো কাজে এল, না সেসব সাজ-সরঞ্জাম, যেগুলোকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে দম্ভ করেছিলে?........ আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেই সব লোক নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা হলফ করে বলতে, এই লোকদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত থেকে কিছুই দান করবেন না। আজ তো তাদেরকেই বলা হলো, তোমরা (প্রশান্ত চিত্তে) জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের জন্যে না কোনো ভয় আছে। না মর্ম যাতনা। (আ'রাফ ঃ ৪৮-৪৯)

٦٠٢ . وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَا ضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَ لَا يَبْغِىَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ- رواه مسلم

৬০২. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার কাছে এই অহী পাঠিয়েছেন ঃ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে ভদ্র-নম্র আচরণ করো, যাতে কেউ কারো ওপর গৌরব ও অহঙ্কার না করে এবং একজন অপরজনের সাথে বাড়াবাড়ি ও সীমা-লংঘন না করে। (মুসলিম)

٦٠٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ - رواه مسلم

৬০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দানের কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না। বান্দার মার্জনা দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (মুসলিম)

٦٠٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ - متفق عليه

৬০৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) তিনি কিছু সংখ্যক বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করলেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٠٥ . وَعَنْهُ قَالَ : اِنْ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاخُذُ بِيَدِ النَّبِىِّ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ - رواه البخارى.

৬০৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদীনার কোনো বাঁদি (অনেক সময় তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। (বুখারী)

٦٠٦ . وَعَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رض مَاكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ فِىْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ يَعْنِىْ خِدْمَةِ اَهْلِهِ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ - رواه البخارى

৬০৬. হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়শা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন। তিনি বলেছিলেন, রাসূলে আকরাম (স) ঘরে অবস্থানকালে ঘরকন্নার কাজ করতেন। অর্থাৎ আপন পরিবারের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু যখনই নামাযের সময় হতো, তিনি নামাযের জন্য (মসজিদে) চলে যেতেন। (বুখারী)

٦٠٧ . وَعَنْ اَبِىْ رِفَاعَةَ تَمِيْمِ بْنِ اُسَيْدٍ رض قَالَ انْتَهَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْاَلُ عَنْ دِيْنِهِ لَا يَدْرِىْ مَا دِيْنُهُ ؟ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَىَّ فَاُتِىَ بِكُرْسِىٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِىْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتٰى خُطْبَتَهُ فَاَتَمَّ اٰخِرَهَا - رواه مسلم

৬০৭. হযরত আবু রিফাআ' তামীম ইবনে উসাইদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জনৈক মুসাফির আপনার কাছে 'দ্বীন' সম্পর্কে জানতে এসেছে। সে জানেনা 'দ্বীন' কথাটির অর্থ বা মর্ম কি ? (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণ বন্ধ করে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। এমনকি তিনি আমার খুব কাছে এসে গেলেন। তারপর একটি চেয়ার আনা হলে তিনি তাতে বসলেন এবং আমাকে সেইসব বিধান শেখাতে লাগলেন যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। এরপর তিনি ভাষণের বাকী অংশ শেষ করলেন। (মুসলিম)

٦٠٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ قَالَ وَقَالَ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْاَذٰى وَلْيَا كُلْهَا وَ لاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ اَمَرَ اَنْ تُسْلَتَ الْقَصْعَةُ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِىْ اَىِّ طَعَا مِكُمُ الْبَرَكَةَ - رواه مسلم

৬০৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার খেতেন, তখন তিনি আঙ্গুলি চেটে খেতেন। এ প্রসঙ্গে আনাস বলেন ঃ রাসূলে আকরাম বলেছেন, তোমাদের কারোর লোক্‌মা যদি (বাইরে) পড়ে যায়, তাহলে সে যেন ময়লা ছাড়িয়ে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য কিছু রেখে না দেয়। তিনি খাবারের পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের খাবারের কোনো অংশে বরকত লুকিয়ে আছে। (মুসলিম)

٦٠٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ قَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ ؟ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ - رواه البخارى.

৬০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল (মেষ) চরাননি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি ? (চরিয়েছেন?) তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। (বুখারী)

٦١٠ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ اَوْذِرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ - رواه البخارى

৬১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে যদি (ছাগল বা ভেড়ার) একটি বাহু বা পায়ের জন্যও দাওয়াত করা হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব। আমাকে যদি কেউ একটি পায়া কিংবা বাহুও হাদীয়া স্বরূপ পাঠায়, তবুও আমি তা গ্রহণ করবো। (বুখারী)

٦١١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ اَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ

اَعْرَابِىٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَّهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى عَرَفَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَىْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا اِلَّا وَضَعَهٗ - رواه البخارى

৬১১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আদ্‌বা' নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো উষ্ট্রী সেটিকে হারাতে বা ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। একদা জনৈক বেদুঈন (গ্রামবাসী) উঠতি বয়সের এক উষ্ট্রীতে চেপে প্রতিযোগিতায় এলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর সাথে দৌড়ে সেটি আগে চলে গেলো। মুসলমানদের কাছে বিষয়টি বেশ কষ্টকর মনে হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয় জানতে পেরে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বিধান হলো, দুনিয়ার বুকে কোন জিনিস যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করে, আল্লাহ তখন সেটিকে নিম্নমুখী করে দেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ বাহাত্তর

অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘার অবৈধতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই হলো আখেরাতের ঠিকানা, যাকে আমি নির্ধারণ করে রেখেছি তাদেরই জন্যে, যারা এ দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না; শুভ পরিণাম মুত্তাকী লোকদের জন্যেই নির্ধারিত।

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ দুনিয়ার বুকে দম্ভভরে বিচরণ করোনা; তুমি তো কখনোই দুনিয়াকে পদভারে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৩৭ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ লোকদের দিক থেকে অবজ্ঞাভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলোনা আর পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে চলাফেরা করোনা। আল্লাহ কোনো অহঙ্কারী দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান ঃ ১৮ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْاُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ

الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ - قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ - فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ - وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ - فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'কারূন ছিল মূসার জাতিভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি নির্যাতন চালাচ্ছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম বিশাল ধন-ভান্ডার, যার চাবির গোছা বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। (তখনকার কথা) স্মরণ করো, (যখন) তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না; আল্লাহ নিশ্চয়ই দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।' আল্লাহ যা তোমায় দিয়েছেন, তা দ্বারা আখেরাতের কল্যাণ সন্ধান করো এবং ইহলোকে তোমার বৈধ ভোগাধিকারকে তুমি উপেক্ষা করোনা। তুমি দয়াশীল হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি দয়াবান। আর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করোনা। (কেননা) আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। সে বললো ঃ 'এ সম্পদ আমি নিজ জ্ঞান বলে অর্জন করেছি।' (কিন্তু) সে কি জানত না, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ?...... কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমকের সাথে। যাদের কাছে পার্থিব জীবনই একমাত্র কাম্য ছিল তারা বললো ঃ 'আহা! কারূনকে যা দেয়া হয়েছে, তা যদি আমাদের দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে খুব ভাগ্যবান। কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছিল, তারা বললো ঃ ধিক তোমাদের! যারা ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেয় আর ধৈর্যশীল বান্দাহ ছাড়া তা কেউ পাবে না। ....এরপর আমি কারূন ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দিলাম। তার সপক্ষে এমন কোনো জনগোষ্ঠী ছিল না, যারা আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত; তাছাড়া সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিলনা।
(সূরা কাসাস ঃ ৭৬-৮১ আয়াত)

٦١٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنَةً ؟ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - رواه مسلم

৬১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে অনুপরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে

দাখিল হবে না। এক ব্যক্তি বললোঃ কোনো কোনো লোক তো চায়, তার পোশাকটা সুন্দর হোক, জুতাটাও আকর্ষণীয় হোক (তাহলে এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ নিজে সুন্দর; তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। (সুতরাং এটা অহংকারের মধ্যে শামিল নয়)। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো গর্বের সাথে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

٦١٣ . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رض اَنَّ رَجُلاً اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ : لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ : لَا اَسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ - رواه مسلم

৬১৩. হযরত সালামাহ্ ইবনে আক্ওয়া (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বললো ঃ আমি পারি না। তিনি বললেন ঃ 'তুমি যেন নাই পার'। অর্থাৎ (মিথ্যা) অহংকারই তার হুকুম পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, লোকটার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে, (বাকী জীবনে) সে আর কখনো মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি। (মুসলিম)

٦١٤ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرٍ - متفق عليه وَتَقَدَّمَ شَرَحُهُ فِىْ بَابِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

৬১৪. হযরত হারিসা বিন ওয়াহব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না ? তারা হলো ঃ অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখ্ত ও উদ্ধত লোক। (অর্থাৎ এরাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٦١٥ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِىْ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِىَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَاِنَّكِ النَّارُ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا- رواه مسلم

৬১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (একদা) জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিতর্ক হলো। জাহান্নাম বললো ঃ অহঙ্কারী ও উদ্ধত লোকেরাই আমার গর্ভে প্রবেশ করবে। জান্নাত বললো ঃ আমার মধ্যে আসবে দুর্বল, মিসকীন ও অসহায় লোকেরা। (অবশেষে) আল্লাহ উভয়ের মাঝে নিষ্পত্তি করে দিলেন (এবং) বললেন ঃ জান্নাত! তুমি আমার রহমত। যে বান্দার প্রতিই রহম করার ইচ্ছা জাগবে, তোমার মাধ্যমে তার প্রতি আমি রহম করবো। আর জাহান্নাম! তুমি হচ্ছো আমার শাস্তি। আমি তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করে দেয়াই আমার দায়িত্ব। (মুসলিম)

٦١٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا - متفق عليه

৬১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ এমন লোকের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার লুঙ্গি (পায়ের গিরার নীচে) ঝুলিয়ে দিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٦١٧ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ - وراه مسلم

৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রতা দান করবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো (১) বয়স্ক ব্যাভিচারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী গরীব। (মুসলিম)

٦١٨ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ يُّنَازِعُنِىْ فِىْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَقَدْ عَذَّبْتُهٗ - رواه مسلم

৬১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান সম্মানিত আল্লাহ বলেন ঃ সম্মান ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আমার পাজামা আর অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ দুয়ের কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ (অর্থাৎ সংঘাত ও প্রতিযোগিতায়) লিপ্ত হবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই শাস্তি দান করবো। (মুসলিম)

٦١٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ فِىْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهٗ نَفْسُهٗ مُرَجِّلٌ رَاْسَهٗ يَخْتَالُ فِىْ مِشْيَتِهٖ اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

৬১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (প্রাচীনকালে) জনৈক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরে মাথার চুলে সিঁথি কেটে ও চাল-চলনে অহঙ্কারী ভাব প্রকাশ করে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই গর্বিত ও আনন্দিত অনুভব করছিল। একদিন হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন। এরপর সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচেই তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٠ . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِىْ الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهٗ مَا اَصَابَهُمْ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৬২০. হযরত সালামাহ্ ইবনে আক্ওয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নিজেকে বড় ভেবে সর্বদা লোক-সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো এবং গর্ব অহংকার প্রকাশ করতো। শেষ পর্যন্ত তাকে অহঙ্কারী ও উদ্ধতদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর তার ওপর সেই সব মুসিবতই নিপতিত হয়, যা অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের ওপর নিপতিত হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ তেহাত্তর

সচ্চরিত্র প্রসঙ্গে

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মদ!) তুমি চরিত্রের সর্বোত্তম মাপকাঠির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো। (সূরা কালাম ঃ ৪ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ (তাদের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা ক্রোধকে সংবরণ করে এবং লোকদের প্রতি মার্জনার নীতি অনুসরণ করে থাকে। (আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

٦٢١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا - متفق عليه

৬২১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٢ . وَعَنْهُ قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيْبَا جًا وَّ لَا حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ قَطُّ اُفٍّ وَّ لَا قَالَ لِشَىْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ وَ لَا لِشَىْءٍ لَّمْ اَفْعَلْهُ اَلَّا فَعَلْتَ كَذَا ؟ - متفق عليه

৬২২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, কোন রেশমী ও পশমী কাপড়কেও আমার কাছে রাসূলে আকরাম (স)-এর হাতের তালুর চেয়ে অধিকতর নরম ও মোলায়েম বলে মনে হয়নি। কোনো সুগন্ধিকেও আমি রাসূলে আকরাম (স)-এর (দেহের) সুগন্ধির চেয়ে অধিকতর সুগন্ধিময় বলে অনুভব করিনি।

আনাস (রা) আরো বলেন ঃ আমি সুদীর্ঘ দশ বছর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত থেকেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো আমার প্রতি একটু 'উহ্' শব্দও উচ্চারণ করেননি; কিংবা আমার কোনো কাজের জন্যে বলেননি যে, 'কেন তুমি এটা করলে'? অথবা কোনো কর্তব্য পালন না করে থাকলেও বলেননি ঃ 'কেন তুমি এটা করোনি ?' (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٣ . وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رض قَالَ : اَهْدَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَاٰى مَا فِيْ وَجْهِيْ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اَنَّا حُرُمٌ - متفق عليه

৬২৩. হযরত সা'ব ইবনে জাস্সামাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একটি বন্য গাধা উপহার স্বরূপ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেটি আমায় ফিরিয়ে দিলেন। তিনি যখন আমার চেহারায় বেদনার ছাপ দেখতে পেলেন, তখন বললেন ঃ দেখ (বর্তমানে) আমরা ইহ্রাম অবস্থায় রয়েছি; তাই গাধাটি আমি ফেরত দিয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٤ . وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رض قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رواه مسلم

৬২৪. হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ পুণ্য হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে এবং অপরে তা জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়। (মুসলিম)

٦٢٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا - متفق عليه

৬২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতিগতভাবেই অশ্লীল বিষয় পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তারাই, যারা চারিত্রিক দিক দিয়ে সর্বোন্নত। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٦ . وَعَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ - رواه الترمذى وقَال حديث حسن صحيح .

৬২৬. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তির আমল-পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিকতর ভারী আর কোনো আমলই থাকবে না। বস্তুত আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও নিরর্থক বাক্য ব্যয়কারী বাচালকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী)

٦٢٧ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَايُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ - رواه الترمذى وقَال حديث حسن صحيح

৬২৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন জিনিস লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে ? তিনি বললেন ঃ তাক্ওয়া (বা আল্লাহভীতি) ও সচ্চরিত্র। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো। কোন্ জিনিস লোকদেরকে সর্বাধিক সংখ্যায় জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন ঃ 'বাক্শক্তি (মুখ) ও লজ্জাস্থান'। (তিরমিযী)

٦٢٨ . وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - رواه الترمذى وقَالَ حديث حسن صحيح

৬২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ (কামিল) মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে। (তিরমিযী)

٦٢٩ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ - رواه ابو داود

৬২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঈমানদার ব্যক্তি তার সুন্দর স্বভাব ও সদাচার দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী ও রাতভর ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। (আবু দাউদ)

٦٣٠ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِىْ اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ -حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح

৬৩০. হযরত আবু উমামাহ্ বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের পার্শ্ববর্তী একটি গৃহের জামিন, যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও লোক-দেখানো (রিয়াকারী) কর্মকাণ্ড ও খ্যাতির আকাংক্ষা পরিহার করে। আর আমি এমন এক ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের মধ্যকার গৃহের জন্যেও যামিন, যে হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও মিথ্যাচারকে পরিহার করে। আর আমি জান্নাতের শীর্ষদেশে অবস্থিত একটি গৃহের যামিন এমন এক ব্যক্তির জন্যে, যার চরিত্র অতি উত্তম। (আবু দাউদ)

٦٣١ . وَعَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَ اَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا، وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَرَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ؟ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ - رواه الترمذى وقَالَ حديث حسن

৬৩১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের ভিতর থেকে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং সমাবেশের দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যার নৈতিক চরিত্র সবচেয়ে ভালো (উত্তম)। অন্যদিকে কিয়ামতের দিন তোমাদের ভেতর থেকে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে সেইসব ব্যক্তি, যারা দ্বিধার সাথে কথা বলে, কথার মাধ্যমে গর্ব (তাকাব্বুর) প্রকাশ করে এবং যারা 'মুতাফাইহিকুন'। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! 'মুতাফাইহিকুন' কথাটির অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হলো অহংকারী ব্যক্তি। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ চুয়াত্তর

সহিষ্ণুতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা প্রসঙ্গে

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো), তারা ক্রোধকে হযম করে এবং লোকদের প্রতি মার্জনার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ্ (এ ধরনের) সৎকর্মশীল (মুহসিন লোকদের ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান ঃ ১৩৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে নবী! নম্রতা ও মার্জনার নীতি অনুসরণ করো। পুণ্যময় (মারূফ) কাজের উপদেশ দিতে থাকো এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো। (আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ، وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ভালো ও মন্দ কখনো সমান নয়। তুমি ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করো। শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে যার বৈরিতা ছিল, সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধু। আর এহেন সুফল তারই ভাগ্যে জোটে, যে অতীব সহনশীল চরিত্রের অধিকারী এবং যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। (ফুস্‌সিলাত ঃ ৩৪-৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

তবে যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করবে এবং মার্জনা করে দেবে, নিঃসন্দেহে এটা (হবে) খুব উঁচু মানের এক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। (শূরা ঃ ৪৩)

٦٣٢ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ - رواه مسلم

৬৩২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের আশাজ্জকে বলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহও পছন্দ করেন— ভালোবাসেন। তার একটি হলো ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, অন্যটি হলো ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

٦٣٣ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ - متفق عليه

৬৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ নিজে কোমল ও দয়াশীল; তাই প্রতিটি কাজে তিনি কোমলতা ও দয়াশীলতা পসন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣٤ . وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَ مَا لَا يُعْطِىْ عَلٰى مَاسِوَاهُ - رواه مسلم

৬৩৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ নিজে কোমল ও সহৃদয়। তাই কোমলতা ও সহৃদয়তাকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা সেই জিনিস দান করেন, যা কঠোরতার দ্বারা দেন না।

٦٣٥ . وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا زَانَهٗ وَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا شَانَهٗ - رواه مسلم

৬৩৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জিনিসে কোমলতা থাকে, সেটিকে কোমলতাই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। আর যে জিনিস থেকে কোমলতাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, সেটিই অকার্যকর ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম)

٦٣٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ اِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَاَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - رواه البخارى

৬৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক গ্রামবাসী (বেদুইন) মসজিদে (নববীতে) পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্যে তেড়ে এল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও (যাতে করে পেশাবের চিহ্ন মুছে যায়)। তোমাদেরকে সহজ নীতির ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়।

٦٣٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَ لَا تُعَسِّرُوْا وَ بَشِّرُوْا وَ لَا تُنَفِّرُوْا - متفق عليه

৬৩৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সহজ রীতি-নীতি ও আচরণ পদ্ধতি অবলম্বন করো। কঠোর রীতি-নীতি অবলম্বন করো না। (লোকদেরকে) সুসংবাদ শোনাতে থাকো এবং পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣٨ . وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ يُّحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهٗ - رواه مسلم

৬৩৮. হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব ধরনের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে। (মুসলিম)

٦٣٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - رواه البخارى

৬৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ 'আমায় কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন ঃ 'রাগ করো না।' লোকটি (একে যথেষ্ট মনে না করে) কথাটির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। রাসূলে আকরাম (স) বারবার শুধু বললেন ঃ 'রাগ করোনা।' (বুখারী)

٦٤٠ . وَعَنْ اَبِىْ يَعْلٰى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَ اِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَ لْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَ لْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهٗ - رواه مسلم

৬৪০. হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই 'ইহসান' দয়া-মমতা অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন। (কাজেই) তোমরা যখন কোনো প্রাণীকে হত্যা করবে উত্তম রূপে হত্যা করবে। যখন কোনো প্রাণীকে যবাই করবে, উত্তম রূপে যবাই করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে ধারালো করে নেয় এবং যবাইর প্রাণীকে আরাম দেয়।

٦٤١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهٖ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ تَعَالٰى - متفق عليه

৬৪১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দুটি বিষয়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে ইখতিয়ার দেয়া হতো, তিনি হামেশাই অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতেন, যদি না তা গুনাহ বা খারাপ ব্যাপার

হতো। তা গুনাহ্‌র বা খারাপ ব্যাপার হলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘিত হলে তিনি শুধু মহান আল্লাহ্‌র জন্যেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ - رواه الترمذى

৬৪২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের জানাবো না, কোন ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্যে জাহান্নামের আগুন হারাম ? (তাহলে জেনে রাখ) জাহান্নামের আগুন এমন প্রতিটি লোকের জন্যে হারাম, যে লোকদের কাছাকাছি বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে; যে কোমলমতি নম্র প্রকৃতি ও মধুর স্বভাব-বিশিষ্ট। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ পচাত্তর

মার্জনা করা ও অজ্ঞ-মূর্খদের এড়িয়ে চলা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : خُذِ الْعَفْوَ وَ اَمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে নবী! মার্জনার নীতি অনুরসণ করো, সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকো এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো।' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'হে নবী! (তুমি) ওদেরকে উত্তমভাবে মার্জনা করে দাও।' (সূরা হিজর ঃ ৮৫ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'তারা যেন ওদের মার্জনা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের মার্জনা করুন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।' (সূরা নূর ঃ ২২ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'তারা লোকদেরকে মার্জনা করে থাকে। আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৪ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে ও মার্জনা করে দেয় (সে জেনে রাখুক), নিঃসন্দেহে এটা খুব উচ্চ মানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।' (সূরা শূরা ঃ ৪৩ আয়াত)

٦٤٣ . وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَّوْمِ اُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَ كَانَ اَشَدُّ مَالَقِيْتُهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالَيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلٰى مَا اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَ اَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِىْ فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلَّا وَ اَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَاسِىْ وَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِىْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِىْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَاْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ - فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَ اَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِىْ رَبِّىْ اِلَيْكَ لِتَامُرَنِىْ بِاَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهٗ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا - متفق عليه

৬৪৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন অপেক্ষাও বেশি কঠিন কোনো দিন কি আপনাকে অতিক্রম করতে হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ; আমি তোমাদের জাতির কাছ থেকে এমন (দুঃসহ) আচরণেরও মুখোমুখি হয়েছি, যা ওহুদের দিনের চেয়েও অধিকতর কঠিন ছিল। আর সেটি ছিল আকাবার দিন। সে দিনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল এই রকম ঃ আমি যখন (তওহীদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে) ইবনে আব্দ ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের কাছে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমি তার কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলাম সে তার কিছুই দিলনা। তাই সেখান থেকে আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে নিয়ে ফিরে এলাম। এমনকি 'কারনুস সাআলিব' নামক স্থানে পৌছার আগ পর্যন্ত আমার স্বাভাবিক চেতনাই ফিরে আসেনি। অবশেষে আমার চেতনা ফিরে এলে, আমি মাথা তুলে দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ আমার ওপর ছায়া বিস্তার করে চলেছে। তার ভিতরে আমি জিবরাইল (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল আমায় ডেকে বললেন ঃ মহান আল্লাহ আপনার জাতির কথা এবং আপনাকে দেয়া তাদের জবাব যথারীতি শুনতে পেয়েছেন। আল্লাহ আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছেন। আপনার জাতির ব্যাপারে আপনি তাকে যে রকম ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। (আর যে নির্দেশই দেয়া হবে, তা-ই পালন করতে সে প্রস্তুত।)

রাসূলে আকরাম (স) বললেন ঃ এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমায় আহ্বান জানাল এবং সালাম দিয়ে বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ (স)! আল্লাহ আপনার সাথে আপনার জাতির কথাবার্তা শুনতে পেয়েছেন। আমি অমুক পাহাড়ের ফেরেশতা, আমাকে আমার প্রভু আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। এখন আপনি ইচ্ছামতো আমায় নির্দেশ দিতে পারেন। বলুন, আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি ? আপনি যদি চান মক্কাকে বেষ্টনকারী দুই পাহাড় শ্রেণীকে একত্রে মিলিয়ে দেই এবং এই কাফেরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলি। রাসূলে আকরাম (স) বললেন ঃ (আমি তো ওদের ধ্বংস কামনা করি না) আমি বরং এই আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ যেন এদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করেন, যারা এক আল্লাহ্র দাসত্বকে স্বীকার করে নেবে এবং তার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٤ . وَعَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا اِمْرَاَةً وَّلَا خَادِمًا اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهٖ اِلَّا اَنْ يُّنْتَهَكَ شَىْءٌ مِّنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ تَعَالٰى - رواه مسلم

৬৪৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ ছাড়া কখনো কাউকে হাত দ্বারা প্রহার করেননি— না কোন স্ত্রীলোককে, না কোন পরিচারককে। তবে এরূপ কখনো হয়নি যে, তাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে আর সে কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবেই তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। অবশ্য আল্লাহ নির্ধারিত কোনো হারামকে অগ্রাহ্য করা হলে এবং আল্লাহ্‌রই জন্যে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলে সেটা ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

٦٤٥ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهٖ جَبْذَةً شَدِيْدَةً فَنَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهٖ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِىْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ - متفق عليه

৬৪৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নজরানী চাদর। পথিমধ্যে এক গ্রামীণ লোক (বেদুইন) তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সে তাঁর চাদরটি ধরে সজোরে টান দিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, এভাবে টানার দরুন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘারের পার্শ্বদেশে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। গ্রাম্য লোকটি বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তোমার কাছে আল্লাহ্‌র দেয়া যে ধন-মাল রয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করো। তিনি লোকটির প্রতি তাকিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٦ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهٗ قَوْمُهٗ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - متفق عليه

৬৪৬. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি যেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি সম্মানিত নবীদের (আ) কোনো একজনের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ সেই নবীকে) তাঁর জাতির লোকেরা উপর্যুপরি আঘাত করে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন আর দো'আ করছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে মার্জনা করো; কারণ এরা তো অবুঝ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٧ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ – متفق عليه .

৬৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে হারানোর মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করার মধ্যেই প্রকৃত বীরত্বের মহিমা নিহিত। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ছিয়াত্তর

কষ্ট-ক্লেশের সময় সহনশীলতা প্রদর্শন

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ –

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (মুমিনদের বৈশিষ্ট হলো), তারা ক্রোধকে হযম করে এবং লোকদের সাথে মার্জনার নীতি অবলম্বন করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান ঃ ১৩৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ –

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে ও মার্জনার নীতি অবলম্বন করে, (তাদের জানা উচিত) এটা খুবই সাহসিকতার কাজ। (শূরা ঃ ৪৩)

এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ের আরো কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

٦٤٨ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَ يَقْطَعُنِىْ وَ أَحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَ يُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَ أَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَ لَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَّادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ –رواه مسلم وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهٗ فِىْ بَابِ صِلَةِ الْاَرْحَامِ

৬৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে; আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলি আর তারা তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি; কিন্তু তারা আমার সঙ্গে মূর্খতাসুলভ ব্যবহার করে। (এ কথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি এ রকমই হয়ে থাকো যেমন তুমি বললে, তাহলে তুমি যেন তাদের চোখে-মুখে গরম বালু ছুঁড়ে মারছো। তুমি যতোক্ষণ এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী (ফেরেশ্তা) উপরিউক্ত লোকদের মুকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ সাতাত্তর

শরীয়তের বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শরয়ী বিধানকে যথোচিত মর্যাদা দান করবে, তার জন্যে এটা তার প্রভুর কাছে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

(হজ্জ ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَ امَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে অনড় ও সুদৃঢ় করে দেবেন।

(মুহাম্মদ ঃ ৭)

এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

٦٤٩ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِىِّ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لَا تَاَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ اَجْلِ فَلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ غَضِبَ فِىْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ اَمَّ النَّاسُ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ مِنْ وَّرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَ الصَّغِيْرَ وَ ذَاالْحَاجَةِ - متفق عليه

৬৪৯. হযরত আবু মাসউদ 'উকবাহ্ ইবনে 'আমর বদরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ (হে আল্লাহ্‌র রাসূল!) অমুক ব্যক্তির দরুন ফজরের নামাযে আমার বিলম্ব হয়ে যায়। কারণ সে আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ নামায আদায় করে। সেদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব রাগের সাথে নসীহতও করলেন, যে রকম ইতঃপূর্বে আমি আর কখনো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন ঃ 'হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকদের মাঝে ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। তোমাদের যে কেউই লোকদের (নামায) ইমামতি করে, সে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তার পেছনে মুক্তাদীদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ, কিশোর, দুর্বল ও হাজতমন্দ ব্যক্তিগণ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٠ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَّقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِّىْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَتَكَهٗ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهٗ وَقَالَ يَاعَائِشَةُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ - متفق عليه

৬৫০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কোনো এক সফর থেকে (মদীনায়) ফিরে এলেন। এ সময় আমি আমার ঘরের অলিন্দে ছবি-আঁকা একটি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দাটি দেখেই সেটি ছিঁড়ে ফেললেন। সেই সঙ্গে তাঁর চেহারাও একেবারে বিগড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি পাবে সেইসব লোক যারা (প্রতিকৃতি বানিয়ে) আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান (এর স্পর্ধা) করবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

٦٥١ . وَعَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يَّجْتَرِىءُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ ايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا - متفق عليه

৬৫১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা এক মাখ্‌যুমী মহিলা সম্পর্কে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কারণ মহিলাটি চুরি করে ধরা পড়েছিল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি তার হাত কাটার নির্দেশ জারী করেছিলেন। লোকেরা বিষয়টি নিয়ে পরস্পর এই মর্মে বলাবলি করছিল যে, মহিলাটির ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কে-ইবা তাঁর কাছে সুপারিশের সাহস করবে? সে মতে উসামাই এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করতে চাও ? এ কথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার উম্মতগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের রেওয়াজ ছিল ঃ তাদের মধ্যকার কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। আর কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর করা হতো। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা)ও যদি চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো, তাহলে আমি তারও হাত কেটে ফেলতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٢ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِىْ صَلَاتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ، وَاِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْيَفْعَلُ هٰكَذَا - متفق عليه

৬৫২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (নববীতে) কিবলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, (দেয়ালে) শ্লেষ্মা লেগে রয়েছে। বিষয়টি তাঁর কাছে খুবই খারাপ মনে হলো। এমনকি, তাঁর চেহারায় ক্ষোভের ছাপ

লক্ষ্য করা গেল। সহসা তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজ হাতে তা আঁচড়ে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার মহাপ্রভুর সাথে একান্তে কথা বলে, প্রার্থনা করে থাকে। তখন মহাপ্রভু তার ও কিবলার মাঝামাঝি অবস্থান করেন। এহেন অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে; বরং বাম দিকে কিংবা পায়ের নীচে যেন তা নিক্ষেপ করে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদরের এক কোণ ধরলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন। অবশেষে তার একাংশ অপর অংশের ওপর রগ্ড়ে দিলেন এবং বললেন ঃ 'অথবা এরূপ করে নেবে।'

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আটাত্তর

জনগণের প্রতি আচরণে শাসকদের নম্রতা অবলম্বন, তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ, তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান, তাদের সাথে প্রতারণা ও কঠোরতার নীতি বর্জন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে মনোযোগ প্রদান

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'মুমিনদের ভেতর থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে, (হে নবী!) তাদের প্রতি তুমি বিনয়ের হাত বাড়িয়ে দাও।' (সূরা শু'আরা ঃ ২১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের। আর তিনি নিষেধ করছেন অন্যায়, অশ্লীলতা এবং জুলুম ও সীমালংঘন থেকে। আল্লাহ তোমাদের নসীহত করছেন, যাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারো। (নাহ্ল ঃ ৯০)

٦٥٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ الْاِ مَامُ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ - متفق عليه

৬৫৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই সংরক্ষক (বা দায়িত্বশীল)। তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের জন্যে সংরক্ষক বা দায়িত্ব। তাকে তার পরিবারের সংরক্ষণ ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীগৃহের সংরক্ষক। এবং তাকে সে সম্পর্কে জবাবদিহী

করতে হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের সংরক্ষক; তাকে তার এই দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এক কথায়, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٤ . وَعَنْ اَبِىْ يَعْلٰى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهٖ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَامِنْ اَمِيْرٍ يَلِىْ اُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَايَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ اِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ .

৬৫৪. হযরত আবু ইয়া'লা মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে জনসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর যদি সে তাদের সাথে খেয়ানত করে, তবে সে যখনই মৃত্যুবরণ করুন আল্লাহ তার জন্যের জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ সেই ব্যক্তি যদি তার প্রজাদের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ না করে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের উপকারের জন্যে কোনরূপ চেষ্টা-যত্ন করে না এবং তাদের কল্যাণ সাধনে কোনো উদ্যোগ নেয় না, সে মুসলমানদের সাথে কিছুতেই জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।

٦٥٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ بَيْتِىْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَا شْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ - رواه مسلم

৬৫৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ঘরে বসেই বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মতের কোনো কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, সে যদি তাদের প্রতি কঠোর নীতি প্রয়োগ করে, তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করো। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্বশীল বানানোর পর সে যদি তাদের প্রতি কোমল ও নরম ব্যবহার করে, তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল ব্যবহার করো। (মুসলিম)

٦٥٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ بَعْدِىْ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَاْمُرُنَا قَالَ اَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ ثُمَّ اَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ وَاسْاَلُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَا هُمْ - متفق عليه

৬৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলের রাজনৈতিক কর্মধারা চালু রাখতেন তাদের নবীরা। এক নবীর মৃত্যুর পর পরবর্তী নবী তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নেই (অর্থাৎ নতুন কোন নবী আসবে না)। তবে অচিরেই আমার পরে বেশ কিছু সংখ্যক লোক খলীফা হবেন।' সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ তখনকার জন্যে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ 'তোমরা পালাক্রমে একজনের পর আরেকজনের বাইয়াত পূর্ণ করবে। তাদের প্রাপ্য হক আদায় করবে। আল্লাহ্‌র নিকট সেই জিনিস প্রার্থনা করবে, যা তোমাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কারণ আল্লাহ্ তাদের ওপর জনগণের দেখাশোনার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٧ . وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رض أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ أَيْ بُنَيَّ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ - متفق عليه

৬৫৭. হযরত আয়েয ইবনে আমর বর্ণনা করেন, একদা তিনি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট গিয়ে বললেন ঃ 'বৎস! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ নিকৃষ্টতম শাসক হলো সেই ব্যক্তি, যে তার প্রজাদের ওপর কঠোর ও জুলুমমূলক নীতি প্রয়োগ করে। কাজেই তুমি সতর্ক থেকো, যেন তাদের মধ্যে শামিল না হয়ে পড়ো।

(বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٨ . وَعَنْ أَبِى مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رض أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رض سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِّنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ إِحْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ - رواه ابو داود والترمذى

৬৫৮. আবু মরিয়ম আল-আয্‌দী (রা) একদা আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে বলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যাকে মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে, আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। এরপর মুয়াবিয়া জনগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পরিপূরণ করার জন্যে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

(আবু দাউদ ও তিরিমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ উনাশি

ন্যায়পরায়ণ শাসক

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠার।

(নাহ্‌ল ঃ ৯০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ اَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমরা (সর্বক্ষেত্রে) ইনসাফ (প্রতিষ্ঠা) করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন। (হুজুরাত ঃ ৯)

٦٥٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِىْ اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَا هَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - متفق عليه

৬৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ (কিয়ামতের) সেই কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়াই থাকবে না। তারা হলোঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে মশগুল, (৩) সেই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌রই জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহ্‌রই জন্যে পরস্পর মিলিত হয় এবং আল্লাহ্‌রই জন্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) এমন ব্যক্তি যাকে অভিজাত বংশের কোন সুন্দরী রমণী (খারাপ কাজের জন্যে) আহ্বান জানায় এবং জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) এমন ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমন কি তার ডান হাত কি দান করছে, বাম হাত তা জানে না এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে একাকী নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে দু'চোখে অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ : اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَ اَهْلِيْهِمْ وَمَا وُلُوْا - رواه مسلم

৬৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহ্‌র দরবারে তারা নূরের মিম্বারে আরোহন করবে। তারা হলো এমন লোক, যারা তাদের বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। (মুসলিম)

٦٦١ . وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ - وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ ؟ قَالَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ - رواه مسلم

৬৬১. হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক ও ইমাম (নেতা) হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে; তোমরা তাদের জন্যে দো'আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্যে দো'আ করে। অন্যদিকে তোমাদের ভেতর খারাপ ও নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদের প্রতি লা'নত করো, তারাও তোমাদের প্রতি লা'নত করে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো না ? তিনি বললেন ঃ না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে। (ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নয়।)

٦٦٢ . وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْسُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ وَعَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَ مُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْعِيَالٍ -

رواه مسلم

৬৬২. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিবাসী হবে তিন শ্রেণীর লোক। (১) ন্যায়বিচারক শাসক, যাকে তওফিক দান করা হয়েছে জনগণের কল্যাণ সাধন করার। (২) দয়ার্দ্র হৃদয় ও রহমদিল ব্যক্তি, যার অন্তর প্রতিটি আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নিতান্ত কোমল এবং (৩) যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং সন্তান-সন্ততি বিশিষ্ট অর্থাৎ সংসারী। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আশি

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নাফরমানী না হলে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। অন্যথায় তাদের আনুগত্য করা হারাম

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল, তাদেরও। (নিসা ঃ ৫৯)

٦٦٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -متفق عليه

৬৬৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর (শাসক ও নেতার আদেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার কোনোই অবকাশ নাই। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٤ . وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ -

৬৬৪. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করতাম তখন তিনি আমাদের বলে দিতেন ঃ সাধ্যানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য ফরয। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٥ . وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - رواه مسلم وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

৬৬৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার গলায় আনুগত্যের কোন রজ্জু নেই, সেক্ষেত্রে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

মুসলিমের আর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি জামাআত (সংঘবদ্ধ জীবন) থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

٦٦٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ - رواه البخاري.

৬৬৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদি তোমাদের ওপর কোনো হাবশী গোলামকেও দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা আঙ্গুরের মত ছোটই হোক না কেন (অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেয়)। (বুখারী)

٦٦٧. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَاَثَرَةٍ عَلَيْكَ - رواه مسلم

৬৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার নস্যাৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও (শাসকের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। (মুসলিম)

٦٦٨. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض وَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُّصْلِحُ خِبَائَهُ وَمِنَّا مَنْ يَّنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِيْ جَشَرِهِ اِذْ نَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَّدُلَّ اُمَّتَهُ

عَلٰى خَيْرِ مَايَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَايَعْلَمُهُ لَهُمْ وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِه جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِىْ اَوَّلِهَا وَسَيُصِيْبُ اٰخِرَهَا بَلاَءٌ وَ اُمُوْرٌ تُنْكِرُوْ نَهَا وَتَجِىْءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِىْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِه مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِىْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِه هٰذِه فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَاتِه مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَاتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُؤْتٰى اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِه وَثَمَرَةَ قَلْبِه فَلْيُطِعْهُ اِنِ اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخَرِ - رواه مسلم

৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (বিশ্রামের জন্য) আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমাদের কেউ কেউ তাদের তাবু ঠিক-ঠাক করছিলেন, কেউ বা তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন আর কেউবা তাদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর দেখাশোনায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী লোকদের ডেকে বললেন ঃ ওহে, নামাযের জন্যে তৈরী হোন। এ আহ্বান শুনে আমরা সবাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জড়ো হলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমার পূর্বে যে কোনো নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁর ওপর স্বীয় জ্ঞান মোতাবেক নিজের উম্মতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা এবং তার দৃষ্টিতে মন্দ বা অন্যায় বিষয়ে লোদেরকে ভয় দেখানো ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তোমাদের এ উম্মতের অবস্থা হলো এই যে, এর প্রথম দিকে রয়েছে শান্তি ও স্থিরতা আর শেষ দিকে রয়েছে বিপদ-মুসিবতের প্রচণ্ডতা। সে সময়ে তোমরা এমন সব বিষয়াদি ও সমস্যাবলীর মুখোমুখি হবে, যা হবে তোমাদের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত। এবং এমন সব ফিতনার উত্থান ঘটবে, যার একাংশ অন্য অংশকে দুর্বল করে ছাড়বে। তখন একেকটি ফিতনা ও মুসিবত মাথা তুলবে এবং মু'মিন বলবে, এটাই বুঝি ধ্বংস করে ফেলবে। তারপর সে বিপদের সময়টা কেটে যাবে। আবার বিপদ-মুসিবত ঘনিয়ে আসবে। তখন মুমিন বলবে, এটাই হয়তো আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এহেন কঠিন অবস্থায় যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে, তার জন্যে অপরিহার্য হলো, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করা। সে যেরকম ব্যবহার পেতে ইচ্ছুক, সে রকম ব্যবহারই যেন লোকদের সাথে করে। আর কেউ যদি ইমামের হাতে হাত রেখে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করে এবং নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে তাঁর কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করে তাহলে সে যেন সাধ্যমতো তার আনুগত্য করে। যদি অন্য কোনো লোক তাঁর কাছ থেকে ইমামত ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তাহলে যেন তার ঘাড়টা মটকে দেয়। (মুসলিম)

٦٦٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُنَيْدَةَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رض قَالَ سَاَلَ سَلَمَةُ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْاَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَاْمُرُنَا ؟ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ -

৬৬৯. হযরত আবু হুনাইদাহ ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) বর্ণনা করেন, সালামাহ্ ইবনে ইয়াযিদ জু'ফী (রা) একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের ওপর যখন এরূপ শাসক চেপে বসবে, যারা তাদের দাবি-দাওয়া ও অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে, কিন্তু আমাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে কিছুই করবেনা, তখন আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? রাসূলে আকরাম প্রশ্নকারীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। সালামাহ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা শাসকদের আদেশ শ্রবণ করবে এবং তাদের আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (গুনাহ্‌র) বোঝা তাদের ওপর (চাপবে) এবং তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর। (মুসলিম)

٦٧٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةٌ وَّ اُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَامُرُ مَنْ اَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْنَ عَلَيْكُمْ وَتَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ - متفق عليه

৬৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার পরে তোমরা অধিকার হারানো সহ বহু অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিসের সম্মুখীন হবে।' সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্যে আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ এহেন অবস্থায়ও তোমরা তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথারীতি পালন করে যাবে। সেই সঙ্গে তোমাদের অধিকার পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَفَقَدْ عَصَانِىْ - متفق عليه

৬৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করল, সে আল্লাহ্‌রই নাফরমানী করল। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি আমীরের (ইসলামী শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই নাফরমানী করল। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٢ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - متفق عليه

৬৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার আমীর (নেতা)-এর মধ্যে কোনরূপ অবাঞ্ছিত বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে (এবং শৃংখলার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করে)। কারণ যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে এক বিঘৎ পরিমাণও দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٣ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَهَانَ السُّلْطَانَ اَهَانَهُ اللّٰهُ – رَوَاه الترمذى وَقَالَ حديث حسن

৬৭৩. হযরত আবু বাকরাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কিংবা আমীরকে লাঞ্ছিত (বা অপমানিত) করবে, আল্লাহও তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একাশি

রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্যে কোনো প্রার্থিতা নয়

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ –

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই হলো পরকালীন জগত (আখিরাত)। একে আমরা এমন সব লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা পৃথিবীর বুকে বিরাট ও উদ্ধত হবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নয়। আর পরকালীন জীবনের সাফল্য তো মুত্তাকী (খোদাভীরু) লোকদের জন্যেই নির্ধারিত। (কাসাস ঃ ৮৩)

٦٧٤ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ : لَا تَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَّكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ – متفق عليه

৬৭৪. হযরত আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন ঃ 'হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের (ক্ষমতার) জন্যে প্রার্থী হয়োনা। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব পেলে তুমি এ ব্যাপারে (আল্লাহ্র) সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে। অন্যপক্ষে প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করলে তোমার ওপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। তুমি যখন কোনো ব্যাপারে শপথ করবে, অথচ অন্য কোনো জিনিসকে তার চেয়ে ভালো ও কল্যাণকর মনে হবে, তখন যেটা ভালো সেটাই করবে। সেই সঙ্গে শপথের কাফ্ফরাও আদায় করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٥ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّىْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَ اِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ لَا تَاَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَ لَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ – رواه مسلم

৬৭৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবু যার! আমি তোমায় খুব দুর্বল ও কমজোর দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্যে ঠিক তাই পছন্দ করছি, যা আমার নিজের জন্যে পছন্দ করি। (তুমি খুব দুর্বল) তুমি শাসন কর্তৃত্বের গুরুভার বহন করতে পারবে না। তুমি দু'জনের নেতা হতে চেয়োনা; আর তুমি ইয়াতীমের ধন-মালের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও গ্রহণ করোনা। (মুসলিম)

٦٧٦ . وَعَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَسْتَعْمِلُنِىْ ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ : يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَ اِنَّهَا اَمَانَةٌ وَ اِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَّ نَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَ اَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا - رواه مسلم

৬৭৬. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি আরয করলাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমায় কোন (সরকারী) দায়িত্বপূর্ণ পদে কেন নিযুক্ত করছেন না ?' তিনি আমার কাঁধে হাত চাপড়ে বললেন ঃ 'হে আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ। আর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হচ্ছে এক বিরাট আমানতের ব্যাপার। এ ধরনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যে ব্যক্তি সততার সঙ্গে একে গ্রহণ করে এবং এর ফলে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করে, তার কথা ভিন্ন। (মুসলিম)

٦٧٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى

৬৭৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খুব শীঘ্রই তোমরা ইমারত ও হুকুমতের আকাঙ্খা পোষণ করবে। (মনে রেখো) কিয়ামতের দিন এটাই তোমাদের জন্যে অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ বিরাশি

শাসক ও বিচারকদের ন্যায়নিষ্ঠ পরিষদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ সেদিন তামাম (পার্থিব) বন্ধু-বান্ধব পরস্পর পরস্পরের দুশমনে পরিণত হবে, একমাত্র আল্লাহভীরু লোকদের ছাড়া। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭ আয়াত)

٦٧٨ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَّلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَ تَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ - رواه البخارى.

৬৭৮. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যে কোনো নবীকেই প্রেরণ করেন আর যে কোনো খলীফাকেই নিযুক্ত করেন, তার দু'জন বন্ধু হয়ে থাকে ঃ একজন তাকে পুন্যের আদেশ দান করেন এবং তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে তোলেন। আর দ্বিতীয় বন্ধু তাকে পাপের আদেশ করে এবং তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে তোলার চেষ্টা করে। তবে পাপাচার থেকে সেই ব্যক্তিই নিরাপদ থাকতে পারে, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। (বুখারী)

٦٨٩ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرَ صِدْقٍ اِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهٗ وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهٗ وَاِذَا اَرَادَ بِهٖ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَّسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ - رواه ابو داود باسناد جيد علي شرط مسلم

৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো আমীর কিংবা শাসকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্যে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যদি তিনি (শাসক) কোনো কথা ভুলে যান, তাহলে মন্ত্রী সেটাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আর যদি সে কথা তার স্মরণ থাকে, তাহলে তিনি তার সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে যদি কোনো আমীর কিংবা শাসকের ব্যাপারে তার ভিন্নতর উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তিনি খারাপ মন্ত্রী লাভ করেন। সেক্ষেত্রে তিনি কোনো কথা ভুলে গেলে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় না। আর যদি তা স্মরণ থাকে, তাহলে তার সহায়তা করা হয় না। (আবু দাউদ, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিরাশি

যারা শাসন ক্ষমতা, বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবীর আকাঙ্খা পোষণ করে, তাদেরকে সেসব পদে নিযুক্ত না করা

٦٨٠ . عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَا وَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِيْ عَمِّيْ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَاوَلَّاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّيْ هٰذَا الْعَمَلَ اَحَدًا سَاَلَهٗ اَوْ اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ - متفق عليه

৬৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি এবং আমার দুই চাচাত ভাই হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। ঐ দু'জনের মধ্যে একজন নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে অঞ্চলগুলোর ওপর আল্লাহ্ আপনাকে শাসনকর্তা বানিয়েছেন তার মধ্য থেকে কোন একটি এলাকায় আপনি আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করুন। অন্যান্য লোকেরাও এই ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি এমন ব্যক্তিকে কোনো পদে নিযুক্ত করি না যে ব্যক্তি তা প্রার্থনা করে কিংবা তার জন্য লালসা পোষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় ঃ ১

كِتَابُ الْاَدَبِ

(শিষ্টাচারের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ চুরাশি

লজ্জাশীলতা এবং তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, পরন্তু লজ্জাশীলতা গ্রহণ করার তাগিদ

٦٨١ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَ هُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ - متفق عليه

৬৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জনৈক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ আনসারী তখন লজ্জা শরমের ব্যাপারে তার ভাইকে খুব শাসাচ্ছিলেন। রাসূলে আকরাম (স) তখন লোকটিকে বললেন, এসব ছেড়ে দাও। (অর্থাৎ এরূপ কথা বলো না) লজ্জা শরম তো ঈমানের অঙ্গ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٢ . وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ لَايَاْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ - متفق عليه - وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ اَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ .

৬৮২. হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জা-শরমের পরিণাম উত্তম হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে লজ্জা-শরমের পুরোটাই কল্যাণকর। অথবা বলা হয়েছে, লজ্জা-শরমের সবটাই উত্তম।

٦٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ - متفق عليه

৬৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের ষাট কিংবা সত্তর শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা। আর সবচেয়ে মামুলী শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা মেনে চলাও ঈমানের একটা সম্পদ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٤ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَّكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهٖ - متفق عليه

৬৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমারী ও পর্দানশীন মেয়ের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো বস্তুকে মাক্‌রুহ্ মনে করতেন তখন তার চেহারায় অস্বস্তির প্রভাব দেখা দিত।
(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ পঁচাশি
গুপ্ত বিষয়কে গোপন রাখা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً -

মহান আল্লাহ বলেন, (তোমরা) অঙ্গীকার পূর্ণ করো, কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٦٨٥ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلَى الْمَرْاَةِ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا - رواه مسلم

৬৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হবে সেই ব্যক্তির, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং তারপর ঐ গোপনীয়তার কথা প্রচার করে বেড়ায়। (মুসলিম)

٦٨٦ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَا رض اَنَّ عُمَرَ رض حِيْنَ تَاَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رض فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ : اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : سَاَنْظُرُ فِىْ اَمْرِىْ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِىْ فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِىْ اَنْ لاَّ اَتَزَوَّجَ يَوْمِىْ هٰذَا- فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ رض فَقُلْتُ : اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ رض فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَىَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّىْ عَلٰى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ - فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَىَّ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ عَلِمْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَقَبِلْتُهَا - رواه البخارى

৬৮৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রা) যখন বিধবা হলেন, তখন হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উসমান (রা)-এর সাথে দেখা করলাম এবং হযরত হাফসার প্রসঙ্গ তুলে বললাম ঃ আপনি পছন্দ করলে আমি হাফসা (রা)-কে আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। তিনি (উসমান) বললেন ঃ আমি বিষয়টি ভেবে দেখবো। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি কয়েকদিন প্রতীক্ষায় থাকলাম। এরপর তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ আমার মনে হলো ঃ 'এই সময় আমার বিয়ে

করা উচিত নয়।' এরপর আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম (এবং তাঁকে বললাম ঃ আপনি পছন্দ করলে আমি হাফসা (রা)-কে আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। হযরত আবু বকর (রা) নীরব রইলেন এবং এ ব্যাপারে কোনো জবাব দিলেন না। এরপর কয়েকদিন আমি নীরব রইলাম। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসার সাথে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। সে মোতাবেক আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো এবং তিনি বলতে লাগলেন, সম্ভবত আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা আপনি যখন আমার সাথে হাফসাকে বিবাহ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আমি আপনাকে কোন জবাব দেই নাই! আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (কিছুটা ক্ষমার সুরে) বললেন, আমি তোমার বাসনার জবাব এই জন্য দেইনি যে, আমি জানতাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। তাই আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে চাইনি। তবে হ্যাঁ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিষয়টি ছেড়ে দিতেন (অর্থাৎ বিয়ে করতে প্রস্তুত না হতেন) তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতাম। (বুখারী)

٦٧٨ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رض تَمْشِي مَا تَخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَاٰهَا رَحَّبَ بِهَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَّمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ - فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَاقَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَاكُنْتُ لأُفْشِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِيْ مَاقَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ أَمَّا الْاٰنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنَّهُ عَارَضَهُ الْاٰنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّيْ لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِيْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَاٰى جَزَعِيْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَافَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْسَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِيْ رَأَيْتِ - متفق عليه وهذا الفظ مسلم

৬৮৭. হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত ফাতেমা (রা) টলতে টলতে সেখানে এসে হাজির হলো। তার হাঁটার ভঙ্গী ঠিক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটার ভঙ্গীর মতো ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখেই মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন এবং তাকে ডান কিংবা বাম দিকে বসিয়ে নিলেন, তারপর তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে (কানে কানে) কিছু বললেন। তখন

ফাতিমা (রা) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অধীরতা উপলব্ধি করে তাকে গোপন ভঙ্গীতে কিছু বললেন। অমনি তিনি হাসতে শুরু করলেন। আমি হযরত ফাতিমা (রা)-কে বললাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ছেড়ে তোমার সাথে বিশেষ ভাবে গোপনে কথা বললেন আর তুমি কাঁদতে শুরু করলে, এর কিছুক্ষণ পরে আবার তুমি হাসতে শুরু করলে! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস থেকে চলে যাবার জন্য দাঁড়ালেন তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সাথে কি কথা বলেছেন ? হযরত ফাতিমা (রা) জবাব দিলেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা ব্যক্ত করতে প্রস্তুত নই। এরপর যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, তখন আমি হযরত ফাতিমা (রা)-কে কসম দিয়ে বললাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি কথা বলেছিলেন ? হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ, এখন সে কথা বলা সম্ভব। প্রথমত, 'তিনি যখন আমার সাথে গোপনে কথা বলেন, তখন আমাকে জানান ঃ হযরত জিব্রাইল (আ) আমার সাথে বছরে একবার কি দু'বার পুরো কুরআন তিলাওয়াত করতেন; কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার তিলাওয়াত করেন। এ কারণে আমি মনে করি আমার ওফাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ কথা শুনেই আমি কাঁদতে শুরু করি। কিন্তু তিনি যখন আমার অধীর অবস্থা দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমাকে গোপন কথা জানালেন এবং বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও, তুমি মুমিন নারীদের নেত্রী হবে কিংবা এই উম্মতের গোটা নারীকুলের সর্দার হবে ? তখন এ কথায় আমি হেসে ফেলি। (মুসলিম)

৬৮৮ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ اَتٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَنَا اَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِىْ فِىْ حَاجَةٍ فَاَبْطَاْتُ عَلٰى اُمِّىْ فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ : مَاحَبَسَكَ ؟ فَقُلْتُ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ مَاحَاجَتُهُ ؟ قُلْتُ : اِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ : لَا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا قَالَ اَنَسٌ وَاللّٰهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ اَحَدًا لَّحَدَّثْتُكَ بِهِ يَاثَابِتُ- رواه مسلم وروى البخارى بَعْضَهُ مُخْتَصَرًا .

৬৮৮. হযরত সাবিত (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করলেন। আমি তখন বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলাম। তিনি এসেই সালাম করলেন এবং আমাকে তাঁর কোনো কাজে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আমার মায়ের কাছে যেতে কিছুটা দেরী করে ফেললাম। আমি সেখানে পৌঁছলে আমার মা আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমায় কোন জিনিস আটকে রেখেছিল ?' আমি বললামঃ 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় তাঁর কোনো কাজে পাঠিয়েছিলেন।' মা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি কাজের জন্যে ?' আমি বললাম ঃ 'সেটা গোপন কাজ।' মা বললেন ঃ 'হ্যাঁ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় কাউকে জানাতে নেই।' হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'হে সাবিত! আমি যদি ঐ গোপন কথা কাউকে বলতে পারতাম, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, তোমাকে তা অবশ্যই বলতাম। (মুসলিম) বুখারী এর কোনো কোনো অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ছিয়াশি
অঙ্গীকার রক্ষা করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আর (তোমরা) অঙ্গীকার পূর্ণ করো; কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আর যখন আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করো তা অবশ্যই পূর্ণ করো। (সূরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯১)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করো।' (সূরা মায়েদাহ ঃ আয়াত ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা কার্যত পালন করো না। (সূরা সফ্ ঃ আয়াত ২-৩)

٦٨٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ - متفق عليه. زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ

৬৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ (১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় এই বাড়তি শব্দগুলো রয়েছে! 'যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং বলে যে, সে মুসলমান।

٦٩٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه

৬৯০. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমার বিন্ 'আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চার রকমের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে পুরো মুনাফিক রূপে বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে একটি আচরণ পাওয়া যাবে, সে তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। আর তা হলো ঃ (১) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) সে ঝগড়া করলে (প্রতিপক্ষকে) গাল-মন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩١ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِيْءُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ اَوْدَيْنٌ فَلْيَاْتِنَا فَاَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِيْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ فَقَالَ لِيَ خُذْ مِثْلَيْهَا - متفق عليه

৬৯১. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ যদি বাহরাইনের দিক থেকে মাল-সামান আসে, তাহলে এতো, এতো এবং এতো পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং তার জীবনকালে বাহরাইন থেকে কোন মাল-সামান আসেনি। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন বাহরাইন থেকে মাল-সামান এল, তখন খলীফা আবু বকর (রা) এই মর্মে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন ঃ 'যে ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল-সামান দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, (কিংবা তাঁর কাছ থেকে যার ঋণ গ্রহণের কথা ছিল) সে যেন আমাদের কাছে আসে।' সুতরাং আমি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় এতো পরিমাণ মাল-সামান দিতে বলে গেছেন। হযরত আবু বকর (রা) আমায় উভয় হাতল বোঝাই করে মাল-সামান দিলেন। আমি হিসাব করে দেখলাম, এই মাল-সামানের মূল্য পাঁচ শো দিনারের সম-পরিমাণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ সাতাশি

ভালো আদত-অভ্যাস লালন করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা (প্রাপ্ত নিয়ামত) পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে।' (রা'দ ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'সেই নারীর মতো হয়ো না, যে কষ্ট করে সূতা কাটলো তারপর (নিজেই) তাকে টুকরা টুকরা করে ফেললো।' (নাহ্ল ঃ ৯২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'তারা যেন সেই লোকদের মতো না হয়ে যায়, যাদেরকে (তাদের) পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল; তারপর তাদের ওপর দিয়ে এক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়।' (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল, তারা তা করেনি।' (হাদীদ ঃ ২৭)

٦٩٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - متفق عليه

৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ 'আমর বিন 'আস্ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হে আবদুল্লাহ্!) তুমি অমুকের মতো হয়োনা, যে রাত জাগত ঠিকই; কিন্তু রাত জাগার কাজটিই (তাহাজ্জদ নামায আদায়) করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ আটাশি

সাক্ষাতকালে ভালো কথাবার্তা বলা ও হাসিমুখে থাকা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আর মুমিনদের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করুন।' (সূরা হিজর ঃ আয়াত ৮৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

মহান আল্লাহ্ আরে বলেন ঃ আর (হে নবী!) তুমি যদি কটুভাষী ও কঠিন হৃদয় হতে; তাহলে এই লোকেরা তোমার নিকট থেকে পালিয়ে চলে যেত। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

٦٩٣ . عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوْا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ - متفق عليه

৬৯৩. হযরত 'আদী বিন হাতেম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদি তা খেজুরের একটা টুকরার বিনিময়েও হয়। যদি কোনো ব্যক্তি তাও না পারে, তবে সে যেন ভালো কথা বলে (জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ - متفق عليه وَهُوَ بَعْضُ حَدِيْثٍ تَقَدَّمَ بِطُوْلِهِ .

৬৯৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (তোমরা ভালো কথা বল) ভালো কথা বলাও সাদকাহ্। (বুখারী ও মুসলিম) এটি এক দীর্ঘ হাদীসের অংশ, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

٦٩٥ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَّ لَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رواه مسلم

৬৯৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ কোন ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা আপন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাতের মতো (মামুলি) কাজও হয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ উনানব্বই

শ্রোতাকে বুঝানোর জন্যে বক্তব্যের পুনরুক্তিকরণ

٦٩٦ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَ اِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رواه البخارى

৬৯৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কথা বলতেন, তখন সেটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে তা (সহজে) উপলব্দি করা যায়। আর যখন কোনো জাতির (বা জনগোষ্ঠীর) মুখোমুখী হতেন, তখন তাকে তিনবার সালাম বলতেন। (বুখারী)

٦٩٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ كَلَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَّفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَّسْمَعُهُ - رواه ابُوداود

৬৯৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন, যাতে সমগ্র শ্রোতারা তা বুঝতে পারে। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ নব্বই

বক্তার ভালো কথা নীরবে শ্রবণ করা

٦٩٨ . عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ : لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - متفق عليه

৬৯৮. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন ঃ 'তুমি লোকদেরকে নীরব করাও। তারপর বললেন ঃ আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেওনা; একে অপরকে হত্যা করতে থেকো না। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একানব্বই

ওয়ায-নসিহতে ভারসাম্য রক্ষা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ '(হে নবী!) তুমি লোকদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশের সাথে আপন প্রভুর (নির্ধারিত) পথের দিকে আহ্বান জানাও।' (সূরা নাহ্ল ঃ ১২৫)

٦٩٩ . عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ اَبْنُ مَسْعُوْدٍ رض يُذَكِّرُنَا كُلِّ خَمِيْسٍ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ : اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا - متفق عليه

৬৯৯. হযরত আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন্ সালামাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের সামনে ভাষণ দিতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললো ঃ আমি চাই যে, আপনি প্রতিদিনই আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিন। তিনি বললেন ঃ এতে আমার দিক থেকে কোন বাধা নেই। তবে; আমি তোমাদেরকে একঘেঁয়েমীর মধ্যে ফেলে দেয়া দূষণীয় মনে করি। আমি ওয়ায-নসিহতে তোমাদের সাথে সেই আচরণই করি, যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে করতেন। আমরা যাতে একঘেঁয়েমীতে বিরক্ত হয়ে না যাই। সে দিকে তিনি (বিশেষ ভাবে) খেয়াল রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٠. وَعَنْ اَبِى الْيَقْظَهِنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوْا الصَّلٰوةَ وَاَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ - رواه مسلم

৭০০. হযরত আবুল ইয়াক্যান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেন, ইমামের নামায লম্বা হওয়া এবং তাঁর খুত্বা সংক্ষিপ্ত হওয়া তাঁর বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক। অতএব, নামাযকে লম্বা করো এবং খুত্বাকে সংক্ষিপ্ত রাখো। (মুসলিম)

٧٠١ . وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ رض قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَا شَاْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِاَبِىْ هُوَ وَ اُمِّىْ مَارَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِّنْهُ فَوَاللّٰهِ مَاكَهَرَنِىْ وَ لَا ضَرَبَنِىْ وَ لَاشَتَمَنِىْ قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ

عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَّ قَدْجَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ وَاِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّاْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَاْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ ؟ قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهٗ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ - رواه مسلم

৭০১. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী (রা) বর্ণনা করেন, একদা (আমরা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ মুক্তাদীদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। আমি (অভ্যাস মতো) 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে জবাব দিলাম। তখন লোকেরা আমায় ঘিরে ধরল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমরা আমায় ঘিরে ধরে কি দেখছো। (একথা শুনে) তারা নিজেদের হাত দ্বারা উরু চাপড়াতে লাগল। আমি দেখলাম, লোকেরা আমায় নিশ্চুপ করতে চাইছে। (যদিও আমার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল।) কিন্তু আমি নিশ্চুপই রইলাম। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন, আমি বললাম ঃ আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি আপনার মতো উত্তম শিক্ষক না এর পূর্বে কখনো দেখেছি, না পরে দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম। আপনি না আমায় কখনো শাঁসিয়েছেন, না আমায় কখনো মারধোর করেছেন, আর না আমায় কখনো গাল-মন্দ করেছেন। (ব্যস, এইটুকু) শুধু বলেছেন, নামাযের মধ্যে লোকদের কথা বলা জায়েয নয়। নামায তো হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা এবং কুরআন পাকের তিলাওয়াত করার নাম। কিংবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন। আমি নিবেদন করলাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো জাহিলী যুগের নিকটবর্তী সময়ের লোক। (এখন) আল্লাহ পাক ইসলামকে নাযিল করেছেন। আমাদের মধ্যকার কিছু লোক গণকের কাছে গমন করে। আপনি বলেছেন ঃ ওদের কাছে যেওনা। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের মধ্যকার কিছু লোক ভাগ্য-গণনার কাজ করে থাকে। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের মনের ভেতর তো বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এটা যেন তাদেরকে (কোন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে) বাধার সৃষ্টি না করে। (মুসলিম)

٧٠٢ . وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رض قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَّجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَا لِهٖ فِيْ بَابِ الْاَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَذَكَرْنَا اَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ اِنَّهٗ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

৭০২. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে এমন ভাষণ দিলেন যে, (আমাদের) হৃদয় কেঁপে উঠল এবং চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। (এই হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ ইতিপূর্বে তিরমিযীর সূত্রে সুন্নাতের সংরক্ষণ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।)

অনুচ্ছেদ ঃ বিরানব্বই

সম্মান ও প্রশান্তি

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র বান্দাহ হলো সেই লোকেরা, যারা জমিনের ওপর আস্তে পা ফেলে আর যখন জাহিল (মূর্খ) লোকেরা তাদের সঙ্গে (মূর্খতা ব্যঞ্জক) কথাবার্তা বলে, তখন তাদেরকে সালাম বলে বিদায় করে দেয়।' (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৩)

٧٠٣ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى تُرٰى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - متفق عليه

৭০৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এত জোরে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখের ভিতরের অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি শুধু (আলতোভাবে) মুচকি হাসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিরানব্বই

নামায, অন্যান্য ইবাদত ও জ্ঞান চর্চার মজলিসে নীরবতা ও গাম্ভীর্যের সাথে উপস্থিতি

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা তার অন্তর্নিহিত তাকওয়ারই (আল্লাহ ভীতিরই) নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩২)

٧٠٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا - متفق عليه. زَادَ مُسْلِمٌ فِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِىْ صَلَاةٍ

৭০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন নামাযের ইক্বামত বলা হয়, তখন তোমরা দৌড়ে নামাযের দিকে এসো না; বরং শান্তভাবে চলে এসো। যতোটা নামায ইমামের পিছে পাও, ততোটা পড়ে নাও আর যতটা চলে গেছে, ততোটা পূরণ করে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযের ইরাদা করে, তখন সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

٧٠٥ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَائَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَّضَرْبًا وَّصَوْتًا لِلْاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ - رواه البخارى وروى مسلم بعضه

৭০৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আরাফা'র দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছে উটগুলোকে প্রহার করার এবং উটগুলোর চীৎকার ধ্বনি শুনে নিজের চাবুক দিয়ে তাদের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন ঃ 'হে লোকসকল! নীরবতা অবলম্বন করো। সওয়ারীগুলোকে অযথা প্রহার ও দাবড়ানোর মধ্যে কোন পুণ্যশীলতা নেই। (বুখারী)

মুসলিমও এর কোনো কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ চুরানব্বই
মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ - اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ - فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ - فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلاَ تَاْكُلُوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের কাছে কি ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের খবর পৌঁছেছে। যখন তারা তাদের কাছে এসে বললেন, সালাম। (জবাবে) সেও বললো, সালাম। (দেখলে তো) এরা অপরিচিত লোক। এরপর সে ঘরের ভেতর চলে গেল এবং ঘিয়ে ভাজা একটি মোটা বাছুর নিয়ে উপস্থিত হলো (সে খাওয়ার জন্যে) বাছুরটিকে তাদের সামনে রেখে বলতে লাগল ঃ তোমরা খাচ্ছো না কেন ?

وَقَالَ تَعَالٰى : وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ -

আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর তাঁর [লূত (আ)] কওমের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় গৃহপানে ছুটে আসতে লাগল। এরা পূর্ব থেকেই দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। লূত (আ) বললেন ঃ হে আমার জাতি! এই আমার পবিত্র কন্যারা রয়েছে। এরা তোমাদের (জন্যে উত্তম ও) পবিত্র সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমায় লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো ও ভদ্র লোক নেই ?

٧٠٦ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ - متفق عليه

৭০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানদের সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে কিংবা নীরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٧ . وَعَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍوالْخُزَاعِىِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّقِيْمَ عِنْدَ اَخِيْهِ حَتّٰى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلَاشَىْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ .

৭০৭. হযরত আবু শুরাইহ্ খুওয়াইলিদ ইবনে আমর ওয়াল খুআ'ঈ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে এবং তার হক আদায় করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তার হকটা কি ? তিনি বললেন ঃ একদিন ও এক রাত (অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের চেয়ে উত্তম খাবার পরিবেশন করা) এবং তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা। এর চেয়ে বেশি হলো সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, কোন মুসলমানের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে এতটা সময় অবস্থান করবে, যা তাকে গুনাহ্র মধ্যে নিক্ষেপ করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুনাহ্র মধ্যে নিক্ষেপ করার তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ঃ তার কাছে ধরণা দিয়ে বসে থাকা। অথচ তার কাছে মেহমানদারী করার মতো কোন জিনিস মজুদ নেই।

অনুচ্ছেদ পচানব্বই

পুণ্যময় কাজের জন্যে সুসংবাদ দান

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَبَشِّرْعِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (হে নবী!) আমার যে বান্দারা কথা শোনে এবং ভালো কথা মেনে চলে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও। (বাকারা ঃ ১৬-১৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তাদের প্রভু তাদেরকে স্বীয় রহমতের, সন্তুষ্টির ও জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী নিয়ামতের ব্যবস্থা। (তওবা ঃ ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর তাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (হা-মীম-আস-জিদাহ ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ অতঃপর আমরা তাকে এক নরমদিল শিশুর সুসংবাদ দিলাম। (সাফ্ফাত ঃ ১০১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর আমাদের ফেরেশ্তা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এলো। (হূদ ঃ ৬১)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তিনি তখনো ইবাদতগাহে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে ফেরেশ্তারা আওয়াজ দিল ঃ (যাকরিয়া) আল্লাহ তোমায় ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। (সূরা আল-ইমরান ঃ ৩৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ اَمْرَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর ইবরাহীম (আ)-এর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রী হেসে ফেললে আমরা তাকে ইস্হাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুব (আ)-এর সুসংবাদ দিলাম। (সূরা হূদ ঃ ৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ (সেই সময়টির কথাও স্মর্তব্য) যখন ফেরেশতারা (মরিয়মকে) বললো ঃ হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমায় নিজের পক্ষ থেকে একটি উপহারের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হচ্ছে মসীহ (যিনি সাধারণভাবে ঈসা বিন্ মরিয়াম নামে খ্যাত) (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৪)

এই নিবন্ধের আয়াতসমূহ বিপুল সংখ্যায় বর্তমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গের হাদীসগুলোও সংখ্যায় অনেক। কতিপয় বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٧٠٨ . عَنْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَيُقَالُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ وَّ يُقَالُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ رض بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ فِيْهِ لَاصَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ - متفق عليه

৭০৮. হযরত আবু ইব্রাহীম কিংবা আবু মুহাম্মদ অথবা আবু মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ বিন্ আবু আওফা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা একই ধরনের অনন্য মোতির দ্বারা নির্মিত করা হয়েছে। সেখানে না কোন হৈ-হল্লা থাকবে আর না থাকবে কোন অবসন্নতা। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٩ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض اَنَّهُ تَوَضَّأَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : لَاَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَاكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِىْ هٰذَا فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَاَلَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا وَجَّهَ هٰهُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ

عَلٰى اَثَرِهِ اَسْاَلُ عَنْهُ حَتّٰى دَخَلَ بِئْرَ اَرِيْسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتّٰى قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهٗ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلٰى بِئْرِ اَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ : لَاَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَوْمَ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَبُوْا بَكْرٍ فَقُلْتُ : عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِاَبِىْ بَكْرٍ : اُدْخُلْ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَّمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهٗ فِى الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ وَقَدْتَرَكْتُ اَخِىْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِىْ فَقُلْتُ اِنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ يُرِيْدُ اَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهٖ فَاِذَا اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ يَسْتَاذِنُ ؟ فَقَالَ : ائْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ : اَذِنَ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقُفِّ عَنْ يَّسَارِهٖ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِىْ اَخَهُ يَاْتِ بِهٖ فَجَاءَ اِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ - فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ : عَلٰى رِسْلِكَ، وَجِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ : ائْذَنْ لَّهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُهٗ فَجِئْتُ فَقُلْتُ : اُدْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُكَ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِّنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ - متفق عليه . رواد فِىْ رِوَايَةٍ وَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ الْبَابِ وَفِيْهَا اَنَّ عُثْمَانَ حِيْنَ بَشَّرَهٗ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ.

৭০৯. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেছেন, (একদা) তিনি নিজ ঘর থেকে অযু করে বাইরে বের হন। তিনি এই সংকল্প ব্যক্ত করেন যে, আজকের দিনটা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে থাকবো। সুতরাং তিনি মসজিদে গেলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ জবাব দিলেন, তিনি ওই দিকে চলে গেছেন। হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি তাঁর পদচিহ্ন ধরে চলতে লাগলাম এবং তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করতে থাকলাম। এমনকি তিনি বিরে আরিসে (আরিস নামক কূপ এলাকায়) প্রবেশ করলেন এবং আমি দরজার পার্শ্বে বসে থাকলাম। এমকি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন

মিটানোর পর অযু করলেন। আমি তাঁর দিকে চলতে লাগলাম। তিনি আরিশের কূপের ওপর বসেছিলেন। তিনি পুটুলি থেকে কাপড় বের করে রেখেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম বললাম এবং ফিরে এসে দরজার কাছে বসে পড়লাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি তো আজ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারোয়ান। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) এসে দরজায় টোকা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে ? জবাব দিলেন ঃ আবু বকর। আমি বললাম ঃ 'একটু দাঁড়ান।' এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম এবং বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু বকর (রা) ভেতরে আসার জন্যে অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে মোতাবেক আমি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে প্রবেশের অনুমতিসহ জান্নাতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং নিজের পোটলা থেকে কাপড় বের করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে বসে পড়লেন। আমি পুনরায় ফিরে দরজার কাছে গিয়ে বললাম এবং আমার ভাইকে অযু করা অবস্থায় ছেড়ে এলাম। এ সময় মনে এল যে, আল্লাহ পাক যদি তার অনুকূলে কল্যাণকে নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে সে অবশ্যই আসবে। সহসা এক ব্যক্তি দরজায় খট খট আওয়াজ করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে ? জবাব এলো, আমি উমর বিন খাত্তাব (রা)। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করো, এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলাম। তাঁকে সালাম করার পর নিবেদন করলাম, হযরত উমর (রা) আপনার অনুমতি চাইছে। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদও শোনাও। সুতরাং আমি হযরত উমর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন। এরপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে বসে পড়লেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম এবং আমার মন বলতে লাগলো আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের সাথে কোনো কল্যাণ মঞ্জুর করে থাকেন তাহলে তাকে নিয়ে আসবেন। হঠাৎ একটি লোক দরজার ওপর হাতে টোকা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস কলাম কে ? লোকটি বললো আমি উসমান বিন আফ্ফান। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপনীত হলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতেরও সুসংবাদ দাও। অবশ্য সে একটি মুসিবতের সম্মুখীন হবে। আমি ফিরে এসে তাকে বললাম, আপনি ভিতরে প্রবেশ করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন। অবশ্য তোমার একটি মুসিবতও হবে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, এক কিনারাকে ভরপুর দেখে অন্যদিকে বসে পড়লেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব বর্ণনা করেন ঃ আমি এই ঘটনার মর্ম এইভাবে বুঝেছি যে, এই তিন জনের কবর এক জায়গায় হবে। (আর হযরত উসমানের কবর তাদের থেকে আলাদা হবে) (বুখারী ও মুসলিম)

একটি রেওয়ায়েতে ঐ শব্দাবলীর বাড়তি রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দরজার দেখাশোনার আদেশ দিয়েছিলেন। আর হযরত উসমানকে যখন রাসূলুল্লাহ্র সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন এবং তিনি এও বললেন 'আল্লাহু মুস্তা'আন' —অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছ থেকেই সাহায্য চাওয়া উচিত।

٧١٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رض فِىْ نَفَرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَ فَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِّلْاَنْصَارِ لِبَنِىْ النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا ؟ فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَّالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ الصَّغِيْرُ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاشَأْنُكَ ؟ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ مِنْ وَّرَائِىْ - فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ اِذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ - رواه مسلم

৭১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশপাশে বসা ছিলাম। আমাদের সঙ্গে হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবীগণও বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ভিতর থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। তাঁর ফিরে আসার দেরী দেখে আমাদের মধ্যে এই মর্মে আশংকার সৃষ্টি হলো যে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর জীবনসূত্রকে ছিন্ন করে তো দেয়া হয়নি ? আর এরূপ ধারণা জাগতেই আমরা ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর সবার আগে আমিই প্রথম ঘাবড়ে গেলাম এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লাম। এমনকি আমি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি পথের দিক-নির্দেশ জানার জন্য বাগানের আশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্য কোনো দরজা পেলাম না। অবশ্য বাইরের কুয়া থেকে পানির একটি ছোট্ট নালা বাগানের দিকে যাচ্ছিলো। আমি হামাগুড়ি দিয়ে নালার পথে ভিতরে প্রবেশ করলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে, আবু হুরায়রা ? আমি বললাম জি, হ্যাঁ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ অবস্থা কি ? আমি নিবেদন করলাম ঃ আপনি আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ আপনি বাইরে চলে এলেন। আপনার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমাদের মনে এই আশংকার সৃষ্টি হয় যে, আমাদের অনুপস্থিতির সময় আপনার জীবনসূত্রকে ছিন্ন করে দেয়া হয়নি তো! আমরা সবাই এ বিষয়ে ঘাবড়ে গেলাম এবং সবার আগে আমিই ঘাবড়ে গিয়ে এ বাগানের দিকে চলে আসি। এবং নিজের দেহকে বিড়ালের মতো কুঁকড়ে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করি। এ সময় লোকেরা আমায় পিছন থেকে অনুসরণ করে। তিনি আমায় সম্বোধন করে কথা বলেন এবং তাঁর দুটি জুতা আমায় দান করে বললেন ঃ নাও, আমার দুটি জুতাই সঙ্গে নিয়ে যাও। আর এই বাগানের বাইরে যে ব্যক্তিকে এই কথার সাক্ষ্য দান করাতে পারবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং তার হৃদয়ে এ কথার দৃঢ় প্রত্যয়ও থাকে, তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করো। (মুসলিম)

٧١١ . وَعَنْ اَبِى شُمَاسَةَ قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ رض وَهُوَ فِى سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكٰى طَوِيْلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ : يَا اَبَتَاهُ اَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا ؟ اَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا ؟ فَاَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَانُعِدُّ شَهَادَةُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ كُنْتُ عَلٰى اَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَمَا اَحَدٌ اَشَدُّ بُغْضًا لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّىْ وَلَا اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِىْ قَلْبِىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَا بَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ : مَالَكَ يَاعَمْرُو ؟ قُلْتُ : اَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : اَنْ يُّغْفَرَ لِىْ قَالَ : اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَ اَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا اَجَلَّ فِىْ عَيْنِىْ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ اُطِيْقُ اَنْ اَمْلَاَءَ عَيْنِىْ مِنْهُ اِجْلَاً لَا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ اَنْ اَصِفَهُ مَا اَطَقْتُ لِاَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَمْلَاُ عَيْنِىْ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وُلِّيْنَا اَشْيَاءَ مَا اَدْرِىْ مَا حَالِىْ فِيْهَا فَاِذَا اَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبَنِّىْ نَائِحَةٌ وَّلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَشُنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَّ يُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَ اَنْظُرَ مَاذَ اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ - رواه مسلم

৭১১. হযরত আবু শুমাসাহ্ (রহ) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা হযরত আমর বিন 'আস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন বলেন দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদতে থাকেন। এ জন্যে তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নেন। এই অবস্থা দেখে তাঁর পুত্র বলে উঠল ঃ আব্বাজন! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক বিষয়ের সুসংবাদ দান করেননি ? তিনি নিজের চেহারার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বললেন ঃ যে বিষয়গুলোকে আমরা উত্তম বলে বিবেচনা করি, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো— এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল। আমি এ পর্যন্ত তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছি ঃ প্রথম পর্যায়তো ছিলো এই যে, আমার চেয়ে অপর কোনো ব্যক্তিই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ো দুশমন ছিল না। আর আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিলো এই যে, আমি তাঁকে হত্যা করার মতো শক্তি অর্জন করবো। (এটা সুস্পষ্ট যে), এই অবস্থায় আমি যদি মৃত্যুবরণ করতাম, তাহলে জাহান্নামী রূপেই গণ্য হতাম। এরপর আল্লাহ পাক যখন আমার হৃদয়ে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দিলেন তখন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি সবিনয়ে বললাম ঃ 'আপনার হাতটা একটু বের করুন; আমি আপনার কাছে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ) করতে চাই'। তিনি হাত

বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি নিজের হাত ফিরিয়ে আনলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমর! কী ব্যাপার ? আমি বললাম ঃ 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি জানতে চাইলেন ঃ 'কী শর্ত ?' আমি নিবেদন করলাম ঃ 'ব্যস, শুধু এটুকু যে, আমায় ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে।' তিনি বললেন ঃ তোমার কি জানা নেই যে, ইসলাম পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় ? অনুরূপভাবে হিজরাতও পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ খতম করে দেয়। হজ্জও পূর্বেকার তামাম গুনাহকে নির্মূল করে দেয়। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আমার কেউ প্রিয় ছিলনা। আর না আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে বেশি প্রতাপান্বিত কেউ ছিলেন। তাঁর প্রতাপের অবস্থা ছিল এই যে, আমি পুরো চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না। আর যদি আমাকে তাঁর দৈহিক গঠনের বিবরণ দিতে বলা হয়, তাহলে আমি তা করতে সক্ষম হবো না। এই কারণে যে, আমি পুরো চোখ মেলে কখনো তাঁকে প্রত্যক্ষই করিনি। এ অবস্থায় আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে আমার আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। এরপর আমি অনেক বিষয়ের দায়িত্বশীল হলাম। এখন আমি বুঝতে পারিনা যে, এসবের মধ্যে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে ? অতএব, আমি যখন মারা যাবো, তখন আমার জানাযার সাথে কোন বিলাপকারিণীও না থাকে এবং আগুন যেন না যায়। আর আমায় যখন দাফন করতে থাকবে, তখন আমার কবরের ওপর অল্প অল্প করে মাটি ফেলবে। এরপর আমার কবরের কাছে ততটা সময় অপেক্ষা করবে, যতটা সময় একটা উট জবাই করে তার গোশত বন্টন করতে প্রয়োজন হয়। যাতে করে আমি তোমাদের সাথে পরিচিত থাকি এবং দেখতে পাই যে, আপন প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতাদের সাথে কী কথাবার্তা বলি ? (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ছিয়ানব্বই

সঙ্গীকে বিদায় দানকালে অসিয়ত করা ও দো'আ বিনিময় করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ، اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর ইবরাহীম স্বীয় পুত্রদের এই মর্মে অসিয়ত করেন এবং ইয়াকুবও (আপন সন্তানদের) এ কথাই বলেন যে, পুত্র! আল্লাহ তোমাদের জন্যে একই দ্বীন পছন্দ করেছেন, কাজেই যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন মুসলিম রূপে মৃত্যুবরণ করাই হবে উত্তম। যখন ইয়াকুব মৃত্যুবরণ করছিলেন, তখন তুমি (সেখানে) উপস্থিত ছিলে। তিনি যখন স্বীয় পুত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে ? তখন তারা বললো ঃ আপনার মা'বুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বুদের ইবাদত করবো। যে মা'বুদ এক ও একক এবং আমরা তাঁর হুকুম বর্দার।

(বাকারা ১৩২-১৩৩)

٧١٢ . فَمِنْهَا حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض الَّذِيْ سَبَقَ فِيْ بَابِ اِكْرَامِ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّاتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَاُجِيْبَ وَ اَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاَهْلُ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ - رواه مسلم

৭১২. এ পর্যায়ের হাদীসগুলোর মধ্যে হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা)-এর হাদীসটি ইতিপূর্বে আহলে বাইতের মর্যাদা সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভাষণ দানের জন্যে হামদ ও সানার পর মূল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ হে জনগণ! তোমরা সাবধান হয়ে যাও। আমিও তোমাদের মতো মানুষ। আমার কাছে খুব শীঘ্রই হয়তো আল্লাহর দূত এসে যাবে। তখন আমি তাকে গ্রহণ করবো। জেনে রাখো, আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, যার মধ্যে পথ-নির্দেশনা ও আলোক বর্তিকা বর্তমান রয়েছে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে আকড়ে ধরো এবং তার ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকো। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর বলেন, দ্বিতীয় জিনিসটি হলো, আমার আহলি বাইত (পরিবারবর্গ) আমি তোমাদেরকে আহলি বাইতের ব্যাপারে নসীহত করছি। তাগিদ দিচ্ছি। (মুসলিম) এতৎসংক্রান্ত এক দীর্ঘ হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

٧١٣ . وَعَنْ اَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رض قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهٗ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اَهْلَنَا فَسَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : اِرْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَّكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ - متفق عليه. زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ لَّهٗ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ -

৭১৩. হযরত আবু সুলাইমান মালিক বিন হুয়াইরিস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা কতিপয় সমবয়েসী যুবক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রায় বিশ দিন ছিলাম। আর রাসূলে আকরাম ছিলেন খুবই দয়ালূ ও মেহেরবান। ইত্যবসরে তিনি অনুভব করলেন যে, আমাদের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা নিজেদের বাড়িতে কাকে কাকে রেখে এসেছি ? আমরা এ বিষয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ 'তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাও এবং সেখানেই থেকে লোকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দাও, সৎ কাজের নির্দেশ দান করো, এবং অমুক অমুক নামায অমুক অমুক সময়ে আদায় করো। অতএব যখন নামাযের সময় আসবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আযান দেবে। তরে জামায়াতে ইমামতের দায়িত্ব সেই পালন করবে, যে তোমাদের মধ্যে (বয়সের দিক থেকে) বড়ো। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর রেওয়ায়েতে এটুকু বাড়তি রয়েছে ঃ নামায ঠিক সেভাবে আদায় করবে, যেভাবে তোমরা আমাকে আদায় করতে দেখছো।

٧١٤ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : اِسْتَاذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ وَقَالَ لاَ تَنْسَنَا يَا اُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا وَ فِىْ رِوَايَةٍ قَالَ : اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

৭১৪. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করছেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিতে গিয়ে বললেন ঃ 'হে ভাই! আপনি দো'আসমূহে আমাদের কথা ভুলে যাবেন না। (তিনি এরূপ কথা বলেছেন ঃ আমি যদি দুনিয়াতেই এর বিনিময় পেয়ে যাই তবু আমার আনন্দ হবে না।) এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ 'হে ভাই! আপনার দো'আসমূহে আমাদেরকেও শরীক করবেন। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

٧١٥ . وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رض كَانَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا : اُدْنُ مِنِّىْ حَتّٰى اُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا فَيَقُوْلُ : اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

৭১৫. হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) সফরে যেতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলতেন ঃ আমার কাছে আসুন; আমি আপনাকে বিদায় জানাতে চাই; যেভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিদায় জানাতেন। তিনি ইরশাদ করতেন ঃ আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের আমলের সমাপ্তিকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করছি। (তিরমিযী)

٧١٦ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِىِّ الصَّحَابِىِّ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوَدِّعَ الْجَيْشَ يَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَ اَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ - حديث صحيح رواه ابو داود وغيره باسناد صحيح

৭১৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ ইয়াযিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাদলকে বিদায় জানাতেন, তখন বলতেন ঃ আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের কর্ম সমাপ্তিকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করছি। (আবু দাঊদ)

٧١٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِىْ فَقَالَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى قَالَ زِدْنِىْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৭১৭. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সফরে যেতে চাই, আমাকে কিছু পাথেয় দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে আল্লাহভীতি পাথেয় দান করুন। সে বললো, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুন। সে বললো, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ প্রাপ্তিকে সহজ করুন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ সাতানব্বই

ইস্তেখারা ও পারস্পরিক পরামর্শ করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَشَاوِرْهُمْ فِىْ الْاَمْرِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আর (হে নবী!) কাজ কর্মে তাদের (সঙ্গীদের) সাথে পরামর্শ করো।' (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর তারা (মুমিনরা) নিজেদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে। (সূরা শুরা ঃ ৩৮)

৭১৮ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِىْ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ : يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ ! اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ : عَاجِلِ اَمْرِىْ وَ اٰجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ : وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ. قَالَ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهُ - رواه البخارى.

৭১৮. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সকল বিষয়ে কুরআন পাকের সূরার অনুরূপ ইস্তেখারার শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে এই মর্মে দো'আ করবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দেয়া জ্ঞান মুতাবেক তোমার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি, তোমার দেয়া শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি, তোমার কাছে তোমার বড়ো অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; নিঃসন্দেহে তুমি বড়োই ক্ষমতাবান আর আমি কোনো শক্তির অধিকারী নই। তুমি সবকিছু জানো, আমি কিছু জানি

না। তুমি অদৃশ্য বিষয়াদি জানো; কিন্তু আমি জানি না। হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞান মুতাবেক যদি এ কাজটি আমার দ্বীন, অর্থাবস্থা ও পরিণতির দিক দিয়ে আমার জন্যে কল্যাণকর হয়; কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতের দিক দিয়ে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তাহলে একে আমার নসীব ভুক্ত করে দাও এবং এটি সম্পাদন করে আমার জন্যে সহজতর করে দাও। উপরন্তু আমার জন্যে এর মধ্যে বরকতের ব্যবস্থা করে দাও। আর যদি তুমি জানো যে, এই কাজটি আমার দ্বীন, অর্থব্যবস্থা ও পরিণতির দিক দিয়ে আমার পক্ষে মন্দ, কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টিতে মন্দ, তাহলে আমার থেকে একে দূর করে দাও এবং পুণ্যের কাজে শক্তি দান করো; তা যেখানেই থাকুক, তার ওপর আমায় সন্তুষ্ট করে দাও।' এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করবে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ আটানব্বই

ঈদগাহে যাতায়াত, রুগীর পরিচর্যা এবং হজ্জ, জিহাদ, জানাযা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একপথ দিয়ে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা

٧١٩ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَلَفَ الطَّرِيْقَ - رواه البخارى.

৭১৯. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন। (বুখারী)

অর্থাৎ তিনি এক পথ দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন।

٧٢٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى - متفق عليه .

৭২০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষময় পথ দিয়ে যেতেন এবং বিরান পথ দিয়ে ফিরতেন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন উঁচু পথ দিয়ে ঢুকতেন এবং নীচু পথ দিয়ে ফিরে আসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ নিরানব্বই

পুণ্যময় কাজে ডান হাতকে অগ্রাধিকার দান

ইমাম নববী বলেন, পুণ্যময় কাজের তালিকা হলো ঃ অযু, গোসল, তায়াম্মুম, কাপড় পরা, জুতা, মোজা ও পাজামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ করা, মেসওয়াক করা, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, মোছ কাটা, বগলের পশম কামানো, মাথা মুণ্ডন করা, নামায থেকে সালাম ফিরানো, পানাহার করা, মুসাফাহা করা, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, পায়খানা থেকে বাইরে আসা, কোন জিনিস দান করা, কোন জিনিস গ্রহণ করা ইত্যাদি এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গণ্য। এছাড়া অন্যান্য কিছু কাজে বাঁ হাতকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। যেমন ঃ নাক পরিষ্কার করা, বাঁ দিকে থুথু ফেলা, পায়খানায় প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বাহির হওয়া, মোজা, জুতা, পাজামা ও কাপড় খোলা, ইস্তেঞ্জা করা, কোনো নোংরা কাজ করা এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'অতএব, যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে; সে (অন্যান্যদেরকে) বলবে ঃ এই নাও আমার আমল নামা পাড়ো! (সূরা হাককাহ ঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَاَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর ডান দিকের লোকেরা! ডান দিকের লোকেরা কতই নিশ্চিন্ত! আর বাম দিকের লোকেরা! (আফসোস!) বাম দিকের লোকেরা কি (ভয়ঙ্কর) আযাবে লিপ্ত! (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৮৯)

٧٢١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِىْ شَأْنِهٖ فِىْ طُهُوْرِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ - متفق عليه .

৭২১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল (উত্তম) কাজে ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন, যেমনঃ উযুতে, চুল-দাড়ি আঁচড়ানোতে ও জুতা পরতে । (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٢ . وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَ كَانَتِ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى - حَدِيْثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابو داود وغيره باسناد صحيح

৭২২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত অযু, চুল আঁচড়ানো, খাবার গ্রহণ ইত্যাদি (ভালো) কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর বাঁ হাত পায়খানা এবং অন্যান্য নোংরা কাজে ব্যবহৃত হতো। (আবু দাউদ)

٧٢٣ . وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِىْ غُسْلِ ابْنَتِهٖ زَيْنَبَ رض اِبْدَاْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوْءِ مِنْهَا - متفق عليه.

৭২৩. হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ কন্যা হযরত যয়নাব (রা)-এর গোসল করানোর ব্যাপারে বলেন ঃ তাঁর ডান দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করো। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِالْيُمْنٰى وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَاْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ - متفق عليه

৭২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুতা পরিধানের ইচ্ছা করবে, সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে এবং যখন জুতা খুলবে, তখন যেন বাঁ দিক থেকে শুরু করে। যদিও তা ডান দিক থেকেই পরিধান করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٥ . وَعَنْ حَفْصَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهٗ لِطَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ وَثِيَابِهٖ وَيَجْعَلُ يَسَارَهٗ لِمَا سِوٰى ذٰلِكَ - رواه ابو داود والترمذى وغيره

৭২৫. হযরত হাফসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত পানাহার, কাপড় পরিধান ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর বাঁ হাত ব্যবহৃত হতো অন্যান্য কাজে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٢٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّاْتُمْ فَابْدَؤُا بِاَيَامِنِكُمْ - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رواه ابو داود والترميذى باسناد صحيح

৭২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পোশাক পরিধান এবং অযু করার সময় নিজের ডান দিক থেকে শুরু করো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

এটি সহীহ হাদীস, আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٢٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى مِنًى فَاَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتٰى مَنْزِلَهٗ بِمِنًى وَّ نَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : خُذْ وَ اَشَارَ اِلٰى جَانِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ - متفق عليه، وَفِىْ رِوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهٗ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهٗ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَرِىَّ رض فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ : احْلِقْ فَحَلَقَهٗ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ .

৭২৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (হজ্জের বছর) মিনায় আগমন করলেন। তারপর জামারা'য় এলেন এবং (শয়তানের উদ্দেশ্যে) পাথর ছুঁড়ে মারলেন। এরপর মিনায় নিজের জায়গায় গেলেন, কুরবানীর পশু জবাই করলেন এবং ক্ষৌরকারীকে তাঁর মাথার ডান দিক থেকে চুল কামানোর কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন ঃ এ দিকের চুল প্রথমে কামাও, তারপর বাম দিকের চুল কামাও। কামানোর কাজ শেষ হলে তিনি চুলগুলোকে লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ তিনি যখন জামারায় পাথর ছুঁড়লেন এবং কুরবানীর পশু যবাই করলেন, তখন ক্ষৌরকারকে তাঁর মাথার ডান দিক থেকে কামানোর কাজ শুরু করতে বললেন এবং তদনুযায়ী সে কাজ সম্পাদন করল। অতঃপর তিনি হযরত আবু তালহা আনসারী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে চুল দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ক্ষৌরকারকে মাথার বাম দিক কামানোর ইঙ্গিত করলেন। তদনুযায়ী সে বাঁ দিক কামিয়ে দিলে সেদিকের চুলও তিনি হযরত আবু তালহার কাছে তুলে দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ 'এ চুলও লোকদের মাঝে বণ্টন করে দাও।'

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ اٰدَابِ الطَّعَامِ

পানাহারের শিষ্টাচার (আদাব)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো

শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা

٧٢٨ . عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - متفق عليه

৭২৮. হযরত উমর ইবনে আবু সালামাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দিয়ে খাবার খাও এবং নিজের সামনে থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٩ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

৭২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি খাবার খাবে, সে যেন (প্রথমে) বিসমিল্লাহ বলে। যদি সে খাওয়ার শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলতে ভুলে যায়। তবে যেন সে বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ও আখেরাহু (অর্থাৎ আল্লাহ্র নামেই সূচনা ও সমাপ্তি)। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٣٠ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ دُخُوْلِهٖ وَعِنْدَ طَعَامِهٖ قَالَ الشَّيْطَانُ لِاَصْحَابِهٖ لَامَبِيْتَ لَكُمْ وَ لَا عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ دُخُوْلِهٖ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ طَعَامِهٖ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ - رواه مسلم

৭৩০. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে বিসমিল্লাহ বলে, তখন শয়তান তার সাথীদের বলে ঃ তোমাদের জন্যে (এই ঘরে) না রাত কাটানোর জায়গা আছে আর না এখানে কোন খাবার জুটবে। আর যখন প্রবেশ কালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করা হয়, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদের) বলে ঃ তোমরা (রাত কাটানোর) জায়গাও খুঁজে পেয়েছো আর রাতের খাবারও জুটে গেছে। (মুসলিম)

٧٣١ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ كُنَّا اِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ اَيْدِيَنَا حَتّٰى يَبْدَاَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ وَاِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَاَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ اَعْرَبِىٌّ كَاَنَّمَا يُدْفَعُ فَاَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لَّا يُذْكَرَ اسْمُ للّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِىِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ يَدَهُ فِىْ يَدِىْ مَعَ يَدَيْهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَكَلَ - رواه مسلم

৭৩১. হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন। আমরা যখন কখনো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করতাম তখন আমরা খাবারে ততোক্ষণ পর্যন্ত হাত দিতাম না, যতোক্ষণ পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে খাবারে হাত না দিতেন এবং খাওয়া শুরু না করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একবারের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। আমরা এক খাবারের দাওয়াতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ সেখানে একটি তরুণী এসে উপস্থিত হলো, যেন তাকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে আসা হয়েছে। সে নিজের হাত খাবারের মধ্যে ঢুকাতে চাইতেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতটা ধরে ফেললেন। এর ঠিক পরপরই এক গ্রাম্য আরব এসে উপস্থিত হলো; যেন তাকেও ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে আসা হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও পাকড়াও করলেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ শয়তান সেই খাবারকেই 'হালাল মনে করে, যার ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়না। আর শয়তান ওই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে; যাতে করে তার মাধ্যমে নিজের খবারকে হালাল করতে পারে। আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। এরপর সে ওই গ্রাম্য আরবটিকে নিয়ে এসেছে, যাতে কারে তার মাধ্যমে খাবারকে নিজের জন্যে হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাতও পাকড়াও করে ফেলেছি। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম! শয়তানের হাত ওই দুই হাতের সঙ্গে আমার মুঠোয় আবদ্ধ।'। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার গ্রহণ করলেন। (মুসলিম)

৭৩২ . وَعَنْ اُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِىٍّ الصَّحَابِىِّ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَاْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ اِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اِسْمَ اللّٰهِ اِسْتَقَاءَ مَا فِىْ بَطْنِهِ -

رواه ابو داود والنسائى

৭৩২. হযরত উমাইয়া বিন্ মাখ্‌শী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন এবং (কাছাকাছি) এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল। কিন্তু খাবারের শুরুতে সে বিসমিল্লাহ বলেনি। যখন তার খাবারের একটি লোক্‌মা অবশিষ্ট রইল, তখন লোক্‌মাটি মুখে তুলতে গিয়ে সে 'বিস্‌মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' (শুরুতে ও শেষে বিস্‌মিল্লাহ) বললো। এটা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচ্‌কি হাসি দিলেন এবং বললেন ঃ (এতক্ষণ) শয়তান তার সঙ্গে খাচ্ছিল; কিন্তু যখনই সে 'বিস্‌মিল্লাহ' বললো, তখনই শয়তান তার পেটের সব কিছু উগড়ে ফেলে দিল। (আবু দাঊদ ও নাসায়ী)

٧٣٣ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِىْ سِتَّةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَاَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ لَوْ سَمّٰى لَكَفَاكُمْ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

৭৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহবীকে নিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে একটি গ্রাম্য লোক এলো। সে মাত্র দুই লোকমাতেই সমস্ত খাবার খেয়ে ফেললো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাবধান! এই লোকটি যদি 'বিসমিল্লাহ' বলতো, তাহলে এই খাবার তোমাদের সবার জন্যেই যথেষ্ট হতো। (তিরমিযী)

٧٣٤ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّ لَامُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا - رواه البخارى

৭৩৪. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, যখন দস্তরখান গুটিয়ে নেয়া হয়, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আল্‌হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা" অর্থাৎ সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, অনেক বেশি প্রশংসা, উত্তম বরকতময়, প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রশংসা আর না আমাদের পরোয়ারদিগার আমরা এই খাবার এমন প্রশংসা যা যথেষ্ট হবার নয়। যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়াও যায় না। (বুখারী)

٧٣٥ . وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَّلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن

৭৩৫. হযরত মা'আয বিন্ আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাবার খেল এবং (সেই সঙ্গে) এই কথাটিও বললো যে, "আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমার জন্যে খাবার যুগিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে রিযিক (জীবিকা) দান করেছেন), তাহলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো এক
খাবারে দোষ অন্বেষণ না করা; এরং তার প্রশংসা করা

٧٣٦ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ مَاعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ - متفق عليه

৭৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারে কখনো দোষ অন্বেষণ করেননি। যদি তাঁর পছন্দ হতো, তাহলে খেয়ে নিতেন। আর যদি পছন্দ না হতো, তাহলে রেখে দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৩৭ . وَعَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَاَلَ اَهْلَهُ الْاُدْمَ فَقَالُوْا : مَاعِنْدَنَا اِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَاْكُلُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ - رواه مسلم

৭৩৭. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিজের ঘরের লোকদের কাছে 'সালুন' চাইলেন, তারা জবাব দিলো আমাদের কাছে শুধু 'সিরকা' আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাই আনিয়ে নিলেন এবং এর দ্বারাই খাবার খেতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন 'সিরকা; খুবই উত্তম 'সালুন'। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো দুই

রোযাদারের সামনে খাবার মজুদ থাকলে এবং সে রোযা ভাঙ্গতে না চাইলে কি বলবে ?

৭৩৮ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ - رواه مسلم

৭৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন খাবার দাওয়াত দেয়া হবে সে যেন তা গ্রহণ করে। সে রোযাদার হলে কল্যাণ ও বরকতের জন্যে দো'আ চাইবে। আর রোযাদার না হলে খাবার গ্রহণ করবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো তিন

কাউকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলে এবং অন্য কেউ তার পিছে লেগে গেলে মেজবান কি করবে

৭৩৯ . عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رض قَالَ . دَعَا رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَمِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا . فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَاْذَنَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ بَلٰى اٰذَنُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -متفق عليه

৭৩৯. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার দাওয়াত দিলেন। তিনি ছিলেন (আমন্ত্রিত) পঞ্চম ব্যক্তি। তাঁর পিছনে অপর এক ব্যক্তি লেগে গেলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেজবানের দরজায় উপনীত হলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, এই লোকটি আমার পিছনে পিছনে চলে এসেছে। এখন তুমি যদি অনুমতি দাও; তবে তো ঠিক আছে; নচেৎ সে চলে যাবে। মেজবান বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো চার
খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার (আদাব)

٧٤٠ . عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ رض قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِىْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - متفق عليه

৭৪০. হযরত উমর ইবনে আবু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী ছিলাম। খাবারের সময় আমার হাত থালায় ঘোরাফেরা করতো যা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন, হে বালক! প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ বলো এবং ডান হাতে খাবার খাও এবং নিজের সামনের দিক থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤١ . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رض اَنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ -- رواه مسلم

৭৪১. হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসে বাম হাতে খেতে লাগলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার ডান হাত দিয়ে খাবার খাও। লোকটি বললো, আমার ভেতর সে রকম শক্তি নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভেতর আর শক্তিই না হোক। আসলে লোকটি শুধু অহংকার বশত এরূপ করছিলো, তাই সে আর নিজের হাতকে মুখ পর্যন্ত তুলতে পারলো না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো পাঁচ
সামষ্টিক অনুষ্ঠানে দুই খেজুর একত্রে মিলিয়ে খাওয়া অনুচিত

٧٤٢ . عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ : اَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرُزِقْنَا تَمْرًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رض يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَاكُلُ فَيَقُوْلُ لَا تُقَارِنُوْا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِلَّا اَنْ يَّسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ -متفق عليه

৭৪২. হযরত জাবালা বিন সুহাইম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক বছর আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের সাথে দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হই। তখন আমাদেরকে মাথাপিছু একটি করে খেজুর দেয়া হতো। একদা আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন খেজুর খাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কেউ দু'টি খেজুর একত্র করে খেও না এই কারণে যে, রাসূলে আকরাম (স) দু'টি খেজুর একত্র করে খেতে বারণ করেছেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, যদি সঙ্গীদের থেকে অনুমতি নেয়া হয় তবে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো ছয়
কেউ খাবার খেয়ে তৃপ্ত না হলে কি বলবে ?

٧٤٣ . عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رض اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ ؟ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ : فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ - رواه ابو داود

৭৪৩. হযরত ওয়াহ্শিহ্ ইবনে হারব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই; কিন্তু তৃপ্তি পাইনা। তিনি বললেন ঃ তোমরা সম্ভবত পৃথক পৃথক ভাবে খাবার খাও। তারা বললো, জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ খাবার সামষ্টিকভাবে খাও এবং বিস্‌মিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করো। আল্লাহ তোমাদের জন্য এতে বরকত সৃষ্টি করে দেবেন। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো সাত
পাত্রের কিনারা থেকে খাবার গ্রহণের নির্দেশ এবং মাঝখান থেকে খেতে নিষেধ

এই অনুচ্ছেদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশনা স্মর্তব্য যে ঃ

وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - متفق عليه كما سبق

খাবার নিজের কাছাকাছি স্থান থেকে গ্রহণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤٤ . وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَ لَا تَاكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

৭৪৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণনা করেন, বরকত খাবারের (প্লেটের) মাঝখানে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং কিনারা থেকে খাবার গ্রহণ করো, মাঝখান থেকে খেয়োনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٤٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رض قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا اَضْحَوْا وَ سَجَدُوا الضُّحٰى اُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ، يَعْنِىْ وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا، فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَّ لَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا - رواه ابو داود

৭৪৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ বুস্‌র (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'গাবায়া' নামক একটি পাত্র ছিল। সেটাকে বহন করতে চার ব্যক্তির প্রয়োজন

হতো। চাশ্‌তের সময় হলে লোকেরা নামায আদায়ের পর পাত্রটি নিয়ে আসতো। তাতে 'সুরিদ' (গোশ্‌ত ও রুটির টুকরার সমন্বয়) নামক খাবার থাকতো। লোকেরা এ খাবারের জন্যে জড়ো হয়ে যেত। লোকসংখ্যা বেশি হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু খাড়া করে বসে খেতেন। এক অসভ্য ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি ধরনের বসা হলো ? জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহে আমায় বিনম্র বা অনুগত বান্দাহ বানিয়েছেন; বিদ্রোহী বা অহংকারী বানাননি।' এপর তিনি বললেন ঃ পাত্রের কিনারা থেকে খাও এবং মাঝখানটা ছেড়ে দাও। এতে বরকত নাযিল হবে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো আট

বালিশে হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণে দোষ

٧٤٦ . عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا - رواه البخارى.

৭৪৬. হযরত আবু হুজাইফা ওহাব বিন্‌ আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কখনো বালিশে হেলান দিয়ে খাবার খাইনা। (বুখারী)

আল্লামা খাত্তাবী বলেন ঃ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে, যে কোন গদীর ওপর মোটা বালিশে হেলান দিয়ে আরামে সময় কাটায়। এর লক্ষ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গদীর ওপর মোটা বালিশে হেলান দিয়ে সেই লোকদের মতো বসতেন না, যারা বেশি পরিমাণ খাওয়ার জন্যে এই ভঙ্গি গ্রহণ করতেন; বরং তিনি নিজেই নিজের ওপর ভর করে বসতেন এবং কোন বিশেষ (সুস্বাদু) জিনিস খাওয়ার জন্যে আগ্রহ ব্যক্ত করতেন না। তিনি শুধু প্রয়োজন মতোই খাবার গ্রহণ করতেন। আল্লামা খাত্তাবী ছাড়াও অন্যান্য আলেমগণ বলেন, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই ব্যক্তিকে, যে একদিকে ঝুঁকে পড়ে খাবার খেতে থাকে। (অবশ্য আল্লাহ্‌ই এ বিষয়ে ভালো জানেন।)

٧٤٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا مُقْعِيًا يَاكُلُ تَمْرًا - رواه مسلم

৭৪৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই উরুর ওপর ভর করে বসতে দেখেছি। এরূপ ভঙ্গিতে বসে তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো নয়

তিন আঙ্গুলির সাহায্যে খাবার খাওয়া, আঙ্গুলির দ্বারা পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া লুকমা তুলে নিয়ে খাওয়া ইত্যাদি

٧٤٨ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ اَصَابِعَهٗ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْيُلْعِقَهَا - متفق عليه

৭৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার গ্রহণ করবে, সে যেন নিজের আঙ্গুলগুলো চেটে চেটে খায় এবং তার পূর্বে হাত ধুয়ে না ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤٩ . وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ بِثَلَاثِ اَصَابِعَ فَاِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا - رواه مسلم

৭৪৯. হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) বর্ণনা করছেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি (মাত্র) তিনটি আঙ্গুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন। খাবার গ্রহণ যখন শেষ হতো তখন তিনি হাতের আঙ্গুল চেটে পুটে খেতেন। (মুসলিম)

٧٥٠ . وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَ الصَّحْفَةِ وَقَالَ : اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - روامسلم

৭৫০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আঙ্গুল এবং খাবার পাত্র চেটেপুটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তোমরা জানোনা তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥١ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْ خُذْهَا فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْ كُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهٗ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - رواه مسلم

৭৫১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের খাবারের কোনো লোকমা যখন পড়ে যায়, তখন তা তুলে নেবে এবং তা থেকে মাটি বা ময়লা ফেলে দিয়ে বাকী অংশ খেয়ে ফেলবে এবং শয়তানকে কোনো অংশ দেবে না। আর যখন পর্যন্ত নিজের আঙ্গুলসমূহকে চেটেপুটে না খাবে ততক্ষণ রুমাল বা তোয়ালে দ্বারা তা পরিষ্কার করবে না। কেননা তোমরা জানোনা খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥٢ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَ كُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَانِهٖ، حَتّٰى يَحْضُرَهٗ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْ خُذْ هَا فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَاكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ، لَا يَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - رواه مسلم .

৭৫২. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান তোমাদের সব কাজে তোমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকে। এমনকি তোমাদের

٧٥٦ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ - رواه مسلم

৭৫৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তির খাবার দুই ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট এবং দুই ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্যে আর চার ব্যক্তির খাবার আট ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো এগারো

পানি পান করার আদব কায়দা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

٧٥٧ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِىْ الشَّرَابِ ثَلَاثًا - متفق عليه

৭৫৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার (থেমে, থেমে) শ্বাস গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ পাত্রের বাইরে শ্বাস নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥٨ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَ لٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَ ثُلَاثَ وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৭৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, তোমরা উটের ন্যায় একইবার (অর্থাৎ, একই নিশ্বাসে) পানি পান করোনা। দুই তিনবার শ্বাস নিয়ে পান করো। আর পানি পান করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' এবং পান শেষ হলে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলো। (তিরমিযী)

٧٥٩ . وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِىْ الْاِنَاءِ - متفق عليه

৭৫৯. হযরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভেতরে শ্বাস নিতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ বাইরে যেন শ্বাস গ্রহণ করা হয়।

٧٦٠ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَّمِيْنِهٖ اَعْرَابِىٌّ وَّ عَنْ يَّسَارِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ رض فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ وَقَالَ لَاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ - متفق عليه

৭৬০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পানি মেশানো দুধ আনা হলো। তাঁর ডান দিকে একটি গ্রাম্য লোক ছিলো এবং তাঁর বাম দিকে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করে গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন। এরপর বললেন, তোমার পর ডান দিকের লোকটিকে এবং তারপর তার ডানদিকের লোকটিকে অগ্রাধিকার দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦١ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَّسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلاَءِ ؟ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَ اللّٰهِ ، لاَ اُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَدِهِ -متفق عليه

৭৬১. হযরত সাহ্ল বিন্ সা'দ বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট (খাবার) পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি পানি পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক এবং বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ লোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ঐ বৃদ্ধ লোকদের পানি পান করতে আমায় অনুমতি দেবে ? বালকটি বললো, 'না'। আল্লাহ্র কসম! আপনি আমায় যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত নই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রটি বালকটির হাতে তুলে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম) উল্লেখ্য, বালকটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো বারো

মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার দোষণীয়তা

٧٦٢ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا وَيُشْرَبَ مِنْهَا - متفق عليه

৭৬২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ মশকের মুখ থেকে সরাসরি পানি পান করা অনুচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ اَوِالْقِرْبَةِ - متفق عليه

৭৬৩. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٤ . وَعَنْ اُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ اُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَشَرِبَ مِنْ فِىْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ - رواه الترمذى

৭৬৪. হযরত উম্মে সাবেত কাব্শা বিন্তে সাবিত (যিনি হাস্সান বিন সাবিতের বোন) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তিনি মশকে মুখ লাগিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করলেন। তখন মশকের মুখ গুটিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমি মশকের মুখ কেটে নিলাম। (তিরমিযী)

হযরত উম্মে সাবেত মশকের মুখ এই জন্যে কাটলেন, যেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ লাগানোর স্থানটি সংরক্ষিত করা যায়, সেই সঙ্গে তাবারুরুখ হাসিল করা যায় এবং জায়গাটিকে সাধারণ ব্যবহার থেকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো তেরো

পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেয়া অনুচিত

٧٦٥ . عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةُ اَرَاهَا فِي الْاِنَاءِ ؟ فَقَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ اِنِّي لَا اَرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَّاحِدٍ قَالَ : فَاَبِنِ الْقَدَحَ اِذًا عَنْ فِيْكَ - رواه الترمذى وَقَالَ حديث حسن صحيح

৭৬৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার পানিতে ফুঁ দিতে বারণ করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, পাত্রে যদি ময়লা দেখতে পাই ? তিনি বলেন ঃ তা ফেলে দাও। লোকটি বললো ঃ আমার তো এক নিঃশ্বাসে পানি খেলে তৃপ্তি মেটেনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পানির পাত্রটি দূরে সরিয়ে নাও, শ্বাস গ্রহণ করো, তারপর আবার পান করো। (তিরমিযী)

٧٦٦ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْاِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ - رواه الترمذى وَقَالَ حديث حسن صحيح

৭৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রে শ্বাস নিতে কিংবা ফুঁ দিতে বারণ করেছেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো চৌদ্দ

দাঁড়িয়ে কিংবা বসে পানি পান করা

٧٦٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ - متفق عليه

৭৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জমজমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٨ . وَعَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ رض قَالَ : اَتٰى عَلِيٌّ رض بَابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا وَّ قَالَ : اِنِّي رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ فَعَلْتُ - رواه البخارى

৭৬৮. হযরত নায্যাল বিন্ সাবরাহ বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) কুফায় রাহ্বার দরজায় এলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা আমায় যেভাবে পানি পান করতে দেখলে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক সেভাবেই পান করতে দেখেছি। (বুখারী)

٧٦٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

৭৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় লোকেরা হাঁটা-চলার অবস্থায়ও খানাপিনা করতো। তারা দাঁড়ানো অবস্থায়ও পানি পান করতো। (তিরমিযী)

٧٧٠ . وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رض قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَّ قَاعِدًا - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

৭৭০. হযরত আমর বিন্ শুআইব (রহ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়ানো এবং বসা (উভয়) অবস্থায়ই পানি পান করতে দেখেছি। (তিরমিযী)

٧٧١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لِاَنَسٍ : فَالْاَكْلُ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ اَشَرُّ اَوْ اَخْبَثُ - رواه مسلم . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

৭৭১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাধারণ অবস্থায়) কাউকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। কাতাদাহ বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ (তাহলে) খাবার গ্রহণের ব্যাপারে বক্তব্য কি ? হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এটা (দাঁড়িয়ে খাবার গ্রহণ) তো অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ। (মুসলিম)

এক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বাধা দিয়েছেন।

٧٧٢ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ - رواه مسلم

৭৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে (এভাবে) পান করবে, সে যেন তা উগ্‌ড়ে ফেলে দেয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো পনরো

পানি পরিবেশনকারী সবার শেষে পান করবে

٧٧٣ . عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَاقِي الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ يَعْنِي شُرْبًا - رواه الترمذى

৭৭৩. হযরত আবু কাতাদাহ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদেরকে পানি পরিবেশনকারী যেন (অন্যকে আগে পানি পান করায় এবং নিজে) সবার শেষে পান করে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো ষোল

পানাহারে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য পাত্রের সাহায্য ছাড়াই মুখের সাহায্যে পানাহার

٧٧٤ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ اِلٰى اَهْلِهٖ وَبَقِىَ قَوْمٌ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِّنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنْ يَّبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهٗ فَتَوَضَّاَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قَالُوْا : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِيْنَ وَزِيَادَةً -- متفق عليه هٰذِهٖ رِوَايَةُ الْبُخَارِىِّ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِمُسْلِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَابِاِنَاءٍ مِّنْ مَاءٍ فَاُتِىَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيْهِ شَىْءٌ مِّنْ مَّاءٍ فَوَضَعَ اَصَابِعَهٗ فِيْهِ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهٖ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ.

৭৭৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, (একদিন) নামাযের সময় হলো। যাদের বাড়ি কাছাকাছি ছিল, তারা অযু করতে নিজের বাড়ি চলে গেল। কিছু লোক অবশিষ্ট থেকে গেল। এমনি সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাথরের একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। পাত্রটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ঢোকানোর মতো তেমন বড়ো ছিলনা। এমনি অবস্থায় পাত্রের পানি দিয়ে সবাই অযু করে নিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের সংখ্যা কতো ছিল ? জবাবে হযরত আনাস (রা) বললেন ঃ আশির চেয়ে কিছু বেশি ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রে পানি আনালেন। তাঁর সামনে খোলা মুখ বিশিষ্ট একটি বড়ো পাত্র আনা হলো। তাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাতে নিজের অঙ্গুলি রেখে দিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলি সমূহের মাঝখান থেকে পানি বেরুচ্ছিল। আমি অযু সম্পাদনকারীদের সংখ্যা অনুমান করছিলাম। তারা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জনের মতো।

٧٧٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ اَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْرَجْنَا لَهٗ مَاءً فِىْ تَوْرٍ مِّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ - رواه البخارى

৭৭৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁর অযুর জন্যে পাতিলের মতো পাত্রে পানি নিয়ে এলাম। তদ্দ্বারা তিনি অযু করে নিলেন। (বুখারী)

٧٧٦ . وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِىْ شَنَّةٍ وَ اِلَّا كَرَعْنَا - رواه البخارى.

৭৭৬. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর বাড়িতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলে আকরাম (স) আনসারীকে বললেন ঃ তোমার মশকে যদি রাতের বাসি পানি ভরা থাকে, তাহলে আমাদের পান করার জন্যে নিয়ে এসো; নচেত আমরা খাল-নালা ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে নেবো। (বুখারী)

٧٧٧ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ : هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ - متفق عليه

৭৭৭. হযরত হোযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশমী কাপড় ব্যবহার এবং সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেন, এইসব তৈজসপত্র দুনিয়ায় কাফিরদের ব্যবহারের জন্যে। তোমাদের জন্যে ব্যবহার্য হবে আখিরাতে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٧٨ . وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اِنَّ الَّذِىْ يَاكُلُ اَوْيَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ .

৭৭৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে (পানি) পান করে, সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে খানাপিনা করে, (আর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করে) সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

অধ্যায় ঃ ৩

كِتَابُ اللِّبَاسِ

পোশাক-পরিচ্ছদ

অনুচ্ছেদ ঃ একশো সতের

রেশম ছাড়া সূতা ও পশমের নানা রঙ্গিন পোশাকের ব্যবহার

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَابَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَّ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে বনী আদম! আমরা তোমার প্রতি পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমরা নিজেদের 'সতর' আবৃত করো এবং (তোমাদের দেহকে) সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোল; তবে তাক্ওয়ার (পরহেজগারী) পোশাকই হলো সবচেয়ে উত্তম। (আরাফ ঃ ২৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন, আর জামা বানাও যা তোমাকে উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে। আর (এমন) জামা (ও) যা তোমাদেরকে যুদ্ধ (এর ক্ষতি) থেকে নিরাপদ রাখবে।
(নাহ্ল ঃ ৮১)

٧٧٩ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح

৭৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদা কাপড় পরিধান করো এই কারণে যে, এটা পরিধেয় কাপড়ের মধ্যে উত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরকে এই কাপড়ের-ই কাফন পরাও।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٨٠ . وَعَنْ سَمُرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رواه النسائى والحاكم وقال حديث صحيح

৭৮০. হযরত সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদা কাপড় পরিধান করো কারণ এটাই উত্তম ও পবিত্র। আর তোমাদের মৃতদেরকে এই কাপড়েরই কাফন পরাও। (নাসয়ী ও হাকেম)

٧٨١ . وَعَنِ الْبَرَاءِ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرْبُوْعًا وَلَقَدْ رَاَيْتُهٗ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ - متفق عليه

৭৮১. হযরত বারা'আ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক কাঠামো মধ্যম মানের ছিল। আমি তার চেয়ে অধিক সুন্দর অন্য কিছু দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٢ . وَعَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْاَبْطَحِ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوْئِهِ فَمِنْ نَّاضِحٍ وَّ نَائِلٍ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ سَاقَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَاَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَايُمْنَعُ - متفق عليه

৭৮২. হযরত আবু হুজাইফা ওয়াহাব বিন্ আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার 'আবতাহ্' প্রান্তরে দেখেছি। তিনি লাল রঙের চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় বেলাল (রা) তাঁর জন্য অযুর পানি নিয়ে আসলেন। কিছু লোক তখন পানির ছিটা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর কিছু লোক যথারীতি পানি পেয়ে গেলেন। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু থেকে বেরোলেন, তাঁর পায়ে ছিল লাল রঙের জুতা। তিনি অযু করলেন, বেলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। তিনি ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে 'হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ' বললেন। এরপর বা দিকে মুখ ফিরিয়ে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বললেন। এরপর তার সামনে একটি বর্শা ফলক গেড়ে দেয়া হলো। রাসূলে আকরাম (স) সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা যাচ্ছিল, কিন্তু সেগুলোকে বাঁধা দেয়া হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِىِّ رض قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ - رواه ابو داود والترمذى باسناد صحيح

৭৮৩. হযরত আবু রিম্‌সাহ্ রিফায়া তামিমী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর দেহে সবুজ রঙের দুটি কাপড় ছিল। (হাদীসটি আবু দাঊদ ও তিরমিযী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন)

٧٨٤ . وَعَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ - رواه مسلم

৭৮৪. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন (মক্কা) নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল। (মুসলিম)

٧٨٥ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رض قَالَ : كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ

سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ - رواه مسلم. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৭৮৫. হযরত আবু সাঈদ আমর বিন্ হুরাইস (রা) বর্ণনা করেন, আমি যেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী সুশোভিত। তিনি পাগড়ীর উভয় প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ (খুতবা) দিলেন। তখন তাঁর মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল।

٧٨٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهَ قَمِيْصٌ وَّ لَا عِمَامَةٌ - متفق عليه

৭৮৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদা রঙের সূতী কাপড়ের কাফন পরানো হয়। তার মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ী ছিলনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٧ . وَعَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَّ عَلَيْهِ مِرْطٌ مُّرَحَّلٌ مِّنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ- رواه مسلم

৭৮৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পশম দ্বারা তৈরী পাড় বিশিষ্ট চাদর পরে বাইরে আসেন। তাতে উটের পিঠের হাওদার নকশা অংকিত ছিল। (মুসলিম)

٧٨٨ . وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِىْ مَسِيْرِهِ فَقَالَ لِىْ : اَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتّٰى تَوَارٰى فِىْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُّخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّٰى اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ الْاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ هٰذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ .

৭৮৮. হযরত মুগীরা বিন্ শো'বা (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতের সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কি পানি আছে ? আমি নিবেদন করলাম ঃ জ্বি, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নীচে অবতরণ করলেন এবং পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। এমন কি রাতের অন্ধকারে তিনি দৃষ্টিপথ থেকে আড়ালে চলে গেলেন। এরপর তিনি আবার ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে

তাঁর ওপর পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর চেহারা মুবারক ধুয়ে ফেললেন। তখন তাঁর পরিধানে উলের তৈরী একটি জোব্বা ছিল। তিনি তাঁর হাত দুটিকে ধোয়ার জন্যে জুব্বার ভেতর থেকে বের করতে পারছিলেন না। ফলে তিনি জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করলেন, এবং সেটিকে ধুয়ে ফেললেন এবং ভিজে হাত দিয়ে নিজের মাথা মুছে ফেললেন। এরপর তাঁর মোজা খোলার জন্যে আমি নিচের দিকে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন ঃ মোজা দুটি যথাস্থানেই থাকুক। আমি মোজা দু'টিকে তাঁর পবিত্র পদযুগলে পরিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি মোজা দু'টিকে ভিজা হাতে মুছে মসেহ্ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট সিরীয় জুব্বা পরিহিত ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এই ঘটনা তাবুক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ একশো আঠার
জামা পরা মুস্তাহাব

৭৮৯ . عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ : كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ -رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن

৭৮৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে সমগ্র কাপড়ের মধ্যে প্রিয় কাপড় ছিল জামা (কামীস)।
(আবু দাউদ ও তিরিমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো উনিশ
জামার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং লুঙ্গি ও পাগড়ীর বিবরণ

৭৯০ . عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةُ رض قَالَتْ كَانَ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ -رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن

৭৯০. হযরত আস্‌মা বিন্‌তে ইয়াযিদ আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা কবজি পর্যন্ত ছিল। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৭৯১ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهُ خُيَلَاءَ - رواه البخارى وروى مسلم بعضه

৭৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় (টাখনুর নীচে) ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দিকে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি খেয়াল না রাখলে তো আমার লুঙ্গিও নীচের দিকে ঝুলে যায়।' জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যারা অহংকারবশত এ কাজ করে, তুমি তো তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।' (বুখারী)

মুসলিম এর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করেছে।

৭৯২ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَا رَهٗ بَطَرًا - متفق عليه

৭৯২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের লুঙ্গিকে ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৯৩ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِىْ النَّارِ - رواه البخارى.

৭৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখ্নুর নীচে রয়েছে; তা (মূলত) দোযখেই রয়েছে। (বুখারী)

৭৯৪ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ - رواه مسلم . وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ اَلْمُسْبِلُ اِزَارَهٗ.

৭৯৪. হযরত আবু যর (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ) 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন না; তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' হযরত আবু যর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করেন। হযরত আবু যর জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই লোকেরা তো ব্যর্থ হয়ে গেছে, এবং মহাক্ষতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরা কারা ? কোন্ শ্রেণীর লোক ? তিনি বললেন ঃ এদের এক শ্রেণী হলো, যারা অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখ্নুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়। দ্বিতীয় হলো তারা, যারা দয়া-অনুগ্রহ করে আবার খোটা দিয়ে বেড়ায়, আর তৃতীয় হলো তারা, মিথ্যা শপথ করে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে ব্যস্ত। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ তৃতীয় হলো তারা, যারা পরিধানের লুঙ্গিকে টাখ্নুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়। (মুসলিম)

৭৯৫ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْاِسْبَالُ فِىْ الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه ابوداود والنسائى باسناد صحيح

৭৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঝুলিয়ে দেয়া লুঙ্গি, জামা, পাগড়ী ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তিই অহংকারবশত কোনো কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

٧٩٦ . وَعَنْ اَبِىْ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رض قَالَ : رَاَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَاْيِهٖ لَايَقُوْلُ شَيْئًا اِلَّا صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَاتَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتٰى قُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ : اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ اِذَا اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهٗ كَشَفَهٗ عَنْكَ وَاِذَا اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهٗ اَنْبَتَهَا لَكَ وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْفَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهٗ رَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ : قُلْتُ : اعْهَدْ اِلَىَّ قَالَ : لَا تَسُبَّنَّ اَحَدًا قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهٗ حُرًّا وَّلَاعَبْدًا وَّلَا بَعِيْرًا وَّلَا شَاةً وَّلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَ اَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَ اَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجَهُكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَرْفَعْ اِذَارَاكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنِ امْرُءٌ شَتَمَكَ اَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - رواه ابو داود والترمذى باسناد صحيح وقال الترمذى حديث حسن صحيح

৭৯৬. হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সলীম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি, লোকেরা তাঁর অভিমত (নির্দ্বিধায়) মেনে চলে। তিনি যে কথা বলেন, লোকেরা (মন দিয়ে) তা শোনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই লোকটি কে ? লোকেরা বললো ঃ 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' আমি পুনরায় বললাম ঃ 'আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ'। তিনি বললেন ঃ 'আলাইকাস্ সালামু' বলোনা। 'আলাইকাস্ সালাম' হচ্ছে মৃত লোকদের সালাম। তুমি 'আস্সালামু আলাইকা' বলো। আমি নিবেদন করলাম ঃ 'আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল ?' তিনি বললেন ঃ আমি দয়াবান আল্লাহ্র রাসূল! যখন তুমি কোনো কষ্ট পাও এবং তাঁর কাছে দো'আ করো, তখন সে কষ্ট তিনি দূর করে দেন। আর যখন তুমি দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হও আর তুমি তাঁর কাছে দো'আ করো, তখন তিনি তোমার জন্যে ফল-মূল ও সবজি উৎপাদনের ব্যবস্থা দেন। আর যখন তুমি পানি, গুল্ম-লতাহীন কোন জংগলে থাক এবং তোমার সওয়ারী হারিয়ে যায়, তখন তুমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করো, এবং তিনি তোমার সওয়ারী তোমায় ফিরিয়ে দেন। লোকটি বললো, আমি নিবেদন করলাম ঃ আপনি আমায় কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ কোন জিনিসকে গালাগাল করবেনা। লোকটি বললো ঃ আমি তারপর থেকে কোনো মানুষ (স্বাধীন বা গোলাম), উট, ছাগল, ভেড়া কাউকেই গালাগাল করিনি। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন সৎ কাজকেই তুচ্ছ ভেবোনা। তুমি যখন তোমার ভাইর সাথে কথা বলবে, তোমার চেহারা হাসি-খুশী থাকা উচিত। কারণ, এটাও সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। তোমার লুঙ্গিকে হাটুর নীচ পর্যন্ত উঁচু করো; যদি তাতে অস্বস্তি বোধ হয়; তাহলে অন্তত ঃ টাখ্নুর মাঝামাঝি পর্যন্ত উঁচু করো। এই জন্যে যে, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া 'তাকাব্বুর' (অহংকার)-এর পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহ্ তাকাব্বুরকে ভালোবাসেন না, পছন্দ করেন না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٩٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّىْ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ

فَتَوَضَّأَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُّسْبِلٍ

– رواه ابو داود باسنان صحيح على شرط مسلم

৭৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি (টাখনুর নিচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ছিল, এটা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও, অযু করে এসো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি কারণে লোকটিকে অযু করতে বলছেন এবং তারপর নীরব থাকছেন ? তিনি বললেন ঃ এই লোকটি নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ে; কিন্তু আল্লাহ্ পাক সেই লোকের নামায কবুল করেন না, যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান করে। (আবু দাউদ ও মুসলিম)

٧٩٨ . وَعَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَكَانَ جَلِيْسًا لِّاَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وكَانَ رَجُلًا مُّتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ اِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَاِذَا فَرَغَ فَاِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْحٌ وَّتَكْبِيْرٌ حَتّٰى يَاْتِيَ اَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَ نَحْنُ عِنْدَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمَجْلِسِ الَّذِىْ يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ اِلٰى جَنْبِهِ : لَوْ رَاَيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فَلَانٌ وَّطَعَنَ فَقَالَ – خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِىُّ، كَيْفَ تَرٰى فِىْ قَوْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَا اَرَاهُ اِلَّا قَدْبَطَلَ اَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا اَرٰى بِذٰلِكَ بَاْسًا فَتَنَازَعَا حَتّٰى سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ! لَابَاْسَ اَنْ يُّؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَاَيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذٰلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ اِلَيْهِ وَيَقُوْلُ أ اَنْتَ سَمِعْتَ ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَقُوْلُ لَيَبْرُكَنَّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَ لَا تَضُرُّكَ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَايَقْبِضُهَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَ لَا تَضُرُّكَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْاُسَيْدِىُّ لَوْ لَا طُوْلُ جُمَّتِهِ وَاِسْبَالُ اِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجَّدَ فَاَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ اِلٰى اُذُنَيْهِ وَرَفَعَ اِزَارَهُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَ لَا تَضُرُّكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلٰى اِخْوَانِكُمْ فَاَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ وَاَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَاَنَّكُمْ شَامَةٌ فِىْ النَّاسِ : فَاِنَّ

اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ- رواه ابو داود باسناد حَسَنٍ اِلَّا قَيْسَ بْنَ بِشْرٍ فَاخْتَلَفُوْا فِىْ تَوْثِيْقِهِ وَتَضْعِيْفِهِ وَقَدْ رُوِىَ لَهُ مسلم

৭৯৮. হযরত কায়েস ইবনে বিশর তাগলিবী (রহ) বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমায় বলেছেন, (তিনি ছিলেন হযরত আবু দারদা (রা)-এর একজন সহচর এবং দামেশকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তাঁকে ইবনে হান্‌যালা নামে ডাকা হতো। তিনি নির্জনতা খুব পছন্দ করতেন। এ কারণে খুব কম লোকের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল। তাঁর সখ ছিলো নামায পড়া। নামায থেকে অবসর হলেই তিনি সুবহান আল্লাহ্, আল্লাহু আকবার ইত্যাকার তাসবীহ্ পড়তেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে চলে যেতেন। একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আবু দারদার কাছে ছিলাম। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন ঃ 'আপনি আমাদের এমন কিছু বলুন, যাতে আমাদের উপকার হবে এবং আপনারও কোন ক্ষতি হবেনা।' তিনি বললেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। পরে সে সেনাদলটি ফেরত এলো। তার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসল। সে তার পার্শ্বে বসা লোকটিকে বললো ঃ আমরা এবং আমাদের দুশমনরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হই, তখন যদি আপনি আমাদের দেখতেন। তখন অমুক মুসলমান নেযাহ্ চালাতে চালাতে বলেন ঃ 'আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে নাও। (অর্থাৎ এই নেযার স্বাদ আস্বাদন করে দেখো।) আমি গাফ্‌ফারী বংশের ছেলে।' এখন তার এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার ধারণা হলো, তার প্রতিফল বাতিল হয়ে গেছে। এই কথাটিকে অপর এক ব্যক্তি শুনে বললো ঃ আমি এই কথাটির মধ্যে তো ক্ষতিকর কিছু দেখিনা। তারা উভয়ে ঝগড়া করতে লাগল। এমনকি, বিষয়টি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলো। তিনি বললেন ঃ সুবহান আল্লাহ্! দুনিয়ায় প্রশংসা করা হলে এবং আখিরাতে প্রতিফল দেয়া হলে তো ক্ষতির কিছু নেই। আমি আবু দারদাকে দেখলাম। সে এতে খুশী হলো এবং নিজের মাথা তার দিকে উঁচু করে বললো ঃ তুমি কি এ কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছো ? সে বললো ঃ জ্বি, হাঁ। সে বরাবর ইবনে হান্‌যালার কথা পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিল। এমন কি আমি বললাম, আপনি কি তার ঘাড়ে চেপে বসতে চান ? বিশর বলেন ঃ দ্বিতীয় দিন ইব্‌নে হানযালা আবার অতিক্রান্ত হলেন। তখন আবু দারদা তাকে বললেন ঃ আপনি এমন কথা বলুন, যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনাকেও কষ্ট দেবেনা। সে বললো ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ জিহাদের ঘোড়ার জন্যে অর্থ ব্যয়কারী হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের হাতকে সাদ্‌কার অর্থ ব্যয় করার জন্যে সর্বদা বাড়িয়ে রাখে, তাকে কখনো বন্ধ করে না। এরপর অন্য এক দিন সে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আবু দারদা (রা) তাকে বললেন ঃ এমন কোন কথা বলুন, যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনারও কোনো ক্ষতি সাধন করবেনা। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন খুরাইব উসাইদী ভালো মানুষ। যদি তার চুল লম্বা না হয় এবং তার লুঙ্গি টাখ্‌নুর নীচে ঝুলে না পড়ে। এ কথা

খুরাইম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন তিনি একটি ছুরি হাতে নিলেন এবং নিজের কান পর্যন্ত মাথার চুল ছেঁটে ফেললেন। এরপর পরিধেয় লুঙ্গি যাতে টাখ্নুর নীচে ঝুলে না পড়ে তার ব্যবস্থা করলেন ঃ অর্থাৎ লুঙ্গির দৈর্ঘ্য পায়ের নলার মাঝামাঝি সীমিত রাখলেন। এরপর একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আবু দারদা (রা) তাকে বললেন ঃ আপনি এমন কিছু বলুন, যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনাকেও কোনো কষ্ট দেবেনা। তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা আপন ভাইদের কাছে ফেরত আসছো; এখন তোমরা নিজেদের হাওদাসমূহ এবং পোশাক-আশাক ঠিক করে নাও। এমনকি, তোমাদের মধ্যে যেন তেলের ন্যায় সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতাকে এবং সংকোচের সাথে অশ্লীলতা অবলম্বনকারীকে পছন্দ করেন না।

আবু দাঊদ হাদীসটিকে হাসান সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। তবে কায়েস বিন বিশর-এর প্রামাণিকতা ও দুর্বলতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর মুসলিম থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

৭৯৯ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِزْرَةُ الْمُسْلِمِ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ اَوْلَا جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَمَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا لَّمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৭৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের লুঙ্গি হাঁটু ও গোড়ালীর (অর্থাৎ নলার) মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা হওয়া উচিত। তবে টাখ্নু পর্যন্ত হলেও গুনাহ্র কোনো কারণ নেই। টাখ্নুর নীচ পর্যন্ত লম্বা হলেই গুনাহ্র কারণ ঘটবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি টাখ্নুর নীচে ঝুলিয়ে দেবে, মহান আল্লাহ্ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আবু দাঊদ বিশুদ্ধ সনদের সাথে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

৮০০ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ اِزَارِىْ اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ : يَاعَبْدَ اللّٰهِ ارْفَعْ اِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ - فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ : اِلٰى اَنْصَافِ السَّاقَيْنِ - رواه مسلم

৮০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমার পরিধেয় লুঙ্গিটা ঝুলে ছিল। এটা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আবদুল্লাহ ! তোমার লুঙ্গিটা উঁচু করো। আমি তা উঁচু করলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন ঃ আরো উঁচু করো। আমি আরো উঁচু করলাম। এরপর থেকে আমি বরাবর লুঙ্গির ব্যাপারে খেয়াল রাখতাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করতো ঃ কতখানি উঁচু করতে হবে ? আমি বলতাম ঃ হাঁটুর মাঝামাঝি পর্যন্ত। (মুসলিম)

৮০১ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ : اِذًا تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنَّ - قَالَ : فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَّا يَزِدْنَ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح

৮০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের পরিধেয় কাপড় (লুঙ্গি বা পাজামা) ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দিকে তাকাবেন না। হযরত উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'মেয়েরা তাদের পোশাকের (অর্থাৎ চাদরের) ব্যাপারে কী করবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তারা এক বিঘৎ নীচু করে দেবে'। তিনি (প্রশ্নকারিণী) বললেন ঃ 'তখনো তো তাদের পা দেখা যাবে।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তাহলে তারা এক হাত ঝুলিয়ে দেবে।' এর চেয়ে বেশি করবেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো বিশ

পোশাকে জাঁকজমক বর্জন ও সরলকে অগ্রাধিকার দান

সরল জীবন যাপন ও ক্ষুধার্ত থাকার বৈশিষ্ট্যের অধ্যায়ে এ পর্যায়ের কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের সাথেও সেগুলো সম্পৃক্ত রয়েছে।

৮০২ . وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيِّ حُلَلِ الْاِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا - رواه الترمذى وَقَالَ حديث حسن

৮০২. হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভালো পোশাক পরার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জাঁকজমকের দরুন তা পরিহার করে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টি লোকের সামনে ডেকে ঈমানের দৃষ্টিতে যে কোনো মূল্যবান পোশাক পরার অনুমতি দেবেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো একুশ

পোশাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং নিষ্প্রয়োজনে শরীয়ত বিরোধী পোশাক না পরা

৮০৩ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৮০৩. হযরত আমর ইবনে শুআইব (রহ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর নিয়ামতের প্রভাব দেখতে ভালোবাসেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো বাইশ

পুরুষের পক্ষে রেশমী পোশাক পরিধান নাজায়েয এবং মহিলাদের পক্ষে জায়েয

٨٠٤ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ، فَاِنَّ مَنْ لَبِسَهٗ فِىْ الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِيْ الْاٰخِرَةِ - متفق عليه

৮০৪. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (তোমরা) রেশমের পোশাক পরিধান করোনা। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমের পোশাক পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবেনা
(বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٥ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهٗ -متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَنْ لَّاخَلَاقَ لَهٗ فِىْ الْاٰخِرَةِ -

৮০৫. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রেশমের পোশাক এমন ব্যক্তি পরিধান করে, যার হাতে কোনো অংশ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ যার আখিরাতে কোনো অংশ নেই।

٨٠٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِىْ الدُّنْيَالَمْ يَلْبَسْهُ فِىْ الْاٰخِرَةِ - متفق عليه

৮০৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ, যে ব্যক্তি (পুরুষ) দুনিয়ায় রেশমের পোশাক পরিধান করলো, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٧ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهٗ فِىْ يَمِيْنِهٖ وَذَهَبًا فَجَعَلَهٗ فِىْ شِمَالِهٖ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ - رواه ابو داود

৮০৭. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি রেশমের কাপড় তুলে নিজের ডান হাতে রাখলেন এবং সোনাকে রাখলেন নিজের বাম হাতে। তারপর বললেন ঃ এই দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষ সদস্যদের জন্যে হারাম। (আবু দাউদ)

٨٠٨ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَاُحِلَّ لِاِ نَا ثِهِمْ -رواه الترمذى وَقَالَ حديث حسن صحيح

৮০৮. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রেশমী পোশাক ও সোনা পরিধান আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম এবং তাদের নারীদের জন্যে হালাল। (তিরমিযী)

٨٠٩ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَّشْرَبَ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَّاْ كُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَ اَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ - رواه البخارى.

৮০৯. হযরত হোযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সোনা ও রূপার পাত্রে খাবার খেতে ও পানি পান করতে এবং রেশমের কাপড় পরিধান করতে ও তার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো তেইশ

চর্মরোগের কারণে রেশমের ব্যবহারে অনুমতি

٨١٠ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّ بَيْـرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ كَانَتْ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا - متفق عليه

৮১০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর (রা) ও হযরত আবদুর রহমান বিন্ আউফ (রা)-কে রেশমের পোশাক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন এই কারণে যে, এই দুজনের শরীরে চর্মরোগ ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো চব্বিশ

বাঘের চামড়ার ওপর বসা এবং তার ওপর সওয়ার হওয়া বারণ

٨١١ . عَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَ لَا النِّمَارَ - حديث حسن رواه ابو داود وغيره باسناد حسن

৮১১. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশমের কাপড় এবং বাঘের চামড়ার (গদীর) ওপর বসোনা।
(আবু দাউদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ)

٨١٢ . وَعَنْ اَبِىْ الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رواه ابو داود والترمذى والنسائى باسانيد صحاح وفى رواية التِرْمِذِى نَهٰى عنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ اَنْ تُفْتَرَشَ .

৮১২. হযরত আবুল মালীহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশুর চামড়ার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন।
(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বন্য) পশুর চামড়াকে বিছানা বানাতে নিষেধ করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো পঁচিশ

নতুন কাপড়, জুতা ইত্যাদি পরার সময় দো'আ

٨١٣ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عِمَامَةً اَوْ قَمِيْصًا اَوْ رِدَاءً يَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْاَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهٗ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن.

৮১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কোনো কাপড় পড়তেন, তখন তার নামোল্লেখ (পাগড়ী, জামা, চাদর ইত্যাদি) করে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তোমার জন্যেই সমগ্র প্রশংসা। তুমিই আমায় এ কাপড় পরিয়েছ। আমি তোমার কাছেই এর কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই এর অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইছি। সর্বোপরি, যে জিনিসের জন্যে এটি বানানো হয়েছে, তারও অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো ছাব্বিশ

পোশাক পরিধান করতে ডান দিক থেকে শুরু করা

এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ও বর্ণনাসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৪

كِتَبُ اٰدَابِ النَّوْمِ

ঘুমানোর আদব-কায়দা

অনুচ্ছেদ ঃ একশো সাতাশ
ঘুম, শোয়া, কাত হওয়া ও বসার আদব-কায়দা

٨١٤ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَ وَجَّهْتُ، وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظُهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً اِلَيْكَ، لَامَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ - رواه البخارى بهٰذا اللفظ فىْ كتاب الادب من صحيحه

৮১৪. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন, তখন নিজের ডান দিকে কাত হয়ে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার সত্ত্বাকে তোমারই কাছে ন্যস্ত করলাম। আমি আমার নফস্‌কে তোমারই দিকে ফিরালাম। আমি আমার কর্মকাণ্ডকে তোমারই কাছে সোপর্দ করলাম। তোমার কাছ থেকে কল্যাণের প্রত্যাশা এবং অকল্যাণের ভয় করে আমি আমার পিঠকে তোমারই আশ্রয়ে ন্যস্ত করলাম। তুমি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ও মুক্তির স্থান নেই; নেই তোমা থেকে কারো বাঁচানোর ক্ষমতা। আমি ঈমান আনলাম তোমার নাযিল করা কিতাবের ওপর এবং তোমার প্রেরণ করা রাসূলের প্রতি। (ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখিত শব্দাবলীসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

٨١٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرَ نَحْوَهٗ وَفِيْهِ وَاَجْعَلْهُنَّ اٰخِرَمَا تَقُوْلُ -متفق عليه

৮১৫. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ তুমি যখন নিজের বিছানায় যাবার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন নামাযের অযুর মতো অযু করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে পূর্বোক্ত দো'আর মতো দো'আ পড়বে। এই রেওয়ায়েতে এটাও আছে যে, এই শব্দাবলী সবার শেষে উচ্চারণ করবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

٨١٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَجِىءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهٗ - متفق عليه

৮১৬. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় এগার রাকআত নামায পড়তেন। আর যখন ফজরের উদয় হতো তখন

দু'রাকআত হালকা নামায পড়তেন। এরপর নিজের ডানদিকে শুয়ে যেতেন। এমনকি মুয়াজ্জিন এসে তাকে জামাতের সময় সম্পর্কে খবর দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٨١٧ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ - رواه البخارى

৮১৭. হযরত হোযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় শুয়ে নিজের হাত নিজের নীচে রাখতেন তারপর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্ আমি তোমারি নামের সাথে মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই (অর্থাৎ ঘুমিয়ে যাই এবং জেগে উঠি) আর যখন তিনি জাগ্রত হতেন তখন বলতেন, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমাদেরকে মারার পর জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

٨١٨ . وَعَنْ يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِىِّ رض قَالَ : قَالَ اَبِىْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعٌ فِىْ الْمَسْجِدِ عَلٰى بَطْنِىْ اِذَا رَجُلٌ يُّحَرِّكُنِىْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : اِنَّ هٰذِهِ ضَجْعَةٌ يُّبْغِضُهَا اللّٰهُ قَالَ : فَنَظَرْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رواه ابو داود باسناد صحيح.

৮১৮. হযরত ইয়াঈশ ইবনে তিখ্ফাহ্ আল-গিফারী (রা) বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি আমার পেটের ওপর ভর করে মসজিদে শুয়েছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি নিজের পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিল এবং বললো, লোকটা এমনভাবে শুয়েছে যেটি আল্লাহ্ তা'আলা খারাপ মনে করেন। আমি দেখলাম, এই ঘটনার সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে উপস্থিত। (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

٨١٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْطَجَعًا لَّا يَذْكُرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ - رواه ابو داود باسناد حسن

৮১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় বসলো, কিন্তু সেখানে আল্লাহর যিকির করলো না, সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্র তরফ থেকে অসন্তুষ্টি আরোপিত হবে। (হাদীসটি আবু দাউদ 'হাসান সনদ' সহকারে উল্লেখ করেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো আটাশ

চিৎ হয়ে শোয়া, একপা কে অন্য পায়ের ওপর তুলে রাখা এবং পিড়িতে উঁচু হয়ে বসার বৈধতা

٨٢٠ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رض اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى - متفق عليه

৮২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। তখন তাঁর এক পা অন্য পায়ের ওপর রাখা ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢١ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ - حديث صحيح رواه ابو داود وغيره باسانيد صحيحة

৮২১. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে চার জানু পেতে বসে যেতেন। এমনকি সূর্য খুব ভালো ভাবে উদয় হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকতেন। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ এবং অন্যান্যরাও বিশুদ্ধ সনদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন)।

٨٢٢ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ هٰكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الْاِحْتَبَاءَ وَهُوَ الْقُرْفَصَاءُ - رواه البخارى.

৮২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বার আঙ্গিনায় গুটি মেরে (অর্থাৎ নিজের দু'হাত দিয়ে হাঁটু দুটিকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায়) বসে থাকতে দেখেছি। (বুখারী)

٨٢٣ . وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رض قَالَتْ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِى الْجَلْسَةِ اُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ - رواه ابو داوود والترمذى

৮২৩. হযরত কাইলা বিন্‌তে মাখরামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুটি মেরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি। আমি যখনি তাঁকে এরূপ ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে বসা দেখেছি, তাঁর প্রতাপের নিদর্শন দেখে আমার অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁপে উঠেছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٢٤ . وَعَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ رض قَالَ : مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِىَ الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَاتَّكَاْتُ عَلٰى اَلْيَةِ يَدِىْ فَقَالَ : اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮২৪. হযরত শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন এমন অবস্থায়, যখন আমি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বসা ছিলাম। তখন আমার বাম হাতটি ছিল পিছন দিকে (পিঠের ওপর) এবং আমি ভর করেছিলাম আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের পেটের ওপর। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় এ অবস্থায় দেখে বললেন ঃ 'তুমি কি সেই লোকদের ভঙ্গিতে বসেছ, যাদের ওপর আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হয়েছিল ?' (অর্থাৎ অভিশপ্ত ইহুদী জাতি) (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো উনত্রিশ

মজলিসে ও বন্ধুদের সাথে বসার আদব

٨٢٥ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيْهِ - متفق عليه

৮২৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কাউকে তার বসার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে উপবেশন না করে। তবে বসার সুবিধার জন্যে (প্রয়োজন হলে) জায়গা বিস্তৃত করে দেবে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবে। উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি যদি ইবনে উমরের জন্যে নিজের স্থান (কিংবা আসন) ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলে সেই পরিত্যক্ত স্থানে তিনি কখনো বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ - رواه مسلم

৮২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তার স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তবে সেই স্থানে বসার অধিকার তারই সবচাইতে বেশি। (মুসলিম)

٨٢٧ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ : كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىْ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن

৮২৭. হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হতাম, তখন আমরা প্রত্যেকেই মজলিসের প্রান্ত ঘেঁষে বসে পড়তাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযীর মতে এটি 'হাসান' হাদীস।

٨٢٨ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَّوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مَنْ طُهْرٍ وَّيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الاِمَامُ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى - رواه البخارى.

৮২৮. হযরত সালমান ফারেসী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন (শুক্রবার) গোসল করে, সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা

অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে কিংবা ঘরে সঞ্চিত খোশবু ব্যবহার করে, তারপর জুম'আর নামাযের জন্যে (ঘর থেকে) বের হয়, (মসজিদে) দুই ব্যক্তির মধ্যে ঢুকে বসে পড়ে না, অতঃপর নিজ সাধ্যানুযায়ী নামায পড়ে, ইমামের খুতবা প্রদানের সময় নীরবে বসে থাকে, আল্লাহ্ তার এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আর মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। (বুখারী)

٨٢٩ . وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اَثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّاَبِىْ دَاوٗدَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنَ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا.

৮২৯. হযরত 'আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা শুআইব থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করা হালাল নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আবু দাউদের আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে, অনুমতি গ্রহণ ছাড়া দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসোনা।

٨٣٠ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ -رواه ابو داود باسنادٍ حسن. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ اَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُوْنٌ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ لَعَنَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ جَلَسَ وسَطَ الْحَلْقَةِ - قَالَ التِّرْمِذِى حديث حسن صحيح

৮৩০. হযরত হুযায়ফা বিন্ ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মজলিসের ভিতরে ঢুকে বসে পড়ে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর লা'নত বর্ষণ করেছেন।

তিরমিযী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মজলিসের ভিতরে ঢুকে বসে পড়ল। তখন হযরত হুযাইফা (রা) বললেন ঃ এই লোকটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য অনুসারে অভিশপ্ত। এই কারণে যে, সে মজলিসের মধ্যে ঢুকে বসে পড়েছে। (তিরমিযী)

٨٣١ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْ سَعُهَا - رواه ابو داود باسنادٍ صحيح على شرط البخارى.

৮৩১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রশস্ত ও খোলামেলা মজলিসই হচ্ছে উত্তম মজলিস। (আবু দাউদ)

٨٣٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ فِىْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهٗ فَقَالَ

قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ (سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ) اِلَّا غُفِرَ لَهٗ مَاكَانَ فِىْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

৮৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি যদি কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে নানা অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে যেন সে বলে ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি অতি পবিত্র, প্রশংসা শুধু তোমারই জন্যে; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।' এই কর্মনীতি গ্রহণ করা হলে ঐ মজলিসে সে যা কিছু ভুল-ত্রুটি করেছিল, তা সবই ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

٨٣٣ . وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاٰخِرَةٍ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ (سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ) فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَّا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِيْمَا مَضٰى ؟ قَالَ : ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُوْنُ فِى الْمَجْلِسِ - رواه ابو داود. وراه الحاكم ابو عبد اللّٰهِ فِىْ المستدرك من رواية عائشة وَقَالَ صحيح الاسناد.

৮৩৩. হযরত আবু বারাযাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মজলিস থেকে উঠতে চাইতেন তখন বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র, আমি তোমার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই'। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে আসছি। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো এখন এমন কথা বলছেন যা এর আগে কখনো বলেননি। জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কথাগুলো হচ্ছে এই মজলিসের কাফ্‌ফারা। (আবু দাউদ, মুস্‌তাদরাক-এর হাকেমে হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত)

٨٣٤ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ (اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا : اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بَاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا) رواه الترمذى وقال حديث حسن.

৮৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিস থেকে উঠেছেন, অথচ নিম্নোক্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করেননি ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার ব্যাপারে এরূপ ভীতি

প্রদান করো, যা আমাদের এবং তোমার নাফরমানীর মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদেরকে তোমার আনুগত্যের জন্য এতখানি সুযোগ করে দাও যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে এবং আমাদের মাঝে এতখানি দৃঢ় বিশ্বাস দান কর যা পৃথিবীর দুঃখ-মুসিবতকে আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ্! তুমি যতদিন আমাদের জীবিত রাখো, ততোদিন আমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও অন্যান্য শক্তি থেকে আমাদেরকে উপকৃত হবার তৌফিক দান করো এবং একে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সেই লোকদের পর্যন্ত সীমিত রাখো যারা আমাদের ওপরে জুলুম করেছে আর আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের ওপর আধিপত্য দান করো। আমাদের দ্বীনকে কোনরূপ মুসিবতে নিক্ষেপ করোনা। আর দুনিয়াকেও আমাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু বানিও না। আর আমাদের ওপর এমন লোককে চাপিয়ে দিওনা যারা আমাদের প্রতি সদয় নয়। (তিরমিযী)

٨٣٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَّا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ اِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَّ كَانَ لَهُمْ حَسْرَةً - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোকেরা কোনো মজলিস থেকে আল্লাহ্র স্মরণ ছাড়াই উঠে দাঁড়িয়ে যায় তারা যেন মৃত গাধার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের জন্যে শুধু আক্ষেপ আর অনুশোচনাই থাকে। (আবু দাউদ)

٨٣٦ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَّمْ يَذْكُرُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ فِيْهِ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৮৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে জনগোষ্ঠী কোনো মজলিসে বসলো কিন্তু সেখানে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলো না এবং তাদের নবীর ওপরও দরুদ পাঠালো না তাঁরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ চাইলে তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন কিংবা চাইলে তাদেরকে ক্ষমাও করে দেবেন। (তিরমিযী)

٨٣٧ . وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَّمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ، وَّ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ - رواه ابو داود وَقَدْ سَبَقَ قَرِيْبًا، وَشَرَحْنَا التِّرَةَ فِيْهِ .

৮৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করেনা, সে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে লিপ্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি কোনো শয়নের জায়গায় শয়ন করে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করেনা, সেও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে লিপ্ত থাকে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো ত্রিশ

স্বপ্ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمِنْ اٰيَاتِهٖ مَنَا مُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তোমাদের রাতের ও দিনের নিদ্রা। (সূরা রূম ঃ ২৩)

٨٣٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - رواه البخارى

৮৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবুয়্যত থেকে সুসংবাদ গুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ সুসংবাদগুলো কি ? তিনি জবাবে বললেন, ভালো স্বপ্ন। (বুখারী)

٨٣٩ . وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ اَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا : اَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا .

৮৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, যখন জামানা নিকটবর্তী হয়ে আসবে তখন মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন মিথ্যা হবেনা। আর মুমিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। (বুখারী ও মুসলিম)

এই রেওয়ায়েতে আছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় বেশি সত্যনিষ্ঠ, তাঁর স্বপ্নই সবচেয়ে বেশি সত্য।

٨٤٠ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ اَوْ كَاَنَّمَا رَاٰنِىْ فِى الْيَقْظَةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ - متفق عبله

৮৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমায় স্বপ্নে দেখেছে সে খুব শীঘ্রই আমায় জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে। কিংবা সে যেন আমায় জাগ্রত অবস্থায়ই দেখে নিয়েছে। (স্মর্তব্য যে) শয়তান আমার চেহারা ধারণ করতে পারেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤١ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاٰى اَحَدُ كُمْ رُؤْيَايُحِبُّهَا فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا- وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا اِلَّا مَنْ يُّحِبُّ - وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَ لَا يَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهٗ- متفق عليه

৮৪১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এরূপ স্বপ্ন দেখবে যাকে সে ভালো মনে করবে, তখন বুঝতে হবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। এরূপ স্বপ্নের জন্যে সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও প্রশস্তি করবে এবং স্বপ্নের কথাও বর্ণনা করবে। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এরূপ স্বপ্ন শুধু ঘনিষ্ট কোন বন্ধুর কাছে বর্ণনা করবে। পক্ষান্তরে যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তখন তাকে শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বলে জানবে; তার অনিষ্টকারিতা থেকে (আল্লাহ্‌র কাছে) পানাহ চাইবে এবং কারো সামনে তা উল্লেখ করবেনা। তাহলে এরূপ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٢ . وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَفِىْ رِوَايَةٍ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَّكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ - متفق عليه

৮৪২. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সৎ স্বপ্ন, এক রেওয়ায়েত অনুসারে ভালো স্বপ্ন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে আর খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখবে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলে এবং শয়তান থেকে (আল্লাহ্‌র কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٣ . وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلَاثًا، وَ لَيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَ لَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ - رواه مسلم

৮৪৩. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যেকার কোনো ব্যক্তি অপ্রীতিকর স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে সে যে পাশে শুয়েছিল, সে পাশটিও যেন বদলে ফেলে। (মুসলিম)

٨٤٤ . وَعَنْ اَبِىْ الْاَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْفِرٰى اَنْ يَّدَّعِىَ الرَّجُلُ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ، اَوْيُرِىَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، اَوْ يَقُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُل - رواه البخارى.

৮৪৪. হযরত আবুল আস্‌কা ওয়াসিলা বিন্ আস্‌কা' বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনেক বড়ো মিথ্যা হলো অপর ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে দাবি করা এবং নিজের চোখকে এমন জিনিস দেখানো যা সে আদতেই দেখেনি (অর্থাৎ যে স্বপ্ন সে দেখেনি, তার বর্ণনা দেয়া) কিংবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তিনি কখনো বলেননি। (বুখারী)

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ السَّلَامِ

সালামের আদান-প্রদান

অনুচ্ছেদ ঃ একশো একত্রিশ

সালামের মাহাত্ম্য ও তার ব্যাপক প্রচলনের নির্দেশ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশের আগে তার অধিবাসীদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদেরকে সালাম করো। (সূরা নূর ঃ ২৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা যখন নিজেদের ঘরে প্রবেশ করবে, তখন ঘরের লোকদেরকে সালাম করবে দো'আ হিসেবে; এটা আল্লাহ্র তরফ থেকে অত্যন্ত মুবারক ও পবিত্র তোহ্ফা। (সূরা নূর ঃ ৬১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর যখন কেউ তোমাদেরকে দো'আ করে, তখন তার জবাব দেবে। (সূরা নিসা ঃ ৮৬ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ - اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তোমাদের কাছে কি ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের সংবাদ পৌঁছেছে ? যখন তারা তাঁর কাছে এসে তাকে সালাম করেছে ? জবাবে তিনিও তাদেরকে সালাম বললেন ঃ (সূরা জারিয়া ঃ ২৪)

৮৪৫. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - متفق عليه

৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম ? রাসূলে আকরাম (স) উত্তর দিলেন, ক্ষুধার্ত লোকদের আহার করানো এবং চেনা-অচেনা নির্বিচারে সকলকে সালাম করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُوْلٰئِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ - فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْا : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ : وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -متفق عليه

৮৪৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে বলেন, যাও, অপেক্ষমান ফেরেশতাদেরকে সালাম করো এবং তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা কান লাগিয়ে শোন। তারা যা বলবে তাই হবে তোমার সন্তানদের সালাম। অতএব, আদম (আ) ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। জবাবে ফেরেশতারা বললেন, আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্'। ফেরেশতারা 'ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ' বাক্যাংশটি বাড়িয়ে বলেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٧ . وَعَنْ اَبِىْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ وَافْشَاءِ السَّلَامِ وَابْرَارِ الْمُقْسِمِ - متفق عليه

৮৪৭. হযরত উমারা বারাআ ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন ঃ তা হলোঃ (১) রোগীর শুশ্রুষা করা, (২) জানাজার সঙ্গে যাওয়া, (৩) হাঁচির জবাব দান করা, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) মজলুমকে সহায়তা দেয়া, (৬) সালামের প্রচলন করা এবং (৭) শপথকে পূর্ণ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَ لَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَ لَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رواه مسلم

৮৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনবে। আর তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলবো না! যা সম্পাদন করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে ? সেটি হলো, তোমাদের নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (মুসলিম)

٨٤٩ . وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَااَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ، وَ اَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْاَرْحَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح.

৮৪৯. হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা! তোমরা (পরস্পরের মধ্যে) সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, অনাহারী লোকদের আহার করাও, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করো এবং লোকদের ঘুমিয়ে থাকার সময় নামায পড়ো; তাহলে তোমরা পরম শান্তিতে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে। (তিরমিযী)

৮৫০ . وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهٗ كَانَ يَأْتِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوْ مَعَهٗ اِلَى السُّوْقِ قَالَ : فَاِذَا غَدَوْنَا اِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ عَلٰى سَقَّاطٍ وَّ لَاصَاحِبِ بَيْعَةٍ وَ لَا مِسْكِيْنٍ وَّ لَا اَحَدٍ اِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِىْ اِلَى السُّوْقِ، فَقُلْتُ لَهٗ مَا تَصْنَعُ بِالسُّوْقِ وَاَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْاَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُوْمُ بِهَا وَ لَا تَجْلِسُ فِىْ مَجَالِسِ السُّوْقِ ؟ وَاَقُوْلُ اِجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ، فَقَالَ : يَااَبَا بَطْنٍ وَ كَانَ الطُّفَيْلُ ذَابَطْنٍ - اِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ اَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَاهُ - رواه مالك فى الموطأ باسناد صحيح

৮৫০. হযরত তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, তিনি (প্রায়শ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে যেতেন। তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যেতেন! (এ সম্পর্কে) তিনি বলেন, আমরা যখন সকালে বাজারে যেতাম, তখন সাধারণ খাবার বিক্রেতা, পাকা ব্যবসায়ী, সাধারণ ক্রেতা, ফকীর-মিসকীন যে কোনো লোকের সাথেই সাক্ষাত হতো, তাকেই তিনি সালাম দিতেন। হযরত তুফাইল (রা) বলেন ঃ একদিন আমি ইবনে উমর (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি যথারীতি আমায় বাজারে নিয়ে চললেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'বাজারে গিয়ে আপনি কি করবেন ? কেননা, আপনি তো কেনাকাটার জন্যে বাজারে দাঁড়ান না। বাজারের কোন জিনিসের দরদামও জিজ্ঞেস করেননা। এমনকি, বাজারের কোনো আড্ডায়ও বসেন না। আমি বরং বলছি ঃ আসুন, আমরা এখানে বসে পড়ি এবং কিছু কথাবার্তা বলি।' তিনি বললেন ঃ 'হে পেটওয়ালা।' এরূপ সম্বোধনের কারণ হলো, তার পেটটা ছিল একটু বড়ো। আর আমরা তো সালাম বলার জন্যেই সকাল বেলায় বাজারে যাই। সেখানে যাকেই পাই, তাকেই সালাম বলি। (হাদীসটি ইমাম মালিক বিশুদ্ধ সনদসহ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো বত্রিশ

সালাম বলার পদ্ধতি ও পরিস্থিতি

সালামের ব্যাপারে একটি মুস্তাহাব পদ্ধতি রয়েছে। যিনি প্রথমে সালাম করবেন, তিনি বহুবচনের সাথে আস্‌লামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ বলবেন; যাকে সালাম করা হবে, তিনি বাস্তবে এক ব্যক্তি হলেও। আর জবাবদানকারী 'ওয়া' যোগ করে বলবেন ঃ 'ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু।'

৮৫১ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِىُّ (عَشْرٌ) ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ

فَجَلَسَ فَقَالَ : (عِشْرُوْنَ) ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ : (ثَلَاثُوْنَ) رواه ابو داود والترمذى وَقَالَ حديث حسن

৮৫১. হযরত ইমরান (রা) বিন্ হুছাইন বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং 'আস্সালামু আলাইকুম' বললো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তারপর সে (আগত লোকটি) বসে পড়লো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার জন্যে দশটি নেকী বরাদ্দ হয়ে গেছে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এল এবং সে আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' বললো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামেরও জবাব দিলেন। এরপর দ্বিতীয় লোকটিও বসে পড়লো তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বিশটি নেকী লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর আরেক ব্যক্তি এলো। সে বললো ঃ আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামেরও জবাব দিলেন এবং সেও বসে পড়লো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর জন্যে তিরিশ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٥٢ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَاُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ - متفق عليه. وَهٰكَذَا وَقَعَ فِىْ بَعْضِ رِوَايَاتِ الصَّحِيْحَيْنِ (وَبَرَكَاتُهٗ) وَفِىْ بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُوْلَةٌ .

৮৫২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন, 'এই জিব্রাঈল (আ) তোমায় সালাম বলছেন। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম ঃ 'আলাইহিমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (বুখারী ও মুসলিম)

এভাবে বাড়তি হিসেবে 'বারাকাতুহু' শব্দটি বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে শব্দটি উল্লেখিত হয়নি।

٨٥٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رواه البخارى. وَهٰذَا مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَااِذَا كَانَ الْجَمْعُ كَثِيْرًا

৮৫৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (সিদ্ধান্তমূলক) কোন কথা বলতেন, তখন সেটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। এভাবে কথাটির মর্ম ভালো করে উপলব্ধি করা হতো। আর যখন তিনি কোনো গোত্র বা দলের কাছে যেতেন, তখন তাদেরকেও তিনি বারবার কিংবা তিনবার সালাম করতেন। (বুখারী)

সাধারণত এ ব্যাপারটি ঘটতো তখন, যখন সমাবেশটি হতো বিশাল ও বিরাট আকারের।

٨٥٤ . وَعَنِ الْمِقْدَادِ رض فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِىِّ ﷺ نَصِيْبَهٗ مِنَ اللَّبَنِ فَيَجِىْءُ

مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لاَّ يُوْقِظُ نَائِمًا وَ يُسْمِعُ الْيَقْظَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ - رواه مسلم

৮৫৪. হযরত মিক্‌দাদ (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে বলেন ঃ আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে তাঁর দুধের অংশ রেখে দিতাম। তিনি রাতে আসতেন এবং এমন ভঙ্গিতে সালাম করতেন, যাতে ঘুমন্ত লোকেরা জেগে না ওঠে অবশ্য জাগ্রত লোকেরা তাঁর সালাম শুনতে পেতেন। তাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি এলেন এবং সালাম করলেন। (মুসলিম)

٨٥٥ . وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَّ عُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَاَلْوٰى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ - رواه الترمذى وَقَالَ حديث حسن وهٰذَا مَحْمُوْلٌ عَلٰى اَنَّهُ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْاِشَارَةِ وَيُؤَيِّدُهُ اَنَّ فِىْ رِوَايَةِ اَبِى دَاوُدَ (فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)

৮৫৫. হযরত আস্‌মা (রা) বিনতে ইয়াযিদ বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল মহিলা বসেছিলেন। তিনি আপন হাতের ইশারায় (তাদেরকে) সালাম করলেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, এই হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ ও ইঙ্গিত উভয়টিকে একত্র করেছেন। এরই প্রতি সমর্থন জানায় আবু দাউদের এতদসংক্রান্ত হাদীসটি। তাতে হযরত আসমার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ অতঃপর তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন।

٨٥٦ . وَعَنْ اَبِىْ جُرَىِّ الْهُجَيْمِىِّ رض قَالَ : اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتٰى - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح وقد سبق لفظه بطوله

৮৫৬. হযরত আবু জুরাই হুজাইমি (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম ঃ 'আলাইকাস্ সালাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল'! তিনি বললেন ঃ 'আলাইকাস্ সালাম বলোনা; কারণ 'আলাইকাস্ সালাম হলো মৃতদের সালাম।' (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো তেত্রিশ

সালামের রীতি-পদ্ধতি

٨٥٧ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ، وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ - متفق عليه. وَفِىْ رواية للبخارى وَالصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ.

৮৫৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাহনে আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম করবে, পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্পসংখক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম বলবে। (বুখারী ও মুসলিম) আর বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ ছোটরা সালাম করবে বড়দেরকে।

٨٥٨ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ هُمْ بِالسَّلَامِ - رواه ابو داود باسناد جيد. ورواهُ التِّرمِذِيُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ اَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ قَالَ : اَوْلَا هُمَا بِاللّٰهِ تَعَالٰى - قَالَ الترمذى هذا حديث حسن

৮৫৮. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমস্ত লোকের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকটতর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে লোকদেরকে সবার আগে সালাম বলে।

আবু দাউদ মজবুত সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তিরমিযী হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুই ব্যক্তি পরস্পর সাক্ষাত করলে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম করবে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বেশি নিকটবর্তী।' তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো চৌত্রিশ

কোন ব্যক্তির সাথে নৈকট্যের দরুন বারবার সাক্ষাত হলে তাকে বারবারই সালাম করা মুস্তাহাব— যেমন কারো নিকট থেকে সরে এসে কিংবা আড়ালে গিয়ে আবার ফিরে এলে সালাম করা

٨٥٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ حَدِيْثِ الْمُسِيْءِ صَلَاتَهُ اَنَّهُ جَاءَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ : اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - متفق عليه

৮৫৯. 'মুসিউস্ সালাত' সংক্রান্ত এক হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নামায পড়লো। তারপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো এবং তাঁকে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং (লোকটিকে) বললেন ঃ যাও নামায পড়ো। কারণ তোমার নামায পড়া হয়নি। অতএব, লোকটি চলে গেল এবং আবার সে নামায পড়লো। তারপর সে এলো এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো, এমন কি, এভাবে সে তিনবার করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٦٠ . وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِذَا لَقِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْجِدَارٌ اَوْ حجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهٗ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ – رواه ابو داود.

৮৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাইর সাথে সাক্ষাত করে, সে যেন তাকে সালাম বলে। এরপর যদি তাদের মধ্যে কোনো বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তারপর তাদের সাক্ষাত ঘটে তাহলে পুনরায় যেন তাকে সালাম করে। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো পঁয়ত্রিশ
ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করা মুস্তাহাব

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً –

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যখন অন্যের ঘরে প্রবেশ করো তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করো। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় তোহ্‌ফা বিশেষ। (সূরা নূর ঃ ৬১)

٨٦١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَىَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ – رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

৮৬১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন, হে পুত্র! তুমি যখন আপন ঘরের লোকদের কাছে যাও, তখন তাদেরকে সালাম করো। এই সালাম বলাটা তোমার এবং তোমার ঘরের লোকদের জন্য বরকতময় হবে। (ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ্ এবং হাসান)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো ছত্রিশ
শিশুদেরকে সালাম করা

٨٦٢ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهٗ – متفق عليه

৮৬২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো সাঁইত্রিশ

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে সালাম করা, মাহ্‌রাম পুরুষকে নারীর সালাম করা এবং ফিৎনার ভয় না থাকলে অপরিচিত মেয়েকে সালাম করার বৈধতা

٨٦٣ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ : كَانَتْ فِيْنَا اِمْرَأَةٌ وَّ فِىْ رِوَايَةٍ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَاْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهٗ فِىْ الْقِدْرِ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهٗ اِلَيْنَا - رواه البخارى

৮৬৩. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন (এক রেওয়ায়েত অনুসারে আমাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিলেন) তিনি বীট কপির শিকড় হাঁড়িতে ফেলে সিদ্ধ করতেন। তারপর যবের দানা পিষে তার মধ্যে ঢেলে দিতেন। আমরা যখন জুম্মার নামায পড়ে ফিরে আসতাম তখন তাকে সালাম করতাম। এরপর তিনি ঐ খাবার আমাদের সামনে পেশ করতেন। (বুখারী)

٨٦٤. وَعَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ رض قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهٗ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ - وَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ - رواه مسلم

৮৬৪. হযরত উম্মে হানি বিন্‌তে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি তাকে সালাম করলাম। (এভাবে বর্ণনাকারী হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

٨٦٥ . وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رض قَالَتْ : مَرَّعَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا- رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن وهٰذَا اللَّفْظُ اَبِى دَاوٗدَ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ (اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِىْ الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَّعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَالْوٰ بِيَدِهٖ بِالتَّسْلِيْمِ .

৮৬৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের (মেয়েদের) একটি দলের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি আমাদের সালাম করলেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হাদীসের এই শব্দাবলী আবু দাউদের। আর তিরমিযীর শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা সেখানে বসেছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো আটত্রিশ

কাফেরকে প্রথমে সালাম না করা এবং তাদেরকে জবাব দেয়ার পদ্ধতি

٨٦٦ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَ لَا النَّصَارٰى بِالسَّلَامِ فَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلٰى اَضْيَقِهٖ - رواه مسلم

৮৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের সালাম করার জন্যে এগিয়ে যেওনা (অগ্রবর্তী হয়োনা)। পথিমধ্যে তাদের কারোর সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাকে সংকীর্ণ গলির দিকে যেতে বাধ্য করো। (মুসলিম)

٨٦٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ - متفق عليه

৮৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আহলি কিতাবরা (ইয়াহুদী ও খ্রীস্টনরা) তোমাদেরকে সালাম করলে তার জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٦٨ . وَعَنْ اُسَامَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى مَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ - عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ - متفق عليه

৮৬৮. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি মসলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেখানে মুসলমান, অংশীবাদী, মূর্তিপূজারী ও ইয়াহুদী সম্মিলিতভাবে উপস্থিত ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সালাম করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো উনচল্লিশ

কোন মজলিশ বা সঙ্গী-সাথী থেকে বিদায় নেয়ার সময় দাঁড়িয়ে সালাম করা

٨٦٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ - رواه ابو داود والترمذى

৮৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে উপস্থিত হয়, সে যেন লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যাবার জন্যে দাঁড়াবে, তখনো তার সালাম করা উচিত। কারণ প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে বেশি উত্তম নয়। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো চল্লিশ

অনুমতি গ্রহণ ও তার রীতি-নীতি

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করোনা, যতক্ষণ না সেসব ঘরের লোকদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করো এবং তাদেরকে সালাম করো।' (সূরা নূর ঃ ২৭ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর যখন তোমাদের ছেলেরা সাবালক হবে, তখন তাদেরকে ঠিক সেভাবেই অনুমতি নিতে হবে, যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে।

(সূরা নূর ঃ ৫৯ আয়াত)

٨٧٠ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَ اِلَّا فَارْجِعْ - متفق عليه

৮৭০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনুমতি তিনবার গ্রহণ করবে। যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে ভিতরে প্রবেশ করবে। নচেত ফেরত চলে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧١ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ - متفق عليه

৮৭১. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (অনাকাঙ্খিত) দেখাদেখি বন্ধ করার জন্যে অনুমতি গ্রহণকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٢ . وَعَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ رض قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ اَنَّهُ اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتٍ فَقَالَ : اَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِخَادِمِهِ : اُخْرُجْ اِلٰى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَدْخُلُ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَدْخُلُ ؟ فَاَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَدَخَلَ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮৭২. হযরত রিবঈ ইবনে হিরাশ (রা) বর্ণনা করেন, বনু আমরের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে বলেন, একদা তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজের ঘরে অবস্থান করছিলেন। লোকটি জানতে চাইলো, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে বললেন, ঐ লোকটির কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিখিয়ে দাও। তাকে বলো, সে যেন এ রকম বলে ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসবো। লোকটিকে এভাবেই বলা হলো। এরপর সে বললো, আসলামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসতে পারি ? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং লোকটি ভিতরে প্রবেশ করলো।

(আবু দাঊদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেন)

٨٧٣ . عَنْ كِلْدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ رض قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ اُسَلِّمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ - رواه ابو دواد والترمذى وقال حديث حسن

৮৭৩. হযরত কিলদাহ্ ইবনে হাম্বল (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম ও আমি তাকে সালাম বললাম না। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন, ফিরে যাও এবং তারপরে এসে বলো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি ?

(আবু দাঊদ ও তিরমিযী) —তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশো একচল্লিশ

অনুমতি প্রার্থীকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে তিনি কে ? তখন সে যেন নিজের নাম, ঠিকানা, পরিচিতি, উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করে এবং আমি বা এ ধরনের কোন অস্পষ্ট কথা না বলে।

٨٧٤ . عَنْ اَنَسٍ رض فِىْ حَدِيْثِهِ الْمَشْهُوْرِ فِى الْاِسْرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ جِبْرِيْلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيْلَ : مَنْ هٰذَا ، قَالَ : جِبْرِيْلُ ؟ قِيْلَ : وَمَنْ مَّعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ثُمَّ صَعِدَ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ - وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِ هِنَّ وَيُقَالُ فِىْ بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ : مَنْ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُ : جِبْرِيْلُ - متفق عليه.

৮৭৪. হযরত আনাস (রা) মিরাজ সংক্রান্ত এক বিখ্যাত হাদীসে বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ অতঃপর জিবরাঈল (আ) আমায় নিয়ে পৃথিবীর (কিংবা তার নিকটবর্তী) আসমানের দিকে গেলেন এবং দরজা খোলালেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? বলা হলো, জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সঙ্গে

কে ? জবাব দেয়া হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর আমায় দ্বিতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দরজা খোলানো হলো। জিজ্ঞেস করা হলো কে ? বলা হলো, জিব্রাঈল। আবার প্রশ্ন করা হলো, তোমার সঙ্গে কে ? বলা হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ এবং অন্যসব আসমানের দরজায় জিজ্ঞেস করা হলো কে? জবাবে বলা হলো আমি জিব্রাঈল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٥ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِىْ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ اُمْشِىْ فِىْ ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَاٰنِى فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ اَبُوْذَرٍّ - متفق عليه

৮৭৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী পায়চারী করছেন। আমি চাঁদের ছায়ায় পথ চলতে লাগলাম। তিনি আমার প্রতি লক্ষ আরোপ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ কে ? নিবেদন করলাম ঃ 'আমি আবুযার।' (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٦ . وَعَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ رض قَالَتْ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهٗ فَقَالَ : مَنْ هٰذِهٖ ؟ فَقُلْتُ : اَنَا اُمُّ هَانِىْءٍ - متفق عليه

৮৭৬. হযরত উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। এই অবস্থায়ই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে এসেছে ?' জবাব দিলাম ঃ 'আমি উম্মে হানী।' (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٧ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : اَنَا، فَقَالَ : اَنَا اَنَا ؟ كَاَنَّهٗ كَرِهَهَا - متفق عيله

৮৭৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে এসে দরজায় টোকা দিলাম। তিনি জানতে চাইলেন ঃ 'কে ? ' নিবেদন কলামঃ 'আমি', তিনি বললেন ঃ 'আমি' 'আমি' (অর্থ) কি ? অর্থাৎ তিনি আমার জবাবকে অপছন্দ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো বিয়াল্লিশ

হাঁচি দানকারী আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া এবং হাই তোলার নিয়মাদি

٨٧٨ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاَمَّا التَّثَاؤُبَ

فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُ كُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَااسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَ كُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ - رواه البخارى

৮৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে, তখন যে মুসলমানই এটা শোনে, তার ওপর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা জরুরী হয়ে পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, হাই ওঠার ব্যাপারটি সংঘটিত হয় শয়তানের তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই ওঠার উপক্রম হয়, সে যেন সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কারণ কেউ হাই তুললে তাতে শয়তান পুলকিত হয়। (বুখারী)

٨٧٩ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ - رواه البخارى .

৮৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার বলা উচিত, 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তার সঙ্গী-সাথীর বলা উচিত 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। তাঁর উদ্দেশ্যে যখন বলা হয় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ', তখন এর জবাবে বলা উচিত, 'ইয়ারহ্দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউস্লিহ্ বালাকুম।' (বুখারী ও মুসলিম)

٨٨٠ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا عَطَسَ اَحَدُ كُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ فَاِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ - رواه مسلم

৮৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে, তখন তোমরা তার জবাব দেবে। আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে তোমরাও তার জবাব দেবে না। (মুসলিম)

٨٨١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ، فَقَالَ : الَّذِىْ لَمْ يُشَمِّتْهُ ؟ عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِىْ ؟ فَقَالَ : هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهِ ﷺ - متفق عليه

৮৮১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা দুই ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একজনকে জবাব দিলেন এবং দ্বিতীয় জনকে কিছুই বললেন না। যাকে তিনি কিছুই বললেন না, সে জানতে চাইল, অমুক ব্যক্তি হাঁচি দিলে তার জবাবে আপনি ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বললেন, আর আমার হাঁচির জবাবে তো আপনি কিছুই বললেন না ? জবাবে তিনি বললেন ঃ ঐ লোকটি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ বলেছ, কিন্তু তুমি তো কিছুই বলোনি। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٨٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهٗ اَوْثَوْبَهٗ عَلٰى فِيْهِ وَخَفَضَ اَوْغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ شَكَ الرَّاوِىْ - رواه ابو داود والترمذى

৮৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন মুখের ওপর নিজের হাত বা কাপড় চেপে ধরতেন এবং হাঁচির আওয়াজকে নিম্নমুখী করতেন। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

তিরমিযীর মতে, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্

٨٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَا طَسُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُوْنَ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - رواه ابو دواد والترمذى

৮৮৩. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদীরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে ইচ্ছা করে হাঁচি দিত। তারা এই আশা পোষণ করত যে, তাদের হাঁচির জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলবেন ঃ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' এবং এর জবাবে তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবে ঃ 'ইয়ারহাদী কুমুল্লাহ ওয়া ইয়ুসলিহু বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদের হেদায়েত করুন এবং তোমাদের অবস্থায় সংশোধন করুন)। (আবু দাঊদ ও তিরিমিযী)

٨٨٤ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - رواه مسلم

৮৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, সে যেন নিজের হাত মুখে চাপ দেয়। কারণ (মুখ খোলা পেলে) শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশো তেতাল্লিশ

পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় করমর্দন করা, মহৎ লোকের হাতে এবং আপন ছেলেকে সস্নেহে চুমো দেয়া ইত্যাদি

٨٨٥ . عَنْ اَبِىْ الْخَطَّابِ قَتَادَةَ رض قَالَ : قُلْتُ لِاَنَسٍ : اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ -رواه البخارى.

৮৮৫. হযরত আবুল খাত্তাব কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কি করমর্দনের প্রচলন ছিল ? তিনি জবাবে বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। (বুখারী)

٨٨٦ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন ইয়েমেন থেকে লোকেরা এলো, তখন রাসূলে আকরাম (স) বললেন, তোমাদের কাছে ইয়েমেনবাসীরা এসেছে। তারাই এসে প্রথমে করমর্দন করেছে। (আবু দাউদ)

٨٨٧ . وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَّفْتَرِقَا - رواه ابو داود

৮৮৭. হযরত বারা'আ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন মুসলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং করমর্দন করে, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হবার আগেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ)

٨٨٨ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى أَخَاهُ أَوْصَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِى لَهٗ قَالَ : لَا قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهٗ وَيُقَبِّلُهٗ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَيَاخُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهٗ ؟ قَالَ : نَعَمْ - رواه لترمذى وَقَال حديث حسن

৮৮৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জানতে চাইল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে কি তার সামনে মাথা ঝুঁকাবে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'না'। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, সে কি তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবে ? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'না'। লোকটি আবার জানতে চাইল ঃ তাহলে কি সে বন্ধুর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মর্দন (মুসাফাহা) করবে ? তিনি বললেন ঃ 'হ্যা'। (তিরমিযী)

٨٨٩ . وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رض قَالَ : قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِصَاحِبِهٖ اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِى فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهٖ : فَقَبَّلَا يَدَهٗ وَرِجْلَهٗ وَقَالَا : نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِىٌّ - رواه الترمذى وغيره باسانيد صحيحه

৮৮৯. হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ইয়াহুদী তার সঙ্গীকে বললো, আমাকে সেই নবীর কাছে নিয়ে চলো। অতঃপর তারা দু'জন রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। এবং তাঁকে 'নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন' সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। এরপর হাদীসটি এই পর্যন্ত বর্ণনা করলো যে, তারা উভয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ও পায়ে চুমু খেলো। এবং সেই সঙ্গে বললো যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আপনি (আল্লাহ্‌র) নবী।' (তিরমিযী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٨٩٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قِصَّةٌ قَالَ فِيهَا فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ - رواه ابو داود

৮৯০. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) বর্ণনা করছেন যে, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব নিকটবর্তী হলাম এবং আমরা তাঁর হাতে চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ)

٨٩١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَرِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِى فَاَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَاَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ - رواه الترمذى

৮৯১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যায়েদ ইবনে হারেসা মদীনায় এলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ (তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে) আমার ঘরে এলেন এবং দরজায় টোকা দিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড় সামলাতে সামলাতে উঠে গেলেন এবং যায়েদের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং তাঁকে আদর করলেন। (তিরমিযী)

٨٩٢ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَّ لَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ -رواه مسلم

৮৯২. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ কোন পুণ্যকেই তোমরা সামান্য মনে করোনা, যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মতো ব্যাপার হয়, তবুও। (মুসলিম)

٨٩٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَبَّلَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَسَنَ ابْنَ عَلِىٍّ رض فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ : اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ - متفق عليه

৮৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলীকে চুমু খেলেন। তা দেখে আকরা ইবনে হাবিস বললেন ঃ আমার তো দশটি ছেলে আছে। আমি তাদের কাউকে কখনো চুম্বন করিনি। (এটা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেনা, তার প্রতিও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করা হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় ঃ ৬

كِتَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

(রোগীর পরিচর্যা)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত চুয়াল্লিশ

রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অনুগমন, জানাযার নামায পড়া, দাফনের সময় উপস্থিত থাকা এবং দাফনের পর কবরের নিকট অবস্থান

৮৯৪ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزِبٍ رض قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَ اِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَ اِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَ اِجَابَةِ الدَّاعِيْ، وَ اِفْشَاءِ السَّلَامِ - متفق عليه

৮৯৪. হযরত বারায়া ইবনে আযেব বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুগীর পরিচর্যা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচির জবাব দেয়া, শপথ গ্রহণকারীর শপথ পূর্ণ করা, মজলুমকে সাহায্য করা, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৯৫ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ - متفق عليه

৮৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মুসলমানদের ওপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে। (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রুগীর পরিচর্যা করা, (৩) জানাযায় অনুগমন করা, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা, (৫) হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৯৬ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَاابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ ! قَالَ : يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَّرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ! اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَهُ ؟ يَاابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ ! قَالَ : يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ! اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ ؟ يَاابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ ! قَالَ

يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ؟ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهٗ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ - رواه مسلم

৮৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমার রোগ পরিচর্যা করনি। তখন সে নিবেদন করবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে তোমার রোগ পরিচর্যা করতাম ? আপনি তো বিশ্ব জাহানের প্রভু! তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কি জানা নেই আমার ওমুক বান্দা রুগ্ন হয়ে পড়েছিল, তুমি তার রোগ পরিচর্যা করনি। সাবধান! তোমার জানা থাকা উচিত তুমি যদি তার রোগ পরিচর্যা করতে তাহলে আমাকে তার নিকটেই পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে নিবেদন করবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমায় কিভাবে খাবার খাওয়াতাম, যখন আপনি নিজেই বিশ্বলোকের প্রভু! আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কি স্মরণ নেই যে, আমার ওমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তোমার জানা উচিত ছিল, তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে তার সওয়াব আমার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমায় কিভাবে পানি পান করাতাম ? যেহেতু আপনি বিশ্বলোকের প্রভু! আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কাছে আমার ওমুক বান্দা পানি খেতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। সাবধান! তোমার জানা উচিত তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তার সওয়াব আমার কাছ থেকেই পেতে। (মুসলিম)

٨٩٧ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ . رواه البخارى -

৮৯৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তির রোগ পরিচর্যা কর, ক্ষুধাতকে খাবার দাও। (বুখারী)

٨٩٨ . وَعَنْ ثَوْبَانَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : جَنَاهَا - رواه مسلم

৮৯৮. হযরত সাওবান (রা) বলেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইয়ের সেবা-যত্ন করে তখন সে (মূলত) জান্নাতের ফল-ফলাদি আহরণে লিপ্ত থাকে, এমন কি সে ফিরে আসা পর্যন্ত। (মুসলিম)

٨٩٩ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يَّعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى، يُمْسِىَ وَاِنْ عَادَهٗ عَشِيَّةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهٗ خَرِيْفٌ فِىْ الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

৮৯৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান সকাল বেলায় কোনো মুসলমানের রোগ পরিচর্যা করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যার সময় সে সেবা-যত্ন করে তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। এবং জান্নাতে তার জন্য ফুল বিছানো হয়। (তিরমিযী)

হাদীসটি হাসান।

৯০০ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - رواه البخاري .

৯০০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একটি ইহুদী বালক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতো। একবার সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন; তিনি তার মাথার কাছে বসে বলতে লাগলেন, ইসলাম গ্রহণ করো। বালকটি তার কাছে বসা পিতার দিকে তাকালো, তখন সে বললো ঃ আবুল কাসিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য স্বীকার কর। অতঃপর ছেলেটি মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ সমস্ত প্রসংশা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাকে দোযখ থেকে বাঁচিয়েছেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পয়তাল্লিশ

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য কিভাবে দো'আ করতে হয়

৯০১ . عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْجُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هٰكَذَا وَ وَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوِيْ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَقَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفٰى بِهِ سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا - متفق عليه

৯০১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিবেশীদের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে যেতেন। তিনি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের ফোড়া, আঘাত ইত্যাদি স্থানে ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! মানুষের প্রভু! এই ব্যক্তির রোগব্যাধি দূর করে দাও, একে নিরাময় দান কর। তুমিই নিরাময়দানকারী। তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোনো নিরাময়কারী নেই। তুমি এমন নিরাময় দাও যাতে কোনো রোগব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯০২ . وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُوْدُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَ يَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا - متفق عليه

৯০২. হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বীয় রোগ-ব্যাধি জনিত কষ্টের কথা ব্যক্ত করলে তিনি নিজের শাহাদাত আঙুল মাটিতে স্থাপন করতেন। তারপর সেটিকে তুলে এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেনঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস! আযহিবিল্ বাস, ইশ্ফি আনতাশ্ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা"— আল্লাহ্র নামে বলছি, আমাদের জমিনের মাটি, আমাদের কারো কারো থুথুর সাথে মিশে আছে আমাদের প্রভূর নিদের্শ ক্রমে। আমাদের রুগী সে কারণে নিরাময় হয়ে যাক। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَلَا اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلٰى، قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىَ، لَا شَافِىَ اِلَّا اَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا - رواه البخارى .

৯০৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি সাবেত (রহ)-কে বলেন, আমি কি তোমায় রাসূলে আকরাম (স)-এর মতো ফুঁ দেবো না। তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন হযরত আনাস এই দো'আ করলেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বান নাস, মুয্হিবাল বাস! ইশ্ফি আনতাশ্ শাফী, লা শাফিয়া ইল্লা আন্তা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা"— হে আল্লাহ! মানুষের প্রভূ, রুগীর রোগ নিরাময়কারী, তুমি নিরাময় দান কর, তুমিই নিরাময় দানকারী। তুমি ছাড়া আর কোনো নিরাময় দানকারী নেই, তুমি এমন নিরাময় দান করো; যার ফলে কোনো রোগব্যাধি অবশিষ্ট থাকবে না। (বুখারী)

٩٠٤ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ : عَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدً - رواه مسلم

৯০৪. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে খবর নিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ ! সা'দকে নিরাময় দান কর, হে আল্লাহ্ সাদ্কে নিরাময় দান কর। হে আল্লাহ! সাদকে নিরাময় দান কর। (মুসলিম)

٩٠٥ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رض اَنَّهُ شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَّجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ يَاْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ - رواه مسلم

৯০৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ উসমান ইবনে আবুল আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি তার রুগ্নতার কষ্ট নিয়ে একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শরীরের যে অংশে তোমার কষ্ট হচ্ছে, সেখানে নিজের হাত রাখো, তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ বলো এবং সাতবার এই দো'আ বলো ঃ "আঊযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু

ওয়া উহাযিরু” অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ্র ইযযত ও তাঁর কুদরতের সাথে সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যাতে আমি ভয় করি। (মুসলিম)

٩٠٦ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلَهٗ فَقَالَ عِنْدَهٗ سَبْعَ مَرَّاتٍ : اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَنْ يَّشْفِيَكَ : اِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

৯০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন রোগীর সেবা-শুশ্রুষা করে (যার মৃত্যু আসন্ন নয়) এবং তার কাছে বসে নিম্নোক্ত কথাগুলো সাতবার উচ্চারণ করে ঃ “আসআলুল্লাহাল আযীম রব্বাল আরশিল আযীম আঁইয়্যাশ্‌ফিয়াকা” অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ বিশাল আরশের প্রভুর কাছে নিবেদন করছি যে, তিনি তোমার নিরাময় দান করুন, তাহলে আল্লাহ তাকে উক্ত রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় দান করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। হাকেম বলেন, বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্।

٩٠٧ . وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى عَرَابِيٍّ يَعُوْدُهٗ، وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَنْ يَّعُوْدُهٗ قَالَ : لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - رواه البخارى

৯০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বদ্দুর (গ্রাম্য আরবের) অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে তার বাড়িতে গেলেন। আর তিনি যখনই কোনো রুগীর খোঁজ-খবর নিতে যেতেন, তখন বলতেন ঃ কোনো কষ্টের ব্যাপার নয়, রোগ-ব্যাধি (গুনাহ থেকে) মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে ইনশাআল্লাহ। (বুখারী)

٩٠٨ . وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ - رواه مسلم .

৯০৮ . হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা হযরত জিব্রাঈল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন জিব্রাঈল (ফুঁ দিয়ে) নিম্নের শব্দগুলো বললেন ঃ “বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনি হাসেদিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা, বিসমিল্লাহি আরকীকা” অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমি আপনাকে এমন প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁক করছি যা আপনাকে কষ্টদান করে; সেই সঙ্গে প্রতিটি সত্তার অনিষ্ট এবং হিংসুটের চোখের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে ঝাড়-ফুঁক করছি। আল্লাহই আপনাকে নিরাময় দান করবেন। আল্লাহ্র নামে আমি আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। (মুসলিম)

٩٠٩ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَااِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ اَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَ اَنَا اَكْبَرُ - وَاِذَا قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، قَالَ يَقُوْلُ : لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَحْدِىْ لَاشَرِيْكَ لِىْ- وَاِذَا قَالَ: لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا لِىَ الْحَمْدُ وَلِىَ الْمُلْكُ وَاِذَا قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلا بِىْ- وَكَانَ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَهَا فِىْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

৯০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। তারা উভয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার" (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ্‌র সত্তা অত্যন্ত বিশাল), তার প্রভু একথার সত্যতা প্রতিপাদন করে বলেন। আমি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, এবং আমার সত্তা অনেক বিশাল। যখন কেউ বলে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" অর্থাৎ (একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই), তাঁর কোনো শরীক নেই তখন আল্লাহ বলেন ; আমি একাই ইবাদতের যোগ্য; আমার কোনো অংশীদার নেই। আর যখন বলে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু" (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁরই জন্যে সমগ্র বাদশাহী এবং তাঁরই জন্যে সমগ্র প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা এবং আমার জন্যেই বাদশাহী ও রাজত্ব। আর যখন বলে ; "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং নেকি করার শক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই), আর পাপ থেকে বাঁচা এবং পূণ্য করার শক্তি কেবল আমারই মধ্যে আছে, এবং আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই কথাগুলোকে নিজের অসুস্থতার সময়ে বলে এবং তারপর মারা যায়। তাকে দোযখ কখনো ভক্ষণ করবে না। (তিরমিযী) হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ছিচল্লিশ

রুগ্ন ব্যক্তির পরিবারবর্গ থেকে রোগের অবস্থা জানার নিয়ম

٩١٠ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رض خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَجْعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىْ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ ، يَااَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا- رواه البخارى

৯১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তেকাল করেন সে রোগে আক্রান্ত থাকাকালে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলে আকরামকে দেখে বাইরে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস

করল ঃ হে আবুল হাসান ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ আলহামুলিল্লাহ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ আছেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সাতচল্লিশ

নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ ব্যক্তির কি বলা উচিত

٩١١ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلَيَّ يَقُوْلُ ! اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى . متفق عليه

৯১১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহিকনী বিররফীকিল আলা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٢ . وَعَنْهَا قَالَتْ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ - رواه الترمذى .

৯১২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মৃত্যুর পূর্বাবস্থায় দেখেছি তখন তার কাছে একটি পানি ভর্তি পেয়ালা ছিল। তিনি নিজের হাত পেয়ালার মধ্যে রাখতেন তারপর পানি ভেজা হাত নিজের চেহারার ওপর বুলাতেন; তারপর দো'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! মৃত্যুর কঠিনতা এবং অচেতনতার ব্যাপারে আমায় সাহায্য কর। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আটচল্লিশ

রুগীর ঘরের লোকেরা এবং খাদেমগণকে রুগীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং রুগীকে কষ্টের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং যার মৃত্যু শরীয়শাস্তি, কেসাস্ ইত্যাদি কারণে নিকটবর্তী হবে তার ব্যাপারে উপদেশ প্রদান।

٩١٣ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رض اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ : اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَاْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ، فَاَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا - رواه مسلم

৯১৩. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচারের দরুন গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। এবং নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি চরম দণ্ড (হদ্) লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। আমাকে সে দণ্ড প্রদান করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটির অভিভাবককে ডাকলেন। এবং বললেন ঃ এর প্রতি দয়াশীলতার আচরণ প্রদর্শন করো। এর সন্তান প্রসব হওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি এই আদেশ মুতাবেকই কাজ করলো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, তাকে তার কাপড় দিয়ে খুব শক্তভাবে বাঁধো। সে মুতাবেক তাকে বাধা হলো। এরপর তার ওপর 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হলো। মৃত্যুর পর তিনি নিজেই মহিলাটির জানাযার নামায পড়ালেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত উনপঞ্চাশ

রুগীর পক্ষে আমার জ্বর এসেছে, আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে কিংবা তীব্র বেদনা অনভূত হচ্ছে ইত্যাদি কথা বলা জায়েয এবং এসব কথা বলার সময় যদি অসন্তুষ্টি কিংবা ক্ষোভের কোনো প্রকাশ না ঘটে তবে এতে দোষের কিছু নেই।

٩١٤ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ فَقُلْتُ : اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا - فَقَالَ : اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ - متفق عليه

৯১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তার শরীরে জ্বর ছিল। আমি বললাম ঃ আপনার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ; আমার শরীরে তোমাদের দুজনের মতো জ্বর আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٥ . وعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رض قَالَ : جَائَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَّجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ، فَقُلْتُ : بَلَغَ بِيْ مَاتَرٰى، وَاَنَا ذُوْمَالٍ، وَّلَا يَرِثُنِيْ اِلَّا ابْنَتِيْ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - متفق عليه

৯১৫. হযরত সাদ ইবনে আবী ওক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে এলেন। আমার শরীরে প্রচণ্ড বেদনা ছিল। আমি নিবেদন করলাম ঃ আপনি লক্ষ্য করছেন আমার কত তীব্র কষ্ট। আমি ধনবান মানুষ। আমার উত্তরাধিকারী শুধু আমার মেয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٦ . وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رض وَارَاسَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ اَنَا وَارَاسَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - رواه البخاري .

৯১৬. হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হায়!

আমার মাথা। এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন ঃ একথা না বলে বল, আহা! আমি বলছি আমার মাথা ব্যাথা। অর্থাৎ মাথা ব্যাথার কারণে একথাটা এভাবে বল। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পঞ্চাশ

মৃত্যু পথযাত্রীকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার উপদেশ প্রদান

৯১৭ . عَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الاِسْنَادِ .

৯১৭. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তির মুখে সর্বশেষ কথা হিসেবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারিত হয় সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে। (আবু দাউদ ও হাকেম)

হাকেম বলেন ঃ এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

৯১৮ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

رواه مسلم

৯১৮. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতু পথযাত্রীর কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমাটি বার বার বলতে থাক। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত একান্ন

মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যে দো'আ পড়া উচিত

৯১৯ . عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهٗ فَاَغْمَضَهٗ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهٖ فَقَالَ : لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ، فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ : ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ - رواه مسلم

৯১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু সালামার গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তার চোখটি স্থবির হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে দুটিকে বন্ধ করতে গিয়ে তিনি বলেন, যখন রূহকে কবয করা হয় তখন চোখ তাকে অনুসরণ করে। একথায় আবু সালামার ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি ও চীৎকার করতে লাগল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ নিজেদের জন্যে

কল্যাণ ছাড়া আর কোনো দো'আ করোনা। কেননা তোমরা যা কিছুই বলছো ফেরেশতারা তাতে আমীন বলছে। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে তুমি ক্ষমা করো। এবং তার মর্যাদাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সমুন্নত করো। এরপর তার পিছনে থাকা লোকদের মধ্যে তার প্রতিনিধি বানাও। আর হে রাব্বুল আলামীন। তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্যে তার কবরকে আলোকিত করো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত বায়ান্ন

মৃত্যু পথযাত্রীর পার্শ্বে বসে কী বলা হবে ? মৃত্যু পথযাত্রীর উত্তরাধিকারীগণকে কী বলতে হবে ?

٩٢٠ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلَهٗ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً فَقُلْتُ، فَاَعْقَبَنِىْ اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِىْ مِنْهُ : مُحَمَّدًا ﷺ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا : اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِالْمَيِّتَ عَلَى الشَّكِّ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ الْمَيِّتَ بِلَاشَكٍّ -

৯২০. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে যাও, তখন উত্তম কথাবার্তা বলো। কারণ তোমরা যে কথাবার্তা বলো, সে ব্যাপারে ফেরেশতারা 'আমীন' বলে থাকে। উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন। আবু সালামা (রা) যখন মারা গেলেন তখন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। এবং নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সালামা (রা) তো মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ তাহলে (তাঁর অনুকূলে দো'আ করতে করতে) বলো ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্যে তার বদলে উত্তম বিনিময় দান করো; তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ আমায় এমন মানুষ দান করেছেন, যে আমার জন্যে আবু সালামা (রা)-এর চেয়ে অনেক ভালো ; অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুসলিম এভাবেই সন্দেহের সাথে (রুগ্ন কিংবা মৃত্যু পথযাত্রী) শব্দের উল্লেখ করেছেন আর আবু দাউদ 'মৃত' শব্দটি নিসংশয়ে উল্লেখ করেছেন।

٩٢١ . وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهٗ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اَوْجَرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا : اِلَّا اَجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مُصِيْبَتِهٖ وَ اَخْلَفَ لَهٗ خَيْرًا مِّنْهَا قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِىْ خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رواه مسلم

৯২১. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো বান্দা নেই যার ওপর বিপদ আপোতিত হয় এবং সে বলে ইন্নান্নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন আল্লাহুম্মা আজুবনী ফী মুশীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরান লিনহা (আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিয়ে যেতে হবে। হে আল্লাহ! এই মুসিবতের সময় আমায় সওয়াব দান করো এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করো)। মহান আল্লাহ তাকে এই মুসিবতের উপর সওয়াব দান করেন এবং এর জন্য এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন ঃ যখন আবু সালামা (রা) মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করি যেগুলো উচ্চারণ করতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেন। (মুসলিম)

৯২২ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ، فَيَقُوْلُوْنَ ! نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ : فَمَاذَا قَالَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى ! اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯২২. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির শিশু সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার (রূহ)-কে কবজ করছো ? তারা জবাব দেয়— জী হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ বলেন, তোমরা তার অন্তরের ফলকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। তারা জবাব দেয়— জী হ্যাঁ। তখন আমার বান্দা কি বলেছে ? তাঁরা জবাব দেয়— সে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে এবং ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন বলেছে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম রাখ বাইতুল হাম্‌দ। (তিরমিযি)

৯২৩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَالِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهٗ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهٗ اِلَّا الْجَنَّةَ - رواه البخاري

৯২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, আমি যখন মুমিন বান্দার পার্থিব জীবনের সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিসটি ছিনিয়ে নেই আর সে সওয়াবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে তার জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো বিনিময় নেই। (বুখারী)

৯২৪ . وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ : اَرْسَلَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهٗ اَنَّ صَبِيًّا لَهَا- اَوْ اَبْنًا - فِىْ الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ : اِرْجِعْ اِلَيْهَا فَاَخْبِرْهَا اَنَّ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا

اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - متفق عليه

৯২৪. হযরত ওসামা বিন জায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর কাছে এই পয়গাম পাঠান যে, তিনি যেন বাড়ি চলে আসেন এবং তাকে এও খবর দেয়া হয় তার এক বাচ্চাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করছে। তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদদাতাকে বললেন, বাড়ি ফিরে যাও এবং তাকে বল ঃ আল্লাহ্ যা নিয়ে গেছেন তা তারই জন্য আর তিনি যা দিয়েছেন তাও তারই জন্য। তার কাছে প্রতিটা জিনিসই নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং সওয়াব লাভের জন্য অপেক্ষায় থাকা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত তেপ্পান্ন

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা জায়েয নয়, কান্নাকাটি করা জায়েয

এই ব্যাপারে সামনে একটি অধ্যায় আলোচনা করা হবে, ইনশাল্লাহ। অবশ্য কান্নাকাটিকে বারন করার হাদীসও বর্তমান রয়েছে। মৃত ব্যক্তির ঘরের লোকদের কান্নাকাটির কারণে মৃত্যুর আযাব হয়ে থাকে। এই পর্যায়ের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার আলোকে এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, যখন মৃত ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কান্নাকাটির ওয়াসিয়ত করে সেই সঙ্গে যে কান্নাকাটিতে চিৎকার ও বিলাপ প্রকাশ করা হয় তা থেকে লোকদের বিরত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ চিৎকার ও বিলাপ ছাড়া কান্নাকাটি করার অনুমতি সংক্রান্ত অনেক হাদীস বর্তমান রয়েছে।

৯২৫ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رض. فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكَوْا - فَقَالَ ! اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُّعَذِّبُ بِهٰذَا اَوْيَرْحَمُ وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهٖ - متفق عليه

৯২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাদ বিন ওবাদার রোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ প্রমূখ। রাসূলের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে দেখে কেঁদে ফেললেন। আর তাকে কাঁদতে দেখে সাহাবায়ে কেরামও কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি শোননি আল্লাহ্ পাক অশ্রুপাত এবং শোকার্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন না। তবে (জিহবার দিকে ইশারা করে) বলেন, এর কারণে হয় আজাব দিবেন কিংবা রহম করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯২৬ . وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ اِلَيْهِ ابْنُ ابْنَتِهٖ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَفَاضَتْ

عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهٗ سَعْدٌ !مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - متفق عليه

৯২৬. হযরত ওসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাঁর নাতিকে তুলে ধরা হয় যখন সে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। হযরত সাদ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি ? (অর্থাৎ আপনি কাঁদছেন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো রহমত, যা আল্লাহ্ তার বান্দাদের অন্তরে দান করেছেন, আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি রহম প্রদর্শনকারীদের ওপর রহম করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯২৭ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهٖ اِبْرَاهِيْمَ رض وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : يَاابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى، فَقَالَ : اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَايُرْضِيْ رَبَّنَا، وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرٰهِيْمَ لَمَحْزُوْنُوْنَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوٰى مُسْلِمٌ بَعْضَهٗ وَالْاَحَادِيْثُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ فِي الصَّحِيْحِ مَشْهُوْرَةٌ ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৯২৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীমের কাছে এলেন, তখন সে মৃত্যুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (এটা দেখে) হযরত আবদুর রহমান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনিও কাঁদছেন! তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান বিন আউফ, এটা আল্লাহ্র রহমত। আবার তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে এবং হৃদয় হয় ভারাক্রান্ত। তবে আমি শুধু সেই কথাগুলোই বলছি যেগুলো আমার প্রভু পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহীম আমরা তোমার বিচ্ছিন্নতার কারণে শোকার্ত। (বুখারী)

মুসলিম এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করেছে। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক হাদীস বিশুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ। তবে এই ব্যাপারে আল্লাহ ভাল জানেন।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত চুয়ান্ন

মৃতের দেহের আপত্তিকর বস্তু দেখে তার উল্লেখ না করা

৯২৮ . عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ اَسْلَمَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ

৯২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের মুক্ত গোলাম হযরত আবু রাফি আসলাম (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায় এবং তার দোষ আড়ালে রাখে আল্লাহ তা'আলা তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করে দেন। (হাকীম)

তিনি বলেন মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি বিশুদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পঞ্চান্ন

মৃতের নামাযে জানাযা, সেই সঙ্গে জানাযার সাথে চলা এবং দাফনের কাজে অংশ গ্রহণ। অবশ্য জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়ার আপত্তি

৯২৯ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهٗ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهٗ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ : وَمَا الْقِيْرَا طَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ - متفق عليه

৯২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো জানাযাকে অনুসরণ করল এবং তার সাথে জানাযার নামায পড়ল, সে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে সে দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, দুই কিরাত কত পরিমাণকে বলা হয় ? তিনি বললেন দুটি বড় পাহাড়ের সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৩০ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا وَّكَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلّٰىْ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ اثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ - رواه البخارى

৯৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো জানাযার সাথে ঈমান সহকারে এবং সওয়াব লাভের প্রত্যাশায় গমন করে এবং জানাযার নামায আদায় ও দাফন পর্যন্ত অবস্থান করে সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়লেও দাফনের পূর্বেই ফিরে এল সে এক কিরাত সওয়াব লাভ করবে। (বুখারী)

উল্লেখ্য এক কিরাত সমপরিমাণ ওহুদ পাহাড়।

৯৩১ . وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رض قَالَتْ : نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৩১. হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমাদেরকে জানাযার সাথে চলতে বারণ করা হয়েছে। তবে আমাদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

এর তাৎপর্য এই, এ কাজ থেকে বারণ করতে খুব জোর দেয়া হয়নি, যেভাবে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে জোর দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ছাপ্পান্ন

জানাযার নামাযে বিপুল পরিমাণে অংশ গ্রহণের সওয়াব এবং তিন কিংবা তিনের অধিক কাতার বানানো নিয়ম

৯৩২ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهٗ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ - رواه مسلم

৯৩২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মৃত ব্যক্তির জানাযায় একশত মুসলমান অংশগ্রহণ করে এবং তারা মৃতের অনুকূলে সুপারিশ করে সেক্ষেত্রে ঐ সুপারিশকে কবুল করা হবে। (মুসলিম)

৯৩৩ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَامِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَّايُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - رواه مسلم

৯৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে মুসলমানই মৃত্যুবরণ করে এবং চল্লিশ জন মুসলমান তার জানাযায় শরীক হয় যারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি, আল্লাহ মৃতের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। (মুসলিম)

৯৩৪ . وَعَنْ مَرْثَدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِى قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ رض اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّاَهُمْ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ اَوْجَبَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৩৪. হযরত মুরশাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়াজনি (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত মালিক বিন হুবায়রা (রা) যখন জানাযার নামায পড়তেন এবং জানাযায় অংশ গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা কম হত তখন তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করতেন তারপর বলতেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির জানাযায় তিনটি কাতার হয় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সাতান্ন

জানাযার নামাযে কি পড়া হবে ?

ইমাম নববী (রহ) বলেন, এ নামাযে চার তাকবীর বলবে। প্রথম তাকবীরের পর আউজুবিল্লাহ পড়বে এবং তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর পড়বে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ পড়বে। (আল্লাহ হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলী মুহাম্মদ) উত্তম হলো পুরা দরূদ (হামিদুন মাজিদ) পর্যন্ত পড়া এবং সাধারণ লোকেরা যেভাবে বলে সেভাবে না বলা (ইন্নাল্লাহা ওয়ামালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। এই পর্যন্ত পড়ার পর বিরত থাকলেই জানাযা নামায বিশুদ্ধ

হবেনা। এরপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃত ব্যক্তি এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দো'আ পড়বে। আমরা ইনশাল্লাহ হাদীস শরীফ থেকে এই দো'আগুলো উল্লেখ করবো। এরপর চতুর্থ তকবীর বলবে এবং দো'আ করবে। উত্তম দো'আ হলো এই যে, আল্লাহ হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বদাহু ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা এবং এরপর আমাদেরকে ফেৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করোনা এবং তাকে এবং আমাদেরকে মার্জনা করো এ ব্যাপারে অধিকতর পছন্দনীয় কথা এই যে, চতুর্থ তকবীরে দো'আর শব্দগুলো অধিকাংশ লোকের অভ্যাসের পরিপন্থী। ইবনে আবি আওফার হাদীসের দৃষ্টিতে (যার উল্লেখ আমরা শীগগীরই করবো ইনশাল্লাহ) বেশি পড়বো। অবশ্য তৃতীয় তকবীরের পর উদ্ধৃত দো'আ সমূহের মধ্যে কতিপয় দো'আর উল্লেখ আমরা করছি।

৯৩৫ . عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِّنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ، وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ، الْجَنَّةَ، وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتَ - رواه مسلم

৯৩৫. হযরত আবু আবদুর রহমান আওফ ইবনে মালিক বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামায পড়েন তখন আমি তার কাছ থেকে দো'আ মুখস্ত করি। তিনি এই বলে দো'আ করছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া আফিহি ওয়াফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্সি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মায়ে ওয়াস সালজে ওয়াল বারাদে ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাস্ সাওবাল আব্ইয়াদা মিনাদ দানাসে, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্লান খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি, ওয়া আদ্খিলহুল জান্নাতা, ওয়া আইযহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন আযাবিন নার" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! একে তুমি ক্ষমা করো এবং এর প্রতি দো'আ প্রর্দশন করো, একে শান্তি প্রদান করো, এর ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দাও। একে সম্মানজনক স্থান দান করো, এর কবরকে প্রশস্ত করে দাও। একে পানি, বরফ ইত্যাদি দ্বারা ধুয়ে দাও। একে ভুল-ত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেরূপ সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। একে দুনিয়ার ঘর থেকে উত্তম ঘর দান করো এবং দুনিয়ার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করো, দুনিয়ার স্ত্রী থেকে উত্তম স্ত্রী দান করো এবং একে জান্নাতে দাখিল করো। একে কবর এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। (রাসূলে আকরামের দো'আয় প্রভাবিত হয়ে) আমি এই মর্মে আকাংখা করলাম, আমি নিজেই যদি এই মৃত ব্যক্তি হতাম। (মুসলিম)

৯৩৬ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ قَتَادَةَ وَاَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ - وَاَبُوْهُ صَحَابِىٌّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ

عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْاَشْهَلِيِّ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ مِنْ رِوَايَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ -

৯৩৬. হযরত আবু হুরাইরা, আবু কাতাদাহ্, আবু ইবরাহীম আশহালী নিজের পিতা থেকে (এবং তাঁর পিতা একজন সাহাবী), তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামায পড়ান এবং এই মর্মে দো'আ করেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্ইহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান, ইল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বাদাহ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিতদের এবং আমাদের মৃতদের ক্ষমা করো, আমাদের ছোটদের ও আমাদের বড়দেরও ক্ষমা করো, আমাদের পুরুষদের ও আমাদের মেয়েদেরকেও ক্ষমা করো এবং আমাদের উপস্থিতদের ও আমাদের অনুপস্থিতদেরও ক্ষমা করো।' 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার যাকে তুমি জীবিত রাখো, তাকে ইসলামের ওপরই জীবিত রাখো এবং যাকে মৃত্যু দান করো তাকে ঈমানের ওপরই মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এর সওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা। এবং এরপর আমাদেরকে ফিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করোনা।

তিরমিযীও হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) ও আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেন ঃ আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ। তিরমিযী বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ এই হাদীসের বিশুদ্ধতম বর্ণনা হচ্ছে আশহালীর বর্ণনা। ইমাম বুখারী এও বর্ণনা করেন, এ বিষয়ে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস হলো আওফ বিন মালেক (রা) এর হাদীস।

৯৩৭ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

৯৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন কোনো মৃত ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়বে, তখন তার জন্যে আন্তরিকতার সঙ্গে দো'আ করবে। (আবু দাউদ)

৯৩৮ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا، وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ، وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَا نِيَّتِهَا، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهٗ فَاغْفِرْلَهٗ - رَوَاهُ اَبُو دَاوٗدَ

৯৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

জানাযার দো'আ উদ্ধৃত করে বলেন ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রব্বুহা ওয়া আনতা খালাকতাহা, ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলাম, ওয়া আনতা কাবাদতা রূহাহা, ওয়া আনতা আলামু বিসির্‌রিহা ওয়া 'আলানিয়্যাতিহা, জিনাকা শুফাআ'আ লাহু ফাগ্‌ফির লাহু" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমিই এর প্রভু, পরোয়ারদিগার। তুমিই একে সৃষ্টি করেছো, এবং তুমিই একে ইসলামের পথ দেখিয়েছো। তুমিই এর রূহ কবয করেছো। তুমিই এর গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানো। আমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্যে তোমার শরনাপন্ন হয়েছি। তুমি তাকে মার্জনা করো। (আবু দাউদ)

৯৩৯ . وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ رض قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ اَبْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ .

৯৩৯. হযরত ওয়াসিলা বিন্ আস্‌কা বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপস্থিতিতে একজন মুসলমানের জানাযার নামায পড়ান। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানা ইবনা ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলে জাওয়ারিকা ফাকিহি ফিতনাতাল কাবরি ওয়া আযাবান নার, ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফায়ে ওয়াল হামদ। আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহাম্‌হু, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম" অর্থাৎ হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার জিম্মায় এবং তোমারই আশ্রয়ের সীমার মধ্যে রয়েছে। তুমি তাকে কবর এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। তুমি আনুগত্য ও প্রশংসার অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি একে ক্ষমা করো। এবং এর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। নিঃসন্দেহে তুমি দয়া প্রদর্শনাকারী ও অনুগ্রহশীল। (আবু দাউদ)

৯৪০ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفِىْ رض اَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةِ اِبْنَةٍ لَهُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَقَامَ بَعْدَ الرَّبِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَ تَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُوْ ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا، وَفِىْ رِوَايَةٍ كَبَّرَ اَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا اَنْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ مَاهٰذَا فَقَالَ : اِنِّى لاَ اَزِيْدُكُمْ عَلٰى مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ، اَوْهٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৯৪০. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি তার মেয়ের জানাযায় চার তকবীর বলেন। তারপর দু' তকবীরের মাঝখানে যতটুকু সময় বিরতি নেয়া হয় চতুর্থ তকবীরের পর ততটুকু বিরতি নিয়ে নিজের মেয়ের মার্জনার জন্যে দো'আ করলেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি চার তাকবীর বলেছেন। এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দেন। এমন কি, আমার মনে হলো যে, তিনি পঞ্চম তকবীর বলবেন। কিন্তু তিনি ডান ও বামে সালাম ফিরালেন। তিনি যখন এটা করলেন, তখন আমরা তাঁকে বললাম, এটা কি হলো ? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যেটুকু করতে দেখেছি, তার চেয়ে বেশি কিছু করিনা। (হাকেম) বর্ণনাকারী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আটান্ন

জানাযা শীঘ্র নিয়ে যাওয়ার আদেশ

৯৪১ . عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ، وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ .

৯৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ জানাযা খুব শীঘ্র নিয়ে যাও। জানাযা যদি পূণ্যবান লোকের হয়, তাহলে তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দাও আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে অকল্যাণকে নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলো। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে। তাকে কল্যাণের দিকে চালিত করো।

৯৪২ . وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ، وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا، يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৯৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কারো যখন জানাযা প্রস্তুত করে রাখা হয় এবং লোকেরা তাকে কাধে তুলে নেয়, তখন সে পূণ্যবান হলে বলে ঃ আমায় নিয়ে চলো। আর পূণ্যবান না হলে নিজের পরিবারকে বলে ঃ আফসোস! তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ? তার এই (চীৎকারের) আওয়াজ মানুষ ছাড়া তামাম বিশ্বলোক শুনতে পায়। মানুষ এই আওয়াজ (স্পষ্ট) শুনতে পেলে বেহুঁশ হয়ে যেত। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত উনষাট

মৃতের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত ব্যবস্থা করা, তার দাফন-কাফনে দ্রুত ব্যবস্থা করা, হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে তার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছুটা অপেক্ষা করা

৯৪৩ . عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মুমিনের রূহ তার ঋণের দরুন আকার্যকর থাকে; এমন কি তার ঋণ আদায় করা পর্যন্ত। (তিরমিযী)

হাদীসটি হাসান।

٩٤٤ . وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ رض اَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض مَرِضَ، فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ : اِنِّىْ لَا اَرٰى طَلْحَةَ اِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَاٰذِنُونِىْ بِهٖ وَعَجِّلُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ لَايَنْبَغِىْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَا نِىْ اَهْلِهٖ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ

৯৪৪. হযরত হুসাইন বিন্ ওয়াহ্ওয়া (রা) বর্ণনা করেন, তালহা ইবনে বারাআ বিন আযেব (একদা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্যে তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি মনে করি, তালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। কাজেই তার মৃত্যুর খবর আমাকে জানাবে এবং এ কাজটি দ্রুত করবে। এজন্যে যে, কোনো মুসলমানের লাশ তার পরিবার পরিজনের মধ্যে ধরে রাখা মোটেই সমীচীন নয়। (আবূ দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ষাট

কবরের নিকটে ওয়ায নসিহত কিংবা বক্তব্য প্রদান

٩٤٥ . عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِىْ بَقِيْعَ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهٗ وَمَعَهٗ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهٖ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : اعْمَلُوْا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خَلَقَ لَهٗ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৯৪৫. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা একটি জানাযার সাথে বাকিউল গারক্বাদ নামক কবরস্থানে ছিলাম। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি সেখানে বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে বসে পড়লাম। তার হাতে একটা খড়ি ছিল। তিনি মাথা একটু নত করে ছিলেন এবং খড়ির সাহায্যে মাটি খুড়ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেকার প্রত্যেকেরই ঠিকানা হয় জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি সে লিপিবদ্ধ করার ওপর নির্ভর করবো না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সেই জিনিসকে সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর অবশিষ্ট হাদীস তিনি বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত একষট্টি

মৃতের দাফনের পর তার জন্যে দো'আ করা এবং তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ দো'আ এস্তেগফার এবং কুরআন পাঠের জন্য কিছুক্ষণ বসা

٩٤٦ . عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَقِيْلَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ اَبُوْا لَيْلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رض قَالَ : كَانَ انَّبِىُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيْتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ .

৯৪৬. হযরত আবু আমর ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন আবু আবদুল্লাহ্ এবং অন্য কয়েকজন বলেন, আবু লায়লা উসমান বিন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার কাজ সারতেন তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে দো'আ করতেন এবং বলতেন, তোমরা আপন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, এবং তার জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপের জন্যে দো'আ করো এই জন্যে যে, এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। (আবু দাউদ)

٩٤٧ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : اِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَاَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَمَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَّيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَانِسَ بِكُمْ وَاَعْلَمَ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ بِطُوْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُّقْرَاَ عِنْدَهٗ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ، وَاِنْ خَتَمُوا الْقُرْاٰنَ كُلَّهٗ كَانَ حَسَنًا .

৯৪৭. হযরত আমর বিন আস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ যখন তোমরা আমার দাফনের কাজ সেরে ফেলবে, তখন আমার কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষণে একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করে দেয়া হয়। যাতে করে আমি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকি এবং জানতে পারি যে, আমি আমার প্রভূর পাঠানো ফেরেশতাগণকে কি জবাব দেবো। (মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতিপূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, কবরের পাশে কুরআন পাকের কিছু অংশ পড়া মুস্তাহাব। আর যদি সমগ্র কুরআন খতম করা হয় তাহলে সর্ব উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত বাষট্টি

মৃতের পক্ষ থেকে সদকা করা এবং তার অনুকূলে দো'আ করার বর্ণনা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ -

আর তাদের জন্যেও যারা তাদের সাথে মুহাজিরদের পর এসেছে এবং এই দো'আ করেছে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এমন ভাইদের গুনাহ মাফ করো।

٩٤٨ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُمِّىَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَنَا مِنْ اَجْرٍ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৪৮. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমার ধারণা এই যে, তিনি কথা বলতে পারলে সাদকা (দান-খয়রাত) দিতে বলতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকা দান করি তাহলে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন ? রাসূলে আকরাম (স) বললেন, জি হ্যাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٤٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدْعُوْلَهُ - رواه مسلم

৯৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল শেষ হয়ে যায়। অবশ্য তিনটি জিনিস অবশিষ্ট থাকে ঃ (১) সদকায়ে জারীয়া (২) এমন (ইল্‌ম) যার সাহায্যে ফায়দা লাভ করা যায় কিংবা (৩) নেক সন্তান যারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত তেষট্টি

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকদের প্রশংসা

٩٥٠ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض مَا وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ : هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِىْ الْاَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ কোনো কোনো সাহাবী একটি জানাযা অতিক্রম করেন এবং তারা তার প্রশংসা করেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে'। তারপর তারা আর একটি জানাযা অতিক্রম করেন এবং তারা তার নিন্দা করেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) নিবেদন করলেন ঃ কী ওয়াজিব হয়ে গেছে ? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যদি তার কল্যাণের প্রশংসা করো, তাহলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যদি তোমরা তার জন্যে নিন্দাবাদ করো, তাহলে তার জন্যে দোযখ ওয়াজিব হয়ে গেছে।

٩٥١ . وَعَنْ اَبِىْ الْاَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ قَالَ اَبُوْا الْاَسْوَدِ: فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَلَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا : وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا ؟ وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْاَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ - رَوَاه بُخَارِىٌّ -

৯৫১. হযরত আবুল আস্‌ওয়াদ বর্ণনা করেন ঃ আমি মদীনায় এলাম এবং হযরত উমর (রা)-এর কাছে বসলাম। তখন তাঁর পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করছিল। তখন তার

কল্যাণের জন্যে প্রশংসা করা হলো। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলো। তখন তার কল্যাণের জন্যও প্রশংসা করা হলো। হযরত উমর বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তৃতীয় একটি জানায়া অতিক্রম করলো। সেই (তৃতীয়) মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করা হলে উমর (রা) বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবুল আস্ওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! কী ওয়াজিব হয়ে গেছে ? হযরত উমর (রা) জবাব দিলেন ঃ আমি সেই কথাগুলোই বললাম, যেগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন। অর্থাৎ যে মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি কল্যাণের সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আর তিনজন হলে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তিনজন হলেও। আমরা নিবেদন করলাম, দুজন হলেও ? হ্যাঁ, দুজন হলেও। এরপর আমরা একজন সম্পর্কে আর প্রশ্ন করলাম না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত চৌষট্টি

যে ব্যক্তির সন্তান শিশু বয়সে মারা যায় তার বৈশিষ্ট্য

৯৫২ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَّمُوْتُ لَهٗ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّىَ بِفُضْلِ رَحْمَتِهٖ اِيَّاهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, মহান আল্লাহ তাকে নিজের রহমতের দ্বারা তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৫৩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَمُوْتُ لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ لْوَلَدِ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ اِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَحِلَّةُ القَسَمِ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وَالْوُرُوْدُ : هُوَالْعُبُوْرُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوْبٌ عَلٰى ظَهْرِ جَهَنَّمَ عَافَانَا اللّٰهُ مِنْهَا -

৯৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলমানের তিনটি শিশু মৃত্যুবরণ করে দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর কসম পুরা করার ব্যাপারটি হচ্ছে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে না" (সূরা মরিয়ম ঃ ৭১) । আর এখানে "উরূদ" অর্থ রাস্তার উপর দিয়ে অতিক্রম করা। আর রাস্তা বলতে এমন একটি পুল যা জাহান্নামের ওপর স্থাপিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তা থেকে রক্ষা করুন।

٩٥٤ . وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَّفْسِكَ يَوْمًا نَاْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ : اِجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ، فَاَتَاهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : مَامِنْكُنَّ مِنَ امْرَاَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِّنَ الْوَلَدِ اِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একজন মহিলা রাসূলে আকরামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পুরুষরা আপনার হাদীসগুলো শিখে নিয়েছে সুতরাং আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করুন যাতে আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত থাকবো। আপনি আমাদেরকে সেই ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন যার দ্বারা আল্লাহ পাক আপনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্র হও। সেইমতে মহিলারা একত্র হলেন, তখন রাসূলে আকরাম (স) তাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে সেসব বিষয়ে শিক্ষা দিলেন যেগুলোর শিক্ষা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান আগে প্রেরণ করেছ (অর্থাৎ তার তিনটি সন্তান শিশু বয়সেই মারা গেছে) তার জন্য ঐ সন্তানরা দোজখে আড়াল হয়ে দাড়াবে। এক মহিলা নিবেদন করল আর দুটি সন্তান মারা গেলেও ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ দুটি হলেও।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পঁয়ষট্টি

জালিমদের কবরস্থান এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞের স্থানগুলো অতিক্রমকালে কান্নাকাটি ও ভয়-ভীতি প্রকাশ

٩٥٥ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ يَعْنِىْ لَمَّا وَصَلُوْا الْحِجْرَ! دِيَارَ ثَمُوْدَ- لَاتَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَايُصِيْبُكُمْ مَّا اَصَابَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ : لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُّصِيْبُكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهٗ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اَجَازَ الْوَادِىَ -

৯৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে বলেন, তোমরা যখন সামুদ জাতির (ধ্বংস প্রাপ্ত) স্থানগুলো হিজীর[১] ইত্যাদির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন ঐ আজাবে লিপ্ত লোকদের

১. হিজীর হলো সামূদ অধ্যুসিত একটি শহর। এটি সিরিয়া সীমান্তের অবস্থিত সামূদ জাতির ওপর আল্লাহ্‌র গজব নাযিলের সময় এ শহরটি ধ্বংস হয়।

নিকট দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগুবে। তোমরা যদি না কাঁদো তাহলে ঐ স্থানগুলো অতিক্রম করবে না। কেননা তাদের ওপর যেমন আজাব নাযিল হয়েছিল সেভাবে তোমাদের ওপর যেন আজাব নাযিল না হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজীর এলাকা অতিক্রম করেন তখন তিনি বলেন, জালিমদের ঘরবাড়িতে কেউ প্রবেশ করবে না তবে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করতে পার। কেননা তারা যে আজাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তোমাদেরকেও না সে আজাবে স্পর্শ করে ফেলে। অতএব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মস্তক ঢেকে নেন এবং সাওয়ারীকে দ্রুত চালিয়ে দেন। এভাবে তিনি এলাকাটি অতিক্রম করেন।

অধ্যায় ঃ ৭

كِتَابُ ادَبِ السَّفَرِ

(সফরের নিয়ম-কানুন)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ছেষট্টি
বৃহস্পতিবারের প্রথম প্রহরে সফরে গমন

৯৫৬ . عَنْ كَعْبِ بْنِ مَلِكٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَّخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ، لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرَجُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ -

৯৫৬. হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের জন্যে বৃহস্পতিবার রওয়ানা করেছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবারই যুদ্ধ যাত্রা করতে পছন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই দুই গ্রন্থেরই এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্যান্য দিন খুব কমই সফরে যেতেন।

৯৫৭ . وَعَنْ صَخْرِ ابْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ - وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ اَوَّلَ النَّهَارِفَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৫৭. হযরত সাখ্র ইবনে ওয়াদা'আ গামাদী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে দিনের প্রথম প্রহরে বরকত দান করো। তিনি যখন কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদলকে প্রেরণ করতেন, তখন দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখব রাবী বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ী পণ্য সামগ্রী দিনের প্রথম ভাগে প্রেরণ করতেন। ফলে তার ব্যবসায়ে প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তার পণ্য-সামগ্রীর পরিমাণও বেড়ে যায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সাতষট্টি
বন্ধুদের সঙ্গে সফর ঃ একজনকে আমীর নিযুক্তকরণের তাগিদ

৯৫৮ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهٗ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৯৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি আমার মতো জানতে পারে যে, একাকী সফর করার মধ্যে কি ক্ষতি নিহিত রয়েছে, তাহলে কোনো সওয়ারীই রাতের বেলা একাকী সফর করতো না। (বুখারী)

৯৫৯ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ- رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

৯৫৯. হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রহ) তার পিতা থেকে এবং তার (আমরের) দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক সওয়ার কিংবা দু' সওয়ার শয়তান তুল্য; আর তিন সওয়ারকে বলা হয় কাফেলা। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

সনদসমূহ বিশুদ্ধ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।[১]

৯৬০ . وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رض وَّاَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِالِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৯৬০. হযরত আবু সাঈদ এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ যখন তিন ব্যক্তি কোন সফরে রওয়ানা করবে, তখন নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে। আবু দাউদ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান।

৯৬১ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ، وَلَنْ يُّغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম সঙ্গী হলো চারজন, উত্তম ছোট্ট সেনাদল হলো ৪০০ সৈন্যের, আর উত্তম বড় সেনাদল হলো ৪০০০ সদস্যের। আর ১২০০০ সৈন্যের বাহিনী সঠিক সংখ্যা সল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হতে পারেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

---

১. সফরের কষ্ট যেমন, সেই সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কার দরুন একাকী সফর করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বরং কখনো কখনো তা ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে দু'জনের মধ্যে যখন কোনো একজন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে, তখন তার সঙ্গীও অস্থির হয়ে পড়ে। এমন কি কখনো কখনো সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এসব কারণেই রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন ঃ একাকী সফরকারী ব্যক্তি শয়তানের বন্ধু।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আটষট্টি

চলা-ফেরা, অবতরণ, রাত যাপন, রাতের বেলা চলাচল, সফরকালে শোয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ

٩٦٢ . عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرْتُمْ فِىْ الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوْا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন সবুজ শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করো, তখন উটগুলোকে জমিনের সবুজ অংশ থেকে 'হক' দান করো। আর যখন তোমরা উষর ও শুষ্ক ভূমি অতিক্রম করো তখন বাহনগুলোকে দ্রুত চালিত করো। যাতে করে পথেই শক্তি ক্ষয় হয়ে না যায়। আর যখন তোমরা কোথাও আরামের জন্যে রাতের বেলা অবতরণ করবে, তখন সড়ক থেকে দূর কোনো স্থানে অবতরণ করবে; এ কারণে সড়ক হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীর চলাচল এবং রাতের বেলা পোকা-মাকড়ের অবস্থানের জায়গা। (মুসলিম)

٩٦٣ . وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৬৩. হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন, এবং রাতের বেলা অবস্থান করতেন, তখন তিনি ডান দিকে কাৎ হয়ে শুইতেন এবং যখন সকাল হওয়ার সামান্য আগে আরাম করতেন, তখন নিজের হাতকে খাড়া রাখতেন এবং নিজের পবিত্র মাথাটিকে নিজের ব্যাগের ওপর রাখতেন।

আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতকে এ জন্যেই খাড়া রাখতেন, যেন গভীরভাবে তাঁর ঘুম না আসে এবং ফজরের নামায প্রথম প্রহরেই তিনি আদায় করতে পারেন।

٩٦٤ . عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৯৬৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের বেলার সফরকে বাধ্যতামূলক করো; এ কারণে যে, রাতের বেলা পৃথিবী গুটিয়ে থাকে (অর্থাৎ সফর দ্রুত সম্পন্ন হয়)।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত 'আদ-দুলজাই' শব্দ দ্বারা রাতের সফরকে বুঝানো হয়েছে।

٩٦٥ . وَعَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رض قَالَ : كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوْا فِىْ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ- فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ ! فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا اِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ -

৯৬৫. হযরত আবু সা'লাবা খুশান্নী (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা যখন সফরকালে কোনো জায়গায় অবতরণ করতেন তখন তারা ঘাঁটিসমূহে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তেন। এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তোমাদের ঘাঁটিসমূহে ও উপত্যকাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া শয়তানী কাজের সমতুল্য। এই ঘোষণার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখনই কোনো স্থানে অবতরণ করতেন, তারা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। হাদীসটি আবু দাউদ হাসান সহকারে বর্ণনা করেছেন।

٩٦٦ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍ رض وَقِيْلَ سَهْلِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمْرٍ والْاَنْصَارِيِّ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رض قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

৯৬৬. হযরত সাহ্‌ল বিন্ আমর (কেউ কেউ বলেন সাহ্‌ল ইবনে রাবী' বিন্ আমর ওয়াল আনসারী) বলেন, (যিনি ইবনুল হানযা নামে পরিচিত এবং বাইআতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তভুক্ত) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অসুস্থ উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (উটটির পিঠ) বসার চাপে তার কোমর বরাবর সমান হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই ভাষাহীন চতুষ্পদ প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অর্থাৎ সে যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে। তখন তার ওপর সওয়ার করো; আর সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এদেরকে খাদ্য খাওয়াও। (আবু দাউদ, সহীহ সনদসহ)

٩٦٧. وَعَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رض قَالَ : اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ وَاَسَرَّ اِلَيَّ حَدِيْثًا لَّا اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، وَكَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَتَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ اَوْ حَائِشُ نَخْلٍ - يَعْنِىْ حَائِطَ نَخْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا ، وَزَادَفِيْهِ الْبَرْقَانِىْ بِاِسْنَادِ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : حَائِسُ نَخْلٍ فَدَخَلَ حَائِطًا لِّرَجُلٍ مِّنَ الْاَ نْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَرْجَرَ وَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَاَ تَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ اَىْ سَنَامَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ : مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ ؟ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ : هٰذَا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ

اَفَلَا تَتَّقِى اللّٰهُ فِىْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِىْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا ؟ فَاِنَّهُ يَشْكُوْ اِلَى اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتَدْئِبُهُ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ كَرِوَايَةِ البَرْقَانِيِّ

৯৬৭. হযরত আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমায় তাঁর পিছনে (সওয়ারীর ওপর) বসিয়ে নিলেন। তিনি আমার সাথে পর্দা সংক্রান্ত কথাবার্তা বললেন। আমি সেসব কথা অন্য কাউকে বলতে চাইনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে দেয়াল কিংবা খেজুরের ডালের ঝাপকে পর্দা হিসেবে অধিক উত্তম মনে করতেন। (মুসলিম এতটুকু খোলাসাভাবেই বর্ণনা করেছেন)। অবশ্য বারকানী মুসলিমের সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করে তখন সেখানে একটি উট দাঁড়িয়েছিল। সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই আওয়াজ বুলন্দ করলো এবং তার দু চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন এবং চুট ও মাথার পিছনের অংশে হাত বুলাতেই সেটি চুপ মেরে গেল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই উটটির মালিক কে ? একজন আনসারী যুবক এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটি আমার উট। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এই চতুষ্পদ প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করছো না, যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন। এই প্রাণীটি আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখছো এবং এর দ্বারা এতো কাজ করাচ্ছো যে, এটি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। (এ ব্যাপারে আবু দাউদও বুরকানীর অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন)।

৯৬৮. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لانُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ الرِّحَالَ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِاسْنَادٍ عَلٰي شَرْطِ مُسْلِمٍ

৯৬৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন কোনো স্থানে অবতরণ করি তখন যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো না খোলা পর্যন্ত আমরা নফল নামায আদায় করতামনা।

আবু দাউদ মুসলিমের সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসে উদ্ধৃত 'লা নুসাব্বিহ' অর্থ আমরা নফল নামায পড়তাম না। এর অর্থ হলো, আমরা যদিও (নফল) নামায পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ পোষণ করতাম, কিন্তু যুদ্ধ সরঞ্জাম খুলে ফেলা এবং চতুষ্পদ প্রাণীগুলোকে আরাম দেয়ার ওপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিতাম না।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত উনসত্তর

সফর সঙ্গীকে সাহায্য করা

এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এই হাদীস সমূহ যে ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, প্রতিটি সৎকাজই হচ্ছে সাদকা এবং এই ধরনের অন্যান্য হাদীস।

٩٦٩ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ اِذْجَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَّظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَّ زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَحَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِىْ فَضْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা সফরে ছিলাম। এসময়ে এক ব্যক্তি সওয়ারীতে চেপে আমাদের কাছে এল এবং ডানে ও বামে তাকাতে লাগল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে বাড়তি সওয়ারী আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তির কাছে ন্যস্ত করে, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে বাড়তি সম্বল আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে প্রদান করে যার কাছে সম্বল নেই। এরপর তিনি এই সম্বলের নানা প্রকরণের কথাও উল্লেখ করলেন। এমন কি, আমরা উপলব্ধি করলাম যে, বাড়তি মালামালের ওপর আমাদের কোনো প্রকার অধিকার নেই। (মুসলিম)

٩٧٠. وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَّغْزُوَ فَقَالَ : يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ، اِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَّلاَعَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمْ اِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِالثَّلاَثَةَ، فَمَا لِاَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَّحْمِلُهُ اِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِىْ اَحَدِهِمْ قَالَ : فَضَمَمْتُ اِلَىَّ اِثْنَيْنِ اَوْثَلاَثَةً مَالِى اِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ اَحَدِهِمْ مِّنْ جَمَلِىْ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ

৯৭০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধে যাবার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন তিনি ইরশাদ করেন ঃ হে মুহাজির ও আনসার বাহিনী! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের কাছে না মাল-পত্র আছে, না কোনো গোত্রবল, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের সঙ্গে দুই কিংবা তিনজন সদস্য বাড়তি নেবে। সেমতে আমরা প্রত্যেকেই সওয়ারীর ওপর পর্যায়ক্রমে সওয়ার হতে লাগলাম, যাতে করে প্রত্যেকেই সওয়ার হবার সুযোগ লাভ করে। হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিজের সাথে দুই কিংবা তিনজনকে (বর্ণনাকারী এ বিষয়ে সন্দেহ করেন) শামিল করে নেই। আমি অন্যান্যদের মতোই নিজের উটের ওপর পালাক্রমে সওয়ার হতে থাকি। (আবু দাউদ)

٩٧١ . وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِىْ الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْا لَهُ- رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ

৯৭১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে (প্রায়শ) পিছন দিকে থাকতেন, এবং দুর্বল সওয়ারীকে পিছন থেকে হাঁকায়ে যেতেন এবং আর যে ব্যক্তি পায়ে হেটে চলে তাকে নিজের পিছনে সওয়ার করিয়ে নিতেন, সেই সঙ্গে তার জন্যে দো'আ করতেন। (আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সত্তর
সওয়ারীতে চেপে কী দো'আ পড়তে হয় ?

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا : سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ- وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর তোমাদের জন্যে নৌকা (জাহাজ) ও চতুষ্পদ প্রাণী বানানো হয়েছে যার ওপর তোমরা সওয়ার হয়ে থাকো, যাতে করে তোমরা ঐগুলোর পিঠে চেপে বসো আর যখন তোমরা ঐগুলোর ওপর বসে যাও, তখন আপন প্রভুর অনুগ্রহকে স্মরণ করো; এবং বলো, তিনিই পবিত্র (সত্তা) যিনি একে আমাদের নির্দেশগত করে দিয়েছেন, (নচেত) একে অনুগত করে নেয়া আমাদের সাধ্যে ছিলনা। আর আমরা তো আপন প্রভূর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা যুখরুফ ঃ ১২-১৩)

৯৭২ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ : وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاَطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْلَهْلِ وَالْوَلَدِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ! اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে নিজের উটের ওপর সওয়ার হয়ে বেরুতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর এই দো'আ করতেন ঃ "সুব্হানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্‌রা হওয়াত্ তাক্ওয়া ওয়া মিনাল আমালে মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাওয়ায়েন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াত্বি আন্না বুদাহ্। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস্ সাফার ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ওয়াসাইস সাফারে য়া কাবাতিল মানযারে ওয়া সূইল মুনকালাবে ফিল মালে ওয়াল আহ্লে ওয়াল ওয়ালাদ" অর্থাৎ আমি সেই মহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি একে আমাদের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। (তিনি না চাইলে) আমরা একে কখনো অনুগত বানাতে পারতাম না। আমরা আমাদের প্রভূর দিকেই ধাবিত হচ্ছি। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার কাছে পুণ্যশীলতা, পরহেজগারী, এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী আমলের প্রত্যাশী। হে আল্লাহ এই সফরকে আমাদের জন্যে সহজ বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমিই আমার সাথী এবং আমার পরিবার পরিজনের হেফাজতকারী। হে আল্লাহ! আমি এ সফরের কষ্ট ক্লেশ,

ভয়ানক দৃশ্যাবলী এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন অবধি ধনমাল ও পরিবারবর্গের কোন খারাপ অবস্থা পর্যবেক্ষণ থেকে পানাহ্ চাইছি। উল্লেখ্য, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন (মোটামুটি) এই দোআই তিনি পড়তেন এবং এর সাথেই এই কথাগুলো যুক্ত করতেন; আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আপন প্রভুর ইবাদতকারী, এবং তাঁর প্রশংসাকারী, (মুসলিম)

৯৭৩ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا هُوَ فِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ بِالنُّوْنِ وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ قَالَ التِّرْمِذِىُّ وَيُرْوَى الْكُوْرُ بِالرَّاءِ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ - قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَمَعْنَاهُ بِالنُّوْنِ وَالرَّاءِ جَمِيْعًا: الرُّجُوْعُ مِنَ الْاِسْتِقَامَةِ اَوِالزِّيَادَةِ اِلَى النَّقْصِ: قَالُوْا : وَرِوَايَةُ الرَّاءِ مَاخُوْذَةٌ مِنْ تَكْوِيْرِ الْعِمَامَةِ، وَهُوَ كَفُّهَا وَجَمْعُهَا، وَرِوَايَةُ النُّوْنُ مِنَ الْكَوْنِ، مَصْدَرُ كَانَ يَكُوْنُ كَوْنًا! اِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ.

৯৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা করতেন, তখন সফরে কষ্ট উদ্রেক করা দৃশ্যাবলী, ভুল পথে গমন, এবং তা জানা মাত্রই প্রত্যাবর্তন ও সঠিক পথে অনুসরণ, মজলুমের বদদো'আ এবং মালপত্রে কোনো খারাপ ঘটনায় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাইতেন। (মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে 'আল-হাওর বা'দাল কাওন' নূন-এর সাথে উল্লেখিত হয়েছে। তিরমিযী ও নাসায়ী গ্রন্থদ্বয় কথাটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তিরমিযীর বর্ণনামতে আল-কাওর 'রা'-এর সাথেও প্রচলিত। উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ বিশুদ্ধ। আলেমগণ বলেন, উভয় অবস্থায় এর অর্থ হলো দৃঢ়তা; কিংবা বাড়াবাড়ি থেকে ক্ষতির দিকে ফেরা। অবশ্য 'রা' থাকলে অবস্থায় তাকে পাগড়ীর প্যাচ থেকে উদ্ভুত বলে মনে হয়। যদিও আরবী অভিধানে পাগড়ীর প্যাচকে 'হূর'ও বলা হয়। অর্থাৎ পাগড়ীকে পেচিয়ে একত্র করা। আর নূন-এর বর্ণনায় হলো কানা ইয়াকূনু শব্দমূল। এর অর্থ হলো, যখন তা পাওয়া যায় এবং সাব্যস্ত হয়।

৯৭৪ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رض اُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِىْ الرِّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ، وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيْلَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : اِنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ

عَبْدِهِ اِذَا قَالَ : اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ اِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِىْ بَعْضَ النَّسْخِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وهٰذَا لَفْظٌ اَبِى دَاوُدَ .

৯৭৪. হযরত আলী বিন রাবিয়াহ বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তখন সওয়ার হওয়ার জন্যে তাঁর কাছে সওয়ারী নিয়ে আসা হলো। তিনি যখন রিকাবে নিজের পা রাখলেন, তখন 'বিস্‌মিল্লাহ' বললেন। যখন সওয়ারীর পিঠে আরোহন করলেন তখন বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লা মুনকালিবুন" অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি একে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে আমাদের অধীনস্থ বানাতে সক্ষম ছিলাম না। নিঃসন্দেহে আমরা সকলে মহাপ্রভুর দিকে ধাবমান। এরপর তিনবার 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ' পড়লেন; তারপর 'আল্লাহু আকবার' তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ "সুবহানাকা ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফির লী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আনতা" অর্থাৎ তুমি পবিত্র (হে মহাপ্রভু!) আমি স্বীয় নফ্‌সের ওপর জুলুম করেছি। সুতরাং তুমি আমার (গুনাসমূহের) ওপর পর্দা ফেলে দাও; কেননা তুমিই শুধু গুনাসমূহের ওপর পর্দা ফেলতে পারো। তারপর তিনি মুচকি হাসলেন। প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন মুচকি হাসলেন ? জবাব দিলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি তিনি সেভাবেই করেছেন যেভাবে আমি করেছি । ফের তিনি মুচকি হাসলেন। আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন মুচকি হাসলেন, তিনি বললেন, তোমার প্রভু অতীব পাক-পবিত্র। তিনি আপন বান্দার ব্যাপারে অবাক হয়ে যান যখন সে বলে, আমার গুনাহ সমূহের ওপর আবরণ ফেলে দাও। তখন সে বিশ্বাস রাখে আমি ছাড়া গুনাহ সমূহের ওপর অন্য কেউ আবরণ ফেলতে পারেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। এবং কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাসান সহীহ শব্দাবলী আবু দাউদের।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত একাত্তর

সফরকারী যখন উচ্চতায় আরোহণ করবে তখন 'আল্লাহু আকবর' বলবে। আর যখন উপত্যকায় নেমে আসবে তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলবে

৯৭৫ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৯৭৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন উচ্চতায় আরোহন করতাম তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। আর যখন নীচে দিকে নেমে আসতাম তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম। (বুখারী)

৯৭৬ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا، وَاِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৯৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সেনা দলের অভ্যাস ছিল, যখন তারা উচ্চস্থানে আরোহণ

করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আর যখন নীচে নামতেন তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাসীদটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧٧ . وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ اَوِالْعُمْرَةِ كُلَّمَا اَوْفٰى عَلٰى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : اِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ اَوِالسَّرَايَا اَوِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ .

قَوْلُهٗ : اَوْفٰى : اَيِ ارْتَفَعَ وَقَوْلُهٗ فَدْفَدٍ هُوَ بِفَتْحِ الفَائَيْنِ بَيْنَهُمَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ وَاٰخِرُهٗ دَالٌ اُخْرٰى وَهُوَ الْغَلِيْظُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْاَرْضِ .

৯৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসতেন এবং কোনো উচ্চস্থানে কিংবা টিলার ওপর আরোহন করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর বলতেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আইবূনা তাইবূনা আবিদূনা সাজিদূন লিরাব্বিনা হামিদূন। সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহু" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর জন্যই সমস্ত বাদশাহী ও কর্তৃত্ব এবং তার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সমগ্র বস্তুর ওপরে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সেজদাকারী এবং আপন প্রভূর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং আপন বান্দার সাহায্য করেছেন। এবং একাই সমস্ত দলগুলোকে পরাজিত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি যখন বড় সেনাদল কিংবা ছোট সেনাদল অথবা হজ্জ কিংবা ওমরাহ থেকে ফিরে আসতেন তখন উচ্চস্থানে আরোহন করতেন।

٩٧٨ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِيْ، قَالَ : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইরাদা করেছি, আমার কিছু ওসিয়ত করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ভয়ের প্রতি খেয়াল রাখো, সেই সঙ্গে উচুঁস্থানে আরোহন করলে 'আল্লাহু আকবার' বলো। যখন লোকটি সেখান হতে চলে গেলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এই লোকটির সফরের দূরত্বকে গুটিয়ে দাও। এবং সফর কে সহজ করে দাও।

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

৯৭৯ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ : ارْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ، اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৭৯. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোনো উচুস্থানে আরোহন করতাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ','আল্লাহু আকবার' ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে আমাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যেতো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের নফসকে আয়ত্বাধীন রাখো। নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করো; এ কারণে যে, তোমরা কোনো বোবা কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছোনা; যাঁকে ডাকছো, তিনি অতীব পবিত্র সত্তা; তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি শ্রবণকারী এবং খুব নিকটেই অবস্থানকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত বাহাত্তর

সফরে দো'আ পাঠের কল্যাণকারিতা

৯৮০ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهِ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ فِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ عَلَى وَلَدِهِ .

৯৮০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি দো'আ কবুল হয়ে থাকে এবং এর কবুলিয়াতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের আবকাশ নেই। আর তা হলো ঃ (১) মজলুমের দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ এবং (৩) পুত্রের জন্যে পিতার দো'আ। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান। কিন্তু আবু দাউদের বর্ণনা মতে, 'আলা ওয়ালাদিহী (নিজের পুত্রের জন্যে শব্দাবলী উল্লেখিত নেই)।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত তেয়াত্তর

লোকদেরকে ভয় ও বিপদের সময় যে দো'আ পড়া উচিত

৯৮১ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৯৮১. হযরত আবু মূসা আশ্আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতিকে ভয় করতেন, তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা

ফী নুহূরিহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম” অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমরা ওদের মুকাবিলায় তোমার শরনাপন্ন হচ্ছি এবং ওদের অনিষ্ট থেকে তোমারই কাছে পানাহ চাইছি।

আবু দাউদ ও নাসায়ী বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত চুয়াত্তর

কোনো স্থানে অবতরণকালে যা বলা উচিত

৯৮২ . عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رض قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهٖ ذٰالِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮২. হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে এবং তারপর বলে ঃ “আউজু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতে মিন শার্‌রি মা খালাকা” অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কালেমাসহ তার সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের অনিষ্ঠকারিতা থেকে পানাহ চাইছি। সে ঐ স্থানটি ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনো বস্তুই তাকে ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। (মুসলিম)

৯৮৩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذاَ سَافَرَ فَاَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ : يَااَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وَشَرِّ مَافِيْكِ، وَشَرِّ مَاخُلِقَ فِيْكِ، وَشَرِّ مَايَدِبُّ عَلَيْكِ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ اَسَدٍ وَ اَسْوَدٍ، وَّمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ - رَوَاهُ اَبُو دَاوٗدَ .

وَالْاَسْوَدُ الشَّخْسُ - قَالَ الْخَطَّابِىُّ وَسَاكِنُ الْبَلَدِ : هُمُ الْجِنُّ الَّذِيْنَ هُمْ سُكَّانُ الْاَرْضِ قَالَ ! وَالْبَلَدُ مِنَ الْاَرْضِ مَاكَانَ مَاوَى الْحَيَوَانِ وَاِن لَم يَكُوْ فِيْهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ قَالَ وَيَحْتَمِلُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَالِدِ اِبْلِيْسُ وَمَا وَلَدَ الشَّيَاطِيْنُ -

৯৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফরে যেতেন এবং রাতের বেলা কোথাও বিশ্রাম নিতেন , তখন বলতেন ঃ ইয়া আরদু রাব্বী ও রাব্বুকিল্লাহ, আউযু বিল্লাহে মিন শাররি মা ফীকে ওয়া মিন শাররি মা খুলিকা ফীকে ওয়া শাররি মা ইয়াদিব্বু আলাইকে, আউযু বিকা মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদা ওয়ামিনাল হাইয়াতে ওয়াল আকবাবে, ওয়া মিন সাকিনিল বালাদে ওয়া মিন ওয়ালিদিন ওয়ামা ওয়ালাদ” অর্থাৎ (হে জমিন! আমার এবং তোর প্রভু আল্লাহ। আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোর এবং তোর মাঝে অবস্থিত বস্তুনিচয়ের অনিষ্ট থেকে, এবং সেই সঙ্গে বাঘ, সাঁপ বিচ্ছু ইত্যাদির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাইছি।) (আবু দাউদ)

হাসীদে উল্লেখিত ‘আস্‌ওয়াদ’ বলা হয় কালো সাঁপকে। হাদীস বিশেষজ্ঞ খাত্তাবী বলেন, ‘সাকিলুন বালাদ’ বলা হয় পৃথিবীতে বসবাসকারী জ্বিনকে। আর ‘আল বালাদ’ বলা হয়

পৃথিবীর সেই অংশকে যেটা জীবজন্তুর ঠিকানা রূপে চিহ্নিত, সেখানে কোনো ইমারত কিংবা মনজিল না থাকলেও। এখানে 'ওয়ালিদ' বলতে বুঝায় ইবলিসকে আর 'মা ওয়ালাদ'-এর অর্থ হলো শয়তান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পঁচাত্তর

মুসাফিরের স্বীয় প্রয়োজন পূরণের পর দ্রুত বাড়ি ফিরে আসার গুরুত্ব

٩٨٤ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ : يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ وَنَوْمَهٗ فَاِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهٗ مِنْ سَفَرِهٖ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্টের) অংশ। এটা সফরকারীর খাবার, পানীয়, নিদ্রা ইত্যাদিতে বাধার সৃষ্টি করে। কোনো ব্যক্তির যখন সফরে গমন করার লক্ষ্য অর্জিত হয়, তখন সে যেন দ্রুততায় বাড়িতে ফিরে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ছিয়াত্তর

দিনের বেলা বাড়ি ফিরে আসার কল্যাণ এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলা ফিরে আসার অকল্যাণ

٩٨٥ . عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقَنَّ اَهْلَهٗ لَيْلًا وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّطْرُقَ الرَّجُلُ اَهْلَهٗ لَيْلًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৮৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি বেশি দিন বাড়ির বাইরে থাকবে। সে যেন রাতের বেলা নিজ বাড়িতে ফেরত না আসে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসতে বারণ করেছেন।[১] (বুখারী ও মুসলিম)

٩٨٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ اَهْلَهٗ لَيْلًا وَكَانَ يَاْتِيْهِمْ غَدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الطُّرُوْقُ الْمُجِىْءُ فِى اللَّيْلِ .

৯৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাড়িতে রাতের বেলায় ফিরে আসতেন না; বরং সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বাড়ির লোকদের কাছে আসতেন। (বুখারী ও তিরমিযী)

হাদীসে উল্লেখিত 'আত্-তুরাক' শব্দটির অর্থ হলো 'রাতের বেলায় আসা।'

---

১. অবশ্য যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত নিয়মের কারণে এটা অপরিহার্য হলে ভিন্ন কথা। —অনুবাদক

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সাতাত্তর

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন এবং দেশের চিহ্ন দেখার পর যে দো'আ পড়তে হয়

এই অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি 'তাকবীরুল মুসাফির' (অর্থাৎ সফরকারীর উঁচুস্থানে আরোহনের সময় আল্লাহু আকবর বলা) অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

৯৮৭ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ - رواه مسلم

৯৮৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (সফর থেকে) ফিরে এলাম। আমরা যখন মদীনার বাইরের সীমান্তে প্রবেশ করলাম, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আইবূনা তাইবূনা আবেদূনা লিরাব্বিনা হামিদু" অর্থাৎ আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তণকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন প্রভুর প্রশংসাকারী। তিনি এই কথাগুলোই বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এমন কি, আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আটাত্তর

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্যে বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদে প্রবেশ এবং সেখানে দু'রাকআত নফল নামায আদায়

৯৮৮ . عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৮. হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং সেখানে দু' রাকআত নফল নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত উনআশি

নারীর জন্যে একাকী সফরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা

৯৮৯ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মুহারম সঙ্গী ছাড়া এক দিন এক রাত সফর করা হালাল নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯০ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ

وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ ! يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِمْرَاَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاِنِّيْ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَ كَذَا ؟ قَالَ : اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَاَتِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে একাকী সফর করবেনা, তবে ঐ নারীর সঙ্গে তার মুহারম আত্মীয় থাকলে ভিন্ন কথা। এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে যাচ্ছে, অন্যদিকে আমার নাম অমুক যুদ্ধের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলে আকরাম (স) বললেন, যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে হজ্জ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় ঃ ৮

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

(বিভিন্ন আমলের ফযীলাত)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আশি

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

٩٩١ . عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِهٖ -رواه مسلم

৯৯১. হযরত আবু ইমাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কুরআন পাক তিলাওয়াত করো এই কারণে যে, এটা কিয়ামতের দিন আপন পাঠকদের জন্যে সুপারিশ করবে। (মুসলিম)

٩٩٢ . وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَ اَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِىْ الدُّنْيَا تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ، تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - رواه مسلم .

৯৯২. হযরত নাওয়াস বিন সামওয়ান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন কুরআন মজীদ এবং তার ওপর আমলকারী লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে। সেখানে সূরা বাকারা, আলে-ইমরান উপস্থিত থাকবে এবং আপন পাঠকদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবে। (মুসলিম)

٩٩٣ . وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ ! كُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ - رواه البخارى .

৯৯৩. হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা) বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন পড়েছে এবং অন্যকেও পড়িয়েছে।

٩٩٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِيْنَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرُ بِهٖ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ - متفق عليه .

৯৯৪. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে বিশেষজ্ঞতার অধিকারী, সে (কিয়ামতের দিন) অনুগত ও সম্মানিত ফেরেশতাদের সহচর হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে ও তাতে আটকে যায়, এমন কি মুশকিলের সাথে তা পাঠ করে, সে দ্বিগুন সওয়াব লাভ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٥ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مِثْلُ الْاُتْرُجَّةِ : رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَايَقْرأ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لَارِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَّطَعْمُهَا مُرٌّ - متفق عليه

৯৯৫. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুমিন কুরআন পাক তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হলো কমলা-লেবু ফলের মতো, যার খুশবু ও স্বাদ দুটোই চমৎকার। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করেনা, তার দৃষ্টান্ত হলো খেজুরের মতো, যার মধ্যে খুশবু নেই বটে, তবে তার স্বাদ খুবই মিষ্টি। অন্য দিকে যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'রাইহান ফুল', তার খুশবু উত্তম বটে, কিন্তু স্বাদ খুব তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেনা সে মাকাল ফলের মতো। তার মধ্যে খুশবুও নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٦ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَّ يَضَعُ بِهِ اٰخِرِيْنَ - رواه مسلم .

৯৯৬. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ এই কিতাবের দরুন (কুরআন মজীদ) কিছু লোককে সমুন্নত করেন এবং কিছু লোককে অধঃপতনে নিক্ষেপ করেন। (মুসলিম)

٩٩٧ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَا النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ - متفق عليه

৯৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈর্ষা করা দুই ব্যক্তির জন্য অনুমোদিত। তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের সম্পদ দান করেছেন। এ কারণে সে রাত দিনের মুহূর্তগুলো কুরআন পাকের সাথে অবস্থান করে। অপর এক ব্যক্তি হলো যাকে আল্লাহ তা'আলা ধনমাল দান করেছেন। সে তাকে দিন রাতের মুহূর্ত গুলোতে ব্যয় করে আল্লাহ্র পথে। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٨ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْا، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا - فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ - متفق عليه.

৯৯৮. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি সূরায়ে কাহাফ তিলাওয়াত করছিলো এবং তার কাছাকাছি একটি ঘোড়া দুটি রশি দ্বারা বাঁধা ছিলো। এমন সময় মেঘ এসে ঘোড়াটিকে পরিবেষ্টন করে ফেললো। একদিকে বৃষ্টি ঘনিয়ে আসতে লাগলো এবং তা দেখে অন্যদিকে ঘোড়াটি লাফালাফি করতে লাগলো। সকাল বেলা লোকটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতে লাগলো এবং তাঁকে এই ঘটনা বর্ণনা করে শুনালো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা ছিলো প্রশান্তির নিদর্শন, যা কুরআন পাকের তিলাওয়াতের দরুন অবতীর্ণ হয়েছিলো।

(বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৯ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ : الٓمّٓ حَرْفٌ، وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَّلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ পড়বে সে একটি নেকী পাবে এবং নেকী দশগুন বৃদ্ধি পাবে। আমি বলছিনা, আলীফ-লাফ-মীম একটি হরফ বরং আলীফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

১০০০ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির অন্তরে কুরআন পাকের কিছু নেই, সে অন্তরটি হচ্ছে বিরান ঘরের সমতুল্য। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

১০০১ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَ رَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَؤُهَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : الْحَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০০১. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন পাকের পাঠককে বলা হবে, কুরআন পাক তিলাওয়াত করতে থাকো, এবং ওপরে আরোহন করতে থাকো। আর কুরআন পাকের তিলাওয়াত ধীরে ধীরে করতে থাকো; যেরূপ দুনিয়ায় তোমরা ধীরে ধীরে পড়তে। তোমাদের স্থান তখন নির্বাচিত হবে, যখন সর্ব শেষ আয়াতটির তিলাওয়াত সমাপ্তি লাভ করবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত একাশি

কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশ এবং তাকে বিস্মৃতির কবল থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা

١٠٠٢ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوْا هٰا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০০২. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন পাকের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো, যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর জীবন তাঁর শপথ করে বলছি ঃ নিঃসন্দেহে এই কুরআন খুব দ্রুত (বিস্মৃতির আড়ালে) চলে যায়। রশি খুলে দিলে উট যেমন দ্রুত পালিয়ে যায়, এটা তার চেয়েও দ্রুত হারিয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাফেজে কুরআনের দৃষ্টান্ত হলো সেই উটের মতো, যার গলা বাধা রয়েছে বটে; যদি মালিক উটের খোঁজখবর নেয়, তাহলে তা বাঁধা থাকবে। আর যদি রশি খুলে দেয়া হয়, তাহলে তা পালিয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত বিরাশি

সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা, পড়ানো মুস্তাহাব এবং শোনানোর ব্যবস্থা করা

١٠٠٤ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَّا اَنَ لِنَبِىِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعْنًى

১০০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ পাক কোনো জিনিস শোনার জন্যে মানুষের কানকে এতোটা নিবিষ্ট হতে বলেননি, যতোটা সুন্দর, উত্তম ও বুলন্দ আওয়াজ বিশিষ্ট নবীর কণ্ঠে কুরআন শোনার জন্যে মানুষকে নিবিষ্ট হতে বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٥ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَهُ لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِّنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَاَنَا اَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِكَ الْبَارِحَةَ .

১০০৫. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাকে দাউদ পরিবারের মস্তিষ্কগুলো থেকে একটি মস্তিষ্ক দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মূসা (রা)-কে বলেন; গত রাতে আমি যখন আপনার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম, তখন যদি আপনি আমায় দেখতেন! (তাহলে খুবই আনন্দ লাভ করতেন)।

١٠٠٦ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ فِىْ الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِّنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০০৬. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি ; একদা তিনি ইশার নামাযে ও 'আত্তীন ওয়ায যাইতুন' সূরাটি তিলাওয়াত করেন। আমি কোনো মানুষের কণ্ঠে এর চেয়ে সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত আর কখনো শুনিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٧ . وَعَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ بَشِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ . وَمَعْنٰى يَتَغَنّٰى يُحَسِّنُ صَوْتَهٗ بِالْقُرْاٰنِ

১০০৭. হযরত আবু লুবাবা বশীর ইবনে আবদুল মুনযের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্দর আওয়াযে কুরআন তিলাওয়াত করেনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

আলোচ্য মুহাদ্দিস একে মজবুত সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ('ইয়াতাগান্না' অর্থ যে উত্তম আওয়াযে কুরআন তিলাওয়াত করে)।

١٠٠٨ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَاْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ : اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى جِئْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ (فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا) قَالَ : حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমায় 'কুরআন শুনাও'। আমি নিবেদন করলাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সামনে কুরআন পড়বো! অথচ 'আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আমি চাইছি, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনবো।' এরপর আমি তাঁর সামনে সূরা নিসা তিলাওয়াত শুরু করলাম। আমি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম (অনুবাদ) ঃ এটা কিভাবে হবে যখন আমরা

প্রতিটি জাতি থেকে একজন সাক্ষী পেশ করবো এবং তোমাকেও ঐ সকলের ওপর সাক্ষ্য পেশ করতে হবে। তখন (এই আয়াত সম্পর্কে) তিনি বলেন ঃ 'ব্যস তোমার যথেষ্ট হয়েছে।' আমি যেই মাত্র তাঁর দিকে তাকালাম, দেখলাম ঃ তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত তিরাশি

কতিপয় সূরা ও বিশিষ্ট আয়াত তিলাওয়াতের উপদেশ

١٠٠٩ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلّٰى رضـ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِىْ الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ، فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِىْ الْقُرْاٰنِ ؟ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১০০৯. হযরত আবু সাঈদ রাফে 'বিন্ মু'আল্লা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ আমি কি তোমায় মসজিদ থেকে বেরুবার আগে কুরআন পাকের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরাটির কথা বলবো না ? এরপর তিনি আমার হাত শক্তভাবে ধরলেন। তারপর আমি যখন মসজিদ থেকে বেরনোর ইচ্ছা করলাম তখন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি তো বলেছিলেন, আমি তোমাকে কুরআন পাকের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরাটি সম্পর্কে বলবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই মর্যাদাপূর্ণ সূরাটি হচ্ছে আল ফাতিহা। অর্থাৎ আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আল-আমীন। এই সূরায় সাতটি আয়াত রয়েছে (যা বারবার তিলাওয়াত করা হয়) আর এই হলো কুরআনুল আজীম। যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। (বুখারী)

١٠١٠ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ قِدَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ : اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَاَ بِثُلُثِ الْقُرْاٰنِ فِىْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا : اَيُّنَا يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ ! ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০১০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইখলাস (অর্থাৎ কুল্ হুআল্লাহু আহাদ) পড়ার ব্যাপারে বলেছেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি ঃ নিঃসন্দেহে এই সূরাটি কুরআন পাকের এক তৃতীয়াংশের সমান। অপর একটি রেওয়ায়েত মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কি এক রাতে কুরআন পাকের এক তৃতীয়াংশ পড়ার ইচ্ছা পোষণ করো ? একথাটি সাহাবায়ে কেরামের কাছে বেশ

কষ্টকর মনে হলো। তারা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে এরকম শক্তির অধিকারী ? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা সূরা ইখলাস অর্থাৎ কুল হুআল্লাহু আহাদ পড়ো, এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

١٠١١ . وَعَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০১১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি থেকে শুনলো, সে সূরা ইখলাস পড়ছে এবং বারবার পড়ে যাচ্ছে। যখন সকাল হলো তখন সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং তাঁর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করলো। লোকটি একে একটি মামুলী কাজ মনে করেছিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে খোদার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি ঃ নিঃসন্দেহে এ সূরাটি কুরআন পাকের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

١٠١٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা ইখলাস (অর্থাৎ কুল হুআল্লাহু আহাদ) এই সূরাটি কুরআন পাকের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

١٠١٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ : اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ تَعْلِيْقًا .

১০১৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই সূরাটি (অর্থাৎ কুল্ হুআল্লাহু আহাদকে) অত্যন্ত প্রিয় মনে করি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে (তিরমিযী)

তিরমিযী আরো বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন।

١٠١٤ . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০১৪. হযরত উক্‌বাহ বিন আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জাননা যে, আজকের রাতে এমন কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে, যে সবের দৃষ্টান্ত অতীতে কখনো দেখা যায়নি ? (এর লক্ষ্য হলো) ফালাক্ব (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক) ও নাস্ (কুল আউযু বিরাব্বিন্ নাস) সূরা দুটির আয়াত সমূহ। (মুসলিম)

١٠١٥ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَاسِوَا هُمَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১০১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন ও মানুষের বদ্‌নযর (কুদৃষ্টি) থেকে (আল্লাহ্‌র কাছে) পানাহ চাইতেন। শেষ পর্যন্ত সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস্ অবতীর্ণ হয়। যখনই এই সূরা দুটি অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি এ দুটিকেই অবলম্বন করলেন এবং এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে ছেড়ে দিলেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٠١٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مِنَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةٌ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهٗ، وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ تَشْفَعُ .

১০১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআনের একটি সূরায় তিরিশটি আয়াত রয়েছে। সূরাটি এক ব্যক্তি শাফাআত (সুপারিশ) করল, শেষ পর্যন্ত (এর ফলে) ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হল। সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক। (সূরা আল-মুল্ক)

আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস গণ্য করেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনাতে 'তাশউফ' (শাফাআত করবে) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

١٠١٧ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০১৭. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

কোনো কোনো আলেম বলেন, এই দুটি আয়াত ঐ রাতে তাকে সবরকম অপছন্দের জিনিস থেকে রক্ষা করবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, এই দুটি আয়াত পাঠ করলে তাকে তার জন্য 'কিয়ামুল্লাইল' এর চেয়েও যথেষ্ট হবে।

١٠١٨ . وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ .

১০১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরস্থানের মতো বানিও না অর্থাৎ নফল নামাযসমূহ ঘরেই আদায় কর। এই কারণে যে, যে ঘরে সূরা বাকারা অধ্যায়ন করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠١٩. وَعَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ : فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ : لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৯. হযরত উবাই বিন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন ঃ হে আবুল মুনযের! তুমি কি জানো যে, আল্লাহ্র কিতাবের কোন্ আয়াতটি অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম' (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসি) এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের উপর হাত রেখে বললেন, হে আবুল মুনজের! তুমি মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হও। (মুসলিম)

١٠٢٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَبِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ فَخَلَّيْتُ، عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَّعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ : اَمَا اِنَّهُ قَدْكَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لَا اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَّعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ : اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّكَ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ ! فَقَالَ : دَعْنِىْ فَاِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا، قُلْتُ : مَاهُنَّ؟ قَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ فَاِنَّهُ لَنْ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ ؟ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ

الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِىْ اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ : مَاهِيَ قُلْتُ قَالَ لِىْ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَقَالَ لِىْ لَايَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَفِظٌ، وَلَنْ يَّقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ يَااَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ : لَاقَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযান মাসের সদ্‌কায়ে ফিতরের হেফাজতে নিযুক্ত করেন। এরপর জনৈক আগন্তুক আমার কাছে এলো এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো। এরপর আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম ঃ আমি তোকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করবো। লোকটি বললো, আমি অত্যন্ত অভাবী একজন ব্যক্তি এবং আমার ওপর পরিবার-পরিজনের এক বিরাট বোঝা চেপে আছে। তদুপরি আমার খুবই প্রয়োজন। এসব শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা! গতরাতে চোর তোমায় কি বলেছে ? সে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি নিজের প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের বোঝার কথা বললে আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে ফিরে আসবে। আমার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রতি বিশ্বাস ছিল যে, লোকটি আবার ফিরে আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে সে এলো এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো। আমি বললাম ঃ আমি তোকে অবশ্যই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করবো। লোকটি অনুনয় বিনয় করে বললো ঃ আমায় ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত প্রয়োজনশীল একজন মানুষ। আমার জিম্মায় পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রয়েছে। আমি দ্বিতীয় বার আর আসবো না। সুতরাং আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল বেলা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন, হে আবু হুরাইরা রাতে চোরটি তোমায় কি বললো ? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি তার প্রয়োজন এবং তার পরিবার-পরিজনের বোঝার ব্যাপারে অভিযোগ করলো! তখন আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। তবে সে আবার ফিরে আসবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি তৃতীয় বার তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। অবশেষে সে এলো এবং খাদ্যা-সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোকে অবশ্যই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। আর এটা তৃতীয় এবং সর্বশেষ বার। তুই বলে আসছিস্ যে,

তুই আর ফিরে আসবিনা; কিন্তু তারপরও তুই আসছিস। সে বললো ঃ আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কথাবার্তা বলবো, যার সাহায্যে আল্লাহ পাক আপনাকে উপকৃত করবেন। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ সে কথাগুলো কী ? সে বললো, তুমি যখন নিজের বিছানায় আসবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে, ব্যস, এই অবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে, ফলে সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসবেনা। একথায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ রাতের কয়েদী তোমায় কী বলেছেন ? আমি নিবেদন করলাম. হে আল্লাহ্র রাসূল ! সে বলেছে ঃ সে আমায় কিছু কথাবার্তা শিখিয়ে দেবে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমায় কল্যাণ দেবেন। একথায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ সে কথাগুলো কি ? আমি নিবেদন করলাম ঃ সে আমায় বলেছে যে, যখন তুমি নিজের বিছানায় শোবে, তখন 'আয়াতুল কুরসী'র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। এরপর আমায় বললেন ঃ সেটা পড়ার ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার ওপর একজন সংরক্ষক থাকবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসবেনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাবধান! সে কিন্তু তোমার কাছে সত্য কথাই বলেছে। এমনিতে সে মিথ্যাবাদীই। তোমার কি জানা আছে যে, গত তিনবার ধরে কার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা চলছে ? আমি নিবেদন করলাম, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান। (বুখারী)

١٠٢١ . وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০২১. হযরত আবুদ-দারদা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দিককার দশটি আয়াত মুখস্ত করে নেবে, সে দজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে। অন্য এক রেওয়াতে আছে কেউ সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্ত করে নিলে সে দজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম)

١٠٢٢ . وَعَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِّنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ : هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ : اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اَوْ تِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِىٌّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَا بِحَرْفٍ مِّنْهَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার হযরত জীবরীল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় ওপর দিক থেকে আওয়াজ শোনা গেল। তখন হযরত জীবরীল (আ) নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, আসমানের এই দরজা আজকেই খোলা হলো এবং এর আগে কখনো খোলা হয়নি। এবং

এরপর ঐ দরজা দিয়ে জনৈক ফেরেশতা অবতরণ করলেন। তখন জীবরীল (আ) বললেন ঃ এই ফেরেশতা এই প্রথম পৃথিবীতে আগমন করেছে। এর আগে সে পৃথিবীতে কখনো আগমন করেনি। ফেরেশতা তাঁকে (নবীকে) সালাম করলেন এবং বললেন, তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এই পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, এমন দুটি নূরের যা শুধু আপনাকেই দেয়া হয়েছে এবং আপনি খুশী হয়ে যাবেন কারণ আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে এই দুটি জিনিস দেয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হলো সূরা ফাতিহা এবং অপরটি হলো সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত চুরাশি

একত্র হয়ে কুরআন পড়ার সওয়াব

١٠٢٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَ يَتَدَا رَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোকেরা আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে একত্র হয়, কুরআন পাকের তিলাওয়াত করে, এবং পরস্পরকে তার দরস্ প্রদান করে তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেয়। আল্লাহ পাক তার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের বিষয় উল্লেখ করেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পঁচাশি

অযূর ফজিলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ، وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামায পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন মুখ এবং হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এবং মাথাকে মাসেহ্ করে নেবে এবং টাখনু পর্যন্ত পা দুটি ধুয়ে ফেলবে। মনে রেখো আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনরূপ কঠোরতা আরোপ করতে চান না। বরং তিনি শুধু চান তোমাদেরকে পাক পবিত্র করতে এবং তোমাদের ওপর আপন নিয়ামত সমূহ পূর্ণ করতে যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সূরা মায়িদাহ ঃ ৬)

١٠٢٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ডাকা হবে। তখন তাদের কপাল ও হাত-পা অযূর প্রভাবে উজ্জল রূপে প্রতিভাত হবে। অতএব, যে ব্যক্তিই নিজেই উজ্জল্যকে বাড়াতে চায়, সে তা বাড়াতে পারে। (অর্থাৎ নিজের পা দুটিকে টাখ্নু পর্যন্ত এবং হাত দুটিকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিতে পারে।) (বুখারী ও মুসলিম)

১০২৫ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ : تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার পরম বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ মুমিনকে (দেহের সেই সব স্থানে) অলংকার পরিয়ে দেয়া হবে, যেসব স্থানে অযূর পানি পৌঁছে যেত। (মুসলিম)

১০২৬ . وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاءَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৬. হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তম রূপে অযূ করে তার দেহ থেকে তার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে যায়। এমন কি তার নখের নীচ থেকেও তা বের হয়ে যায়। (মুসলিম)

১০২৭ . وَعَنْهُ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاءَ مِثْلَ وَضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ هٰكَذَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً - رواه مسلم.

১০২৭. হযরত উস্মান বিন্ আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি তিনি আমার অযূর মতো অযূ করলেন। তারপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে অযূ করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এরপর তার নামায এবং তার মসজিদ মুখে গমন বাড়তি হয়ে যায়। (মুসলিম)

১০২৮ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِالْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَّجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءَ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ يَطَشَتّهَا يَدَاهُ مَعَالْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اوْمَعَ اٰخِرَ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ - رواه مسلم

১০২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মুসলমান কিংবা মুমিন বান্দাহ (শব্দ প্রয়োগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অযূ করে এবং নিজের মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন তার মুখমণ্ডল থেকে সমস্ত গুনাহ, যেগুলো

সে নিজের চোখ দিয়ে দেখেছে, পানি গড়ানোর সঙ্গে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। এরপর যখন সে নিজের হাত দুটি ধৌত করে। তখন তার হাত দ্বারা কৃত সমস্ত গুনাহ পানি গড়ানোর সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বেরিয়ে যায়। এরপর যখন সে নিজের পা দুটি ধুয়ে ফেলে, তখন সমস্ত গুনাহ যা সে পা দিয়ে অর্জন করেছে, পানি গড়িয়ে পড়ার সাথে কিংবা শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। এমন কি সে তাবৎ গুনাহ থেকে পাক-সাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٢٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَقَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا : اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ قَالُوْا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهٗ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهٗ ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ، وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কবরস্থানে গমন করলেন এবং বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বেকুম লাইকূন। (অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। হে ঈমানদার গৃহবাসী! আল্লাহ যদি চান, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো)। আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি আমার ভাইদের দেখে নিতাম। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন; হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হলো তারা যারা এখন পর্যন্ত আসেনি। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যারা আপনার উম্মত হিসেবে এখনো আসেনি, আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন ? তিনি বললেন, তুমি আমায় বলো, যদি এক ব্যক্তির সাদা কপাল ও সাদা হাত-পরিশিষ্ট ঘোড়া কালো রং-এর ঘোড়ার দলে মিশে যায়, তাহলে সে কি নিজের ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবেনা ? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন ঃ অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তিনি বললেন ঃ ওই লোকেরা (অর্থাৎ আমার উম্মতগণ) অযূর কারণে (কিয়ামতের দিন) এমনভাবে আসবে যে, তাদের মুখমণ্ডল চমকাতে থাকবে। তাদের হাত-পাগুলোও উজ্জ্বল রূপ ধারণ করবে আর আমি তাদের পূর্বেই হাওযে কাওসারে পৌঁছে যাবো। (মুসলিম)

١٠٣٠ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا ؟ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْ : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ - رواه مسلم

১০৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবো না যার সাহায্যে

আল্লাহ্র পাক গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং সেই সঙ্গে মান-মর্যাদাও সমুন্নত করে দেবেন? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন ঃ অবশ্যই, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ কষ্টের সময়গুলোতে বেশি বেশি অযূ করা, মসজিদের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এই হলো রিবাত অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তার মনোপুত কাজের জন্যে সমর্পণ করা। (মুসলিম)

١٠٣١ . وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ - رواه مسلم

১০৩১. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। (মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতোপূর্বে সবর-এর অধ্যায়ে পরিপূর্ণরূপে উল্লেখিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমর বিন্ আবাসার হাদীসটি যা পূর্বে প্রত্যাশার অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে পুণ্যময় কাজ সংক্রান্ত একটি বিরাট হাদীস।

١٠٣٢ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأَ فَيُبْلِغُ - اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ - ثُمَّ قَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

১০৩২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই যে অযূ করে এবং বেশি পরিমাণে অযূ করে (এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে) এবং তারপর সে বলে "আশ্হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহূ"। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

তিরমিযী এ ব্যাপারে আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজআল্নী মিনাল মুতাতাহহিরীন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমায় তওবাকারীদের মধ্যে দাখিল করো এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত রাখো) কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ছিয়াশি
আযানের ফযীলত

١٠٣٣ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِىْ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِىْ التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِىْ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْاِسْتِهَامُ الْاِقْتِرَاعُ وَالتَّهْجِيْرُ التَّكْبِيْرُ اِلَى الصَّلَاةِ .

১০৩৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতে পারে যে, আযান বলা এবং (নামাযের) প্রথম কাতারে দাড়ানোর মধ্যে কতটা সওয়াব রয়েছে তাহলে বাজী ধরার মাধ্যম ছাড়া তা অর্জন করা সম্ভব হতো না। আর যদি তারা জানতে পারে যে, দ্রুত নামাযে সামিল হওয়ার মধ্যে কতটা সওয়াব রয়েছে তাহলে তারা দৌড়ে সেদিকে চলে আসত। আর যদি লোকেরা এশা এবং ফযরের নামাযের সওয়াব সম্পর্কে অবহিত থাকত তাহলে অবশ্যই ঐ দুই নামাযে সামিল হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

'আল-ইসতিহাম' অর্থ লটারীর সাহায্যে ভাগ্য গণণা করা। আত-তাহজীর অর্থ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দেরী না করা, সময় হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা।

١٠٣٤ . وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم

১০৩৪. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আযান প্রদানকারী মুয়ায্যিনগণের ঘাড় সমস্ত লোকের চেয়ে লম্বা হবে। (মুসলিম)

١٠٣٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رض قَالَ لَهٗ : اِنِّىْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ - اَوْ بَادِيَتِكَ - فَاَذَّنْتَ لِلصَّلٰوةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهٗ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ، وَلَاشَىْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : سَمِعْتُهٗ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - رواه البخارى .

১০৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী সা'সায়াহ্ বর্ণনা করেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করি যে, তুমি জঙ্গল এবং বকরী পালের মধ্যে থাকা পছন্দ কর। অতএব তুমি যখন নিজের বকরী পালন এবং জঙ্গলে থাক (বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে) তখন তুমি নামাযের জন্য আযান দিবে এবং উচু আওয়াজের সঙ্গে দিবে। এ কারণে যে, আযান প্রদানকারীর উচ্চতম আওয়াজ যে মানুষ বা প্রাণীই শ্রবণ করে, সে কিয়ামতের দিন তার জন্যে সাক্ষ্য দান করবে। হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি একথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। (বুখারী)

١٠٣٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ، فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا - وَاذْكُرْ كَذَا -لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى - متفق عليه

১০৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্যে আযান বলা হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে ছুটে চলে যায় এবং সে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে যায়, যাতে করে লোকেরা আযানের শব্দ শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন আবার সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্যে তাকবীর বলা হয়, তখন সে পালিয়ে যায় এমনকি যখন তকবীর পুরো হয়ে যায়, তখন সে ফিরে আসে যাতে মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে কুমন্ত্রনা দিতে পারে এবং বলতে থাকে অমুক জিনিসকে স্মরণ কর, অমুক জিনিসকে স্মরণ কর। এমনকি লোকটি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে কতটা নামায পড়েছে; এটাই তার মনে থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٣٧ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ، فَمَنْ سَاَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَتِيْ - رواه مسلم

১০৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন তোমরা সেই শব্দাবলীই উচ্চারণ করবে যা মুয়ায্যিন বলে থাকে। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়বে। এই কারণে যে, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ প্রেরণ করবে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি এর বিনিময়ে দশ রহমত প্রেরণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে উসিলার সাওয়াল কর। এই জন্য যে, তা জান্নাতে এমন একটি স্থান যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল একজন বান্দাই অধিকারী হবেন আর আমার প্রত্যাশা এই যে, সেই বান্দাটি আমিই। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য উসিলার সওয়াল করবে তার জন্য আমার সাফায়াত ওয়াজিব। (মুসলিম)

١٠٣٨ . وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ - متفق عليه

১০৩৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শোনো তখন সেই শব্দাবলীই উচ্চারণ কর, আযান প্রদানকারী যেগুলো উচ্চারণ করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٣٩ . وَعَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَا عَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى.

১০৩৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় এই কালেমাগুলো বলে (আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্

দাওয়াতিত তাম্মাতে ওয়াস্-সালাতিল কাইমাতে আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআদ্‌তাহু" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এই পূর্ণাঙ্গ দাওয়াতের প্রভু এবং দাড়ানো নামাযের পরওয়ারদিগার! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসিলা এবং ফযীলত দান কর। এবং তাঁকে সর্বোচ্চ প্রশংশিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। তাহলে তাঁর জন্যে কেয়ামতের দিন আমার সাফাওয়াত ওয়াজিব হবে। (বুখারী)

١٠٤٠ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ - رواه مسلم -

১০৪০. হযরত শাদ বিন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়ায্‌যিনের কথাগুলো শুনে একথা বলে, "আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লালাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদীতু বিল্লাহি রব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়াবিল ইসলামে দীনান" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে; আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এবং আল্লাহ্‌র প্রভু হওয়ার ব্যাপারে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করার ব্যাপারে ও ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি সম্মত হয়েছি, তাহলে তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٤١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ لَايُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১০৪১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান এবং তকবীরের মাঝখানের দো'আ রদ করা হয় না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সাতাশি
নামাযের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "অবশ্যি নামায অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)

١٠٤٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ

يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ ؟ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ ؟ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا - متفق عليه

১০৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বলো ঃ যদি তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সম্মুখ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার দেহে কি কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সুতরাং পাঁচ বার নামাযের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, আল্লাহ এগুলোর মাধ্যমে গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٣ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ جَارٍ عَلٰى بَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ - رواه مسلم .

১০৪৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হলো সেই নহরের (নদী) মতো যাতে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে। যা তোমাদের কারোর বাড়ির সম্মুখ ভাগ দিয়ে প্রবাহিত এবং সে তাতে প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করে। (মুসলিম)

١٠٤٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اَلِيْ هٰذَا قَالَ : لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - متفق عليه -

১০৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলার চুম্বন গ্রহণ করে ; এরপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হয় এবং তাকে সবকিছু খুলে বলে। এরপর আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন ঃ দিনের দুই প্রান্তে নামায কায়েম করো এবং রাতের প্রহরগুলোতেও। নিঃসন্দেহে পুণ্যময় কাজ পাপাচারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (সূরা হুদ ঃ ১১৪) লোকটি নিবেদন করলো ঃ (হে আল্লাহ্র রাসূল) এই বিধানটি কি বিশেষভাবে আমার জন্যে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার সমগ্র উম্মতের জন্যে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٥ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلصَّلٰوتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ - رواه مسلم

১০৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফ্ফারা তূল্য, অবশ্য এর মধ্যে যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়। (মুসলিম)

١٠٤٦ . وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ امْرِىٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةَ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا ، وَخُشُوْعَهَا وَ رُكُوْعَهَا ، اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيْرَةٌ وَذٰالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ - رواه مسلم

১০৪৬. হযরত উসমান বিন্ আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে মুসলমানেরই ফরয নামাযের সময় হয়ে যায়, তারপর সে ভালোভাবে অযূ করে এবং খুশূ-খুজুর সাথে (নিবিষ্টচিত্তে) রুকূ-সিজদা করে। তার জন্যে সে নামায পূর্বেকার গুনাসমূহের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়, অবশ্য সে যদি আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয় এবং এই ধারাই পরবর্তিতে অব্যাহত থাকে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আটাশি

ফজর ও আসর-এর নামাযের ফযীলত

١٠٤٧ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - متفق عليه. اَلْبَرْدَانِ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ .

১০৪৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিই দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায (সঠিকভাবে) আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল-বারদানে' হচ্ছে ফজর ও আসরের নামায।

١٠٤٨ . وَعَنْ اَبِىْ زُهَيْرٍ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا - يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ - رواه مسلم

১০৪৮. হযরত আবু যুহাইর উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেকার নামায (অর্থাৎ ফজরের নামায) এবং সূর্য ডোবার পূর্বেকার নামায (অর্থাৎ আসরের নামায) আদায় করল, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা। (মুসলিম)

١٠٤٩ . وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَانْظُرْ يَاابْنَ اٰدَمَ لَايَطْلُبَنَّكَ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ - رواه مسلم

১০৪৯. হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো, সে আল্লাহ্র যিম্মায় চলে গেল। অতএব হে আদম সন্তান! তুমি চিন্তা-ভাবনা করে নাও, আল্লাহ তোমাদের থেকে আপন যিম্মায় অন্তর্ভুক্ত কোন্ জিনিসটির দাবি করবেন না। (মুসলিম)

١٠٥٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَ يَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وصَلٰوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمُ اللّٰهُ - وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ - متفق عليه

১০৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাত ও দিনের ফেরেশতারা তোমাদের মাঝে পালাক্রমে আগমন করেন এবং ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হন; অতপর সেই ফেরেশতারা যারা তোমাদের মাঝে রাত অতিবাহন করেছেন আসমানের দিকে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ অথচ আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত— তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো, তাঁরা বলেন ঃ আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা নামায পড়ছিল এবং আমরা তাদের কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছলাম যে, তারা নামায পড়ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥١ . وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رض قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ : اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَّتُغْلَبُوْنَ عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ

১০৫১. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজাল্লি (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি চতুর্দশ রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা আপন প্রভুকে (আখিরাতে) ঠিক সেভাবে দেখবে, যেভাবে এই চাঁদকে তোমরা দেখছো। তখন আল্লাহ্‌র দীদার লাভে তোমাদের কোনোই কষ্ট হবেনা। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বেকার নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বেকার নামায আদায় করতে অপারগ না হও, তবে তা-ই কোরো, অর্থাৎ ওই দুটি নামায যথারীতি আদায় কোরো। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তিনি চতুর্দশ রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

١٠٥٢ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ - رواه البخارى

১০৫২. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসর-এর নামায ছেড়ে দিল, তার সমস্ত 'আমলই বাতিল হয়ে গেল। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত উনানব্বই

মসজিদের দিকে যাওয়ার ফযীলত

١٠٥٣ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ - متفق عليه

১০৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধায় মসজিদের দিকে গমন করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। যখনি সকাল-সন্ধা সে গমন করে, তখনই ঘটে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٤ . وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَّالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً - رواه مسلم

১০৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘর, অর্থাৎ মসজিদের দিকে রওয়ানা করে, যাতে করে সে আল্লাহ্‌র ফরযগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি ফরয আদায় করতে পারে, তার পদক্ষেপের মধ্যে থেকে একটি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একটি গুনাহ দূরীভুত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপের ফলে একটি মর্যাদা সমুন্নত হয়। (মুসলিম)

١٠٥٥ . وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَتْ لَاتُخْطِئُهُ صَلٰوةٌ فَقِيْلَ لَهُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ : مَايَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ يُّكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ - رواه مسلم

১০৫৫. হযরত উবাই বিন্ কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারীর বাড়ি মসজিদ থেকে আমার জানা মতে সবচাইতে দূরে ছিল। কিন্তু তার কোনো নামাযই জামাআত থেকে বাদ পড়তোনা। উক্ত সাহাবীকে বলা হলো, (কতইনা ভালো হতো) তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করতে এবং অন্ধকার রাতে ও কঠিন গরমে তার ওপর সওয়ার হয়ে যাতায়াত করতে! লোকটি জবাব দিল, আমার ঘর মসজিদের একেবারে কাছাকাছি হোক, এটা আমার মনোপুত নয়; আমি বরং চাই যে, আমার মসজিদের দিকে চলা এবং সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসার ব্যাপারে সওয়াব লেখা হোক। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ সংক্রান্ত তামাম সওয়াব আল্লাহ তোমার জন্যে জমা করে রেখেছেন। (মুসলিম)

١٠٥٦ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ

النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالُوْا، نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ : بَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ، اٰثَارُكُمْ فَقَالُوْا : مَا يَسُرُّنَا اَنَّ كُنَّا تَحَوَّلْنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ اَنَسٍ -

১০৫৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, মসজিদের আশপাশে কিছু জায়গা খালি পড়ে ছিল। বনু সালাম গোত্রের লোকেরা মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। এ খবর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা মসজিদের কাছাকাছি আসতে চাও। তারা নিবেদন করলো ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এরকমই ইরাদা করেছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বনু সালাম! তোমরা নিজেদের ঘরেই থাকো। তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে। এ কথা শুনে তাঁরা বললেন ঃ আমরা (এখান থেকে) অন্যত্র যাওয়ার ব্যাপারটাকে আর পছন্দ করছিনা। (মুসলিম)

বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে একই রূপ বক্তব্য রেওয়ায়েত করেছেন।

١٠٥٧ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ اَجْرًا فِىْ الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَمْشًى فَاَبْعَدُهُمْ - وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيْهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِىْ يُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَنَامُ - متفق عليه

১০৫৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের ব্যাপারে সমস্ত লোকের চেয়ে বেশি সওয়াবের অধিকারী হবেন সেই ব্যক্তি যিনি সবার চেয়ে বেশি দূরবর্তী স্থান থেকে মসজিদে আসেন এবং যিনি ইমামের সঙ্গে নামায পড়ার জন্যে অপেক্ষায় থাকেন। এহেন ব্যক্তির সওয়াব ও প্রতিফল সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি, যিনি একাকী নামায পড়েন এবং তারপর শুয়ে যান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٨ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : بَشِّرُوْا الْمَشَّائِيْنَ فِىْ الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه ابو داود والترمذى

১০৫৮. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব লোক অন্ধকার রাতে মসজিদের দিকে গমন করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ আলোয় সমুজ্জল হওয়ার সুসংবাদ দান করো। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٠٥٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- قَالَ : اِسْبَاغُ الْوَضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ - رواه مسلم -

১০৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবোনা, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং সেই সঙ্গে তোমাদের মর্যাদাকেও সমুন্নত করবেন? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন ঃ অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কষ্ট-ক্লেশের সময় বেশি বেশি অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদক্ষেপ ফেলা, এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা। ব্যস, এই হলো রিবাত অর্থাৎ সীমান্তগুলোকে হেফাজত করা। (মুসলিম)

١٠٦٠ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-

رواه الترمذى وقال حديث حسن

১০৬০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে বারবার মসজিদে আসতে দেখবে, তখন তোমরা তার মুমিন হবার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোকে (প্রকৃতপক্ষে) তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে। (তিরমিযী)

তিনি বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত নব্বই

নামাযের অপেক্ষায় থাকার ফযীলত

١٠٦١ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا دَامَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهٗ لَا يَمْنَعُهٗ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا الصَّلٰوةَ - متفق عليه

১০৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার প্রতিটি ব্যক্তিই নামাযের মধ্যে অবস্থান করে, যতক্ষণ নামায তাকে আবেষ্টন করে রাখে। নামায ছাড়া আর কিছুই তাকে বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٢ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَّادَامَ فِىْ مُصَلَاةُ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ - رواه البخارى

১০৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফেরেশতারা তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে ইস্তেগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে। যতক্ষণ লোকেরা নামায আদায়ের পর জায়নামাযের ওপর বসে থাকে এবং

তাদের অযূ নষ্ট হয়না ততক্ষণ ফেরেশতারা বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো। (বুখারী)

١٠٦٣ . وَعَنْ أَنَسٍ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ إِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَقَالَ : صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا - رواه البخارى

১০৬৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে 'এশার নামায অর্ধেক রাত অবধি বিলম্বিত করেন। অতঃপর আমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন ঃ সমস্ত লোক নামায পড়ে শুয়ে গেছে, আর তোমরা যথারীতি নামাযের মধ্যে রয়েছো, যতক্ষণ তোমরা নামাযের অপেক্ষায় ছিলে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত একানব্বই

জামা'আতের সাথে নামাযের ফযীলত

١٠٦٤ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً - متفق عليه

১০৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামাআতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি ফযীলতময়। (বুখারী ও মসিলিম)

١٠٦٥ . وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَايُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلٰوةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَإِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ مَالَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ فِيْ صَلٰوةٍ مَاانْتَظَرَ الصَّلٰوةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .

১০৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা তার বাড়ি ও বাজারের নামাযের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। আর এটা এজন্য যে, যখন সে ভাল অযূ করে তারপর মসজিদের দিকে রওয়ানা করে এবং শুধু নামাযের জন্যই ঘর থেকে বের হয় এবং কেবল এই উদ্দেশ্যেই সে পা ফেলে তখন তার একটি মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং সে কারণে তার একটি ভ্রান্তি মাফ হয়ে যায়। তারপর সে যখন নামায পড়ে তখন ফেরেশতাগণ তার জন্যে মাগফিরাতের দো'আ করতে থাকে। যতক্ষণ সে তার জায়নামাযের ওপর থাকে এবং সে

বেঅযু অথবা তার অযু নষ্ট হয় না ততক্ষণ ফেরেশতারা এই মর্মে দো'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ্ ! এর প্রতি রহম কর, হে আল্লাহ! এর প্রতি মেহেরবানী কর। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই অবস্থান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে এই শব্দগুলো বুখারীর।

١٠٦٦ . وَعَنْهُ قَالَ : اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهٗ فَيُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهٗ، فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : فَاَجِبْ - رواه مسلم .

১০৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলো এবং নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। লোকটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই জন্য নিবেদন করল যে, তিনি তাকে ঘরেই নামায আদায় করার অনুমতি দেবেন, তাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? লোকটি বললো ঃ "জ্বি হ্যাঁ"। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আযানের আওয়াজ শুনে লাব্বায়েক বলে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার জন্যে মসজিদে চলে এসো। (মুসলিম)

١٠٦٧ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ عَمْرُ وَبْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْمُؤَذِّنِ رض اَنَّهٗ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ ؟ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّهَلًا - رواه ابو داود، بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ وَمَعْنٰى حَيَّهَلا تَعَالَى

১০৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তুম আল-মুয়াজ্জীন বর্ণনা করেন, তিনি নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! মদিনা শরীফে অনেক বড় বিষাক্ত পোকা মাকড় ও জন্তু রয়েছে (আর আমি অন্ধ মানুষ) এমতাবস্থায় আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি হাইয়ালাস্সালাহ, হাইয়ালাল ফালাহ (নামাযের দিকে ছুটে এসো, কল্যাণের দিকে ছুটে এসো) শুনতে পাও। তাহলে নামাযের জন্য আসো।

আবু দাঊদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٦٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ - متفق عليه .

১০৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, আমি ইচ্ছা করেছি যে, লোকদেরকে লাকড়ি জমা করার আদেশ দেব, তারপর নামাযের জন্য আযান দিতে বলবো। তারপর এক ব্যক্তিকে নামায পড়াতে আদেশ দেবো, তারপরে আমি তাদের দিকে যাবো (যে লোকেরা জামা'আতে উপস্থিত হয় না) এবং তাদের ঘরগুলোকে জ্বালিয়ে দেবো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٩ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى غَدًا مُّسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰـؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ، فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَ اِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ - رواه مسلم. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ -

১০৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, কাল সে ইসলামের ভেতর থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত হল নামায সমূহের হেফাজত করা, যখন নামাযের আযান বলা হবে। আল্লাহ পাক তোমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়েতের নিয়মগুলো চালু করছেন। নামাযও হেদায়েতের নিয়মগুলোর অন্যতম। যদি তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়তে থাক যেমন এই সব ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ঘরে নামায পড়ে তাহলে তোমরা আপন নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তোমরা আপন নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দাও তাহলে গুমরাহ্ হয়ে যাবে। আমি দেখেছি কোনো মুসলমান নামায থেকে পিছনে থাকতো না, পিছনে থাকতো কেবল সেই সব লোক যারা মুনাফিক, যাদের নেফাক সকলের জানা। অবশ্য জেনে রাখ এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে দুই ব্যক্তির মাঝখানে আশ্রয় দিয়ে তাকে আনা হতো, এমনকি তাকে জামাতের কাতারে খাড়া করে দেয়া হত। (মুসলিম)

এই পর্যায়ে অন্য এক রেওয়াতে মুসলিম বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হেদায়েতের নিয়ম শিখিয়েছেন, এই নিয়মগুলোর অন্যতম হলো মসজিদে নামায আদায় করা, যার মধ্যে আযানও শমিল রয়েছে।

١٠٧٠ . وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ - فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ .

১০৭০. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে মহল্লায় এবং জঙ্গলে তিন ব্যক্তি (মুসলমান) উপস্থিত থাকবে, সেখানে নামাযের জামা'আত না হলে তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব, তোমরা জামা'আতকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। কেননা, ভেড়াগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকলে নেকড়ে খুব সহজেই তাদের খেয়ে ফেলে।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত বিরানব্বই

ফজর ও এশার জামা'আতে উপস্থিত থাকার তাগিদ

١٠٧١ . عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - رواه مسلم . وَفِيْ رِوَايَةِ التِرْمِذِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَفِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ قَالَ التِرمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৭১. হযরত উসমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত 'কিয়াম করলো; আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামা'আতের সাথে আদায় করলো সে যেন তামাম রাতই নামায আদায় করলো। (মুসলিম)

আর তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত উসমান (রা) বলেন ; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে পড়লো, সে অর্ধেক রাতের নামাযের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়লো, সে সমগ্র রাতের পড়ার সওয়াব পাবে।

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٠٧٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا - متفق عليه وَقَدْ سَبَقَ بِطُوْلِهِ .

১০৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতে পারে যে, এশা ও ফজরের নামাযে বা জামা'আতের সওয়াব কতো, তাহলে ঐ দুটি নামাযের জামা'আতে তারা অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতোপূর্বেও সবিস্তারে উল্লেখিত হয়েছে।

١٠٧٣ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا - متفق عليه .

১০৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকদের জন্যে ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে ভারী বোঝা আর কোনো নামাযে নেই। তারা যদি এই দুই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে অবহিত থাকতো তাহলে অবশ্যই এই দুয়ের জামা'আতে উপস্থিত থাকতো। (বুখারী ও মসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত তিরানব্বই

ফরয নামাযের তত্ত্বাবধানের আদেশ এবং তা ছাড়ার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (মুসলিমগণ!) সমস্ত নামায বিশেষত মধ্যবর্তী নামায (অর্থাৎ আসরের নামায) পূর্ণ হেফাজতের সাথে আদায় করো। (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

আর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তওবা ঃ ৫)

١٠٧٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - متفق عليه

১০৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি ফযীলতময়? তিনি বলেন ঃ 'নামাযকে তার সময় মতো আদায় করা।' আমি নিবেদন করলাম ঃ এরপর কোনটি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরপর কোনটি ? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা'। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٥ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - متفق عليه

১০৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর ঃ (১) একথার সাক্ষ্য

দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٦ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - متفق عليه .

১০৭৬. হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন লোকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সেই সঙ্গে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা একাজ গুলো করতে থাকবে, তখন আমার থেকে তারা নিজেদের রক্ত (জীবন) এবং ধন-মাল রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু ইসলামের হক (অবশিষ্ট থাকবে) এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকবে।

١٠٧٧ . وَعَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ - متفق عليه

১০৭৭. হযরত মু'আয (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় ইয়েমেনের দিকে প্রেরণ করেন এবং বলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের একটি জাতির কাছে পৌঁছিবে। তখন তাদেরকে এই কথার দিকে আহবান জানাবে ঃ তারা যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্ রাসূল! এরপর তারা যদি একথার আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দিন রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন। তারা যদি একথার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনবান লোকদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্র লোকদের জন্যে ব্যয় করা হবে। তারা যদি একথাও স্বীকার করে নেয়, তাহলে তোমার নিজেকে তাদের উত্তম ধনমাল থেকে বাঁচাতে হবে। আর মজলুমের বদ্‌দোআ থেকেও বাঁচাতে হবে। এই কারণে যে, মজলুমের বদ্‌দো'আ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন আড়াল থাকেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٨ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ - رواه مسلم

১০৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি; মানুষের এবং শিরক ও কুফরের মাধ্যকার ফারাক হলো নামায পরিহার করা। (মুসলিম)

১০৭৯ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ - رَوَاهُ التِّرمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১০৭৯. হযরত বুড়াইদা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাযের অঙ্গীকার। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল, সে কাফির হয়ে গেল। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১০৮০ . وَعَنْ شَقِيْقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التَّابِعِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلٰى جَلَالَتِهِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ فِىْ كِتَابِ الْاِيْمَانِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

১০৮০. হযরত শফীক বিন আবদুল্লাহ তাবেয়ী (যার প্রভাব ও প্রতাপের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম নামায ছাড়া অন্য কোনো আমলের পরিহারকে কুফরী মনে করতেন না।

তিরমিযী 'কিতাবুল ঈমানে' বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৮১ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَايُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهٗ فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَ اَنْجَحَ وَ اِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا نْتَقَصَ مَنَ الْفَرِيْضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُوْنَ سَائِرُ اَعْمَالِهِ عَلٰى هٰذَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

১০৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি জিজ্ঞেস করা হবে, তাহলো তার নামায। কাজেই তার নামায যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে সে কামিয়াব হবে, আল্লাহ্‌র কাছে থেকে সে নিজের মকসুদকে যথার্থভাবে পেয়ে যাবে। আর যদি তার নামায খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে। তদুপরি, যদি তার কোনো ফরয কাজে ঘাটতি পাওয়া যায় তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেনঃ দেখো, আমার বান্দাদের কিছু নফল কাজও আছে। কাজেই নফলের দ্বারা তার ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর তার সমস্ত আমলের হিসাব এই পন্থায়ই গ্রহণ করা হবে। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত চুরানব্বই

নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত ঃ কাতারে মিলে দাঁড়ানোর তাগিদ

١٠٨٢ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاَوَّلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ - رواه مسلم

১০৮২. হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কেন সেভাবে কাতার তৈরি করছো না যেভাবে ফেরেশতারা আপন প্রভুর সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ আপন প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হয়? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা প্রথম কাতারকে পূর্ণ করে এবং কাতারে একে অপরের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهِمُوْا - متفق عليه

১০৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি লোকেরা জানতো যে, আযান বলা এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কতটা সওয়াব নিহিত তাহলে লটারী ছাড়া আর কোনো উপায়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো না। (বুখারী)

١٠٨٤ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا - رواه مسلم

১০৮৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথমটি আর নিকৃষ্ট হলো শেষটি। আর মহিলাদের উত্তম কাতার হলো শেষটি আর খারাপ হলো প্রথমটি। (মুসলিম)

١٠٨٥ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَاَخُّرًا، فَقَالَ : لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَاْتَمُّوْا بِىْ، وَلْيَاْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَايَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ - رواه مسلم

১০৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের দেখলেন, তারা পিছনের কাতারে দাঁড়ান। এটা লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে বললেন, প্রথম কাতারে এসে দাঁড়াও এবং আমার অনুসরণ করো। আর তোমাদের অনুসরণ করবে সেই লোকেরা যারা তোমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু লোক বরাবর পিছনেই থেকে যাবে। এমনকি আল্লাহ তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পিছনে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

١٠٨٦ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِىْ الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ: اِسْتَوُوْا وَ لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُوْا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - رواه مسلم -

১০৮৬. হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেন ঃ সমান হয়ে যাও আর তোমরা মতবিরোধ করোনা। কেননা তার ফলে তোমাদের অন্তর পরস্পর থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যেকার বুদ্ধিমান ও সমঝদার লোকেরা আমার কাছাকাছি থাকো। তারপর সেই লোকেরা যারা তাদের কাছাকাছি। তারপর সেই লোকেরা যারা তাদের নিকটবর্তী। (মুসলিম)

١٠٨٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِبُخَارِىٍّ فَاِنَّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ

১০৮৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজেদের কাতারগুলোকে সমান করো এই কারণে যে, কাতার সমান করা নামাযকে পূর্ণ করার অন্তর্ভূক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, কাতার সমান করা নামায কায়েম করার অন্তর্ভূক্ত।

١٠٨٨ . وَعَنْهُ قَالَ : اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِّنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ - رواه البخارى. بِلَفْظِهِ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهٗ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهٖ وَقَدَمَهٗ بِقَدَمِهٖ .

১০৮৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নামাযের এক্বামত বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তার মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ নিজেদের কাতারগুলোকে সোজা করো এবং পরস্পর মিলেমিশে দাঁড়াও। এই কারণে যে, আমি তোমাদেরকে আপন পিঠের পিছন থেকে দেখছি।

এই শব্দগুলো বুখারীর। আর ইমাম মুসলিম এর সমার্থক শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আমাদের প্রত্যেকেই আপন কাঁধকে আপন সঙ্গীর কাঁধের সাথে এবং আপন পা-কে তার পায়ের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলাম।

١٠٨٩ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ

يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ : عِبَادَ اللّٰهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ -

১০৮৯. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমাদের আপন কাতারগুলোকে সঠিক করতে হবে নচেৎ আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারাগুলোকে বিভিন্ন রূপ করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলোকে সোজা করে দিতেন। এমন কি মনে হতো যে, এর সাথে তিনি যেন তীরগুলোকেও সোজা করছেন। আমরা বিষয়টি তার কাছে থেকেই শিখেছি। তিনি একদিন বাইরে বেরুলেন এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করছিলেন এমন সময় তিনি একটি লোককে দেখলেন, তার বুকের অংশ কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা কাতারগুলোকে সমান রাখো, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোকে বিভিন্নরূপ করে দেবেন।

١٠٩٠ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَا كِبَنَا وَيَقُوْلُ : لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، وَكَانَ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْاَوَّلِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ

১০৯০. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতার সঠিক করার সময় একদিক থেকে আরেক দিক যেতেন। আমাদের বুক ও কাঁধগুলোতে হাত বুলাতেন এবং বলতেন ঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িওনা, তাহলে তোমাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারে রহমত প্রেরণ করেন।

আবু দাউদ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَا رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَّصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

১০৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযের) কাতারগুলোকে সোজা রাখো এবং কাঁধগুলোতে নরম হয়ে যাও এবং শয়তানের জন্যে পথ ছেড়ে দিওনা। যে ব্যক্তি (নামাযের) কাতারকে মিলিয়ে নেয়, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারকে ভেঙে দেয়, আল্লাহ তাকে ভেঙে দেবেন।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٢ . وَعَنْ أَنَسٍ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ : فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَي الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ -حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِالسَّنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. اَلْحَذَفُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوْحَتَيْنِ ثُمَّ فَاءٌ وَهِيَ غَنَمٌ سُوْدٌ صِغَارٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ .

১০৯২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযের) কাতারগুলোকে সোজা করো, পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও এবং ঘাড়গুলোকে সমান রাখো। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, শয়তান (নামাযের) কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, যেন সে বকরীর বাচ্চা।

হাদীসটি সহীহ; আবু দাউদ মুসলিমের শর্তের সনদসহ এটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত আল-হাযাফ অর্থ ছোট কালো বকরী, যা সাধারণত ইয়েমেনে পাওয়া যায়।

١٠٩٣ . وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِيْ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِالسَّنَادِ حَسَانٍ

১০৯৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযের) প্রথম কাতারকে পূরণ করো। এরপর সেই কাতার যেটি এর সাথে মিলিত হয়। কাতারে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সর্ব শেষ কাতারে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٠٩٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْ تَوْفِيْقِهِ -

১০৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ (নামাযের) কাতারের ডান দিকের লোকদের প্রতি রহমত ও ইস্তেগ্ফার প্রেরণ করেন।

আবু দাউদ মুসলিমের শর্তের সনদসহ এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٠٩٥ . وَعَنِ الْبَرَاءِ رض قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ -أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ - رواه مسلم

১০৯৫. হযরত বারাআ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম তখন তাঁর ডান বরাবর দাঁড়াতে আমাদের কাছে খুব প্রিয় মনে হতো, যাতে করে তিনি (মুখ ফিরিয়ে বসার সময়) তাঁর চেহারা মুবারক আমাদের দিকে সহজে ঘুরাতে পারেন। আমি তাঁকে এই দো'আ করতে শুনেছি; হে আমাদের প্রভু! সেই দিন আমাকে তোমার আযাব থেকে বাঁচাও যেদিন তুমি আপন বান্দাদের উঠাবে কিংবা একত্র করবে। (মুসলিম)

١٠٩٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسِّطُوْا الاِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ - رواه ابو داود.

১০৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামকে (জামায়াতের) মাঝ বরাবর দাঁড় করাও এবং কাতারগুলোর ফাঁক পূর্ণ করো। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ একশত পঁচানব্বই

ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায়ের ফযীলত

١٠٩٧ . عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُّصَلِّىْ لِلّٰهِ تَعَالٰى كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ اِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ، اَوْ اِلَّابُنِىَ لَهٗ بَيْتٌ فِىْ الْجَنَّةِ - رواه مسلم

১০৯৭. হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে মুসলমানই প্রতিদিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে বারো রাক'আত নফল (নামায) পড়ে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে ঘর বানাবেন কিংবা জান্নাতে তার জন্যে ঘর বানানো হয়। (মুসলিম)

١٠٩٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ - متفق عليه

১০৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দু'রাকআত এবং তারপর দু'রাকআত (নামায) পড়েছি, এছাড়া জুমআর (ফরয নামাযের) পর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত এবং ইশার পর দু'রাকআত পড়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٩٩ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلٰوةٌ وَبَيْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلٰوةٌ قَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْمُرَادُ بِالْاَذَانَيْنِ الْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ .

১০৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি দুই আযানের (অর্থাৎ আযান ও তাকবীর) মধ্যে নামায রয়েছে। প্রতি দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। তৃতীয় বার বলেন ঃ অবশ্য যে ব্যক্তি পড়তে চায়। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আযানাঈন' অর্থাৎ দুই আযান কথার অর্থ হলো ঃ আযান ও তাকবীর।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত ছিয়ানব্বই

সকালের দু' রাক'আত সুন্নাতি নামাযের তাগিদ

١١٠٠. عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ - رواه البخارى

১১০০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের পূর্বে চার এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায কখনো ছেড়ে দিতেন না। (বুখারী)

١١٠١ . وَعَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَىْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْهُ عَلٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ - متفق عليه -

১১০১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই সুন্নাতের মুকাবিলায় অন্য কোনো নফলের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠٢ . وَعَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - رواه مسلم. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا .

১১০২. হযরত আয়েশা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; এ দুই (রাকা'আত) আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে প্রিয়।

١١٠٣ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رض مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا بِاَمْرٍ سَاَلَهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ جِدًّا فَقَامَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ وَتَابَعَ اَذَا انَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى بِالنَّاسِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَيْهُ بِاَمْرٍ سَاَلَيْهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ جِدًّا وَاَنَّهُ اَبْطَاَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ يَعْنِىْ النَّبِىِّ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَصْبَحْتَ جِدًا فَقَالَ : لَوْ اَصْبَحْتُ اَكْثَرَ مِمَّا اَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَاَحْسَنْتُهُمَا وَاَجْمَلْتُهُمَا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ .

১১০৩. হযরত আবু আবদুল্লাহ বিলাল ইবনে রিবাহ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে ফজরের নামায সম্পর্কে খবর দিতে এলেন। এসময় হযরত আয়েশা (রা) বেলালের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। এর ফলে সকালটা খুব বেশি উজ্জল হয়ে গেল। এরপর বেলাল (রা) দাঁড়ালেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের সময় সম্পর্কে খবর দিলেন। এমন কি তিনি দু'বার বললেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্যে খুব দ্রুত বেরুলেন না। তারপর যখন বাইরে এলেন তখন তিনি নামায পড়ালেন। হযরত বেলাল (রা) তাঁকে বললেন ঃ হযরত আয়েশ (রা) কোনো এক বিষয়ে জিজ্ঞাসার জন্যে তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিলেন, এবং সকালটাও একটু বেশি উজ্জল হয়ে গিয়েছিল। আর আপনিও বাইরে বেরুতে দেরী করে ফেললেন। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়ে নিয়েছিলাম। হযরত বেলাল (রা) নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো সকালকে খুব বেশি উজ্জল করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ যদি সকালটা এর চেয়েও বেশি উজ্জল হয়ে যেত তাহলেও আমি ফজরের সুন্নাত নামাযকে খুব সুন্দর ভাবে আদায় করতাম। (আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত সাতানব্বই
ফজরের সুন্নাত নামায সংক্ষেপে আদায় করা

١١٠٤ . عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتّٰى اَقُوْلَ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ -

১১০৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের আযান ও তকবীরের মাঝে হালকা ধরনের দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই দুই গ্রন্থের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত তিনি সংক্ষেপে পড়তেন। এমন কি আমি অনুভব করতাম যে, তিনি এই দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তো! মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি ফজরের আযান শোনা মাত্রই সংক্ষেপে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, সকাল হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ......

١١٠٥ . وَعَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنَ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّىْ اِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ -

১১০৫. হযরত হাফসা (রা) বর্ণনা করেন, মুয়ায্যিন যখন সকালের আযান বলে, এবং প্রভাত উদয় হয়ে যায়, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রওয়ায়েতে বলা হয়েছে, প্রভাতের উদয় হওয়ার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হালকা ধরনের দু'রাআত নামায আদায় করতেন।

١١٠٦ . وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنَ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ، وَكَاَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ - متفق عليه

১১০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুই রাক'আত করে নফল নামায আদায় করতেন, রাতের শেষভাগে এক রাক'আত বিতর পড়তেন। আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। (আযানের পরপরই দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন) যেমন কোনো ব্যক্তি দুই রাকআত সুন্নাত পড়ছে। মনে হতো তার কানে তকবীরের আওয়াজ এলো এবং সে দ্রুত নামায শেষ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا : قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُمَا، اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ. وَفِىْ رَوَايَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ : الَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

رواهما مسلم

১১০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা বাকারার আয়াত 'কূলু আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা' (সূরা বাকারার ১৩ আয়াত শেষ পর্যন্ত) এবং দ্বিতীয় রাকআতে আ-মান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ্ বিআন্না মুসলিমুন (আলে ইমরান ৫২ আয়াত) অবধি পড়তেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে। দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে-ইমরানের আয়াত 'তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়েম বাইনানা ও বাইনাকুম' পড়তেন। (মুসলিম)

١١٠٨ . وَعنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - رَوَاهُ مُسلم

১১০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামাযে 'কূল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' এবং 'কূল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরা দুটি পাঠ করতেন। (মুসলিম)

١١٠٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১১০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক মাস পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের সুন্নাতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' এবং 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরা দুটি পাঠ করতে শুনেছি। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ একশত আটানব্বই

সকালের সুন্নাত নামাযের পর (কিছুক্ষণের জন্য) ডান কাতে শোয়ার উপদেশ। রাতে তাহাজ্জুদ পড়া হোক কিংবা নাহোক

١١١٠ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ

- رواه البخاري

১১১০. হযরত আয়েশ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকালের ফযরের সুন্নাত নামায আদায় করে নিতেন, তখন (কিছুক্ষণের জন্যে) নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। (বুখারী)

١١١١ . وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ هٰكَذَا حَتّٰى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ- رواه مسلم. قَوْلُهَا يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، هٰكَذَا هُوَ فِيْ مُسْلِمٍ وَمَعْنَاهُ : بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

১১১১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার (ফরয) নামায সমাপনের পর সকাল পর্যন্ত এগারো রাক'আত নামায পড়তেন এবং প্রতি দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাতেন; এছাড়া এক রাকআত বিতর পড়তেন। যখন ফজরের আযান শেষে মুআয্যিন নীরব হয়ে যেতেন, সকালের উজ্জলতা প্রকাশ পেত এবং মুয়ায্যিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হতেন, তখন উঠে গিয়ে তিনি হালকা মতো দুই রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর ঠিক এভাবে (বাস্তবে করে দেখালেন) তারপর এভাবে তিনি ডান কাতে শুয়ে যেতেন। এমন কি, তাঁর কাছে ইকামতের জন্যে মুআয্যিন এসে পড়তেন। (মুসলিম)

'ইয়ুসাল্লিমু বাইনা কুল্লে রাক্আতাঈন' সহীহ মুসলিমে এই শব্দাবলী এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, দুই রাক'আতের পর তিনি সালাম ফিরাতেন।

١١١٢ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

১১১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন ফজরের সুন্নাত নামায পড়ে নেবে তখন সে যেন (কিছুক্ষণের জন্য) নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়ে।

আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ একশত নিরানব্বই

জুহরের সুন্নাত নামাযসমূহের বর্ণনা

١١١٣ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا - متفق عليه

১১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি জুহরের আগে এবং জুহরের পরে রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে দুই দুই রাক'আত করে নামায পড়েছি।

(বুখারী ও মুসলিম)

١١١٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ - رواه البخارى.

১১১৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের পূর্বে কখনো চার রাকআত (সুন্নাত) নামায ত্যাগ করতেন না।

١١١٥ . وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ بَيْتِىْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ - وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ -رواه مسلم

১১১৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে জুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। তারপর তিনি বাইরে বেড়িয়ে যেতেন এবং লোকদেরকে (ফরয নামায) পড়াতেন। এরপর তিনি ঘরে ফিরে আসতেন এবং দু'রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর লোকদেরকে মাগরিবের নামায

---

১. সকালের দু'রাক'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে একটু শোয়া সুন্নাত। কিছু কিছু লোকের বক্তব্য হলো, যদি সুন্নাত ঘরে পড়া হয় তাহলে শোয়া সুন্নাত — এটা ঠিক নয়। তবে এ ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়। যেমন, হাফেয ইবনে কাইয়্যেম বলেছেন; যে ব্যক্তি শোয় না তার নামায সহীহ নয়। (অনুবাদক)

পড়াতেন। এরপর আমার ঘরে আসতেন এবং দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে 'এশার নামায পড়াতেন এবং আমার ঘরে তসরীফ আনতেন। এবং দু' রাক'আত নামায পড়তেন। (মুসলিম)

١١١٦ . وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ اَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১১৬. হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুহ্‌রের পূর্বে চার এবং তারপর চার রাক'আত হেফাযত করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্যে দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١١١٧ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ السَّائِبِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ : اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِىْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

১১১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর এবং জুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তেন, এবং বলতেন ঃ এটা এমন একটি সময় যখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। সুতরাং এই সময়ে আমার কোনো সৎ কাজ আসমানের দিকে উত্থিত হোক, এটাকে আমি খুব প্রিয় মনে করি। (তিরমিযী)

ইমাম তরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١١١٨ . وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَاهُنَّ بَعْدَهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَال حَدِيْثٌ حَسَنٌ

১১১৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি জুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়তে না পারতেন, তাহলে তা জুহরের পরে পড়তেন। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত

আসরের সুন্নাত নামায

١١١٩ . عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رض قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ قَبْلَ لْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১১১৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন। এই রাকআতগুলোর তিনি পৃথকভাবে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ফেরেশতাবৃন্দ, মুসলমানগণ ও মুমিনদের প্রতি সালাম বলতেন।

তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, হাদীসটি হাসান।

١١٢٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১১২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে আসরের নামাযের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١١٢١ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১১২১. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দুই রাকআত (নামায) পড়তেন।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত এক

মাগরিবের (ফরয) নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামাযসমূহ

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস দুটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেই দুটি হাদীসই সহীহ্ এবং সে দুটির মর্মার্থ হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١١٢٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ - رواه البخاري .

১১২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (দু'বার বলেছেন) মাগরিবের নামাযের পূর্বে (দু' রাকআত নফল) পড়। তৃতীয় বার বলেছেন। যে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় সে যেন পড়ে। (বুখারী)

١١٢٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : لَقَدْ رَاَيْتُ كِبَارَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ - رواه البخاري

১১২৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি প্রবীন সাহাবীগণকে দেখেছি যে, তারা মাগরিবের সময় দু' রাকআত সুন্নাত আদায় করার জন্যে মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতেন। (বুখারী)

١١٢٤ . وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيْلَ : اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَامُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا - رواه مسلم

১১২৪. হযরত আনসা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি এই দুই রাকআত পড়তেন ? জবাব দিলেন, তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে দেখতেন। কিন্তু তিনি না ঐ নামায পড়তে আদেশ দিয়েছিলেন আর না নিষেধ করে ছিলেন। (মুসলিম)

١١٢٥ . وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوْا السَّوَارِىَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ اَنَّ الصَّلٰوةَ قَد صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ صَلِّيْهِمَا - رواه مسلم

১১২৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা তখন মদীনায় ছিলাম। মুয়ায্‌যিন যখ মাগরিবের নামাযের জন্যে আযান দিতেন, তখন লোকেরা মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে দ্রু ছুটে যেতেন এবং দুই রাক'আত (নফল) নামায পড়তেন। এমন কি, কোনো অচেনা লো মসজিদে এলে যারা বেশি পরিমানে নফল নামায পড়তেন, তাদের দেখে মনে করতেন ে ফরয নামায পড়া হচ্ছে। (মুসলি

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত দুই

এশার (ফরয) নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামায সমূহ

এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর হাদীস (১০৯৮ নং) থেকে ব হাদীসটি লক্ষণীয়। যাতে উল্লেখিত হয়েছে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলা ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইশার নামায আদায়ের পর দুই রাকআত পড়েছি এবং এ বিষয়ে ইতি আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রা)-এর বর্ণিত হাদীস (১০৯৯ নং) হলো। প্রতি দুই আয (অর্থাৎ আযান ও তাকবীর) মাঝখানে নামায রয়েছে। (বুখারী ও মুস

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তিন

জুম'আর নামাযের সুন্নাতসমূহ

এই অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বে উল্লেখিত (হাদীস নং ১০৯৮)। তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আ ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জুম'আর পর দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়েছেন। (বুখারী ও মু

١١٢٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا - رواه مسلم

১১২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জুম'আর নামায আদায় করলো। তখন সে যেন তারপর চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে। (মুসলিম)

١١٢٧ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهٖ - رواه مسلم

১১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আর (ফরয) নামাযের পর (ঘরে) ফিরে যেতেন এবং ঘরে দুই রাক'আত সুন্নাত (নামায) পড়তেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চার

সুন্নাত ও নফলের নানা প্রকরণ

١١٢٨ . عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : صَلُّوا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ، فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلٰوةِ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ - متفق عليه

১১২৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আপন ঘরসমূহে নামায পড়ো। এই কারণে যে, ফরয নামায ছাড়া লোকদের আপন ঘরে নামায পড়া উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٢٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا - متفق عليه

১১২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নফল) নামাযসমূহ নিজেদের ঘরেই আদায় করো। এবং সেগুলোকে (অর্থাৎ ঘরগুলোকে) কবরে পরিণত করো না। (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায পড়া জায়েয নয়, সেভাবে ঘরে নামায আদায়কে নাজায়েয ভেবোনা; বরং নফল নামাযসমূহ ঘরেই পড়ো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٠ . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِىْ الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِّنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلَاتِهٖ خَيْرًا - رواه مسلم

১১৩০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করে ফেলে, তখন সে নিজের

ঘরকেও যেন নামাযের অংশ দান করে; এই কারণে যে, আল্লাহ পাক তার ঘরে নামায আদায়ের কারণে কল্যাণ ও বরকত দান করে থাকেন। (মুসলিম)

١١٣١ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ رض اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهٗ اِلَى السَّائِبِ ابْنِ اُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهٗ عَنْ شَيْءٍ رَاٰهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ لَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ : لَاتَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَتَكَلَّمَ اَوْتَخْرُجَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِذٰلِكَ اَنْ لَا نُوْصِلَ صَلٰوةً بِصَلٰوةٍ حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْ نَخْرُجَ - رواه مسلم .

১১৩১. হযরত উমর ইবনে 'আতা (রা) বর্ণনা করেন, হযরত নাফে' বিন জুবাইর তাকে নাসিরের বোনের পুত্র সায়েবের কাছে এই বলে পাঠানো হয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া নামাযরত অবস্থায় বস্তুটি দেখেছেন, সে সম্পর্কে যেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সায়েব জবাব দিলেন হ্যাঁ, আমি তাঁর সঙ্গে হিজরাহতে জুমআর নামায পড়েছি। যখন ইমাম সালাম ফিরালেন, তখন আমি নিজ স্থানে দাঁড়িয়েই নামায পড়তে লাগলাম। তাই যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন আমার কাছে এই মর্মে বাণী পাঠালেন যে, দ্বিতীয় বার যেন এভাবে না করা হয় । তুমি যখন জুমআর নামায পড়েই ফেলেছ তখন কথা বলা কিংবা সেখান থেকে বেরনো ছাড়া অন্য নামায পড়া সমীচীন নয়। এই কারণে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করেছেন যে, যতক্ষণ কথাবার্তা বলা কিংবা স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি না করি, ততক্ষণ যেন আমরা এক নামাযের সাথে অন্য নামাযকে মিলিয়ে না ফেলি। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পাঁচ

বিত্‌র নামাযের তাগিদ এবং এর নির্দিষ্ট সময়

١١٣٢ . عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১৩২. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, বিত্‌র ফরয নামাযের মতো নয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রকে সুন্নাত আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ বিত্‌র (বেজোড়) তিনি বিতরকে পছন্দ করেন। অতএব, হে আহ্‌লি কুরআন! তোমরা বিত্‌র পড়ো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١١٣٣ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَمِنْ اَوْسَطِهٖ وَ مِنْ اٰخِرِهٖ وَانْتَهٰى وِتْرُهٗ اِلَى السَّحَرِ - متفق عليه .

১১৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় বিত্‌র পড়তেন। রাতের প্রথম, মধ্যম এবং শেষাংশে ও তাঁর বিত্‌র প্রভাত পর্যন্ত শেষ হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٤ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا - متفق عليه

১১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে বিত্‌রের নামাযে পরিণত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٥ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَوتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوا - رواه مسلم

১১৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকাল হওয়ার পূর্বে বিত্‌র পড়ো। (মুসলিম)

١١٣٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ صَلوتَهٗ بِاللَّيْلِ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا بَقِىَ الوِتْرُ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُ فَاِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ قَالَ قُوْمِىَ فَاَوْتِرِىْ يَاعَائِشَةُ

১১৩৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় নফল নামায পড়তেন। তিনি (আয়েশা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই শুয়ে পড়তেন। তাঁর (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বিত্‌র নামায যখন বাকী থাকত, তখন তাঁকে (আয়েশাকে) জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি বিত্‌র পড়তেন। (মুসলিম)

মুসলিমেরই এক রেওয়ায়েতে আছে, যখন বিত্‌র থাকত, তখন তিনি বলতেন ঃ আয়েশা! উঠো, বিত্‌র পড়ো।

١١٣٧ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَا رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকাল হওয়ার পূর্বেই বিত্‌র পড়ো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١١٣٨ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لَّا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللّٰهِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهٗ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَّقُوْمَ اٰخِرَةً فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلٰوةَ اٰخِرِاللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ - رواه مسلم

১১৩৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে জাগতে পারবেনা বলে ভয় করে রাতের প্রথম ভাগেই

তার বিত্‌র পড়ে নেয়া উচিত। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে জাগ্রত হওয়ার আশা পোষণ করে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিত্‌র পড়ে। এই কারণে যে, রাতের শেষ ভাগে নামায পড়লে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে আর এটা খুবই উত্তম কথা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছয়

ইশরাক ও চাশতের নামযের ফযীলত, এর বিভিন্ন মর্যাদার বর্ণনা

١١٣٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَى الضُّحٰى، وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ - متفق عليه . وَالْاِيْتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ اِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَّايَثِقُ بِالْاِسْتِيْقَاظِ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنْ وَثِقَ فَاٰخِرُ اللَّيْلِ اَفْضَلُ.

১১৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমার খলীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি ওসিয়ত করেছেন প্রতি মাসে তিন রোযা রাখার, দুহার (চাশতের) দুই রাক'আত নামায পড়ার এবং শোয়ার পূর্বে বিত্‌র পড়ার আদেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শোয়ার পূর্বে সেই ব্যক্তির জন্যে বিত্‌র পড়া মুস্তাহাব, যার রাতের শেষভাগে জাগ্রত হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। যদি নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে রাতের শেষভাগে বিত্‌র পড়াই মুস্তাহাব।

١١٤٠ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِى مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى - رواه مسلم

১১৪০. হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গ্রন্থিগুলোর ওপর সকাল থেকেই সাদ্‌কা করা ওয়াজিব। অতএব, সুবহানআল্লাহ বলা সাদ্‌কা, আলহামদুলিল্লাহ বলা সাদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা, আল্লাহু আকবার বলা সাদকাহ, নেক কাজের আদেশ করা সাদকাহ, বদ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদকাহ, আর ঐ সবের পক্ষ থেকে দু'রাকআত চাশতের নামায পড়া যথেষ্ট। (মুসলিম)

١١٤١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ رواه مسلم

১১৪১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের চার রাকআত নামায পড়তেন এবং যতটা আল্লাহ চাইতেন, ততটাই বেশি পড়তেন। (মুসলিম)

١١٤٢ . وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رض فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ رض قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَذٰلِكَ ضُحًى متفق عليه - وَهٰذَا مُخْتَصَرُ لَفْظِ إِحْدٰى رِوَايَاتِ مسلم

১১৪২. হযরত উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে নিয়োজিত হই। আমি তাকে এরূপ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন। তিনি যখন গোসল সেরে ফেললেন, তখন তিনি আট রাকআত (নফল) নামায পড়লেন। এটাই ছিল চাশ্‌তের নামায। (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দাবলী আবশ্য মুসলিমের।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাত

চাশ্‌তের নামাযের সময় ঃ সূর্য ঊর্ধে ওঠা থেকে হেলে পড়া অবধি

١١٤٣ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ رض أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلٰوةَ فِيْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ! إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صَلٰوةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - رواه مسلم تَرْمَضُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ يَعْنِى شِدَّةَ الْحَرِّ وَالْفِصَالُ جَمْعُ فَصِيْلٍ وَهُوَ الصَّغِيْرُ مِنَ الْإِبِلِ .

১১৪৩. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, তিনি লোকদেরকে চাশ্‌তের (দুহার) নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি বলেন ঃ এই লোকেরা জানে যে, এটা ছাড়া অন্য সময়ে এটা পড়া উত্তম। এ জন্যে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আওয়াবীনের নামাযের সময় হলো তখন, যখন উটের বাচ্চা উত্তাপ অনুভব করে। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'তারমাদ' বলতে বুঝায় প্রচণ্ড উত্তাপকে। আর 'ফিসাল' বলা হয় উটের বাচ্চাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আট

তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযের জন্যে উৎসাহ প্রদান যখনই মসজিদে প্রবেশ করা হোকনা কেন

١١٤٤ . عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ - متفق عليه

১১৪৪. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে দুই রাক'আত (তাইয়াতুল মসজিদ) নামায না পড়া পর্যন্ত বসবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٤٥ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ - متفق عليه

১১৪৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দু'রাক'আত (নামায) পড়ে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত নয়

অযুর পর দু'রাক'আত নফল পড়ার সওয়াব

١١٤٦ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ يَابِلَالُ حَدِّثْنِى بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهٗ فِىْ الْاِسْلَامِ فَاِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِىْ الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَاكُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّى - متفق عليه - وَهٰذَا اللَفْظُ الْبُخَارِىِّ

১১৪৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রা)-কে বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি আমায় নিজের এমন আমলের কথা বলো, যা ইসলামে অধিক আশাব্যঞ্জক। এই জন্যে যে, আমি নিজের আগে জান্নাতে তোমার জুতার আওয়ায শুনেছি। বিলাল (রা) জবাব দিলেন ঃ আমি রাত-দিনের কোনো সময়ে যখনি অযূ করেছি, তখন আমার জন্যে যতটা নামায নির্ধারিত ছিল, ততটা নামাযই আদায় করেছি। আমার মতে, আমি ইসলামে এর চেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক কোনো আমল করিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্য শব্দাবলী বুখারীর।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত দশ

জুমআর দিনের ফযীলত ঃ গোসল করা, সুগন্ধি লাগানো, রাসূলে আকরামের প্রতি দরূদ প্রেরণ, দো'আ কবুলের সময় এবং জুমআর পর বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা মুস্তাহাব

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِىْ الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা নিজ নিজ পথে ছড়িয়ে যাও আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো, যাতে করে নাজাত লাভ করতে পারো। (সূরা জুম'আ ঃ ১০)

١١٤٧ . وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا - رواه مسلم

১১৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উদিত সূর্যের উজ্জল দিন গুলোর মধ্যে উত্তম হলো জুমআর দিন। সেদিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে; সেদিনই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করানো হয়েছে এবং এদিনই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। (মুসলিম)

١١٤٨ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَ أَنْصَتَ، غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا - رواه مسلم

১১৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে, তারপর জুমআর দিকে আগমন করে এবং নীরবে খোত্‌বা শোনে, তার ঐ জুমআ পর্যন্ত এবং এ থেকে পরবর্তী জুমআ ছাড়াও আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (মুসলিম)

١١٤٩ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ اِلٰى رَمَضَانَ، مُكَفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ - رواه مسلم

১১৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান পর্যন্ত সময়ের মধ্যেকার গুনাসমূহের কাফ্‌ফারা, যদি লোকেরা কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে। (মুসলিম)

١١٥٠ . وَعَنْهُ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رض أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ - رواه مسلم

১১৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়ে রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ লোকদের জুমআর নামায পরিহার থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ ফের তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন। অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١١٥١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَا رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ - متفق عليه

১১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তিই জুমআর নামায পড়তে আসবে, সে যেন (আগেই) গোসল করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٢ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ – متفق عليه . اَلْمُرَادُ بِالْمُحْتَلِمِ اَلْبَالِغُ وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوْبِ وُجُوْبُ اِخْتِيَارٍ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَىَّ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

১১৫২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর দিন গোসল করা প্রতিটি বয়স্ক (বালেগ) লোকের জন্যে জরুরী। (মুসলিম)

١١٥٣ . وَعَنْ سَمُرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ – رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن

১১৫৩. হযরত সালমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন অযূ করলো, সে ভালো এবং উত্তম কাজ করলো। আর যে ব্যক্তি গোসল করলো, সে সর্বোত্তম কাজ করলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١١٥٤ . وَعَنْ سَلْمَانَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّ هِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْيَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَاكُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ، اِلَّا غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى – رواه البخارى .

১১৫৪. হযরত সালমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং সামর্থ অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে, শরীরে তেল মাখে, কিংবা খুশবু ব্যবহার করে তারপর জুমআর নামাযের জন্যে ঘর থেকে বেরোয় এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে জায়গা ফাঁকা করে বসেনা। তারপর জুমআর নামায পড়ে, অতঃপর ইমামের খুত্‌বা অন্তরে নীরবে শ্রবণ করে, তার এ জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী)

١١٥٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْاُوْلٰى فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ

رَاحَ فِىْ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَ قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ، وَمَنْ اَرَحَ فِىْ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِىْ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ - متفق عليه.

১১৫৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে, তারপর জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যায়, সে যেন (একটা) উট সদকা করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করলো। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গেল সে যেন গরু সদকা করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করলো। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ প্রহরে গেল, সে যেন মুরগী সাদ্‌কা করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম প্রহরে গেল, সে যেন ডিম সাদকা করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করলো। যখন ইমাম খুত্‌বা দেয়ার জন্যে বাইরে বের হন, তখন ফেরেশতারা ওয়ায শোনার জন্যে (মসজিদে) আগমন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'গুসলাল জানাবাত'-এর অর্থ হলো জানাবাতের (নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন) গোসলের ন্যায় গোসল করা।

١١٥٦ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : فِيْهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَّهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ يَسْأَلُ اللّٰهُ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ يُقَلِّلُهَا - متفق عليه

১১৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিনের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এই দিন এমন একটি প্রহর রয়েছে যখন কোনো মুসলমান ঐ প্রহরটিতে নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে যাকিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ পাক তা-ই তাকে দান করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ইশারা করে ঐ সময়টিকে খুবই সংক্ষিপ্ত বলে দেখান। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٧ . وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رض اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَاْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : هِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ - رواه مسلم

১১৫৭. হযরত আবু বুরদাহ ইবনে আবু মূসা আশআরী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি জুমআর দিনের সময় সম্পর্কে আপন পিতা থেকে কিছু শুনেছ যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছো ? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম জি, হাঁ, আমি তাঁর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বর্ণনা করছিলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সে সময়টা হলোঃ ইমামের মিম্বারে বসার সময় থেকে নামাযের সমাপ্তি পর্যন্ত। (মুসলিম)

১১৫৮. وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ، فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ - رواه ابو داود باسناد صحيح

১১৫৮. হযরত আওস্ ইবনে আওস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এদিন তোমরা আমার প্রতি বিপুল পরিমাণে দরূদ প্রেরণ করো। নিঃসন্দেহে, তোমাদের প্রেরিত দরূদ আমার ওপর পেশ করা হয়।

আবু দাউদ সহীহ্ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত এগার

কোনো প্রকাশ্য নিয়ামত অর্জনের সময় কিংবা কোনো বিপদ দূর হওয়ার সময় সিজদায়ে শোকরে কল্যাণকামিতা

১১৫৯ . عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِّنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَعَلَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ اِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ وَشَفَعْتُ لِاُمَّتِىْ فَاَعْطَانِىْ، ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَاْسِىْ فَسَاَلْتَ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ فَاَعْطَانِىْ ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِّرَبِّىْ شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَاسِىْ فَسَاَلْتُ رَبِّىْ - رواه ابوداود .

১১৫৯. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা থেকে মদীনা যাবার ইরাদা নিয়ে বেরুলাম। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী আয্ওয়ারা নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করলেন এবং কিছুক্ষণ হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে থাকলেন। এরপর তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন এবং অনেক দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ হাত তুলে দো'আ করতে থাকলেন। তারপর আবার সিজদায় চলে গেলেন। এভাবে তিনবার তিনি করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি আমার পরোয়ারদিগারের কাছে প্রশ্ন করেছি এবং আপন উম্মতের জন্যে সুপারিশ করেছি। আল্লাহ আমার উম্মতের এক-তৃতীয় অংশ জান্নাতে দিলেন। তাই আপন প্রভুর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে আমি পুনরায় সিজদায় পড়ে গেলাম। তারপর আমি মাথা তুললাম এবং আপন উম্মতের (মাগ্ফিরাতের) জন্যে সওয়াল করলাম। সেমতে আল্লাহ আমায় আমার উম্মতের এক-তৃতীয় অংশ দিলেন। অতএব, আমি আমার প্রভুর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম। পুনরায় আমি মাথা তুললাম এবং আপন প্রভুর কাছে আমার

উম্মত সম্পর্কে সওয়াল করলাম। অতপর তিনি আমায় অবশিষ্ট এবং তৃতীয় অংশ উম্মতও (জান্নাতে) দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি (শোকর আদায় স্বরূপ) সিজদায় পড়ে গেলাম। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বার
ক্বিয়ামুল লাইলের রাত্র জাগরণ করে ইবাদতের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا-

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর রাতের কোনো কোনো অংশে তোমরা জাগ্রত হও এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ো। এই রাত্রি জগরণ তোমাদের জন্যে কল্যাণের উৎস। খুব শীঘ্রই আল্লাহ তোমায় মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) প্রবেশ করাবেন। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৭৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে আর তারা শেষ পর্যন্ত আপন পরোয়ারাদিগারকে ভীতি ও প্রত্যাশার সাথে ডাকে। (সূরা আস্‌-সাজদ ঃ ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তারা রাতের সামান্য অংশে শয়ন করে।

١١٦٠ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهٗ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ؟ قَالَ : اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا - متفق عليه - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ نَحْوَهٗ - متفق عليه

১১৬০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলার নামাযে এতটা দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফেটে যেত। আমি তাঁর খেদমতে নিবেদন করতাম; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন এতোটা দাঁড়িয়ে থাকেন ? আল্লাহ তো আপনার পিছনের সমস্ত গুনাহ-খাতা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন ঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবোনা। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত মুগীরা থেকেও এ ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١١٦١ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَرَقَهٗ وَ فَاطِمَةَ لَيْلاً فَقَالَ : اَلَا تُصَلِّيَانِ - متفق عليه

১১৬১. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর গৃহে রাতের বেলায় গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কেন (রাতের) নামায পড়ছোনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٢. وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ، فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لَايَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلَّا قَلِيْلًا - متفق عليه

১১৬২. হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ভালো মানুষ, যদি সে রাতের বেলা দণ্ডায়মান হয়। হযরত সালেম বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ তাঁর এই বক্তব্যের পর রাতের বেলা খুব কমই শয়ন করতেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٣ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ ! كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - متفق عليه

১১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মতো হয়োনা, যে রাতের বেলায় জেগে থাকতো তাহাজ্জুদ পড়তো তারপর এক পর্যায়ে সে রাতের বেলা জেগে থাকা একদম বাদ দিল। (বুখারী ও মসলিম)

١١٦٤ . وَعَنْ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ ! قَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِهِ - متفق عليه

১১৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো, সে সকাল পর্যন্ত সারা রাত শুয়ে থাকে। তিনি বললেন ঃ ওই লোকটির দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। অথবা বলেন ঃ তার কানে (পেশাব করে দিয়েছে) বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ - يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَاِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ - متفق عليه .

১১৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন বিছানায় শয়ন করে, তখন শয়তান তার মাথায় তিনটা গিরা বেঁধে দেয়, প্রতিটি গিরায় সে ফুঁ দেয় এবং দীর্ঘ রাত অবধি শুইয়ে রাখে। এমতাবস্থায় লোকটি যদি সজাগ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র যিকর শুরু করে তাহলে একটি গিরা

খুলে যায়। এরপর অযূ করার ফলে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায় এবং নামায শুরু করলে সমস্ত গিরাই খুলে যায়। সকাল বেলা লোকটি হাসি-খুশি ও তরতাজা হয়ে যায়। নচেত সকাল বেলা বদমেজায ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٦ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! সালামের বিস্তার করো, (লোকদেরকে) খাবার খাওয়াও, রাতে যখন লোকেরা শুয়ে থাকে তখন নামায আদায় করো। (তাহলে) তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١١٦٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১১৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হলো (আল্লাহ্‌র মাস) মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)। (মুসলিম)

١١٦٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى، فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ - متفق عليه

১১৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের (নফল) নামায হলো দুই দুই রাকআতের; আর তোমরা যখন সকাল হওয়ার ভয় করবে, তখন এক রাকআত বিত্‌র পড়বে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٩ . وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ - متفق عليه

১১৬৯. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় দুই দুই রাকআত (নামায) পড়তেন এবং এক রাকআত পড়ে নামাযকে বিত্‌রের নামাযে পরিণত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٠ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لَا يَصُوْمَ مِنْهُ، وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لَّا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلَّا رَاَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا اِلَّا رَاَيْتَهُ - رواه البخارى .

১১৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো মাসে এতটা রোযা ছেড়ে দিতেন যে, এমাসে তিনি রোযাই রাখবেন না বলে আমাদের মনে হতো। আবার রোযা রাখা শুরু করলে তিনি আর তা ভাঙবেনই না বলে আমাদের ধারণা হাতো। অনুরূপভাবে রাতের যে অংশে আপনি চাইবেন তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পাবেন। আবার রাতের যে অংশে তাঁকে শয়নরত চাইবেন, সে অংশেই তাঁকে শয়নরত দেখতে পাবেন। (অর্থাৎ কখনো তিনি রাতের প্রথম অংশে, কখনো মধ্যবর্তী অংশে আর কখনো শেষ অংশে তাহাজ্জুদ পড়তেন। (বুখারী)

١١٧١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ اَحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً- تَعنِىْ فِىْ اللَّيْلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَمَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمسِيْنَ ايَةً قَبْلَ اَنْ يَّرفَعَ رَاْسَهٗ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ، حَتّٰى يَاتِيَهُ الْمُنَادِى لِلصَّلٰوةِ - رواه البخارى

১১৭১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাতে এগার রাকআত নামায পড়তেন। তিনি সিজদাহ এতো লম্বা করতেন যে, ঐ সময়ে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে। তিনি ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়তেন; তারপর নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। এমন কি নামাযের খবর দেয়ার জন্যে মুআয্যিন তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন। (বুখারী)

١١٧٢ . وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ : فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ - متفق عليه

১১৭২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে বা অন্যান্য মাসে এগারো রাকআতের চেয়ে বেশি (তাহাজ্জুদের নামায) পড়তেন না। তিনি (প্রথমে) চার রাকআত পড়তেন। তার উত্তম ও দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন না করাই উচিত। তারপর চার রাকআত পড়তেন। তার উত্তম ও দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারেও কিছু প্রশ্ন না করা শ্রেয়। তারপর তিন রাকআত পড়তেন, আমি নিবেদন করলাম; হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি বিত্র পড়ার আগেই শুয়ে পড়েন ? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! আমার চোখ শুয়ে পড়ে; কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায়না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٣ . وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهٗ فَيُصَلِّى - متفق عليه

১১৭৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়তেন, এবং শেষভাগে নামায পড়ার জন্যে উঠতেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ، قِيْلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ - متفق عليه

১১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি বরাবর দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন কি আমি একটি ভুল কাজের ইচ্ছা করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী ইরাদা করলে ? সে জবাব দিল, আমি ইরাদা করেছিলাম আমি বসে যাবো এবং তাঁর সাহচর্য ছেড়ে দেবো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٥ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَةِ، ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ، يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ، فَمَضٰى فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَاهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَاهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، تَعَوَّذَ : ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ - رواه مسلم

১১৭৫. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি ধারণা করলাম তিনি একশো আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত করতেই থাকলেন। আমি অনুমান করলাম, তিনি এক রাকআতে সূরা বাকারাহ খতম করবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। এরপর তিনি সূরা নিসার তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং সেটিও খতম করলেন। তারপর সূরা আলে-ইমরানের তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং সেটিও খতম করে দিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে থাকলেন। যখন এমন কোনো আয়াত অতিক্রম করতেন, যার মধ্যে তসবীহ্‌র উল্লেখ করা প্রয়োজন, তখন তিনি সুবহানাআল্লাহ বলতেন। আর যখন তিনি সওয়ালের স্থান অতিক্রম করতেন, তখন যথারীতি সওয়ালই করতেন। আর যখন আশ্রয় প্রার্থনার জায়গা অতিক্রম করতেন, তখন আশ্রয়ই প্রার্থনা করতেন; অতঃপর রুকূ করতেন। এতে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম এই দোআটি পড়তেন। তার রুকূ কিয়ামের সমান ছিল। এরপর তিনি সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' এই দো'আ দুটি পড়লেন। অতপর তিনি রুকূ থেকে উঠে দীর্ঘ সময় কিয়াম সমান করলেন। তারপর সিজ্‌দা করলেন। এতে তিনি সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা দোআটি পড়তে থাকলেন। তাঁর সিজদাও ছিল তাঁর কিয়ামেরই সমান। (মুসলিম)

١١٧٦ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ : طُوْلُ الْقُنُوْتِ - رواه مسلم - اَلْمُرَادُ بِالْقُنُوْتِ الْقِيَامُ .

১১৭৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ধরনের নামায অধিক ফযিলতপূর্ণ ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘস্থায়ী হয়। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল-কুনূত' অর্থ কিয়াম করা।

١١٧٧. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرٍ وَابْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوٗدَ، وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوٗدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهٗ وَيَنَامُ سُدُسَهٗ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَّ يُفْطِرُ يَوْمًا - متفق عليه

১১৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় হচ্ছে হযরত দাঊদ (আ)-এর নামায এবং তাঁর কাছে অধিক প্রিয় রোযা হচ্ছে হযরত দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি অর্ধেক শয়ন করতেন, এক-তৃতীয়াংশ কিয়াম করতেন, এক ষষ্টাংশ বিশ্রাম করতেন এবং একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٨ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَايُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى خَيْرًا مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ - رواه مسلم

১১৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক রাতে এমন একটি সময় রয়েছে যে, কোনো মুসলমান ওই সময়ে আল্লাহ পাকের কাছে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করলে আল্লাহ্ সেটা মঞ্জুর করেন। আর এই সময়টা প্রতি রাতেই আসে। (মুসলিম)

١١٧٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلٰوةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - رواه مسلم

১১৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন রাতের বেলা তাহাজ্জদ পড়তে চাইবে। সে যেন হাল্কা ধরনের দু' রাকআত পড়ে তার সূচনা করে। (মুসলিম)

١١٨٠. وَعَنْ رض عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلٰوتَهٗ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - رواه مسلم .

১১৮০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতের বেলা নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন দুই হালকা রাকআত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায শুরু করতেন। (মুসলিম)

١١٨١ . وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْ غَيْرِهٖ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً - رواه مسلم

১১৮১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যাথা-বেদনা ইত্যাদি কারণে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অসমর্থ হতেন, তখন তিনি দিনের বেলায় বারো রাকআত নামায (অতিরিক্ত) পড়তেন। (মুসলিম)

١١٨٢ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১১৮২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের অযীফা পাঠ কিংবা এই ধরনের কোনো কাজের পর শুয়ে পড়ে, অতঃপর ফজর ও জুহরের নামাযের মাঝেও সেটা পড়ে, তাহলে তার জন্যে এমন সওয়াব লেখা হয়, সে যেন সেটি রাতের মধ্যেই পড়েছে। (মুসলিম)

١١٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَا اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوجَهَا فَاِنْ اَبِىْ نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ - رواه ابو داود باسناد صحيح

১১৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে রাতের বেলায় কিয়াম করে (দণ্ডায়মান হয়) নফল নামায আদায় করে নিজের স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে, সে অস্বীকৃতি জানালে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ সেই নারীর প্রতি রহম করেন, যে রাতের বেলায় কিয়াম করে নফল নামায আদায় করে নিজের স্বামীকে জাগিয়ে তোলে। সে অস্বীকৃতি জানালে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١١٨٤ . وَعَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا - اَوْصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِىْ الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ - رواه ابو داؤد باسناد صَحيح .

১১৮৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন স্বামী যখন রাতের বেলায় স্বীয় স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে, তখন তারা উভয়ে যেন দুই রাকআত(নফল) নামায পড়ে কিংবা অন্তত সে (স্বামী) দুই রাকআত পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের উভয়কে তথা স্বামীকে যাকেরীন এবং স্ত্রীকে যাকেরাত (এর তালিকায়) উল্লেখ করা হয়।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١١٨٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِىْ الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَ كُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ - متفق عليه

১১৮৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো যখন নামাযের ভেতর ঝিমুনী আসে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে, যাতে করে তার ঘুমটা শেষ হয়ে যায়। এই কারণে যে, তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন ঝিমুনী অবস্থায় নামায পড়ে, তখন সম্ভবত সে ইস্তেগফার পড়ার বদলে নিজেকেই নিজে গালি-গালাজ বা কটু-কাটব্য করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلَى لِسَانِهٖ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ - رواه مسلم

১১৮৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন রাতের বেলা 'কিয়াম' করে (নামায পড়ে) এবং তার মুখে কুরআনের উচ্চারণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং সে কি বলছে সে বিষয়ে তার খবর না থাকে। তাহলে (ঐ অবস্থায়) তার শুয়ে পড়াই উচিত। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তের
রমযানে কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ্ পড়ার ফযীলত

١١٨٧ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - متفق عليه

১১৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানদারী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসের তথা রাতের ইবাদত পালন করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨٨ . وَعَنْهُ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَاْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - رواه مسلم

১১৮৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের কিয়ামের (তারাবীহ্ পড়ার) ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহ যোগাতেন। কিন্তু তাকে ওয়াজিব বলে কখনো ঘোষণা করতেন না। তিনি ইরশাদ করতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানদারী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে ইবাদত করে, তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চৌদ্দ
লাইলাতুল কদরের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমরা একে (কুরআনকে) কদরের রাতে নাযিল করতে শুরু করেছি। সূরার শেষ অবধি। (সূরা আল-ক্বদর ঃ ১)

وَقَالَ تَعَالَى : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ -

তিনি আরো বলেন ঃ আমরা একে মুবারক রাতে নাযিল করেছি। (সূরা দুখান ঃ ৩)

١١٨٩ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - متفق عليه

১১৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আকাংক্ষায় শবে কদরের রাতে ইবাদত পালন করে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رِجَالًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْمَنَامِ فِيْ السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِيْ السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِيْ السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ - متفق عليه

১১৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে থেকে কতিপয় ব্যক্তি স্বপ্নযোগে শবে কদর সহ (রমযানের শেষ) সাত রাতে দেখানো বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি দেখছি সর্বশেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্ন অভিন্ন রূপ হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তিই শবে কদরের সন্ধান করতে চায়, সে যেন সর্বশেষ সাত রাতেই তা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِيْ الْعَشْرِ وَالْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - متفق عليه

১১৯১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম রমযানের শেষ দশ রাতে ইতেকাফ করতেন এবং ইরশাদ করতেন ঃ রমযানের শেষ দশ দিনে শবে কদরকে তালাশ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٢ . وَعَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - رواه البخارى .

১১৯২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শবে কদরকে রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো। (বুখারী)

١١٩٣ . وَعَنْهَا رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ اَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهٗ وَ اَيْقَظَ اَهْلَهٗ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ - متفق عليه.

১১৯৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রমযানের শেষ দশ দিন এলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থাকতেন। এবং ঘরের লোকদেরকে জাগিয়ে রাখতেন। (এ ভাবে) তিনি খোদার বন্দেগীতে সচেষ্ট থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٤ . وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِىْ رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهٖ وَفِىْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهٖ - رواه مسلم

১১৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে) যতখানি তৎপর থাকতেন, রমযান ছাড়া অন্য মাসে ততোখানি তৎপর থাকতেন না। রমযানের শেষ দশ রাতে তিনি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সাধনা করতেন। (মুসলিম)

١١٩٥ . وَعَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ : قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১১৯৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বলুন, আমি যদি জানতে পারি যে, অমুক রাতটি হচ্ছে শবে কদর, তাহলে আমি সে রাতে দো'আ করবো ? তিনি বললেন, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি নিঃসন্দেহ ক্ষমা প্রদর্শনকারী, ক্ষমা প্রদর্শনকে তুমি প্রিয় মনে করো। অতএব (হে আল্লাহ!) আমায় ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পনের
অযূর পূর্বে মিস্‌ওয়াকের মাহাত্ম্য

١١٩٦ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ اَوْ عَلَى النَّاسِ- لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ - متفق عليه

১১৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার যদি স্বীয় উম্মতের ওপর কিংবা লোকদের ওপর কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার ভয় না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের প্রাক্কালে মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٧ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ - متفق عليه .

১১৯৭. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, তখন তিনি মিস্‌ওয়াকের সাথে আপন মুখের সংযোগ ঘটাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٨ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهٗ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَهٗ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى - رواه مسلم

১১৯৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে মিস্‌ওয়াক এবং অযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। আল্লাহ যখন চাইতেন তখন তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন। অতঃপর তিনি মিসওয়াক করতেন, অযূ করতেন এবং নামায পড়তেন। (মুসলিম)

١١٩٩ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِىْ السِّوَاكِ - رواه البخارى

১১৯৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মিস্‌ওয়াকের ব্যাপারে তোমাদেরকে অনেক তাগিদ করেছি। (বুখারী)

١٢٠٠ . وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ رض قَالَ : قُلتُ لِعَائِشَةَ رض بِاَيِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ - رواه مسلم

১২০০. হযরত শুরাইহ্ বিন্ হানি (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলে আকরাম (স) যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন কোন্ কাজটি সর্বপ্রথম করতেন ? হযরত আয়েশা (রা) জবাব দিলেন ঃ মিস্‌ওয়াক করতেন। (মুসলিম)

١٢٠١ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهٖ- متفق عليه وَهٰذَا اللَّفْظُ مُسْلِمْ

১২০১. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন মিস্‌ওয়াকের প্রান্ত ভাগ তাঁর জবানের ওপর ভাগে ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

এর শব্দাবলী মুসলিমের

١٢٠٢ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىْ ﷺ قَالَ : اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - رواه النَّسَائِىُّ وَابْنِىُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهٖ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ

১২০২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিস্ওয়াক মুখের জন্যে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ এবং পরোয়ারদিগারের সন্তুষ্টির কার্যকারণ। (নাসাঈ)

ইবনে খুযাইমা সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে।

١٢٠٣ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْخَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ - متفق عليه- اَلْاِسْتِحْدَادُ : حَلْقُ الْعَانَةِ وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِىْ حَوْلَ الْفَرْجِ .

১২০৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন ঃ ফিতরাত হলো পাঁচটি কাজ অথবা পাঁচটি বিষয় হলো ফিতরাতের অন্তর্গত ঃ ১. খাত্না করা, ২. নাভীর নীচের পশম কেটে ফেলা, ৩. বাড়তি নখ কাটা, ৪ বগলের পশম কেটে ফেলা, ৫ গোফের চুল ছেটে ফেলা। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল-ইস্তেহাদ' শব্দের অর্থ হলো ঃ লজ্জাস্থানের আশপাশের চুল কেটে ফেলা।

١٢٠٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّرِبِ، وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ الرَّاوِىْ : وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ قَالَ وَكِيْعٌ وَهُوَا اَحَدُ رُوَاتِه اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِىْ الْاِسْتِنْجَاءَ - رواه مسلم ، اَلْبَرَاجِمُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْجِيْمِ وَهِىَ عُقَدُ الْاَصَابِعِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَعْنَاهُ لَا يَقُصِّ مِنْهَا شَيْئًا -

১২০৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি বিষয় হলো ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) গোঁফের চুল ছোট করা (২) দাঁড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিস্কার করা (৪) নাকে পানি নিক্ষেপ করা (৫) বাড়তি নখ কেটে ফেলা (৬) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসমূহ ধুয়ে ফেলা, (৭) বগলের চুল কেটে ফেলা (৮) নাভীর নিচের চুল কামিয়ে ফেলা (৯) ইস্তেনজাহ করা। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গেছি; তবে সেটা সম্ভবত কুলি করা। অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন ঃ দশম কাজটি হলো পবিত্রতা অর্জন করা। (মুসলিম)

'আল-বারাজিম' বলতে বুঝায় আঙুলের গ্রন্থিসমূহ। 'ইফাউল লিহইয়া' বলতে বুঝায় দাড়ি আদৌ না কাটা।

١٢٠٥ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللِّحٰى - متفق عليه

১২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোঁফকে ছোট করো এবং দাড়িকে বাড়িয়ে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ষোল
যাকাত আদায়ের তাগিদ এবং তার ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُو الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰاةَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর নামায আদায় করো এবং যাকাত প্রদান করো।
(সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰاةَ - وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

তিনি আরো বলেন ঃ আর তাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন (নিষ্ঠাপূর্ণ আমলের সাথে) আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে, নামায আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে আর এটাই হলো সাচ্চা দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।

وَقَالَ تَعَالٰى : خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো আর এভাবে তোমরা তাদেরকে (প্রকাশ্যেও) পবিত্র করো এবং (গোপনেও) পরিচ্ছন্ন করো।

١٢٠٦ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ، وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ، وَ اِيْتَاءِ الزَّكٰاةِ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ - متفق عليه

১২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর ঃ (প্রথমত) আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল একথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহতে হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٧ . وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّاسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَ لَا نَفْقَهُ مَايَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ، فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا اِلَّا اَنْ تَطَّوَّعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ : لَا اِلَّا اَنْ تَطَّوَّعَ قَال وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلزَّكٰاةَ فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا ، قَالَ : لَا اِلَّا اَنْ تَطَّوَّعَ فَاَدْبَرَ

الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاازِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ -

متفق عليه

১২০৭. হযরত তাল্‌হা (রা) বর্ণনা করেন, নজ্‌দবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো। তার মাথার চুল ছিল বেজায় এলোমেলো। আমরা তার বিকট আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সে কী বলছে তা আমাদের বোধগম্য হলো না। এমন কি, সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে নিকটে এসে পৌঁছল এবং তাঁকে ইসলামের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দিন-রাত পাঁচ বার নামায পড়া ফরয। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এগুলো ছাড়াও কি আমার ওপর (কোনো নামায) ফরয? তিনি বললেন ঃ না; তবে নফল নামায রয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ঃ এছাড়া রয়েছে রমযান মাসে রোযা পালন করা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ এছাড়া কি অন্য কোনো রোযা ফরয ? তিনি বললেন ঃ না তবে নফল রোযা রয়েছে। এছাড়াও তিনি লোকটিকে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বললেন। সে প্রশ্ন করলো, যাকাত ছাড়াও কি সাদকা ফরয ? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল সাদকা রয়েছে। অতঃপর লোকটি ফিরে চলে গেল। সে বলছিল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি না এর চাইতে বেশি কিছু করবো আর না এর চাইতে কম কিছু করবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটি সম্পর্কে বললেন ঃ এই লোকটি সফল হয়ে গেছে, যদি সে সত্য বলে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٨ . وَعَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رض اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : اَدْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوَا لِذٰلِكَ فَاَ عْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ - متفق عليه

১২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মা'আযকে ইয়েমেনের দিকে পাঠালেন; এবং তাকে বললেন ঃ তুমি সেখানকার লোকদেরকে এই মর্মে দাওয়াত দেবে যে, তারা যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা যদি এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ বার নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে বলো, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। সে মুতাবিক তাদের ধনবান লোকদের থেকে যাকাত আদায় করতে হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে তা বিতরণ করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا اَنْ لَا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَيُقِيْمُو الصَّلٰوةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّابِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - متفق عليه

১২০৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করবো যতোক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; সেই সঙ্গে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এই কাজগুলো করতে শুরু করবে, তখনই তারা আমার থেকে তাদের জীবন ও ধনমালকে সুরক্ষিত করতে পারবে। অবশ্য ইসলামের অধিকার ও তাদের হিসাব আল্লাহ্র ওপর থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رض وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رض كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ، فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ قَالَ عُمَرُ رض فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِّلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ - متفق عليه

১২১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হন, এবং আরববাসীদের মধ্যে যার কুফরী করার ছিলো সে কুফরী করলো। তখন হযরত উমর (রা) [হযরত আবু বকর (রা)-কে সম্বোধন করে] বললেন ঃ তুমি লোকদের সাথে কিভাবে লড়াই করবে। যখন খোদ রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন; আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন লোকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি, যতোক্ষন না তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; অতঃপর যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়বে, সে আমার কাছ থেকে নিজের জান ও মালকে সংরক্ষিত করতে পারবে। তবে ইসলামের অধিকার ও তার হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে। হযরত আবু বকর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করবো, যে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাইবে; এই জন্যে যে, যাকাত হচ্ছে মালের হক। আল্লাহ্র কসম! লোকেরা যদি (যাকাত বাবত প্রাপ্য পশু বাধার) রশিটা দিতে অস্বীকার করে, যা তারা (সাধারণত) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় দিত, তাহলে তাদের এই অস্বীকৃতির দরুন আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! (একথা শুনে) আমার মনে হলো, আল্লাহ হযরত আবু বকর (রা)-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এ রকম ধারণাই সঠিক। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١١ . وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُونِىْ الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىْ الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ - متفق عليه

১২১১. হযরত আবু আইউব (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলো ঃ আমায় এমন কিছু আমলের কথা বলুন, যা আমায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্র বন্দেগী করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ اَعْرَبِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللّٰهُ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا - فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا - متفق عليه

১২১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক বদ্দু (গ্রাম্য আরব) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। সে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন, যা অনুসরণ করলে আমি জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করবো। তিনি বললেন ঃ তুমি (নিষ্ঠার সাথে) আল্লাহ্র বন্দেগী করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবেনা, নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে। লোকটি (সব কথা) স্বীকার করে বললো ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! আমি এ ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি করবো না।' লোকটি চলে গেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে চায়, তাহলে একে দেখে নিক্।' (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٣ . وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - متفق عليه

১২১৩. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে (হাত দিয়ে) নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনার লক্ষ্যে বাইয়াত করেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّ لَا فِضَّةٍ لَايُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهٗ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوِىَ بِهَا جَنْبُهٗ، وَجَبِيْنُهٗ وَظَهْرُهٗ كُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيْدَتْ لَهٗ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلُهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ

؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبِ إِبِلٍ لَايُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَاكَانَتْ لَايَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ وَّلَاغَنَمٍ لَّايُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَّلَا جَلْحَاءُ وَ لَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَّفَخْرًا وَنِوَاءً عَلٰى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَ لَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَ أَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَاأَكَلَتْ حَسَنَات وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ أَنْ يَّسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَت حَسَنَاتٍ قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ، قَالَ مَاأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْ الْحُمُرِ شَيْءٍ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - متفق عليه وهذا لفظ مسلم

১২১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সোনা, রূপা ইত্যাদি সংরক্ষণকারী লোকদের মধ্যে যারা এসবের (যাকাতের) হক আদায় করেনা, কিয়ামতের দিন তাদের এই ব্যর্থতার দরুন তাদের জন্যে আগুনের প্লেট তৈরী করা হবে। তারপর সেগুলোকে দোযখের আগুনে গরম করে তাদের দুই পার্শ্ব কপাল ও পিঠে ছাঁকা (দাগ) দেয়া হবে। সেগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার তা গরম করে ছ্যাঁকা দেয়া হবে। এসব ঘটবে এমন দিনে, যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের। এমন কি, ইতোমধ্যে লোকদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। অতঃপর লোকেরা নিজেদের জান্নাত কিংবা জাহান্নামের পথ জেনে নেবে।

নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উটগুলোর ব্যাপারে কিছু বলুন। তিনি বললেন; উটের মালিক যখন তাদের হক আদায় করেনা তার অবস্থাও সে। আর যাকাত ছাড়া তাদের উপর হক হলো এই, তাদেরকে পানি পান করানোর দিনের দুধ বণ্টন করে দিতে হবে। (যদি সে তাদের হক আদায় না করে) তখন কিয়ামতের দিন উটের মালিককে একটি পরিষ্কার ময়দানে উটগুলোর পায়ের কাছে শুইয়ে দেয়া হবে। উটগুলো আগের তুলনায় অনেক বেশি মোটা তাজা হবে। এবং তাদের মধ্য থেকে একটি বাচ্চাও কম হবে না। তখন উটগুলো মালিককে নিজের পা দিয়ে পিষ্ট করবে এবং নিজের দাঁত দিয়ে দংশন করবে। যখন ঐ ব্যক্তির উপর দিয়ে উটের প্রথম দলটি অতিক্রান্ত তখন শেষ দলটি তাদেরকে অতিক্রম করে যাবে। (এই ধারাক্রমই চলতে থাকবে)। সেটা হবে এমন দিন যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমনকি লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং লোকেরা নিজেদের পথ জান্নাত কিংবা জাহান্নামের মধ্যে কোন দিকে হবে, তা জানতে পারবে।

নিবেদন করা হলো; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গরু এবং ছাগলের ব্যাপারে কি বিধান রয়েছে। তিনি বললেন ঃ গরু, ছাগল লালনকারী যেসব ব্যক্তি তাদের হক আদায় করেনা, কিয়ামতের দিন সেইসব মালিককে খোলা ময়দানে ওদের পায়ের কাছে লুটিয়ে দেয়া হবে। ওদের মধ্যে কেউই শিং বিহীন কিংবা ভাঙ্গা শিংয়ের অধিকারী হবে না। ওরা মালিককে নিজেদের শিং দ্বারা আঘাত করবে এবং পায়ের ক্ষুর দ্বারা পিষ্ট করবে। এভাবে যখন তাদের প্রথম দলটি অতিক্রম করে থাকে, তখন দ্বিতীয় দলটি তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হবে। এটা হবে এমন একদিনে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এভাবে লোকদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে। অতঃপর তারা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।

নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে কি বিধান রয়েছে। তিনি বললেন, ঘোড়াগুলো তিন ধরনের। কোনো কোনো ঘোড়া মালিকের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেসব ঘোড়া মালিকের জন্যে গুনাহর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাহলো সেইসব ঘোড়া যেগুলো মালিক রিয়াকারী (প্রদর্শনেচ্ছা) গর্ব-অহংকার এবং মুসলমানদের ক্ষতি-সাধনের জন্যে বেঁধে রেখেছে। আর যেসব ঘোড়া মালিকের জন্যে গোপনীয়তা রক্ষা করবে, তাহলো সেইসব ঘোড়া, যেগুলোকে মালিক আল্লাহ্‌র পথে ব্যবহারের জন্যে বেঁধে রেখেছে। তাদের পিঠগুলো ও ঘাড়গুলোর ব্যবহারে কখনো আল্লাহ্‌র অধিকারকে ভুলে যাওয়া হয় না। তবে যে সব ঘোড়া তাদের জন্যে সওয়াবের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলো সেই সব ঘোড়া, যেগুলোকে মালিক আল্লাহ্‌র পথে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহারের জন্যে বেধে রেখেছে, সবুজ-সতেজ চারণভূমি কিংবা বাগ-বাগিচায় ছেড়ে দিয়েছে; ওই সব ঘোড়া যে পরিমাণ ঘাস ও লতা-পাতা ভোজন করে সেগুলোর মালিকের নামে সেই পরিমাণ নেকী বা পুণ্যের কথা লিখিত হয়। এমন কি ওই পশুগুলোর গোবর ও পেশাব সমান পুণ্যের কথাও লিখিত হয়। ওই পশুগুলো তাদের রশি ছিড়ে একটি থেকে অপর টিলায় লাফ-ঝাপ করে। তখন ওদের প্রতিটি পদচিহ্ন এবং ওদের পরিত্যক্ত গোবরের অংশগুলোর সমান পূণ্য লিখিত হয়। আর যখন ওদের মালিক ওদেরকে নিয়ে কোনো নালা অতিক্রম করে। এবং মালিক ইচ্ছা পোষণ না করা সত্তেও ওরা সেই নালার পানি পান করে, তবুও আল্লাহ পাক মালিকের নামে পানির ঢোকগুলোর সমান পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গাধাগুলোর ব্যাপারে কী হুকুম রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ গাধাগুলোর ব্যাপারে আমার প্রতি কোনো বিশেষ আয়াত নাজিল হয়নি। তবে এ

আয়াতটি এ প্রসঙ্গে অতুলনীয় এবং সকলকেই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; ফামাইয়্যামাল মিসক্বালা .... যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ পূণ্য করবে, তাও সে প্রত্যক্ষ করবে আর যে অনুপরিমাণ পাপ করবে, তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল ঃ ৫) (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দাবলী মুসলিমের।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সতের

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিধান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ، فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের প্রতি (রমযানের) রোযা বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদের প্রতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। (রোযার মাস) রমযানের মাস; যে মাসে কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়, যা লোকদের জন্যে পথনির্দেশক এবং যার মধ্যে হেদায়েতের (পথ নির্দেশনার) সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে। আর (যা সত্য ও মিথ্যাকে) সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে-কেউ এই মাসে বর্তমান থাকবে, সে পুরো মাস রোযা পালন করবে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন কিংবা সফরে থাকবে, সে অন্য সময়ে রোযা রেখে হিসাব পূর্ণ করবে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৫)

(এতৎ সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ হাদীস এর পূর্বেকার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)।

١٢١٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصِّيَامَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ : اِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ- لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا اَفطَرَ فَرِحَ بِفَطْرِهٖ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهٗ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ - متفق عليه

وَهٰذَا لَفظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهٗ، يَتْرُكُ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ، وَشَهْوَتَهٗ مِنْ اَجْلِى، اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ - قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

১২১৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ মানুষের সমস্ত আমল তার (নিজের) জন্যে; কিন্তু রোযা শুধু আমার জন্যে এবং আমিই তার প্রতিফল দেবো। রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ; অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউই রোযা রাখবে, সে যেন অর্থহীন কথাবার্তা না বলে এবং কোনরূপ হৈ-হল্লা না করে। যদি কোনো ব্যক্তি তাকে গালাগাল করে কিংবা লড়াই করতে চায় তবে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার। যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তার কসম! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয়। রোযাদারের জন্যে দুটি খুশির বিষয় রয়েছে; যখন সে ইফতার করে, তখন খুশি হয়। আর যখন সে আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে নিজের রোযার কারণে খুশি হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবশ্য এই শব্দাবলী বুখারীর। বুখারী অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সে আমার কারণে পানাহার ও যৌন ইচ্ছা পূরণকে বর্জন করে। (অতএব, জেনে রাখো) রোযা আমার জন্যে; আর আমিই এর প্রতিদান দেবো। (আরো জেনে রাখো) প্রতিটি নেকীর প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মানুষ প্রতিটি নেক কাজের বিনিময় দশগুণ থেকে সাতগুণ পেয়ে থাকে। তবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ রোযা আমার জন্যে এবং আমি এর প্রতিদান দেবো। কেননা, রোযাদার আমার সন্তুষ্টির জন্যেই নিজের ইচ্ছা-বাসনা ও পানাহার বর্জন করে থাকে। তাই রোযাদারের জন্যে দুটি খুশির বিষয় রয়েছে। একটি খুশি রোযার ইফতারীর সময় এবং দ্বিতীয়টি আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময় ঘটবে। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়ে অধিক প্রিয়।

١٢١٦ . وعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رض بِاَ بِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ نَعَم وَ ارْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ - متفق عليه

১২১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহ্র) পথে দুটি জিনিস ব্যয় করে, তাকে জন্নাতের দরজাগুলো থেকে এই বলে আহবান জানানো হবে ঃ 'হে আল্লাহ্র বান্দাহ! এই দরজাটি উত্তম।' সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে আহবান জানানো হবে। জিহাদে নিরত লোকদের আহবান জানানো হবে জিহাদের দরজা থেকে। রোযাদার লোকদের আহবান জানানো হবে রোযার দরজা থেকে। অনুরূপভাবে সদকাকারীকে আহবান জানানো হবে সদকার দরজা থেকে। এ পর্যায়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক নিবেদন করলেন; 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন! কোনো ব্যক্তিকেই এই সব দরজা থেকে ডাকাডাকির তো কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও কি

কাউকে এই সব দরজা থেকেই ডাকা হবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জ্বী হ্যাঁ, আর আমি প্রত্যাশা করি, তুমি ওই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٧ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَايَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرِهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ - متفق عليه

১২১৭. হযরত আবু সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় রাইয়্যান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোযাদাররা কোথায় ? তখন রোযাদাররা দাঁড়িয়ে যাবে। সেই দরজা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভিতরে প্রবেশ করে যাবে তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।

١٢١٨ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ يَّصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا - متفق عليه

১২১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একদিন রোযা রাখল, আল্লাহ পাক সেই এক দিনের কারণে তার চেহারাকে সত্তর বছরের দূরত্বের ন্যায় দোযখ থেকে দূর করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - متفق عليه

১২১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের তাগিদে এবং সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٠ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ - متفق عليه

১২২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের আগমনে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শৃংখলবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢١ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غَبِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ - متفق عليه. وهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا .

১২২১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং (শওয়ালের) চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ (সমাপ্ত) করো। যদি চাঁদ দেখা না যায়, অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দাবলী অবশ্য বুখারীর। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে রোযা ৩০টি পূর্ণ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আঠার

রমযান মাসে বেশি পরিমান বদন্যতা ও পুণ্যশীলতার তাগিদ, বিশেষ করে শেষ দশ দিনের উল্লেখ

١٢٢٢ . عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ، وَ كَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنَ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ - متفق عليه

১২২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। (বিশেষ ভাবে) রমযান মাসে তিনি বেশি পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথম তার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং রমযানের প্রতিটি রাতে তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাতের ফলে তাঁর বদান্যতা বেড়ে যেত এবং বৃষ্টির চেয়েও অধিক বেগবান হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٣ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ، وَ اَيْقَظَ اَهْلَهٗ، وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ - متفق عليه

১২২৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যখন (রমযানের) শেষ দশক ঘনিয়ে আসতো, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সচেতন থাকতেন এবং আপন গৃহবাসীদেরও সচেতন করতেন। এসময় আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্যে তিনি খুব সচেষ্ট থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনিশ

মধ্য শা'বানের পর রমযানের আগ পর্যন্ত রোযা রাখা নিষেধ

١٢٢٤ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىْ ﷺ قَالَ : لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ - متفق عليه

১২২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন রামযান আসার প্রাক্কালে একদিন কিংবা দুইদিনের রোযা না রাখে, অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি একদিন কিংবা দুইদিনের রোযা রাখার অভ্যাস করে থাকে, তবে সে রোযা রাখতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٥ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ حَالَتْ دُوْنَهٗ غَيَايَةٌ فَاَكْمِلُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ - اَلْغَيَايَةُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ الْمُكَرَّرَةِ وَهِىَ : السَّحَابَةُ .

১২২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের প্রাক্কালে রোযা রেখোনা। রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং (শওয়ালের) চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করো। যদি চাঁদ দেখতে মেঘ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অলে-গায়ায়াতু শব্দের অর্থ বাদল বা মেঘ

١٢٢٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَقِىَ نِصْفٌ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوْا -

رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১২২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি অর্ধেক শা'বান বাকী থাকে, তাহলে রোযা রেখোনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٢٧ . وَعَنْ اَبِىْ الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ - رواه ابو داود الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১২২৭. হযরত আবুল ইয়াক্বযান 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখল, নিঃসন্দেহে সে আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বিশ

চাঁদ দেখার সময় যে দো'আ পড়া উচিত

١٢٢٨. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ، هِلَالُ رُشْدٍ وَّخَيْرٍ - رواه الترمذى وقال حديث حسن.

১২২৮. হযরত তাল্‌হা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে এই দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনে ওয়াল ঈমানে ওয়াস সালামাতে ওয়াল ইসলাম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহু হিলালু রুশদিন ওয়া খাইর" অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই চাঁদকে তুমি আমাদের ওপর শান্তি, প্রত্যয় ও প্রশান্তির নিদর্শন এবং ইসলামের উদয়ে পরিণত করো। (হে চাঁদ) তোমার এবং আমার প্রভু আল্লাহ্। (হে আল্লাহ) এই চাঁদ যেন কল্যাণ ও উন্নতির চাঁদে পরিণত হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একুশ

সেহরী ও তার বিলম্বের ফযীলত, যদি ফজর উদিত হবার শংকা না থাকে

١٢٢٩ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِىْ السُّحُوْرِ بَرَكَةً - متفق عليه

১২২৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (রমযান মাসে) অবশ্যই সেহরী খাও; এ কারণে যে, সেহরীতে বরকত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٠ . وَعَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ قِيْلَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً - متفق عليه

১২৩০. হযরত যায়েদ বিন্ সাবিত (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী খেলাম তারপর আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এ দুয়ের মাঝে কতটা ব্যবধান ছিল ? বলা হলো ঃ মোটামুটি পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ، وَّ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلَّا اَنْ يَّنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقٰى هٰذَا - متفق عليه

১২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন মুয়ায্যীন ছিলেন। একজন হযরত বিলাল, দ্বিতীয় জন ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)। রাসূলে আকরাম বলেন, বিলাল (রা) রাতের বেলায় আযান দেয়। কাজেই তার আযানের পর পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ না আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) ফযরের আযান দেয়। (ইবনে উমর) বলেন, এদের মধ্যে সময়ের এতটুকু ব্যবধান থাকতো যে, একজন (মিনার থেকে) নেমে যেতেন এবং অপরজন (মিনারে) উঠতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٢ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ - رواه مسلم

১২৩২. হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের এবং আহালী কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহেরী খাওয়া। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বাইশ

শীঘ্রই ইফতার করার ফযিলত ঃ যা দিয়ে ইফতার করতে হবে এবং ইফতারের পরের দো'আ

١٢٣٣ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ - متفق عليه

১২৩৩. হযরত সাহল ইবনে শাদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٤ . وَعَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ رض قَالَ : دَخَلْتُ اَنَا وَ مَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ رض فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلَانِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلَاهُمَا لَايَأْلُوْ عَنِ الْخَيْرِ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ، وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ الْاِفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ مَنْ يُّعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَ الْاِفْطَارَ ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

১২৩৪. হযরত আবু আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাসরূক একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলাম তখন মাসরূক তাঁকে বললেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি ছিলেন যারা নেকির কাজে আলস্য করতেন না কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মাগরিবের নামাযে এবং ইফতারে তাড়াহুড়া করতেন এবং অপরজন মাগরিবের নামাযের এবং ইফতারে বিলম্ব করতেন। হযরত আয়েশা (রা)

জিজ্ঞেসা করলেন, কোন ব্যক্তি মাগরীবের নামাযে এবং ইফতারে তাড়াহুড়া করেন। মাসরূক (রা) জবাব দিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করতেন। (মুসলিম)

١٢٣٥ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَحَبُّ عِبَادِيْ اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا - رواه الترميد وقال حديث حسن

১২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয় সেই বান্দাহ যে শীঘ্র ইফতার করে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান।

١٢٣٦ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْ بَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ - متفق عليه

১২৩৬. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন এই (পূর্ব) দিক থেকে রাত আসবে এবং এই (পশ্চিম) দিকে দিন চলে যাবে এবং সূর্যও ডুবে যাবে তখন রোযাদারের রোযা ইফতারে পরিণত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٧ . وَعَنْ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رض قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ : يَافُلَانُ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ ؟ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ - متفق عليه. قَوْلُهُ اِجْدَحْ بِجِيْمٍ ثُمَّ دَالٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ اَىْ اَخْلِطِ السَّوِيْقَ بِالْمَاءِ -

১২৩৭. হযরত আবু ইবরাহীম আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে চললাম, সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন; যখন সূর্য অস্ত গেলো, তিনি জনগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হে অমুক (আরোহী থেকে) অবতরণ করে আমাদের জন্যে ছাতু মাখো। লোকটি নিবেদন করল, এখনো দিন বাকী রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি নেমে ছাতু মাখো। বর্ণনাকারী বললেন, লোকটি নেমে ছাতু মাখলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব খেলেন এবং নিজের হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন ঃ তোমরা যখন দেখবে এই দিকে (পূর্ব দিক) রাত নেমে এসেছে তখন রোযাদাররা ইফতার করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইজদাহ শব্দের অর্থ ঃ ছাতুকে পানির সাথে মিশাও।

١٢٣٨ . وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ، فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَاِنَّهٗ طَهُوْرٌ - رواه ابو داود والترمذى وقال- حديث حسن صحيح.

১২৩৮. হযরত সালমান ইবনে আমীর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ইফতার করবে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তাহলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। এজন্য যে, তা পবিত্র। (আবু দাঊদ ও মিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٢٣٩. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ، فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَاحَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ - رواه ابو داود ولترمذى وَقَال - حديث حسن

১২৩৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করার পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না পাওয়া যেত তাহলে শুকনো খেজুর দিয়েই ইফতার করতেন। আর যদি শুকনো খেজুরও না পাওয়া যেত তাহলে শুধুমাত্র পানি দিয়ে ইফতার করতেন। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তেইশ

রোযাদারের প্রতি নির্দেশ ঃ সে যেন নিজের মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শরীয়ত বিরোধী কাজ-কাম, গালাগাল ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত রাখে

١٢٤٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ - متفق عليه

১২৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখবে তখন সে যেন অর্থহীন কথাবার্তা না বলে কিংবা শোরগোল না করেন। যদি তাকে কেউ গালাগাল করে কিংবা তার সাথে লড়াই করতে চায় তাহলে সে যেন বলে দেয়— (ভাই) আমি রোযা রেখেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤١ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ - رواه البخارى.

১২৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সেই মোতাবেক কাজ করা থেকে বিরত থাকে না, সে তার খানাপিনা ছেড়ে দিক, এতে আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চব্বিশ

রোযা সংক্রান্ত কিছু বিধি-বিধান

١٢٤٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ - متفق عليه

১২৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন (রোযা অবস্থায়) ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলে, সে যেন তার রোযাকে পূর্ণ করে নেয়; এই কারণে যে, ভুলের মাধ্যমে আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٣. وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ : اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ لْاَصَابِعَ، وَبَالِغْ فِىْ الاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح

১২৪৩. হযরত লাকীত ইবনে সাবেরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় অযু সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন; অযু খুব ভালো মতো করো, (দুই হাত ও পায়ের) আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খিলাল করো এবং রোযাদার না হলে নাকে প্রচুর পরিমাণে পানি নিক্ষেপ করো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٢٤٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ - متفق عليه

১২৪৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো প্রত্যুষে অপবিত্র হলে পবিত্রতার জন্যে গোসল করতেন এবং তারপর রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ অপবিত্রতা রোযার প্রতিবন্ধক নয়।

١٢٤٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ وَ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتَا : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ - متفق عليه

১২৪৫. হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতেও অপবিত্র হতেন এবং (গোসলের পর) রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় ঃ দুইশত পঁচিশ

মুহাররম, শাবান এবং অন্যান্য 'হারাম' মাসের ফযীলত

١٢٤٢ . عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১২৪৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের পর উত্তম রোযা হলো আল্লাহ্র মাস মুহাররমের রোযা আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। (মুসলিম)

١٢٤٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلَّا قَلِيْلًا - متفق عليه

১২৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চেয়ে বেশি কোনো মাসে রোযা রাখতেন না। তিনি সব রকমের রোযাই রাখতেন এবং এক রেওয়ায়েত আছে, তিনি শাবানের রোযা রাখতেন আবার কিছুটা ছেড়েও দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٨ . وَعَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ رض عَنْ اَبِيْهَا اَوْ عَمِّهَا اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ - وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ- فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَعْرِفُنِىْ ؟ قَالَ: وَمَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ : اَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِىْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ - قَالَ : فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ قَالَ : مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلَّا بِلَيْلٍ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ! ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ : زِدْنِىْ فَاِنَّ بِىْ قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِىْ قَال صُمْ مِّنَ الْحُرُمِ وَ اَتْرُكْ صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَ اتْرُكْ صُمْ مِّنْ الْحُرُمِ وَ اتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا - رواه ابو داود.

১২৪৮. হযরত মুজিবা আল-বাহেলিয়া (রা) তার পিতা কিংবা চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলেন আবার চলেও গেলেন। এর এক বছর পর আবার তিনি ফিরে এলেন, তখন তার অবস্থায় বেশ পরিবর্তন এসেছিলো। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেগো? জবাবে তিনি বললেন, আমি বাহিলী। এক বছর আগে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মধ্যে এত পরিবর্তন কিভাবে এলো?

অথচ তুমি ভালো চেহারা সুরতের অধিকারী ছিলে। সে নিবেদন করলো, আমি যখন আপনার নিকট থেকে চলে গেলাম তখন থেকে আমি শুধু রাতের বেলায়ই খাবার খেয়েছি। (একথায়) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি নিজেকে নিজে আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছো। এরপর তিনি বললেন ঃ সবরের মাস রমযানে রোযা রাখো এবং প্রত্যেক মাসে একদিন রোযা রাখো। সে নিবেদন করলো, আরও একটু বাড়িয়ে দিন, আমার মধ্যে শক্তি আছে। রাসূলে আকরাম বললেন ঃ দুদিন রোযা রাখো। সে বললো, আরও বাড়িয়ে দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; তিনদিন রোযা রাখো। সে নিবেদন করলো, আরও বাড়িয়ে দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হারাম মাসসমূহে রোযা রাখো এবং ছেড়েও দাও। (একথা তিনি তিনবার বললেন) এরপর তিনি নিজের তিনটি আঙ্গুলকে একত্র করলেন; তারপর সেগুলোকে ছেড়ে দিলেন। এর তাৎপর্য হলো, তিনদিন রোযা রাখো এবং তিনদিন ইফতার করো অর্থাৎ হযরত দাঊদ (আ)-এর রোযা রাখার নীতি অবলম্বন করো। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছাব্বিশ

জিলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালনের এবং নেক কাজ করার ফযীলত

١٢٤٩ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِىْ اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ - رواه البخارى .

১২৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই দিনগুলোর অর্থাৎ জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের চেয়ে বেশি মর্তবার এমন কোনো দিন নেই, যেদিনে নেক আমল করা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন; 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয় ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয়। হাঁ, তবে সেই ব্যক্তি, যে জিহাদে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তবে কোনো জিনিসকে ফেরত নিয়ে আসেনি। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতাশ

আরাফাত, আশূরা ও মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত

١٢٥٠ . عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ - رواه مسلم .

১২৫০. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন ঃ এতে গত বছরের এবং আগামী দিনের গুনাহ-খাতার কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٢٥١ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ - متفق عليه

১২৫১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার রোযা রেখেছেন এবং এ রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন।(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥٢ . وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةُ - رواه مسلم

১২৫২. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন ; এতে বিগত বছরের ছোট-খাট গুনাসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٢٥٣. وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ - رواه مسلم

১২৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আমি নবম তারিখের রোযা রাখবো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটাশ

শওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব

١٢٥٤ . عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - رواه مسلم

১২৫৪. হযরত আবূ আইউব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল এবং তারপরে শওয়ালেরও ছয় রোযা রাখল, সে যেন জামানাভর রোযা রাখল। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনত্রিশ

সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা মুস্তাহাব

١٢٥٥ . عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَالَ : ذٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُّ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ - رواه مسلم

১২৫৫. হযরত আব কাতাদাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ এ এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং (এদিনই) আমায় নবুয়্যত দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমার ওপর অহী নাযিল হয়েছে। (মুসলিম)

١٢٥٦ . وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ - رواه الترمذى وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذِكْرِ الصَّوْمِ.

১২৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) 'আমল পেশ করা হয়। অতএব, আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন আমি রোযা রাখতে ইচ্ছুক। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম মুসলিম রোযার প্রসঙ্গ ছাড়াই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٢٥٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرّٰى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن.

১২৫৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ত্রিশ

প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সওয়াব

'আইয়্যাম বীয' অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা উত্তম। কেউ কেউ বারো, তেরো ও চৌদ্দ তারিখকে 'আইয়্যামে বীয' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সহীহ ও বিশুদ্ধ কথা হলো প্রথমটি।

١٢٥٨ . وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحٰى، وَ أَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ - مُتفق عليه

১২৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমার খলীল (পরম বন্ধু) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ, দুহার (চাশতের) দু'রাকআত নামায আদায় এবং শোবার আগে বিত্র (এর নামায) পড়া। (মুসলিম)

١٢٥٩ . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رض قَالَ أَوْصَانِيْ حَبِيْبِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلٰوةِ الضُّحٰى، وَبِأَنْ لَّاأَنَامَ حَتّٰى أُوْتِرَ- رواه مسلم

১২৫৯. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় তিনটি বিষয়ে অসিয়্যত করেছেন; আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন সেগুলোকে আমি

কখনো পরিহার করবোনা। সে তিনটি বিষয় হলো ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা, দুহার (চাশতের) নামায আদায় করা এবং বিত্‌রের নামায পড়ার আগে শয়ন না করা।
(মুসলিম)

١٢٦٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْمُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ - متفق عليه

১২৬০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা জামানাভর রোযা রাখার সমতুল্য। অর্থাৎ এতে সারা বছরের রোযার সওয়াব পাওয়া যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦١ . وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رض اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ اَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ ؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ اَىِّ الشَّهْرِ يَصُوْمُ - رواه مسلم

১২৬১. হযরত মু'আযাতা আদাবিয়্যাহ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ জি, হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন্ অংশের রোযা রাখতেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো দিন রোযা রাখতেন, এ ব্যাপারে কোনো সময় নির্দিষ্ট করে নেননি। বরং যে যে দিন তিনি পছন্দ করতেন, সে সে দিনই রোযা রাখতেন। (মুসলিম)

١٢٦٢ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن.

১২৬২. হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি যখন রোযা রাখতে চাইবে, তখন তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٢٦٣ . وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ اَيَّامِ الْبِيْضِ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ - رواه ابو داود.

১২৬৩. হযরত কাতাদাহ্ ইবনে মিল্‌হান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আইয়্যাম বীয অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোযা রাখতে হুকুম করেছেন। (আবু দাউদ)

١٢٦٤ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ اَيَّامَ الْبِيْضِ فِىْ حَضَرٍ وَّلَا سَفَرٍ - رواه النسائى باسناد حسن

১২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে কিংবা সফরে থাকাকালে কখনো 'আইয়্যাম বীয'-এর রোযা পরিহার করতেন না।

ইমাম নাসাঈ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একত্রিশ

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত ঃ খাবার প্রদানকারীর জন্যে খাবার গ্রহণকারীর দো'আ

١٢٦٥ . عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مِثْلَ اَجْرِهٖ غَيْرَ اَنَّهٗ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَیْءٌ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১২৬৫. হযরত যায়েদ বিন্ খালেদ জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সেও তার (ইফতার গ্রহণকারীর) সমান সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু তাতে রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস পাবেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٢٦٦ . وَعَنْ اُمِّ عُمَارَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ : كُلِىْ فَقَالَتْ : اِنِّىْ صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهٗ حَتّٰى يَفْرُغُوْا وَرُبَّمَا قَالَ حَتّٰى يَشْبَعُوْا - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১২৬৬. হযরত উম্মে উমারাহ আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে গেলেন। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (কিছু) খাবার এনে রাখলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমিও খাবার গ্রহণ করো। তিনি (মেজবান) বললেন ঃ আমি তো রোযা রেখেছি। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রোযাদারের জন্যে ফেরেশতারা রহমতের দো'আ করে; যতক্ষণ তার সামনে খাবার গ্রহণ করা হয়, এমন কি সে খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা পেট ভরে খাবার গ্রহণ করে পরিতৃপ্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٢٦٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَ اِلٰى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ رض فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَّ زَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَ اَكَلَ طَعَامَكُمُ الاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ - رواه ابوداود باسناد صحيح .

১২৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) সা'দ বিন্ উবাদা (রা)-এর গৃহে তশরীফ আনলেন। তিনি (সাদ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রুটি ও যয়তুনের তেল পেশ করলেন। তিনি কিছু খাবার গ্রহণ করলেন; তারপর বললেন; রোযাদাররা তোমার এখানে ইফতার করেছে; পূণ্যবান লোকেরা তোমার খাবার গ্রহণ করেছে এবং ফেরেশতারা তোমার জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করেছে।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৯

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

ই'তেকাফ

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বত্রিশ

ই'তেকাফের বিবরণ

١٢٦٨ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ - متفق عليه.

১২৬৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦٩ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ اِعْتَكَفَ اَزْوَاجُهٗ مِنْ بَعْدِهٖ - متفق عليه

১২৬৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন; এমনকি আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এটা করতেন। তারপরে তাঁর স্ত্রীগণ এটা করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا - رواه البخارى .

১২৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। তারপর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তেকাফ করেন। (বুখারী)

অধ্যায় ঃ ১০

كِتَابُ الْحَجِّ

হজ্জ

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তেত্রিশ

হজ্জ ফরজ হওয়া এবং তার ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ، غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর লোকদের ওপর আল্লাহ্‌র হক্ব (অর্থাৎ ফরয) হলো এই যে, যে ব্যক্তি এই ঘর পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে, সে যেন এর হজ্জ করে। আর যে ব্যক্তি এই হুকুম পালন থেকে বিরত থাকবে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

١٢٧١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَ صُوْمِ رَمَضَانَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ، وَالتِّرْمِذِيُّ .

১২৭১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর স্থাপিত ঃ একথার সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা, রমযানের রোযা রাখা। (আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

١٢٧٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. فَقَالَ : يَـاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ : ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوْهُ - رواه مسلم

১২৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন ঃ হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব (তোমরা) হজ্জ

করো। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি আমরা হজ্জ করবো ? একথায় তিনি নীরব রইলেন। এমন কি, লোকটি তিনবার প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলো। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; আমি যদি বলে দিতাম, হাঁ, তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ ওয়াজিব হয়ে যেত, কিন্তু তোমরা এর সামর্থ রাখতে না।' এরপর তিনি বললেন ঃ আমাকে ছেড়ে দাও; যতক্ষণ আমি তোমাদের ছেড়ে দেই। এ কারণে যে, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা বেশি বেশি প্রশ্ন করার এবং আপন পয়গম্বরদের সাথে মত বিরোধ করার দরুন ধ্বংস ও নিপাত হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দেই, তখন আপন সামর্থ্য মোতাবেক তার ওপর আমল করো আর যখন কোনো কাজ ত্যাগ করার কথা বলি, তখন তা পরিহার করো। (মুসলিম)

١٢٧٣ . وَعَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ - متفق عليه

১২৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ ধরনের আমল বেশি মর্যাদাপূর্ণ ? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর কোন ধরনের আমল? বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর কোনটা ? তিনি বললেন ঃ হজ্জে মাব্‌রুর। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জে মাব্‌রুর হলো সেই হজ্জ, যাতে হজ্জ আদায়কারী কোনো নাফরমানীর কাজে লিপ্ত না হয়।

١٢٧٤ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ متفق عليه .

১২৭৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ তিনি বলছিলেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করে, তার মধ্যে বেহুদা কথাবার্তা না বলে, এবং কোনো ফিস্‌ক ও ফুজুরীর কাজ না করে, সে (নিজের গুনাহ খাতাহ্ থেকে এভাবে) ফিরে আসবে, যেন আজই তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে (অর্থাৎ প্রসব করেছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٥ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ - متفق عليه

১২৭৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার উমরা থেকে দ্বিতীয় উম্‌রা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাসমূহের কাফ্‌ফারাতুল্য। আর হজ্জে মাব্‌রুরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : لٰكِنَّ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৭৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জিহাদকে উত্তম আমল মনে করি। (কাজেই) আমরাও কি জিহাদ করবোনা ? রাসূলে আকরাম বললেন ঃ তোমাদের উত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাব্‌রূর। (বুখারী)

١٢٧٧ . وَعَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَامِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُّعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ - رواه مسلم

১২৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফার দিনের চেয়ে অধিক কোনো দিন নেই, যেদিন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। (মুসলিম)

١٢٧٨ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اَوْ حَجَّةً مَّعِيْ - متفق عليه .

১২৭৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসে উমরা করা হজ্জ করার সমতুল্য কিংবা (বলেছেন) আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমান (এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٩. وَعَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِي الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَ حُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ - متفق عليه.

১২৭৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র ফরযকৃত হজ্জ পালনের ব্যাপারে আমার পিতা এমন অবস্থায় পৌছেন যে, তিনি খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন; সওয়ারীর ওপর বসতে পারেননা। (এমতাবস্থায়) আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ, পারো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٠. وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ رض اَنَّهٗ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ اَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ، وَلاَالظَّعْنَ قَالَ : حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ . وَ قَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২৮০. হযরত লাক্বীত ইব্‌নে 'আমের বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপনীত হলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ; হজ্জ, উমরা ও সফর করার ক্ষমতা তাঁর নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; তুমি আপন পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন; হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٨١ . وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رض قَالَ : حُجَّ بِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ – رواه البخارى .

১২৮১. হযরত সায়ের ইবনে ইয়াযিদ (রা) বর্ণনা করেন, 'হুজ্জাতুল বিদায় আমিও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ পালনের সুযোগ পেয়েছি; তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর। (বুখারী)

١٢٨٢ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوْا : الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوْا : مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَعَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : اَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ – رواه مسلم .

১২৮২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রওহা নামক স্থানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি কাফেলার সাক্ষাত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা ? তারা নিবেদন করলো ঃ (আমরা) মুসলমান! (এরপর) তারা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল। এরপর জনৈক মহিলা (তার) শিশুকে ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'আচ্ছা, এরও কি হজ্জ হবে' ? রাসূলে আকরাম বললেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব তুমিও পাবে। (মুসলিম)

١٢٨٣ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَجَّ عَلٰى رَحْلٍ وَّكَانَتْ زَامِلَتَهٗ – رواه البخارى .

১২৮৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের ওপর চেপে হজ্জ পালন করেন এবং তাঁর মালপত্র রাখার জন্যেও এটাই ছিলো একমাত্র অবলম্বন। অর্থাৎ সামান রাখার জন্যে আলাদা সওয়ারী ছিলনা। (বুখারী)

١٢٨٤ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ، وَمَجَنَّةُ، وَذُوْ الْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَتَاَثَّمُوْا اَنْ يَّتَّجِرُوْا فِىْ الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ – رواه البخاري .

১২৮৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, উকাজ, মাজেন্না, যুল মাজায ইত্যাদি ছিল জাহিলী যুগে (বিখ্যাত) বানিজ্যিক বাজার। সাহাবায়ে কিরাম হজ্জের মৌসুমে এইসব বাজারে বেচা-কেনা করাকে গুনাহ্‌র কাজ মনে করতেন। এই উপলক্ষে আয়াত নাযিল হলো যে, তোমরা আপন প্রভুর কাছে অনুগ্রহ (ফযল) সন্ধান করবে অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে হালাল জীবিকা উপার্জন করবে। এতে গুনাহ্‌র কিছু নেই। (বুখারী)

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চৌত্রিশ
জিহাদের ফযীলত বর্ণনা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা সবাই মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো, যেরূপ ওরা সবাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।
(সূরা তওবা ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ (মুসলমানগণ!) তোমাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র পথে) লড়াই করা ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটা তোমাদের পক্ষে তো অপছন্দনীয় মনে হবে। কিন্তু বিচিত্র নয় যে, একটা জিনিস তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হবে, অথচ সেটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর আবার বিচিত্র নয় যে, একটা জিনিস তোমাদের কাছে পছন্দনীয় মনে হচ্ছে; অথচ সেটাই তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। আর (এসব বিষয়) আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন; তোমরা জানোনা।
(সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : (اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

তোমাদের সাজ-সরঞ্জাম কম হোক, আর (তোমরা) বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র পথে মাল ও জান দিয়ে লড়াই করো। এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে পারো।
(সূরা তওবা ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন (এবং তার) বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত (তৈরি করে) রেখেছেন। এই লোকেরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে, তারা শত্রুদের হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। একথা তওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে সত্য ওয়াদা রূপে বিবৃত হয়েছে, যা পূর্ণ করা তার

দায়িত্ব। আর আল্লাহ্র চেয়ে বেশি ওয়াদা পূরণকারী কে। সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে যে ব্যবসা করেছো, তাতে সন্তুষ্ট থাকো। এটাই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। (সূরাত তওবা ঃ ১৬)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً وَّ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

তিনি আরো বলেন ঃ যে মুসলমান আপন ঘরে বসে থাকে আর লড়াই-এর ব্যাপারে অনিচ্ছা পোষণ করে এবং এ ব্যাপারে কোনো ওযরও রাখেনা, অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিজের মাল ও জান দিয়ে লড়াই করে তারা উভয়ে কখনো সমান হতে পারেনা। আল্লাহ্ মাল ও জান দ্বারা লড়াইকারীকে (নিষ্ক্রিয়) বসে থাকা লোকদের ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর (যদিও) নেক ওয়াদা সবার জন্যেই করা হয়েছে; কিন্তু বিরাট প্রতিফলের দিক থেকে আল্লাহ জিহাদকারীদের বসে থাকা লোকদের ওপর অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন অর্থাৎ খোদার দিক থেকে মর্যাদায় এবং মাগফিরাতে ও রহমতে। আর আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও দয়াশীল। (সূরা নিসা ঃ ৯৫-৯৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে রেহাই দেবে ? (তাহলো এই যে) তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (যথার্থ) ঈমান আনো এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগ বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান; আর তোমাদেরকে চিরকাল বসবাসের উপযোগী উত্তম ঘর দান করবেন। এটা এক বিরাট সাফল্য। আর যেসব জিনিস তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেবেন, (তাহালো) আল্লাহ্র সাহায্য এবং খুব নিকটবর্তী বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদার লোকদেরকে তারও সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (সূরা সফ ঃ ১০-১৩)

এই ধরনের বিষয় সম্বলিত আয়াত কুরআনে বিপুলভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসও বিপুল সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

١٢٨٥ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ - متفق عليه

১২৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো ঃ কোন আমলটি উত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোন আমলটি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোন আমলটি ? তিনি বললেন ঃ হজ্জে মাব্‌রুর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٦ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - متفق عليه .

১২৮৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, কোন ধরনের আমল আল্লাহ্‌র কাছে বেশি প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ যথাসময়ে নামায আদায় করা। আমি নিবেদন করলাম তারপর কোনটি ? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি নিবেদন করলাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٧ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ - متفق عليه .

১২৮৭. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন আমলটি শ্রেয়তর ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - متفق عليه

১২৮৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে সকাল ও সন্ধ্যায় অতিবাহন করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٩ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ : اَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ يُّجَاهِدُ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ - متفق عليه .

১২৮৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো, সে জানতে চাইল, সমস্ত লোকের মধ্যে উত্তম কে ? তিনি বললেন ঃ সেই মুমিন, যে আল্লাহ্‌র পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে লড়াই (জিহাদ) করে। নিবেদন করা হলো, তারপরে কে ? তিনি বললেন ঃ সেই মুমিন, যে ঘাঁটিগুলোর মধ্য থেকে কোনো ঘাঁটিতে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে এবং লোকদেরকে নিজেদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩٠ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْه - متفق عليه

১২৯০. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে একদিন সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তির জান্নাতে এক টুকরা সমান জায়গা পাওয়া দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম। অনরূপভাবে সন্ধ্যায় কোনো ব্যক্তির আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়া কিংবা সকাল বেলা হওয়া দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চেয়ে শ্রেয়তর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩١ . وَعَنْ سَلْمَانَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : رِبَاطُ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَّقِيَامِهِ، وَاِنْ مَّاتَ فِيْهِ، جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ وَ اُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ، وَاَمِنَ الْفَتَّانَ - رواه مسلم

১২৯১. হযরত সালমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি; তিনি বলছিলেন, একদিন একরাত (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত পাহারা দেয়া মাসব্যাপী রোযা পালন ও রাত্রি জাগরণের চেয়ে উত্তম। আর যদি সংশ্লিষ্ট লোকটি এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে যে আমল করছিল, তাকেও অব্যাহত রাখা হয় এবং তার জীবিকাও তার জন্যে অব্যাহত রাখা হয়। তদুপরি সে কবরের ফিত্‌না থেকে নিরাপদ থাকে। (মুসলিম)

١٢٩٢ . وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِه اِلَّا الْمُرَابِطَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُنَمّٰى لَهٗ عَمَلُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৯২. হযরত ফাযাল বিন্ উবাইদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির আমলই খতম হয়ে যায়; তবে যে ব্যক্তি

আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীমান্তের হেফাজত করে, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয় এবং কবরের ফিত্‌না থেকে সে নিরাপদ থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ

١٢٩٣ . وَعَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৯৩. হযরত উসমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা অন্যান্য স্থানের হাজার দিন নিরাপত্তা বিধানের সমতুল্য। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ্‌।

١٢٩٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ وَ اِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىَّ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلٰى مَنْزِلِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ، اَوْغَنِيْمَةٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَامِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ : لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَ رِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ - وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا اَنْ يَّشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَدًا وَّلٰكِنْ لَّا اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُوْنَ سَعَةً وَّ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ - وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُّ اَنِّىْ اَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ رَوَى الْبُخَارِىُّ بَعْضَهُ .

১২৯৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ সেই ব্যক্তির জামানতদার যে তাঁর পথে (জিহাদের জন্যে) বেড়িয়েছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আমার পথে জিহাদ করে, আমার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আমার রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে, এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে সওয়াব অথবা গণিমতের সাথে আপন বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন যেখান থেকে সে বেরিয়েছিলো। সে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তাঁর কসম! আল্লাহর পথে যে ব্যক্তির যেরূপ আঘাত লাগে কিয়ামতের দিন সে সেই আঘাত নিয়েই উপস্থিত হবেন। তার রক্তের রংও অবিকল থাকবে এবং তাতে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধ হবে। সে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন, তাঁর কসম! যদি মুসলমানদের পক্ষে কঠিন শ্রম ও কষ্টের ব্যাপার না হতো তাহলে আমি কখনো কোনো জিহাদে নিরত সেনা দলের পিছনে থাকতাম না। কিন্তু সৈনিকদেরকে সওয়ারী দেবার মত সামর্থ যেমন আমার নেই, তেমনি মুসলিম জনগণও এতটা সামর্থের অধিকারী নয়, এবং তাদের পক্ষে আমার পিছনে পড়ে

থাকাটা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করি এবং শহীদ হয়ে যাই, আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই, আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই, আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই। (মুসলিম)

ইমাম বুখারী (রহ) হাদীসটির বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করেছেন।

١٢٩٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّاجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهٗ يَدْمِىْ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ - متفق عليه

১২৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে আঘাত প্রাপ্ত হবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে, তার আঘাতের স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সে রক্তের রং অবিকল থাকবে এবং তা থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুবাস বেরবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩٦ . وَعَنْ مُعَاذٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِىْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৯৬. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে উটনীর দুই দফা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ জিহাদ করেছে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আহত হয়েছে অথবা কোনো চোট পেয়েছে কিয়ামতের দিন তার জখম ইত্যাদি ঠিক সেইভাবে তাজা থাকবে, যার রং হবে জাফরানের মতো এবং তার সুগন্ধী হবে কস্তুরীর অনুরূপ।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٢٩٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِّنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَاَعْجَبَتْهُ فَقَالَ : لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَاَقَمْتُ فِىْ هٰذَا الشِّعْبِ وَلَن اَفْعَلَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ مُقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا، اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنَّةَ ؟ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১২৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা সাহাবায়ে কিরামের জনৈক সদস্য একটি ঘাঁটি অতিক্রম করেন। সেখানে মিষ্টি পানির একটা ঝর্ণা ছিল; সেটা তাঁর কাছে খুব ভালো লাগল। তিনি মনে মনে বললেন ঃ আমি যদি লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে এই ঘাঁটির বাসিন্দা হয়ে যেতাম! কিন্তু আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ কাজ কক্ষনো করবোনা। অতএব, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টির উল্লেখ করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ কোরনা। কেননা, তোমাদের মধ্যে কারো আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান করা নিজ গৃহে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ করনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করুন ? (এটা যদি পছন্দ করো) তাহলে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো। এজন্যে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে উষ্টীর দুই দফা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের সমপরিমাণ সময় জিহাদ করে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান। হাদীসে বর্ণিত 'ফুওয়াক' বলতে বুঝায় দুই দফা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়কে।

١٢٩٨ . وَعَنْهُ قَالَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لَاتَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَاَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَهُ ثُمَّ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَّلَا صَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - متفق عليه. وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ . وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىُّ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَّعْدِلُ الْجِهَادَ ؟ قَالَ : لَا اَجِدُهٗ ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ .

১২৯৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সমতুল্য ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও। সাহাবায়ে কিরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবার এটাই বলছিলেন ঃ তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে নিরত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না; এমন কি, জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির শব্দাবলী মুসলিমের। বুখারীর এক বর্ণনা হলো ঃ এক ব্যক্তি নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য। তিনি

বললেন, আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না। তারপর আবার বললেন, তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহ্র পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতপর নামায পড়তে থাকবে, অনবরত পড়তে থাকবে এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখে কিন্তু ইফতার করে না সে ব্যক্তি বললেন, এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে ?

١٢٩٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهٖ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْ يَبْتَغِى الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهٗ اَوْ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِّنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَ يَعْبُدُ رَبَّهٗ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلَّا فِيْ خَيْرٍ - رواه مسلم

১২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, সেই ব্যক্তি উত্তম জীবনের অধিকারী যে নিজের ঘোড়ার লাগামকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য আঁকড়ে ধরে থাকে। যখনই কোনো শোরগোল কিংবা ঘাবড়ানোর মতো আওয়াজ শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। তারপর হত্যা কিংবা মৃত্যুর প্রত্যাশিত স্থানগুলো সন্ধান করে কিংবা সেই ব্যক্তি যে ওই ঘাঁটিগুলোর মধ্য থেকে কোনো ঘাঁটি কিংবা ওই উপত্যকাগুলোর ভেতর থেকে কোনো উপত্যকায় কতিপয় বক্রী নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং এমন কি মৃত্যু এসে তাকে পরিবেষ্টন করা পর্যন্ত আপন প্রভুর ইবাদতে মশগুল থাকে আর শুধু লোকদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকে। (মুসলিম)

١٣٠٠ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - رواه البخارى .

১৩০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একশোটি দরজা রয়েছে। এই দরজাগুলোকে আল্লাহ সেই সব লোকের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন, যারা তাঁর পথে জিহাদ করে। এর দুটি দরজার মধ্যে এতখানি ব্যবধান, যতখানি ব্যবধান রয়েছে আসমান ও জমিনের মধ্যে। (বুখারী)

١٣٠١ . وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا : وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ : اَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : وَ اُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِيْ الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رواه مسلم .

১৩০১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে প্রভু (রব্ব) বলতে সন্তুষ্টি অনুভব করে এবং

ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) রূপে গ্রহণ করতে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত হয়েছে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত আবু সাঈদ (রা) একথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঐ কথাগুলোকে আমার জন্যে একটু পুনব্যক্ত করুন। তিনি (রাসূলে আকরাম) কথাগুলো পুনব্যক্ত করলেন। তারপর বললেন ঃ আর যে জিনিসটির দরুন আল্লাহ জান্নাতে বান্দার মর্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন, তার প্রতি দুই মর্যাদার মধ্যেকার দূরত্ব হবে আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ (রা) নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা কি জিনিস ? তিনি বললেন ঃ তাহলো আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ! আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। (মুসলিম)

١٣٠٢ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ : يَا اَبَا مُوْسٰى أَاَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ : اَقْرَأُعَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهٖ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ - رواه مسلم .

১৩০২. হযরত আবু বাকর ইবনে আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) বর্ণনা করেন; আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি শত্রুদের উপস্থিতিতে বর্ণনা করছিলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে জান্নাতের দরওয়াজা তরবারির ছায়াতালে অবস্থিত। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি অস্থিরভাবে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবু মূসা! তুমি কি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছ ? তিনি একথা (প্রায়শ) বলতেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ জ্বি, হাঁ, এরপর তিনি আপন সঙ্গীদের কাছে এলেন। (তাদেরকে) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে সালাম বলছি। এরপর নিজের তরবারির খাপ ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং তরবারি নিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তলোয়ার দিয়ে লড়াই চালাতে থাকলেন। এমন কি, তিনি (আল্লাহ্‌র রাহে) শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

١٣٠٣ . وَعَنْ اَبِىْ عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ - رواه البخارى .

১৩০৩. হযরত আবু আব্‌স আবদুর রহমান ইবনে জুবার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বান্দার পদযুগল আল্লাহ্‌র পথে ধুলি ধূসরিত হয়, তা কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করেনা। (বুখারী)

١٣٠٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِىْ الضَّرْعِ وَ لَا يَجْتَمِعُ عَلٰى عَبْدٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدَخَانُ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করেছে। এমন কি দুধ দোহন করে নেয়ার পর আবার তা পালানে ফেরত আসতে পারে, কিন্তু কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পথের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হতে পারে না। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣٠٥ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَيْنَيْنِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৩০৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন ঃ দুটি চোখকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবেনা; একটি হলো সেই চোখ, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করে, আর দ্বিতীয় হলো সেই চোখ, যা রাতভর আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রহরা দিচ্ছিল। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٣٠٦ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا- متفق عليه .

১৩০৬. হযরত যায়েদ বিন্ খালিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কোনো মুজাহিদকে সাজ-সরঞ্জাম দিল, সে নিজেও ঐ জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার বর্গের দেখাশোনা করল, সে নিজেও যেন ঐ জিহাদে অংশ নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٠٧ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩০৭. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন,. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তামাম সাদকার মধ্যে উত্তম সাদকাহ হলো আল্লাহ্‌র রাহে ছায়া দান করার জন্যে তাবু বানিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারীদের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্যে খাদেমের যোগান দেয়া কিংবা আল্লাহ্‌র রাহে বংশ বৃদ্ধির জন্যে সহায়তা দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣٠٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ فَتًى مِّنْ اَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِىَ مَا اَتَجَهَّزُ بِه قَالَ : ائْتِ فُلَانًا فَاِنَّهٗ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ فَقَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ

السَّلَامَ وَ يَقُوْلُ اَعْطِنِي الَّذِىْ تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ : يَا فُلَانَةُ اَعْطِيْهِ الَّذِىْ كُنْتَ تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِىْ عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لاتَحْبِسِىْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ - رواه مسلم

১৩০৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আসলাম গোত্রের জনৈক যুবক নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু সে জন্যে আমার কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নেই। তিনি বললেন, অমুক লোকের কাছে যাও। সে জিহাদের জন্যে সরঞ্জামাদি বানিয়ে রেখেছিল কিন্তু সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে এল এবং তাকে বললো ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমায় সালাম জানিয়ে বলেছেন ঃ আপনি জিহাদে যাবার জন্য যে সরঞ্জামাদি বানিয়ে রেখেছেন, তা আমায় দিয়ে দিন। তার কোন অংশই রেখে দেবেন না। লোকটি তার স্ত্রীকে বললো ঃ হে অমুক! তুমি লোকটিকে আমার তৈরী সকল সরঞ্জামাদি দিয়ে দাও। সে সবের কোনো কিছুই তুমি রেখে দেবেনা। আল্লাহ্‌র কসম! তার কিছু রেখে দিলে তাতে তোমার কোনো বরকত হবেনা। (মুসলিম)

١٣٠٩ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلٰى بَنِىْ لَحْيَانَ فَقَالَ : لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا - رواه مسلم وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ اَجْرِ الْخَارِجِ .

১৩০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লেহইয়ান গোত্রের কাছে এক বানী প্রেরণ করে বললেন ঃ প্রতি দুটি লোকের ভেতর থেকে একটি লোক যেন জিহাদে গমন করে। তবে এতে সওয়াব দুজনেই পাবে। (মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যেন জিহাদের জন্য বেরোয়। এরপর তিনি (গাযীর গৃহে) প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণকারীকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই গাযীর গৃহে উত্তম প্রতিনিধি (খলীফা) নিযুক্ত হয়েছে সে গাযীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।

١٣١٠ . وَعَنِ الْبَرَاءِ رض قَالَ : اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ اَوْ اُسْلِمُ ؟ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلاً وَّ اُجِرَ كَثِيْرًا -متفق عليه وَهٰذَا اللَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

১৩১০. হযরত বারাআ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এল। সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রথমে লড়াই করব, না ইসলাম গ্রহণ করব ? তিনি বললেন ঃ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর লড়াই করো। অতএব, লোকটি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করল, তারপর লড়াই করল এবং শহীদ হয়ে গেল। তার সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে আমল তো সামান্যই করেছে, কিন্তু সওয়াব অনেক বেশি অর্জন করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির শব্দাবলী বুখারীর।

١٣١١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَاعَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ - متفق عليه

১৩১১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ায় ফিরে যেতে আর চাইবেনা। যদি সে দুনিয়ার তামাম জিনিস পেয়ে যায়, তবুও না। অবশ্য শহীদের কথা আলাদা। সে চাইবে যে, তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনা হোক এবং দশ বার তাকে আল্লাহ্‌র পথে হত্যা করা হোক। এই কারণে যে, সে তার ইজ্জত ও সম্ভ্রম দেখতে পাবে। একটি রেওয়ায়েতে আছে; সে এটা চাইবে এ কারণে যে, এভাবে সে শাহাদাতের ফযীলত দেখতে পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ- رواه مسلم. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ : اَلْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ اِلَّا الدَّيْنَ.

১৩১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ঋণ ছাড়া শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে ঋণ ছাড়া তামাম গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

١٣١٣. وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ ؟ فَقَالَ : لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ اَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ ؟ فَقَالَ : لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، اِلَّاالدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ - رواه مسلم

১৩১৩. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি বর্ণনা করলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বলুন, আমি যদি আল্লাহ্‌র পথে মারা যাই, তাহলে কি আমার গুনাহ

আমার থেকে দূর হয়ে যাবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তুমি যদি আল্লাহ্র রাহে মারা যাও, এই অবস্থায় যে, তুমি সবর অবলম্বন করছ, সওয়াবের প্রত্যাশা করছ, শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করছ, এবং তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছ না। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি বলছিলে ? লোকটি নিবেদন করল ঃ আপনি বলুন, আমি যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত হই, তাহলে কি আমার গুনাসমূহ দূর হয়ে যাবে ? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হাঁ; তবে এ অবস্থায় যে, তুমি সবর অবলম্বন করছ, সওয়াবের প্রত্যাশা করছ, শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান করছ, তার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছনা; কিন্তু ঋণ কখনো মাফ করা হবেনা। জিব্রীল (আ) আমায় একথা বলেছেন। (মুসলিম)

١٣١٤ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَجُلٌ اَيْنَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : فِيْ الْجَنَّةِ فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ - رواه مسلم

১৩১৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত হই, তাহলে কোথায় থাকব ? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে। একথা শুনে লোকটি তার হাতের খেজুর ছুড়ে ফেলে দিল। এরপর সে যুদ্ধে চলে গেল; এমন কি শাহাদত বরণ করল। (মুসলিম)

١٣١٥ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُقَدِّمَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِلٰى شَيْءٍ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا دُوْنَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْاَنْصَارِىُّ رض يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ قَالَ لَاوَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا رَجَاءَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ اَنَا حَيِّيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِيْ هٰذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ - رواه مسلم

১৩১৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বদর প্রান্তরে মুশরিকদের পূর্বেই উপনীত হন। এরপর মুশরিকরাও এল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ আমি সামনে অগ্রসর না হবো, তোমাদের কেউ কোনো জিনিসের দিকে এগোবেনা। যখন মুশরিকরা কাছাকাছি এল, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমন জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও, যার পরিধি আসমান ও জমিনের সমান। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এ কথা শুনে হযরত উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের দৈর্ঘ-প্রস্থ কি আসমান ও জমিনের সমান ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। হযরত উমাইর (রা) বললেন

ঃ বাহ্! বাহ্! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি বাহ্ বাহ্ শব্দ কেন উচ্চারণ করলে ? তিনি জবাবও দিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি শুধু এই প্রত্যাশায় এই শব্দাবলী উচ্চারণ করেছি যে, আমিও যেন জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি নিশ্চিতই জান্নাতবাসীদের অন্তুর্ভক্ত।' একথা শুনে হযরত উমাইর (রা) নিজের ব্যাগ থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ আমি যদি এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে এই জীবন তো অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এটা বলেই তিনি হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর কাফিরদের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এমন কি তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

আল-কারানু اَلْقَرَنُ ক্বাফ ও রা'-র ওপর জবাব থাকলে তার অর্থ দাঁড়ায় তীর ভর্তি থলে।

١٣١٦ . وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيْهِمْ خَالِىْ حَرَامٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَ يَتَدَارَسُوْنَهٗ بِاللَّيْلِ : يَتَعَلَّمُوْنَ وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُوْنَهٗ فِىْ الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهٗ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِاَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَعَرَضُوْا لَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغُوْا الْمَكَانَ فَقَالُوْا : اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَ رَضِيْتُ عَنَّا وَ اَتٰى رَجُلُ حَرَامًا خَالَ اَنَسٍ مِّنْ خَلْفِهٖ فَطَعَنَهٗ بِرُمْحٍ حَتّٰى اَنْفَذَهٗ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْقُتِلُوْا وَاِنَّهُمْ قَالُوْا : اللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا - متفق عليه . هذا لفظ مسلم

১৩১৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলো এবং নিবেদন করলো ঃ আপনি আমাদের সাথে এমন লোকদের প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেবে। তিনি তাদের সাথে ৭০ (সত্তর) জন আনসারীকে প্রেরণ করলেন, যারা ছিলেন ক্বারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁদের মধ্যে আমার মামা 'হারাম' (রা)-ও ছিলেন। তিনি কুরআন পাক তিলাওয়াত করতে করতে রাতের বেলা চলাচল করতেন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে নিরত থাকতেন। তিনি দিনের বেলা পানি এনে মসজিদে (নব্বীতে) রাখতেন এবং বাহির থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে এনে বাজারে বিক্রি করতেন এবং তার বিনিময়ে আস্হাবে সুফ্ফা এবং গরীব মিসকিনদের জন্য খাবার কিনতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকদেরকেও ঐ প্রচারকদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। তারা নিহত হওয়ার পূর্বে এই মর্মে দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ্ ! আমাদের এই পয়গাম আমাদের প্রিয় নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দিন যে, আমাদের সাক্ষাৎ তোমার সাথে হয়ে গেছে (অর্থাৎ আমরা শহীদ হয়ে গেছি), আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি হযরত আনাস (রা)-এর মামা হযরত হারামের কাছে পিছন দিক থেকে এলো এবং তাকে বর্শাবিদ্ধ করলো, এমন কি বর্শা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে গেলো। এরপর

হারাম বললেন, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওহীর মাধ্যমে খবর পেয়ে বলেন, তোমাদের ভাই নিহত হয়েছে আর তারা (মরার সময়) দো'আ করেন, হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে এই বানী পৌঁছিয়ে দিন যে, আমরা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, অতএব আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির শব্দাবলী মুসলিমের।

١٣١٧ . وَعَنْهُ قَالَ : غَابَ عَمِّىْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رض عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ، لَئِنِ اللّٰهِ اَشْهَدَنِىْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهِ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِىْ اَصْحَابَهٗ وَ اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِىْ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهٗ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَاسَعْدَبْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِاِنِّىْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اَحَدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاصَنَعَ ! قَالَ اَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهٖ بِضْعًا وَّ ثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْرَمِيَةً بِسَهْمٍ، وَ وَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهٗ اَحَدٌ اِلَّا اُخْتُهٗ بِبَنَانِهٖ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نَرٰى - اَوْ نَظُنُّ - اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِىْ اَشْبَاهِهٖ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ) اِلٰى اٰخِرِهَا - متفق عليه .

১৩১৭. হযরত আনসা (রা) বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস বিন নযর (রা) বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো সে যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের সাথে প্রথম করেছেন। যদি কখনো আল্লাহ্ আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে যাবার সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবেন আমি কি করতে পারি। অতঃপর যখন ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং দৃশ্যতঃ মুসলমানদের পরাজয় ঘটে তখন হযরত আনাস বিন নযর বলেন, হে আল্লাহ! এই যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম যে কাজ করেছেন আমি তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং মুশরিকরা যা করেছে তার নিন্দা করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাদ বিন মুআয এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে সাদ বিন মু'আয! নযরের প্রভুর শপথ। আমি ওহুদের নিকটে জান্নাতে সুগন্ধি পাচ্ছি। হযরত সাদ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যা করেছে, আমি তার সামর্থ্য রাখিনা। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা তার দেহে আশির চেয়ে বেশি তরবারী, বর্শা এবং তীরের আঘাত দেখতে পাই এবং আমরা এও দেখতে পাই তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এবং মুশরিকরা আঘাতে আঘাতে তাঁর চেহারা বিকৃত করে ফেলেছে। এমনকি তার বোন ছাড়া অন্য কেউ তাকে চিনতে পারছিলো না। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা অনুভব করতে পারি যে, নিম্নের আয়াত তাঁর এবং তাঁর মতো লোকদের সানে নাযিল হয়েছে ঃ 'মুমিনদের মধ্যে কতইনা এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করে

দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন লোক রয়েছেন যারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছেন। আর কেউ কেউ এখানো অপেক্ষা করছেন। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতিপূর্বে মুজাহাদা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣١٨ . وَعَنْ سَمُرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَا بِىْ الشَّجَرَةَ فَاَدْ خَلاَنِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَ اَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১৩১৮. হযরত সামারা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আজ রাতে দুটি লোককে দেখেছি। যারা আমার কাছে এল এবং আমাকে গাছের ওপর চড়িয়ে দিল। এরপর তারা আমায় এমন ঘরে নিয়ে গেল, যা খুবই সুন্দর এবং খুবই উৎকৃষ্ট ছিল। আমি তার চেয়ে উত্তম কোনো ঘর কখনো দেখিনি। ঐ লোক দুটি আমায় বললো ঃ এটা শহীদের ঘর। (বুখারী)

এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। মিথ্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ে এটি পুনরায় উল্লেখিত হবে, ইন্‌শা আল্লাহ্।

١٣١٩ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ اُمَّ الرَّبِيْعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِىَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ، وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَاِنْ كَانَ فِىْ الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُّ عَلَيْهِ فِىْ الْبُكَاءِ ؟ فَقَالَ: يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِىْ الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الاَعْلٰى - رواه البخارى

১৩১৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা হযরত রাবী বিন্‌তে বারাআ (যিনি হারেসা বিন্ সারাকার মা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় ওহুদ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। সে যদি জান্নাতী হয়ে থাকে, তাহলে আমি সবর কবর আর যদি তা না হয়, তাহলে আমি জোরে জোরে ক্রন্দন করব। রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে হারেসা জননী! জান্নাতে মর্যাদার অনেকগুলো স্তর রয়েছে আর তোমার পুত্র তো ফিরদৌসে আলার মতো জান্নাত লাভ করেছে। (বুখারী)

١٣٢٠. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ جِئَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَدْ مُثِلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِىْ قَوْمٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا - متفق عليه

১৩২০. হযরত জাবির বিন্ আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমার পিতাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে আসা হলো। যার মুস্‌সিলা (مثله) করা

হয়েছিল, তাকে রাসূলের সামনে রাখা হলো। আমি মুখমণ্ডলের ওপর থেকে কাপড় তুলতে চাইলাম। কিছু লোক আমায় থামিয়ে দিল। এতে রাসূলে আকরাম (স) বললেন ঃ ফেরেশতারা বরাবর তার ওপর আপন পাখা বিস্তার করে ছায়া করে আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢١ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَّاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ - رواه مسلم .

১৩২১. হযরত সাহ্ল বিন্ হুনাইফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেনই, সে তার নিজের বিছানায়ই মৃত্যু বরণ করুক না কেন। (মুসলিম)

١٣٢٢ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ - رواه مسلم

১৩২২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাত কামনা করে, তাকে শাহাদাতের মর্যাদাই দান করা হয়, সে তার নিজের বিছানায়ই মৃত্যু বরণ করুকনা কেন। (মুসলিম)

١٣٢٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করেনা; তবে তোমাদের মধ্যে কেউ একটি পিপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট পায়, শহীদও ততটুকুই পেয়ে থাকে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

١٣٢٤ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ، فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - متفق عليه

১৩২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধকালে সূর্য অস্থ যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার বাসনা পোষণ কোরনা বরং আল্লাহ্র কাছে প্রশান্তি কামনা করো। অতঃপর যখন তোমরা তার সাথে মিলিত হবে, তখন ধৈর্য অবলম্বন কর। আর জেনে রাখো, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।

এরপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! কিতাব অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সেনাদলকে পরাজয় দানকারী, ওদেরকে পরাজয় দান করো এবং ওদের ওপর আমাদের বিজয় দান করো। (বুখরী ও মুসলিম)

١٣٢٥ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩২৫. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি সময় এমন যখন দো'আ অগ্রাহ্য হয়না কিংবা খুব কমই অগ্রাহ্য হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো আযানের সময় এবং অপরটি হলো যুদ্ধের সময় (যখন একে অপরকে হত্যা করতে থাকে)।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٣٢٦ . وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ، بِكَ اَحُوْلُ، وَ بِكَ اَصُوْلُ، وَبِكَ اُقَاتِلُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৩২৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের জন্যে বেরুতেন, তখন এই কথাগুলো বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল এবং আমার সাহায্যকারী। তোমার কাছ থেকেই আমি শক্তি অর্জন করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি (শত্রুর ওপর) হামলা চালাই। তোমার সাহায্যেই আমি যুদ্ধ করি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান

١٣٢٧ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح.

১৩২৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতি থেকে ভয়ের আশংকা অনুভব করতেন, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমরা ওদের মুকাবিলার জন্যে তোমায় প্রতিযোগী বানাচ্ছি এবং ওদের অনিষ্ঠ থেকে তোমার কাছেই আশ্রয় চাইছি।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

১৩২৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; (যুদ্ধে ব্যবহৃত) ঘোড়াগুলোর কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণের চিহ্ন একে দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢٩ . وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ - متفق عليه

১৩২৯. হযরত উরওয়া বারেকী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (যুদ্ধে ব্যবহৃত) ঘোড়াগুলোর কপালে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে কল্যাণ চিহ্ন একেঁ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সওয়াব ও গনীমতও রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٣٠ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ، وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبْعَهُ، وَ رِيَّهُ، وَ رَوْثَهُ وَ بَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى

১৩৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তার ওয়াদাগুলোকে সাচ্চা জেনে ঘোড়া বাঁধে, কিয়ামতের দিন তার ছুটাছুটি, পানাহার, গোবর, পেশাব তার মিজানে (পাল্লায়) ওজন রূপে গণ্য হবে। (বুখারী)

١٣٣١ . وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ - رواه مسلم

১৩৩১. হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি লাগাম পরিহিত একটি উষ্ট্রীকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে এল এবং বললো, এটি আল্লাহ্‌র রাহে উৎসর্গীকৃত। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তুমি সাত শো উষ্ট্রী পাবে, যার সবগুলোই হবে মোহরাঙ্কিত। (মুসলিম)

١٣٣٢ . وَعَنْ اَبِيْ حَمَّادٍ وَ يُقَالُ اَبُوْ سُعَادٍ وَ يُقَالُ اَبُوْ اَسَدٍ وَ يُقَالُ اَبُوْ عَامِرٍ وَ يُقَالُ اَبُوْ عَمْرٍو وَ يُقَالُ اَبُوْ الْاَسْوَدِ وَ يُقَالُ اَبُوْ عَبْسٍ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَلَآ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ، اَلَآ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ - رواه مسلم

১৩৩২. হযরত আবু হাম্মাদ (যাকে আবু সাআদ, আবু উসাইদ, আবু আমের, আবু আম্‌র, আবুল আস্‌ওয়াদ, আবু আব্‌স ইত্যাদিও বলা হয়) উকবা বিন আমের জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা কাফিরদের মুকাবিলায় শক্তি সামর্থ অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করো (সূরা আনফাল ঃ ৬০) জেনে রাখো, শক্তির অর্থ হলো তীরন্দাজি করা। জেনে রাখো, শক্তি বলতে বুঝায় তীরন্দাজিকে, জেনে রাখো, শক্তি বলা হয় তীরন্দাজিকে। (মুসলিম)

١٣٣٣ . وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرْضُوْنَ وَيَكْفِيكُمُ اللّٰهُ فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّلْهُوَ بِاَسْهُمِهٖ - رواه مسلم

১৩৩৩. হযরত উক্‌বা বিন্‌ আমের জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন ঃ খুব শীঘ্রই কিছু এলাকা তোমাদের হাতে বিজিত হবে। আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। অতএব, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন তীরন্দাজি চর্চায় (অর্থাৎ সমকালীন অস্ত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে) গাফিলতি প্রদর্শন না করে। (মুসলিম)

١٣٣٤ . وَعَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ فَقَدْ عَصٰى - رواه مسلم

১৩৩৪. হযরত উক্‌বা বিন্‌ আমের জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজি শিখানো হয়েছে, তারপর সে তীরন্দাজি ছেড়ে দিয়েছে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা বলা যায়, সে নাফরমানী করেছে। (মুসলিম)

١٣٣٥ . وَعَنْهُ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهٗ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِىَ بِهٖ وَ مُنْبِلَهٗ - وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَ اَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا - وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَاعُلِّمَهٗ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا - رواه ابو داود

১৩৩৫. হযরত উক্‌বা বিন্‌ আমের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; আল্লাহ এক তীরের সাথে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরা হলো (১) তীর নির্মাণকারী, (যে এর নির্মাণে সওয়াবের প্রত্যাশী) (২) তীর চালনাকারী এবং (৩) তীর ধারণকারী। অতএব (হে লোকেরা) তোমরা তীরন্দাজি করো, এবং যান-বাহনে চড়া শেখো। তোমরা তীরন্দাজি করো, তোমাদের সওয়ারী শেখার চেয়ে তীরন্দাজি শেখা আমার কাছে অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি তীরন্দাজি শেখার পর তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ছেড়ে দেয়, সে মূলত একটি নিয়ামতই ছেড়ে দিল কিংবা সে একটি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করল। (আবু দাঊদ)

١٣٣٦ . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ : ارْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا - رواه البخارى .

১৩৩৬. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজি চর্চায় নিরত একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজী বললেন ঃ হে ইসমাইল বংশধর! তীরন্দাজি চর্চা করো। এই কারণে যে, তোমাদের পিতাও তীরন্দাজ ছিলেন। (বুখারী)

١٣٣٧ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهٗ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩৩৭. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে তীরন্দাজি করে, সে গোলামকে মুক্তি দেয়ার সমান সওয়াব পাবে। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ

١٣٣٨ . وَعَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعُ مَا ئَةِ ضِعْفٍ- رواه الترمذى وقال حديث حسن.

১৩৩৮. হযরত আবু ইয়াহ্‌ইয়া খুরাইম বিন্ ফাতেক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে কিছু ব্যয় করে, তাকে এর বিনিময়ে সাত শো গুন বেশি লিখে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান

١٣٣٩ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا - متفق عليه

১৩৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে একদিনের রোযা রাখবে, আল্লাহ সেই দিনের রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে সত্তর বছরের দূরত্বের সমান জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٤٠ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩৪০. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে একদিনে রোযা রাখলো আল্লাহ্ তার এবং দোযখের মধ্যে একটি পরিখা বানিয়ে দেবেন, যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের সমান হবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

١٣٤١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهٗ بِغَزْوٍ مَا تَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - رواه مسلم.

১৩৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে, সে না জিহাদ করেছে আর না জিহাদ করার ধারণা মনে লালন করেছে। সে মূলত, নেফাকের খাসলত নিয়ে মারা গেছে। (মুসলিম)

١٣٤٢ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ : اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَ لَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ : حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ - وَفِيْ رِوَايَةٍ : حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِيْ الْاَجْرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ اَنَسٍ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِّنْ رواية جَابِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ .

১৩৪২. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একটি যুদ্ধে আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেরা চলতে সক্ষম নয় এবং তোমরা কোন উপত্যকায় রয়েছে, তাও তারা জানেনা, কিন্তু তারা তোমাদের সঙ্গেই থাকে। তাদেরকে রোগ-ব্যাধি অক্ষম করে রেখেছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদেরকে নানা অজুহাত আটকে রেখেছে। তবে তার এক রেওয়ায়েত মতে, তারা তোমাদের সওয়াবের অংশ পেয়ে থাকে। ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটির শব্দাবলী মুসলিমের।

١٣٤٣ . وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ . وَ فِيْ رِوَايَةٍ يُقَاتِلُ شَجَا عَةً، وَ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِيْ رِوَايَةٍ وَيُقَاتِلُ غَضَبًا ، فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - متفق عليه

১৩৪৩. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক বদ্দু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলো এবং নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক ব্যক্তি গণিমতের মাল লাভ করার জন্য জিহাদ করে আর এক ব্যক্তি নাম খ্যাতির জন্য জিহাদ করে, আবার কোনো কোনো ব্যক্তি মর্যাদা ও বীরত্বের জন্য যুদ্ধ করে। কেউ কেউ জাতিগত বিদ্বেষের কারণেও যুদ্ধ করে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, কেউ কেউ ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণেও লড়াই করে। এর মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করছে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ করার জন্যে যুদ্ধ করছে, সেই আল্লাহ রাহে যুদ্ধ করছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٤٤ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ غَازِيَةٍ، اَوْسَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ اِلَّا كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ اُجُوْرِهِمْ، وَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ اَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ اِلَّا تَمَّ لَهُمْ اُجُوْرُهُمْ - رواه مسلم

১৩৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো জিহাদকারী সেনাদল কিংবা ছোট

আকারের লস্কর নেই, যারা জিহাদ করবে, গনিমতের মাল লাভ করবে এবং নিরাপদ থেকে যাবে তারা নিজেদের সওয়াব থেকে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নিয়েছে। আর যে সেনাদল কিংবা লস্কর ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে কিংবা মুসিবতে লিপ্ত হয়েছে তারা পূর্ণ সওয়াবই লাভ করবে। (মুসলিম)

١٣٤٥ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَئْذَنْ لِىْ فِىْ السِّيَاحَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِيْ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ - رواه ابو داود باسناد جَيِّدٍ .

১৩৪৫. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর অনুমতি দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের ঘোরা-ফেরা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা। আবু দাউদ অত্যন্ত মজবুত সনদসহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٣٤٦ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ - رواه ابو داود باسناد جيد .

১৩৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদ থেকে ফিরে আসা জিহাদে যাওয়ার সমান। আবূ দাউদ মজবুত সনদ সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার অর্থ, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফিরে আসা। এর তাৎপর্য হলো, যুদ্ধ সমাপ্তির পর ফিরে আসার মধ্যেও সওয়াব নিহিত রয়েছে।

١٣٤٧ . وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رض قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ - رواه اَبُو دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ بِهٰذَ اللَّفْظِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ قَالَ : ذَهَبْنَا نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ .

১৩৪৭. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, তখন লোকেরা তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বের হলো। তাই আমিও বাচ্চাদের সাথে সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে তার সঙ্গে মিলিত হলাম। আবু দাউদ এই শব্দাবলী এবং সহীহ সনদ সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী রেওয়ায়েত মতে সায়েব (রা) বলেন ঃ 'আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত গমন করি।'

١٣٤٨ . وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ، اَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩৪৮. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি না জিহাদ করেছে, না কাউকে (জিহাদের) সরঞ্জাম দিয়েছে, না কোনো গাযীর (যুদ্ধজয়ীর) পরিবারকে ভালোমতো দেখাশোনা করেছে, কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাকে কঠিন মুসবিতে নিক্ষেপ করবেন। (আবু দাউদ)

ইমাম আবু দাউদ নির্ভুল সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٣٤٩ . وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسِنَتِكُمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩৪৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের জান, মাল ও ভাষা দিয়ে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো।

ইমাম আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٠ . وَعَنْ اَبِىْ عَمْرٍو - وَيُقَالُ اَبُوْ حَكِيْمٍ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رض قَالَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهِبَّ الرِّيَاحُ، وَ يَنْزِلَ النَّصْرُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩৫০. হযরত আবু আমর (রা) (যিনি আবু হাকীম নুমান বিন্ মুকাররিন নামেও পরিচিত) বর্ণনা করেন, একদা আমি (জিহাদে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। (আমি লক্ষ্য করলাম) তিনি যদি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে সূর্যের হেলে পড়া পর্যন্ত তাকে বিলম্বিত করতেন। অর্থাৎ যখন বাতাস প্রবাহিত হতো এবং সাহায্য অবতীর্ণ হতে থাকত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣٥١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْاَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا - متفق عليه .

১৩৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুশমনের সাথে মুকাবিলা করার আকাংক্ষা পোষণ কোরো না। কিন্তু যখন মুকাবিলা হয়েই যায় তখন সবর অবলম্বন কোর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٢ . وَعَنْهُ وَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ - متفق عليه

১৩৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুদ্ধের সময় ধোকা ও প্রতারণা বৈধ।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পঁয়ত্রিশ

আখিরাতের কল্যাণের দৃষ্টিতে শহীদানের মর্যাদা

١٣٥٣ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنَ وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - متفق عليه

১৩৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকারের (১) আকস্মিক দুর্যোগে মৃত্যু বরণকারী (২) পেটের রোগে (কলেরা ইত্যাদিতে) মৃত্যু বরণকারী (৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারী (৪) দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী (৫) এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী। (বুখারীও মুসলিম)

١٣٥٤ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ قَالَ : اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذًا لَقَلِيْلٌ قَالُوْا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَ مَنْ مَاتَ فِىْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ - رواه مسلم

১৩৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কোন লোকদেরকে শহীদ রূপে গণ্য করো ? সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়েছে সে শহীদ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদিক থেকে বিবেচনা করলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা খুব কম হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আর কারা শহীদ হিসেবে গণ্য ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। যে আল্লাহ্‌র পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে, সে শহীদ। যে দুর্যোগে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। যে কলেরায় (পেটের রোগে) মারা গেছে সে শহীদ। যে পানিতে ডুবে মারা গেছে, সেও শহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ -متفق عليه .

১৩৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-মালের কারণে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٦ . وَعَنْ اَبِىْ الْاَعْوَرِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، اَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهٖ فَهُوَ

شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩৫৬. হযরত আবুল আওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল (আশারাহ্ মুবাশ্শিরাহ্ অর্থাৎ পৃথিবীতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার ধনমালের হেফাজতের কারণে নিহত হয়েছে— সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের হেফজতের কারণে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ। যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের হেফাজতকালে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ আর যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী-সন্তানদের হেফাজতকালে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٣٥٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ ؟ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ ؟ قَالَ : قَاتِلْهُ قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ ؟ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَ يْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ هُوَ فِىْ النَّارِ - رواه مسلم

১৩৫৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন, যদি কোনো ব্যক্তি আমার কাছ থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে কি করণীয় ? রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমরা ধন-মাল দিওনা। লোকটি আবার নিবেদন করলো, আচ্ছা বলুন, সে যদি আমার সাথে লড়াই করতে চায়, তাহলে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমিও তার সঙ্গে লড়াই করবে। লোকটি আবার নিবেদন করলো, আপনি বলুন, সে যদি আমায় হত্যা করে ফেলে ? তিনি বললেন ঃ তুমি শহীদ হয়ে যাবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি ? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে দোযখী হবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছত্রিশ

গোলাম-বাঁদীকে মুক্তিদানের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، وَمَا اَدْرٰكَ مَالْعَقَبَةُ ؟ فَكُّ رَقَبَةٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ কিন্তু সে দুগর্ম, বন্ধুর ঘাটি পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জানো, সেই দুর্গম ঘাঁটি পথ কি ? কোনো গলদেশকে দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করা। (সূরা বালাদ ঃ ১১-১৩)

١٣٥٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِّنْهُ مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهٗ بِفَرْجِهٖ - متفق عليه

১৩৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম গলদেশ (অর্থাৎ গোলাম কিংবা বাঁদীকে) মুক্তি দান করে, আল্লাহ সেই গোলামের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তাঁর (মুক্তিদানকারীর) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করবে।

١٣٥٩ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ: قُلْتُ اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا، وَ اَكْثَرُهَا ثُمَنًا - متفق عليه .

১৩৫৯. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ ধরনের আমল উত্তম ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি জিহাদ করা। আবু যার (রা) বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের গলদেশকে মুক্ত করা বেশি ফযীলতময় ? তিনি বললেন, যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশি প্রিয় এবং যার মূল্যও বেশি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাইত্রিশ
গোলাম বাঁদীর সাথে সদাচরণের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন, আর (তোমরা) আল্লাহ্‌রই ইবাদত করো এবং তার সাথে কোনো বস্তুকে শরীক করোনা এবং মা-বাপ ও ঘনিষ্টজন, ইয়াতিম, মুখাপেক্ষী আত্মীয়-স্বজন, অপরিচিত প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী বন্ধুজন (কাছাকাছি উপবেশনকারী) মুসাফির এবং তোমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন লোকদের সাথে সদাচরণ করো। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

١٣٦٠ . وَعَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ رض وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلَامِهٖ مِثْلُهَا، فَسَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَذَكَرَ اَنَّهٗ سَابَّ رَجُلًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَيَّرَهٗ بِاُمِّهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ اَمْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ اِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَ لَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ - متفق عليه

১৩৬০. হযরত মারুর ইবনে সুয়াইদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু যার (রা)-কে দেখলাম, তিনি এক জোড়া দামী চাদর পরে আছেন এবং তার গোলামেরও একই পোশাক দেখা গেল।

আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ? তিনি বললেন, নবুয়্যতের যুগে সে এক ব্যক্তিকে কটু কথা বলে এবং তাকে তার মায়ের ব্যাপারেও আপত্তিকর মন্তব্য করেন। একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার (রা)-কে বললেন ঃ তোমার মধ্যে এখনো জাহিলিয়াত রয়েছে। এই লোকগুলো তোমাদের ভাই এবং তোমাদের খাদেম। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তির অধীনে তার ভাই রয়েছে, সে নিজে যা খাবে, তার ভাইকেরও তা-ই খাওয়াবে, এবং সে নিজে যে রকম পোশাক পরবে, তার ভাইকেও সে রকমই পরাবে। তাকে এতখানি কষ্ট দেবেনা, যা তাকে দুর্বল ও অক্ষম করে ফেলবে। তোমরা যদি তাকে সে রকমের কষ্ট দাও, তাহলে তা থেকে উত্তরণের মতো সাহায্যও কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهٖ فَاِنْ لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهٗ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهٗ وَلِىَ عِلَاجَهٗ - رواه البخارى . الْاُكْلَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ هِىَ اللُّقْمَةُ .

১৩৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তোমাদের মধ্যে কারো কাছে তার খাদেম হয়ত খাবার নিয়ে এল। তুমি যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না পারো তাহলে অন্তত এক কিংবা দুই লুকমা তাকে দিও; কেননা সে এর জন্যেই কষ্ট স্বীকার করছে। (বুখারী)

হাদীসে বর্ণিত 'আল-উক্লাতু শব্দটির অর্থ হলো 'লুকমা'।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটত্রিশ

যে গোলাম আল্লাহ্ ও স্বীয় মনিবের হক আদায় করে

١٣٦٢ . عَنِ ابْنِ عُمَرَا رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ، وَ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ، فَلَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ - متفق عليه .

১৩৬২. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোলাম যখন তার মনিবের জন্যে শুভাকাংক্ষা পোষণ করবে, এবং উত্তম রূপে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে, তখন সে দ্বিগুন সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الْمُصْلِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَ بِرُّ اُمِّىْ، لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَ اَنَا مَمْلُوْكٌ - متفق عليه

১৩৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ভুল-ক্রটি) সংশোধনকারী গোলাম দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। যে মহান সত্তার হাতে আবু হুরাইরা (রা)-এর জীবন তাঁর শপথ! যদি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা, হজ্জ

করা এবং স্বীয় জননীর আনুগত্য করতে না হতো, তাহলে গোলামীর অবস্থায় মৃত্যুবরণকে আমি পছন্দ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٤ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ يُؤَدِّيْ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ، وَالطَّاعَةَ لَهُ أَجْرَانِ - رواه البخاري .

১৩৬৪. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গোলাম উত্তম রূপে আল্লাহ্র বন্দেগী করে, স্বীয় মনিবের অধিকারসমূহ আদায় করে, এবং তার কল্যাণ কামনা ও নির্দেশসমূহ পালন করে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (বুখারী)

١٣٦٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكَ إِذَا أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ - متفق عليه

১৩৬৫. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকেরা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে; প্রথম শ্রেণী হলো তারা যারা আহলে কিতাবভুক্ত; তারা আপন নবীর প্রতি ঈমান পোষণের সাথে সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান এনেছে, সেই গোলাম যে আল্লাহ এবং আপন মনিবের হক আদায় করে। সেই মনিব যে তার অধিকারভুক্ত বাঁদীকে উত্তম শিষ্টাচার শেখায়, অতঃপর তাকে মুক্তিদান করে নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে; এরা সবাই দ্বিগুন সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনচল্লিশ

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনার সময় বন্দেগীর ফযীলত

١٣٦٦ . عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ - رواه مسلم

১৩৬৬. হযরত মাক্বিল ইবনে ইয়াসার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফিত্নার সময় বন্দেগী করার সওয়াব আমার দিকে হিজরত করার সমতুল্য। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চল্লিশ

কেনা-বেচা ও লেন-দেনে নম্র ব্যবহার, দাবি আদায়ে উত্তম ব্যবহার, মাপ-জোকে বেশি দেয়ার ফযীলত ও কম দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যে ভাল কাজই তোমরা করোনা কেন আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ يَاقَوْمِ اَوْفُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَائَهُمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ হে জাতির লোকেরা! ওযন ও মাপে পূর্ণতা বিধান করো এবং লোকদেরকে প্রাপ্য জিনিস কম দিয়োনা। (সূরা হুদ ঃ ৮৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ، اَلَا يَظُنُّ اُوْلٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ؟ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ؟

তিনি আরো বলেন; মাপ-জোকে ফাঁকি দানকারীদের পরিণাম খুবই খারাপ। যারা লোকদের থেকে মেপে নেয়ার সময় বেশি নেয় আর মেপে দেয়ার সময় কম দেয়, এই লোকেরা কি জানেনা যে, এক কঠিন দিনে এদের (কবর থেকে) উত্তোলন করা হবে, যে দিন সব লোক মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে। (সূরা তাওফীক ঃ ১)

١٣٦٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ لَهٗ، فَهَمَّ بِهٖ اَصْحَابُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ : اَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا نَجِدُ اِلَّا اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهٖ قَالَ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً - متفق عليه .

১৩৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে উপস্থিত হলো। রাসূলের কাছে কিছু দাবি করছিল। এমন কি, এক পর্যায়ে সে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশ শক্ত কথা বললো। সে রাসূলের সাহাবীগণ তাকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তখন রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। এ কারণে যে, হকদার ব্যক্তির কথা বলার হক (অধিকার) রয়েছে। এরপর তিনি বললেন ঃ লোকটিকে তার উটের সমবয়সী উট দিয়ে দাও। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা তার উটের বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের তার চেয়ে এবং ভালো উট পাচ্ছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেটাই দিয়ে দাও। জোনে রাখো, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে দায় শোধে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٨ . وَعَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَ اِذَا اشْتَرٰى وَ اِذَا اقْتَضٰى - رواه البخارى .

১৩৬৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণের দাবির সময়ে নম্রতা প্রদর্শন করে। (বুখারী)

١٣٦٩ . وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ - رواه مسلم .

১৩৬৯. হযরত আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের কঠোরতা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক, সে যেন আর্থিক সংকটাপন্ন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের কঠোরতা থেকে রেহাই দেয় কিংবা ঋণের দায় থেকেই মাফ করে দেয়। (মুসলিম)

١٣٧٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَ كَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَلَقِىَ اللّٰهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ - متفق عليه

১৩৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, তুমি যখন কোনো অভাবী লোকের কাছে ঋণ আদায় করতে যাবে তাকে ক্ষমা কবে দেবে; সম্ভবত আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। অতএব, মৃত্যুর পর সে যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হলো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧١ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىِّ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ كَانَ مُوْسِرًا ، وَ كَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَّتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ - قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ - رواه مسلم

১৩৭১. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর জিজ্ঞেসাবাদ করা হলো ঃ তার আমলনামায় এছাড়া কোনো পুন্যশীলতা ছিলনা যে, সে লোকদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রক্ষা করত এবং লোকদের প্রতি শুভাকাংক্ষা পোষণ করত। সে তার কর্মচারীদের বলে রেখেছিল যে, তারা যেন আর্থিক সংকটগ্রস্ত লোকদের ঋণ মাফ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমরা তার সঙ্গে এই রূপ ব্যবহার করার বেশি হকদার। (অতঃপর তিনি ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন) তাকে ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম)

١٣٧٢ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ : اُتِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِهِ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِى الدُّنْيَا ؟ قَالَ وَ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا - قَالَ : يَا رَبِّ اٰتَيْتَنِىْ مَالَكَ فَكُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ وَ كَانَ مِنْ خُلُقِى الْجَوَازُ فَكُنْتُ اَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ ، وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَ اَبُوْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىُّ رض هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رواه مسلم .

১৩৭২. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে তার বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাহকে উপস্থিত করা হলো। যাকে আল্লাহ (প্রচুর) ধন-মাল দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি দুনিয়ায় কি অমল করেছিলে ? (হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো, লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো কথাই গোপন করবেনা।) তখন লোকেরা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমায় ধন-মাল দিয়েছ; আমি লোকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছি। লোকদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ছিল আমার অভ্যাস। আমি মালদার লোকদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেছি এবং দরিদ্র লোকদের প্রতি ঢিল দিয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাদের ক্ষমা করার বিষয়ে তোমার চেয়ে বেশি হকদার। (ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন) আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। হযরত উকবা বিন্ আমের ও হযরত আবু মাসঊদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা এ হাদীসটি এভাবেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান থেকে শুনেছি। (মুসলিম)

١٣٧٣ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ -رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح.

১৩৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আর্থিক সংকটগ্রস্তকে (আর্থিক দায়শোধ) অবকাশ দেবে কিংবা তাকে ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٣٧٤ . وَعَنْ جَابِرٍ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْهُ بَعِيْرًا فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ - متفق عليه

১৩৭৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উট খরিদ করেন এবং তিনি এর মূল্য ওজন করে পরিশোধ করেন এবং বেশি পরিমাণে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٥ . وَعَنْ أَبِي صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رض قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ وَعِنْدِيْ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩৭৫. হযরত আবু সাফ্‌ওয়ান সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাখরামা আল-আবদী (বিক্রীর জন্যে) হাজারা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। এমতাবস্থায় (কাপড় ক্রয়ের জন্যে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। এবং একটি সালোয়ারের দাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার কাছে ওজন করার জন্যে একটি লোক ছিল। সে মজুরীর বিনিময়ে দ্রব্য-সামগ্রী ওজন করত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন ঃ ওজন করো এবং বেশি দাও।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অধ্যায় ঃ ১২

كِتَابُ الْعِلْمِ

জ্ঞান

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একচল্লিশ
জ্ঞানের মর্যাদা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ বলো, হে আমার প্রভু! আমায় আরো বেশি জ্ঞান দান করো। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ বলো, যে ব্যক্তি জ্ঞানবান আর যে জ্ঞানবান নয়, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে ? (সূরা জুমার ঃ ৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -

তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন। (সূরা মজাদালাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓاءُ -

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে তো সে-ই ভয় করে, যে জ্ঞানের অধিকারী। (সূরা ফাতের ঃ ২৮)

١٣٧٦ . وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - متفق عليه .

১৩৭৬. হযরত মুআবিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সমঝ্-বুঝ দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٧ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا لَافَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا . متفق عليه والْمُرَادُ بِالْحَسَدِ الْغِبْطَةُ وَهُوَ اَنْ يَّتَمَنّٰى مِثْلَهٗ .

১৩৭৭. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে ঈর্ষা করা সঙ্গত নয় ঃ তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে (প্রচুর) ধন-মাল দান করেছেন এবং তাকে সেই মাল ব্যয় করার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ সেই মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার মন-মানসিকতাও

দান করেছেন)। আর দ্বিতীয় হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ দ্বীন সংক্রান্ত জ্ঞান দান করেছেন, যেন সে সেই মুতাবেক ফয়সালা করে এবং (লোকদের) শিক্ষা দান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'হাসাদ' অর্থাৎ 'ঈর্ষা' শব্দটির তাৎপর্য হলো প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করা।

١٣٧٨ . وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَ الْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَ سَقَوْا وَ زَرَعُوْا وَ اَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا اُخْرٰى اِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَّ لَا تُنْبِتُ كَلَاً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاسًا وَّ لَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ - متفق عليه

১৩৭৮. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে হেদায়েত (নির্দেশনা) ও জ্ঞানের সাথে আল্লাহ আমায় প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির মতো, যা জমিনের ওপর বর্ষিত হয়েছে। অতঃপর জমিনের উত্তম অংশ তাকে গ্রহণ করেছে, প্রচুর ঘাস ও চারার উৎপাদন করেছে। আর কোনো কোনো অংশ নীচু বলে তা বৃষ্টির পানি ধরে রেখেছে। সুতরাং আল্লাহ এর থেকে লোকদের কল্যাণ দান করেছেন। তারা তা থেকে নিজেরা পান করেছে, জীব-জন্তুকে পান করিয়েছে এবং কৃষিকাজ সম্পাদন করেছে। আর কোনো কোনো অংশে বৃষ্টি হলেও মূলত তা পাথুরে মাঠ; যেখানে না বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হয় আর না ঘাস- ফসল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। বস্তুত এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহ্‌র দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সমঝ-বুঝ রাখে আর যে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ আল্লাহ আমায় পাঠিয়েছেন, তা থেকে সে উপকৃত হয়; অর্থাৎ সে বিষয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং অন্যকে শিক্ষাদান করেছে। এর বিপরীত হলো সেই ব্যক্তি, যে এর দিকে মাথা সমুন্নত করেনা, অর্থাৎ মনোযোগ প্রদান করেনা এবং আল্লাহ্ যে হেদায়েতসহ আমায় প্রেরণ করেছেন, তাকে কবুল করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٩ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّ احِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - متفق عليه

১৩৭৯. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! একথা অবশ্যই প্রমাণিত যে, আল্লাহ পাক যদি তোমার দ্বারা এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন, তাহলে তা তোমার পক্ষে লাল উট (অর্থাৎ খুব মূল্যবান উট) পাওয়ার চেয়েও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٨٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَ لَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - رواه البخاري .

হাদীসে উল্লেখিত وَمَاوَالَاهُ কথাটির অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

١٣٨٥ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৩৮৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে বের হলো, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٣٨٦ . وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَنْ يَّشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ يَّكُوْنُ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

১৩৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন জ্ঞান অর্জনে (দ্বীনের ইলম) কখনো পরিতৃপ্ত হয়না (অর্থাৎ তার জ্ঞানের চাহিদা মেটেনা)। অবশেষে এর সমাপ্তি ঘটে জান্নাতে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٣٨٧ . وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رض أَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৩৮৭. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনি, যেমন কোনো সাধারণ মুসলমানের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাবর্গ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তের পিপিলিকার দল এবং পানির মৎসকুল সেই লোকদের জন্যে দো'আ করে, যারা লোকদেরকে ইল্‌ম শেখায়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٣٨٨ . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ

اَلْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّ لَادِرْهَمًا وَ اِنَّمَا وَ رَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ - رواه ابو داود والترمذى .

১৩৮৮. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌মের সন্ধানে কোনো রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ জান্নাতের দিকে তার রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষনকারীদের সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে এমনকি পানির মৎসকুল পর্যন্ত আলেমের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তেগফার) করে। ইবাদতকারীর ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঠিক সেই রূপ, যেমন সকল তারকার ওপর চতুদর্শী চাঁদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিঃসন্দেহে, আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা শুধু জ্ঞানের (ইলমের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, সে তার পুরো অর্জনই গ্রহণ করে।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٨٩ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৩৮৯. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারাকে তরতাজা রাখেন, যে আমা থেকে কোন হাদীস শুনেছে এবং তাকে (অন্যের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছে, ঠিক যেভাবে সে শুনেছে। অতএব এমন বহুলোক রয়েছে যাদেরকে হাদীস পৌছানো হয়েছে। তারা শ্রবণকারীদের চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٣٩٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৩৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; কোনো ব্যক্তিকে দ্বীনী ইল্‌ম (ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি তা গোপন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٣٩١ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَايَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩৯১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করল যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, অথচ সে কেবল দুনিয়ার সামগ্রী অর্জনের জন্যে ব্যাবহার করল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবেনা।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٣٩٢ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَ اَضَلُّوْا - متفق عليه

১৩৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ইলমের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কারো জান কবয করবেন না। তবে আলেমদের ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইলমকে কবয করবেন। এমন কি, কোনো আলেমকেই অবশিষ্ট রাখা হবেনা। তখন লোকেরা নিজেদের জাহিল (মূর্খ) সর্দারগণকে আপন করে নেবে। তাদের কাছে নানা বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হবে। তারা যথার্থ জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দিয়ে বসবে। ফলে তারা গুমরাহ্ হয়ে যাবে এবং লোকদেরকেও গুমরাহ করে ছাড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় ঃ ১৩

كِتَابُ حَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَشَكْرِهِ

(আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বিয়াল্লিশ

হামদ (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) ও শোকর (কৃতজ্ঞতা)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ অতএব তোমরা আমায় স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে এবং (কখনো) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা। (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা যদি শোকর আদায় করো, তাহলে আমি তোমাদের অনেক বেশি দান করবো। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ -

তিনি আরো বলেন ঃ বলো যে, সব প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্যে। (সূরা ইসরাঈল ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর তাদের সর্বশেষ কথা এই (হবে) যে, সব প্রশংসাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে (এবং তারই প্রতি সব কৃতজ্ঞতা)। (সূরা ইউনুস ঃ ১০)

১৩৯৩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّ لَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ : فَقَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ - رواه مسلم

১৩৯৩. হযরত আবু হুরাইইরা (রা) বর্ণনা করেন, যে রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ সংঘটিত হয় তাঁর কাছে শরাব ও দুধের দুটি পেয়ালা নিয়ে আসা হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে দুধের পেয়ালাটি হাতে তুলে নিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ; আল্লাহ পাক আপনার ফিত্‌রাতের দিকে পথনির্দেশ করেছেন। আপনি যদি শরাবের পেয়ালাটি তুলে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত গুমরাহ হয়ে যেত। (মুসলিম)

১৩৯৪ . وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ اَمْرٍذِىْ بَالٍ لَايُبْدَاُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ - دِيْثٌ حَسَنٌ - رواه ابو داود وغيره .

১৩৯৪. হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে মর্যাদাপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ শুরু করা হয় না, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। হাদীসটি হাসান। (আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন)।

١٣٩٥ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ - فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ؟ فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৩৯৫. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায়, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের (সম্বোধন করে) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো ? তারা জবাব দেয়, জি হাঁ, আল্লাহ বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ ? তারা জবাব দেয়; জ্বি হাঁ, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তো আমার বান্দাহ কী বলেছে ? তারা জবাব দেয়, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাহাই রাজেউন পড়েছে। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর) রাখো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٣٩٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ يَاْ كُلُ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَ يَضْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم .

১৩৯৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন, যে এক লুক্‌মা খাবার খায়, তার ওপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, এক ঢোক পানি গলধকরণ করে তো তার ওপরও আল হামদুলিল্লাহ বলে। (মুসলিম)

অধ্যায় ঃ ১৪

كِتَابُ الصَّلٰوةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তেতাল্লিশ

রাসূলে আকরাম (স)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ এবং তার কল্যাণকারিতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন; (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।

(সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

١٣٩٧ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ ابْنِ الْعَاصِ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا - رواه مسلم

১৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম)

١٣٩٨ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৩৯৮. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই লোকেরা যারা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণ করবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান

١٣٩٩ . وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ يَقُوْلُ : بَلِيْتَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ - رواه ابو داود باسنادٍ صحيحٍ .

১৩৯৯. হযরত আওস্ ইবনে আওস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবার, অর্থাৎ জুম'আর দিন। ঐ দিন আমার প্রতি বিপুল পরিমাণে দরূদ প্রেরণ করো। এই কারণে যে, তোমাদের দরূদ আমার প্রতি পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দরূদ আপনার প্রতি কিভাবে পেশ করা হবে? যখন আপনি জমিনের মাটির সাথে মিশে যাবেন? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র জমিনের ওপর পয়গম্বরদের দেহকে হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ জমি তাদের দেহকে জীর্ণ করে ফেলবে না)। (আবু দাউদ) হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

١٤٠٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তির নাক ধূলি ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেনি। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٠١ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَّصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কবরকে মেলায় পরিণত কোরনা; বরং আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাকো। কেননা, তোমাদের প্রেরিত দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়; তা তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন।

ইমাম আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٤٠٢ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَامِنْ اَحَدٍ يُّسَلِّمُ عَلَىَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪০২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে না। তবে আল্লাহ্ আমার ওপর আমার রূহকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এমন কি আমি তার সালামের জবাব দিয়ে দেই।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٤٠٣ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪০৩. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; সেই লোকটি (বড়োই) কৃপন, যার সামনে আমার কথা স্মরণ করা হয় এবং সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٤٠٤ . وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رض قَالَ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ صَلَاتِهٖ لَمْ يَمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالٰى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ اَوْ لِغَيْرِهٖ - اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهٖ سُبْحَانَهٗ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪০৪. হযরত ফাদালা ইবনে উবায়দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি থেকে শুনতে পেলেন যে, সে তার নামাযের ভেতর দো'আ করছে অথচ সে না আল্লাহ্র প্রশংসা করেছে আর না রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছে। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ঐ লোকটি খুব তাড়াহুড়া করেছে। এরপর তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন ঃ (কিংবা রাবীর সন্দেহ; সে ছাড়া অন্য কাউকে বলেছেন) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়বে, সে যেন আপন রব্ব-এর প্রশংসা দিয়ে তার সূচনা করে, অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। এরপর সে যেরূপ ইচ্ছা দো'আ করতে পারে।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্।

١٤٠٥ . وَعَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رض قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - متفق عليه .

১৪০৫. হযরত আবু মুহাম্মদ কাব বিন উজরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমরা নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জানি, আপনার প্রতি কিভাবে সালাম প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ প্রেরণ করবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা 'আল্লাহুমা সাল্লে'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলাআলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা আলে ইবরাহীম ওয়া বারেক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। যেভাবে তুমি দরূদ

প্রেরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের প্রতি; নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসাকারী ও বযুর্গীয় অধিকারী। হে আল্লাহ্! বরকত অবতরণ করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, যেভাবে তুমি বরকত অবতরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের ওপর; নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসা ও বুর্যুগীর অধিকারী।
(বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٦ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رض قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رض فَقَالَ لَهٗ بَشِيْرُ ابْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهٗ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ - رواه مسلم .

১৪০৬. হযরত আবু মাসঊদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা তখন হযরত সাদ বিন উবাদাহ (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত বশীর ইবনে সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো ? এরপর রাসূলে আকরাম (স) নীরব হয়ে গেলেন। এমন কি, আমরা আকাংক্ষা করলাম যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি কোন প্রশ্ন না করা হতো ? অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লে'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি দরূদ প্রেরণ করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, যেভাবে তুমি দরূদ প্রেরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ওপর আর তুমি বরকত দান করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গকে। যেমন তুমি বরকত দান করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসা ও বুযুর্গীর অধিকারী। আর সালাম প্রেরণের তরীকা ঠিক তাই, যেরূপ তোমরা অবহিত। (মুসলিম)

١٤٠٧ . وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رض قَالَ : قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ وَعَلَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - متفق عليه .

১৪০৭. হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করেন, একদা সাহাবাগণ নিবেদন

করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠাবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (তোমরা এ কথাগুলো উচ্চারণ করো) আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়াতিহী কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইব্রাহীম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আযওয়াজিহী ও যুররিয়াতিহী কামা বারাকতা 'আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুন মাজীদ" (হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীমের ওপর। তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীমের ওপর। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত)। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় ঃ ১৫

كِتَابُ الْأَذْكَارِ

(আল্লাহ্‌র যিকিরের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চুয়াল্লিশ

আল্লাহ্‌র যিকরের বর্ণনা, যিকির করার ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহিত করার গুরুত্ব

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর আল্লাহ্‌র যিকির খুবই ভালো কাজ। (সূরা আনকাবুত ঃ ২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ সুতরাং তোমরা আমায় স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো। (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর আপন প্রভুকে নিজের হৃদয়ে বিনয়, ভীতি ও নিম্নস্বরে স্মরণ করতে থাকে। আর (তোমরা) গাফিল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

(সূরা আলে আল-আরাফ ঃ ২০৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর আল্লাহ্‌কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো, যাতে করে তোমরা নাজাত লাভ করতে পারো। (সূরা আল-জুমুআ ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى (وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا)-

তিনি আরো বলেন ঃ আর যারা আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয় অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী আল্লাহকে বিপুল পরিমাণে স্মরণকারী এবং বিপুল পরিমাণে স্মরণকারী নারী ঃ এতে সন্দেহ নেই যে, এদের জন্য আল্লাহ মার্জনা এবং বিরাট প্রতিফল প্রস্তুত করে রেখেছে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا -

তিনি আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা বিপুল পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা করো .....। (সূরা আহযাব ঃ ৪১ ও ৪২)

এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত বিপুল পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

١٤٠٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِىْ الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ - متفق عليه .

১৪০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুটি কথা মুখে খুব হালকাভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু পাল্লাতে (ওজনে) শব্দ দুটি বেশ ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে খুব প্রিয়— "সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আজিম"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٩ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَقُوْلَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ - رواه مسلم

১৪০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ্‌, ওয়ালা হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর' বলা আমার দৃষ্টিতে সেই সব জিনিসের থেকে উত্তম যে সবের ওপর সূর্য উদিত হয়। (অর্থাৎ তামাম দুনিয়া থেকে উত্তম)। (মুসলিম)

١٤١٠ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَّ كُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَّ مُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَّكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاۤءَ بِهٖ اِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ، وَقَالَ : مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - متفق عليه

১৪১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি একদিনে একশবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর শক্তিশালী) পড়বে, সে দশটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সওয়াব পাবে এবং তার আমলনামায় একশ নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তা থেকে একশ গুনাহ নিঃচিহ্ন করা হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং কোনো ব্যক্তিই তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসবে না। অথচ সেই ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি নেক আমল করেছে। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি একদিনে একশবার "সুনবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি" পড়লো তার সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে যদিও সে সমুদ্র পরিমাণ গুনাহও করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١١ . وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ،كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِّنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ - متفق عليه .

১৪১১. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর পড়লো, সে এরূপ অবস্থায় পড়লো যেন সে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর থেকে চারটি গোলাম মুক্ত করে দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٢ . وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَ لَا اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ - رواه مسلم

১৪১২. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমায় এমন যিকিরের কথা বলবেনা, যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয় ? (মনে রেখ) আল্লাহ্‌র কাছে নিঃসন্দেহে বেশি প্রিয় হলো ঃ 'সুবহানাল্লাহে ও বিহামদিহী' শব্দাবলী। (মুসলিম)

١٤١٣ . وَعَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاَنَ اَوْ تَمْلَاُ مَابَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ - رواه مسلم .

১৪১৩. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' শব্দাবলী পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। আর 'সুব্‌হানাল্লাহ আল্‌হামদুলিল্লাহ' ইত্যাকার শব্দাবলী জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। (মুসলিম)

١٤١٤ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رض قَالَ : جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : عَلِّمْنِيْ كَلَامًا اَقُوْلُهٗ - قَالَ : قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ : فَهٰؤُ لَاءِ لِرَبِّيْ فَمَا لِيْ ؟ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ - رواه مسلم

১৪১৪. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) জনৈক বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করলো, আপনি আমায় এমন কথা শিখিয়ে দিন, যা আমি পড়তে থাকবো। নবীজী বললেন ঃ তুমি (নিম্নের কথাগুলো) পড়তে থাকো; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল্ হামদুলিল্লাহি কাসীরান ওয়া সুব্‌হানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম, লোকটি নিবেদন করলো, এই শব্দাবলী তো আমার প্রভুর জন্যে; তাহলের আমার জন্যে কোন শব্দাবলী উপযোগী ? তিনি

বললেন ঃ তুমি পড়ো "আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্বনী" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথনির্দেশ দাও, আর আমায় রিযিক দান করো। (মুসলিম)

١٤١٥ . وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ قِيْلَ لِلْاَوْزَاعِيِّ وَهُوَ اَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ تَقُوْلُ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ - رواه مسلم

১৪১৫. হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যখন তিনি নামাযে সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন, তারপর "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিন্‌কাস সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্ জালালে ওয়াল ইক্‌রাম" কথাগুলো পড়তেন। ইমাম আওয়ায়ীকে (এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কেমন ছিল ? তিনি জবাব দিলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ, আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ বলতেন। (মুসলিম)

١٤١٦ . وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - متفق عليه

১৪১৬. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায সমাপ্ত করতেন, তখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লা হুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর; আল্লাহুম্মা লা মানেয়া লিমা আত্বাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু এই কথাগুলো বলতেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, তিনি সবসত্তার ওপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ! কেউ রোধ করতে পারেনা, যখন তুমি (কাউকে কিছু) দিতে চাও; আর কেউ দিতে পারেনা যখন তুমি রোধ করতে চাও। আর ধনবানের ধনমাল তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোনো কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٧ . وَعَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رض اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِيْنَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ - رواه مسلم .

১৪১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলতেন;"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নিমাতু ওয়া লাহুল ফাদ্লু ওয়া লাহুল আসমাউল হুসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই, তিনি এক ও একক, তার কোনো শরীক নেই; বাদশাহী কেবল তারই, তাঁরই জন্যে সব তারিফ ও প্রশংসা। তিনি সব বস্তুনিচয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া আর কারো মন্দ কাজ থেকে বাঁচানো এবং নেক কাজে শক্তি যোগানোর ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি ছাড়া আর কারো বন্দেগী আমরা করিনা; তাঁরই জন্যে তাবৎ নিয়ামত ও অনুগ্রহ এবং তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ আর কোনো প্রভুত্বের দাবিদার নেই। আমরা তাঁরই জন্যে দ্বীনকে জীবন যাপন পদ্ধতি হিসেবে খালেস করে নিয়েছি; সেজন্যে কাফেরগণ যতোই অসুন্তষ্ট হোকনা কেন। ইবনে যুবাইর বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন। (মুসলিম)

١٤١٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَلٍ يَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فَقَالَ : اَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَ لَا يَكُوْنَ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ الرَّاوِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ قَالَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ - متفق عليه . وَزَادَ مُسْلِمٌ فِىْ رِوَايَتِهِ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اسَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهٗ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - اَلدُّثُوْرُ جَمْعُ دَثْرٍ بِفَتْحِ الدَّالِ وَاِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيْرُ .

১৪১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) ফকীর মুহাজিরগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। তারা নিবেদন করল, ধনবান লোকেরা উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতগুলোর অধিকারী হয়েছে। তারা আমাদের মতোই নামায পড়ে, এবং আমাদের মতোই রোযা রাখে কিন্তু তাদের নিকট ধনমাল বেশি; এবং এ কারণে তারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ, সাদকা, খয়রাত ইত্যকার কাজ করতে পারছে (কিন্তু আমরা এসব করতে পারছিনা)। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবোনা, যার

কারণে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের মর্যাদা অর্জন করতে পারবে এবং তোমাদের পশ্চাৎবর্তী লোকদের চেয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে ? তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বেশি মর্যাদার অধিকার হতে পারেনা, তবে যে ব্যক্তি তোমাদের মতো আমল করবে, কেবল তার পক্ষেই এটা সম্ভব হবে। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন ঃ আশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ (৩৩) বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ (৩৩) বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ (৩৪) বার আল্লাহু আকবার পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম তার রেওয়ায়েতে এই বাড়তি কথাটুকু যোগ করেছে ঃ এরপর ফকীর মুহাজিরগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা নিবেদন করলেন ঃ আমাদের ধনবান ভাইয়েরা তো এই কথাগুলো শুনে ফেলেছে এবং তারাও আমাদের মতো কথাগুলো পড়তে শুরু করেছে। একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (যালিকা ফাযলুল্লাহি ইয়ুতিহী মাইয়াশাউ) এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান দান করেন।

١٤١٩ . وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ – رواه مسلم .

১৪১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আল-হামদু লিল্লাহ, এবং তেত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলে এবং একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর বলে একশো গণনাকে পূর্ণ করে দিল, তার গুনাহ্‌র পরিমাণ সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান উঁচু হলেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

١٤٢٠ . وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَايَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ – اَوْ فَاعِلُهُنَّ – دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَ اَرْبَعًا وَ ثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً– رواه مسلم .

১৪২০. হযরত কা'ব বিন্ উজরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (প্রত্যেক) নামাযের পর যদি কয়েকটি বাক্য পাঠ করা হয়, তাহলে তার পাঠকারী কখনো ব্যর্থ হতে পারেনা। তাহলো ঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ,' তেত্রিশ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বলা। (মুসলিম)

١٤٢١ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - رواه البخارى .

১৪২১. হযরত সা'দ বিন্ আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমূহের পর এই বাক্যগুলো সমেত আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাইতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুর ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্নাতিল কাব্রে।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কম বুদ্ধি ও কার্পন্যের ব্যাপারে পানাহ চাইছি। আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট বয়স অর্থাৎ বাধ্যক্যে উপনীত হওয়া থেকে পানাহ চাইছি। আমি তোমার কাছে দুনিয়ার ফিত্না থেকে পানাহ চাইছি। এবং তোমার কাছে কবরের ফিতনা থেকে পানাহ্ চাইছি। (বুখারী)

١٤٢٢ . وَعَنْ مُعَاذٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -رواه ابو داود باسنادٍ صحيحٍ .

১৪২২. হযরত মা'আয (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত চেপে ধরলেন। তিনি বললেন ঃ হে মাআয! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমায় আমার বন্ধুরূপে গণ্য করছি। তারপর বললেন ঃ হে মাআয। আমি তোমায় অসিয়্যত করছি, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে কখনো ভুলবেনা ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমায় তোমার যিকির করতে, শোকর আদায় করতে এবং উত্তম রূপে ইবাদত করতে সাহায্য করো।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٤٢٣ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ . رواه مسلم

১৪২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (নামাযে) তাশাহ্হুদ পড়তে বসবে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চায়। সে যেন বলে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে পানাহ চাইছি সেই সঙ্গে কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না এবং মসিহে দাজ্জালের ফিতনার ভয় থেকে পানাহ চাইছি। (মুসলিম)

١٤٢٤ . وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ رض كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ يَكُوْنَ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - رواه مسلم .

১৪২৪. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যে তিনি সর্বশেষ যে কথাগুলো বলতেন, তা এরূপ হতো; আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখ্‌খিরু লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সেই সব গুনাহ মাফ করে দাও, যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা গোপনে করেছি এবং যেসব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি (বা সীমালংঘন করেছি) আর যেসব গুনাহ্‌র বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবহিত রয়েছো। তুমিই পূর্বে ছিলে এবং তুমিই পরে থাকবে। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (মুসলিম)

١٤٢٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهٖ وَ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ - متفق عليه .

১৪২৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সিজদায় বেশি পরিমাণে এই দো'আ পড়তেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পরোয়ারদিগার! তুমি মহা পবিত্র। আমরা তোমার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্ আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٢٦ . وَعَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ وَ سُجُوْدِهٖ سُبُّوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ - رواه مسلم .

১৪২৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযের) রুকূতে ও সিজদায় "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ" উচ্চারণ করতেন। অর্থাৎ তুমি অনেক বেশি পাক ও পবিত্র। তুমি ফেরেশতাবর্গ ও জিব্রাইলের প্রভু। (মুসলিম)

١٤٢٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ : عَزَّ وَجَلَّ وَ اَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِىْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ - رواه مسلم

১৪২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; (নামাযের) রূকূতে আপন রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো এবং সিজদায় সচেতনভাবে দো'আ করো। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে। (মুসলিম)

١٤٢٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ - رواه مسلم

১৪২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; বান্দাহ যখন সিজদায় যায়, তখন সে আপন প্রভুর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা (সিজদায়) বেশি দো'আ করো। '(মুসলিম)

١٤٢٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِى كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗ وَ عَلَا نِيَّتَهٗ وَ سِرَّهٗ - رواه مسلم

১৪২৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় (সাধারণত) এই দো'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যামবি কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট, বড়, পূর্বের, পরের, প্রকাশ্য ও গোপন সব গুনাহ মাফ করে দাও। (মুসলিম)

١٤٣٠ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : اِفْتَقَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَحَسَّسْتُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ : سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ فِىْ رِوَايَةٍ، فَوَقَعَت يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِىْ الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ - رواه مسل

১৪৩০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরে অনুপস্থিত দেখতে পেলাম। আমি তাঁর সন্ধানে বেরুলাম; তিনি তখন রুকূ বা সিজদার অবস্থায় ছিলেন এবং দো'আ করছিলেন ঃ সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা" (হে খোদা) তুমি মহাপবিত্র। আমি তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে; আমার (বর্ণনাকারীর) হাত নবীজীর পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। তখন তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর পদযুগল খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি দো'আ করছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্‌সী সানাআন আলাইকা, আন্‌তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির সাথে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে পানাই চাইছি। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করতে পারিনা, তুমি ঠিক তেমনি, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো। (মুসলিম)

١٤٣١ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ ! فَسَاَلَهٗ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهٖ كَيْفَ يَكْسِبُ اَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهٗ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفَ خَطِيَةٍ . رواه مسلم . قَالَ الْحُمَيْدِىُّ كَذَا

هُوَ فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ، اَوْيُحَطُّ قَالَ الْبَرْقَانِيُّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَ اَبُوْا عَوَانَةَ، وَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مُوْسَى الَّذِيْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَتِهِ فَقَالُوْا وَيُحَطُّ بِغَيْرِ اَلْفٍ .

১৪৩১. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যহ এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম এমন কেউ কি আছে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ এক দিনে এক হাজার নেকী কিভাবে অর্জন করা সম্ভব ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেউ এক শো বার সুবহানাল্লাহ বললে তার আমল নামায় হাজার নেকী লিখে দেয়া হয় কিংবা তা থেকে হাজার গুনাহ মুছে দেয়া হয়। (মুসলিম)

١٤٣٢ . وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامِيْ مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ يُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى - رواه مسلم

১৪৩২. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সাদকা ধার্য হয় অতএব প্রতিবার সুবহান্নালাহ বলা সাদকা, প্রতিবার আল-হামদুল্লিলাহ্ বলা সাদকা, প্রতিবার লা-ইলাহা ইলাল্লাহ্ বলা সাদকা, প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলা সাদকা এবং আমর বিল মারূফ, অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ দান এবং নাহিয়ানিল মুনকার, অর্থাৎ অসৎ কাজ নিষেধ করা সাদকা এবং কোনো ব্যক্তি দুহার চাশতের দুই রাকাত নামায আদায় করলে তা ঐ সব কিছুর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (মুসিলম)

١٤٣ . وَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلّٰى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ - رواه مسلم . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ - وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ : اَلَا اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهَا ؟ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ

اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ .

১৪৩৩. হযরত উম্মুল মুমিনিন যুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে নামায আদায় করে খুব ভোরেই তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি নিজের নামাযের জায়গায় বসে থাকেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্‌তের পর ফিরে এলে তখনো তিনি বসে ছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি ঠিক সেই অবস্থাই বসে রইলে, যে আবস্থায় আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে ছিলাম ? তিনি জবাব দিলেন ঃ জ্বি হ্যাঁ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; আমি তোমার কাছ থেকে সরে গিয়ে চারটি কথা তিনবার বলেছি। যদি ঐ কথাগুলোর দ্বারা এর ওজন করা হয়, যেগুলো তুমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছো তাহলে ঐ কথাগুলো ওজনে বেশি দাড়াবে। (সেই কথাগুলো এই ঃ সুবাহান আল্লাহ্ ওয়াবিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া বিদা নাফ্‌সিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। অর্থাৎ আল্লাহ্ পবিত্র, আমরা তার প্রশংসা করি তার সৃষ্টি সংখ্যার সমান এবং তার নাফ্‌সের সন্তুষ্টির অনুপাতে এবং তার আরসের ওজন মোতাবেক এবং তার শব্দাবলীর কালির সমান। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সুবাহান আল্লাহ আদাদা খাল্‌কিহি, সুবাহানল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবাহানল্লাহি জিনাতা আরশিহি, সুবাহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি।

তিরমিযীর রোওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আমি কি তোমায় এমন কথা বলবো না যেগুলো তুমি পড়বে ? তাহলো, "সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালক্বিহি, সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবাহানল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবহানাল্লাহ রিদা নাফসিহি, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবাহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবাহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি, সুবাহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি, সুবাহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি।

١٤٣٤ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِيْ لَايَذْكُرُهٗ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ - رواه البخارى . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ : مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يَذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِى لَايَذْكُرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

১৪৩৪. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আপন প্রভুর যিকির (স্মরণ) করে, তার দৃষ্টান্ত হলো জীবন্ত মানুষের ন্যায়; আর যে ব্যক্তি আপন প্রভুর যিকির করেনা, তার দৃষ্টান্ত হলো মুর্দা বা লাশের মতো। (বুখারী)

ইমাম মুসলিম এক রেওয়ায়েতে বলেন; যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিকির হয় আর যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিকির হয়না, তার দৃষ্টান্ত হলো জিন্দা ও মুর্দার মতো।

١٤٣٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَ اَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ : فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ، وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ - متفق عليه

১৪৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে সে ধারণা পোষণ করে, আমি সে ধারণার সাথে আছি। তারা যখন আমায় স্মরণ করে, আমি তখন তাদের সঙ্গে থাকি। তারা যদি আমায় নিজ সত্ত্বার মধ্যে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে আপন সত্তার মধ্যে স্মরণ করি। আর তারা যদি আমায় সামাজিকভাবে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম এক সমাজে স্মরণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣٦ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَ مَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلذّٰكِرُوْنَ اللّٰهُ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ - رواه مسلم رُوِىَ الْمُفَرِّدُوْنَ بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيْفِهَا وَالْمَشْهُوْرُ الَّذِىْ قَالَهُ الْجُمْهُوْرُ التَّشْدِيْدُ .

১৪৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুফাররিদুনা' অগ্রবর্তীতা নিয়ে গেছেন। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুফাররিদুন কে বা কারা, তিনি বললেন ঃ মুফাররিদুন হলো সেই সব পুরুষ ও নারী যারা বিপুলভাবে আল্লাহ্‌র যিকিরে নিরত থাকে। (মুসলিম)

١٤٣٧ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - رواه لترمذى وقال حديث حسن .

১৪৩৭. হযরত যাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম যিকির হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ছাড় আর কোনো প্রভু নাই)। (তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٣ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ لَىَّ فَاَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ : لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - رواه الترمذى ال حديث حسن .

১৪৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাসার (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবী নিবেদন করলে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিঃসন্দেহ ইসলামের বিধানসমূহ আমার জন্য যথেষ্ট। অতএব, আপ আমায় এমন কোনো কথা বলুন, যাকে আমি বাধ্যতামূলক করে নেবো। রাসূল আকর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জবান যেন হামেশা আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٣٩ . وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৩৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' এই জিকিরে নিরত থাকে, তার জন্যে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٤٠ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ فَقَالَ : يَا : مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ وَ اَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَ اَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৪০. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমায় মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে আমার হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতকে সালাম বলবেন। জান্নাত পবিত্র মাটি ও মিষ্টি পানি বিশিষ্ট এক স্থান। তা এক সমান্তরাল প্রান্তর। সেখানে 'সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ইত্যকার কথা বলে গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٤١ . وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَ لَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ، وَ اَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَ اَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى - رواه الترمذى قال الحاكم ابو عبد الله اسناده صحيح .

১৪৪১. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সমস্ত আমল থেকে উত্তম আমল, তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছে অধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় অধিক সমুন্নতি দানকারী আমলের ব্যাপারে বলবো না ? যা তোমাদের জন্যে সোনা-রূপার খরচ করার চেয়ে উত্তম এবং তোমাদের শত্রুদের গলাকাটার চেয়েও শ্রেয়তর ? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, অবশ্যই। (হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! আপনি বলুন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তা হলো আল্লাহ্‌র যিকির। (তিরমিযী)

হাকেম আবু আবদুল্লাহ বলেন, এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

١٤٤٢ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ رض اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى - اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ فَقَالَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَاخَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَاهُوَ خَالِقٌ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ -

رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৪২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জনৈক মহিলার বাড়িতে গেলেন। তার সামনে খেজুরের গুটি কিংবা ছোট ছোট পাথর টুকরা ছিল, যার সাহায্যে তিনি তসবীহ পাঠ করছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমায় এর চেয়ে অধিক সহজ আমল কিংবা বেশি ফযীলতময় আমলের কথা বলবোনা ? তা হলো "সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামাই" অর্থাৎ (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তু সমান সংখ্যক যা তিনি আসমানে সৃষ্টি করেছে। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদ" (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যালিক" অর্থাৎ (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সব বস্তুর সমান যা ঐ দুটির মাঝখানে আছে। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা হুয়া খালিক" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যার তিনি স্রষ্টা। আর "আল্লাহু আকবার" বাক্যটিও এভাবে পড়ো, "আলহামদু লিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়ো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটিও এভাবে পড়ো "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়ো।

অর্থাৎ প্রত্যেকটির সাথে 'আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামা-ই, 'আদাদা মা খালাকা ফিল আরদি' ইত্যাদি (অনুবাদক)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

١٤٤٣ . وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - متفق عليه .

১৪৪৩. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমায় জান্নাতের ধন-ভাণ্ডারগুলো থেকে একটি ধন-ভাণ্ডারের সংবাদ বলবোনা ? আমি নিবেদন করলাম; অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ- এর যিকির।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পয়তাল্লিশ

দাঁড়ানো, বসা, শোয়া এবং অযূহীন, অপবিত্র এবং ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির-এর বৈধতা, তবে শারীরিক অপবিত্রতায় কুরআন পাঠে নিষেধাজ্ঞা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাদি রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকে। (সূরা আলে ইমরান ঃ)

١٤٤٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ - رواه مسلم .

১৪৪৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র যিকির করতেন। (মুসলিম)

١٤٤٥ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىْ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ - متفق عليه .

১৪৪৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে গমন করে, তাহলে সে যেন এই কথাগুলো বলে ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শাইতানা, ওয়া জান্নিবিশ্ শাইতানা মা রাযাকতানা, ফাইন্নাহু ইউকাদ্দার বাইনাহুমা ওয়ালাদুন ফি যালিকা লাম ইয়াদুররুহু শাইতানু অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। হে আল্লাহ্! আমাদের শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যাকে আমায় দান করবে তাকেও শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো। অতএব, এই মিলনে যদি অতদুভয়ের সন্তান হওয়া নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছিচল্লিশ

শয়ন ও জাগরণের সময়কার দো'আ

١٤٤٦ . عَنْ حُذَيْفَةَ، وَ اَبِىْ ذَرٍّ رض كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا - وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَ بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ - رواه البخارى .

১৪৪৬. হযরত হুযাইফা (রা) ও হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বিছানায় শুইতেন, তখন এই কথাগুলো বলতেন ঃ "বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া" অর্থাৎ তোমার নামে (শুরু করছি) হে আল্লাহ! আমি বেঁচে থাকি ও মৃত্যুবরণ করি। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন এই কালেমা পড়িতেনঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর" অর্থাৎ সমস্ত তারিফ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমায় মৃত্যু দানের পর আবার জিন্দা করেছেন। আর তারই দিকে আমায় চলে যেতে হবে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতচল্লিশ
যিকির-এর মজলিসগুলোর ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভুকে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে, তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করতে থাকো এবং তোমাদের দৃষ্টিসমূহ যেন (তাদের ছাড়িয়ে) অন্যদিকে চলে না যায়। (সূরা কাহাফ ঃ ২৮)

١٤٤٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَائِكَةً يَّطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مَايَقُوْلُ عِبَادِىْ ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهُ مَا رَاَوْكَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَّاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ فَمَا ذَايَسْاَلُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يَسَاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَّ اَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالُوْا يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَاوَاللّٰهِ مَا رَاَوْهَا فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّ اَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ : فَيَقُوْلُ فَاشْهِدُ كُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ :

يَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَيَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ - متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَئُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَسَاَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِبَادٍ لَّكَ فِى الْاَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَ يُهَلِّلُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيَسْاَلُوْنَكَ قَالَ وَمَا ذَا يَسْاَلُوْنِىْ ؟ قَالُوْا : يَسْاَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَاَوْا جَنَّتِىْ ؟ قَالُوْا : لاَ اَىْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْا جَنَّتِيْ ؟ قَالُوْا : وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُوْنِىْ ؟ قَالُوْا مِنْ نَارِكَ يَارَبِّ قَالَ وَهَلْ رَاَوْا نَارِىْ قَالُوْا لاقَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْا نَارِىْ قَالُوْا وَ يَسْتَغْفِرُوْنَكَ ؟ فَيَقُوْلُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَاَعْطَيْتُهُمْ مَا سَاَلُوْا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا اَسْتَجَارُوْا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ -

১৪৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কতিপয় ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তারা হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে ঘুরাফিরা করতে থাকে। এবং যিকিরে রত লোকদের সন্ধান করতে থাকে। তারা যখনই আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল লোকদের পেয়ে যায়, তখন তারা আওয়ায করে বলে ঃ আপন প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। অতঃপর ফেরেশ্‌তারা ঐ যিকিরকারীদেরকে আপন পালক দ্বারা ঢেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ আল্লাহ খুব বেশি জানেন, তাঁর বান্দারা কি বলছিল ? তখন ফেরেশতারা জবাব দেয়; ওরা তোমার তসবীহ, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করছিল। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ ওরা কি আমায় দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না, আল্লাহ্‌র কসম! তারা তোমায় কক্ষনো দেখেনি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা যদি আমায় দেখতে পায় তাহলে ওদের কী অবস্থা দাঁড়াবে ? (রাবীর বর্ণনা) ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা যদি তোমায় দেখতে পায়, তাহলে তোমায় বেশি পরিমাণে বন্দেগী করবে, মাহাত্ম বর্ণনা করবে, এবং অনেক তসবীতে মশগুল হয়ে থাকবে। পুনরায় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি প্রার্থনা করছে ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, ওরা তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছে। আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি জান্নাত দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেন, না, আল্লাহ্‌র

কসম। হে আমাদের প্রভু! তারা জান্নাতকে আদৌ দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা যদি জান্নাত দেখতে পায়, তাহলে ওদের অবস্থা কী দাঁড়াবে ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, ওরা যদি জান্নাতকে দেখতে পায়, তাহলে ওদের আকাংক্ষা আরো বেড়ে যাবে, ওদের কামনায় তীব্রতার সৃষ্টি হবে, এবং তাদের মুহাব্বাত প্রবল আকার ধারণ করবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ ওরা কোন্ জিনিস থেকে পানাহ্ চাইছে ? তিনি বললেন ঃ ওরা জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চাইছে। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ ওরা কি জাহান্নাম দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেন না, আল্লাহ্র কসম! ওরা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা যদি জাহান্নাম দেখতে পায়, তাহলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে। ফেরেশতারা জবাব দেন, ওরা যদি জাহান্নামকে দেখতে পায়, তাহলে খুব দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যাবে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে একজন ফেরেশতা বললো ঃ তাদের সঙ্গে অমুক নামের লোকটি আসলে এদের দলভুক্ত ছিল না; সে নিজের কোনো কাজে এসেছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ আর বসে থাকা লোকেরা এরকমই; তাদের কাছে বসে থাকা লোকেরাও বঞ্চিত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা চলতে ফিরতে থাকেন। তারা যিকিরের মজলিস তালাশ করতে থাকেন। যখন কোনো মজলিসের সন্ধান পান তখন সেখানেই তারা লোকদের সাথে বসে যায়। আর কোনো কোনো ফেরেশতা কোনো কোনো লোককে নিজেদের পাখা দ্বারা ঢেকে দেন, এমনকি তারা প্রথম আসমানের মধ্যকার পরিবেশকে পূর্ণ করে দেন। তাই যখন যিকিরকারী লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (অথচ আল্লাহ সবই জানেন) যে, তোমরা কোথা থেকে এসেছো ? তারা জবাব দেয়, আমরা তোমার জমিনের বাসিন্দাদের নিকট থেকে এসেছি। তারা তোমার তস্‌বীহ, বড়ত্ব, তওহীদ ও প্রশংসাকার্যে লিপ্ত ছিল এবং কেউ কেউ কিছু প্রার্থনা করছিলো। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন; ওরা আমার কাছে কি চাইছিলো ? ফেরেশতারা জবাব দিল; ওরা তোমার কাছে জান্নাত চাইছিলো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন; তারা কি আমার জান্নাত দেখছে ? ফেরেশতারা জবাব দেন, না, হে আমাদের প্রভু! এরপর আল্লাহ বলেন ঃ ওরা যদি আমার জান্নাত দেখতে পায়, তাহলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে! এরপর ফেরেশতারা বলেন, ওরা তো তোমার কাছে পানাহ চাইছিলো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কোন জিনিস থেকে পানাহ্ চাইছিলো। ফেরেশতারা বলেন, তোমার দোজখ থেকে পানাহ চাইছিলো, হে আমাদের প্রভু! আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার দোজখকে দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, না। আল্লাহ পাক বলেন, তারা যদি আমার দোযখ দেখতে পায় তাহলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে। এরপরে ফেরেশতারা বলেন, তারা তোমার কাছে মাগফেরাত কামনা করছিলো। আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর তারা যে জিনিস থেকে পানাহ্ চাইছিলো, আমি তাদেরকে সে পানাহও দিয়ে দিয়েছি। এরপর ফেরেশতারা বলেন, হে আমাদের প্রভু ! তাদের মধ্যে অমুক লোকটি খুবই পাপাচারী ছিলো। সে ওখান থেকে চলে গেলে লোকটি

সেখানে বসে গেলো। আল্লাহ পাক বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছি। এ হলো এমন লোক সে, তাদের কাছে উপবেশনকারী তাদের কারণে বঞ্চিত হয় না।

١٤٤٨ . وَعَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ -

رواه مسلم

১৪৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোনো দলই বসে বসে আল্লাহ্র স্মরণে থাকে মশগুল ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ্র রহমত দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখে। তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ পাক তার কাছাকাছি জনদের কাছে স্মরণকারীদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (মুসলিম)

١٤٤٩ . وَعَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِىْ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهٗ اِذْ اَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ - فَاَقْبَلَ اِثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا، وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَ اَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا اَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ : اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاٰوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ - متفق عليه .

১৪৪৯. হযরত আবু ওয়াকেদ হারিস বিন্ আওফ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো। (তাদের মধ্যে) দু'জন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চলে গেল এবং একজন ফেরত চলে গেল। প্রথমোক্ত দুইজন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একজন মজলিসে কিছু খালি জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। দ্বিতীয় জন মজলিসের পিছন দিকে বসে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফেরত চলে গেল। এমতাবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর হলেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দিবনা ? ওদের একজন আল্লাহ্র কাছে পানাহ চেয়েছে। আল্লাহ তাকে পানাহ দিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন (মজলিসে ঢুকতে) লজ্জা অনুভব করেছে এবং আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করেছেন। কিন্তু তৃতীয় জন বিষয়টি অপছন্দ করল, তাই আল্লাহও তাকে অপছন্দ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১٤٥٠ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رض عَلَى حَلْقَةٍ فِىْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا اَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوْا : جَلَيْنَا نَذْكُرُ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهِ مَا اَجْسَكُمْ اِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوْا : مَا اَجْلَسَنَا اِلَّا ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِىْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِّنِّى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا اَجْسَلَكُمْ قَالُوْا ؟ جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهُ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَاهَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللّٰهِ مَااَجْلَسَكُمْ اِلَّا ذَاكَ قَالُوْا : اللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلَّا ذَاكَ قَالَ : اَمَا اِنِّى لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَلٰكِنَّهٗ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ - رواه مسلم .

১৪৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত মুয়াবিয়া (রা) মসজিদের এক সমাবেশে (মজলিসে) উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জন্যে এখানে বসেছ ? তারা জবাব দিল, আমরা আল্লাহ্র যিকিরের জন্যে বসেছি। হযরত মুয়াবিয়া বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমাদেরকে এই কথাটিই এখানে বসিয়েছে। তারা জবাব দিল হ্যাঁ আমাদেরকে এ কথাটিই এখানে বসিয়েছে। (এরপর) হযরত মুয়াবিয়া বললেন; সাবধান! আমি তোমাদেরকে সন্দেহভাজন ভেবে তোমাদের দ্বারা শপথ করাইনি। আর আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী কোনো সাহাবীও নেই। একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের এক মজলিসে গমন করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদেরকে কে বসিয়েছে ? সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন ঃ আমরা আল্লাহ্র যিকির করার জন্যে বসেছি। আমরা তারই প্রশংসা করি এ কারণে যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ-নির্দেশ করেছেন এবং আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমাদেরকে ঠিক একথাটিই এখানে বসিয়েছে। তারা জবাব দিল; আল্লাহ্র কসম! আমাদেরকে ঠিক এ বিষয়টিই এখানে বসিয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে সন্দেহভাজন জেনে তোমাদের থেকে শপথ নেইনি। কিন্তু আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসে জানালেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের জন্যে গর্ব করেন। (মুসলিম)

অধ্যায় ঃ দুইশত আটচল্লিশ

সকাল-সন্ধায় আল্লাহ্র যিকিরের ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ -

মহান আল্লাহ্‌-বলেন ঃ 'আর আপন প্রভুকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিনয় ও ভীতির সাথে এবং চাপা আওয়াযে সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ করতে থাকো আর দেখো, এ ব্যাপারে, (কেউ) গাফিল হয়োনা।' (সূরা আরাফ ঃ ২০৫)

ভাষাবিদগণ আয়াতে উল্লেখিত 'আসল' শব্দটি আসীল শব্দের বহুবচন এবং এটা আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয়।

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا -

তিনি আরো বলেন ঃ আর সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং তার অস্ত যাওয়ার পূর্বে আপন প্রভুর গুণাবলী ও প্রশস্তি বর্ণনা করো। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভুর প্রশংসার সাথে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা (তাসবীহ) করতে থাকো। (সূরা গাফের ঃ ৫৫)

অভিধানকারগণ বলেন ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে তার অস্তগমনের মধ্যবর্তী সময়কে "আশিয়্যে' বলা হয়।

وَقَالَ تَعَالٰى : فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ . رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

তিনি আরো বলেন ঃ (তাঁর নূরের দিকে নির্দেশনা প্রাপ্ত লোকদের) সেই সব ঘরে পাওয়া যায়। যেগুলোকে সমুন্নত করার এবং যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। সেখানে এইসব লোকেরা সকাল-সন্ধায় তাঁরই গুণকীর্তনে নিরত থাকে।

(সূরা আন-নূর ৩৬)

অর্থাৎ এই সব লোককে আল্লাহ্‌র যিকির, নামায আদায় ও যাকাত প্রদান থেকে না ব্যবসা-বানিজ্য গাফিল করে, আর না ক্রয়-বিক্রয়।

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ -

তিনি আরো বলেন ঃ আমরা পাহাড়গুলোকে তাঁর নির্দেশে অধীন করে রেখেছিলাম। (সেগুলো) সকাল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে তসবীহ্ করত। (সূরা সাদ ঃ ১৮)

١٤٥١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِىْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَاْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ - رواه مسلم .

১৪৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশোবার বললো ঃ "সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি"-কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি 'আমল নিয়ে উপস্থিত হবেনা। অবশ্য যে ব্যক্তি তারই মতো কালেমা পাঠ করবে কিংবা তার চেয়ে বেশি তার কথা আলাদা। (মুসলিম)

١٤٥٢ . وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِىْ الْبَارِحَةَ قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ .

১৪৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্ রাসূল! এই বাচ্চাটি থেকে আমি খুব কষ্ট পাই। গত রাতে সে আমায় নোংরা করেছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি সন্ধ্যার সময় একথাটি বলতে যে, আমি আল্লাহ্র পুরো কালেমার সাথে আশ্রয় চাইছি তার সৃষ্ট ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে, "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাত মিন শাররি মা খালাকা" তাহলে সেটা তোমায় কষ্ট দিতনা। (মুসলিম)

١٤٥٣ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ : اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ النُّشُوْرُ وَاِذَا اَمْسٰى قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ النُّشُوْرُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৪৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সকাল বেলা এই কথাগুলো বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়াবিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাথে সকাল করেছি এবং তোমার সাথেই আমরা সন্ধ্যা করেছি। তোমার ইচ্ছায় আমরা জীবিত আছি, তোমার ইচ্ছায়ই আমরা মৃতুবরণ করবো এবং তোমার দিকেই আমরা ফিরে যাব। আবার সন্ধ্যার সময় তিনি এই দো'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশুর" হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাথে সন্ধ্যা করছি, তোমার সাথেই আমরা সকাল করছি । তোমার ইচ্ছাতেই আমরা জীবিত আছি, তোমার ইচ্ছাতেই আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٤٥٤ . وَعَنْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رض قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِكَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمْ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ

شَيْءٍ وَّمَلَيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ - رواه ابوداود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এই দো'আ পড়তে থাকো। "আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ্‌, রব্বা কুল্লি শায়ইন ওয়া মালীকাহ, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযু বিকা মিন শার্‌রি নাফ্‌সী ওয়া শার্‌রিশ শাইতানি ওয়া শির্‌কিহ্‌" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবহিত, সকল বস্তুর প্রভু ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আপন প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং তার সাথে শরীক করার অন্যায় থেকে পানাহ চাইছি। রাসূলে আকরাম (স) বলেন ঃ সকাল সন্ধ্যা ও বিছানায় শোয়ার কালে এই কথাগুলো বলতে থাকে। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٥٥ . وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ : اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ قَالَ الرَّاوِىُّ اُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَهَا رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ - رواه مسلم .

১৪৫৫. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ সন্ধ্যার সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো বলতেন ঃ "আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" অর্থাৎ আমরা সন্ধ্যা করছি এবং আল্লাহ্‌র গোটা সাম্রাজ্য সন্ধ্যা করছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তার কোনো শরীক নেই। বর্ণনাকারী বলেন ঃ "লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর" আমার মনে হয়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাগুলোর মধ্যে একথাও বলেন, "রব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল্‌ লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বাদাহা ওয়া আউযু বিকা মিনাল কাস্‌লি ওয়া সূইল কিবার আউযু বিকা মিন আযাবিন ফিন্‌-নারি ওয়া আযাবিল কাবর্‌" হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে এই রাতের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এবং পরবর্তী মঙ্গলের জন্যেও আমার প্রার্থনা। আমি তোমার কাছে এই রাতের খারাবি থেকেও পানাহ চাইছি এবং

এর পরবর্তী খারাবি থেকেও। হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে শৈথিল্য এবং নিকৃষ্ট বার্ধক্য থেকে পানাহ চাইছি। আমি তোমার কাছে দোযখ ও কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইছি। সকাল বেলাও তিনি এই কথা— গুলো বলতেন ঃ "আসবাহনা ও আস্‌বাহা মুলকু লিল্লাহ" অর্থাৎ বাদশাহী তাঁরই, তাঁরই জন্যে প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আমি সকাল করেছি এবং আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছি। (মুসলিম)

١٤٥٦ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ رض قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ তুমি (প্রত্যহ) সন্ধ্যায় ও সকালে তিনবার 'কুল হুআল্লাহু আহাদ, এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। এটা তোমায় সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাজত করবে। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌।

١٤٥٧ . وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَّمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَا السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِلَّا لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪৫৭. হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় এই দো'আ পড়বে ঃ "বিসমিল্লাহহিল্লাযী লা ইয়াদুর্‌রু মাআ ইসমিহি শাইউন ফিল আর্‌দি ওয়ালা ফিস্‌ সামাই ওয়া হুয়াস সামীইল আলীম" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে আমি সকাল ও সন্ধ্যা করছি, যে নামের দরুন আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি শ্রবণকারী ও সুপরিজ্ঞাত, তাহলে কোন বস্তুই তার ক্ষতি করতে পারবেনা। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান, সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনপঞ্চাশ

শয়নকালে কী দো'আ পড়া উচিত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

মহান আল্লাহ বলেন ঃ নিঃসন্দেহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়নকালে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

١٤٥٨ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَاَبِىْ ذَرٍّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَحْيَا وَ اَمُوْتُ - رواه البخارى .

১৪৫৮. হযরত হুযায়ফা (রা) ও হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন ঃ "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা আহ্‌ইয়া ওয়া আমূতু" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই জীবিত আছি এবং এ নামেই মৃত্যুবরণ করবো। (বুখারী)

١٤٥٩ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ وَ لِفَاطِمَةَ رض اِذَا اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا اَوْ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَّ ثَلَاثِيْنَ وَ اَحْمَدَا ثَلَاثًا وَّ ثَلَاثِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلتَّسْبِيْحُ اَرْبَعًا وَّ ثَلَاثِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلتَّكْبِيْرُ اَرْبَعًا وَّ ثَلَاثِيْنَ - متفق عليه .

১৪৫৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলেছেন ঃ নিজের বিছানায় গমন করো অথবা বিছানায় শয়ন করো, তখন আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার এবং আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার বলো, এক বর্ণনায় আছে সুবহানাল্লাহ ৩৪ বার। অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهٗ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ مَاخَلَفَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ - متفق عليه

১৪৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আপন বিছানায় শয়ন করতে যাবে, তখন সে যেন নিজ লুঙ্গির ভেতরের অংশ দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়; কেননা সে জানেনা তার ওপর কে পিছনে এসেছে। তারপর এটা পড়বে ঃ "বিইসমিকা রাব্বী ওয়াদাতু জাম্বী ওয়াবিকা আরফাউহু, ইন

আমসাক্‌তা নাফ্‌সী ফারহামহা, ওয়াইন আরসাল্‌তাহা ফাহফাজহা বিমা তাহ্‌ফাজু বিহী ইবাদাকাস সালিহীন” অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমি তোমারই নামে আপন দেহকে বিছানায় রাখলাম। আবার তোমার নামেই একে তুলবো। এখন তুমি যদি আমার রূহকে কবয করো তাহলে তার ওপর দয়া প্রদর্শন কোর আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার নেক বান্দার ন্যায় তাকে হেফাজত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ نَفَثَ فِيْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهٗ - متفق عليه . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَااسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - متفق عليه . قَالَ اَهْلُ اللُّغَةِ النَّفْثُ نَفْخٌ لَطِيْفٌ بِلَا رِيْقٍ .

১৪৬১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বিছানায় শয়ন করতেন, তখন নিজের দুই হাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে হাত দুটিকে নিজের শরীরে বুলাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ পর্যায়ে এই দুই রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতের বেলা বিছানায় যেতেন, তখন নিজের দুই হাত একত্র করে ফুঁ দিতেন। এতে তিনি কুল হুআল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়তেন। এরপর যদ্দুর সম্ভব তিনি শরীরে হাত বুলাতেন। এভাবে মাথা, মুখমণ্ডল, এবং সামনের অংশ থেকে শুরু করে তিনবার তিনি হাত ঘুরাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অভিধানকারগণ বলেন ঃ আন্‌-নাফস বলা হয় থুথু ছাড়াই হাল্কা ফুঁ দেয়াকে।

١٤٦٢ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ، فَاِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ - متفق عليه

১৪৬২. হযরত বারা'আ ইবনে আযের বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন ঃ তুমি যখন নিজের বিছানায় শোয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের

অযূর ন্যায় অযূ করে ডান কাতে শুয়ে (এই কথাগুলো) বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ফাওওয়াদ্‌তু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজাতু যাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজা মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিল্লাযী আন্‌যাল্‌তা, ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আমার জীবনকে তোমার কাছে ন্যস্ত করে দিলাম, আমার মুখমণ্ডলকে তোমার দিকে নির্দিষ্ট করে দিলাম এবং আমার বিষয়াদিকে তোমার কাছে ন্যস্ত করলাম এবং আমার পিঠকে তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে এবং শুধু তোমাকেই ভয় করে তোমারই দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। তুমি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই তুমি ছাড়া আর কোনো মুক্তির স্থান। আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি। এই অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে ফিতরাতের (অর্থাৎ ইসলামের) ওপরই মৃত্যু হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٣ . وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ كَفَانَا وَ اٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَاكَافِىَ لَهٗ وَ لَا مُؤْوِىَ . روا مسلم .

১৪৬৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বিছানায় শুইতেন, তখন এই কথাগুলো বলতেন ঃ "আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা" অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ও প্রশস্তি মহান আল্লাহ্‌র জন্যে। তিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের বাঁচিয়েছেন, এবং আমাদেরকে নির্দিষ্ট ঠিকানা দিয়েছেন। সুতরাং এমন কারা রয়েছে, যারা জীবিকা লাভ করেনি অথবা ঠিকানা খুঁজে পায়নি। (মুসলিম)

١٤٦٤ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن - و رواه ابو داود من رِوَايَةِ حَفْصَةَ رض وَفِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَهٗ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১৪৬৪. হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শোবার ইচ্ছা করতেন, তখন নিজের ডান হাত নিজের ডান গালের নিচে স্থাপন করতেন। তারপর এই কথাগুলো বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাব্‌আসু ইবাদাকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমায় সেই দিনের আযাব থেকে হেফাজত করো, যেদিন তুমি আপন বান্দাদেরকে মাটি থেকে তুলবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম আবু দাউদ হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিনবার বলতেন। (তিরমিযী)

অধ্যায় ঃ ১৬

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

কিতাবুদ্ দাওয়াত

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পঞ্চাশ
দো'আর বর্ণনা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আর তোমাদের প্রভূ বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে দো'আ করো, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করবো। (সূরা ফাতির ঃ ৬০)

وَقَالَ تَعَالٰى: اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ (হে জনগণ!) তোমরা আমার কাছে বিনম্র চিত্তে চুপিসারে প্রার্থনা করো। তিনি সীমা লংঘনকারীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন না। (সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ -

তিনি আরো বলেন ঃ (হে নবী!) আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তখন (তাদেরকে বলে দাও) আমি তোমাদের খুব নিকটেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমায় আহবান করে, তখন তার প্রার্থনা আমি শ্রবণ করি (তার দো'আ কবুল করি)। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ -

তিনি আরো বলেন ঃ অধীর ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তখন কে তার প্রার্থনা শ্রবণ করে ? কে তার কষ্ট ক্লেশ দূর করে ? (সূরা নামল ঃ ৩২)

١٤٦٥ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪৬৫. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, দো'আ হচ্ছে ইবাদত। (আবু দাউদ, ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٦٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَاسِوٰى ذٰلِكَ - رواه ابو داود باسناد جيد .

১৪৬৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ সমূহের মধ্যে জামে' বা ব্যাপক-ভিত্তিক দো'আকে বেশি পছন্দ করতেন। এছাড়া অন্যান্য দো'আকে সাধারণত পরিহার করতেন।

আবু দাউদ বলিষ্ঠ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٤٦٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ - متفق عليه. زَادَ مُسْلِمٌ فِى رِوَايَتِهٖ قَالَ : وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهِ .

১৪৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দো'আ এরূপ হতো! "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকিনা আযাবান নার— হে আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়ায় নেকী দান করো। এবং আখিরাতেও নেকী দান করো। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে হিফাজত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের 'রেওয়ায়েতে এই বাড়তি শব্দাবলী রয়েছে ঃ হযরত আনাস (রা) যখন দো'আ করতেন, তখন এই শব্দাবলী ব্যবহার করতেন এবং যখন কারো দ্বারা দো'আ করাতেন তখন এই শব্দাবলী তার মধ্যে শামিল করতেন।

١٤٦٨ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى- رواه مسلم .

১৪৬৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দো'আ করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্-তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাক্ওয়া, (নৈতিক) শুচিতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

١٤٦٩ . وَعَنْ طَارِقِ بْنِ اَشْيَمَ رض قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِىُّ ﷺ- اَلصَّلٰوةَ ثُمَّ اَمَرَهٗ اَنْ يَّدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ، وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ، وَارْزُقْنِىْ - رواه مسلم - وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهٗ عَنْ طَارِقٍ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقُوْلُ حِيْنَ اَسْاَلُ رَبِّىْ ؟ قَالَ : قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ اَرْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَ اٰخِرَتَكَ .

১৪৬৯. হযরত তারেক বিন্ আশীম (রা) বর্ণনা করেন, কোনো ব্যক্তি যখন মুসলমান হতো, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায শেখাতেন। তারপর তাকে এই শব্দাবলীসহ দো'আ করার আদেশ দিতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্ফির্ লী ওয়ারহামনী ওয়াহ্দিনী

ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী"— হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, আমায় হেদায়েত দান করো। আমায় প্রশান্তি দান করো, এবং আমায় জীবিকা দান করো। (মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে তারেক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যখন নিজ প্রভুর কাছে দো'আ করবো, তখন কোন্ শব্দাবলী বলবো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী"— হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, আমায় প্রশান্তি দান করো। আমায় জীবিকা দান করো। কারণ এই জন্যে যে, এই শব্দাবলী তোমার জন্যে (তোমার দুনিয়া ও আখিরাতকে) একাকার করে দেবে।

١٤٧٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ - رواه مسلم .

১৪৭০. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমার ইবনে আস্ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূব সাররিফ কুলূবানা আলা আতিকা"— হে আল্লাহ! হৃদয়সমূহকে ঘূর্ণনকারী। তুমি আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (মুসলিম)

١٤٧١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ سُفْيَانُ : اَشُكُّ اَنِّىْ زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا .

১৪৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র কাছে কঠিন শ্রম, মহামারী, দুর্ভাগ্য, এবং শত্রুদের সন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় সন্ধ্যান করো। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সুফিয়ান বর্ণনা করেন, আমার সন্দেহ জাগে যে, আমি হয়তো এতে একটি শব্দ ছাড়িয়ে দিয়েছি।

١٤٧٢ . وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ، وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِى الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ - رواه مسلم .

১৪৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলীসহ দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আস্‌লিহ্ লী দীনী আল্লাযী হুয়া

ইসমাতু আমরী, ওয়া আস্‌লিহ লী দুন্‌ইয়ায়া আল্লাতী ফীহা মা অশি ওয়া আসলিহ্ লী আখিরাতি আল্লাতী ফীহা মাআদি ওয়াজ আলিল হায়াতা যিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খায়র, ওয়াজ্‌আলিল মাওতা রাহাতাল্লী মিন কুল্লি শার্"— হে আল্লাহ! আমার জন্যে আমার দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে দাও, যা আমার কাজ-কর্মের সুরক্ষার মাধ্যম আমার জন্যে আমার দুনিয়াকে বিশুদ্ধ করে দাও, যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবনধারা; আমার জন্যে আমার আখিরাতকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যার দিকে আমায় ফিরে যেতে হবে; আমার জীবনকে প্রতিটি নেক কাজের জন্যে বাড়িয়ে দাও, আর মৃতুকে আমার জন্যে প্রতিটি অনিষ্টের চেয়ে আরামের কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম)

١٤٧٣ . وَعَنْ عَلِيٍ رض قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ - وَفِيْ رِوَايَةٍ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ - رواه مسلم .

১৪৭৩. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন ঃ তুমি এই শব্দাবলী সমেত আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ কারো ঃ "আল্লাহুম্মাহ দ্বীনী ওয়া সাদ্‌দীদনী আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদাদ"— হে আল্লাহ! আমায় হেদায়েত দান করো, আমায় সঠিক-সরল পথে রাখো; এক রেওয়ায়েত অনুসারে— হে আল্লাহ! তোমার কাছে হেদায়েত ও সরল পথে থাকার শক্তি কামনা করছি। (মুসলিম)

١٤٧٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ - رواه مسلم .

১৪৭৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই শব্দগুলো সমেত) দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আয্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাব্‌রি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা, বার্ধ্যক্য ও কার্পন্য থেকে পানাহ চাইছি। তোমার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে পানাহ চাইছি।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে; ঋণের তীব্রতা ও লোকদের আধিপত্য থেকেও (পানাহ চাইছি)। (মুসলিম)

١٤٧٥ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رض اَنَّهٗ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ : قُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - متفق عليه- وَفِىْ رِوَايَةٍ وَفِىْ بَيْتِىْ وَرُوِىَ ظُلْمًا

كَثِيْرًا وَ رُوِىَ كَبِيْرًا بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَيُقَالُ كَثِيْرًا كَبِيْرًا .

১৪৭৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করেন; আপনি আমায় কোনো দো'আধর্মী কথা শিখিয়ে দিন, যার সাহায্যে আমি নামাযের মধ্যে দো'আ করতে পারি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী জলামতু নাফসী জুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তাল ফাগফির লী মাগফিরাতাম্ মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতা গাফুরুর রাহীম"— হে আল্লাহ! আমি আমার জান ও প্রাণের ওপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্ মাফ করতে সক্ষম নয়। অতএব, তুমি আমায় নিজগুণে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে, ওয়াফী বাইতী— অর্থাৎ সালাতীর স্থলে বাইতী এবং কাসীরন এর স্থলে কাবীরান। অতএব, এই দুটিকে একত্র করে নেয়াই বিধেয়। এবং কাসীরান (অনেক জুলুম) ও কাবীরান (বড় জুলুম) পড়াই উচিত।

١٤٧٦ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَ اِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - متفق عليه .

১৪৭৬. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলী সমন্বয়ে দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লী খাতীআতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরাফী ফী আম্‌রী ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী আল্লাহুম্মাগফিরলী জিদ্দী ওয়া হাযলী ওয়া খাতায়ী ওয়া আমদী ওয়া কুল্লু যালিকা ইনদী। আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আসরার্‌তু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিম ওয়া আনতাল্ মুআখখিরু ওয়া আনতা আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর"— হে আল্লাহ! আমার ভুল-ত্রুটি, অজ্ঞতা এবং কাজ-কর্মে সংঘটিত বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করে দাও। আর সেই সব গুনাহ-খাতাকেও (ক্ষমা করো) যেগুলো তুমি আমার চেয়ে বেশি অবহিত। হে আল্লাহ! পবিত্র সত্তা! তুমি আমার গুরুত্ববহ কিংবা হাস্য-রসাত্মক এবং অনিচ্ছাকৃত সব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার পূর্বেকার ও পরবর্তী এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। তুমিই পূর্বে ছিলে এবং তুমিই পরে থাকবে আর তুমিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ - رواه مسلم

১৪৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দো'আয় এই কথাগুলো বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন সাররি মা আমিলতু ওয়া মিন সাররি মা লাম আমাল"— হে আল্লাহ! আমি যে কাজগুলো সম্পন্ন করেছি, সেগুলোর খারাবি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাইছি। আর যে কাজগুলো আমি সম্পন্ন করিনি, সেগুলোর খারাবি থেকেও পানাহই চাইছি। (মুসলিম)

١٤٧٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ . رواه مسلم

১৪৭৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আয় এই কথাগুলোও শামিল থাকত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন যাওয়ালি মিমাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুজাআতি নিকমাতিকা ওয়া জামীই সাখাতিকা"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার নিয়ামত নিঃশেষ হওয়া থেকে পানাহ চাইছি। আমি আরো পানাহ চাইছি তোমার প্রশান্তি বদলে যাওয়ার, সহসা তোমার আযাব অবতরণ করার এবং তোমার সবরকম অসন্তুষ্টি থেকে। (মুসলিম)

١٤٧٩ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا - رواه مسلم .

১৪৭৯. হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যগুলো সমেত দোয়া করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া আযাবিল কাবরি। আল্লাহুম্মা আতি নাফ্সী তাক্ওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আন্তা খাইরুম মান যাক্কাহা আনতা ওয়ালিয়্যাহা ওয়া মাওলাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন ইল্মিন লা ইয়ান্ফাউ ওয়া মিন কাল্বিন্ লা ইয়াখশাউ ওয়া মিন নাফসিল লা তাশবাউ ওয়া মিন দাওয়াতিল লা ইউস্তাজাবু লাহা"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, শিথিলতা, কার্পণ্য, বার্ধ্যক্য এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাইছি। হে আল্লাহ! আমার নফ্সকে তার পরহেজগারী দান করো, এবং তাকে তার পবিত্রতায় মণ্ডিত করো। শুধুমাত্র তুমিই তাকে উত্তম পবিত্রতা দান করতে পারো। তুমিই তার মালিক ও অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন জ্ঞান (ইল্ম) থেকে পানাহ চাইছি, যা কল্যাণকর নয়; এমন অন্তর থেকেও পানাহ চাইছি, যার মধ্যে তোমার ভয়-ভীতি

অনুপস্থিত; এমন নফ্‌স (চিত্ত) থেকে পানাহ চাইছি, যা পরিতৃপ্ত হয়না, এমন দো'আ থেকেও (পানাহ চাইছি) যা কবুল হয়না। (মুসলিম)

١٤٨٠ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ . زَادَبَعْضُ الرُّوَاةِ وَ لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - متفق عليه .

১৪৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আ চাইতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা আস্‌লামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু ওয়ামা আলান্‌তু, আন্‌তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল মুআখখিরু, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা"— হে আল্লাহ! আমি তোমার আনুগত্য বরণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, এবং তোমার ওপরই ভরসা করেছি, এবং তোমার দিকেই মনোযোগী হয়েছি। তোমার সাথেই বিতর্ক করেছি, এবং তোমার কাছেই নিষ্পত্তি চেয়েছি। সুতরাং আমার পূর্বেকার ও পররবর্তীকালে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই সর্বপ্রথম এবং তুমিই সর্বশেষ। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর সাথে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ শব্দাবলী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও নেকির কাজ করার শক্তি কারো নেই। এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ - رواه ابوداود الترمذى وقال حديث حسن صحيح وهذا الفظ ابى داود .

১৪৮১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলী সহ দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন নারি ওয়া আযাবিন্ নার, ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাক্‌র"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের ফিতনা, তার আযাবের ফিতনা, বিত্তশালীতার অনিষ্ট ও দারিদ্রের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ এর শব্দাবলী আবু দাউদের।

١٤٨٢ . وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ -رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৮২. হযরত যিয়াদ বিন্ ইলাকা (রা) তাঁর চাচা কুতবা বিন্ মালিক থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলীসহ দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আমালি ওয়াল আহ্ওয়া"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মন্দ আখলাক ও আমল এবং মন্দ কামনা-বাসনা থেকে পানাহ চাইছি। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٤٧٣ . وَعَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً قَالَ : قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَ مِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَ مِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَ مِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৪৮৩. হযরত শাকাল বিন্ হুমাইদ বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমায় কোনো দো'আ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, বলো ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররি সাম্‌য়ী ওয়া মিন শার্‌রি বাসারী ওয়া মিন শার্‌রি লিসানী ওয়া মিন শার্‌রি কাল্‌বী ওয়া মিন শার্‌রি মানিয়্যী"— হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আপন কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর ও দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইছি। (আবু দাঊদ তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٤٨٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّىءِ الْاَسْقَامِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪৮৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল্ বারাসি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযামি ওয়া সাইয়েইল আসকাম"— হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে, শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও তামাম খারাপ ব্যাধি থেকে।

ইমাম আবু দাঊদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٨٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ - رواه ابو داود باسنادٍ صحيح .

১৪৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দো'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জুই ফাইন্নাহু বিসাদ-দাজী'উ ওয়া আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাতি ফাইন্নাহা বিসাতিল বিতানাতু"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষুধা থেকে পানাহ চাইছি; এই কারণে যে, ক্ষুধা অত্যন্ত নিকৃষ্ট সঙ্গী। আমি তোমার কাছে খিয়ানত থেকে পানাহ চাইছি। এই কারণে যে, সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের কাজ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাঊদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে রেওয়ায়েত করেছেন।

١٤٨٦ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض اَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ : اِنِّى عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَاَعِنِّى قَالَ : اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ ؟ قُلْ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِى بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৮৬. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, একজন ক্রীতদাস তাঁর কাছে এল। সে বললো ঃ আমি আমার মুক্তিপন আদায় করতে অক্ষম। সুতরাং আপনি আমায় সাহায্য করুন। হযরত আলী বললেন ঃ আমি কি তোমায় সেই কথাগুলো শেখাবনা, যা আমায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছিলেন, এর ফলে তোমার ওপর যদি পাহাড় পরিমান ঋণও চেপে বসে, তবুও আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন। তাহলো এই ঃ "আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদ্‌লিকা আম্মান সিওয়াকা"— হে আল্লাহ আমায় হালাল জীবিকার বিনিময়ে হারাম জীবিকা থেকে বাঁচাও। আর তার স্বীয় অনুগ্রহের বিনিময়ে আমায় সেই লোকদের ওপর অনির্ভশীল করে দাও যারা তোমার প্রতি বেপরোয়া। (তিরমিযী)

ইমাম তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٨٧ . وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَ اَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُوْ بِهِمَا : اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِى رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৮৭. হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (বর্ণনাকারীর) পিতা হুছাইন (রা)-কে দু'টি কথা শিক্ষা দেন, যে দু'টির সমন্নয়ে তিনি দো'আ করতেন। কথা দু'টি হলো ঃ আল্লাহুম্মা আল্‌হিমনী রুশদী ওয়া আইযনী মিন শার্‌রি নাফসী"— হে আল্লাহ! আমায় হেদায়েতের প্রত্যাদেশ দান করো। এবং আমায় প্রবৃত্তির (নফসের) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٨٨ . وَعَنْ اَبِىْ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَسْاَلُهُ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ اَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَسْاَلُهُ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِىْ : يَا عَبَّاسُ يَاعَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪৮৮. হযরত আবুল ফযল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে পারবো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে প্রশান্তি কামনা করো। [হযরত আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন] আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করলাম। তারপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, এবং নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা

আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে পারবো। তিনি আমায় বললেন ঃ হে আব্বাস! হে আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচা! আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশান্তি কামনা করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٨٩ . وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رض يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاكَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ عِنْدَكَ ؟ قَالَتْ : كَانَ اَكْثَرُ دُعَائِهِ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ -

رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৮৯. হযরত শাহ্‌র ইবনে হাওশাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে থাকার সময় কোন দো'আটা বেশি করতেন ? হযরত উম্মে সালমা (রা) জবাবে বললেন ঃ তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দো'আ করতেন ঃ "ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব সাব্বিত কালবী আলা দ্বীনিক"— হে হৃদয়সমূহকে ঘূর্ণনকারী! আমার হৃদয়কে আপন দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় করে দাও। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٤٩٠ . وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَ اَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৯০. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর দো'আ সমূহের মধ্যে একটি দো'আ ছিল এরূপ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইঁয়্যুহিব্বুকা ওয়াল আমালাল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা, আল্লাহুম্মাজ্‌আল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাফ্‌সী ওয়া আহ্‌লী ওয়া মিনাল মাইল বারিদ"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসার এবং তোমাকে ভালোবাসে এমন লোকের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। একই সঙ্গে আমি সেই আমলকেও ভালোবাসি, যা আমায় তোমার ভালোবাসা অবধি পৌঁছিয়ে দেবে। হে আল্লাহ! তুমি আপন ভালোবাসাকে আমার দিকে আমার প্রাণের চেয়েও, আমার পরিবারবর্গ ও ঠাণ্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় বানিয়ে দাও। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤٩١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلِظُّوْا بِيَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - رواه الترمذى و رواه النَّسَائِىُّ مِنْ رِّوَايَةِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ الصَّحَابِىِّ قَالَ الْحَاكِمُ حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْاَسْنَادِ اَلِظُّوا بِكَسْرِ اللامِ وَتَشْدِيْدِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ مَعْنَاهُ الزَمُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ وَ اَكْثِرُوْا مِنْهَا .

১৪৯১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে 'ইয়া যাল্ জ্বালালে ওয়াল ইকরাম' কথাটি বলো। (তিরমিযী)

ইমাম নাসাঈ রাবিয়া বিন্ আমের থেকে এটি বর্ণনা করেন। হাকেম বলেন, হাদীসটি সহীহ্ সনদ বিশিষ্ট। আলেযযু শব্দের অর্থ মনে কর এবং খুব বেশি করে পড়ো।

١٤٩٢ . وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَّمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ : اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৪৯২. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুতর দো'আ করেছিলেন। তার মধ্য থেকে কিছু অংশ আমরা সংরক্ষণ করতে পরিনি। আমরা নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অনেক দো'আর কথা বলেছেন। তার মধ্যে কিছু দো'আ আমাদের স্মরণে নেই। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন দো'আ শেখাবোনা, যা ব্যাপক ভিত্তিক ? সে দো'আ হেলো ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মাস্তাআযাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আন্তাল মুস্তাআনু ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহ"— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেই উত্তম জিনিস প্রার্থনা করছি যার প্রার্থনা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, আর আমি তোমার কাছে সেই জিনিসের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাইছি, যার অনিষ্ট থেকে তোমার নবী তোমার কাছে পানাহ্ চেয়েছিলেন এবং তোমার কাছেই তো সাহায্য চাইতে হয়, তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আর আল্লাহ্র মদদ ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচা এবং পূণ্য অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٤٩٣ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ - رواه الحاكم ابو عبد اللّٰه وقال حديث صحيح على شرط مسلم .

১৪৯৩. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আও করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মূজিবাতি রহ্মাতিকা, ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াসা সালামাতা মিন কুল্লি ইস্মিন ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াল ফাওযা বিল জান্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনান্ নার"— হে আল্লাহ! আমি তোমার

কাছে তোমার রহমত ও মাগফিরাতকে অত্যাবশ্যক করার কার্যকারন, সমস্ত গুনাহ থেকে সুরক্ষিত থাকার, প্রতিটি নেকীকে মূল্যবান মনে করার, জান্নাতের সফলতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষিত থাকার আকাংক্ষা পেশ করছি।

হাকেম আবু আবদুল্লাহ বলেন, মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একান্ন

কারো আড়ালে দো'আ করার ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যারা তাদের পরে এসেছে, তাদের জন্যেও দো'আ করে ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদের গুনাহ-খাতাও মাফ করে দাও। (সূরা হাশর ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর নিজের গুনাহ-খাতার জন্যে ক্ষমা চাও এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যেও (ক্ষমা চাও) । (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِخْبَارًا عَنْ اِبْرَاهِيْمَ -رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

তিনি আরো বলেন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ হে আমার প্রভু! হিসাব-কিতাবের দিন আমায় এবং আমার মাতা-পিতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিও। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)

١٤٩٤ . وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ - رواه مسلم

১৪৯৪. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন যে, কোনো মুসলমান যখন তার ভাইর জন্যে আড়ালে দো'আ করে, তখন ফেরেশ্তারা বলে, তোমার ভাগ্যে যেন এ রকমই জোটে। (মুসলিম)

١٤٩٥. وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ - رواه مسلم

১৪৯৫. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ কোনো মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইর জন্যে আড়ালে দো'আ করলেও

তাকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দেয়া হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হয়। যখনই সে তার ভাইর জন্যে আড়ালে বসে নেক দো'আ করে তখন ঐ নিযুক্ত ফেরেশতা 'আমীন' বলে। সে আরো বলে, তোমার ভাগ্যেও যেন অনুরূপ সুফল অর্জিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বায়ান্ন

দো'আ সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

١٤٩٦ . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৪৯৬. হযরত উসামা বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির প্রতি ইহ্সান করা হয়, সে যেন ইহ্সানকারীর অনুকূলে— "জাযাকাল্লাহু খাইরান" (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে ভালো প্রতিদান দিন) কথাগুলো বলে এবং এতে সে অধিকতর পরিমাণে তার প্রশংসা করল। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান, সহীহ।

١٤٩٧ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لَاتُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ - رواه مسلم .

১৪৯৭. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা স্বীয় নফসের ওপর বদ্দো'আ করোনা এবং বদ্দো'আ কারোনা নিজের সন্তানাদি ও নিজের ধন-মালের জন্যে। এক্ষেত্রে তোমরা ঠিক সেই মুহূর্তের উপযোগী কাজ করে বসোনা, যে মুহূর্তে দো'আ কবুল হয়ে থাকে। (মুসলিম)

١٤٩٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ - رواه مسلم .

১৪৯৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ তার প্রভুর সব চেয়ে বেশি কাছাকাছি হয় সিজদার অবস্থায়। অতএব এ সময় (সিজদায়) বেশি পরিমাণে দো'আ করো। (মুসলিম)

١٤٩٩ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ : يَقُوْلُ قَدْدَعَوْتُ رَبِّىْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَايَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ

رَحِمٍ، مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لاِسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ .

১৪৯৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরই দো'আ কবুল হয়, যখন সে তাড়াহুড়ার আশ্রয় গ্রহণ না করে। (যেমন) সে বলে যে, আমি আপন প্রভুর কাছে.দো'আ করেছি, কিন্তু আমার দো'আ কবুল হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, বান্দার দো'আ বরাবরই কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষণ সে কোনো গুনাহ কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে দো'আ না করে এবং যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করে। নিবেদন করা হলো; হে আল্লাহ্র রাসূল! তাড়াহুড়াটা কী ? তিনি বললেন, লোকেরা বলে ঃ আমি দো'আ চেয়েছি, আমি দো'আ চেয়েছি। কিন্তু আমি দেখিনা যে, তা কবুল হচ্ছে। সুতরাং সে তখন হতাশ হয়ে যায় এবং দো'আ করাও ছেড়ে দেয়।

١٥٠٠ . وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ . رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৫০০. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন সময়টায় দো'আ বেশি কবুল হয় ? তিনি বলেন, শেষ রাতের মাঝামাঝি এবং ফরয নামাযের (অব্যবহিত) পর। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٥٠١ . وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَاعَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوْ اللّٰهَ تَعَالٰى بِدَعْوَةٍ اِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا اَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ : رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِذَنْ نُكْثِرَ قَالَ اللّٰهُ اَكْثَرُ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح و رواه الحاكم مِنْ رِوَايَةِ اَبِى سَعِيْدٍ وَزَادَ فِيْهِ اَوْيَدَّخِرَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلِهَا .

১৫০১. হযরত উবাদা বিন সামেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়ায় এমন কোনো মুসলমান নেই, যে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে আর আল্লাহ তা কবুল করেন না, কিংবা তার সমতুল্য কোন দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন না। অবশ্য যতক্ষণ সে কোনো গুনাহ্ কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে দো'আ না করে। এসময় একজন সাহাবী বলেন, তাহলে ঐ সময় আমরা প্রচুর পরিমাণে দো'আ করতে থাকবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; আল্লাহ বিপুল পরিমানে দান করে থাকেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হাকেম আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং এটুকু বাড়িয়ে দেন; এর জন্যে তার সওয়াব ও প্রতিফলকে অনুরূপ বাড়িয়ে দেন।

١٥٠٢ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ - متفق عليه .

১৫০২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ-মুসিবতের সময় এই দো'আ পড়তেন ঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদ্বে ওয়ার রাব্বুল আরশিল কারীম— (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি মহান আরশের প্রভু, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি আসমান ও জমিনের প্রভু, এবং ক্রিয়াশীল আরশের প্রভু।) (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তেপ্পান্ন

আল্লাহ্‌র ওলীদের কেরামত ও তাদের ফযীলতের বিবরণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ শুনে রাখো, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের কোনো ভয় থাকবেনা এবং তারা কোন শংকাও বোধ করবেনা। অর্থাৎ যারা ঈমান আনবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে আর আখিরাতের জীবনেও। আল্লাহ্‌র কথা কখনো পরিবর্তিত হয় না। এটাই তো বড়ো সাফল্য। (সূরা ইউনুস ঃ ৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَهُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِىْ وَ اشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর খেজুরের ডগাকে পাকড়াও করে নিজের দিকে হেলাও তোমার ওপর তাজা তাজা খেজুর খসে পড়বে; তখন তুমি খাবে এবং পান করবে। (সূরা মরিয়ম ঃ ২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ যাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেতো তখনি তার কাছে কিছুনা কিছু খাদ্যবস্তু দেখতে পেতো, (এই অবস্থা দেখে একদিন মরিয়মকে) জিজ্ঞেস করলো মরিয়ম! এই খাবার তোমার কাছে কোত্থেকে আসে ? সে বললো, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (আসে)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান, অপরিমেয় জীবিকা দান করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ اِذَا اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوُا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا . وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ আর যখন তোমরা তাদের (মুশরিকদের) থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর যাদের এরা ইবাদত করে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ, তখন গুহার মধ্যে চলতে থাকো; তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে আপন রহমতকে ব্যাপক ও প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্যে সুবিধাজনক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে দেবেন। যখন সূর্য উদিত হবে, তখন তোমরা দেখতে পাবে যে, সূর্য তাদের গুহার ডান দিক থেকে ওপরে উঠে যায় আর যখন অস্ত যায়, তখন তা থেকে বাম দিকে নেমে যায়।

(সূরা কাহাফ ঃ ১৬-১৭)

١٥٠٣ . وَعَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رض اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ وَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ اَوْ كَمَا قَالَ وَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رض جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَّانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ اِمْرَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ قَالَ اَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ اَبَوْا حَتّٰى تَجِىْءَ وَقَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ قَالَ فَذَهَبْتُ اَنَا فَاخْتَبَاْتُ ! فَقَالَ يَاغُنْثَرُ ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لَاهَنِيْئًا وَاللّٰهِ لَا اَطْعَمَهُ اَبَدًا قَالَ وَ اَيْمُ اللّٰهِ مَاكُنَّا نَاْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ اِلَّا رَبَّا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرَ مِنْهَا حَتّٰى شَبِعُوْا وَصَارَتْ اَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لِاَمْرَاَتِهِ يَاُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَاهٰذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِىْ لَهِىَ الْاٰنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ ! فَاَكَلَ مِنْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ اَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِىْ ﷺ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اِثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ اُنَاسٌ اللّٰهُ اَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا اَجْمَعُوْنَ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ لَايَطْعَمُهُ فَحَلَفَتِ الْمَرْاَةُ لَاتَطْعَمُهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ اَوِلْاَضْيَافُ اَنْ لَّايَطْعَمَهُ اَوْ يَطْعَمُوْهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ - فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَاَكَلَ وَ اَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لَايَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً اِلَّا رَبَتْ مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرَ مِنْهَا فَقَالَ يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ، مَا هٰذَا ؟

فَقَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ اِنَّهَا الْاٰنَ لَاَكْثَرَ مِنْهَا قَبْلَ اَنْ نَاْكُلَ ! فَاَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهٗ اَكَلَ مِنْهَا -

وَفِيْ رِوَايَةٍ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ دُوْنَكَ اَضْيَافَكَ فَاِنِّيْ مُنْطَلِقٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ اَنْ اَجِيْءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهٗ فَقَالَ اطْعَمُوْا فَقَالُوْا اَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ قَالَ اطْعَمُوْا قَالُوْا مَا نَحْنُ بِاٰكِلِيْنَ حَتّٰى يَجِيْءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ فَاِنَّهٗ اِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوْا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَاَبَوْا فَعَرَفْتُ اَنَّهٗ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَاصَنَعْتُمْ ؟ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ فَقَالَ يَاغُنْثَرُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِيْ لَمَا جِئْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوْا صَدَقَ اَتَانَابِهٖ فَقَالَ اِنَّمَا انْتَظَرْتُمُوْنِيْ وَاللّٰهِ لَااَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ - فَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ وَاللّٰهِ لَا نَطْعَمُهٗ حَتّٰى تَطْعَمَهٗ فَقَالَ وَيْلَكُمْ ! مَالَكُمْ لَا تَقْبَلُوْنَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهٖ فَوَضَعَ يَدَهٗ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّيْطَانِ فَاَكَلَ وَ اَكَلُوْا - متفق عليه . قَوْلُهٗ غُنْثَرٍ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُوْمَةٍ ثُمَّ نُوْنٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ وَهُوَ الْغَبِيُّ الْجَاهِلُ وَقَوْلُهٗ فَجَدَّعَ اَيْ شَتَمَهٗ وَالْجَدْعُ الْقَطْعُ وَ قَوْلُهٗ يَجِدُ عَلَيَّ هُوَ بِكَسْرِ الْجِيْمِ اَيْ يَغْضَبُ .

১৫০৩. হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, আসহাবে সুফ্‌ফার সদস্যরা ছিল গরীব লোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির কাছে দু'জনের খাবার আছে, সে তৃতীয় একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে, সে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে । (কিংবা যেমন বলেছেন)। এই আদেশ মুতাবেক হযরত আবু বকর (রা) নিজের সঙ্গে তিন ব্যক্তিকে নিয়ে গেলেন আর রাসূলে আকরাম (স) নিলেন, দশ ব্যক্তিকে। হযরত আবু বকর (রা) খাবার খেলেন রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারপর সেখানে ইশার নামায পড়ে এবং রাতের কিছু অংশ কাটিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমায় মেহমানদের কোন জিনিসটি আটকে রেখেছিল ? জবাবে হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ তুমি ওদেরকে খাবার খাওয়াওনি ? তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন আমি তাদেরকে খাবার দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা তোমার ফিরে আসার আগে খাবার খেতে অস্বীকার করেছে। হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, আমি ভয়ের তীব্রতায় চুপ মেরে গেলাম। হযরত আবু বকর (রা) আমায় নির্বোধ বলে ভর্ৎসনা করলেন এবং মেহমানদের বললেন ঃ 'তোমরা খাও। তোমাদের জন্যে এটা পর্যাপ্ত হবে না। আল্লাহ্‌র কসম এই অবস্থায় আমি

মোটেই খাবার খাবোনা।' বর্ণনাকারী বলেন; আল্লাহ্র কসম! আমরা যখন কোনো লুকমা তুলতাম তখন নীচ থেকে এর চেয়ে বেশি খাবার বেড়ে যেত। এমন কি খেয়ে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। অথচ খাবার পূর্বে চেয়ে বেশি দেখা যেতে লাগল। হযরত আবু বকর (রা) খাবারের পরিমাণ দেখে নিজের স্ত্রীকে বললেন ঃ হে বনু ফরাসের বোন! এটা কী ? তিনি জবাব দিলেন ঃ না আমার চোখের প্রশান্তি দানকারী। খাবার তো আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি আছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা)-ও খাবার খেলেন। এবং বললেন; আমি কসম খেয়ে বলছি; খাবার ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। এরপর তিনি তা থেকে এক লুকমা খেলেন। তারপর বাকি খাবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং তা (খাবার) তাঁরই কাছে থাকলো।

সে সময় আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল। এবং তার মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা বারো জন ব্যক্তি (গোয়েন্দাগিরির জন্যে) এদিক সেদিক চলে গেলাম। আসলে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে (আল্লাহ জানে) কত লোক ছিল। তারা সবাই উপরিউক্ত খাবার খেল। একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর (রা) শপথ করেন যে, তিনি খাবার গ্রহণ করবেন না। তাঁর স্ত্রীও শপথ করলেন যে, তিনিও খাবার খাবেন না। অনুরূপভাবে মেহমানরাও শপথ করলেন যে, হযরত আবু বকর খাবার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরাও খাবার গ্রহণ করবেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, এই শপথ মূলত শয়তান থেকে উদ্ভুত। এ কারণে তিনি খাবার আনালেন, নিজে তা খেলেন এবং মেহমানদেরও খাওয়ালেন। খাবার গ্রহণের সময় তিনি যখন লুকমা তুলতেন, তখন তার নীচে খাবার আরো বেড়ে যেত। তাই আবু বকর (রা) বলেন, হে বনু ফরাসের বোন! এটা কি ব্যাপার ? তিনি জবাব দেন, এটা আমার চোখকে ঠাণ্ডাকারী জিনিস। খাবারের পরিমাণ তো আগের চাইতে অনেক বেশি। তিনি খাবার গ্রহণের পর বাকীটা রাসূলে আকরাম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই সঙ্গে এ খবরও দেয়া হলো যে, আমরা এ থেকে খাবার গ্রহণ করেছি।

এক বর্ণনায় আছে হযরত আবু বকর (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা)-কে বলেন ঃ আমাদের এই মেহমানদের সঙ্গে নিয়ে যাও [আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাচ্ছি]। আমার ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদারির কাজ সমাপন করো। অতঃপর আবদুর রহমান মেহমানদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এবং তাদের সামনে খাবার নিয়ে এলেন। এরপর তাদেরকে বললেন ঃ খাবার উপস্থিত, আপনারা গ্রহণ করুন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, এর মালিক কোথায় ? আবদুর রহমান বললেন ঃ আপনারা খাবার গ্রহণ করুন। তারা যতক্ষণ (গৃহস্বামী) এসে উপস্থিত না হবে, ততক্ষণ আমরা খাবার গ্রহণ করবে না। তিনি বললেন, আমাদের মেহমানদারি কবুল করো। কেননা ইত্যাবসার তিনি এসে পড়েন আর তোমরা খাবার গ্রহণ না করো, তাহলে আমাদেরকে সে জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তারা খাবার গ্রহণে অস্বীকারই করতে থাকল। আমি বুঝতে পারলাম, হযরত আবু বকর (রা) আমার ওপর নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা) ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমি একদিকে সরে গেলাম। হযরত আবু বকর (রা) ঘরে পৌছেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি (মেহমানদের ব্যাপারে) কী করেছ ? আবদুর রহমান সমস্ত ঘটনা শুনিয়েছিলেন। আবু বকর (রা) আওয়ায দিলেন ঃ আবদুর রহমান। আমি নীরব

রইলাম। তিনি পুনরায় আওয়াজ দিলেন ঃ আবদুর রহমান ? আমি তার পরও নীরব রইলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ ওহে বেওকুফ! আমি তোকে কসম দিয়ে বলছি, তুই যদি আমার আওয়ায শুনতে পাও, তাহলে শীঘ্র কাছে আয়। অতঃপর আমি এলাম এবং নিবেদন করলাম। আপনি আপনার মেহমানদের জিজ্ঞস করুন। মেহমানরা বললেন ঃ এই লোকটি সত্য কথাই বলছে। সে আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছে ? হযরত আবু বকর (রা) রাগতস্বরে বললেন ঃ তোমরা খাবারের জন্যে আমার অপেক্ষায় থেকেছো ? আল্লাহ্‌র কসম! আজ রাতে আমি খাবার গ্রহণ করবোনা। মেহমানরাও বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আপনি খাবার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরাও খাবার গ্রহণ করবোনা। তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্যে আফসোস! তোমাদের একথা বলার কারণ কি ? তোমরা কি আমাদের মেহমানদারী কবুল করছোনা ? তারপর বললেন ঃ খাবার নিয়ে এসো। সুতরাং খাবার নিয়ে আসা হলো। হযরত আবু বকর (রা) বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, কসমটা শয়তানের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। এভাবে নিজে খাবার খেলেন এবং মেহমানদেরও খাওয়ালেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِّنَ الْاُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَّكُ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَاِنَّهٗ عُمَرُ - رواه البخارى و رواه مسلم من رواية عائشة وفى روايتهما قال ابن وهب مُحَدَّثُوْنَ اَىْ مُلْهَمُوْنَ .

১৫০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার উম্মতগুলোর মধ্যেও 'ইলহাম' প্রাপ্ত লোকেরা ছিলেন। যদি আমার উম্মতের মধ্যে ইলহাম প্রাপ্ত কোনো লোক থেকে থাকে, তবে সে হচ্ছে হযরত উমর (রা)। (বুখারী)

মুসলিম-এ হযরত আয়েশা (রা) এটি বর্ণনা করেন। এই দুই রেওয়ায়েতেই ইবনে ওহাবের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত 'মুহাদ্দাস' বলতে বুঝায় ইলহাম প্রাপ্ত লোক।

١٥٠٥ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ شَكَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض فَعَزَلَهٗ وَ اَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتّٰى ذَكَرُوْا اَنَّهٗ لَايُحْسِنُ يُصَلِّىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّىْ فَقَالَ اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - لَااُخْرِمُ عَنْهَا اُصَلِّىْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَاَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَ اُخِفُّ فِى الْاُخْرَيَيْنِ قَالَ ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَااَبَا اِسْحَاقَ وَ اَرْسَلَ مَعَهٗ رَجُلًا اَوْ رِجَالًا اِلَى الْكُوْفَةِ يَسْاَلُ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوْفَةِ فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا اِلَّا سَاَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتّٰى دَخَلَ مَسْجِدًا لِّبَنِىْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهٗ اُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنّٰى اَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ اَمَّا اِذْ نَشَدْتَّنَا فَاِنَّ سَعْدًا كَانَ لَايَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ وَ لَايُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يَعْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ اَمَا وَاللّٰهِ لَاَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ

كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَ اَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ - وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ اَصَابَتْنِىْ دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ الرَّاوِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَاَنَا رَاَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَاِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِىْ فِى الطُّرُقِ فَيَغْمِزُ هُنَّ - متفق عليه .

১৫০৫. হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, কুফাবাসী হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসের ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর কাছে অভিযোগ করলো! তিনি এরপর হযরত আম্মারকে কুফার গভর্ণর বানিয়ে পাঠালেন। ঐ লোকেরা হযরত সা'দের ব্যাপারে এতদূর অভিযোগ করলো যে, তিনি নামাযও শুদ্ধভাবে পড়েন না। সুতরাং হযরত উমর (রা) তাঁর কাছে বার্তা পাঠালেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তাকে সম্মোধন করে বললেন ঃ 'হে আবু ইসহাক! এই লোকেরা অভিযোগ করছে যে, আপনি শুদ্ধভাবে নামাযও পড়ান না। হযরত সা'দ জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদেরকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়াই। সেক্ষেত্রে আমি কিছু মাত্র কম করিনা। তাই মাগরিব ও ইশার নামাযে প্রথম দুই রাকআতে দীর্ঘ কিয়াম করি এবং পরবর্তী দু'রাকআতে সংক্ষিপ্ত করি। হযরত উমর (রা) বল্লেন ঃ হে আবু ইসহাক! তোমার ব্যাপারে আমার এরূপই ধারণা ছিল। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কুফাবাসীদের থেকে হযরত সা'দ (রা) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করলেন। সে মতে কুফার প্রতিটি মসজিদে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হলো। সবাই এক বাক্যে হযরত সা'দের প্রশংসা করলো। এভাবে তিনি বনু আব্‌স-এর মসজিদে উপস্থিত হলেন। সেখানে মসজিদে উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তার নাম ছিল উসামা বিন্ কাতাদাহ এবং উপনাম ছিল আবু সাদ। সে বললো, আপনি যখন হযরত সা'দের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন, তখন আমি বলছি শুনুন! সা'দ করোনা সেনা দলের সাথে যায় না ? সে না ইনসাফের সাথে মালামাল বণ্টন করে, আর না তার ফয়সালা ইনসাফ মুতাবেক হয়। হযরত সা'দ তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি। আমি তিনটি দো'আ করছি। হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়। এবং লোক দেখাবার ও খ্যাতি লাভ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার আয়ু দীর্ঘ করে দাও, তার দারিদ্র্য ও অনাহারকে দীর্ঘ করে দাও এবং তাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করো। কাজেই এই বদদোয়ার পর যখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হতো, সে বলতা ঃ বুড়ো থুরথুরে বুড়ো, ফিতনার মধ্যে ডুবে গেছে, আমাকে সাদের বদদোয়া লেগেছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইবনে উমাইর (রা) জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমি তাকে দেখেছি। বুড়ো হবার কারণে তার চোখের পাতা চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং সে পথেঘাটে যুবতী মেয়েদেরকে টানাটানি করতো ও তাদেরকে জালাতন করে ফিরতো। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'গাবী' বলা হয় মূর্খ লোককে।

١٥٠٦ . وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رض خَاصَمَتْهُ اَرْوى بِنْتُ اُوْسٍ اِلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَ ادَّعَتْ اَنَّهُ اَخَذَ شَيْئًا مِّنْ اَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا كُنْتُ اٰخُذُ مِنْ اَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِىْ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا ذَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا اَسْاَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِىْ اَرْضِهَا قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَ بَيْنَمَا هِىَ تَمْشِىْ فِىْ اَرْضِهَا اِذْ وَقَعَتْ فِىْ حُفْرَةٍ فَمَا تَتْ - متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زَيْدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَ بِمَعْنَاهُ وَ اَنَّهُ رَاٰهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُوْلُ اَصَابَتْنِىْ دَعْوَةُ سَعِيْدٍ وَ اَنَّهَا مَرَّتْ عَلٰى بِئْرٍ فِىْ الدَّارِ الَّتِىْ خَاصَمَتْهُ فِيْهَا فَوَقَعَتْ فِيْهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا .

১৫০৬. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে উরওয়া বিন্‌তে আওস ঝগড়া করেন এবং তাকে মারওয়ান বিন্ হাকামের কাছে নিয়ে যান। তিনি দাবি করেন যে, সাঈদ তার ভূমির কিছু অংশ দখল করে নিয়ে গেছেন। হযরত সাঈদ (রা) এর জবাবে বলেন ঃ আমি তার ভূমির কিছু অংশ নিতেই পারি। যেহেতু আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর বৈধতা শুনেছি। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলো, তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কী শুনেছো ? হযরত সাঈদ (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি জুলুমের সাহায্যে কারো থেকে এক বিঘত পরিমাণ জমিও ছিনিয়ে নেবে, তাকে (কিয়ামতের দিন) সাত পৃথিবী সমান চেড়ি পরানো হবে। মারওয়ান হযরত সাঈদকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! এই মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে একে অন্ধ করে দাও এবং তাকে এই ভূমিতেই মৃত্যু দান করো। হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, এই মহিলাটি অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেনি। একদিন সে এই জমিনের ওপর দিয়ে চলছিল। হঠাৎ সে একটি গর্তে পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ বিন্ যায়েদ বিন্ আবদুল্লাহ বিন্ উমর থেকে এই অর্থেই উদ্ধৃত হয়েছে যে, একদিন তিনি সেই মহিলাকে দেখেন যে, সে অন্ধ হয়ে গেছে। সে প্রাচীর ধরে ধীর পায়ে চলছিল এবং বলছিল যে, আমার ওপর হযরত সাঈদ (রা)- এর বদ্‌দো'আর প্রভাব ফেলেছে। একদিন সে ওই বিরোধপূর্ণ ভূমির ওপর দিয়ে চলছিল এবং একটি কূয়োর পাশ অতিক্রম করছিল। হঠাৎ সে ওই কূয়ায় পড়ে গেল এবং সেটাই তার কবরে পরিণত হলো।

١٥٠٧ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : لَمَّا حَضَرْتُ اُحُدَ دَعَانِىْ اَبِىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا اُرَانِىْ

اِلَّا مَقْتُوْلاً فِىْ اَوَّلِ مَنْ يُّقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنِّىْ لاَ اَتْرُكُ بَعْدِىْ اَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرِ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ، وَ دَفَنْتُ مَعَهُ اٰخَرَ فِىْ قَبْرِهٖ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ اَنْ اَتْرُكَهُ مَعَ اٰخَرَ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ غَيْرَ اُذُنِهٖ فَجَعَلْتُهُ فِيْ قَبْرٍ عَلٰى حِدَةٍ - رواه البخارى .

১৫০৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি যখন বদর যুদ্ধে শরীক ছিলাম তখন রাতের বেলা আমার বাবা আমায় ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয় আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সব সাহাবীদের সঙ্গে নিহত হবো, যারা সর্বপ্রথম নিহত হবেন। আর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছিনা। আমার ওপর ঋণের দায় রয়েছে। সেটা আদায় করতে হবে এবং আপন বোনদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে। রাত পেরিয়ে সকাল হলো। আমার পিতাই প্রথম শহীদ হয়ে এলেন। আমি তাঁকে অপর একটি লোকের সাথে কবরে দাফন করে দিলাম। তাঁকে অন্য একটি লোকের সাথে একটি কবরে দাফন করে দেয়াটা আমার কাছে খুবই মনোপুত হলো। এর দুই মাস পর আমি আবার বাবাকে কবর থেকে বের করলাম। আমি (অবাক হয়ে) দেখলাম, তাঁকে যেভাবে আমি দাফন করেছিলাম ঠিক সেভাবেই তাঁর লাশটি রয়েছে। অবশ্য কানের ওপর কিছু চিহ্ন দেখা গেল। এরপর তাঁকে আমি আলাদা কবরে দাফন করলাম। (বুখারী)

١٥٠٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَ مَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَا حَيْنِ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى اَتٰى اَهْلَهُ - رواه البخارى مِنْ طُرُقٍ وَّفِى بَعْضِهَا اَنَّ الرَّجُلَيْنِ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ .

১৫০৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি এক অন্ধকার রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পথে বেরুলো। তাদের সম্মুখ ভাগে দুটি প্রদীপ দেখা যাচ্ছিল। তারা উভয়ে যখন আলাদা হয়ে গেলেন, তখন তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে প্রদীপ ছিল। এমন কি, এভাবে তারা উভয়ে নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে গেলেন।

ইমাম বুখারী কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়, ওই দুই ব্যক্তি ছিলেন উসাইদ বিন্ হুযাইর (রা) এবং আব্বাদ ইব্‌নে বিশ্‌র (রা)

١٥٠٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا سَرِيَّةً وَ اَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىَّ رض فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدَاةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَ مَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَىٍّ مِّنْ

هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لَحيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِّنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ - فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمُ وَ اَصْحَابُهٗ لَجَؤُوْا اِلٰى مَوْضِعٍ فَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا اَنْزِلُوْا فَاَعْطُوْا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَنْ لَّانَقْتُلَ مِنكُمْ اَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَيُّهَا الْقَوْمُ اَمَّا اَنَا فَلَا اَنْزِلُ عَلٰى ذِمَّةِ كَافِرٍ : اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا وَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَ زَيْدُ بْنُ الدَّثِينَةِ وَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لَااَصْحَبُكُمْ اِنَّ لِيْ بِهٰؤُلَاءِ اُسْوَةً يُّرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرُّوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ وَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَ زَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبُ عِنْدَ هُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا عَلٰى قَتْلِهٖ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَىٌّ لَّهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَ جَدَتْهُ مُجْلِسَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهٖ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهٗ مَاكُنْتُ لِاَفْعَلَ ذٰلِكَ ! قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ اَسِيْرًا خَيْرًا مِّنْ خُبَيْبٍ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُّهٗ يَوْمًا يَاْكُلُ قِطْفًا مِّنْ عِنَبٍ فِيْ يَدِهٖ وَاِنَّهٗ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ! وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهٗ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْابِهٖ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِيْ اُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَوْ لَا اَنْ تَحْسَبُوْا اَنَّ مَابِيْ جَزَعٌ لَزِدْتُّ اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَ لَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا وَقَالَ :

فَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا - عَلٰى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ .

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاْ - يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعٍ .

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَ اَخْبَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ اَصْحَابَهٗ يَوْمَ اُصِيْبُوْا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمِ ابْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا اَنَّهٗ قُتِلَ اَنْ يُّؤْتُوْا بِشَيْءٍ مِّنْهُ يُعْرَفُ وَ كَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِّنْ عُظَمَائِهِمْ فَبَعَثَ اللّٰهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُّسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا اَنْ يَّقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا - رواه البخارى .

قَوْلُهُ الْهَدَاْةُ مَوضِعٌ وَالظُّلَّةَ السَّحَابُ وَالدَّبرُ النَّخْلُ - وَقَوْلُهُ اقْتُلْهُمْ بِدَدًا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَ فَتْحِهَا فَمَنْ كَسَرَ قَالَ هُوَ جَمعُ بَدَّةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهِيَ النَّصِيْبُ وَمَعْنَاهُ اُقْتُلْهُمْ حِصَصًا مُنْقَسِمَةً لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهِمْ نَصِيْبٌ وَمَنْ فَتَحَ قَالَ مَعْنَاهُ مُتَفَرِّقِيْنَ فِيْ الْقَتْلِ وَاحِدًا بِعْدًا وَاحِدٍ مِّنَ التَّبْدِيْدِ . وَفِيْ الْبَابِ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ صَحِيْحَةٌ سبقت فِيْ مَوَاضِعِهَا مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ مِنْهَا حَدِيْثُ الْغُلَامِ الَّذِيْ كَانَ يَاتِيْ الرَّهِبَ وَالسَّاحِرَ وَمِنْهَا حَدِيْثُ جُرَيْجٍ وَحَدِيْثُ اَصْحَابِ الْغَارِ الَّذِيْنَ اَطَبقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخَرَةُ وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ الَّذِيْ سَمِعَ صَوْتًا فِيْ السَّحَابِ يَقُوْلُ : اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ وَغَيْرُ ذٰلِكَ وَالدَّلَائِلُ فِيْ الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ -

১৫০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তির একটি সংস্থাকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করলেন। হযরত আসেম বিন্ সাবিত আনসারী (রা)-কে তাদের আমীর (নেতা) নিযুক্ত করা হলো। তারা লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা করলেন। তারা যখন গাসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হেদায়েত নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন হোযায়েল গোত্রকে তাদের সম্পর্কে বলা হলো। (এদেরকে বনু লাইয়ানও বলা হতো) তখন এদের মুকাবিলার জন্যে ওরা প্রায় এক শো তীরন্দাজ নিয়ে এগিয়ে এল এবং এদের পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগল। এভাবে যখন আসেম ও তাঁর সঙ্গীরা ওদের (পশ্চাদ্বাবনের) বিষয় জানতে পারলেন তখন তারা একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু কাফিররা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল এবং বললো, তোমরা নেমে এসো এবং নিজেদেরকে আমাদের কাছে সোপর্দ করো। আমরা তোমাদের কাছে পাকা ওয়াদা করছি। আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবোনা। হযরত আসেম বললেন ঃ হে লোকেরা! আমি কোনো কাফিরের আশ্রয় গ্রহণ করে অবতরণ করবোনা। হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবীর কাছে সংবাদ প্রেরণ করো। কাফিরগণ তাদের প্রতি প্রচণ্ড বেগে তীর বর্ষণ করতে লাগল এবং আসেমকে শহীদ করে ফেলল। অবশিষ্ট তিন সাহাবী কাফিরদের থেকে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে (তাদের আশ্রয়ে) নেমে এলেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়েব যায়েদ বিন দাসেনা এবং অপর একজন সাহাবী ছিলেন। কাফিররা যখন তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করলো, তখন কামানের সাথে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। তাদের মধ্যকার তৃতীয় সাহাবী বললেন ঃ এটা হলো অঙ্গীকার ভঙ্গের সূচনা। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। নিঃসন্দেহে আমায় ওই শহীদদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কাফেররা তাকে টেনে হিচড়ে নিতে চাইল এবং এজন্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ই অবলম্বন করল। কিন্তু তিনি ওদের সঙ্গে যেতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালেন। শেষ পর্যন্ত কাফেররা তাঁকে শহীদ করে ফেলল। এরপর তারা খুবাইব ও যায়েদ বিন্ দাসেনাকে নিয়ে রওয়ানা করল। বদর যুদ্ধের পর মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দেয়া হলো। বন্ধু হারেস বিন্ আমের বিন্ নওয়াফেল বিন্ আবদে মানাফ খুবাইবকে ক্রয় করে নিল। এই কারণে যে, খুবাইব বদর যুদ্ধের সময় হারেসকে হত্যা করেছিলেন। অতপর খুবাইব কিছু দিন তাদের হাতে বন্দী থাকলেন। এমনকি হারেসের পুত্ররা খুবাইব (রা)-কে হত্যা করার অসৎ ইচ্ছা পোষণ করলো

(এটা জানার পর খুবাইব হারেসের কন্যার কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ... তিনি তাকে দিয়ে দিলেন। তাঁর পুত্র হয়তো বা মায়ের গাফিলতির কারণে খুবাইব এর কাছে চলে গেল। সে দেখতে পেল যে, শিশুটি তার উরুর ওপর বসে রয়েছে এবং ভর রয়েছে তার হাতের উপর (এই দৃশ্য লক্ষ্য করে) সে ঘাবড়ে গেল। হযরত খুবাইব তার এই ঘাবড়ানো-কে বুঝতে পারলেন এবং বললেন, তুমি কি এই জন্যে ভীত হয়ে পড়েছ যে, একে আমি হত্যা করব ? (মনে রেখ) আমি কখনো এই কাজ করার মতো লোক নই। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবাইব এর চেয়ে ভালো কোন বন্দী দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি একদিন হযরত খুবাইবকে দেখলাম, তার হাতে আঙ্গুর ছিল এবং তিনি সেটা খাচ্ছিলেন অথচ তিনি শৃংখলে আবদ্ধ ছিলেন এবং (তখন) মক্কায় এই ফলটি ছিল না আর তিনি বলছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক ছিল যা আল্লাহ হযরত খুবাইবকে দিয়েছিলেন। যখন কাফেরগণ হযরত খুবাইবকে হত্যা করার জন্যে হরম থেকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল তখন হযরত খুবাইব দুই রাকাত নফল নামায পড়ার জন্যে ওদের কাছে অনুমতি চাইল। ওরা তাকে অনুমতি দিল। এরপর হযরত খুবাইব দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ঘাবড়ে গেছি বলে তোমরা ধারণা করবে এরকম আশংকা যদি না থাকত, তাহলে আমি আরও বেশি নফল আদায় করতাম। তারপর বললেন ঃ হে আল্লাহ! এদেরকে গুণে গুণে মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে দাও। এরপর এদেরকে আলাদা আলাদা করে হত্যা করল এবং কাউকেই রেহাই দিল না। মৃত্যুর সময় তারা এই মর্মে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, আমি যদি ইসলামের ওপর থাকা অবস্থায় নিহত হই তাহলে আমার কোনো পরওয়া নেই যে, আল্লাহ্‌র পথে কিভাবে মারা যাচ্ছি। আমার এই মৃত্যু বরণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে। আল্লাহ্ যদি চান, তাহলে আমার কেটে ফেলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপরও বরকত দিতে পারেন।

হযরত খুবাইব সেই সব মুসলমানের জন্যে দুই রাকাত নফল নামায পড়াকে মাস্‌নুন আখ্যা দিয়েছেন যারা বন্দী অবস্থায় নিহত হন। হযরত খুবাইব যেদিন শহীদ হন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিনই তাঁর এই শাহাদতের খবর দেয়া হয়। কুরাইশের কিছু সংখ্যক লোককে (কয়েক ব্যক্তি) হযরত আসেম বিন সাবেত-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছিলো। তাদেরকে জানানো হলো যে, খুবাইব শহীদ হয়ে গেছেন এই কারণে তারা তার দেহের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ (মাথা ইত্যাদি) নিয়ে এসেছেন। এই জন্যে যে, হযরত আসেম কুরাইশের বড় বড় সর্দারকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ হযরত আসেম এর লাশকে সংরক্ষণ করার জন্য মৌমাছি দলকে মেঘের ছায়ার মত প্রেরণ করলেন। তারা তাঁর লাশকে কুরাইশ- এর চরদের কবল থেকে সংরক্ষিত রাখল এবং তারা তার দেহের কোনো অংশই কাটতে পারল না। (বুখারী)

١٥١٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ رض يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ – رواه البخاري .

১৫১০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা) থেকে শুনছি যে, তিনি কোনো কাজের ব্যাপারে বলেছেন যে, আমার ধারণা হলো এই যে, এটা এই রকমের। তিনি কোনো কাজের ব্যাপারে ধারণা ব্যক্ত করলে সেটা অবশ্যই সেরকমের হতো। (বুখারী)

অধ্যায় ঃ ১৭

كِتَابُ الأُمُوْرِ الْمَنْهِىِّ عَنْهَا

(নিষিদ্ধ কাজসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চুয়ান্ন

গীবত বা পরনিন্দার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং জিহ্‌বার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের আদেশ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর কেউ কারো গীবত করবেনা। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইর গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে, এটাকে তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে। কাজেই গীবত করোনা এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং দয়াশীল। (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

তিনি আরো বলেন ঃ (হে বান্দাগণ) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটোনা। (জেনে রাখো) কান, চোখ ও অন্তঃকরণকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

তিনি আরো বলেন ঃ কোনো কথা তার মুখে আসেনা; তবে একজন পর্যবেক্ষক (হামেশা) তার কাছে উপস্থিত থাকে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৮)

ইমাম নববী (রহ) বলেন, জেনে রাখো, প্রত্যেক বক্তার জন্যে জরুরী হলো সব রকম কথা-বার্তার ব্যাপারে সে নিজের জিহবাকে সংযত রাখবে। তবে যে সব কথাবার্তায় যৌক্তিকতা প্রকট এবং যেসব কথাবার্তা বলা আর না বলা যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে সমান। সেসব ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো; কথাবার্তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় এবং সুন্নাহ সমর্থিত। কেননা, কখনো সখনো 'মুবাহ' (নির্দোষ) কথাবার্তাও হারাম কিংবা মাকরুহর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এবং এ বিষয়টির অভ্যাসই বেশি লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখা দরকার শান্তির সমতূল্য কিছু নেই। (অতএব নীরব থাকাই উত্তম)

১৫১১ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ

لِيَصْمُتْ - متفق عليه . وهٰذَا الْحَدِيْث صَرِيْحٌ فِيْ اَنَّهٗ يَنْبَغِى اَنْ لَا يَتَكَلَّمَ اِلَّا اِذَا كَانَ الْكَلَامُ خَيْرًا وَهُوَ الَّذِيْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهٗ وَمَتٰى شَكَّ فِيْ ظُهُوْرِهِ الْمَصْلَحَة فَلَا يَتَكَلَّمُ .

১৫১১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণময় কথা বলে কিংবা নিরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে এই হাদীসও সুস্পষ্ট, কেউ যেন কল্যাণময় কথা ছাড়া অন্য কথা না বলে। যে কথার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হলেও তাতে কিছু সন্দেহ রয়েছে সে কথাও যেন কেউ না বলে।

١٥١٢ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ - متفق عليه .

১৫১২. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কে উত্তম ? তিনি বলেন; যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٣ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةُ - متفق عليه .

১৫১৩. হযরত সাহাল বিন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার উভয় উরুর মধ্যবর্তী (যৌনাঙ্গ) বস্তুটি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেব। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا اِلَى النَّارِ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - متفق عليه وَمَعْنٰى يَتَبَيَّنُ يَتَفَكَّرُ اَنَّهَا خَيْرٌ اَمْ لَا .

১৫১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন; বান্দাহ একটি কথা বলে, যে ব্যাপারে সে কিছু চিন্তা করেনা। এ কারণে সে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশি দূরত্বে দোযখে চলে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

তাবাইয়্যান শব্দের অর্থ সে চিন্তা করে যে, কাজটি ভাল কি মন্দ।

١٥١٥ . وَعَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ - رواه البخارى .

১৫১৫. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একটি লোক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা বলে কিন্তু সে বিষয়ের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করে না। এর কারণে আল্লাহ্ তার মর্যাদাকে উন্নত করবেন। অপর এক ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে এবং সেটাকে মামুলী বলে মনে করে। একারণে লোকটি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী)

١٥١٦ . وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِّىِّ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِّضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا كَانَ يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا رِضْوَنَهٗ اِلَى يَوْمٍ رِضْوَانٌ اِلَى يَوْمِ يَّلْقَاهُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بَالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا كَانَ يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهٗ اِلَى يَوْمِ يَّلْقَاهُ - رواه مالك فِى الْمُوْطَّأْ وَالتِّرْمِذِىُّ وقَال حديث حسن حصيح .

১৫১৬. হযরত আবদুর রহমান বিলাল ইবনে হারিস মুযান্নী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা বলে তবে সে খেয়াল করেনা যে, এটা তাকে কতখানি উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যাবে। আল্লাহ তার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তুষ্টি বহাল রাখেন। অপর এক ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির, কথা বলে। তার খেয়াল থাকে না যে, সে এই বিষয়টিকে এতটা নিচে নামিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত অসন্তুষ্টি বহাল রাখবেন।

ইমাম মালিক তার মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥١٧ . وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهٖ قَالَ : قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ ؟ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهٖ ثُمَّ قَالَ : هٰذَا. رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৫১৭. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম; হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমায় এমন কথা বলুন যাকে আমি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি বলো ঃ "আমার রব্ব আল্লাহ" অতপর এর ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আমি আবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার ব্যাপারে কোনো জিনিসটিকে বেশি ভয় করেন ? রাসূলে আকরাম রসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহবাকে ধরে বললেন ঃ এই জিনিসটি। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥١٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ

الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ -

رواه الترمذى .

১৫১৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া বেশি কথা বলোনা। এই কারণে যে, আল্লাহ যিকির ছাড়া কথা মনের ভিতর কাঠিন্য সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ্‌র থেকে সেই ব্যক্তি বেশি দূরে থাকবে, যার অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী)

١٥١٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَّقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৫১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দু'টি কাজের অনিষ্ট— তার মুখের কথার অনিষ্ট এবং তার দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের (অর্থাৎ তার লজ্জাস্থানের) অনিষ্ঠ থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, সে জান্নাতে দাখিল হবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

١٥٢٠ . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالنَّجَاةُ ؟ قَالَ : اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৫২০. হযরত উকবা বিন্ আমের (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পরকালীন নাজাত কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে ? তিনি বললেন ঃ নিজের জিহ্‌বাকে সংযত রাখো এবং নিজের ঘরে অবস্থান করো। আর নিজের ভুল-ত্রুটির জন্যে (আল্লাহ্‌র কাছে) কান্নাকাটি করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

١٥٢١ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ تَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ : فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا . رواه الترمذى. معنى تُكَفِّرُ اللِّسَانَ اَىْ تَذِلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ .

১৫২১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন ঃ আদম সন্তান যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জবানের সামনে বিনীতভাবে বলে ঃ আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো এই জন্যে যে, আমরা তোমার সঙ্গে রয়েছি। তোমরা যদি সঠিক থাকো তাহলে আমরাও সঠিক থাকবো। আর তোমরা যদি বক্রতার আশ্রয় নাও, তাহলে আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো। (তিরমিযী)

١٥٢٢ . وَعَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَ يُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَ اِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ثُمَّ قَالَ : اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا (تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتّٰى بَلَغَ يَعْلَمُوْنَ - ثُمَّ قَالَ : اَلَا اُخْبِرُكَ بِرَاسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ : اَلَا اُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ تَكِلَتْكَ اُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ .

رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه .

১৫২২. হযরত মা'আয (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমায় এমন কোনো আমল বলে দিন, যা আমায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি একটি বিরাট আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছো। তবে আল্লাহ যাকে তওফিক দান করেন, তার পক্ষে এটা খুবই সহজ। (তোমার প্রশ্নের জবাব হলো) আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো। তার সঙ্গে কাউকে শরীক করোনা। নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, (রমযানের) রোযা রাখো, আর সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহতে হজ্জ করো। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমায় নেকীর সমস্ত দরজার কথা বলবোনা ? স্মরণ রেখো, রোযা ঢাল স্বরূপ। দান-সাদকা (ছোটখাটো) পাপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর লোকদের অর্ধেক রাতের সময় নামায পড়াও একটি ভালো কাজ। এরপর তিনি এই আয়াতটি পড়লেন ঃ

> "তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে ধুরে থাকে। তারা নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে এবং আমি তাদের যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যেসব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীই তা জানে না" (সূরা আস্-সাজদা ঃ ১৬-১৭)

তারপর বললেন ঃ আমি কি তোমায় দ্বীনের মূল ভিত্তি স্তম্ভগুলো এবং সেগুলোর উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত করবোনা ? আমি নিবেদন করলাম; অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ দ্বীনের মূল ভিত্তি হলো, ইসলামের প্রতি ঈমান পোষণ। তার স্তম্ভগুলো হলো নামায। তার উচ্চতা হলো জিহাদ। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমায় এমন জিনিসের কথা বলবোনা, যার ওপর ওই সবকিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল ? আমি নিবেদন করলাম অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর তিনি নিজের জিহ্‌বার অগ্রভাগ ধরে বললেন, একে বন্ধ রাখো। আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যে লোকদের সাথে কথা বলি, সে সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা তোমার জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত

হোক। লোকদেরকে তাদের চেহারার দরুন নয়, বরং জিহ্‌বার কারণে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٢٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ - رواه مسلم .

১৫২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জানো গীবত কি জিনিস ? সাহাবাগণ বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ তোমার আপন (মুসলমান) ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যাকে সে অপ্রিতিকর মনে করে। জিজ্ঞেস করা হলো আপনি বলুন, আমি যা কিছু বলছি তা যদি আমার মধ্যে বর্তমান থাকে তাহলে ? তুমি যা কিছু বলছো, তা যদি তার মধ্যে বর্তমান থাকে, তবে তো তুমি গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সেটা না থাকে, তাহলে তুমি 'বুহ্‌তান' করলে। (মুসলিম)

١٥٢٤ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ - متفق عليه .

১৫২৪. হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে কুরবানীর দিন মিনায় খুতবা দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ নিঃসন্দেহে তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের প্রতি 'হারাম' (সম্মানার্হ) যেমন তোমাদের এই দিন তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহর সম্মানার্হ। সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি ? (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٢٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا - وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ : لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهٗ اِنْسَانًا فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنِّىْ حَكَيْتُ اِنْسَانًا وَّ اِنَّهٗ لِىْ كَذَا وَكَذَا - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح ومعنى مزجته خالطته مُخَالَطَةً يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهٗ اَوْرِيْحُهٗ لِشِدَّةِ نَتْنِهَا وَقُبْحِهَا وهٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ اَبْلَغِ الزَّوَاجِرِ عَنِ الْغِيْبَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى)

১৫২৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলাম ঃ সাফিয়া (রা)-এর ব্যাপারে আপনার অমুক অমুক

জিনিসই যথেষ্ট। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন, তার দৈহিক আকৃতি ছিলো খাটো। (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এমন একটি কথা বললে যে, একে সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলে তার পানির ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির অনুকরণ করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কারো অনুকরণ করাকে পছন্দ করিনা। এর জন্যে যদি আমায় বিপুল পরিমাণ ধন-মাল দেয়া হয়, তবুও নয়।
(আবু দাউদ, তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

হাদীসে উল্লেখিত 'মাযাজাত্হু' শব্দের অর্থ হলো ঃ সে তার সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে, মিশ্রিত জিনিসের দুর্গন্ধ ও নষ্ট হওয়ার কারণে তার স্বাদ ও সুগন্ধি বদলে গেছে। এই হাদীসটি গীবতকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে। আল্লাহ্র হুকুম মাত্র, যা তার প্রতি প্রেরণ করা হয়।

١٥٢٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ - رواه ابوداود .

১৫২৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি এমন এক দল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল আমার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা ? তিনি বলেন, এরা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।

١٥٢٧ . وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ - رواه مسلم .

১৫২৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমানের রক্ত, তার সম্মান, তার ধনমাল ইত্যাকার সব কিছু অন্য মুসলমানের জন্যে হারাম।
(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পঞ্চান্ন

গীবত শোনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং গীবত চর্চাকারী মজলিস ত্যাগ করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যখন তারা অনর্থক কথা-বার্তা শোনে, তখন তা থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নেয়।
(সূরা কাসাস ঃ ৫৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ সফলকাম মুমিন তারা যারা বেহুদা কথাবার্তা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। (সূরা মুমিনুন ঃ ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا -

তিনি আরো বলেন ঃ নিশ্চয়ই (তাদের) কান, চোখ ও অন্তরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর যখন তোমরা এমন লোকদের দেখবে, যারা আমার আয়াতগুলো সম্পর্কে বেহুদা প্রলাপ করছে তখন তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, যেন তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়ে যায়। আর যদি শয়তান (একথা) তোমাদের ভুলিয়ে দেয়, তাহলে তা স্মরণে এলে আর জালিমদের সাথে বসবেনা। (সূরা আনআম ঃ ২৮)

١٥٢٨ . وَعَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَّجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৫২৮. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইর অসম্মান থেকে দূরে থাকল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখবেন। (তিরমিযী)
ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٥٢٩ . وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رض فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِىْ تَقَدَّمَ فِىْ بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ : قَامَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فَقَالَ : اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَايُحِبُّ اللّٰهَ وَلَا رَسُوْلَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَقُلْ ذٰلِكَ اَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ - متفق عليه . وَعِتْبَانُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَحُكِىَ ضَمُّهَا وَبَعْدَهَا تَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقُ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَالدُّخْشُمُ بِضَمِّ الدَّالِ وَاِسْكَانَ الْخَاءِ وَضَمِّ الشِّيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ .

১৫২৯. হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রা) এক সুদীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বলেন, রাসূলে আকরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায-পড়ার জন্যে দাঁড়ালেন। ঠিক এ সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ মালিক ইবনে দুখশাম কোথায় ? এক ব্যক্তি বললো, সে তো

মুনাফিক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ওর কোনো ভালোবাসা নেই। (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা বোলোনা। তোমাদের কি স্মরণ নেই যে, সে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই) বলছে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিও তালাশ করছে ? আল্লাহ তো সেই ব্যক্তিকে আগুনের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই) বলে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিও সন্ধান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٠ . وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِىْ قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِىْ بَابِ التَّوْبَةَ – قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ جَبَسَهٗ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِىْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهٗ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رض بِئْسَ مَاقُلْتَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ متف عليه. عِطْفَاهُ جَانِبَاهُ وَهُوَا اِشَارَةٌ اِلٰى اِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ .

১৫৩০. হযরত কা'ব বিন মালিক তওবার ঘটনা সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে গমন করেছিলেন। তিনি হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাঁর কি হয়েছে ? বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তাঁকে তার উভয় চাদর এবং ডানে-বামে তাকানোর বিষয়টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মু'আয বিন্ জাবাল (রা) তাঁকে বললেন, তুমি খারাপ কথা-বার্তা বলেছো। আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'ইত্ফাই' বলতে উভয় দিককেই বুঝায়। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে আত্মপ্রিয়তা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছাপ্পান্ন

বৈধ গীবত বা পর নিন্দার সীমারেখা

ইমাম নববী (রহ) বলেন, গীবত বা পর চর্চ্চা সাধারণভাবে একটি নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় কাজ। তবে যখন কোনো বিশুদ্ধ শরয়ী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে গীবত ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, তখনই গীবত বৈধতা লাভ করে। এর ছয়টি প্রকার রয়েছে। প্রথম প্রকরণটি হলো ঃ মজলুম তার মজলুমিয়াত সম্পর্কে ফরিয়াদ করতে গিয়ে কাযী বা বাদশাহ বা এমন লোকের দ্বারস্থ হলো, যার কাছে থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা যায়, এবং তাকে বললো ঃ অমুক লোকটি আমার ওপর জুলুম করেছে। দ্বিতীয় প্রকরণটি হলো, খারাবি ও গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্যে এবং কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার চেয়েও শক্তিমান ব্যক্তিকে বিরত রাখতে সামর্থ্য থাকা। যেমন অমুক ব্যক্তি এমন এমন কাজ করছে, আপনি তাকে সেসব কাজ থেকে বিরত রাখলেন। এ থেকে আপনার উদ্দেশ্য হলো ঃ তাকে সেই

খারাবি নিরসনের মাধ্যমে পরিত্রান করা। যদি এরকম কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এরকম পরনিন্দা (গীবত) হারাম।

তৃতীয় প্রকরণ হলো ঃ ফতোয়া লাভ করার জন্যে এই মর্মে গীবত করতে হয় যে, কোনো ব্যক্তি মুফতীকে বললো যে, আমার বাবা কিংবা ভাই আমার ওপর জুলুম করেছে কিংবা মহিলা বললো ঃ আমার স্বামী আমার ওপর জুলুম করেছে কিংবা অমুক ব্যক্তি জুলুম করেছে; এই কারণে জুলুম করা বৈধ ছিল। এবং তার কবল থেকে মুক্তি অর্জন করার জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করবো এবং আমার হক আমি কিভাবে আদায় করবো এবং তার জুলুম কিভাবে খতম করা যাবে ? (উল্লেখিত) প্রয়োজন বিবেচনায় রাখলে এই ধরনের গীবত বৈধ। তবে সতর্কতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এই পন্থায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তির মধ্যে (নাম উল্লেখ ছাড়াই) অমুক অমুক দোষ-ত্রুটি বর্তমান রয়েছে বলে উল্লেখ করা। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট কারো নাম ছাড়াই যেহেতু উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়, এ জন্যে উত্তম কাজ হলো ঃ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছাড়া যেহেতু কাজটি জায়েয, যেমন এই বিষয়টি আমরা হযরত হিন্দ-এর হাদীস প্রসঙ্গে বর্ণনা করবো।

চতুর্থ প্রকরণ হলো ঃ মুসলমানদের শুভাকাংক্ষাকে সামনে রেখে তাকে অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখা। এর কয়েকটি প্রকরণ রয়েছে। প্রথম প্রকরণটি হলো ঃ সমালোচিত বর্ণনাকারী ও সাক্ষীদের সমালোচনা করা। এটা সমগ্র মুসলমানের দৃষ্টিতেই সর্বসম্মতভাবে জায়েয। বরং প্রয়োজনের সময় সমালোচনা করা ফরয। দ্বিতীয় প্রকরণ হলো ঃ কোনো মানুষের সাথে মুশাহারাত কিংবা মুশারাকাত অথবা আমানত রাখা কিংবা তার সাথে কোনো বিষয়ে অথবা তার প্রতিবেশি হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া এবং যার থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে তার ওপর ওয়াজিব হলো সে ঐ লোকটির অবস্থাকে গোপন রাখবে না বরং শুভাকাঙ্খার দৃষ্টিতে তার মধ্যকার বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি গুলোর উল্লেখ করা। তৃতীয় প্রকরণ ঃ যখন কোনো ছাত্রকে দেখা যাবে যে, সে কোনো বিদয়াতি কিংবা ফাসেক লোকের কাছে আসা যাওয়া করে এবং তার থেকে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে এবং ঐ ছাত্রটির এ ধরনের জ্ঞান লাভে ক্ষতির আশংকা রয়েছে তখন তার কর্তব্য হলো শুভাকাঙ্খার দৃষ্টিতে এর অবস্থা বর্ণনা করা। এই পরিস্থিতিতে কখনও সখনও ভুল-ত্রুটি এসে যেতে পারে। এই কারণে যে কখনও কখনও হিংসার কারণে তাকে ভুল বলা হলো আবার কখনও শয়তান তাকে আসল সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো, এবং তার মনে এই ধারণা জাগিয়ে দিল যে, তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করাই শুভাকাঙ্খার দাবি। অতএব এই অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। চতুর্থ পন্থা হলো, তার হাতে ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু অযোগ্যতা কিংবা অসদাচরণ অথবা অজ্ঞতার কারণে ক্ষমতার প্রয়োগে (দায়িত্ব পালনে) সে অক্ষম। এমনতর অবস্থায় তার পরিস্থিতি এমন লোকের কাছে বর্ণনা করা জরুরী যার হাতে সাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এবং সে ঐ লোককে পদ মর্যাদা থেকে বাতিল করে সেখানে এমন লোককে বসাতে পারে যার মধ্যে উত্তম পদ-মর্যাদা সামলানোর মতো যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে। কিংবা তার অবস্থা জানার পর তার সাথে যথোচিত ব্যবহার করবে। যাতে করে সে কোনো ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে এবং তাকে দৃঢ়তা অবলম্বনের উপদেশ দেবে। কিংবা তাকে এই পদ মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। পঞ্চম পন্থা হলো ঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকি ও ফাজিরী এবং বেদ্য়াতি কাজে লিপ্ত যেমন সে খোলা-মেলা শরাব পান করে, লোকদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালায়, যেমন জোর পূর্বক লোকদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে। লোকদের থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নেয় এবং বাতিল কাজ-কর্মে লিপ্ত হয় এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ফাসেকী ও ফাজিরী কাজ-কর্মের উল্লেখ করা জায়েজ। অবশ্য তার অপ্রকাশ্য খারাপ কাজ কর্মের উল্লেখ

করা নিষিদ্ধ যতক্ষণ তার বৈধতার আর কোনো কারণ না থাকবে। অর্থাৎ আমরা যে কারণগুলো উল্লেখ করলাম। **ষষ্ট উপায় ঃ** যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হয় যেমন অন্ধ, বিকলাংগা, কালা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে তার পরিচিতির জন্যে ঐ গুণাবলীর উল্লেখ করা বৈধ এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে ঐ সব উপাধী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি ঐ সব উপাধি ছাড়াই তার পরিচিত দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে ঐগুলোর উল্লেখ না করাই সমীচীন। আলেমগণ এ প্রসঙ্গে এই ছয়টি কারণের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ কারণের ক্ষেত্রে আলেমদের ইজমা হয়েছে এবং তাদের বর্ণিত হাদীসের সহীহ ও মশহুর বলে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কতিপয় হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٥٣١ . عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَجُلًا اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ائْذَنُوْا لَهٗ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ - متفق عليه . اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِيْ جَوَازِ غِيْبَةِ اَهْلِ الْفَسَادِ وَ اَهْلِ الرِّيْبِ .

১৫৩১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে অনুমতি দিয়ে দাও। (তবে) সে আপন গোত্রের মধ্যে খারাপ মানুষ। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী এই হাদীসের ভিত্তিতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী এবং নেফাকের ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের গিবত করা জায়েয বলেছেন।

١٥٣٢ . وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَظُنُّ فُلَانًا وَّ فُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا - رواه البخارى قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ اَحَدُ رُوَاةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ هٰذَانِ الرَّجُلَانِ كَانَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ

১৫৩২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি একথা মনে করিনা যে, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীনকে বুঝতে পেরেছে। (বুখারী)

ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী লাইস বিন্ সা'দ বর্ণনা করেন, উভয় ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।

١٥٣٣ . وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رض قَالَتْ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : اِنَّ اَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَامَالَ لَهٗ وَ اَمَّا اَبُوْ الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ - متفق عليه. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَاَمَّا اَبُوْ الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَهُوَ تَفْسِيْرٌ لِرِوَايَةِ لَايَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ وَ قِيْلَ مَعْنَاهُ كَثِيْرُ الْاَسْفَارِ .

১৫৩৩. হযরত ফাতিমা বিন্তে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। আমি নিবেদন করলাম ঃ হযরত আবুল জাহম ও হযরত মুআবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুআবিয়া তো গরীব-ফকীর লোক। তার কাছে

ধন-মাল কিছু নেই। পক্ষান্তরে আবুল জাহ্‌ম নিজের কাঁধ থেকে কখনো লাঠি নিচে নামান না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আবুল জাহ্‌ম তো মেয়েদের খুব মারপিট করে। একথারই ভাষান্তর হলো ঃ সে নিজের কাঁধ থেকে কখনো লাঠি নামিয়ে রাখেনা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কথাটির অর্থ হলো ঃ সে খুব বেশি সফর করে।

١٥٣٤ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ اَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ- حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَقَالَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ فَقَالُوْا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْهُ شِدَّةٌ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى تَصْدِيْقِيْ (اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ) ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ - متفق عليه .

১৫৩৪. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। এতে লোকদেরকে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো। তাই (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (তার সঙ্গীদের) বললো ঃ যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রয়েছে তাদের জন্যে তোমরা কিছু খরচ করোনা। এর ফলে তারা এখান থেকে পালিয়ে যাবে এবং (এটাও) বলল, যখন আমরা মদীনায় ফিরে যাবো তখন সম্মানিত লোকেরা সেখান থেকে অসম্মানিত লোকদেরকে বের করে দেবে। তারপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এই ঘটনার ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে বার্তা পাঠালেন এবং তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এতে সে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় হলফ করে বললো ঃ সে এধরনের কথাই বলেনি। এর ফলে লোকেরা বলাবলি করল যে, যায়েদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মিথ্যা বলেছে। এর ফলে লোকদের এ সংক্রান্ত কথাবার্তা আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। এমনকি আল্লাহ তা'আলা আমার কথা সত্যতা স্বরূপ আয়াত নাযিল করলেন ঃ হে নবী! এই মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল'। হাঁ (এই কথা ঠিক) আল্লাহ জানে যে, তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল। কিন্তু (তৎসত্ত্বেও) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'এই মুনাফিকরা চরমভাবে মিথ্যাবাদী'। তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এ উপায়ে তারা আল্লাহ্‌র পথ হতে নিজেরা বিরত থাকে এবং অন্যান্য লোকদেরকেও বিরত রাখে। এরা যা করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের তৎপরতা! এ সব কিছু শুধু এ কারণে যে, এই লোকেরা ঈমান এনে পরে আবার কুফরী গ্রহণ করছে। এ জন্য তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না। এদের প্রতি তাকালে এদের অবয়বকে তোমার নিকট খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর এরা কথা বললে এদের কথা শুনে মগ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাইকৃত কাঠ

খণ্ড মাত্র, যা প্রাচীরের সাথে জুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জোর আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা পাকা শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে থাকো। এদের ওপর আল্লাহ্‌র গযব। এদেরকে উল্টা কোন্ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এদেরকে যখন বলা হয় 'এসো, তা হলে আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করবেন,' তখন এরা মাথা ঝাকানি দেয়। আর তুমি লক্ষ্য করছে, তারা বড়ই অহমিকা সহকারে আসা হতে বিরত থাকে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাগফিরাত চাওয়ার জন্য ডাকলেন কিন্তু সে (উবাই) (অহংকার বশত) নিজের মাথা অন্য দিকে ঘুড়িয়ে নিল।(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدٌ اِمْرَأَةُ اَبِىْ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَوَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ : خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ - متفق عليه .

১৫৩৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করল, আবু সুফিয়ান খুব কৃপন স্বভাবের লোক। সে আমাকে আমার সন্তানাদির ভরণ-পোষনের উপযোগী ধন-মাল দান করে না। তখন আমি যদি তার অগ্যাতে তার ধন-মাল থেকে কিছু ব্যয় করি তবে সেটা কি সঠিক হবে? রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এবং তোমার সন্তানাদির ভরণ-পোষনের উপযোগী মালামাল গ্রহণ করলে এতে দোষের কিছু থাকবে না।
(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতান্ন

চোগলখুরীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ লোকদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার জন্য একের কথা অন্যকে বলা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ বিদ্রুপাত্মক ইশারা করা চোগলখুরীর মধ্যে গণ্য। (সূরা নূন ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

তিনি আরো বলেন ঃ যখন তারা কোনো কাজ করে তখন দু'জন লেখক ডানে-বায়ে বসে লিখে নেয়। কোনো কথা ততক্ষণ তার মুখে আসে না যতক্ষণ একজন পর্যবেক্ষক তার কাছে উপস্থিত না থাকে। (সূরা কাফ ঃ ১৮)

١٥٣٦ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ - متفق عليه .

১৫৩৬. হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চোগলখোর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ! بَلٰى اِنَّهٗ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ - متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ اِحْدٰى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ . قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنٰى وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَيْ كَبِيْرٍ فِيْ زَعْمِهِمَا وَقِيْلَ كَبِيْرٍ تَرْكُهٗ عَلَيْهِمَا .

১৫৩৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ এই দুটি কবরেই আযাব হচ্ছিল। কিন্তু বড়ো কোনো গুনাহ্‌র কারণে (যার কবল থেকে বাঁচা খুব মুশকিল) আযাব হচ্ছেনা; যদিও ওই গুনাহটা খুবই বড়ো। তার মধ্যে একজন ছিল চোগলখোর, অপরজন নিজের পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আলেমগণ বর্ণনা করেন, তার কোনো বড়ো গুনাহ্‌র কারণে আযাব হচ্ছিলনা একথার তাৎপর্য এই যে, তার মতে সেটা খুব বড়ো গুনাহ ছিলনা। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ গুনাহ থেকে বাঁচা তাদের পক্ষে খুব মুশকিল ছিল।

١٥٣٨ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ مَاالْعَضْهُ هِيَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ - رواه مسلم . اَلْعَضْهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَاِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْهَاءِ عَلٰى وَزْنِ الْوَجْهِ وَرُوِيَ الْعِضَةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ عَلٰى وَزَنِ العِدَةِ وَهِيَ الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ وَعَلٰى الرِّوَايَةِ الْاُوْلٰى الْعَضْهُ مَصدَرٌ يُقَالُ عَضَهَهٗ عَضْهًا اَيْ رَمَاهُ بِالْعَضْهِ .

১৫৩৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে 'আদ্বহু' কাকে বলে, তা বলবোনা ? তা হলো চোগলখুরী, যা লোকদের মধ্যে চর্চা করা যায়। (মুসলিম)

'আল-আদ্বহু' শব্দটি আইনে মুহমালাহ্‌র ফাতাহ্ এবং দ্বাদে মু'জামার সুকুন এবং 'হা'র সাথে আল-ওয়াজহার ওজনে ব্যবহৃত হয়। আর এ শব্দটি আইনের কাস্‌রা এবং দ্বাদে মুজামার ফাতাহ্‌র সাথেও প্রচলিত রয়েছে। ইজাহ-এর ওজনে এটি মিথ্যা ও বুহতানের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর প্রথম রেওয়ায়েতের দৃষ্টিতে আল-আদ্বহাকে মাস্‌দার বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটান্ন

লোকদের কথা-বার্তাকে নিষ্প্রয়োজনে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়াই শাসকবর্গ অবধি পৌঁছানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর জুলুম ও গুনাহ্‌র ব্যাপারে সাহায্য করোনা। (সূরা মায়েদা ঃ ২)

١٥٣٩ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ - رواه ابو داود والترمذى .

১৫৩৯. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কোনো সাহাবী আমার অপর কোন সাহাবী সম্পর্কে যেন আমার কাছে (অপ্রিয়) কোনো কথা না বলে। এই কারণে যে, আমি যখন তোমাদের মধ্যে আসি তখন আমার বক্ষদেশ যেন পরিষ্কার থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনষাট

দু'মুখো মুনাফিকদের নিন্দা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এরা লোকদের থেকে তো গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারেনা। অথচ এরা রাতের বেলা যখন এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যাকে ওরা নিজেরাই পছন্দ করেনা। (সূরা নিসা ঃ ১০৮)

١٥٤٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِىْ الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا وَتَجِدُوْنَ خِيَارَ النَّاسِ فِىْ هٰذَا الشَّاْنِ اَشَدَّهُمْ لَهٗ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاۤءِ بِوَجْهٍ وَّ هٰؤُلَاۤءِ بِوَجْهٍ - متفق عليه .

১৫৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লোকদেরকে খনিজ সম্পদের মতো পাবে অর্থাৎ যারা জাহিলিয়াতের জমানায় শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামের জমানায়ও তারাই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। যখন তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আর তোমরা ইমারত নির্মাণে সেই লোকদের উত্তম পাবে যারা তাকে খুব বেশি মাকরূহ মনে করবে আর সমস্ত লোকদের থেকে নিকৃষ্ট সেই লোককে পাবে যে দোযখবাসী মুনাফিক। সে একজনের কাছে একটি ভূমিকা নিয়ে আসে ও অপর জনের কাছে অন্য আরেকটি ভূমিকা নিয়ে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤١ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِجَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اِنَّا نَدْخُلُ عَلٰى سَلَاطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رواه البخارى .

১৫৪১. হযরত মুহাম্মাদ বিন জায়েদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ কিছু সংখ্যক লোক তাদের দাদা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর কাছে নিবেদন করল ঃ আমরা আমাদের বাদশাহ্দের

কাছে যাতায়াত করি কিন্তু আমরা তাদের সামনে সেসব কথা বলিনা যা তাদের কাছে থেকে ফিরে এসে বলি। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, এই পন্থাকে আমরা রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় নেফাক মনে করতাম। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ষাট
মিথ্যা বলা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর (হে বান্দাগণ) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে যেওনা। (সূরা ইসরা ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

তিনি আরো বলেন ঃ কোনো কথা তার মুখে আসে না যতক্ষণ না একজন পর্যবেক্ষক তার কাছে উপস্থিত থাকে এবং সব কিছু লিখে নেয়। (সূরা কাফ ঃ ১৮)

١٥٤٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا - متفق عليه .

১৫৪২. হযরত আবু মাসুদ (রা) বর্ণনা কবেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সততা নেকীর পথ নির্দেশ করে। আর নেকী নির্দেশ করে জান্নাতের পথ। লোকেরা বরাবর সত্য বলতে থাকে এমন কি সে আল্লাহ্র কাছে সত্যবাদী রূপে চিহ্নিত হয়। আর মিথ্য খারাবীর পথ নির্দেশ করে। আর খারাবী নির্দেশ করে জাহান্নামের পথ। লোকেরা বরাবর মিথ্যা বলতে থাকে এমনকি সে আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী রূপে চিহ্নিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤٣ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْ نِفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهٗ مَعَ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهٖ فِىْ بَابِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ .

১৫৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি খাস্লত থাকবে সে পাক্কা মুনাফিক হবে। আর যার মধ্যে এর একটা থাকবে তার মধ্যে

নেফাকের একটি বৈশিষ্ট আছে বলে বিবেচনা করা হবে, যতক্ষণ সে তা বর্জন না করে। খাস্‌লতগুলো হলো ঃ যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে, সে খিয়ানত করবে। যখন সে কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে, তা ভঙ্গ করবে, আর যখন ঝগড়া করবে গালাগাল করবে। (বুখারী ও মুস্‌লিম)

এই হাদীসটি ওয়াদা রক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে অতিক্রান্ত হয়েছে।

١٥٤٤ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَحَلَّمَ بِحِلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَّفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِيْ اُذُنَيْهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ . رواه البخارى. تَحَلَّمَ اَيْ قَالَ اِنَّهُ حَلَمَ فِيْ نَوْمِهِ وَرَاٰى كَذَا وَ كَذَا وَهُوَ كَاذِبٌ وَ الْاٰنُكُ بِالْمَدِّ وَضَمِّ النُّوْنِ وَتَخْفِيْفِ الْكَافِ وَهُوَ الرَّصَاصُ الْمُذَابُ .

১৫৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করবে, যা সে আদবেই দেখেনি, কিয়ামতের দিন তাকে বরাবর কষ্ট দেয় হবে। তাকে দুটি যবের দানার মধ্যে গিরা লাগাতে দিবে। কিন্তু সে কখনো গিরা লাগাতে পারবেনা। আর যে ব্যক্তি লোকদের কথাবার্তার দিকে কান লাগায়, যেখানে লোকেরা একে অপছন্দ করে তখন কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো প্রাণবান সত্তার ছবি নির্মাণ করে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তাকে ঐ ছবির মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার জন্য চাপ দেয় হবে। কিন্তু কখনো রূহ ফুকতে পারবেনা। (বুখারী)

'তাহাল্লাম' অর্থ সে বর্ণনা করল যে, স্বপ্নের মধ্যে সে অমুক অমুক জিনিস দেখেছে, অথচ এটা সে মিথ্যা বলেছে।

١٥٤٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْرَى الْفِرٰى اَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا . رواه البخارى. ومَعْنَاهُ يَقُوْلُ رَاَيْتُ فِيْمَا لَمْ يَرَهُ .

১৫৪৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো ঃ লোক তার চক্ষুকে এমন জিনিস দেখায়, যাকে তার চোখ কখনো দেখেনি। (অর্থাৎ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা) (বুখারী)

এর তাৎপর্য হলো ঃ সে এমন জিনিস দেখে বর্ণনা করেছে, যা সে আদতেই দেখেনি।

١٥٤٦ . وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ لِاَصْحَابِهِ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُصَّ وَاِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ اِنَّهُ اَتَانِيْ اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ وَاِنِّيْ اِنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُّضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ

قَآ ئِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِىْ بِالصَّخْرَةِ لِرَاسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاْ خُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّيَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى ! قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ ! مَاهٰذَا! قَالَا لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُّسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَاِذَا اٰخَرُ قَآ ئِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِّنْ حَدِيْدٍ وَاِذَا هُوَ يَاْتِىْ اَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهٗ اِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهٗ اِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنَهٗ اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَافَعَلَ فِىْ الْمَرَّةَ الْاَوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاهٰذَانِ ؟ قَلَا لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰيرَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِىْ بِالصَّخْرَةِ لِرَاسِهِ فَيَثْلَغُ رَاسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَر فَيَاْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاهٰذَانِ ؟ قَالَ لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى مِثْلِ التَّنُّوْرِ فَاَحْسِبُ اَنَّهٗ قَالَ : فَاِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَّاَصْوَاتٌ فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَاِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَّنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَاِذَا هُمْ يَاْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِّنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاِذَا اَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قُلْتُ مَاهٰؤُلَآءِ ؟ قَالَا لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ وَاِذَا فِىْ النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَاِذَا عَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهٗ حِجَارَةً كَثِيْرَةً وَاِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَاْتِىْ ذٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهٗ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهٗ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَ لَهٗ فَاهُ فَاَلْقَمَهٗ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا مَاهٰذَانِ ؟ قَالَ لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْاٰةِ اَوْ كَاَكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاٰءٍ رَجُلًا مَرْاٰىً فَاِذَا هُوَ عِنْدَهٗ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا قُلْتُ لَهُمَا مَاهٰذَا ؟ قَالَا لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ وَ اِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا اَكَادُ اَرٰى رَاسَهُ طُوْلًا فِىْ السَّمَاءِ وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ مَارَاَيْتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ مَاهٰذَا ؟ وَمَا هٰؤُلَآءِ قَالَا لِىْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا لِىْ دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَدَوْحَةً قَطُّ اَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا اَحْسَنَ قَلَا لِىْ اِرْقَ فِيْهَا فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا اِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَّلَبِنٍ فِضَّةٍ فَاَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَا هَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِّنْ خَلْقِهِمْ

كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ قَالاَ لَهُمْ اِذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهْرِ وَاِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَاَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِيْ الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ . قَالَ : قَالاَ لِيْ هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا فَاِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالاَ لِيْ هٰذَاكَ ؟ مَنْزِلُكَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا فَذَرَانِيْ فَاَدْخُلَهُ قَالاَ اَمَّا الْاٰنَ فَلاَ وَاَنْتَ دَاخِلُهُ - قُلْتُ لَهُمَا فَاِنِّيْ رَاَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ؟ فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَاَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ؟ فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَاَيْتُ ؟ قَالاَ لِيْ : اَمَا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ. اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِيْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَاْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ، وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ اِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ اِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ اِلٰى قَفَاهُ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْاٰفَاقَ . وَاَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَاِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ ، وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِيْ النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَاِنَّهُ اٰكِلُ الرِّبَا . وَ اَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْاٰةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَاِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَ اَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِيْ الرَّوْضَةِ فَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَ اَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ . وَفِيْ رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ اَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ وَ اَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ - رواه البخاری .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَاَخْرَجَانِيْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ وَقَالَ : فَانْطَلَقْنَا اِلٰى نَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ اَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَاَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَاِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوْا حَتّٰى كَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا وَ اِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَفِيْهَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى وَسَطِ النَّهْرِ وَعَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِيْ النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِيْ فِيْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ - وَفِيْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا ، فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَفِيْهَا الَّذِيْ رَاَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ

فَكَذَّابٌ يُّحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهٖ مَارَاَيْتَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَفِيْهَا الَّذِىْ رَاَيْتَهُ يُشْدَخُ رَاْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ بِالنَّهَارِ فَيُفْعَلُ بِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالدَّارُ الْاُوْلٰى الَّتِىْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاۤءِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَاْسَكَ فَرَفَعْتُ رَاسِىْ فَاِذَا فَوْقِىْ مِثْلُ السَّحَابَةِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِىْ اَدْخُلْ مَنْزِلِىْ، قَالَا : اِنَّهُ بَقِىَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوْ اِسْتَكْمَلْتَهُ اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

قَوْلُهٗ يَثْلَغُ رَاْسَهٗ هُوَ بِالثَّاۤءِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اَىْ يَشْدَخُهٗ وَيَشُقُّهٗ. قَوْلُهٗ يَتَدَهْدَهُ اَىْ يَتَدَحْرَجُ - وَالْكَلُّوْبُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّ اللامِ الْمُشَدَّدَةِ وَهُوَ مَعْرُوْفٌ. قَوْلُهٗ فَيُغْرُ شَرْهُوَ بِخَادَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ اَىْ صَاحُوْا . قَوْلُهٗ فَيَفْغَرُ هُوَبِالْفَاءِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اَى يَفْتَحُ قَوْلُهٗ الْمَرْاٰةِ هُوَبِفَتْحِ الْمِيْمِ اَى الْمَنْظَرِ قَوْلُهٗ يَحُشُّهَا هُوَ بِفَتْحِ الْيَاۤءِ وَضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ اَىْ يُوْقِدُهَا قَوْلُهٗ رَوْضَةٍ مُّعْتَمَّةٍ هُوَ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَاِسْكَانَ الْعَيْنِ وَفَتْحِ التَّاۤءِ وَتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ اَىْ يُوْقِدُهَا قَوْلُهٗ رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ هُوَبِضَمِّ الْمِيْمْ وَاِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ اَىْ وَافِيَةِ النَّبَاتِ طَوِيْلَتِهِ قَوْلُهٗ دَوْحَةٌ وَهِى بِفَتِحِ الدَّالِ وَاِسْكَانِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِىَ الشَّجَرَةُ الْكَبِيْرَةُ . قَوْلُهٗ الْمَحْضُ بِفَتْحِ الْمِيْمَ وَاِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَا الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَا اللَّبِنُ . قَوْلُهٗ فَسَمَا بَصَرِىْ اَى اِرْتَفَعَ . وَصُعَدًا بِضَمِّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ اَىْ مُرْتَفِعًا وَالرَّبَابَةُ بِفَتْحِ الرَّاۤءِ وَبِالْبَاۤءِ الْمُوَحَّدَةِ مُكَرَّرَةً وَهِىَ السَّحَابَةُ .

১৫৪৬. হযরত সামুরা বিন্ জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবী (রা) দের প্রায়শ জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ ? এরপর তিনি স্বপ্ন বর্ণনা করতেন, যাকে মহান আল্লাহ বর্ণনা করার অনুমতি দিতেন। একদিন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, আজ রাতে আমার কাছে দু' আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে বললো ঃ চলো, সুতরাং আমি তাদের সাথে চললাম। আমরা একটা লোকের কাছে পৌঁছিলাম। সে শায়িত অবস্থায় ছিল। অপর একটি লোক পাথর হাতে নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবং তার মাথায় পাথর ছুড়ে মারছিল। এবং তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিল। যখন সে পাথর নিক্ষেপ করছে তখন তা ছুটে দূরে চলে যাচ্ছিল। লোকটি পাথর তুলে আনার জন্যে পাথরের পিছনে ছুটছিল। পাথর তুলে ফিরে আসার পূর্বেই দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথা পূর্বের মতো হয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি ঠিক সেভাবে করতে লাগল, যেভাবে

পূর্বের ব্যক্তি করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সুবহানাল্লাহ। এটা কি জিনিস ? তারা আমায় বললো ঃ চলো। আমি চলতে শুরু করলাম। এরপর আমরা একটি লোকের কাছে পৌঁছিলাম। সে গদীর ওপর শায়িত অবস্থায় ছিল। অপর এক ব্যক্তি তার কাছে লোহার একটি আঁকড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে তার চেহারার এক দিকের মাথাকে গদী পর্যন্ত চিরে ফেলছিল। সে তার নাককেও গদী পর্যন্ত এবং তার চোখকে গদী পর্যন্ত চিরে ফেলছে। অতপর সে চেহারার দ্বিতীয় দিকে প্রথম দিকের মতো সে একই রূপ কর্মনীতি গ্রহণ করলো, যা সে প্রথম পার্শ্বের সাথে করছিল। এই দিক সে চেরা শেষ করার আগেই অপরদিক সেই আগের মতো ঠিক হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার সে তার সাথে প্রথম বারের মতো আচরণ করল। রাবী বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সুবহানাল্লাহ! এই দুজন কে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা আমায় বললো ঃ (সামনে) চলো।

আমি চলতে শুরু করলাম। আমরা একটা জিনিসের কাছে পৌঁছলাম। সেটা ছিল উনুনের মতো একটি গর্ত। আমার ধারণা হলো [রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন] এর মধ্যে হৈচৈ হট্টগোল ও নানারূপ আওয়াজ হচ্ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানে উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। নীচ থেকে তাতে একটি আযাবের বহ্নি-শিখা উঠছে। যখন বহ্নি-শিখাটি তাকে চিনে ফেলত, তখন সে চীৎকার করে উঠত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা ? তারা আমায় বললো ঃ (সামনে) চলো।

আমি সামনে চলতে শুরু করলাম। এভাবে আমরা একটি খালের কিনারায় গিয়ে উপনীত হলাম। খালটির পানির রং ছিলো রক্তের মতো লাল এবং তাতে একটি লোক সাঁতার কাটছিল। খালটির তীরে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে নিজের কাছে অনেক পাথর খণ্ড জমিয়ে রেখেছিল। যখন সাতারু লোকটি সাতার কেটে কেটে তীরের লোকটির দিকে আসত (যার কাছে অনেক পাথর খণ্ড জমা ছিল) তখন সে পাথর মেরে মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দিল। তারপর সে চলে যেত আবার সাঁতার কেটে কেটে তার কাছে ফিরে আসত। তখন আবার পাথর মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দিত। এভাবে যখনি সে তার দিকে ফিরে আসতে চাইত, তখনি পাথর মেরে তার মুখ ভেঙে দিত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কে ? সে আমায় বললো ঃ সামনে চল।

সুতরাং আমি চলতে শুরু করলাম। এরপর আমরা অদ্ভুত চেহারার একটি লোকের কাছে পৌঁছলাম। অথবা বলা যায়, আপনি যেন কোনো চরম পর্যায়ের খারাপ লোককে দেখছেন, তার সামনে ছিল আগুন, সে আগুন জ্বালাচ্ছিল এবং তার চারদিকে ঘুরছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কে ? সে বললো ঃ সামনে চলো, সামনে চলো।

সুতরাং আমরা চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা একটি বাগানের কাছে পৌঁছলাম, তাতে বসন্তকালের সবরকমের ফুল ফুটে ছিল। বাগানের মাঝখানে একটি দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার দৈর্ঘ্যের কারণে আমি তার মাথা দেখতে পারছিলাম না। সেই লোকটির আশে-পাশে বিপুল সংখ্যক শিশুর ভিড় ছিল, যা আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে এবং এর পরিচয় কি ? সে আমায় বললো ঃ সামনে চলো, সামনে চলো।

আমরা সামনে অগ্রসর হলাম এবং একটি বিরাট গাছের নিকট পৌছলাম। ঐ গাছটির মতো বিরাট এবং সুন্দর গাছ আমি কখনো দেখিনি। লোকটি আমায় বললো ঃ আপনি এতে আরোহণ করুন, আমি গাছটিতে চড়লাম এবং তার ওপরে উঠলাম। আমি দেখলাম, অদূরে একটি শহর রয়েছে যেখানে একটি ইট সোনার ও একটি ইট রূপার ছিল। আমরা যখন তার দরজায় পৌছলাম, তখন দরজাকে খুলে যেতে বলা হলো, সুতরাং দরজাটি খুলে গেল এবং আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমরা এমন লোকদের দেখতে পেলাম, যাদের অর্ধেক দেহ খুবই সুন্দর ছিল; এমন দেহ কখনো আমরা দেখিনি। আবার তাদের অর্ধেক দেহ ছিল খুবই কুৎসিত, সেরকম কুৎসিত দেহও কখনো দেখিনি। আমার সঙ্গীরা তাদেরকে বললো ঃ যাও এই নহরে দাখিল হও। পানির এই নহরটি বাগানের জন্য প্রবাহমান ছিল। পানি ছিল খুবই সাদা। অতএব সে নহরে গেল এবং তাতে পা ফসকে পড়ে গেল। এরপর সে আমাদের দিকে এল এবং তার কদাকার চেহারা এতে দূর হয়ে গেল এবং তাকে খুবই সুন্দর মনে হতে লাগল।

আমার সাথীগণ আমায় বললো ঃ এটি হল জান্নাতে আদন আর ওটা হল আপনার স্থান। (ইতোমধ্যে) আমার দৃষ্টি উপর দিকে নিবদ্ধ হলো; তখন সাদা মেঘের মতো একটি মহল (প্রাসাদ) আমার দৃষ্টি পথে এল সঙ্গীরা আমায় বললো ঃ ওটি হলো আপনার থাকার জায়গা। আমি ওদেরকে বললাম ঃ আল্লাহ আমাকে যখন বরকত দান করেছেন তখন আমায় ছেড়ে দাও, যাতে করে আমি ঐ মহলে প্রবেশ করতে পারি। তারা বললো ঃ এখনি নয়। তবে আপনি এতে প্রবেশ করবেন, এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি আজ রাতে বিস্ময়কর সব বস্তু প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি বলুন, আমি কি কি জিনিস দেখেছি। তিনি বললেন ঃ আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো। প্রথম যে ব্যক্তির কাছে আপনি পৌঁছলেন এবং যার মাথা পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, সেই লোকটা কুরআন মজীদ তেলওয়াত করত না এবং ফরজ নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যেত।

আর দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছে আপনি পৌছেছিলেন এবং যার নাক, কান, চোখ ইত্যাদি চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে ব্যক্তি খুব প্রত্যুষে ঘর থেকে বেরোত, লোকদের কাছে মিথ্যা বলত এবং তার মিথ্যা দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে যেত।

আর তৃতীয় যেসব উলঙ্গ পুরুষ ও নারীকে আগুনে জলন্ত দেখেছেন তারা হলো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত পুরুষ ও নারী।

আর নহরে সাতার কাটা যে লোকের কাছে আপনি পৌঁছলেন এবং যার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সে হলো সুদ খোর।

আর যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাচ্ছিল এবং তার চারদিকে ঘুরছিল, সে হলো জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতা।

আর বাগানে যে লম্বা লোকটি ছিল, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর চারপাশে যে বাচ্চারা ছিল তারা হল শিশুকালে স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণকারী আদম সন্তান। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ কোনো কোনো সাহাবী প্রশ্ন করেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মুশরিকদের বাচ্চারাও কি এর মধ্যে রয়েছে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, মুশরিকদের শিশুরাও এর মধ্যে রয়েছে।

আর যেসব লোকের অর্ধেক দেহ খুব সুন্দর আর বাকি অর্ধেক খুব কুৎসিত তারা হলো সেসব লোক, যারা নেক আমলের সাথে খারাপ আমলও করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (বুখারী)

বুখারীর অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, আমি আজ রাতে দুই ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা আমার কাছে এসেছিল এবং আমায় পবিত্র-জমিনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বর্ণনা করেন, আমরা একটি গর্তের কাছে গেলাম, যা উনুনের মতো ছিল। তার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। যখন আগুনের শিখা সমুন্নত হচ্ছিল, তখন তার মধ্যকার লোকেরাও উপরের দিকে চলে আসছিল। এমন কি, তারা বেরিয়ে যাবার কাছাকাছি এসে যাচ্ছিল। আর যখন অগ্নিশিখা নীচে চলে যেত, তখন তারাও নীচে চলে যেত। তারা ছিল উলঙ্গ নারী-পুরুষ।

আর এই একই রেওয়ায়েতে আছে; এরপর আমরা রক্তের নহরের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিলনা। সেখানে নহরের মাঝমাঝি এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। নহরের কিনারায়ও এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল। তার সামনে ছিল পাথর। যখন নহরের মাঝামাঝি দণ্ডায়মান লোকটি সেখান থেকে বেরুনোর চেষ্টা করতো, তখন কিনারায় দণ্ডায়মান লোকটি তার মুখে পাথর ছুড়ে মারত এবং তাকে ফিরিয়ে দিত এবং সে ফিরে চলে যেত।

আরো বর্ণিত হয়েছে সে আমায় একটি গাছের ওপর নিয়ে যায় এবং আমায় এমন একটি ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় যার চেয়ে সুন্দর কোনো ঘর আমি কখনো দেখিনি। তার মধ্যে বৃদ্ধ, যুবক সব ধরনের পুরুষরা ছিল।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে লোকটিকে তিনি দেখছেন, তার মস্তক থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে ছিল মিথ্যাবাদী লোক। মিথ্যা বলাই ছিল তার অভ্যাস। তার মিথ্যাচার দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত। এই লোকটি কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত আযাবে লিপ্ত থাকবে।

ঐ রেওয়ায়েতে আরো আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লোকটির মাথা চুর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখেছেন, সে লোকটিকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন, কিন্তু রাতভর সে শুয়ে কাটায়, সে না কুরআন অধ্যয়ন করে, না দিনভর তার ওপর আমল করে। কিয়ামত পর্যন্ত সে এই আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।

আর প্রথম যে ঘরে তিনি প্রবেশ করেন, তাহলো সাধারণ ঈমানদারদের ঠিকানা। আর এ ঘরটি হলো শহীদানের ঘর আর আমি হলাম জিবরাইল ফেরেশতা আর এ হলো মিকাঈল ফেরেশতা। আপনি নিজের মাথা উঁচু করুন। আমি মাথা উঁচু করলাম। তখন আমার সামনে মেঘের ন্যায় কোনো জিনিস ভেসে উঠল। তারা বললো, এটা আপনার বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে একটু আমার ঘরে প্রবেশ করতে দাও। তিনি বললেন ঃ আপনার জীবন এখানো বাকী রয়েছে। সেটা আপনাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন সেটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আপনি আপনার ঘরে ঢুকে পড়বেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একষট্টি

মিথ্যা বলার বৈধ উপায়

ইমাম নববী বলেন, স্মরণ রাখা দরকার, মিথ্যা বলা মূলগতভাবে হারাম — নিষিদ্ধ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তসহ মিথ্যা বলা জায়েয হয়ে দাঁড়ায়। আমি 'কিতাবুল আযকারে' ওই শর্তগুলোর উল্লেখ করেছি। এখানে সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করছি। কথা বলা হচ্ছে মানুষের কোনো লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। সুতরাং যে লক্ষ্যটা সঠিক ও নির্ভুল এবং মিথ্যা ছাড়াই যা অর্জন করা সম্ভব, সেখানে মিথ্যা বলা সম্পূর্ণ হারাম। আর যদি লক্ষ্য অর্জনটা মিথ্যা বলা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাটা জায়েয। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনটা যদি জায়েয হয়, তাহলে মিথ্যা বলাটা জয়েয হবে ; আর যদি লক্ষ্য অর্জনটা জরুরী হয়, তাহলে মিথ্যা বলাটাও জরুরী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন কোনো মুসলমান, কোনো জালিম হত্যা করতে ইচ্ছুক কিংবা তার লুকানো ধন-মাল লুট-পাট করতে প্রয়াসী। তখন এই মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কাছে আত্মগোপন করে থাকলে সেই জালিমের জিজ্ঞাসায় তখন তাকে গোপন করা ও মিথ্যা বলা জরুরী। এভাবে যদি কোনো ব্যক্তির কাছে আমানত থাকে এবং কোনো জালিম তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তাহলে তাকে গোপন রেখে মিথ্যা বলা জরুরী। এই সকল ক্ষেত্রে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যে, সে যেন নিঃস্বার্থভাবে কথাটি বলে। এর উদ্দেশ্য হলো, সে যেন ইবাদতের সাথে সঠিক লক্ষ্য অর্জনের নিয়্যাত করে এবং ইবাদতের দিক থেকে সে মিথ্যাচারী রূপে সাব্যস্ত না হয়। যদিও প্রকাশ্য শব্দাবলীতে এবং কথাটির শ্রোতা যেভাবে বুঝেছে সেভাবে সে মিথ্যাবাদীই। আর যদি কৌশলটা পরিহার করে এবং প্রায়োগিক দিক থেকে মিথ্যাও বলে ফেলে। তাহলে এমত অবস্থায় মিথ্যা বলাও হারাম নয়।

এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার বৈধতার ক্ষেত্রে হযরত উম্মে কুলসুমের (রা)-এর হাদীস থেকে যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন; সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকদের মধ্যে মিল-মিশ করাতে চায়, ভালো কথাকে অগ্রাধিক দেয় কিংবা উত্তম কথা বলে। (হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন) ইমাম মুসলিম এক রেওয়ায়েতে আরো বলেছেন; হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনিনি যে তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তিনি কোনো কথা-বার্তায় মিথ্যা বলা অনুমতি দিয়েছেন। তাহলো ঃ (১) জিহাদ (২) লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে এবং (৩) আপন স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তায় স্বামীর মিথ্যা ভাষণে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বাষট্টি

কথা বলতে এবং তা উদ্ধৃত করতে সতর্ক থাকার তাগিদ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (হে বান্দাগণ)! যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে ছুটে বেড়িওনা। (সূরা ইসরা ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

তিনি আরো বলেন ঃ কোনো শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়না। যার সংরক্ষণের জন্যে একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মজুদ না থাকে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৮)

١٥٤٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ - رواه مسلم .

১৫৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো লোকের জন্যে এতটুকু মিথ্যা বলাই যথেষ্ট যে, সে যেকথা শুনতে পায়, তাকেই সে রটনা করে বেড়ায়। (মুসলিম)

١٥٤٨ . وَعَنْ سَمُرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يَرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ - رواه مسلم

১৫৪৮. হযরত সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বর্ণনা করে বেড়ায়, অথচ সে তাকে মিথ্যা বলে জানে, তাহলে সে পাক্কা মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। (মুসলিম)

١٥٤٩ . وَعَنْ اَسْمَاءَ رض اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ. متفق عليه . اَلْمُتَشَبِّعُ هُوَ الَّذِى يُظْهِرُ الشِّبَعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَانَ وَمَعْنَاهُ هُنَا اَنَّهٗ يُظْهِرُ اَنَّهٗ حَصَلَ لَهٗ فَضِيْلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. وَلَابِسُ ثَوْبَىْ زُوْرٍ اَىْ ذِىْ زُوْرٍ وَهُوَ الَّذِىْ يُزَوِّرُ عَلَى النَّاسِ بِاَنْ يَّتَزَيّٰى بِزَىِّ اَهْلِ الزُّهْدِ اَوِ الْعِلْمِ اَوِالثَّرْوَةِ لِيَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ وَلَيْسَ هُوَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ - وَقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

১৫৪৯. হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেন, এক মহিলা এসে নিবেদন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমি যদি আমার স্বামীর নামে সসংকোচে বলি যে, তিনি আমায় এটা দিয়েছেন, সেটা দিয়েছেন ঃ অথচ তিনি আমায় ঐ সবের কিছুই দেননি। তাহলে কি (আমার) গুনাহ হবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি সসংকোচে কারো দানের কথা ব্যক্ত করে, অথচ তাকে ঐসবের কিছুই দেয়া হয়নি তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে মিথ্যার দুখানি বস্ত্র পরিধান করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তেষট্টি

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নিষিদ্ধতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর মিথ্যা বলা পরিহার করো। (সূরা হজ্জ ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

তিনি আরো বলেন ঃ (হে বান্দাগণ!) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটোনা।
(সূরা বানী ইসরাঈল ঃ)

وَقَالَ تَعَالَى : مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

তিনি আরো বলেন ঃ কোন শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন চির-উপস্থিত পর্যাবেক্ষক মজুদ না থাকে। (ক্বা-ফ ঃ১৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

তিনি আরো বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ ওঁৎ পেতে আছে'। (সূরা ফাজর ঃ১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ -

তিনি আরো বলেন ঃ 'আর তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করেনা'। (সূরা ফোরকান ঃ ৭২)

١٥٥٠ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَ لَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ ؟ الْكَبَائِرِ قُلْنَا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهٗ سَكَتَ - متفق عليه .

১৫৫০. হযরত আবু বাকরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের অনেক বড়ো কবীরা গুনাহ সম্পর্কে সাবধান করে দেবনা ? আমরা নিবেদন করলাম ঃ অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানি করা। একথা বলার সময়ে তিনি বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি, আমরা বলতে লাগলাম হায়! তিনি যদি চুপ মেরে যেতেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চৌষট্টি

কোন বিশেষ লোক কিংবা চতুষ্পদ প্রাণীকে লানত করা নিষেধ

١٥٥١ . عَنْ اَبِىْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْاَنْصَارِىِّ رض وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَايَمْلِكُهٗ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهٖ - متفق عليه.

১৫৫১. হযরত আবু যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে দাহ্হাক আনসারী (রা) (যিনি বাইআতে রিযওয়ানে শরীক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো ধর্মের নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হলফ গ্রহণ করবে, (বলে যে, সে যদি এরূপ করে তবে সে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান) সে ঠিক সে রকমই হবে, যে রকম সে (হলফে) বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সাথে নিজেকে হত্যা করবে, সে তার সাথেই কিয়ামতের দিন আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি যে জিনিসের মালিক নয়, সে সেই জিনিসের নযর-নিয়ায মানতে পারেনা। আর মুমিনকে 'মালাউন' বলা (বা অনুরূপ) মিথ্যাপবাদ দেয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥٢ . وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْبَغِىْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا - رواه مسلم

১৫৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তিকে বেশি লা'নত করা কোনো সিদ্দীক (সত্যানিষ্ঠ)-এর পক্ষে সমীচীন নয়। (মুসলিম)

١٥٥٣ . وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَكُوْنَ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم .

১৫৫৩. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অধিক লা'নতকারী না কিয়ামতের দিন (কাউকে) সুপারিশ করতে পারবে, আর না সাক্ষ্য দান করতে পারবে। (মুসলিম)

١٥٥٤ . وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِهٖ وَلَا بِالنَّارِ . رواه ابو داود والترمذى وقالا حديث حسن صحيح .

১৫৫৪. হযরত সামুরা বিন্ জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো প্রতি আল্লাহ্র লা'নত ও গযব বর্ষিত হওয়ার এবং তাকে আগুনে নিক্ষিত হওয়ার কথা বলোনা। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٥٥٥ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَاالْبَذِيِّ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

১৫৫৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন কাউকে বিদ্রূপ করেনা, কাউকে অভিশাপ দেয় না; সে অশ্লীলভাষী হয়না এবং বেহুদা কথাবার্তাও বলেনা। (তিরমিযী)

ইমাম মিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٥٥٦ . وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ اِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ اِلَى الْاَرْضِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا فَاِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاغًا رَجَعَتْ اِلَى الَّذِىْ لُعِنَ فَاِنْ كَانَ اَهْلًا لِذٰلِكَ وَ لَا رَجَعَتْ اِلٰى قَائِلِهَا - رواه ابو داود .

১৫৫৬. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যখন কারো প্রতি লা'নত বর্ষণ করে, তখন সে লা'নত আসমানের দিকে উঠে যায়। কিন্তু লা'নতটি সামনে অগ্রসর হবার ফলে আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তা জমিনের দিকে অবতরণ করতে শুরু করে। তখন তার জন্যে জমিনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তা ডানে ও বামে চলে যায়। যখন সে কোনো পথ খুঁজে পায়না, তখন যে ব্যক্তির ওপর লা'নত করা হয়েছে তার দিকে ফিরে যায়। কিন্তু সে যদি লা'নতের হকদার না হয় তাহলে তা লা'নাতকারীর দিকে ফিরে আসে। (আবু দাউদ)

١٥٥٧ . وَعَنْ عِمْرَنَ ا بْنِ الْحُصَيْنِ رض قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَاْمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ عَلٰى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خُذُوْا مَا عَلَيْهَا وَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّىْ اَرَاهَا الْاٰنَ تَمْشِىْ فِىْ النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا اَحَدٌ - رواه مسلم .

১৫৫৭. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন (আমরাও সাথে ছিলাম)। এক আনসারী মহিলা উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিল। সে উষ্ট্রীটিকে দ্রুত গতিতে হাকাচ্ছিল এবং খুব শাঁসাতে শাঁসাতে তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে লাগল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ উটের পিঠের মাল-পত্র নামিয়ে ছেড়ে দাও কারণ উষ্ট্রীটি এখন অভিশপ্ত। বর্ণনাকারী হযরত ইমরান বলেন, আমি যেন এখন দেখতে পাচ্ছি যে, উষ্ট্রীটি লোকদের মাঝে ঘুরাফিরা করছে এবং কেউ তার সামনে যাচ্ছেনা। (মুসলিম)

١٥٥٨ . وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْاَسْلَمِىِّ رض قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلٰى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ اِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتُصَاحِبْنَ نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ - رواه مسلم قوله حَلْ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَاِسْكَانَ اللامِ وَهِىَ كَلِمَةٌ لِزَجْرِ الْاِبِلِ -

১৫৫৮. হযরত আবু বারযাহ নায্‌লাতা ইবনে উবাইদ আল-আসলামি (রা) বর্ণনা করেন, একবার এক যুবতী মেয়ে উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার ছিল। তার ওপর লোকদেরও কিছু মালপত্র চাপানো ছিল। হঠাৎ সেই মেয়েটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। দলের লোকদের নিকট পাহাড়ের পথ সংকীর্ন হয়ে পড়লো ভয়ের দরুন) মেয়েটিকে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হতে লাগল। মেয়েটি উষ্ট্রীকে বললো ঃ হাল্ (আদেশসূচক শব্দ) অর্থাৎ চল!

হে আল্লাহ! এর ওপর লা'নত বর্ষণ কর। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে এমন কোনো উষ্ট্রী যেতে পারেনা, যার ওপর লা'নত করা হয়েছে। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত হাল حَلْ শব্দটি উটকে ধমকানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম নববী বলেন, মনে রাখা দরকার যে, এই হাদীসের মর্মকে কঠিন বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ এর মধ্যে কাঠিন্যের কিছু নেই। এর উদ্দেশ্য হলো, তিনি এই মর্মে থামিয়ে দিলেন যে, এই উষ্ট্রীটি যেন তার সঙ্গে না যায়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তাকে বিক্রী করা যাবেনা কিংবা যবাই করা যাবেনা অথবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ছাড়া এর ওপর সওয়ার হওয়া যাবেনা; বরং উল্লেখিত ধরনের ব্যবহার এবং এছাড়া অন্যান্য ধরনের ব্যবহারও নিষিদ্ধ নয় তবে ওই উষ্ট্রীর সাথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহচর্য সঙ্গত নয়। এছাড়া অন্যান্য সব ধরনের ব্যবহারই বৈধ; সে সব নিষিদ্ধ হওয়ার মতো কোনো দলীল পাওয়া যাবে না। সুতরাং উল্লেখিত একটি ধরন ছাড়া বাকি সব ধরনই বৈধ। (এ বিষয়ে আল্লাহ ভাল জানেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশ পঁয়ষট্টি

অনির্দিষ্ট নাফরমানের প্রতি লা'নত প্রেরণের বৈধতা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ জেনে রেখো, জালিমদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। (সূরা হুদ ঃ ১৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ তো (তখন) তাদের মধ্যে জনৈক আহবানকারী আহবান করবে যে, জালিমদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। (সূরা আরাফ ঃ ৪৪)

ইমাম নববী (রহ) বলেন ঃ সহীহ্ হাদীস থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই নারীর প্রতি আল্লাহ্র লা'নত, যে (মাথার চুলকে লম্বা দেখানোর জন্যে) কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে কিংবা এর ব্যবস্থা করে দেয়। আর সূদ খোরের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। আল্লাহ (মানুষের) ছবি নির্মাণকারীদের অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা (ইচ্ছামতো) পাল্টে ফেলে তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত। তিনি আরো বলেছেন ঃ যারা চুরি করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত সে একটি ডিম পরিমাণ মালামালই চুরি করুকনা কেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন পিতা মাতার প্রতি লা'নত করে, তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। আর যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) নামে (কোনো প্রাণী) যবাই করে, তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনায় কোন বিদআত চালু করবে, অথবা কোনো বিদআতকে প্রশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা এবং তামাম লোকেরা লা'নত বর্ষণ করে। পরন্তু রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্‌দো'আ করতে গিয়ে বলেন; হে আল্লাহ! রিআল, যাক্‌ওয়ান ও উসাইয়্যার (উল্লেখ্য এই তিনটি আরবের উপজাতি) প্রতি লা'নত প্রেরণ করো; এই কারণে যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে নাফরমান। তিনি আরো বলেন, ইয়াহুদদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত পড়ুক। এরা আপন নবীদের (রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। তিনি (রাসূলে আকরাম) সেই সব পুরুষদের অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছেন, যারা মেয়েদের অনুকরণ করে। আবার সেই নারীকেও অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছেন, যারা পুরুষদের অনুকরণ করে। এই সমস্ত কথাই সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এর কোনো কোনো বর্ণনা সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনা শুধুমাত্র একটি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছয়ষট্টি

মুসলমানদের নাহক গালাগাল করা হারাম

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি এমন কাজের তোহ্‌মত (মিথ্যা অপবাদ) আরোপ করে, তারা একটা বিরাট মিথ্যাপবাদের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

١٥٥٩ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ - متفق عليه .

১৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের গালি দেয়া ফাসিকী এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٠ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَايَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ اَوِ الْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذٰلِكَ - رواه البخارى .

১৫৬০. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে ফাসিক ও কাফির বলে আখ্যায়িত করে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তার হকদার না হলে অপবাদটা প্রথম ব্যক্তির দিকে ফিরে যাবে। (বুখারী)

١٥٦١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِىْ مِنْهُمَا حَتّٰى يَعْتَدِى الْمَظْلُوْمُ - رواه مسلم .

১৫৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি যখন একে অপরকে গালাগাল করে, তখন তার অপরাধ (প্রধানত) সূচনাকারীর ওপরই বর্তায়। অবশ্য যদি মজলুম বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

١٥٦٢ . وَعَنْهُ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : اَضْرِبُوْهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ : لَاتَقُوْلُوْا هٰذَا لَاتُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ - رواه البخارى .

১৫৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো। লোকটি শরাব পান করেছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওকে মার দাও। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের কেউ কেউ তাকে ঘুসি মারতে লাগল; কেউ কেউ তাকে জুতা মারছিল। আবার কেউ কেউ তাকে কাপড় পাকিয়ে মারছিল। লোকটি যখন (বাড়ি) ফিরে আসছিল, তখন কেউ কেউ তাকে বিদ্রূপ করে বলছিল; আল্লাহ তোকে অপদস্থ করুক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ কথা বলোনা; তার ওপর শয়তানকে বিজয়ী হতে দিওনা। (বুখারী)

١٥٦٣ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهٗ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ - متفق عليه .

১৫৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি নিজের গোলামের ওপর ব্যভিচারের তোহমত (যেনার অপবাদ) আরোপ করে কিয়ামতের দিন তার ওপর 'হদ' (চরম দণ্ড) কার্যকর করা হবে। তবে শর্ত এই যে, তার কথাকে ঠিক ঘটনা মুতাবেক হাতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতষট্টি

অকারণে কোনো শরিয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া মৃত লোককে গালাগাল করা হারাম

١٥٦٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا - رواه البخارى .

১৫৬৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করোনা; কেননা, তারা (ভালো-মন্দ) যা কিছু আমল করেছে, তা তারা (ইতোমধ্যেই) পেয়ে গেছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটষট্টি

কোন মুলমানকে যেন কষ্ট না দেয়া হয়

قَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর ওপর এমন কাজের তোহ্মত আরোপ করে যা তারা করেনি, তারা নিজেদের কাধে বুহতান ও সুস্পষ্ট গুনাহর বোঝা চাপিয়ে নেয়। (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

١٥٦٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ - متفق عليه .

১৫৬৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে (অন্য) মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজগুলোকে ছেড়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٦ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَاْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَاتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُّؤْتِى اِلَيْهِ - رواه مسلم .
وَهُوَ بَعْضُ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ سَبَقَ فِىْ بَابِ طَاعَةِ وَلَاةِ الْاُمُوْرِ -

১৫৬৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আ'স (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তার জন্যে জরুরী হলো, যখন তার মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসবে, তখন সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং লোকদের সাথে সে এমন আচরণ করে, যেমন আচরণ সে নিজের প্রতি দেখতে চায় এবং তেমন আচরণই সে প্রদর্শন করে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনসত্তর

পরস্পরে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই স্বরূপ। (সূরা হুজরাত ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -

তিনি আরো বলেন ঃ আর যারা মুমিনদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর মনোভাব রাখে। (সূরা মায়েদা ঃ ৫৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ -

তিনি আরো বলেন ঃ মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল! আর যারা তার সঙ্গী-সাথী, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে রহম দিল। (সূরা ফাত্‌হ ঃ ২৯)

١٥٦٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا وَ لَا تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَّ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ - متفق عليه .

১৫৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (তোমরা) পরস্পর প্রতি ক্রোধ পোষণ করোনা, হিংসা পোষণ করোনা, শত্রুতা পোষণ করোনা, সম্পর্কচ্ছেদও করোনা, বরং আল্লাহ্‌র-বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। আর কোনো মুসলমানের পক্ষে তার ভাইর সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٨ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا . رواه مسلم . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِيْ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَّاثْنَيْنِ وَزَكَرَ نَحْوَهٗ .

১৫৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সোমবার ও বিষ্যুদবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকে শরীক করেনি, তাকে (এদিন) ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি ও তার ভাইর মধ্যে শত্রুতা থাকে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের উভয়কে অবকাশ দাও। এমনকি তারা যেন নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে নিতে পারে। (কথাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বলেন)। (মুসলিম)

একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বিষ্যুদবার ও সোমবার আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সত্তর

হিংসা করা নিষেধ (হারাম)

হিংসার তাৎপর্য এই যে, হিংসা পোষণকারী আপন মালিকের কাছে নিয়ামত বিলুপ্তির আকাঙ্খা পোষণ করে, তা দ্বীনের নিয়ামত হোক কি দুনিয়ার।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ কিংবা তারা অন্যান্য লোকদের প্রতি এই জন্যে হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন। (সূরা নিসা ঃ ৫৪)

এই পর্যায়ে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি স্মর্তব্য, যা পূর্বেকার অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

١٥٦٩ . وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ اَوْ قَالَ الْعُشْبَ - رواه ابو داود .

১৫৬৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদেরকে হিংসা থেকে বাঁচাও। এ কারণে হিংসা নেক কাজগুলোকে ঠিক সেভাবে খতম করে দেয়, যেভাবে আগুন লাক্ড়ীকে কিংবা ঘাসকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একাত্তর

গুপ্তচর বৃত্তি এবং অন্যায়ভাবে অপরের কথা শোনা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تَجَسَّسُوْا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর (তোমরা) একে অপরের গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কে খোঁজা-খুজি করোনা। (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا -

তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওপর এমন কাজের তোহমত আরোপ করে, যা তারা করেনি এবং বিনা অপরাধে তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা নিজেদের মাথায় অতি বড় মিথ্যা দোষ এবং সুস্পষ্ট গুনাহ্‌র বোঝা তুলে নেয়। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٠ . وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَ لَا تَحَسَّسُوْا وَ لَاتَجَسَّسُوْا وَ لَاتَنَا فَسُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ الْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَ لَايَخْذُلُهُ وَ لَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَادِكُمْ وَلَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَعَامَالِكُمْ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَاتَحَاسَدُوْا ، وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَاتَنَا جَشُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا . وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تَقَاطَعُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا وَ لَاتَبَاغَضُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ

اللّٰهِ اِخْوَانًا. وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَاتَهَاجَرُوْا وَ لَايَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ - رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخارى اكثرها .

১৫৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বাঁচো। কেননা খারাপ ধারণা হচ্ছে অত্যন্ত মিথ্যা কথা। আর দোষ-ত্রুটি সন্ধান করে বেড়িও না। আর না গোয়ন্দাগিরি করো, আর না একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করো। আর না একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো। আর না একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করো। আল্লাহ্‌র বান্দাহরা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও। যেমন তোমাদেরকে আল্লাহ হুকুম করেছেন ঃ মুসলমানরা মুসলমানের ভাই স্বরূপ। তারা না পরস্পরের প্রতি জুলুম করে আর না পরস্পরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাকওয়া হচ্ছে এই জায়গায়ই। একথা বলে তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন। লোকদের জন্য এতটুকু খারাপ কথাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের রক্ত সম্মান এবং ধন-মাল অপর মুসলমানের জন্য হারাম। সাবধান থেকো। আল্লাহ তোমাদের দৈহিক গঠন ও আকার আকৃতি এবং তোমাদের কর্ম-কাণ্ডকে দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর এবং কার্য-কলাপ দেখেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তোমরা না পরস্পরে ঈর্ষা পোষণ করো, আর না পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করো, কিংবা না একে অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করো, আর না দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াও। অথবা পরস্পরকে ধোঁকা দাও। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করোনা। পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করোনা, পরস্পরে প্রতি হিংসা-দ্বেষ পোষণ করোনা। হে আল্লাহ্‌র বান্দাহরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, একে অপরের সাথে মেলামেশা বন্ধ করোনা। তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অন্যের দরদামের ওপরে দরদাম করোনা। এই সমস্ত রেওয়ায়েত ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ রেওয়ায়েত।

١٥٧١ . وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّكَ اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْسَدْتَهُمْ اَوْ كِدْتَ اَنْ تُفْسِدَهُمْ - حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৫৭১. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; তুমি যদি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি সন্ধান করো তাহলে তাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। কিংবা অচিরেই তারা ফেতনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বে।

ইমাম আবু দাউদ নির্ভুল সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٥٧٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّهُ اُتِىَ بِرَجُلٍ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحَيْتُهُ خَمْرًا فَقَالَ اِنَّا قَدْنُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلٰكِنْ اِنْ يَّظْهَرْ لَنَا شَىْءٌ نَاخُذْ بِهِ - حديث حسن صحيح - رواه ابو داود باسنادٍ علٰى شرط البخارى والمسلمٍ .

১৫৭২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, তার কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো এবং তার সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি অমুক ব্যক্তি যার দাঁড়ি থেকে শরাবের ফোঁটা ঝড়ে পড়ছিলো। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাদেরকে দোষ-ক্রুটি খুঁজে বেড়াতে বারন করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ আমাদের সামনে যদি কোনো দোষ-ক্রুটি প্রকট রূপে দেখা দেয় তাহলে আমরা সেটিকে পাকড়াও করবো।

হাদীসটি সহীহ এবং আবু দাঊদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে এটিকে সনদ সহ উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বাহাত্তর

নিষ্প্রয়োজনে মুসলমানদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা খুব বেশি ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কুধারণা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

١٥٧٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ - متفق عليه .

১৫৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদেরকে কুধারণা পোষণ থেকে বাঁচাও। কেননা, কুধারণা পোষণ হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তেহাত্তর

মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান, অবজ্ঞা করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانَ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! কোনো জনগোষ্ঠী অন্য অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করে। হতে পারে যে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর মেয়েরাও যেন মেয়েদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। হতে পারে যে, তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর আপন মুমিন ভাইয়ের ওপর দোষারোপ করোনা। আর না একজন অপর জনকে খারাপ নামে ডাকো। ঈমান আনার পর খারাপ নামে ডাকা গুনাহ। আর যে তওবা করবেনা সে জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা হুজরাত ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

তিনি আরো বলেন ঃ নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে যে (মুখোমুখি) লোকদেরকে গাল-মন্দ এবং (পিছনে) তার নিন্দা প্রচারে অভ্যস্ত। (সূরা হুমাঝাহ্ ঃ ১)

١٥٧٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بِحَسْبِ اَمْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ - رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله -

১৫৭৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো লোকের জন্যে এতটুকু মন্দই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে। (মুসলিম)

হাদীসটি সম্ভবত ইতোপূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে।

١٥٧٥. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنَةً فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُّحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - رواه مسلم. وَمَعنى بطر الحَقّ دَفعُهُ وَغَمطُهُم اِحتِقَارُهُمْ وَقَد سَبَقَ بَيَانُهُ اَضَحَ مِنْ هذافىْ باب الكبر .

১৫৭৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো ঃ (কিন্তু) প্রত্যেক ব্যক্তিই তো চায় যে, তার পোশাকটা ভালো হোক আর জুতাটাও ভালো হোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিঃসন্দেহে! আল্লাহ সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি ভালোবাসেন। আর অহংকার হলো, সত্যি কথা অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে অবজ্ঞা করার নাম। (মুসলিম)

١٥٧٦. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَ لّٰى عَلَى اَنْ لَّا اَغْفِرَ لِفُلَانٍ اِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ -

رواه مسلم

১৫৭৬. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; একটি লোক বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ অমুক লোককে ক্ষমা করবেন না। একথায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, আমার নামে কসম খায় যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবোনা ? (জেনে রাখো) আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চুহাত্তর

মুসলমানদের কষ্ট দেখে খুশি হওয়া বা আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই ভাই স্বরূপ। (সূরা হুজরাত ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِىْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

তিনি আরো বলেন ঃ যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে নির্লজ্জতা অর্থাৎ ব্যাভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত খবর বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা নূর ঃ ১৯)

١٥٧٧ . وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُظْهِرِالشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن . وَفِىْ الْبَابِ الْحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ السَّبِقُ فِىْ بَابِ التَّجَسُّسِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ الْحَدِيْثَ .

১৫৭৭. হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন্ আস্কা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আপন ভাইর মুসিবতে আনন্দ প্রকাশ করোনা। কেননা এতে আল্লাহ্ তার ওপর রহম করবেন এবং তোমায় মুসিবতে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী)

হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পাঁচাত্তর

বংশধারা নিয়ে বিদ্রূপ করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যারা মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীকে এমন কাজের মিথ্যাপবাদ দেয়, যা তারা করেনি, তারা নিজেদের কাঁধে বুহতান এবং সুস্পষ্ট গুনাহর বোঝা তুলে নেয়। (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

١٥٧٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ الْمَيِّتِ - رواه مسلم

১৫৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা দুটি বিষয়ে দরুন কাফির হয়ে যায় ঃ বংশ ধারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং মৃত ব্যক্তির ওপর মিথ্যাপবাদ আরোপ করা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছিয়াত্তর

কাউকে খোটা দেয়া ও ধোঁকা দেয়া নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْ فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُبِيْنًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর ওপর এমন কাজের তোহ্মত আরোপ করে, যা তারা করেনি, এবং এভাবে তাদের কষ্ট প্রদান করে, তারা নিজেদের মাথায় বুহ্তান (মিথ্যাপবাদ) ও পরিষ্কার গোনাহর বোঝা তুলে নিয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

١٥٧٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا . رواه مسلم . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَاهٰذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : اَصَبَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَفَلَاجَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

১৫৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। আর যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের লোক নয়। (মুসলিম)

মুসলিমেরই এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য সামগ্রীর এক স্তুপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের হাতকে স্তুপের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি নিজের আঙ্গুলে স্যাঁতসেতে ভাব অনুভব করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে খাদ্যশস্য ওয়ালা! এটা কি জিনিস ? সে জবাব দিল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এর ওপর বৃষ্টি পড়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে বৃষ্টি ভেজা খাদ্যশস্যকে ওপরে কেন রাখো নি ? তাহলে লোকেরা সেটা দেখতে পেত! (জেনে রেখো) যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

١٥٨٠ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَنَا جَشُوْا - متفق عليه .

১৫৮০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (তোমরা) ধোঁকাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করোনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨١ . عَنِ ابْنِ عَمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجَشِ - متفق عليه .

১৫৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নিতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٢ . وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَاخِلَابَةَ - متفق عليه . اَلْخِلَابَةُ بِاءٍ مُّعْجَمَةٍ مَّكْسُوْرَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ وَهِيَ الْخَدِيْعَةُ .

১৫৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলো যে, ক্রয়-বিক্রয়ে তাকে ধোকা দেয়া হয়। রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যে ব্যক্তির সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করো, তাকে বলো ঃ ধোকার প্রশ্রয় নেয়া উচিত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ اَمْرِىءٍ اَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا - رواه ابو داود - خَبَّبَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مَوَحَّدَةٍ مُكَرَّرَةٍ اَىْ اَفْسَدَهُ وَخَدَعَهُ .

১৫৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী কিংবা তার গোলামকে ধোকা দেয় ও তার চরিত্র নষ্ট করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাঊদ)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতাত্তর

ওয়াদা ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْدِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অঙ্গীকারগুলোকে পূর্ণ করো।
(সূরা মায়েদা ঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا -

তিনি আরো বলেন ঃ আর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করো। কেননা, অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٥٨٤ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَلِصًا وَّ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه .

১৫৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি স্বভাব খাস্‌লত পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক রূপে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে ঐগুলোর একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকীরও একটি স্বভাব থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত সে ঐটিকে ছেড়ে না দেবে। এই স্বভাবগুলো হলো ঃ তার কাছে যখন আমানত রাখা হয় সে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন ঝগড়া করে তখন বাজে কথা বলে।
(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٥ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اَبْنِ عُمَرَ وَ اَنَسٍ رض قَلُوْا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ - متفق عليه .

১৫৮৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইবনে উমর (রা) ও আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি ওয়াদা ভঙ্গকারী ব্যক্তির জন্যে কিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে। তখন বলা হবে, এটি অমুক ব্যক্তির ওয়াদা ভঙ্গের ঝাণ্ডা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٦ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَدِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهٗ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ اَلَا وَلَا غَدِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ اَمِيْرِ عَامَّةٍ . رواه مسلم .

১৫৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্যে তার দরজার কাছে একটি ঝাণ্ডা থাকবে। তার ওয়াদা ভঙ্গের অনুপাতে সেটিকে সমুন্নত করা হবে। সাবধান! সাধারণ লোকদের আমীরের চেয়ে সেদিন বড়ো আর কোনো ওয়াদা ভঙ্গকারী থাকবেনা। (মুসলিম)

١٥٨٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَكَلَ ثَمَنَهٗ وَ رَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْ فٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ - رواه البخارى

১৫৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ফরমান হলো ঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে ঝগড়া করবো। প্রথম শ্রেণী হলো সেই লোক যে আমার নামে ওয়াদা করেছে, তারপর সেই ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয় হল সেই লোক, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে দিয়েছে বেং তার মূল্য খেয়ে ফেলেছে। তৃতীয় হলো সেই লোক যে কাউকে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে লোক কোনো শ্রমিককে কাজে লাগিয়েছে তার কাছ থেকে পুরো কাজ নিয়েছে কিন্তু তাকে (যথার্থ) পারিশ্রমিক দেয়নি। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটাত্তর

দান-খয়রাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে খোটা দেয়া নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ নিজেদের দান-খয়রাতকে খোটা দিয়ে এবং মানসিক কষ্ট দিয়ে বরবাদ করে দিওনা। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَا اَذًى -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা আপন ধন-মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে অতঃপর এই ব্যয়ের জন্য কাউকে খোটা দেয় না এবং কাউকে কষ্টও দেয় না। (তারাই সফলকাম)

(সূরা বাকারা ঃ ২৬২)

١٥٨٨ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَايَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لَايُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ - رواه مسلم .

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ يَعْنِى الْمُسْبِلَ اِزَارَهُ وَثَوْبَهُ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ .

১৫৮৮. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তিন ব্যক্তির সাথে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, আর না তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। হযরত আবু যার (রা) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এইসব লোক কারা ? এরা তো ক্ষতিগ্রস্থ লোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো সেই লোক যে অহংকার বশতঃ পরিধেয় কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, দ্বিতীয় হলো সেই লোক যে খোটা দেয়, তৃতীয় হলো সেই লোক যে মিথ্যা শপথ করে নিজের মাল-সামান বিক্রি করে। (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক রেওয়াতে আছে, সে ব্যক্তি নিজের পায়জামকে ঝুলিয়ে দেয় অর্থাৎ অহংকার বশত নিজের পায়জামাকে এবং পরিধেয় কাপড়কে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উনআশি

গর্ব-অহংকার ও বাড়াবাড়ি করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى -

মহান আল্লাহ বলেন, তুমি নিজেকে খুব পাক-সাফ বলে জাহির করো না। যে ব্যক্তি পরহেজগার সে এব্যাপারে খুব ভালভাবে অবহিত। (সূরা আন-নাযম ঃ ৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন, অভিযুক্ত সেই লোকদের বিরুদ্ধে যে লোকদের উপর জুলুম করে এবং দেশে নাহক ফ্যাসাদ ছড়ায়, তাদের জন্য কষ্ট যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

(সূরা আশশূরা ঃ ৪২)

١٥٨٩ . وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَايَبْغِىَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَّلَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ . رواه مسلم . قَالَ اَهْلُ اللُّغَةِ الْبَغْىُ التَّعَدِّىْ وَالِاسْتِطَالَةُ .

১৫৮৯. হযরত আয়ায বিন হিমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা ভারসাম্য অবলম্বন করো। কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে না, না কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর গর্ব করবে। (মুসলিম)

অভিধানকারগণ বলেছেন, হাদীসে উল্লেখিত 'বাগী' বলা হয় বাড়াবাড়ি এবং অন্যের ওপর হস্তক্ষেপ করাকে।

١٥٩٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ . رواه مسلم . وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُوْرَةُ اَهْلَكُهُمْ بِرَفْعِ الْكَافِ وَرُوِىَ بِنَصْبِهَا وَهٰذَا النَّهْىُ لِمَنْ قَالَ ذٰلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهٖ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ وَارْتِفَعًا عَلَيْهِمْ فَهٰذَا هُوَ الْحَرَامُ وَاَمَّا مَنْ قَالَهٗ لَمَّا يَرٰى فِىْ النَّاسِ مِنْ نَّقْصٍ فِىْ اَمْرِدِيْنِهِمْ وَقَالَهٗ تَحَزُّنًا عَلَيْهِمْ وَعَلَى الدِّيْنَ فَلَاَبَاسَ بِهٖ هٰكَذَا فَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ وَفَضَّلُوْهُ وَمِمَّ قَالَهٗ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْاَعْلَامِ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَالْخَطَّابِىُّ وَالْحُمَيْدِىُّ وَاٰخَرُوْنَ وَقَدْ اَوْضَحْتُهٗ فِىْ كِتَابِ الْاَذْكَارِ .

১৫৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো লোক বলে, লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে তখন বুঝতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি নিজেই লোকদের মধ্যে বেশি ধ্বংস হওয়া লোক। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আশি

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছেদ করা নিষেধ। অবশ্য বিদআত, ফাসেকী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পর্কছেদ করার অনুমতি রয়েছে

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ মুসলমানরা হচ্ছে পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। (সূরা হুযরাত ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর গুনাহ্ ও জুলুমের ব্যাপারে সাহায্য করোনা।

(সূরা মায়েদা ঃ ২)

١٥٩١ . وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقَاطَعُوْا وَ لَاتَدَابَرُوْا وَ لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ - متفق عليه .

১৫৯১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সম্পর্কচ্ছেদ করো না, আর না একে অপরের সাথে দুশমনি করো, না পরস্পরে ঘৃণা রাখ, আর না একে অপরের সাথে হিংসাদ্বেষ পোষণ করো। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে সে তার ভাইকে তিনদিনের চেয়ে বেশি ত্যাগ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٢ . وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَتُعْرِضُ هٰذَا وَ يُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ - متفق عليه .

১৫৯২. হযরত আইয়ুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার ভাইকে তিন রাতের চেয়ে বেশি ছেড়ে থাকবে। উভয়ে সাক্ষাত করলে একজন এদিকে ও অপরজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। এই দুইয়ের মধ্যে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি যে সালামের সূচনা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِىْ كُلِّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِكُلِّ اَمْرِىءٍ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا اِمْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيَقُوْلُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا - رواه مسلم .

১৫৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলকে পেশ করা হয়, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন যে আল্লাহ্র সাথে অপর কাউকে শরীক মনে করে না। তবে কোনো ব্যক্তি এবং তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা থাকলে আল্লাহ বলেন এই দুজনকে ছেড়ে দাও এরা পরস্পরে সন্ধি করে আসুক। (মুসলিম)

١٥٩٤ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالٰكِنْ فِىْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ - رواه مسلم اَلتَّحْرِيْضُ الْاِفْسَداءُ وَ تَغْيِيْرُ قُلُوْبِهِمْ وَتَقَا طُعُهُمْ -

১৫৯৪. হযরত যাবের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শয়তান এই বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা তার ইবাদত করবে। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে।

(মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত আত্‌তাহরীশ শব্দের অর্থ হলো ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা, হৃদয়কে পরিবর্তিত করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা।

١٥٩٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ - رواه ابو داود باسناد على شرط البخارى ومسلم .

১৫৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়, সে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। অতএব যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে সে এই সময়ের মধ্যে মারা গেলে দোযখে যাবে।

আবু দাউদ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٦ . وَعَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ اَبِيْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيِّ وَيُقَالُ السُّلَمِيِّ الصَّحَابِىُّ رض اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৫৯৬. হযরত আবু খিরাস হাদরাত বিন আবু হাদরাত আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, (এবং তাকে সুলামে সাহাবীও বলা হয়)। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইকে একবছর পর্যন্ত ছেড়ে থাকবে সে যেন তার রক্তপাত করেছে।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِىْ الْاَجْرِ وَاِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْاِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ . رواه ابو داود باسناد حسن. قال ابو داود اذا كانت الهجرةُ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَلَيْسَ مِنْ هٰذَا فِىْ شَىْءٍ .

১৫৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিনের সাথে তিন দিনের বেশি অসন্তুষ্টি বজায় রাখা কোনো মুমিনের জন্যে জায়েয নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তিন দিন অতিক্রান্ত হলে তার কাছে যাবে। তাকে সালাম বলবে। যদি সে তার সালামের জবাব দেয়, তবে উভয়ে সওয়াবে শরীক হবে। আর যদি সালামের জবাব না দেয় তাহলে গুনাহগার হবে এবং সালাম দানকারী সম্পর্কচ্ছেদ থেকে দায়মুক্ত হবে।

ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, তখন তাতে কোনো গুনাহ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একাশি
গোপন সলাপরামর্শের সীমারেখা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (কাফেরদের) গোপন পরামর্শ হচ্ছে শয়তানের (কর্মকাণ্ড)।
(সূরা মুজাদিলাহ ঃ ৮)

١٥٩٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَا رض اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ : اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَا جَى اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ . متفق عليه . ورواه ابو داود وَزَادَ قَالَ اَبُوْ صَالِحْ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ ؟ فَاَرْبَعَةً قَالَ لاَيَضُرُّكَ . وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِىْ الْمُوَطَّأْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَرٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَلِدبْنِ عُقْبَةَ الَّتِىْ فِىْ السُّوْقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يُّنَا جِيَهٗ وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اَحَدٌ غَيْرِىْ فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً اٰخَرَ حَتّٰى كُنَّا اَرْبَعَةً فَقَالَ لِىْ وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِىْ دَعَا اِسْتَاخِرَا شَيْئًا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَيَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ .

১৫৯৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন তিন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে তখন তৃতীয় জনকে ছেড়ে দুজনে কোনো সলা-পরামর্শ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে এটুকু বৃদ্ধি করেন যে, আবু সালেহ বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ যদি চার ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ? ইবনে উমর (রা) জবাব দিলেন এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন্ দীনার থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর খালেদ বিন উকবার গৃহে ছিলাম। ঘরটি ছিল বাজারের মধ্যে অবস্থিত। একদিন সেখানে এক ব্যক্তি এল। সে তার সঙ্গে গোপন পরামর্শ করতে চাইছিল। তখন ইবনে উমর (রা) এর কাছে আমি ছাড়া আর কেউ ছিলনা। তখন ইবনে উমর (রা) অপর এক ব্যক্তিকে ডাকলেন। এভাবে আমরা চার ব্যক্তিতে পরিণত হলাম। তখন ইবনে উমর (রা) আমায় এবং আমন্ত্রিত তৃতীয় ব্যক্তিকে বললেন ঃ কিছু দূরে সরে যাও। এ কারণে যে, আমি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলছিলেন ঃ দুই ব্যক্তি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে আলাদা করে কোনো কান-পরামর্শ করবেনা।

١٥٩٩ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَا جَى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخِرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهٗ - متفق عليه .

১৫৯৯. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন তিন ব্যক্তি থাকবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া অপর দুই

ব্যক্তি কোনো কান পরামর্শ করবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আরো লোক এসে একত্রে জড়ো হয়। এই কারণে যে, এতে ওই তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পেতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বিরাশি

গোলাম, জানোয়ার, মহিলা ও বালকদেরকে কোনো শরয়ী কারণ ছাড়া বেশি কষ্ট দেয়া নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কারো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি এবং প্রতিবেশী আত্মীয়য়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সঙ্গী ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করো। নিশ্চিতভাবে জেনো, আল্লাহ কখনো অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

١٦٠٠ . وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : عُذِبَتْ اِمْرَاَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَ خَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَاهِىَ اَطْعَمَتْهَا وَ سَقَتْهَا اِذَا حَبَسَتْهَا وَ لَا هِىَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ - متفق عليه . خَشَاشِ الْاَرَضِ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمُكَرَّرَةِ وَهِىَ هَوَامُّهَا وَحَشَرَاتُهَا .

১৬০০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি মহিলাকে বিড়ালের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয়। কারণ সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মারা যায়। অতঃপর মহিলাটি দোযখে প্রবেশ করে। কারণ সে বিড়ালটিকে খানাপিনার কিছুই দিতনা। তাকে যখন আটকে রাখত এবং কোনো ক্রমেই ছাড়তনা, তখন সে জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে নিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠١ . وَعَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا وَّهُمْ يَرْمُوْنَهُ وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا - متفق عليه .

১৬০১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) তিনি কুরাইশদের কতিপয় যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন যুবকরা একটি ক্ষুদ্র পাখিকে বেঁধে রেখেছিল এবং (খেলাচ্ছলে)

তার দিকে তীর ছুড়ে মারছিল। তারা ক্ষুদ্র পাখির মালিকের সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, যেসব তীর খোয়া যাবে, তারা সেসব তীর তাকে দেবে। কিন্তু তারা যখন ইবনে উমর (রা)-কে দেখল তখন পরস্পর বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হযরত ইবনে উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কে করেছে? যে ব্যক্তি এটা করেছে তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত পড়ুক। রাসূলে আকরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকের ওপর লা'নত করলেন, যে কোনো প্রাণবিশিষ্ট বস্তুকে নিশানায় পরিণত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠٢ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ . متفق عليه، وَمَعْنَاهُ تُحْبَسَ لِلْقَتْلِ .

১৬০২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ প্রাণীকে তীরন্দাজির জন্যে বেঁধে রাখাকে নিষিদ্ধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এর অর্থ হলো, এই ধরনের প্রাণীকে মারার জন্যে বাঁধা যাবেনা।

١٦٠٣ . وَعَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رض قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِّنْ بَنِىْ مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ اِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا اَصْغَرُنَا فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُعْتِقَهَا - رواه مسلم وَفِىْ رِوَايَةٍ سَابِعَ اِخْوَةٍ لِّىْ .

১৬০৩. হযরত আবু সালী সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা) বর্ণনা করেন, আমি মুকাররিনের বংশধরদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম। আমাদের কাছে শুধু একজন খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যেকার সপ্তম ব্যক্তি ঐ খাদেমের মুখে একটি চড় মারে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমটাকে মুক্তি দিতে আদেশ দিলেন, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। (মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি ভাইদের মধ্যে সপ্তম ছিলাম।

١٦٠٤ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رض قَالَ : كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِّىْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِّنْ خَلْفِىْ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَلَمْ اَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ - فَلَمَّا دَنَا مِنِّىْ اِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَقُوْلُ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اَنَّ اللّٰهَ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ فَقُلْتُ لَا اَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ اَبَدًا - وَفِىْ رِوَايَةٍ فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِىْ مِنْ هَيْبَتِهِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِّوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ - رواه مسلم بِهٰذِهِ الرِّوَايَاتِ .

১৬০৪. হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি আমার গোলামকে চাবুক দিয়ে মারছিলাম হঠাৎ আমি পিছন থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম ঃ হে আবু মাসউস! জেনে রাখো, আমি ক্রোধের দরুন আওয়াযটি বুঝতে পারছিলাম না। যখন তা আমার

কাছাকাছি এল তখন বুঝতে পারলাম এটা তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়ায। তিনি বলছিলেন ঃ হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো, তুমি তোমার গোলামের ওপর যতটা ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ্ তোমার ওপর এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন। আমি নিবেদন করলাম, আমি এরপর আর কোনো গোলামকে মারধোর করবোনা।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েত মতে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি জন্যে মুক্তি দেয়া হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জেনে রাখো, তুমি যদি তাকে মুক্তি না দিতে, তাহলে আগুন তোমাকে স্পর্শ করত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٦٠٥ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ - رواه مسلم .

১৬০৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে এমন অপরাধের জন্যে মারধোর করে, যা সে করেনি কিংবা তার মুখে চপেটাঘাত করে, তার এই কাজের কাফ্ফারা হলো এই যে, সে তাকে (অবিলম্বে) মুক্তি দান করবে। (মুসলিম)

١٦٠٦ . وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رض أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِّنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيْمُوْا فِيْ الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ مَاهٰذَا قِيْلَ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ الْخَرَاجِ وَفِيْ رِوَايَةٍ حُبِسُوْا فِي الْجِزْيَةِ فَقَالَ هِشَامُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِيْ الدُّنْيَا فَدَخَلَ عَلَى الْأَمِيْرِ فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوْا - رواه مسلم. اَلْأَنْبَاطُ الْفَلَاحُوْنَ مِنَ الْعَجَمِ.

১৬০৬. হযরত হিশাম বিন্ হাকীম বিন্ জিহাম (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি সিরিয়া অঞ্চল অতিক্রমকালে কতিপয় আজমী কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই লোকদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের মাথায় যয়তুনের তেল ঢালা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপারটা কি ? তাকে বলা হলো, ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্যে এদেরকে সাজা দেয়া হচ্ছে অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ জিয্য়া আদায়ের কারণে এদেরকে আটক করা হয়েছে। হিশাম বলেন, আমি হলফ করে বলছি, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেই লোকদের সাজা দেবেন, যারা দুনিয়ায় লোকদের সাজা দান করে। এরপর তিনি সেখানকার শাসকের কাছে গেলেন এবং তাকে হাদীসটি শোনালেন। তখন তিনি আলোচ্য বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুসারে আটক ব্যক্তিদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। (মুসলিম)

١٦٠٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ : فَقَالَ

وَاللّٰهُ لَااَسِمُهُ اِلَّا اَقْصٰى شَىْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ وَ اَمَ بِحِمَارِهِ فَكُوِىَ فِى الْجَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ اَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ - رواه مسلم . اَلْجَاعِرَتَانِ نَاحِيَتَا الوَرِكَيْنِ حَوْلَ الدُّبُرَ -

১৬০৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধা দেখলেন। তার চেহারায় দাগানোর চিহ্ন ছিলো। তিনি এই কাজটিকে খারাপ মনে করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার চেহারায় আর দাগাবোনা। কিন্তু মুখ থেকে যে অংশ সর্বাধিক দূরে সেই অংশে দাগ দিব। অতএব তিনি তার গাধা সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তার পশ্চাৎভাগে দাগানো হয়। সুতরাং তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি পশ্চাৎদেশে দাগ দিয়েছেন। (মুসলিম)

١٦٠٨ . وَعَنْهُ جَابِرِبْنِ عَبْدِ للّٰه رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَدَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِىْ وَسَمَهُ. رواه مسلم. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اَيْضًا نَهٰى رَسُوْلُ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِىْ الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِىْ الْوَجْهِ .

১৬০৮. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন একদা রাসূলে আকরাম (স)-এর পাশ দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল। তার চেহারায় দাগ লাগানো হয়েছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্‌র যে বান্দাহ একে দাগ লাগিয়েছে, তার ওপর লা'নত বর্ষিত হোক। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রাণীর চেহারায় আঘাত করতে এবং দাগ দিতে বারণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত তিরাশি

কোন প্রাণীকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া এমন কি পিঁপড়াকেও, নিষেধ

١٦٠٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْثٍ فَقَالَ : اِنْ وَجَدْتُّمْ فُلَانًا وَّ فُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ اِنِّىْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَّ فُلَانًا وَاِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اِلَّا اللّٰهُ فَاِنْ وَّجَدْتُّمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا - رواه البخارى .

১৬০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি সেনাদলের মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা যদি কুরাইশদের অমুক অমুক ব্যক্তিকে নাগালের মধ্যে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেবে। এরপর আমরা যখন বেরোবার ইরাদা করলাম, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের আদেশ করলাম

তোমরা অমুক অমুককে জ্বালিয়ে দাও। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। সেহেতু তোমরা ওই দুজনকে পেলে হত্যা করে ফেলো। (বুখারী)

١٦١٠ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَاَيْنَا حُمَّرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهُ لَايَنْبَغِيْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلَّارَبُّ النَّارِ - رواه ابو داود باسناد صحيح. قوله قرية نملٍ معناه مَوْضِعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ .

১৬১০. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক সফরে আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বাইরে গেলেন। এসময় আমরা লাল রঙের একটি ছোট পাখি দেখলাম। তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছিলো। আমরা তার দুটি বাচ্চাকেই ধরে ফেললাম। তখন এই লাল রঙের ছোট্ট পাখিটি নিজের পালক ফুলিয়ে আমাদের কাছে এল। ইতোমধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ একে এর সন্তানদের ব্যাপারে কেউ ভয় দেখিয়েছে। এর বাচ্চাদেরকে এর কাছে ফেরত দাও। এসময় তিনি পিপাড়াদের জ্বালিয়ে দেয়া বাসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে এগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছে ? আমরা নিবেদন করলাম ঃ আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাগত স্বরে) বললেন ঃ আগুন দ্বারা আগুনের মালিকই কাউকে শাস্তি দিতে পারে।

(আবু দাউদ, সহীহ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চুরাশি

হকদার তার হক দাবি করলে ধনী ব্যক্তির হক আদায়ে টালবাহানা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে, আমানতদারদের আমানত তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ -

তিনি আরো বলেন ঃ যদি কেউ কাউকে আমানতদার ভেবে (কোন গচ্ছিত মাল ছাড়াই ঋণ দিয়ে দেয়) তাহলে আমানতদার আমানত আদায় করে দেবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৩)

١٦١١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ - متفق عليه . مَعْنٰى اُتْبِعَ اُحِيْلَ .

১৬১১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঋণ পরিশোধে মালদার ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম! আর যখন তোমাদের কাউকে ঋণ আদায়ের জন্যে কোনো মালদারের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হবে তখন সে তার পিছনে লেগে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত পাঁচাশি

হাদিয়া, হেবা, সদকা ইত্যকার সামগ্রী ফেরত নেয়া প্রসঙ্গ

١٦١٢ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَّذِىْ يَعُوْدُ فِىْ هَبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِىْ قَيْئِهٖ - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ مَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِىْ صَدَقَتِهٖ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهٖ فَيَاْ كُلُهٗ - وَفِىْ رِوَايَةٍ الْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهٖ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهٖ .

১৬১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হেবা স্বরূপ প্রদত্ত মাল ফেরত নেয়, সে কুকুরের মতো যে নিজের বমি নিজেই ভক্ষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ যে ব্যক্তি নিজের দানকৃত মাল ফেরত নেয়, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে সেই বমি আবার ফেরত নেয়, অর্থাৎ খেয়ে ফেলে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, নিজের দান বা হেবাকে যে ফেরতে নেয়, সে এমন ব্যক্তির মতো যে নিজের বমিকে নিজেই চেটে খায়।

١٦١٣ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهٗ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِيَهٗ وَظَنَنْتُ اَنَّهٗ يَبِيْعُهٗ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : لَاتَشْتَرِهٖ وَلَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهٗ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهٖ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهٖ - متفق عليه . قَوْلُهٗ حَمَلتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَعْنَاهُ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِيْنَ -

১৬১৩. হযরত উমর (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ আমি একটি ঘোড়া সওয়ারীর জন্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেই। যে ব্যক্তির কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছিল। তাই আমি সেটিকে খরিদ করার ইচ্ছা করলাম এবং ধারণা করলাম যে, সে সেটিকে সস্তায় বিক্রি করে দেবে। তাই আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি খরিদ করো না। যদি এটা এক দিরহাম মূল্যে পাওয়া যায় তবুও না; এই জন্য যে, যে ব্যক্তি নিজের সদকার মাল ফিরিয়ে নেয়, সে এমন ব্যক্তির মতো যে বমি করে তা আবার চেটে খায়।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশ ছিয়াশি
এতিমের মাল খাওয়া হারাম

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা এতিমের মাল অবৈধভাবে খেয়ে ফেলে তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে এবং (তারা) দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। (সূরা নিসা ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

তিনি আরও বলেন ঃ আর এতিমের মালের কাছেও যেও না, তবে এমন পন্থায় (যেতে পার) যা খুবই পছন্দনীয়। (সূরা আনআম ঃ ১২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদেরকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হচ্ছে, তাদের (অবস্থার) সংশোধন খুবই ভাল কাজ। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে এবং একত্রে খরচ করতে চাও (জেনে রেখ) ওরা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন যে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কে এবং সংশোধনকারী কে। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

١٦١٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ - متفق عليه.

اَلْمُوْبِقَاتُ الْمُهْلِكَاتُ .

১৬১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত ধ্বংসকারী বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করো। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটা কি জিনিস ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ সাথে শিরক করা, যাদু করা, আল্লাহ্ হারাম করেছেন এমন প্রাণীকে হত্যা করা, (অবশ্য শরয়ী হক অনুসারে হত্যা করা জায়েয) সুদ খাওয়া, এতিমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া এবং সৎ চরিত্র মুমীন নারীর ওপর তোহমত আরোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতাশি
সূদী লেনদেন হারাম হওয়ার যুক্তিকথা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ، يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ ، اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা সূদ খায় তারা (কবর থেকে) এমনভাবে (দিশাহারা হয়ে) উঠবে যেমন কাউকে শয়তান ঘেরাও করে পাগল করে দিয়েছে। এটা এজন্যে যে তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতোই অথচ ব্যবসাকে আল্লাহ হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম। অতএব যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ্র নসিহত পৌঁছেছে এবং সে (সূদ গ্রহণ থেকে) বিরত রয়েছে অবশ্য যা আগে হয়েছে (কেয়ামতে) তার বিষয়াদি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ শোনার পর আবার লেনদেন শুরু করেছে এমন লোকেরা হবে দোযখবাসী। সেখানে তারা হামেশা জ্বলতে থাকবে। আল্লাহ সূদকে বরকতহীন করেছেন আর দান-খয়রাতে বরকতকে বাড়িয়ে দিয়েছেন (তার এই বক্তব্য পর্যন্ত) মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো! আর যদি ঈমান রাখো তাহলে বাকী সূদ ছেড়ে দাও।

এই বিষয়বস্তুর হাদীসসমূহ সহীহ কিতাবসমূহে বিপুল পরিমানে উল্লেখিত হয়েছে। সে সবের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি বিখ্যাত হাদীস এর পূর্বেকার অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

١٦١٥ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ . رواه مسلم زاد الترمذى وَغَيْرُهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ .

১৬১৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহণকারী এবং তা প্রদানকারী উভয়ের প্রতিই লানৎ করেছেন। মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে এই কথাগুলো বাড়তি উল্লেখিত হয়েছে যে, সূদের সাক্ষ্য দাতা এবং তার লেখকের ওপরও লানৎ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটাশি
রিয়াকারী বা প্রদর্শনীমূলক কাজ করা হারাম

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর তাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, এখলাসের সাথে একমুখী হয়ে আল্লাহ্র বন্দেগী করো। (সূরা বাইয়্যিনা ঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ -

আল্লাহ আরো বলেন ঃ নিজের দান সদকাহ (খয়রাত) এবং দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে এবং কষ্ট দিয়ে সেই লোকের মতো বরবাদ করে দিওনা, যে লোকদেরকে দেখানোর জন্যে মাল খরচ করে। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : يُرَآ ؤُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا -

আল্লাহ আরো বলেন ঃ তারা ব্যয় করে শুধু লোকদেরকে দেখানোর জন্যে আর তারা আল্লাহ্র স্মরণও করেন, তবে খুব কম পরিমাণে। (সূরা নিসা ঃ ১৪২)

١٦١٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِرْكِ - مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ -

১৬১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ বলেন, আমি শিরক্কারীদের শিরক্কে কোনো পরোয়া করিনা। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অপরকে শরীক করে আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করি দেই। (মুসলিম)

١٦١٧ . وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِىْ النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهُ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيَقَالَ هُوَ قَارِئٌ ! فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِىْ النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا- قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّااَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ؟ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبُ عَلٰي وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِىْ النَّارِ- رواه مسلم

جَرِىْءٌ بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْمَدِّ اَىْ شُجَاعٌ حَاذِقٌ.

১৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; কিয়ামতের দিন সব লোকের আগে যার ফয়সালা হবে সে হবে শহীদ। তাকে ডাকা হবে, তবে আল্লাহ তাকে আপন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে নিয়ামতগুলোকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি এই নিয়ামতগুলোর ব্যবহার কিভাবে করেছো ? সে জবাব দেবে, আমি তোমার পথে লড়াই করেছি এবং শহীদ হয়ে

গেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছো । তুমি তো এই জন্য লড়াই করেছো যে, লোকেরা তোমায় বীর বলবে। সেমতে তোমাকে বীর বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে তাকে তার সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর একটি লোককে নিয়ে আসা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকেও তা শিখিয়েছে। সে কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তাকে উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্মরণ করতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি আমার এসব নিয়ামতের ওপর কিরূপ আমল করেছো ? সে বলবে ঃ আমি জ্ঞান-অর্জন করেছি এবং অন্যকে তা শিখিয়েছি। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি এজন্যে জ্ঞান অর্জন করেছো যে, লোকেরা তোমায় আলেম বলবে। তুমি এজন্যে কুরআন শিখেছো যে, লোকেরা তোমায় ক্বারী বলবে। সুতরাং তোমায় ক্বারী বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে এ মর্মে আদেশ করা হবে যে, তার মুখের সম্মুখ ভাগের চুল টেনে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করো। এরপর এক ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হবে, যার প্রতি আল্লাহ প্রচুর উদারতা প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে সবরকমের মালামাল প্রদান করেছেন। তাকে নিয়ে আসার পর আল্লাহ তাকে আপন নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সে তাবত বিষয়ে জানতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে এ সবের মধ্যে কোন আমলটি করেছো ? সে বলবে, আমি কোনো আমলই হাতছাড়া করিনি। তুমি যেখানেই চেয়েছো, সেখানেই খরচ করেছি। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যেই এসব ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, আসলে তুমি এজন্যে ব্যয় করেছো যে, লোকেরা তোমায় দানশীল বলবে। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে ঃ তাকে তার সম্মুখ ভাগের চুল ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হোক। অবশেষে তাই করা হবে। (মুসলিম)

١٦١٨ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ نَاسًا قَالُوْا لَهُ اِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ رض كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

رواه البخارى .

১৬১৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, কতিপয় লোক তাঁর কাছে নিবেদন করলো। আমরা আমাদের শাসকদের (বাদশাহদের) কাছে যাতায়াত করি। আমরা যখন তাদের সামনে থেকে বেরিয়ে আসি তখন তার বিরুদ্ধে কথা বলি। একথায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একে মুনাফিকী মনে করতাম। (বুখারী)

١٦١٩ . وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَاۤ ئِيْ يُرَائِى اللّٰهُ بِهِ -متفق عليه. و رواه ملسم اَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض - سَمَّعَ

بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ وَمَعْنَاهُ اَظْهَرَ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ رِيَاءً سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ اَىْ فَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَعْنٰى مَنْ رَاءَى اَى مَنْ اَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ . رَاءَى اللّٰهُ بِهِ اَى اَظْهَرَ سَرِيْرَتَهُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ .

১৬১৯. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি নিজের জন্য খ্যাতিলাভ করতে চায়, আল্লাহ তার খ্যাতির ব্যবস্থা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে আমল করে আল্লাহ তাকে লোক দেখানোরই ব্যবস্থা করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে হাদীসটি উদ্বৃত করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত 'সাম্মায়া' শব্দটির অর্থ হলো, লোকদেরকে প্রদর্শনের জন্যে নিজের আমলকে সে নষ্ট করে ফেলল। 'সাম্মায়া আল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্থ করবেন। 'রাআল্লাহু বিহী' অর্থ যে ব্যক্তি লোকদের জন্যে নেক আমল জাহির করে, যাতে করে লোকদের কাছে সে বড়ো হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটিকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করে দেবেন।

١٦٢٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَيَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا - رواه ابو داود باسناد صحيح ولاحاديث فى الباب كثيرة مشهورة.

১৬২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং সেই সঙ্গে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম হাসিলের উদ্দেশ্যে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবেনা।

ইমাম আবু দাঊদ সহীহ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এই পর্যায়ে আরো বহু হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত উননব্বই

যে সব বিষয়কে রিয়া বলে সন্দেহ করা হয় অথচ রিয়া নয়

١٦٢١ . عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ - رواه مسلم .

১৬২১. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ যে ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং লোকেরা তার নেক কাজের

জন্যে তার প্রশংসা করে, আপনি তার সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে দ্রুত অর্জন করার মতো সুসংবাদ।

(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত নব্বই

অপরিচিত নারী ও সুন্দর কিশোর বালকের প্রতি শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাকানো নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَرِهِمْ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ মুমিন পুরুষদের বলো ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে। (সূরা নূর ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا -

তিনি আরো বলেন ঃ কান, চোখ, অন্তর এদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ -

তিনি আরো বলেন ঃ তিনি চোখের খিয়ানতের কথা জানেন। আর যেসব বিষয় বুকের মাঝে গোপন থাকে, সেগুলোকেও (জানেন)। (সূরা গাফের ঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

তিনি আরো বলেন ঃ নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু ঘাঁটিতে ওৎ পেতে আছেন।

(সূরা ফজর ঃ ১৪)

١٦٢٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنٰى مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَا هَالْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَ يَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهٗ . متفق عليه . وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَّرواه الْبُخَارِىُّ مُخْتَصَرَةً -

১৬২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের জন্যে তার ব্যাভিচারের অংশ লেখা হয়েছে, যা সে নিশ্চিতভাবেই পেয়ে যাবে। (সুতরাং) দুই চোখের যেনা হলো পরস্ত্রীর প্রতি নজর করা, দুই কানের যেনা হলো যৌন উত্তেজক কথা-বার্তা শ্রবণ করা, মুখের যেনা হলো পরস্ত্রীর সাথে রসালো কণ্ঠে কথা বলা। হাতের যেনা হলো পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা হাত দিয়ে ধরা এবং পায়ের

যেনা হয়ে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্ত্রীর কাছে গমন। অন্তরের ব্যাভিচার হলো হারাম বস্তু কামনা করা, আর লজ্জাস্থান এই সব কিছুই (অন্যায় কাজের উদ্দেশ্যে) চলা, সত্যতা প্রমাণ করে কিংবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দাবলী মুসলিমের। (পরস্ত্রীর প্রতি তাকানো, দুই কানের হলো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা মুখের যেনা হলো ফালতু আলোচনা করা, হাতের যেনা স্পর্শ করা আয় পায়ের যেনা হলে ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা।

١٦٢٣ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِىْ الطُّرُقَاتِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا مِنْ مَّجَا لِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ - متفق عليه .

১৬২৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 'ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজেকে রাস্তার ওপর বসা থেকে বাঁচাও। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন ঃ আমাদের জন্যে (রাস্তায়) বসা তো জরুরী। আমরা রাস্তায় বসে কথা বলি। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের যদি বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার হকটা কি ? তিনি বললেন ঃ দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, (পথিকের) সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের হুকুম দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٤ . وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ رض قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا بِالْاَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ فَقُلْنَا اِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَابَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ - قَالَ اِمَّا لَا فَادُّوْا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ - رواه مسلم .

اَلصُّعُدَتُ بِضَمِّ الصَّادِ وَالعَيْنِ اَىِ الطُّرُقَاتُ .

৬২৪. হযরত আবু তালহা যায়েদ বিন্ সুহাইল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা ঘরের সামনে চাতালের ওপর বসেছিলাম এবং পরস্পর কথা বলছিলাম, এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। এবং আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা রাস্তার ওপর বসে আছো ? আমরা নিবেদন করলাম, আমরা তো কাউকে কষ্ট দেবার জন্যে বসিনি। আমরা পরস্পরের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার জন্যে বসেছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যদি মানতে না চাও, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। আর রাস্তার হক হলো দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখা, সালামের জবাব দেয়া এবং উত্তম কথাবার্তা বলা। (মুসলিম)

١٦٢٥ . وَعَنْ جَرِيْرٍ رض قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ - رواه مسلم

১৬২৫. হযতর জারীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ কারো প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে। (মুসলিম)

١٦٢٦ . وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَاَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا وَلَايَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفَعَمْيَا وَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

১৬২৬. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে মায়মুনাও ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন। এটা হলো আমাদের প্রতি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। (তার আগমনের দরুন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার থেকে পর্দা করো। তাঁরা (মহিলারা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কি অন্ধ নয় ? সে না আমাদের দেখতে পাবে, আর না আমাদের চিন্‌তে পাবে! একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা দু'জনেও কি অন্ধ, তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছোনা ?

ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٦٢٧ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَنْظُرِ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَ لَايُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَ لَاتُفْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِىْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ - رواه مسلم .

১৬২৭. হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির লাজ্জাস্থান দেখবেনা, না কোন নারী অপর নারীর লজ্জাস্থান দেখবে। ঠিক তেমনি দুই ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে এক কাপড়ের ভেতর একত্র হবেনা, আর না দুই নারী উলঙ্গ অবস্থায় একত্রে কাপড়ের ভেতর একত্র হবে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত একানব্বই

অপরিচিত নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্র হওয়া নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْاَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর যখন নবীর স্ত্রীদের থেকে কোনো মাল-সামান চাইবে, তখন পর্দার বাইরে থেকে চেয়ো। (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৩)

١٦٢٨ . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ - متفق عليه اَلْحَمْوُ قَرِيْبُ الزَّوْجِ كَاَخِيْهِ وَابْنِ اَخِيْهِ وَابْنِ عَمِّهِ -

১৬২৮. হযরত উক্‌বা বিন্ আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অপরিচিত নারীদের কাছে যাওয়া থেকে বাঁচো। একথায় জনৈক আনসারী নিবেদন করলো ঃ দেবরের ব্যাপারে আপনার ধারনা কি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দেবর তো মৃত্যুর সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল্-হামু' শব্দের অর্থ হলো স্বামীর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন ঃ অর্থাৎ এই ভাবিজা, চাচা, পুত্র ইত্যাদি।

١٦٢٩ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَخْلُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِامْرَاَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ - متفق عليه .

১৬২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে নির্জনে একাকী সাক্ষাত করবেনা, তবে সঙ্গে দু'জন মুহারাম থাকলে ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

١٦٣٠ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ مَا مِنْ رَجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ اِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَاخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشَاءَ حَتّٰى يَرْضٰى ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَاظَنُّكُمْ ؟ - رواه مسلم

১৬৩০. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদে যাওয়া মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান রক্ষা করা ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর মায়েদের সম্মান রক্ষার চেয়ে বেশি। বাড়িতে থাকা ব্যক্তি জিহাদকারী পরিবারে খলীফা হবে। এরপর তাদের মধ্যে আর তাতে যদি সে এ ব্যাপারে খিয়ানত করবে; তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। আর সেই মুজাহিদ তার নেকী থেকে যতোটা ইচ্ছা ততোটাই নিয়ে নেবেন। এমন কি, সে রাজী হয়ে যাবে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কী ধারণা যে, সে তার কোনো নেকী ছেড়ে দেবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত বিরানব্বই

পুরুষদের পোশাক, কর্মকাণ্ডে ইত্যাদিতে মহিলাদের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের সাদৃশ্য বিধানে নিষেধাজ্ঞা

١٦٣١ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاۤءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاۤءِ بِالرِّجَالِ - رواه البخارى .

১৬৩১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষদের ওপর লা'নত করেছেন যারা মহিলাদের অনুকরণ করে এবং এমন নারীদের ওপর লা'নত করেছেন, যারা পুরুষের ন্যায় পোশাক পরে তৎপরতা চালায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষদের মালাউন (অভিসপ্ত) আখ্যা দিয়েছেন, যারা পুরুষের ন্যায় আকার-আকৃতি গঠন করে এবং সেই নারীকেও মালাউন আখ্যা দিয়েছেন যারা পুরুষের আকার-আকৃতি বিন্যাস করে। (বুখারী)

١٦٣٢ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৬৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে মালাউন (অভিশপ্ত) আখ্যা দিয়েছেন যে নারীদের ন্যায় পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকেও মালাউন আখ্যা দিয়েছেন, যারা পুরুষদের পোশাক পরিধান করে।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٦٣٣ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاۤءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَآئِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا - رواه مسلم . معنى كَاسِيَاتٌ اَىْ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَرِيَاتٌ مِنْ شُكْرِهَا وَقِيْلَ مَعْنَاهُ : تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ اِظْهَارًا لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ - وَقِيْلَ تَلْبَسُ ثَوْبًا رَقِيْقًا يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا . وَمَعْنٰى مَائِلَاتٌ قِيْلَ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ - مُمِيْلَاتٌ اَىْ يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ الْمَذْمُوْمَ - وَقِيْلَ مَائِلَاتٌ يَمْشِيْنَ مُتَبَخْتِرَاتٍ مُمِيْلَاتٌ لِاَكْتَافِهِنَّ وَقِيْلَ مَائِلَاتٌ يَمْتَشِطْنَ الْمِشْطَةَ

اَلْمَيْلَاءَ وَهِيَ مِشْطَةُ الْبَغَايَاوَمُمِيلَاتٌ يَمْشِطْنَ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ الْمِشْطَةَ . رُؤُوسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ

اَىْ يُكَبِّرْنَهَا وَيُظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ اَوْعِصَابَةٍ اَوْنَحْوِهِ -

১৬৩৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের দুটি শ্রেণী থাকবে, যাদেরকে আমি দেখিনি। এক শ্রেণীর লোক হবে তারা, যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় কোড়া (চাবুক) থাকবে। যার সাহায্যে লোকদের প্রহার করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হবে সেই সব নারী যারা (দৃশ্যত) পোশাক পরিধান করবে, কিন্তু কার্যত তারা উলঙ্গ থাকবে। তারা মিট্ মিট্ করে চলবে, নিজের কাঁধকে হেলিয়ে দুলিয়ে চলবে। তাদের মাথা উটের চুটের ন্যায় উঁচু হবে, এবং তা হবে মোলায়েম। ওই মহিলারা না জান্নাতে যাবে, না তারা জান্নাতের সুবাস পাবে। অথচ জান্নাতের সুবাস অনেক অনেক দূরে থেকে ভেসে আসবে। (মুসলিম)

'কাসিয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিয়ামতের পোশাক পরিহিত। আর 'আরিয়াত' অর্থ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে অপ্রস্তুত। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, তারা নিজ দেহের কিছু কিছু অংশ ঢেকে রেখেছে এবং নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য কিছু কিছু অংশ উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে খুব মিহি কাপড় পরিধান করেছে, যা তাদের রংকে উজ্জল রূপে তুলে ধরেছে। 'মায়েলাত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং যে বস্তু থেকে তার বাঁচা জরুরী, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্রেরণা যোগাচ্ছে। 'মামিলাত' এমন নারী যে নিজের নিন্দনীয় কাজকে অন্যকে অবহিত করে, আর কেউ কেউ মায়েলাত-এর এই অর্থ বিবৃত করেছে যে, সে সৌন্দর্য প্রিয়তার সঙ্গে চলতে ইচ্ছুক, এবং নিজের কাঁধকে হেলাতে দুলাতে পছন্দ করে। কেউ কেউ বর্ণনা করেন যে, তারা নিজের চুলকে ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করতে ইচ্ছুক, তা যে আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ভাব-ভঙ্গি হলো ব্যাভিচারী নারীদের বৈশিষ্ট্য আর মামিলাতের অর্থ হলো, সে অন্যান্য নারীর চুলও একই ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করে। অর্থাৎ তারা দোপাট্টা, রুমাল ইত্যাদি জড়িয়ে নিজের মাথাকে বড়ো করে রাখে।

অনুচ্ছেদ দুইশত তিরানব্বই

শয়তান ও কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যকরণ নিষেধ

١٦٣٤ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ - رواه مسلم .

১৬৩৪. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাম হাত দিয়ে কোনো খাবার খেয়োনা। এ কারণে যে, শয়তান বাম হাত দিয়ে খাবার খায়। (মুসলিম)

١٦٣٥ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَا رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَاْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا - رواه مسلم .

১৬৩৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেউ বাম হাত দিয়ে খাবার খেয়োনা। এবং কিছু পানও করোনা। এই কারণে যে, শয়তান নিজে বাম হাত দিয়ে খাবার খায় এবং এর দ্বারাই পান করে। (মুসলিম)

١٦٣٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَايَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ - متفق عليه . الْمُرَادُ خِضَابُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّاسِ الْاَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ اَوْحُمْرَةٍ وَاَمَّا السَّوَادُ فَمَنْهِىٌّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهٗ فِىْ الْبَابِ بَعْدَهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

১৬৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা চুলকে রাঙায়নী, এ কারণে তোমরা ওদের বিরোধিতা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হলো, দাড়ি ও মাথার সাদা চুলে হলুদ বা লাল রঙ লাগানো যেতে পারে তবে কালো রঙের ব্যবহারকে বারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করবো, ইন্‌শা আল্লাহ।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত চুরানব্বই

পুরুষ ও নারীর সাদা চুলে কালো রঙ ব্যবহার নিষেধ

١٦٣٧ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : اُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ وَالِدِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رض يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهٗ وَلِحْيَتُهٗ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوْا هٰذَا وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ - رواه مسلم .

১৬৩৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীকের পিতা আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো। তার মাথায় চুল এবং দাঁড়ি সাগমা নামক ঘাসের ন্যায় সাদা ছিল। এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার এই সাদা চুলগুলোকে কোন রং দিয়ে বদলে ফেল। তবে কালো রঙের ব্যবহার করোনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশ পাঁচানব্বই

মাথার কিছু অংশ কামানো নিষেধ, মহিলাদের মাথা কামানোর অনুমতি নেই

١٦٣٨ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ - متفق عليه .

১৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার চুলের কিছু কামাতে এবং কিছু অংশে চুল রাখতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٣٩ . وَعَنْهُ قَالَ : رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضَ شَعْرِ رَاْسِهٖ وَتُرِكَ بَعْضُهٗ فَنَهَاهُمْ

عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ : اِحْلِقُوْهُ كُلَّهٗ اَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهٗ - رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخارى مسلم .

১৬৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে দেখতে পেলেন তার মাথার কিছু অংশ কামানো ছিল এবং কিছু অংশ ছিল চুলভর্তি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটা করতে বারণ করলেন এবং এই মর্মে আদেশ দিলেন ঃ হয় মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেল কিংবা সবই রেখে দাও।

আবু দাঊদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٤٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ : لَاتَبْكُوْا عَلٰى اَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُوْا لِيْ بَنِيْ اَخِيْ فَجِيْءَ بِنَا كَاَنَّا اَفْرُخٌ فَقَالَ اُدْعُوْا لِيَ الْحَلَاقَ فَاَمَرَهٗ فَحَلَقَ رُؤُوْسَنَا - رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخارى و مسلم .

১৬৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরের শাহাদত বরণের পর তাঁর পরিবার-পরিজনকে তিন দিন শোক পালনের অবকাশ দিলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন ঃ আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্যে আর কান্নাকাটি করোনা। তিনি আরো বললেন আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে আমার কাছে ডাকো। সুতরাং আমাদেরকে ডেকে আনা হলো। আমরা (শোকের কারণে) অবোধ বাচ্চাদের মতো হয়ে গেলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নাপিতকে ডাকো। নাপিত এলে আমাদের মাথা কামানোর আদেশ করলেন। সে আমাদের মাথা কমিয়ে ফেলল।

ইমাম আবু দাঊদ সহীহ সনদ সহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٤١ . وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا - رواه النَّسَائِىُّ .

১৬৪১. হযরত আলী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের মাথার চুল কামাতে বারণ করেছেন। (নাসাঈ)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত ছিয়ানব্বই

মাথায় কৃত্রিম চুলের ব্যবহার, উল্কি আঁকা ও দাঁত চিকন করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنَاثًا وَّاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيْدًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا . وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই ধরনের লোকেরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে (মানুষের কল্পিত) দেবীগুলোকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে। এরা বিদ্রোহী শয়তানকেও উপাস্য রূপে গ্রহণ করে, যার উপরে রয়েছে আল্লাহ্র লানত। এই শয়তান আল্লাহ্কে বলেছিল ঃ আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়বো। আমি তাদেরকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করবো, আমি তাদেরকে নানারূপ আশা-আকাংক্ষায় জড়িত করবো। আমি তাদেরকে আদেশ করবো এবং তারা আমার আদেশে জীব-জন্তুর কান ছিদ্র করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করবো এবং তারা আমার আদেশ আল্লাহ্র গঠন প্রকৃতিতে বদরদল করে ছাড়বে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ও ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হলো। সে তাদেরকে নানারূপ মিথ্যা ওয়াদা ও মিথ্যা আশা প্রদান করে; কিন্তু শয়তানের তাবৎ ওয়াদাই ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের শেষ পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম; সেখান থেকে মুক্তি লাভের কোনো সুযোগই তারা পাবেনা। (সূরা নিসা ঃ ১১৭-১২১)

١٦٤٢ . وَعَنْ اَسْمَاءَ رض اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِى اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَاِنِّى زَوَّجْتُهَا اَفَاصِلُ فِيْهِ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

قَوْلُهَا فَتَمَرَّقَ هُوَ بِالرَّاءِ وَمَعْنَاهُ اِنْتَشَرَ وَسَقَطَ - وَالْوَاصِلَةُ الَّتِى تَصِلُ شَعْرَهَا اَوْ شَعَرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ اٰخَرَ . وَالْمَوْصُوْلَةُ الَّتِىْ يُوْصَلُ شَعْرُهَا - وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِى تَسَالُ مَنْ يَّفْعَلُ لَهَا ذٰلِكَ وَعَنْ عَائِشَةَ رض نَحْوَهُ - متفق عليه .

১৬৪২. হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেন, একজন মহিলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মেয়ে বসন্ত রোগে ভুগছে। ফলে তার মাথার চুল ঝরে পড়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিতে চাইছি। এখন আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল লাগাতে পারি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ সেই নারীর প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন, যে কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে এবং তার ব্যবস্থা করে দেয়।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী এবং তার আকাংক্ষা পোষণকারিণীর উভয়ের ওপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। হযরত আশেয়া (রা)-ও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

١٦٤٣ . وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهٗ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رض عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِىْ يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِّثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ : اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ . متفق عليه .

১৬৪৩. হযরত হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, তিনি যে বছর হজ্জ পালন করেন, সে বছর মুয়াবিয়া (রা)-কে এক গুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে বলতে শুনেছেন ঃ হে মদীনার জনগণ! তোমাদের আলেমরা কোথায় ? আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ চুল ব্যবহার করতে বারণ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ কৃত্রিম চুলের ব্যবহার শুরু করল, তখনই ইসরাইলী জাতির ধ্বংসের সূচনা হলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٤ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ – متفق عليه .

১৬৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী ও সংগ্রহ ও প্রস্তুতকারীণী এবং উল্কি আঁকতে উৎসাহী ও তা শেখাতে উদ্যোগী ও উৎসাহী নারীকে লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٥ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ! فَقَالَتْ لَهُ امْرَاَةٌ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِىْ لَااَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) متفق عليه .

اَلْمُتَفَلِّجَةُ هِىَ الَّتِىْ تَبْرُدُ مِنْ اَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ قَلِيْلاً وَّتُحَسِّنُهَا وَهُوَ الْوَشْرُ . وَالنَّامِصَةُ هِىَ الَّتِى تَاخُذُ مِنْ شَعرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا وَتُرَقِّقُهُ لِيَصِيْرَ حَسَنًا وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِىْ تَأمُرُ مَنْ يَّفْعَلُ بِهَا ذٰلِكَ .

১৬৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যেসব মহিলা শরীরে উল্কি আঁকে, যারা এতে সহায়তা করে, যারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে দাঁত চিকন করে, এবং চোখের পাতা বা ভ্রূর চুল উৎপাটন করে এবং এভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে, আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। জনৈক মহিলা এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ যাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে লা'নত করেছেন, আমি কেন তাকে লা'নত করবোনা ? আর এ লা'নতের বিষয় তো খোদ কুরআনেও উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ রাসূল তোমাদের যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর)। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'মুতাফাল্লিজাহ' বলা হয় সেই নারীকে, যে নিজের দাঁতকে ঘঁসে চিকন করে যাতে দাঁতগুলোর পরস্পরের মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়। আর আন্-নামিসাহ বলা হয় সেই

নারীকে যে চোখের পাতা ও জ্রর চুল তুলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর 'মুতানাম্মিসাহ' হলো সেই নারী, যে এসব কাজের ব্যবস্থা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত সাতানব্বই

দাঁড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা বারন আর তরুণের মুখে দাড়ি গজালে তা কামানো নিষেধ

١٦٤٦ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رض عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَتَنْتِفُوْا الشَّيْبَ فَانَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - حديث حسن رواه ابو داود والترمذى والنَّسَائِىُّ بِاَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ قَالَ التِّرْمِذِىُّ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৬৪৬. হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা) তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং তিনি তার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মাথার) সাদা চুলগুলোকে তুলে ফেলোনা। কেননা, কিয়ামতের দিন এটা মুসলমানদের জন্যে আলোকবার্তিকার কাজ করবে। হাদীসটি হাসান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

নাসাঈ এটি হাসান সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেন, হাসীদটি হাসান।

١٦٤٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

১৬৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে বিষয়ে আমাদের কোনো সম্মতি বা অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত আটানব্বই

বিনা ওযরে ডান হাতে ইস্তেনজা করা ও লজ্জাস্থান স্পর্শ করা বারণ

١٦٤٨ . عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَاْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهٖ وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهٖ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ - متفق عليه - وَفِى الْبَابِ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ صَحِيْحَةٌ.

১৬৪৮. হযরত আবু কাদাতা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা কেউ পেশাব করলে নিজের ডান হাত দিয়ে নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করবেনা এবং শৌচক্রিয়াও করবেনা। আর কেউ পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাসও ফেলবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

এপর্যায়ে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুইশত নিরানব্বই

বিনা ওযরে এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে হাঁটা কিংবা দাঁড়িয়ে জুতা মোজা পরা দুষনীয়

١٦٤٩ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَمْشِ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ لِّيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا - وَفِيْ رِوَايَةٍ أَوْ لِيُخْفِهِمَا جَمِيْعًا . متفق عليه

১৬৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা চলা না করে। তোমরা হয় দু'পায়ে জুতা পরবে কিংবা উভয় পা খালি রেখে চলবে। একটি বর্ণনায় আছে; উভয় পা খোলা রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٠ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِ كُمْ فَلَا يَمْشِ فِيْ الْأُخْرى حَتّٰى يُصْلِحَهَا - رواه مسلم

১৬৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় জুতাটি পরবেনা। অর্থাৎ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবেনা। (মুসলিম)

١٦٥١ . وَعَنْ جَابِرٍ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلَ قَائِمًا - رواه ابو داود باسناد حسن -

১৬৫১. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে বারণ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত

ঘুমানোর সময় ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রাখা নিষেধ

١٦٥٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَتْرُكُوْا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ - متفق عليه .

১৬৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখনা।
(বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٣ . وَعَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ : اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا - متفق عليه

১৬৫৩. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা মদীনায় একটি ঘরে রাতের বেলা আগুন লেগে গেল। এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম (স)-কে জানানো হলে তিনি বললেন ঃ আগুন তোমাদের (পরম) শত্রু। কাজেই ঘুমাতে যাওয়ার সময় তা (অবশ্যই) নিভিয়ে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٤. وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : غَطُّوا الْاِنَاءَ وَ اَوْكِئُوْا السِّقَاءَ وَ اَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَ اَطْفِئُوْا السِّرَاجَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ اِنَاءً فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْرُضَ عَلَى اِنَائِهِ عُوْدًا وَ يَذْكُرَ اِسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ - رواه مسلم - اَلْفُوَ يْسِقَةُ الْفَارَةُ وَتُضْرِمُ تُحْرِقُ .

১৬৫৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে শোবার আগে সব পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের (পানির পাত্রের) মুখ আটকে রাখো, ঘরের সব দরজা বন্ধ করো এবং জ্বালানো বাতি নিভিয়ে দাও, কেননা শয়তান বন্ধ মশকের মুখ খোলেনা। তোমাদের কেউ পাত্রের ঢাকনা না পেলে অন্তত তার ওপর একটি কাঠ চাপা দিয়ে রাখবে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তা রেখে দেবে। কেননা অনেক সময় ইঁদুর বা ছুঁচোও বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত এক

কৃত্রিমতা প্রদর্শন করা বারণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ مَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (হে নবী) তুমি এই লোকদের বলে দাও, এই দ্বীন প্রচারের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাইনা। আর আমি কোনো ভানকারী লোকও নই। (সূরা সাদ ঃ ৮৬)

١٦٥٥ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ - رواه البخارى .

১৬৫৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমাদেরকে কৃত্রিম লৌকিকতা প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে। (বুখারী)

١٦٥٦ . وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض فَقَالَ : يَآاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ لِمَا لَاتَعْلَمُ : اَللّٰهُ

أَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَاتَعْلَمُ : اللّٰهُ اَعْلَمُ - قَالَ اللّٰهُ تَعٰلٰى لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ - رواه البخارى .

১৬৫৬. হযরত মাসরূক বর্ণনা করেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের কারো কিছু জানা থাকলে সে যেন তা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান নেই, সে যেন বলে-এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। এই কারণে যে, যে বিষয়ে মানুষ জানেনা, সে বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন বলে দেয়াটাই জ্ঞানের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ হে নবী! তুমি লোকদের বলে দাও, আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আর আমি কৃত্রিমতা প্রদর্শনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ তিনশত দুই

মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা বুক চাপড়ানো ইত্যাদি নিষেধ

١٦٥٧ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ مَانِيْحَ عَلَيْهِ - متفق عليه .

১৬৫৭. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃতকে কবরে এই জন্যেও শাস্তি দেয়া হয় যে, তার জন্যে বুক চাপড়ে বিলাপ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٨ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّ مَنْ ضَرَبَ الْجُدُوْدُ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - متفق عليه .

১৬৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে শোকের সময় নিজের কপাল নিজেই চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিড়ে মাতম করে এবং জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় প্রলাপ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٩ . وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ رض قَالَ : وَجِعَ اَبُوْ مُوْسٰى فَغُشِىَ عَلَيْهِ وَرَاْسُهُ فِىْ حِجْرِ امْرَاَةٍ مِّنْ اَهْلِهِ فَاَقْبَلَتْ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا - فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ : اَنَا بَرِىْءٌ مِّمَّنْ بَرِىْءَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِىْءٌ مِّنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ - متفق عليه - الصَّالِقَةُ الَّتِى تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالْحَالِقَةُ الَّتِى تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ . وَالشَّاقَّةُ الَّتِى تَشُقُّ ثَوْبَهَا -

১৬৫৯. হযরত আবু বুরদাহ বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবু মূসা (রা) মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। তার মাথাটা বাড়ির এক মহিলার কোলে রাখা ছিল মহিলাটি চীৎকার করে কান্নাকাটি করছিল। হযরত আবু মূসা তাকে কোনো রকমে থামাতে পারছিলেন না। যখন তার হুঁশ কিছুটা ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তির প্রতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট তার প্রতি আমিও অসন্তুষ্ট। যে মহিলা চীৎকার করে, বিপদে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে এবং পরিধেয় কাপড় ছিড়ে ফেলে তার প্রতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখোশ ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত আস্ সালিকা শব্দটির অর্থ হলো, যে মহিলা শোক ও বিলাপের জন্য উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করে, 'আল হালিকা' শব্দটির অর্থ যে মহিলা বিপদের সময় তার চুল কামিয়ে ফেলে, আর আস শাক্কী শব্দটির অর্থ হলো, যে মহিলা বিপদের সময় পরিধেয় কাপড় টেনে ছিড়ে ফেলে।

١٦٦٠. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه .

১৬৬০. হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে লোকের জন্য বিলাপ করে (বুক চাপড়ে) কান্নাকাটি করা হয়, তাকে ঐ কান্নাকাটির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সাজা দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦١ . وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا رض قَالَتْ : اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَّانَنُوْحَ - متفق عليه .

১৬৬১. হযরত উম্মে আতিয়া নূসাইবা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সময় এই শপথও গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা বিলাপ করে এবং বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٢ . وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ : أُغْمِيَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رض فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِيْ وَتَقُوْلُ، وَاجَبَلَاهُ ، وَكَذَا وَاعَذَ تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ اَفَاقَ : مَاقُلْتِ شَيْئًا اِلَّاقِيْلَ لِيْ اَنْتَ كَذَالِكَ - رواه البخاری .

১৬৬২. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) অসুস্থতার কারণে একদিন বেহুঁশ হয়ে পড়েন, এ অবস্থা দেখে তাঁর বোন কান্নাকাটি শুরু করেন এবং এই মর্মে বিলাপ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে পাহাড় আফসোস এবং হে অমুক, হে তমুক, ইত্যাদি মর্মে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিলেন। তার চেতনা ফিরে এলে তিনি বোনকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু বলেছো সেসব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ঃ তুমি কি বাস্তবিক এরূপ করেছো? (বুখারী)

١٦٦٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ اشْتَكٰى سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ رض شَكْوٰى فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِىْ غَشْيَةٍ فَقَالَ : اَقَضٰى ؟ قَالُوْا لَايَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا قَالَ : اَلَا تَسْمَعُوْنَ ؟ اِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَ لَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُّعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ اَوْيَرْحَمُ - متفق عليه .

১৬৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন সা'দ ইবনে উবাদা (রা) খুব রুগ্ন হয়ে পড়েন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে সঙ্গে নিয়ে তার খোজ-খবর নিতে গেলেন। তাঁরা দেখলেন তিনি বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে ? উপস্থিত লোকেরা বললো না হে আল্লাহ্‌র রাসূল, একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে উপস্থিত লোকেরাও কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি শুনবে না, আল্লাহ চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত করা এবং অন্তরের বেদনা প্রকাশ করার জন্যে কাউকে সাজা দেবেন না বরং সাজা দেবেন কিংবা রহম করবেন এটার জন্যে। এই বলে তিনি আপন জিহ্‌বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٤ . وَعَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قِطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ - رواه مسلم .

১৬৬৪. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (বুক চাপড়ে) বিলাপকারী (মহিলা) যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার দেহে গন্ধকের তৈরী জামা এবং আলকাত্‌রার তৈরী দোপাট্টা থাকবে। (মুসলিম)

١٦٦٥ . وَعَنْ اُسَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ التَّابِعِىِّ عَنِ امْرَاَةٍ مِّنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ لَّا نَعْصِيَهُ فِيْهِ اَنْ لَّا نَخْمِشَ وَجْهًا وَّ لَا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَّ لَا نَشُقَّ جَيْبًا وَّ اَنْ لَّا نَنْشُرَ شَعْرًا - رواه ابو داود باسناد حسن .

১৬৬৫. হযরত উসাইদ ইবনে আবু উসাইদ তাবেঈ বাইআত গ্রহণকারিণী জনৈক মহিলার থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে যে সব নেক কাজের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেসবের মধ্যে এটাও ছিল যে, আমরা যেন ভালো কাজে আল্লাহর নাফরমানি না করি, নখের আঁচড়ে আমাদের চেহারাকে রক্তাক্ত না করি, কোনো

ব্যাপারে ধ্বংস কিংবা বিপদ না চাই, বুকের কাপড় ছিঁড়ে না ফেলি এবং মাথার চুলকে উস্কো খুস্কো না রাখি।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সহীহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٦ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَّمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ فَيَقُوْلُ : وَاجِبَلَاهُ، وَاسَيِّدَاهُ، اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ اِلَّاوُكِّلَ بِهٖ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهٖ اَهٰكَذَا كُنْتَ - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - اَللَّهْزُ الدَّفْعُ بِجُمْعِ الْيَدِ فِى الصَّدْرِ .

১৬৬৬. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তার স্বজনেরা কাঁদতে কাঁদতে বলে, হায়! সে আমার পাহাড় ছিল, সে আমার সর্দার ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি । তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ মৃত্যের জন্যে দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। তারা মৃত ব্যক্তির বুকে ঘুসি মারতে মারতে বলে ঃ তুমি কি বাস্তবিক এ রকম ছিলে ?

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٦٦٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ - رواه مسلم .

১৬৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকদের মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে, যে কারণে তারা কুফরী আচরণ করে। তার একটি হলো, কারো বংশ গোত্র তুলে গাল দেয়া এবং অপরটি হলো মৃত ব্যক্তির জন্য বুক চাপড়ে (বা উচ্চস্বরে) কান্নাকাটি করা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ তিনশত তিন

হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গমন নিষেধ

١٦٦٨ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ - فَقَالَ : لَيْسُوْا بِشَيْئٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَنَا اَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيَقُرُّهَا فِىْ اُذُنِ وَلِيِّهٖ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ - قَوْلُهُ فَيَقُرُّهَا هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ وَالرَّاءِ اَىْ يُلْقِيْهَا وَالْعَنَانُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ .

১৬৬৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কতিপয় লোক গণকদের সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, ঐসব কিছু নয়। সাহাবীগণ আবার নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওদের কথা তো কখনো সখনো সত্য বলে, প্রতিভাত হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ ঐগুলো সত্য কথা। জ্বিনেরা ঐগুলো ফেরেশতাদের থেকে গোপনে জেনে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদেরকে কানে কানে জানিয়ে দেয়। এরূপ গনকরা ঐসবের সাথে অসংখ্য মিথ্যা কথা যুক্ত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে আসমান থেকে মেঘের আড়ালে আবতরণ করেন। আসমানে যেসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তারা সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। শয়তান এসব বিষয় গোপনে চুরি করে শোনে এবং এগুলো গণকদের পর্যন্ত শুনিয়ে দেয় এরপর গণকরা নিজেদের পক্ষ থেকে এর সাথে অসংখ্য মিথ্যা যুক্ত করে।

١٦٦٩ . وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا - رواه مسلم .

১৭৬৯. হযরত সাফিয়া বিন্‌তে আবু উবাইদ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি হারানো জিনিসের সন্ধান দাতা কোনো লোকের কাছে এল এবং তাকে কোনো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলো, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায (আল্লাহ্‌র কাছে) কবুল হয়না। (মুসলিম)

١٦٧٠ . وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْعَا فِيَةُ، وَلطِّيَرَةُ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ - رواه ابو داود باسناد حسن، وَقَالَ الطَّرْقُ، هُوَالزَّجرُ اَىْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ اَنْ يَّتَيَمَّنَ اَوْيَتَشَاءَمَ بِطَيَرَانِهِ فَاِنْ طَارَ اِلٰى جِهَةِ الْيَمِيْنِ تَيَمَّنَ وَاِنْ طَارَ اِلٰى جِهَةِ الْيَسَارِ تَشَاءَمَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ - قَالَ الْجَوْهَرِىُّ فِى الصِّحَاحِ الْجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ .

১৬৭০. হযরত কাবিসা ইবনে মুখারিক (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রেখা টেনে, কোনো চিহ্ন দেখে এবং পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করা শয়তানী কাজ।

আবু দাঊদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আত্‌-তারক মানে হলো পাখি উড়ানোর মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করা। অর্থাৎ পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে শুভ লক্ষণ

আর বাম দিকে উড়ে গেলে অশুভ লক্ষণ মনে করা। আর আল-ইয়াফাহ্ মানে হস্তলিপি হাতের রেখা, জওহারী সিহাহ্ নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ আল-জিব্ত কথাটি গণক, যাদুকর প্রমুখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

١٦٧١ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِّنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৬৭১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চা করে, সে কার্যত জাদু বিদ্যাই চর্চা করে। এক ব্যক্তি যত বেশি জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চা করলো, সে তত বেশিই জাদু বিদ্যা চর্চা করলো।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ্ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٦٧٢ . وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رض قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْاِسْلَامِ وَاِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّاْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ : فَلَا تَاْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَّتَطَيَّرُوْنَ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ شَيْءٌ يَّجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُّوْنَ قَالَ : كَانَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ - رواه مسلم

১৬৭২. হযরত মুআ'বিয়া বিন হাকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার যুগটি জাহিলিয়াতের খুব নিকটবর্তী। আল্লাহ সবেমাত্র আমায় ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন। (আমি এখন জানতে চাই) আমাদের মধ্যকার কিছু লোক গণকের কাছে যাতায়াত করে (এটা ঠিক কিনা)। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তাদের কাছে যেওনা। আমি বললাম, আমাদের কেউ কেউ পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করে। তিনি বললেন ঃ এগুলো শুধু তোমাদের মনের কামনা। এগুলো যেন লোকদেরকে কোন (ন্যায়ানুগ) কাজে বাধার সৃষ্টি না করে। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক হস্তরেখা চর্চা করে। তিনি বলেন, অতীতের একজন নবী হস্তরেখা ব্যাখ্যা করতেন। যদি কারো ব্যাখ্যা তাঁর মতো হয়, তবে তা যথার্থ। (মুসলিম)

١٦٧٣. وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ - متفق عليه

১৬৭৩. হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যাভিচারী নারীর উপার্জন ও গণকের পারিশ্রমিক খেতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চার

শুভাশুভ সংক্রান্ত বিশ্বাস পোষণ নিষেধ

এ পর্যায়ে ইতোপূর্বে যে হাদীসগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে, সেগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

١٦٧٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِىْ الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ - متفق عليه

১৬৭৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো রোগ-ব্যাধিই চিরস্থায়ী নয়, আর অশুভ লক্ষণ বলতেও কিছু নেই। অবশ্য 'ফাল' গ্রহণ করা আমার পছন্দনীয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ রাসূল! ফাল্ কি জিনিস ? তিনি বললেন ঃ 'পবিত্র কথা।' (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَاِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ - متفق عليه

১৬৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো রোগ ব্যাধিই ছোঁয়াচে বা অলুক্ষণে নয়। অশুভ লক্ষণ বা খারাপ ফাল বলতেও কিছু নেই। কোথাও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু থাকলে তা বাড়ি-ঘর, স্ত্রীলোক ও ঘোড়ার মধ্যে থাকতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٦. وَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ - رواه ابو داود باسناد صَحِيْحٍ .

১৬৭৬. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো শুভাশুভ লক্ষণ বিচার করতেন না।

আবু দাউদ সহীহ্ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٧. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ . حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. رواه ابو داود باسنادٍ صحيح .

১৬৭৭. হযরত উরওয়াহ্ ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলো। তিনি বললেন ঃ এর ভালো পন্থা হলো ফাল্ গ্রহণ, কিন্তু অশুভ লক্ষণ কোনো মুসলমানকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ জিনিস দেখবে, তখন যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কেউ কল্যাণের ব্যবস্থা করতে পারেনা। আবার তুমি ছাড়া আর

কেউ অকল্যাণও দূর করতে পারেনা। খারাবি থেকে বাঁচার শক্তি এবং ভালো কাজের শক্তি তুমি ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।"

হাদীসটি সহীহ্। আবু দাঊদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পাঁচ

বিছানা, পাথর, কাপড়, মুদ্রা, পর্দা, বালিশ ইত্যাদিতে জীব-জন্তুর ছবি আঁকা নিষেধ

١٦٧٨ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَةَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ - متفق عليه.

১৬৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা (জীবন্ত প্রাণীর) ছবি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে অবশ্যই সাজা দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা এঁকেছো (বা বানিয়েছ) তাতে জীবনের সঞ্চার করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٩ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ- فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ! قَالَتْ ! فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ- متفق عليه - اَلْقِرَامُ بِكَسْرِ الْقَافِ هُوَ السِّتْرُ. وَالسَّهْوَةُ بِفَتْحِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ : الصُّفَّةُ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ الْبَيْتِ وَقِيْلَ هِيَ الطَّقُّ النَّافِذُ فِيْ الْحَائِطِ .

১৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফর থেকে ফিরে এলেন। আমি বাড়ির দরজায় ছবি আঁকা একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেটা দেখলেন, তাঁর চেহারার রঙ একেবারে বদলে গেল। তিনি বললেন ঃ আয়েশা! কিয়ামতের দিন তামাম লোকের মধ্যে সবচাইতে বেশি সাজা হবে সেই লোকদের যারা আল্লাহ্র সৃষ্টি (জীবন্ত প্রাণীর) প্রতিকৃতি নির্মাণ করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি তা ছিড়ে ফেললাম এবং তদ্দারা একটি কি দু'টি বালিশ বানিয়ে নিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٠ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ يُجْعَلُ لَهٗ بِكُلِّ سُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهٗ فِيْ جَهَنَّمَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنْ كُنْتَ لَاَبُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَارُوْحَ فِيْهِ - متفق عليه .

১৬৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি প্রত্যেক চিত্রকরই দোযখবাসী হবে। এর বিনিময়ে তার

নির্মিত প্রতিটি ছবির জন্যে একটি করে লোক তৈরী করা হবে। এরা দোযখের মধ্যে তাকে (নির্মাতাকে) শাস্তি প্রদান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমাকে যদি ছবি বানাতেই হয়, তাহলে বৃক্ষলতা কিংবা প্রাণহীন বস্তুর ছবি বানাও। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨١ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ - متفق عليه .

১৬৮১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো প্রাণীর ছবি আঁকবে, কিয়ামতের দিন তাকে ওই ছবির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে বলা হবে। কিন্তু তার পক্ষে সেটা কক্ষণো সম্ভব হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ - متفق عليه

১৬৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাগণই সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ ! فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً - متفق عليه

১৬৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির ন্যায় কোনো কিছুর সৃষ্টিকর্তা হতে ইচ্ছুক তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে ? সে যদি এতটাই পারঙ্গম হয়ে থাকে তাহলে সে একটি ক্ষুদ্র পিপড়া কিংবা একটি শস্য বীজ সৃষ্টি করে দেখাক, কিংবা একটি যবের দানা বানিয়ে দেখাক না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٤ . وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَ لَا صُوْرَةٌ - متفق عليه .

১৬৮৪. হযরত আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে কুকুর অথবা (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ (কিংবা যাতায়াত) করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٥ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : وَعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ اَنْ يَّاْتِيَهُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتّٰى اشْتَدَّ

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيْلُ فَشَكَا اِلَيْهِ، فَقَالَ : اِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّ لَاصُوْرَةٌ - رواه البخارى - رَاثَ اَبْطَأَ وَهُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ .

১৬৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু জিবরাঈল (কোন কারণে) আসতে বিলম্ব করলেন। এই বিলম্বটা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর মনে হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়ির বাইরে এলে জিবরাইলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে জিবরাইলের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ যে ঘরে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে সে রকম ঘরে আমি গমন করিনা। (বুখারী)

١٦٨٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ وَعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ سَاعَةٍ اَنْ يَّاْتِيَهُ فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَاْتِهِ قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا فَطَارَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَارَسُوْلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ : مَتٰى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ ؟ فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَاَمَرَبِهِ، فَاُخْرِجَ فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَدْتَنِيْ فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَاْتِنِىْ فَقَالَ مَنَعَنِى الْكَلْبُ الَّذِىْ كَانَ فِىْ بَيْتِكَ اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّ لَا صُوْرَةٌ - رواه مسلم

১৬৮৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, জিবরাঈল (আ) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসার ওয়াদা করেন। কিন্তু সেই সময়ে জিবরাঈল (আ) এলেন না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি সেটিকে হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ না, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন, আর না তাঁর রাসূল। এরপর তিনি ঘরের এদিক সেদিক তাকিয়ে তাঁর চৌকির নীচে একটি কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুকুরটি কখন ঘরে ঢুকল ? হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম ঃ আল্লাহ্র কসম ! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ছানাটিকে তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। এরপর হযরত জিবরাইল (আ) তাঁর কাছে এলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আপনি আসার ওয়াদা করেছিলেন। আমি আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কিন্তু আপনি তখন আসেননি। তিনি বললেন ঃ আপনার ঘরে যে কুকুরটি ছিল সেটার কারণে আমি আসতে পারিনি। যে ঘরে কুকুর কিংবা প্রাণীর জীব-জন্তুর ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো ঢুকিনা। (মুসলিম)

١٦٨٧ . وَعَنْ اَبِىْ الْهَيَّاجِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لِىْ عَلِىٌّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رض اَلَااَبْعَثُكَ عَلٰى مَابَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا تَدَعْ صُوْرَةً اِلَّا طَمَسْتَهَا وَ لَاقَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ -.

رواه مسلم

১৬৮৭. হযরত আবু হাইয়াজ হাইয়ান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমায় বললেন ঃ আমি কি তোমায় সেই কাজে পাঠাবোনা, যে কাজের জন্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় পাঠিয়েছিলেন ? (সে কাজটি ছিল এই) কোনো ছবি ভেঙে চুরমার না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেনা এবং কোন উঁচু কবর কে মাটির সমান না করা পর্যন্ত থামবে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ছয়

শিকার চতুষ্পদ প্রাণী এবং কৃষিক্ষেতের পাহারা ব্যতীত কুকুর পোষা নিষেধ

١٦٨٨ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ فَاِنَّهٗ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَا طَانِ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ قِيْرَاطٌ .

১৬৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশুর ও কৃষি ক্ষেতের পাহারাদারি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে তার সওয়াব থেকে দৈনিক দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এক কিরাত পরিমাণ কমে যাবে।

١٦٨٩ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهٗ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عَمَلِهٖ قِيْرَاطٌ اِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَّلَا مَاشِيَةٍ، وَّلَا اَرْضٍ، فَاِنَّهٗ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهٖ قِيْرَا طَانِ كُلَّ يَوْمٍ .

১৬৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুকুর লালন করে, তার ভালো কাজের নেকী থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ নেকী হ্রাস পায়। তবে হাঁ কৃষিক্ষেত ও গবাদি পশুর নিরাপত্তার জন্যে কুকুর লালন করা (জায়েয)। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়াতে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি শিকার, গবাদি পশুর ও কৃষিক্ষেতের রক্ষনাবেক্ষণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর লালন করে তার সওয়াব থেকে দৈনিক দু'কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সাত

সফরকালে উট কিংবা অন্য কোনো চতুষ্পদ পশুর গলায় ঘন্টা বাধা এবং কুকুর সঙ্গে নেয়া নিষেধ

١٦٩٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةَ فِيْهَا كَلْبٌ اَوْ جَرَسٌ - رواه مسلم

১৬৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফেরেশতারা কখনো এমন সব কাফেলার সঙ্গী হয় না, যাদের সঙ্গে কুকুর কিংবা ঘন্টা থাকে। (মুসলিম)

١٦٩١ . وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْجَرَسُ مِنْ مَّزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ - رواه مسلم

১৬৯১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘন্টা শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আবু দাউদ মুসলিমের শর্তে সহীহ সনদসহ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আট

নোংরা বা নাপাক বস্তু থেকে উট কিংবা উষ্ট্রীর পিঠে আরোহন নিষেধ

١٦٩٢ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ فِىْ الْاِبِلِ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا - رواه ابو داود باسناد صحيحٍ .

১৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নোংরা বস্তু থেকে উঠের পিঠে আরোহন করতে বারণ করেছেন।

আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত নয়

মসজিদে থুথু ফেলা বারণ তাকে নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখার তাগিদ

١٦٩٣ . عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْبُصَاقُ فِىْ الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - متفق عليه - وَالْمُرَادُ بِدَفْنِهَا اِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تُرَابًا اَوْ رَمَلًا وَنَحْوَهٗ فَيُوَارِيْهَا تَحْتَ تُرَابِهٖ . قَالَ اَبُوْ الْمَحَاسِنِ الرُّوْيَانِىْ مِنْ اَصْحَابِنَا فِىْ كِتَابِهِ الْبَحْرِ : وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِدَفْنِهَا اِخْرَاجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ اَمَّا اِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مُبَلَّطًا اَوْ مُجَصَّصًا فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهٖ اَوْبِغَيْرِهٖ كَمَا يَفْعَلُهٗ

كَثِيرَةٌ مِّنَ الْجُهَالِ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِدَفْنٍ بَل زِيَادَةٌ فِيْ الْخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلْقَذَرِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَعَلٰى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ اَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِثَوبِهِ اَوْبِيَدِهِ اَو غَيْرِهِ اَوْ يَغْسِلَهُ .

১৬৯৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদের ভেতর থুথু ফেলা খুব গর্হিত কাজ। এর কাফ্ফারা হলো, অবিলম্বে পুঁতে ফেলা বা পরিষ্কার করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে যদি মাটি কিংবা বালু থাকে তাহলে থুথুকে মাটির নীচে চাপা দেবে। আবুল মুহাসিন রুইয়ানী তাঁর আল-বাহ্র নামক গ্রন্থে এ রকমই বিবৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, থুথু মাটি চাপা দেয়ার অর্থ হলো, তাকে মসজিদ থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলা। কিন্তু মসজিদ যদি পাকা হয়, তাহলে জায়নামাজের স্থলে থুথু ফেলে তা আবার ফ্লোরের সাথে মিশিয়ে ফেলা একটা গুনাহর কাজ এবং তা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করার শামিল। কোনো ব্যক্তি এরূপ কাজ করলে তার উচিত হবে নিজের কাপড় কিংবা হাত দ্বারা বসে বসে স্থানটি পরিষ্কার করা কিংবা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলা।

١٦٩٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا اَوْ بُزَاقًا اَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ - متفق عليه .

১৬৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে (নববীর) কিবলার দিকের দেয়ালে নাকের ময়লা কিংবা থুথু অথবা কফের চিহ্ন দেখে তা নিজের হাতে ঘসে ঘসে তুলে ফেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٩٥ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ اِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رواه مسلم

১৬৯৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! মসজিদ প্রস্রাব বা ময়লা ফেলার স্থান নয়। এটা নির্মিত হয়েছে আল্লাহ্র যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে, অথবা যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত দশ

মসজিদে ঝগড়া-ফাসাদ করা, উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করা, হারানো জিনিস তালাশ করা, কেনা-বেচা, ইজারা দান ইত্যাকার লেনদেন গর্হিত

١٦٩٦ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَّنْشُدُ ضَالَّةً فِيْ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَارَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ، فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا - رواه مسلم .

১৬৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কেউ যদি শুনতে পায় যে, মসজিদে কোনো ব্যক্তি হারানো জিনিস খুঁজছে, তাহলে সে বলবে, আল্লাহ যেন জিনিসটি তোমায় ফেরত না দেয়। কেননা মসজিদ এ কাজের জন্যে নির্মিত হয়নি। (মুসলিম)

١٦٩٧ . وَعَنْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمْ مَّنْ يَّبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِىْ الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَّنْ يَّنْشُدُ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৫৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে কিছু কেনা-বেচা করতে দেখবে, তখন বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করেন। আর যখন তুমি দেখবে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে তার হারানো জিনিস খুঁজছে, তখন বলবে আল্লাহ যেন হারানো জিনিসটি তোমায় ফেরত না দেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান

١٦٩٨ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض اَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِىْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وَجَدْتَّ اِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَابُنِيَتْ لَهٗ - رواه مسلم .

১৬৯৮. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিচ্ছিল। সে বললো ঃ কে লাল রঙের উটের প্রতি আহবান জানালো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার উট খুঁজে পাবেনা। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, সে উদ্দেশ্যেই এটি তৈরী করা হয়েছে। (মুসলিম)

অর্থাৎ তোমার ঘোষিত উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী হয়নি।

١٦٩٩ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِىْ الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ اَوْيُنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ - رواه ابو داود والترمذى وقال جديث حسن.

১৬৯৯. হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কেনা-বেচা করতে, হারানো জিনিস খোঁজাখুজি করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে বারণ করেছেন।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

١٧٠٠ . وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الصَّحَابِىْ رض قَالَ : كُنْتُ فِىْ الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِىْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ

فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض فَقَالَ : اِذْهَبْ فَأْتِنِى بِهٰذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مَنْ اَيْنَ اَنْتُمَا ؟ فَقَالاَمِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَلَدِ لَاَوْ جَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَتَكُمَا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - رواه الْبُخَارِىُّ .

১৭০০. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ সাহাবী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি আমার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, পাথর নিক্ষেপকারী লোকটি হচ্ছে উমর ইবনে খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন ঃ যাও, ওই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি লোক দুটিকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। উমর (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা যদি শহরের বাসিন্দা হতে তাহলে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। কেননা, তোমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে বুলন্দ আওয়াযে কথা বলছো। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত এগার

পিঁয়াজ-রসুন ইত্যাকার গন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পরপরই মসজিদে প্রবেশ অনুচিত

١٧٠١ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِىْ الثُّوْمَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَ نَا - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ مَسَاجِدَنَا .

১৭০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি টাটকা পিয়াজ-রসূন জাতীয় সবজি খাবে। সে যেন (আমাদের) মসজিদের কাছে না যায়।[১] (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٠٢ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا - متفق عليه .

১৭০২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ ধরনের (পিয়াজ ও রসুন) সবজি খাবে, সে যেন আমাদের কাছে না ঘেঁসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٠٣ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا، اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : مَنْ اَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ، وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ بَنُوْا اٰدَمَ .

---

১. এই হাদীস দ্বারা পিয়াজ-রসূন খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। মূলত এই দুটি জিনিসের টাটকা গন্ধ অন্য মুসল্লীদের কষ্ট দিতে পারে, এ জন্যেই এ সতর্কতা।—অনুবাদক

১৭০৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি পিয়াজ বা রসূন খাবে, সে যেন (ঐ সবের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত) আমাদের কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি পিয়াজ বা রসূন কিংবা ঐ জাতীয় সবজি খায় সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা এ দু'টি বস্তু মানুষকে কষ্ট দেয় আর যে সব বস্তু মানুষকে কষ্ট দেয়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়।

١٧٠٤ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض اَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ تَاْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لَااَرَاهُمَا اِلَّا خَبِيْثَتَيْنِ : الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ ، لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِىْ الْمَسْجِدِ اَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ اِلَى الْبَقِيْعِ ، فَمَنْ اَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا - رواه مسلم .

১৭০৪. হযরত উমর উবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি এক জুমআর দিন খুতবায় বললেন ঃ হে লোক সকল। তোমরা দু'টি সবজি (পিয়াজ ও রসূন) খেয়ে থাকো। আমি মনে করি, এই দুটি সবজি ভালো নয়। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, মসজিদে অবস্থানকালে কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে সেখান থেকে বের করে দিতেন। তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'জান্নাতুলবাকী' নামক কবরস্থান অবধি পৌঁছে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি এই দুটো জিনিস খেতে ইচ্ছুক, সে যেন রান্না করে এদের গন্ধ দূর করে নেয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত বার

জুমআর দিন ইমামের খুতবার সময় হাটু-পেট এক করে বসা দূষণীয়

١٧٠٥ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحِبوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لاِمَامُ يَخْطُبُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৭০৫. হযরত মু'আয ইবনে আনাস আল-জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার সময় দুই হাঁটুকে পেটের সাথে মিশিয়ে বসতে বারণ করেছেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত তের

যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যত করেছে তার জন্যে যিলহজ্জের দশ তারিখ সকালে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল-দাঁড়ি কাটা বারণ

١٧٠٦ . عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَاِذَا اُهِلَّ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ فَلَا يَاْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَا مِنْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّىَ - رواه مسلم .

১৭০৬. হযরত উম্মে সালাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর পশু রয়েছে এবং সে তা কুরবানী করার নিয়্যাত করেছে সে যেন জিলহজ্জের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী না করা পর্যন্ত নিজের চুল-দাড়ি ও নখ না কাটে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চৌদ্দ

কোনো সৃষ্টির নামে হলফ করা বারণ

কোনো সৃষ্টিবস্তুর নামে হলফ করা জায়েয নয়। যেমন নবী-রাসূল, কাবাঘর, ফেরেশতা, আসমান, বাপদাদা, জীবন, আত্মা, মাথা ও বাদশাহ্‌র কিংবা অমুকের কবর, আমানত ইত্যাদির নামে হলফ করা নিষেধ।

١٧٠٧ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَا ئِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحِ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ اِلَّا بِاللّٰهِ اَوْ لِيَسْكُتْ -

১৭০৭. হযরত আবদুল্লাহ উবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বাপ-দাদা বা পূর্ব-পুরুষের নামে হলফ (শপথ) করতে বারণ করেছেন। কারো যদি হলফ করতেই হয় তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে কিংবা নীরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি যদি হলফ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হলফ না করে অথবা নীরব থাকে।

١٧٠٨. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ قَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِىْ وَلَا بِاٰبَا ئِكُمْ - رواه مسلم

১৭০৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ভুত-প্রেত বা দেবীর নামে হলফ করবে না। কিংবা বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের নামেও হলফ করেবে না। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত আত্-তাওয়াগী শব্দটি তাগিফহ শব্দের বহুবচন একটি দওস গোত্রের প্রতিমা অর্থাৎ তাদের মাবুদ। সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে 'তওয়াগিয়াত' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এটি তাগুত শব্দের বহু বচন। আর 'তাগুত' বলা হয় শয়তান ও প্রতিমাকে।

١٧٠٩. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِالْاَ مَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১৭০৯. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমানতের নামের হলফ করল, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (এই কারণে যে, আমানতটা আল্লাহ্‌র কোনো গুণ নয়)

হাদীসটি সহীহ্। এই মার্মে আবু দাউদ সহীহ সনদের সাথে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٧١٠. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَلَفَ فَقَالَ : اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا - رواه ابو داود.

১৭১০. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হলফ করে বললো, (আমি যদি অমুক কাজটা করি তাহলে) ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবো, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে সে যেরকম বলেছে, সে সে রকমই। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলেও সে ইসলামের দিকে সহী সালামতে ফিরে আসতে পারবেনা। (আবু দাউদ)

١٧١١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَا وَالْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن - وَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهٗ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيْظِ كَمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : الرِّيَاءُ شِرْكٌ .

১৭১১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একটি লোককে বলতে শুনেছেন, সে বলছিল ঃ কাবার শপথ! আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করোনা। এ কারণে যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে হলফ করে, সে কুফরী করে অথবা সে শিরক করে। (তিরমিযী)

হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস। আলেমগণ কুফর ও শিরকের তাফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন— রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রিয়া করা হচ্ছে শিরক করার সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পনর

জেনেশুনে মিথ্যা হলফ করা অপরাধ

١٧١٢ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِ امْرِىءٍ بِغَيْرِ حَقِّهٖ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ : ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهٗ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا) -

১৭১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ধনমাল অন্যায়ভাবে দখল করার জন্যে মিথ্যা হলফ করলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ্‌র তার প্রতি চরমভাবে ক্ষুব্ধ। ইবনে মাসউদ বলেন, এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার সমর্থনে আমাদের সামনে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজের হলফ সমূহ সামান্য মূল্যে পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় আখিরাতে তাদের জন্যে কোনো অংশই নির্দিষ্ট থাকবেনা। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, আর না তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন বরং তাদের জন্যে থাকবে অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর শাস্তি। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৭)

١٧١٣ . وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَّسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَ إِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ أَرَاكٍ – رواه مسلم

১৭১৩. হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে সা'লাক আল-হারিসী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোনো মুসলমানের হক মেরে খায়, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে অনিবার্য করে দেন আর জান্নাতকে করে দেন হারাম। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা যদি খুব মামুলি জিনিস হয় ? জবাবে বললেন ঃ সেটা পিলু গাছের একটি ছোট্ট ডাল হলেও। (মুসলিম)

١٧١٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ – رواه البخارى – وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا قَالَ : الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قُلْتُ : وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قَال : الَّذِيْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ ! يَعْنِيْ بِيَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ .

১৭১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ কবিরাহ গুনাহ হলো আল্লাহ্‌র সাথে শিরক্ করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ জনৈক বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কবীরাহ্ গুনাহ্ বলতে কি কি বুঝায় ? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ 'মিথ্যা হলফ করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ মিথ্যা হলফ কি ? তিনি বললেন ঃ যে হলফ দ্বারা কোনো মুসলমানের ধন-মাল লোপাট করা হয়। অর্থাৎ মিথ্যা হলফ দ্বারা।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ষোল

কোন কাজের হলফ গ্রহণের পর

কোন ব্যক্তি একটি কাজের জন্যে হলফ গ্রহণ করলো। এরপর তার সামনে এর চেয়েও উত্তম কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হলো। এহেন ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তারপর হলফ ভঙ্গের জন্যে তাকে কাফ্ফারা আদায় করাতে হবে।

١٧١٥. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَاْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَّكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ - متفق عليه

১৭১৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন, তুমি যদি কোনো বিষয়ে হলফ গ্রহণের পর তার চেয়েও উত্তম কোনো বিষয়টি দেখতে পাও, তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্বেকার হলফটি ভঙ্গ করে তার কাফ্ফারা আদায় করবে এবং তুলনামূলক ভালো কাজটিই সম্পাদন করবে। (মুসলিম)

١٧١٦ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ - رواه مسلم

১৭১৬. হযরত হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করল, অতঃপর তার বিপরীতে উত্তম কিছু করার সুযোগ দেখতে পেল। সে যেন শপথ ভংগ করে তার কাফ্ফারা আদায় করে এবং অপেক্ষাকৃত ভালো কাজটি করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧١٧. وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ اَرٰى خَيْرًا مِّنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِيْ وَ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ - متفق عليه

১৭১৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ চাইলে আমি এমন কোনো হলফ গ্রহণ করবোনা, যে হলফ গ্রহণের পর তুলনামুলক ভালো কাজের সুযোগ দেখলে আমি আমার হলফ ভঙ্গ করে তার কাফ্ফারা আদায় করবো এবং তুলনামূলক ভালো কাজটি সম্পাদন করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٨ . وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّلَجَّ اَحَدُكُمْ فِيْ يَمِيْنِهٖ فِيْ اَهْلِهٖ اٰثَمُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ اَنْ يُّعْطِيَ كُفَّارَتَهُ الَّتِيْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - متفق عليه . قَوْلُهٗ يَلَجَّ بِفَتْحِ اللَّامِ وَ تَشْدِيْدِ الْجِيْمِ - اَيْ يَتَمَادٰى فِيْهَا وَ لَا يُكَفِّرُ - وَقَوْلُهٗ اٰثَمُ هُوَ بِالثَّاۤءِ الْمُثَلَّثَةِ اَيْ اَكْثَرُ اِثْمًا -

১৭১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ হলফ করে নিজের পরিবারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং সে হলফ ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারা আদায় না করে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর প্রতি ফরয কাফ্‌ফারা আদায় না করার চাইতেও বেশি গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সত্তর

অর্থহীন হলফ ক্ষমার যোগ্য

অর্থহীন হলফগুলো ক্ষমাযোগ্য। এ ধরনের হলফ ভঙ্গ করাতে কোনো কাফ্‌ফারা দিতে হয়না। এই হলফগুলো এমন প্রকৃতির যে, অভ্যাস বশত কোন হলফ করার ইচ্ছা ছাড়াই মুখে এসে যায় যেমন ঃ সাধারণত কথা-বার্তা বলার সময় 'আল্লাহ্‌র কসম' 'খোদার কসম' ইত্যাকার কথা বলা হয়ে থাকে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللّٰهِ بِاللَّغْرِ فِىْ اَيْمَا نِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَا خِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَا نِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ -

মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ তোমরা যে সব অর্থহীন হলফ করে থাকো, সে জন্যে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা জেনে-শুনে যেসব হলফ করো, সে বিষয়ে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ জাতীয় হলফ ভঙ্গের) কাফ্‌ফারা হলো ঃ দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা নিজেদের পরিবাবর্গকে খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তির এসব করার সামর্থ্য নেই, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এই হলো তোমাদের হলফ-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা। তোমরা হলফের সংরক্ষণ করো। আল্লাহ্‌ এভাবেই তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশগুলো স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন। যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা মায়েদা ঃ ৮৯)

১৭১৯. وَعَنْ عَا ئِشَةَ رض قَالَتْ : اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰ يَةُ لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَا نِكُمْ فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ : لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ - رواه البخارى .

১৭১৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তোমরা যেসব নিরর্থক হলফ গ্রহণ করে থাকো আল্লাহ সেজন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, এ আয়াতটি কোনো ব্যক্তির 'না, আল্লাহ্‌র কসম', 'হাঁ, 'আল্লাহ্‌র কসম, ইত্যাকার কসম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আটার

কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সত্য হলফ করাও অনুচিত

১৭৬০. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ - متفق عليه

১৭২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি (পণ্য) বিক্রির সময় বেশি পরিমাণ হলফ বেশি বিক্রির কারণ হতে পারে; কিন্তু তা উপার্জনের বরকত নিঃশেষ করে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٢١ . وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رض أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ - رواه مسلم .

১৭২১. হযরত আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা কোনো পণ্য বিক্রির সময় বেশি বেশি হলফ করা থেকে বিরত থাকো, কেননা, এতে বিক্রি হলেও বরকত ধ্বংস হয়ে যায়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত উনিশ

আল্লাহ্‌র দোহাই পেড়ে কিছু প্রার্থনা করা

আল্লাহ্‌র নামে দোহাই পেড়ে একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা দূষনীয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কিছু চাইলে তাকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহ্‌র নামে সুপারিশ করলে বঞ্চিত করা দূষনীয়— অনুচিত।

١٧٢٢ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ إِلَّا الْجَنَّةُ - رواه ابو داود

১৭২২. হযরত জাবির বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র দোহাই পেড়ে একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা সমীচীন নয়। (আবু দাউদ)

١٧٢٣ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ وَ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاتُكَافِئُوْنَهُ بِهٖ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَاوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ . حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . رواه ابو داود والنَّسَائِىُّ بِأَسَانِيْدِ الصَّحِيْحَيْنِ

১৭২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দোহাই পেড়ে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দান করো। কেউ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কিছু চাইলে তাকে কিছু দান করো। কেউ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আহ্‌বান জানালে তাতে সাড়া দাও।

কোন ব্যক্তি তোমাদের জন্যে কল্যাণকর কাজ করলে তার প্রতিদান দাও। তার কাজের প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না থাকলে তার জন্যে ততোক্ষণ পর্যন্ত দো'আ করতে থাকো, যতোক্ষণ তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি না হয় যে, তার প্রতিদান দিতে পেরেছো। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী বুখারী ও মুসলিমের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত বিশ

রাজাধিরাজ খেতাব প্রদান হারাম

কোন শাসক বা রাষ্ট্রনায়ককে রাজাধিরাজ বলে সম্বোধন করা বা উপাধি প্রদান নিষেধ। কেননা এ শব্দটির অর্থ হলো 'মালিকুল মুল্‌ক' বা সম্রাটদের সম্রাট। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা সমীচীন নয়।

١٧٢٤ . عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ تَسَمّٰى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ - متفق عليه. قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَلِكُ الْاَمْلَاكِ مِثْلُ شَاهِنْشَاهِ .

১৭২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম হলো সেই ব্যক্তি যে 'শাহানশার মতো 'মালিকুল আমলাক' বা রাজাধিরাজ খেতাব গ্রহণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন। 'মালিকুল আম্‌লাক' কথাটি শাহানশাহ খেতাবেরই সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত একুশ

কোনো ফাসিক ও বিদ'আতীকে 'সাইয়েদ' বা অনুরূপ সম্বোধন করা নিষেধ

١٧٢٥. عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَاِنَّهٗ اِنْ يَّكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৭২৫. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুনাফিককে 'সাইয়েদ' বলে ডেকোনা। কেননা, সে সাইয়েদ হলেও তাকে অনুরূপ সম্বোধন করে তোমার মহান প্রভুকে নাখোশ করোনা।

আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ তিনশত বাই

জ্বরকে গাল-মন্দ করা দূষণীয়

١٧٢٦ . عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ السَّائِبِ اَوْ اُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : مَالَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ- اَوْ يَااُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِيْنَ ؟ قَالَتِ الْحُمّٰى لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا ؟ فَقَالَ لَا تُسَبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا تُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ -رواه مسلم - تُزَفْزِفِيْنَ اَىْ تَتَحَرَّكِيْنَ حَرَكَةً سَرِيْعَةً وَمَعْنَاهُ تَرْتَعِدُ وَهُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَ بِالزَّاىِ الْمُكَرَّرَةِ وَالْفَاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَرُوِىَ اَيْضًا بِالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَالْقَافَيْنَ .

১৭২৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুস সায়েব কিংবা উম্মুল মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে উম্মুস সায়েব! (অথবা হে উম্মুল মুসাইয়েব) তোমার কী হয়েছে ? তুমি কাঁপছ কেন ? সে বললো ঃ জ্বর হয়েছে তাই। আল্লাহ যেন তার (জ্বরের) মধ্যে কল্যাণ দান না করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জ্বরকে গাল-মন্দ করোনা। কেননা জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ-খাতাকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন কামারের হাতুড়ি লোহার ময়লাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত তেইশ

বাতাসকে গাল-মন্দ করা নিষেধ, বাতাস চলাচলের সময় যা বলা উচিত

١٧٢٧ . عَنْ اَبِى الْمُنْذِرِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوْا الرِّيْحَ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مَاتَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح.

১৭২৭. হযরত আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বাতাসকে গালাগাল করোনা। তোমরা যখন বাতাসকে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবহমান দেখবে, তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে এই বাতাস থেকে কল্যাণ পেতে চাই, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং একে যে কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাও আমরা পেতে চাই। আমরা এই বাতাসের তামাম অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (তিরমিযী)

ইমাম তিরযিমী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।

١٧٦٨ . وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرِّيْحُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ تَاْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَتَاْتِىْ بِالْعَذَابِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَلَا تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهِ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا - رواه ابو داود باسناد حسن قوله ﷺ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ اَىْ رَحْمَتِهٖ بِعِبَادِهٖ .

১৭২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি বাতাস আল্লাহ্‌র অন্যতম রহমত। এটি কখনো রহমত নিয়ে আসে। আবার কখনো এটি নিয়ে আসে আযাব। সুতরাং তোমরা কখনো বাতাসকে প্রবাহিত হতে দেখে গাল-মন্দ কোরনা; বরং তো থেকে কল্যাণ লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করো এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরই কাছে আশ্রয় চাও। (আবু দাউদ

١٧٢ . وَعَنْ عَائِسَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا

وَخَيْـرَ مَا فِيْهَـا وَخَيْـرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَ اَعُـوْذُ بِكَ مِـنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَـا فِيْهَـا وَشَـرِّ أُرْسِلَتْ بِهِ -

رواه مسلم

১৭২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম যখন প্রচণ্ড বেগে বায়ু চলাচল করতে দেখতেন, তখন আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই বাতাসের প্রবাহ থেকে কল্যাণ পেতে চাই। এর মধ্যে যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে এবং যে কল্যাণসহ একে প্রেরণ করা হয়েছে, তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর আশ্রয় চাই এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে এবং যে ক্ষয়ক্ষতিসহ একে প্রেরণ করা হয়েছে, তা থেকেও নিরাপদ থাকার জন্যে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চব্বিশ

মোরগকে গাল-মন্দ করা নিষেধ

١٧٣٠ . عَنْ زَيْدِ بْنِ خَلِدِ الْجُـهَنِيِّ رض قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللّـهِ ﷺ لَا تَسُبُّـوْا الدِّيْكَ فَاِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلَاةِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৭৩০. হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ আ-জুহানী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মোরগকে গাল-মন্দ কোরনা। কেননা, মোরগ নামাযের জন্যে মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।

আবু দাউদ হাদসটি সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পঁচিশ

অমুক নক্ষত্রের দরুণ বৃষ্টিপাত হয়েছে একথা বলা নিষেধ

١٧٣١ . عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رض قَالَ : صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَ يْبِيَّةِ فِيْ اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوْا اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ : قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَ اَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَ فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ - متفق عليه وَالسَّمَاءُ هُنَا الْمَطَرُ .

১৭৩১. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) বর্ণমা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া নামক স্থানে ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। এর আগের রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিল। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে তাকিয়ে

বললেন ঃ তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভূ কী বলেছেন ? সবাই বললো ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আজ প্রত্যূষে আমার বান্দাদের একাংশ আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর অপরাংশ কুফরী করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের জন্যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী আর যারা বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ছাব্বিশ

কোনো মুসলমানকে কাফির বলা নিষেধ

١٧٣٢ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاَخِيْهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا ، فَاِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ اِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ - متفق عليه

১৭৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো মুসলমান তার অপর কোনো মুসলমান ভাইকে 'কাফির' বলে সম্বোধন করে, তখন যে কোনো একজনের ওপর অবশ্যই কুফরী অভিধা নিপতিত হবে। যাকে কাফির বলা হলো, সে সত্যিই কাফির হয়ে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু সে যদি কাফির না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফির অভিধাটি প্রদান করলো, আর ওপরই কুফরী অপবাদ নিপতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٣٣. وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض اَنَّهُ سَمِعَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ - متفق عليه. حَارَ رَجَعَ .

১৭৩৩. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে 'কাফির' বলে সম্বোধন করে অথবা 'আল্লাহ্‌র দুশমন' বলে আখ্যায়িত করে, অথচ সে তা নয়, তাহলে কাফির অভিধাটি যে বলবে তার দিকেই ফিরে আসবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সাতাশ

অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা বারণ

١٧٣٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَّلاَاللَّعَّانِ وَّ لاَ الْفَاحِشِ وَ لاَالْبَذِيِّ - رواه الترمذى و قَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

১৭৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী ও তিরস্কারকারী হতে পারেনা। তেমনি সে পারেনা লা'নতকারী, অশ্লীলভাষী ও প্রলাপকারী হতে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

১৭৩৫ . وَعَنْ أَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاكَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهٗ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهٗ - رواه الترمذى وقال حديث حسن .

১৭৩৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকেই নষ্ট করে দেয় আর লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকেই সৌন্দর্যময় করে তোলে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আটাশ

কথা-বার্তায় জটিল বাক্য ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার অনুচিত

সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে কিছু বলতে হলে তা তাদের বোধগম্য ভাষায়ই বলা উচিত। এক্ষেত্রে জঠিল ও কঠিন ভাষা ব্যবহার, বাক্ চাতুর্যের প্রদর্শনী, অপ্রচলিত শব্দাবলীর ব্যবহার ইত্যাদি দূষনীয়।

১৭৩৬ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا - رواه مسلم .

اَلْمُتَنَطِّعُوْنَ الْمُبَالِغُوْنَ فِيْ الْأُمُوْرِ .

১৭৩৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অতিশয়োক্তিকারীরা ধ্বংস হয়েছে। বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন।

১৭৩৭ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهٖ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةَ - رواه ابو داود والتر مذى وقال حديث حسن

১৭৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেসব অতিশয় উক্তিকারীদের ঘৃণা করেন, যারা গরুর ঘাস চিবানোর ন্যায় নিজেদের জিহ্বা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস।

১৭৩৮ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَ اَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَيَّ وَ اَبْعَدِكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ

وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ - رواه الترمذى وقال حديث حسن وقد سبق شرحه فِى باب حسن الخلق .

১৭৩৮. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নৈতিক দিক দিয়ে উত্তম কিয়ামতে সেই আমার কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় এবং বেশি নিকটবর্তী হবে। আর তোমাদের মধ্যে যেসব লোক দুর্বোধ্য ভাষা ও অতি কথন দোষে দুষ্ট এবং যারা গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে, তারাই আমার কাছে সবচাইতে বেশি ঘৃণ্য আর কিয়ামতের দিন এরাই আমার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে।

হাদীসটি বর্ণনাকারী ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত উনত্রিশ

আমার আত্মা কলুষিত — এ ধরনের কথা বলা অনুচিত

١٧٣٩ . عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ، وَلٰكِنْ لِّيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ - متفق عليه - قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنٰى خَبُثَتْ غَثِت وَهُوَ مَعْنٰى لَقِسَتْ وَلٰكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الْخُبْثِ

১৭৩৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার আত্মা নষ্ট বা কলূষিত হয়ে গেছে; বরং এরূপ কথা বলা যেতে পারে যে, আমার আত্মা গাফেল বা মলিন হয়ে গেছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

আলেমগণ বলেন যে, খাবুসাত ও লাকিসাহ শব্দটির অর্থ একই রূপ। অর্থাৎ খারাপ মলিনতা, ভ্রষ্টতা কলুষতা ইত্যাদি। কিন্তু তারা 'খুবস' শব্দটির ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন। কারণ ওটা তারা পছন্দ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ত্রিশ

আঙ্গুরকে 'কারম' বলা দূষনীয়

١٧٤٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَاِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ. متفق عليه . وهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَ فِىْ رِوَايَةٍ فَاِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ يَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ اِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

১৭৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আঙ্গুরকে 'কারম' বোলনা। কেননা, শুধুমাত্র মুসলমানই 'কারম' অভিধা পেতে পারে (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির ভাষা ইমাম মুসলিমের।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'কারম' হলো মুমিনের অন্তকরণ। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) লোকেরা আঙ্গুরকে কারম বলে অথচ কারম হলো মুমিনের হৃদয়।

١٧٤١ . وَعَنْ وَآئِلِ بْنِ حُجْرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُوْلُوْا الْكَرْمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوا : الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ - رواه مسلم - اَلْحَبَلَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ وَ يُقَالُ اَيضًا بِاِسكَانِ الْبَاءِ .

১৭৪১. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আঙ্গুরকে কারম বোলনা; বরং ইনাব বলো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত একত্রিশ

পুরুষের সামনে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা নিষেধ

কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া পুরুষের সামনে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা অনুচিত। অবশ্য বিয়ে-শাদীর মতো মানবিক প্রয়োজনে মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য, গঠন প্রকতি বর্ণনা করা বৈধ।

١٧٤٢ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهٗ يَنْظُرُ اِلَيْهَا - متفق عليه

১৭৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারীর নগ্ন শরীর যেন অন্য কোনো নারীর নগ্ন শরীরকে স্পর্শ না করে। অনুরূপভাবে কোনো নারী যেন অন্য নারীর সৌন্দর্য আপন স্বামীর সামনে এমনভাবে বর্ণনা না করে, যেন সে তাকে প্রত্যক্ষ করছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত বত্রিশ

পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে দো'আ করা উচিত

হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমায় ক্ষমা করে দাও-এভাবে দো'আ করা অনুচিত। দো'আ প্রত্যয়ের সঙ্গে করাই বাঞ্ছনীয়।

١٧٤٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ

ارْحَمَنِي اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَاِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ وَلٰكِنْ لِّيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ اَعْطَاهُ .

১৭৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে দো'আ না করে ঃ হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দো'আ করবে। কেননা, তাঁর (আল্লাহ্‌র) ওপর কারো শাক্তি বা প্রভাব খাটেনা। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও আগ্রহের সাথে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে দো'আ করা বাঞ্ছনীয় কারণ আল্লাহ বান্দাহকে যা কিছু দান করেন, সেটা তাঁর কাছে বড়ো কিছু নয়।

١٧٤٤ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُوْلَنَّ : اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِيْ فَاِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ - متفق عليه .

১৭৪৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন দো'আ করবে তখন পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে দো'আ করবে। কেউ যেন এরকম (দায়সারাভাবে) না বলে ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমায় দাও'। কেননা আল্লাহ্‌র ওপর কারো শক্তি প্রয়োগ বা প্রভাব খাটানো চলেনা। অথবা কাউকে কিছু দান করাও তার জন্যে অপরিহার্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত তেতত্রিশ

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সঙ্গে অন্যের ইচ্ছা মিলানো অনুচিত

١٧٤٥ . عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৭৪৫. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এভাবে বলোনা যে, আল্লাহ যা এবং অমুকে যা চান, সেটাই হবে; বরং এভাবে বলো ঃ আল্লাহ যেভাবে চান এবং অমুকে যেভাবে চান, সে রকমই হবে।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চৌত্রিশ

ইশার নামাযের পর (অপ্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলা মাকরূহ

ইমাম নববীর মতে, একথার উদ্দেশ্য হলো, যেসব মামুলি কথাবার্তা অন্যান্য সময়ও বলা জায়েয এবং যা বলা বা না-বলা উভয়ই সমান, ইশার নামাযের পর এ ধরণের কথাবার্তা বলা

অনুচিত। আর যেসব কথাবার্তা অন্যান্য সময়ে বলা হারাম বা মাক্রূহ ইশার পর তা বলা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে এ সময়ে কল্যাণময় কথা বলা নিষিদ্ধ বা অনুচিত নয়। যেমন ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, মনীষীদের জীবন কথা পর্যালোচনা করা, উন্নত নৈতিক বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা, মেহমানের সাথে কথাবার্তা বলা, কোনো প্রয়োজনশীল ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বলা এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রসঙ্গ। এভাবে কোনো জরুরী বিষয়ে কথাবার্তা বলা অথবা কোনো বিপদে পড়ে কথা বলাও দূষণীয় (মাকরূহ) নয়। এসব বিষয়ের সমর্থনে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে।

١٧٤٦. عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا - متفق عليه

১৭৪৬. হযরত আবু বুরদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং তারপরে কথা বলতে অপছন্দনীয় মনে করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤٧ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : اَرَاَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ عَلٰى رَاْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ الْيَوْمَ اَحَدٌ - متفق عليه

১৭৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ ভাগে একদিন ইশার নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজকের এই রাতটি সম্পর্কে তোমাদের কি কিছু ধারণা আছে? আজকে যারা দুনিয়ায় বেঁচে আছে, একশো বছর পর তাদের কেউ আর জীবিত থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّهُمُ انْتَظَرُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَرِيْبًا مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى بِهِمْ يَعْنِىْ الْعِشَاءَ قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : اَلَا اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا وَ اِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلَاةٍ مَا اَنْتَظَرْتُمْ الصَّلٰوةَ - البخارى .

১৭৪৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাতের প্রায় অর্ধেক পেরুনের সময় এলেন এবং তারপর সবার সাথে ইশার নামায পড়লেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন ঃ জেনে রাখো, অনেক লোক (ইতোমধ্যে) নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতোক্ষণ নামাযের জন্যে অপেক্ষা করেছে ততোক্ষণ (ঠিক) নামাযের মধ্যেই ছিলে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পাঁয়ত্রিশ

স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীর তাতে সাড়া না দেয়া হারাম

١٧٤٩ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَ اَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى تَرْجِعَ .

১৭৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রী যদি সঙ্গত কারণ ছাড়াই তা অগ্রাহ্য করে আর এ কারণে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

এঁদের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ স্ত্রী যতোক্ষণ স্বামীর বিছানায় ফিরে না আসে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ছয়ত্রিশ

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা বারণ

١٧٥٠ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، وَلَا تَاْذَنَ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - متفق عليه

১৭৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। (এছাড়া) তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্য কাউকেও তার ঘরে আসার সম্মতি দিতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সায়ত্রিশ

ইমামের আগে মুক্তাদীর রুকূ সিজদা থেকে মাথা তোলা নিষেধ

١٧٥١ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَمَا يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ رَاْسَهٗ رَاْسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهٗ صُوْرَةَ حِمَارٍ - متفق عليه.

১৭৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে রুকূ সিজদা থেকে মাথা তোলে, তখন কি সে এ ভয় করেনা যে, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথার মতো করে দেবেন অথবা তার আকৃতিকে গাধার মতো করে দেবেন ? (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আটত্রিশ

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা বারণ

١٧٥٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : نُهِىَ عَنِ الْخَصْرِ فِىْ الصَّلٰوةِ – متفق عليه .

১৭৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত উনচল্লিশ

নামাযের সময় খাবার উপস্থিত হলে

খাবার উপস্থিত হলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকলে কিংবা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলে খাবার রেখে নামায পড়া দূষনীয়। ঠিক তেমনি প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়াও অনুচিত।

١٧٥٣ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَاصَلٰوةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَّلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ – رواه مسلم .

১৭৫৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, খাবার উপস্থিত হলে তা রেখে নামায পড়বে না। তেমনিভাবে প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখেও নামায পড়বেনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশ চল্লিশ

নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো বারণ

١٧٥٤ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَّرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ ! فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ – رواه البخارى .

১৭৫৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যেই আকাশের দিকে তাকায় ? আনাস বলেন, তিনি (রাসূল) এ ব্যাপারে আরো শক্তভাবে কথাটি বলেছেন। এমন কি, তিনি বললেন ঃ লোকেরা যেন অবশ্যই এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে দেয়া হতে পারে। (বুখারী)

অধ্যায় ঃ তিনশত একচল্লিশ

নামাযের মধ্যে নিষ্প্রয়োজনে ডানে বামে তাকানো বারণ

١٧٥٥ . عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِىْ الصَّلٰوةِ فَقَالَ : هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ - رواه البخارى .

১৭৫৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে ডানে বামে তাকানো। সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তিনি বলেন ঃ এটা হচ্ছে শয়তানের ছোবল। এভাবে ছোবল মেরে সে বান্দার নামায থেকে কিছু অংশ হরণ করে নিয়ে যায়। (বুখারী)

١٧٥٦ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِىْ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِىْ الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِى التَّطَوُّعِ لَا فِىْ الْفَرِيْضَةِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১৭৫৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন ঃ নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়োনা কেননা নামাযের মধ্যে এদিক তাকানো একটি ধ্বংসাত্মক কাজ। ডানে-বামে যদি একান্তই তাকাতে হয়, তবে তা নফল নামাযে করত পারো; কিন্তু ফরয নামাযে এটা করা যাবেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত বিয়াল্লিশ

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া বারণ

١٧٥٧ . عَنْ اَبِىْ مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا - رواه مسلم

১৭৫৭. হযরত আবু মারসাদ কুন্নায ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়োনা এবং কবরের ওপর বসোনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশ তিতাল্লিশ

নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল নিষেধ

١٧٥٨ . عَنْ اَبِىْ الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَّهُ مَنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الرَّاوِيْ مَا اَدْرِيْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، اَوْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً - متفق عليه

১৭৫৮. হযরত আবুল জুহাইম আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে সিমাহ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারী লোক যদি জানতো এ কাজে তার কি পরিমাণ গুনাহ অর্জিত হয়, তবে সে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেই কল্যাণময় বলে ভাবতো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন, সেটা আমার স্মরণ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চুয়াল্লিশ

মুআয্যিন ইকামত শুরু করলে

মুআয্যিন যখন ফরয নামাযের ইকামত শুরু করে, তখন মুক্তাদীদের পক্ষে সুন্নাত বা নফল নামায পড়া বারণ। (তবে ওই দিনেরই কোনো ফরয নামায কাযা থাকলে ভিন্ন কথা)

١٧٥٩ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ - رواه مسلم .

১৭৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন (ফরয) নামাযের জন্যে তাকবীর কিংবা ইকামত বলা শুরু হয়, তখন ফরয নামায কিংবা তার কাজা ছাড়া অন্য কোন নামায সমচীন হবেনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পাঁয়তাল্লিশ

জুমআর দিনে রোযা এবং সে রাতে ইবাদত

জুমআর দিনকে রোযা রাখার এবং জুমআর রাতকে নফল নামাযের জন্যে সুনির্দিষ্ট করে নেয়া। দূষনীয়।

١٧٦٠ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ - رواه مسلم.

১৭৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতগুলোর শুধুমাত্র জুমআর রাতকে নফল ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিওনা। (অনুরূপভাবে দিনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র জুমআর দিনকে নফল রোযার জন্যে নির্দিষ্ট কোরনা। তবে তোমাদের কারো রোযা যদি নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই জুম'আর দিনে পড়ে যায়, তবে আলাদা কথা। (মুসলিম)

١٧٦١ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رض لَا يَصُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ - متفق عليه

১৭৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম'আর দিনে রোযা না রাখে; বরং তার পূর্বের কিংবা পরের একদিন মিলিয়ে রোযা রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٢ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رض أَنَّهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ – متفق عليه

১৭৬২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শুধু জুম'আর দিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٣. وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ : تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِيْ غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا قَالَ فَأَفْطِرِيْ – رواه البخاري .

১৭৬৩. হযরত উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া বিন্‌তে হারেস (রা) বলেছেন, এক জুম'আর দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এলেন। সেদিন তিনি রোযা পালন করছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে ? তিনি বললেন ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখতে চাও ? জুয়াইরিয়া বললেন ঃ না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি আজকের রোযা ভঙ্গ করো। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ছয়চল্লিশ

উপর্যুপরি রোযা রাখা (সওমে বিসাল) বারণ

কোন প্রকার পানাহার না করে পরপর দুই বা ততোধিক দিন রোযা রাখার নাম 'সওমে বিসাল' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের রোযা পালনকে অপছন্দ করেছেন।

١٧٦٤ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ – متفق عليه .

১৭৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে 'সওমে বিসাল' করতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّيْ أُطْعَمُ وَ أُسْقَى . متفق عليه وهٰذَ اللَّفْظُ الْبُخَارِىُّ .

১৭৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সওমে বিসাল' অর্থাৎ কোনরূপ পানাহার না করে পরপর কয়েকদিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন। সাহাবাগণ জানতে চাইলেন ঃ আপনি যে 'সাওমে বিসাল' করেন ? তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদের মতো নই। (একটি বিশেষ পন্থায়) আমাকে পানাহার করানো হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সাতচল্লিশ
কবরের ওপর বসা নিষেধ

١٧٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ - رواه مسلم .

১৭৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো লোক যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর বসে এবং তার ফলে তার কাপড় ভেদ করে চামড়াও পুড়ে যায়, তবু তা তার জন্যে কবরের ওপর বসার অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আটচল্লিশ
কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ বারণ

١٧٦٧ . عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ وَ اَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ وَ اَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ - رواه مسلم .

১৭৬৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করা, তার ওপর বসা এবং তার ওপর কোনরূপ নির্মান কাজ করতে বারণ করেছেন।[১] (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত উনপঞ্চাশ
মনিবের কাছ থেকে ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া নিষেধ

١٧٦٨ . عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ - رواه مسلم .

১৭৬৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. অবশ্য জীবজন্তুর উৎপাত থেকে হেফাজতের জন্যে কবরস্থানের চারদিকে ঘর তৈরী করা দূষণীয় নয়। —অনুবাদক

বলেছেন, যে ক্রীতদাস স্বীয় মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, তার ব্যাপারে ইসলামের দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেল। (মুসলিম)

١٧٦٩. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهٗ صَلٰوةٌ - رواه مسلم وَفِى رِوَايَةٍ فَقَدْ كَفَرَ .

১৭৬৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোলাম (ক্রীতদাস) যখন পালিয়ে যায়, তখন (আল্লাহ্‌র কাছে) তার নামায ও কবুল হয় না। (মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ সে তখন কুফরী করে.।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পঞ্চাশ

শাস্তি কার্যকর করার বিপক্ষে সুপারিশ করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারীণী উভয়কে একশো ঘা করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রশ্নে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোন দয়া-মায়া না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের উভয়ে শাস্তি পর্যবেক্ষণ করে ? (সূরা নূর ঃ ২)

١٧٧٠ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا : مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهٗ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا - متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ قَالَ اُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

১৭৭০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মাখযুমী বংশের একটি মহিলা চুরি করে ধরা পড়েছিল। (চুরির শাস্তির কথা চিন্তা করে) তার ব্যাপারটা কুরাইশদের জন্যে খুবই জটিল হয়ে দাঁড়ালো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, এই কঠিন ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে পারে ? তারা এই কথা ব্যক্ত করলো, উসামা বিন্ যায়েদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব প্রিয়পাত্র। তিনি ছাড়া এ কাজ করার মতো সৎসাহস আর কেউ করতে পারবে না। সেমতে উসামা তাঁর সঙ্গে

কথা বলতে গেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হদ (শাস্তি) বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে চাইছো ? তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং সবশেষে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। পক্ষান্তরে কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌র কসম। মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে তার হাতও আমি কেটে ফেলতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

এঁদের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ (সুপারিশ করার দরুন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলে তিনি উসামাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তি বাতিল করার জন্যে সুপারিশ করছ ? উসামা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অপরাধ ক্ষমার জন্যে দো'আ করুন। উসামা বলেন ঃ অতঃপর তিনি (রাসূলে আকরাম) ওই মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কেটে ফেলা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত একান্ন

জনগণের চলার পথে গাছের ছায়ায় এবং ব্যবহার্য পানিতে পায়খানা করা বারণ

قَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'যারা ঈমানদার নর-নারীকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড়ো মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহ্‌র বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

١٧٧١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقُوْا اللَّعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللاَّ عِنَانِ ؟ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ - رواه مسلم

১৭৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি অভিশাপ আহবানকারী বিষয় থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অভিশাপ আহবানকারী জিনিস দু'টি কি ? তিনি বললেন ঃ সাধারণ লোকদের চলাচল পথে কিংবা রাস্তার গাছের ছায়ায় পায়খানা করা। (মুসলিম)

١٧٧٢ . عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِىْ الْمَاءِ الرَّكِدِ - رواه مسلم .

১৭৭২. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত বায়ান্ন

উপহার দেয়ার সময় কোনো সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া দূষণীয়

১৭৭৩ . عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ وَ فِىْ رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِىْ اَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ اَبِىْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ - وَفِىْ رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَشِيْرُ اَلَكَ وَلَدٌ سِوٰى هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِىْ اِذًا فَاِنِّىْ لَا اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تُشْهِدْنِىْ عَلٰى جَوْرٍ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ ثُمَّ قَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلٰى قَالَ فَلَا اِذًا - متفق عليه .

১৭৭৩. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, তার পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে বললেন ঃ আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম উপহার দিয়েছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তোমার সব ছেলেকে একইভাবে গোলাম উপহার দিয়েছ ? তিনি বললেন ঃ 'না'। এটা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ গোলামটি তুমি ফেরত নিয়ে যাও। অন্য এক বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি সব ছেলেকে এভাবে গোলাম দিয়েছ ? তিনি বললেন 'না'। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো।

নু'মান বলেন ঃ আমার পিতা বাড়িতে এসে উপহারটি ফেরত নিয়ে গেলেন। অপর এক বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বাশীর! তোমার কি এছাড়া আরো সন্তান আছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাদের প্রত্যেককে কি এভাবে উপহার দিয়েছ ? তিনি বললেন ঃ না, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আমায় সাক্ষী বানিয়োনা। কারণ, আমি জুলুমের সাক্ষী হতে পারিনা। অপর এক বর্ণনায় আছে; আমায় জুলুমের সাক্ষী বানিয়োনা। অন্য এক বর্ণনায় আছে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী বানাও। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি চাও যে, তোমার সব সন্তান তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করুক ? তিনি বললেন ঃ 'হাঁ'। তখন রাসূলে আকরাম বললেন ঃ তাহলে এরূপ কোরনা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত তেপান্ন

মেয়েদের শোক পালন

স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে মেয়েদের তিন দিনের বেশি শোক পালন করা নিষিদ্ধ। কেবল স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর চার মাস দশ দিন শোক পালনের বিধান রয়েছে।

١٧٧٤ . عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ رض قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ حَبِيْبَةَ رض زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ رض فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرِهٖ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رض حِيْنَ تُوُفِّىَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ مَالِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا متفق عليه .

১৭৭৪. হযরত যয়নব বিন্‌তে আবু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা)-এর মৃত্যুর পর আমি তার কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রঙ কিংবা অন্য কোনো রঙের সুগন্ধি আনতে বললেন ঃ এবং তা এনে এক বাঁদী লাগিয়ে দিল। এরপর তিনি তা নিজের গালে লাগালেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমার সুগন্ধির কোনো প্রয়োজন ছিলনা। তবে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোনো মৃত্যুর জন্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। কেবলমাত্র স্বামীর জন্যে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা বিধেয়। যয়নব বলেন ঃ এরপর আমি যয়নব বিন্‌তে জাহীশ (রা)-এর ভাইর ইন্তেকালের পর তার কাছে গেলাম। তিনিও সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে তার শরীরের মাখলেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম। আমার কোনো সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলনা। তবে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চুয়ান্ন

গ্রামবাসীর পণ্য দ্রব্য শহরবাসীর বিক্রি করে দেয়া অন্যায়

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন শহুরে ব্যক্তি যেন (দালাল লাগিয়ে) কোনো গ্রামীণ ব্যক্তির পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে না ফেলে। তেমনিভাবে, একজনের বলা দামের ওপর যেন অন্যজন দাম না বলে। অনুরূপভাবে একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্যজন বিয়ের প্রস্তাব না পাঠায়। এ ধারনের কাজ একদম নিষিদ্ধ।

١٧٧٥ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَّاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَ اُمِّهِ - متفق عليه .

১৭৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সামনে এগিয়ে (বাজারে পৌঁছার আগেই) ব্যবসায়ী দলের কাছ থেকে মালামাল কিনে ফেলোনা। (মালামাল বাজারে পৌঁছার সুযোগ দাও।)
(বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٦ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَتَلَقُّوا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى الْاَسْوَاقِ - متفق عليه.

১৭৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সামনে এগিয়ে গিয়ে ব্যবসায়ী দলের কাছ থেকে মালামাল খরিদ করোনা। কোন শহুরে নাগরিক কোন গ্রামীণ অধিবাসীর মালপত্রও বিক্রি করে দেবেনা। তাউস হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শহুরে নাগরিক কোনো গ্রামীণ অধিবাসীর মালামাল বিক্রি করে দেবেনা, একথার তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ঃ একথার তাৎপর্য হলো ঃ দালালের ভূমিকা নিয়ে গ্রামবাসীকে ঠকাবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِّبَادٍ فَقَالَ لَهُ طَاوُوْسٌ مَا قَوْلُهُ لَايَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ ؟ قَالَ لَايَكُوْنُ لَهُ سَمْسَارًا - متفق عليه

১৭৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী খরিদ করবে না। কোনো শহরবাসী কোনো গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করে দিবে না। তাউস (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শহরবাসী কোনো গ্রামবাসীর পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে দিবে না এ কথার অর্থ কি ? তিনি বললেন, (এর অর্থ) দালাল সেজে গ্রামবাসীকে ঠকাবে না।

١٧٧٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَّ لَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَ لَا يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَافِىْ اِنَآئِهَا - وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَ اَنْ يَّبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْاَعْرَابِىِّ وَ اَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا وَاَنْ يَّسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَنَهٰى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ - متفق عليه .

১৭৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শহরের বাসিন্দাকে গ্রামীন লোকের পক্ষ হয়ে কোনো মালপত্র বিক্রি করতে, ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে মালপত্রের দাম বাড়িয়ে বলতে, একজনের বলা দামের ওপর দাম বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্য জনকে প্রস্তাব দিতে, কোনো মহিলার অংশ ভোগ করার কুমতলবে তার স্বামীর কাছে স্বীয় মুসলিম বোনের তালাক প্রার্থী না করতে বারণ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন সামনে এগিয়ে গিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হতে, মুহাজির ব্যক্তির গ্রাম থেকে আগত ক্রেতার জন্যে কিছু ক্রয় করতে, কোন নারীকে তার অপর মুসলিম বোনকে তালাক দেয়ার শর্ত লাগাতে এবং কেনার ইচ্ছা ছাড়া কোনো জিনিসের দাম করে মূল্য বাড়াতে কিংবা দালালী করতে বারণ করেছেন। তিনি আরো বারণ করেছেন মূল্য বৃদ্ধির কথা বলে ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে এবং পশুর বাটে দুধ আটকে রেখে ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَّ لَا يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَةِ اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ لَهٗ - متفق عليه هٰذَا لَفْظُ مسلم

১৭৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ অন্যের ক্রয়ের ওপর যেন ক্রয় না করে এবং অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্যজন প্রস্তাব না দেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

١٧٨٠ . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَ لَا يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَا - رواه مسلم

১৭৮০. হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই স্বরূপ। অতএব, কোনো মুমিনের জন্যে হালাল নয় তার অপর কোনো মুমিন ভাইয়ের ক্রয়-প্রস্তাবের ওপর ক্রয় প্রস্তাব করা, আর (কোনো মুমিন) পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত অপর ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দেবেনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পঞ্চান্ন

শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা বারণ

١٧٨١ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَرْضٰى لَكُمْ ثَلَاثًا وَ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضٰى لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَ لَا تُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا وَّاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ - رواه مسلم وتَقَدَّمَ شَرْحُهٗ .

১৭৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তিনটি জিনিস পছন্দ করেন আর তিনটি জিনিস করেন অপছন্দ। তিনি যে তিনটি জিনিস তোমাদের জন্যে পছন্দ করেন তাহলো ঃ তোমরা তাঁর বন্দেগী করবে, তার সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করবেনা, এবং সবাই মিলে তাঁর বন্ধু (দ্বীন-ইসলাম)-কে শক্তভাবে ধরবে। (কেউ) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। অন্যপক্ষে তিনি তোমাদের জন্যে তিনটি জিনিস নাপছন্দ করেছেন। সমালোচনা বা শোনা কথায় কান দেয়া, বেশি প্রশ্ন করা কিংবা বেশি বেশি চাওয়া এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা।

١٧٨٢ . وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِيْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَمْلى عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ فِىْ كِتَابٍ اِلى مُعَاوِيَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوْبَةٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . وَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّهٗ كَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ، وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ وَوَاْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَّهَاتٍ - متفق عليه وَسَبَقَ شَرْحُهٗ .

১৭৮২. মুগীরায় সেক্রেটারী ওয়ারবাদ বর্ণনা করেন, মুগীরা ইবনে শু'বা আমাকে দিয়ে মুআবিয়া (রা)-এর নামে একটি চিঠি লিখালেন। তাতে উল্লেখ ছিলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। সকল তারিফ ও প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি (কাউকে) কিছু দিতে চাইলে তা রোধ করার মতো কেউ নেই, আর না দিতে চাইলে তা দেয়ার মতো কেউ নেই। কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার কোনো কাজে আসেনা। তিনি চিঠিতে আরো লিখলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে এবং বেশি বেশি প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন। তিনি মা'কে কষ্ট দিতে, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে এবং জুলুমের সাহায্যে কোনো কিছু অর্জন করতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ছাপান্ন

অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা নিষেধ

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কিংবা হাসি-ঠাট্টা করে কোনো মুসলমানের দিকে উন্মুক্ত অস্ত্র বা তরবারি তাক করা বারণ। ঠিক তেমনি কারো হাতে উক্ত অস্ত্র তুলে দেয়াও নিষেধ।

١٧٨٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يُشِرْ اَحَدُكُمْ اِلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهٖ فَيَقَعَ فِىْ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ متفق عليه . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ

قَالَ اَبُوْا الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ اَشَارَ اِلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَنْزِعَ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَ اُمِّهِ - قَوْلُهُ ﷺ يَنْزِعُ ضُبِطَ بِالعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَعَ كَسرِ الزَّائِىْ وَبِا الْغَيْنِ الْمُعجَمَةِ مَعَ فَتْحِهَا وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ وَمَعْنَاهُ بِالْمُهْمَلَةِ يَرمِىْ - وَبِا الْمُعْجَمَةِ اَيْضًا يَرْمِىْ وَ يُفْسِدُ وَ اَصْلُ النَّزْعِ الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ .

১৭৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন আপন মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তুলে ইঙ্গিত না করে। কেননা, শয়তান হয়তো তাকেই অস্ত্র উন্মুক্ত করার কারণ বানাতে পারে। (আর এভাবে মানুষ হত্যার অপরাধে) সে দোযখের গভীর নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ আবুল কাসেম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করে, তাহলে সে যতোক্ষণ পর্যন্ত তা ফেলে না দেবে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা তাকে লা'নত করতে থাকে; এমনকি, সে তার সহদর ভাই হলেও।

١٧٨٤. وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّتَعَا طَى السَّيْفُ مَسْلُوْلًا - رواه ابوداود والترمذى وقال حديث حسن .

১৭৮৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কারো হাতে) নাঙ্গা তরবারি তুলে দিতে বারণ করেছেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)
ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সাতান্ন

কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া আযানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বারণ

١٧٨٥. عَنْ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَّعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض فِىْ الْمَسْجِدِ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِىْ فَاَتْبَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ - رواه مسلم

১৭৮৫. হযরত আবুশ শা'সা বর্ণনা করেন, একদিন আমরা হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসে অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে মুআয্‌যিন এসে আযান দিলে একটি লোক মসজিদ থেকে চলে যেতে উদ্যেত হলো। আবু হুরাইরা (রা) লোকটির প্রতি তীক্ষ্নজর রাখছিলেন। শেষ পর্যন্ত লোকটি মসজিদ থেকে একেবারে বেরিয়ে গেল। তখন আবু হুরাইরা (রা) বললেন ঃ এই লোকটি আবুল কাসেম (রাসূলে আকরাম)-এর প্রতি নাফরমানী (অবাধ্যতা) করে ছাড়ল। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আটান্ন

অকারণে সুগন্ধি বস্তু ফেরত দেয়া দূষণীয়

১৭৮৬ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَاِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ - رواه مسلم .

১৭৮৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কাউকে সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা তা ওযনে হাল্কা এবং সুগন্ধিতে ভরপুর। (মুসলিম)

১৭৮৭ . وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ - رواه البخارى .

১৭৮৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সুগন্ধি ফেরত দিতেন না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশ উনষাট

কারো সামনা-সামনি প্রশংসা করা দূষণীয়

কারো সামনে প্রশংসা করা হলে যদি তার দ্বারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির বা তার মধ্যে অহংবোধ জাগার আশংকা থাকে, তবে ঐরূপ প্রশংসা করা দুষণীয়। তবে এরূপ কিছুর আশংকা না থাকলে ঐ রূপ প্রশংসায় কোনো দোষ নেই।

১৭৮৮ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ الْمِدْحَةِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَا الرَّجُلِ - متفق عليه . وَالْاِطْرَاءُ الْمُبَالَغَةُ فِىْ الْمَدْحِ .

১৭৮৮. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তারিফ করতে শুনলেন। লোকটি সে তারিফে খুব বাড়াবাড়ি করছিল। তখন তিনি (রাসূলে আকরাম) বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! তুমি লোকটিকে ধ্বংস করলে; তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে! (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৮৯ . وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض اَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوْلُهُ مِرَارًا اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لَامَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهُ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهُ وَ لَا يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدٌ - متفق عليه .

১৭৮৯. হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রশংসা করল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! তুমি চুপ থাকো। তুমি তোমার বন্ধুর

ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। কথাটা তিনি কয়েকবার বললেন (তিনি আরো বললেন) তোমাদের যদি কারো প্রশংসা করতেই হয় তাহলে বলো, আমি অমুক ব্যক্তিকে এইরূপ মনে করি যদি সে তার বিবেচনায় ওই রূপই হয়। তবে আল্লাহই তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী। তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কেউ কারো ভালো (বা মন্দ) হওয়ার সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করতে পারেনা।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٠ . وَعَنْ هُمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِقْدَادِ رض اَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رض فَعَمِدَا الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِىْ وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهٗ عُثْمَانُ مَاظَاْنُكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْافِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ . روامسلم .

فَهٰذِهِ الاَحَادِيْثُ فِىْ النَّهْىْ ، وَجَاءَ فِى الاَبَاحَةِ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ صَحِيْحَةٌ. قَالَ الْعَلَمَاءُ وَطَرِيْقُ الْجَمعِ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ اَنْ يُّقَالَ اِنْ كَانَ الْمَمْدُوْحُ عِنْدَهٗ كَمَالُ اِيْمَانٍ وَ يَقِيْنٍ وَرِيَاضَةُ نَفسٍ وَّمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لَا يَفْتَتِنُ وَّلَايَغْتَرُّ بِذٰلِكَ.وَّلَا تَلْعَبُ بِهٖ نَفْسُهٗ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَّلَامَكْرُوْهٍ وَّاِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ شَئٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمُورِ كُرِهَ مَدْحُهٗ فِىْ وَجْهِهٖ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً، وَعَلٰى هٰذَا التَّفْضِيْلِ تُنَزَّلُ الْاَحَادِيْثُ الْمُخْتَلِفَةُ فِىْ ذٰلِكَ وَمِمَّا جَاءَ فِىْ الْاِبَاحَةِ قَوْلُهٗ ﷺ لِاَبِىْ بَكْرٍ رض اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ . اَىْ مِنَ الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيْعِ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِهَا وَفِىْ الْحَدِيْثِ الْاٰخَرِ لَسْتَ مِنْهُمْ. اَىْ لَسْتَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْبِلُوْنَ اُزُرَهُمْ خُيَلَاءَ وَقَالَ ﷺ لِعُمَرَ رض مَا رَاٰكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ وَالْاَحَادِيْثُ فِىْ الْاِ بَاحَةِ كَثِيْرَةٌ وَقَدْ ذَكَرَتُ جُمْلَةً مِّنْ اَطْرَافِهَا فِىْ كِتَابِ الْاَذْكَارِ .

১৭৯০. হযরত হাম্মাম ইবনে হারেস, মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উসমান (রা)-এর প্রশংসা করছিল। তখন মিকদাদ হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মুখমণ্ডলে কঙ্কর ছুড়তে শুরু করলেন। উসমান (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কী ? জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কাউকে মুখের ওপর প্রশংসা করতে দেখবে, তখন মুখমণ্ডলে মাটি ছুড়ে মারবে। (মুসলিম)

ইমাম নববী (রা) বলেন ঃ উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে মুখোমুখি কারো তারিফ করতে বারণ করা হয়েছে; যদিও তারিফের বৈধতা সম্পর্কেও প্রচুর হাদীস রয়েছে। বিশিষ্ট মনীষীগণ এই উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রশংসিত লোকটি যদি পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী এবং পরিচ্ছন্ন মন ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে, মুখোমুখি প্রশংসার দরুন যদি কারো ক্ষতির মধ্যে পড়ার, গর্ববোধ করার এবং প্রশংসা কুড়িয়ে আত্মশ্লাঘর সম্ভাবনা না থাকে, তবে এসব ক্ষেত্রে প্রশংসা করা নিষিদ্ধ বা দূষণীয় নয়। কিন্তু যদি উপরিউক্ত দোষগুলোর কোনো একটি বা একাধিক দোষ-প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে,

তাহলে মুখোমুখি প্রশংসা করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। এ ব্যাপারে বহুসংখ্যক হাদীস থেকে তথ্য-প্রমাণ হাযির করা যায়। প্রশংসা বৈধ হওয়ার পক্ষে যেসব হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রশংসায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস "আমি প্রত্যাশা করি, তুমি তাদেরই একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে (ভেতরে) প্রবেশ করতে আহবান জানানো হবে।" তিনি অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ 'তুমি তাদের মধ্যে শামিল হবেনা।' অর্থাৎ যারা অহংকার প্রদর্শনের নিমিত্তে নিজেদের পরিধেয় কাপড় পায়ের গিরার নীচে ঝুলিয়ে দেয়, তুমি তাদের মধ্যে শামিল নও। হযরত উমর (রা) সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, শয়তান যখনই তোমাকে কোনো রাস্তা দিয়ে চলতে দেখে, তখনই সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ষাট

মহামারী পীড়িত লোকালয় থেকে ভয়ে পালানো দুষণীয়

ـالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ .....

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তার পরে মৃত্যু, সে-তো তোমরা যেখানেই থাকবে, সর্বাবস্থায়ই ত তোমাদেরকে গ্রাস করবে—তোমরা যত মজবুত প্রাসাদের মধ্যেই থাক না কেন। তারা যা কোনো কল্যাণ লাভ করে, তবে বলে যে, এ আল্লাহর নিকট হতে এসেছে আর যদি কোনে ক্ষতি সাধিত হয় তবে বলে, এটা তোমার কারণেই হয়েছে। বল ঃ সব কিছু আল্লাহ্র নিকট হতে হয়ে থাকে। এদের হলো কি, কেন এরা কোনো কথাই বুঝতে পারে না। (সূরা নিসা ঃ ৭৮

ـالَ تَعَالٰى : وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ .....

আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করো এবং নিজ হাতেই নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কে না। ইহসানের পন্থা অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে পছন্দ করে থাকে (সূরা বাকারা ঃ ১৯

১৭ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رض خَرَجَ اِلَى الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ
ءُ الْاَجْنَادِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَ اَصْحَابُهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - قَالَ ابْنُ
سٍ رض فَقَالَ لِىْ عُمَرُ اُدْعُ لِىَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَاَخْبَرَهُمْ اَنَّ الْوَبَاءَ
قَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجْتَ لِاَمْرٍ وَّلَانَرٰى اَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ
النَّاسِ وَاَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ لَا نَرٰى اَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ - فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ
لَ اُدْعُ لِىَ الْاَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ
ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ - ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِىْ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِّنْ مُّهَاجِرَةِ الْفَتْحِ

فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنهُمْ رَجُلاَنِ. فَقَالُوْا نَرٰى اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَ لاَ تُقْدِمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَآءِ فَنَادٰى عُمَرُ رض فِىْ النَّاسِ اِنِّىْ مُصْبِحٌ عَلٰى ظَهْرٍ فَاَ صْبِحُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رض اَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ رض لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ ! وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ اِلٰى قَدَرِ اللّٰهِ، اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ اِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ اِحْدَهُمَا خَصْبَةٌ وَالْاُخْرٰى جَدْبَةٌ اَلَيْسَ اِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ، وَاِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ ؟ قَالَ فَجَآءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رض وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِىْ بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِىْ مِنْ هٰذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَّاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ. فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى عُمَرُ رض وَانْصَرَفَ - متفق عليه - وَالْعُدْوَةُ جَانِبُ الْوَادِىْ .

১৭৯১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা উমর ইবনে খাত্তাব (রা) সিরিয়া যাচ্ছিলেন। তিনি 'সারতা' নামক স্থানে উপনীত হলে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা অর্থাৎ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, ও তার সঙ্গী-সাথীরা এসে উমর (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরা তাঁকে জানালেন ঃ সিরিয়ায়ও মহামারীর বিস্তার ঘটেছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমর (রা) আমায় বলেন ঃ সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে নিয়ে এলাম। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করে বললেন ঃ সিরিয়ায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একদল বললেন ঃ আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হয়েছেন; সুতরাং এখান থেকে ফিরে যাওয়া সমীচীন হবেনা। অন্যরা বললেন ঃ আপনার সাথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বেশ কিছু) সাহাবী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট লোক রয়েছে। এদেরকে নিয়ে মহামারী উপদ্রুত এলাকায় যাওয়া সমীচীন হবেনা। উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বললেন ঃ আনসারদের ডেকে আনো। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করলেন ঃ তারা মুহাজিরদের অনুসরণ করলেন। তাদের মতো আনসারগণও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতভেদ করলেন। উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা আপাতত আমার কাছ থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন ঃ 'মক্কা বিজয়ের অভিযানে শরীক কুরাইশ মুহাজিরদের ডাকো'। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তাদের মধ্যে কেউ মতভেদ করলেন না। বরং সবাই এক বাক্যে বললেন ঃ লোকদের নিয়ে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না গিয়ে বরং ফিরে যাওয়াকেই আমরা সমীচীন মনে করি। এরপর উমর (রা) ঘোষণা করলেন ঃ আমি সকাল বেলা রওয়ানা করবো।

লোকেরা যখন সকাল বেলা রওয়ানার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল তখন আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীর থেকে আপনি পালাতে চাইছেন ? উমর (রা) বললেন ঃ হে আবু উবাইদা তুমি ছাড়া অপর কেউ যদি এ রকম কথা বলতো, তবে

সেটাকে আমি যথার্থ মনে করতাম। কিন্তু উমর (রা) আবু উবাইদার এই ভিন্ন মতকে ভালভাবে গ্রহণ করলেন না। তবু তিনি বললেন ঃ হাঁ আমরা আল্লাহ্ নির্ধারিত তকদীর থেকে আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীরের দিকেই পালিয়ে যাচ্ছি। দেখো, তোমার কাছে যদি উট থাকে, আর তা নিয়ে কোন মাঠ বা উপত্যকায় চরাতে যাও এবং সে উপত্যকার একটি অংশ যদি শস্য-শ্যামল এবং অপরটি বালুকাময় ও গুল্ম-লতাহীন হয়, আর তুমি যদি শস্য-শ্যামল অংশে উট চরাও তবে কি তাও আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীর হবেনা ? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইতোমধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এতোপক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমায় কিছু তথ্য জানা আছে। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যখন কোনো জনপদে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পাবে, তখন সে দিকে আদৌ পা বাড়াবেনা। অন্যদিকে, তোমরা যে এলাকায় বসবাস করছো, সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকেও তোমরা পালিয়ে যাবেনা। এই হাদীস শুনে উমর (রা) আল্লাহ্র তা'আলা প্রশংসা করলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٢ . وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُوْنَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَّ أَنْتُمْ فِيْهَا فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا - متفق عليه

১৭৯২. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনলে সেখানে যেও না। অন্যদিকে কোন এলাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তোমরা সেখানে আছ, এমতাবস্থায় তোমরা সে এলাকা ত্যাগ করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত একষট্টি

যাদু বিদ্যা শেখা ও তা প্রয়োগ করা নিষেধ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ অথচ সে সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল, প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনই কুফরী অবলম্বন করে নাই। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানগণ যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই যাকেও এই জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" এতৎ সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হতে সেই জিনিসই শিখছিল, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে এই উপায়ে তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভাল করেই জানত যে, কেহ এই জিনিসের খরিদ্দার হলে তার

জন্য পরকালে কোনই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজদের জীবন বিক্রয় করেছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এই কথা তারা যদি জানতে পারত।

(সূরা বাকারা ঃ ১০২)

١٧٩٣ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ، وَاَكْلُ الرِّبَا ، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ . متفق عليه .

১৭৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে জিনিসগুলো কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছু শরীক করা, যাদু বিদ্যা শেখা ও তার চর্চা করা, যে জীবনকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে অবৈধভাবে হত্যা করা, সূদী লেনদেন করা, ইয়াতীমের ধন আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া, পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী মুমিন নারীর চরিত্রে কলংক লেপন করা।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত বাষট্টি

কুরআন শরীফ নিয়ে দুশমনের দেশে সফর করা বারণ

١٨٩٤ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوْ - متفق عليه

১৭৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের (কাফেরদের) দেশে কুরআন শরীফ সঙ্গে নিয়ে সফর করতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত তেষট্টি

পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাকার কাজে সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার নিষেধ

١٧٩٥ . عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اِنَّ الَّذِىْ يَاْكُلُ اَوْيَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ .

১৭৯৫. হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে।

١٧٩٦ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَ عَنِ الْحَرِيْرِ، وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ - متفق عليه - وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رض سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا .

১৭৯৬. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এগুলো দুনিয়ায় কাফিরদের জন্যে এবং আখিরাতে তোমাদের জন্যে ব্যবহারযোগ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে। হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রেশমী কাপড় পরিধান করোনা, সোনা-রূপার পাত্রে পান কোরনা এবং ঐ সব ধাতুর তৈরী বাসনে আহার করোনা।

١٧٩٧ . وَعَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض عِنْدَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَجُوْسِ، فَجِيْءَ بِفَالُوْذَجٍ عَلٰى اِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَلَمْ يَاْكُلْهُ ، فَقِيْلَ لَهٗ حَوِّلْهُ فَحَوَّلَهٗ عَلٰى اِنَاءٍ مِّنْ خَلَنْجٍ وَجِيْءَ بِهٖ فَاَكَلَهٗ - رواه البيهقى باسناد حسن. الْخَلَنْجُ الْجَفْنَةُ .

১৭৯৭. হযরত আনাস ইবনে শিরীন (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর সঙ্গে আগুন পুজারীদের একটি দলের সাথে ছিলাম। তখন রূপার থালায় করে এক ধরনের হালুয়া পরিবেশন করা হলো, কিন্তু তিনি তা মুখে দিলেন না। পরিবেশককে বলা হলো, এটা পরিবর্তন করে আনো। পাত্র বদল করে তা আবার পরিবেশন করা হলে তিনি তা খেলেন। (বায়হাকী)

হাদীসের সনদটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত চৌষট্টি

জাফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষের জন্যে নিষিদ্ধ

١٨٩٨ . عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ - متفق عليه.

১৭৯৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে জাফরান দ্বারা রং করা পোশাক পরতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٩ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ رَاٰى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : اُمُّكَ اَمَرَتْكَ بِهٰذَا ؟ قُلْتُ اَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ بَلْ اَحْرِقْهُمَا - وَفِيْ رِوَايَةٍ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا- رواه مسلم

১৭৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিধানে হলুদ রঙের দুই প্রস্থ কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা কি তোমায় এগুলো পরতে হুকুম দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি কাপড় দুখানা ধুয়ে নেবো ? তিনি বললেন ঃ ধোয়া নয়, বরং জালিয়ে ফেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন ঃ এগুলো নিশ্চিত রূপে কাফিরদের পোশক। কাজেই এগুলো পরিধান কোরনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত পয়ষট্টি

সারা দিন (রাত অবধি) নীরব থাকা নিষেধ

١٨٠٠. عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ وَّلَا صُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ - رواه ابو داود باسناد حسن - قَالَ الْخَطَّابِيْ فِيْ تَفْسِيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَانَ مِنْ نُسُكِ الْجَاهِلِيَّةِ الشُّمَاتُ فَنُهُوَا فِيْ الْاِسْلَامِ عَنْ ذٰلِكَ وَاُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالْحَدِيْثِ بِالْخَيْرِ .

১৮০০. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই কথাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি যে, বয়ঃপ্রাপ্তি বা বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকেনা এবং দিনভর রাত অবধি নীরব থাকাও সঙ্গত নয়। [ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

আল্লামা খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলে দিনভর চুপচাপ থাকাটা একটা ইবাদত রূপে গণ্য হতো। কিন্তু ইসলাম এরূপ করতে বারণ করেছে, এবং এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার এবং ভালো কথাবার্তায় মশ্‌গুল থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

١٨٠١ . وَعَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ رض عَلَى اِمْرَاَةٍ مِّنْ اَحْمَسَ يَقَالُ لَهَا زَيْنَبُ. فَرَاٰهَا لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً فَقَالَ لَهَاتَكَلَّمِيْ فَاِنَّ هٰذَا لَايَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ - رواه البخاري.

১৮০১. হযরত কায়েস ইবনে আবু হাযেম বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আহমাস গোত্রের যয়নব নাম্মী এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, সে কথাবার্তা বলছেনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কী হয়েছে যে, কথাবার্তা বলছেনা। লোকেরা বললো ঃ সে স্বেচ্ছায় নীরব থাকার সংকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি মহিলাটিকে বললেন ঃ তুমি কথাবার্তা বলো। কেননা এভাবে নীরব থাকা জায়েয নয়। এটা জাহিলী যুগের একটি কুসংস্কার। এরপর লোকটি (নীরবতা ভঙ্গ করে) কথা বার্তা বলা শুরু করলো। (বুখারী)

١٨٠٢ . عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ ادَّعٰى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ - متفق عليه .

১৮০২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, অথচ সে জানে যে, ওই ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্যে জান্নাত হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٣.وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فضمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَكُفْرٌ -

১৮০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আপন পিতার নামে পরিচয় দিতে অনিচ্ছা বোধ কোরনা, যে ব্যক্তি আপন পিতার নাম পরিচয় দিতে অনিচ্ছা বোধ করলো, (কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করল) সে আদতে কুফরী করলো। (বুখারী ও মসলিম)

١٨٠٤ . وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ : رَاَيْتُ عَلِيًّا رض عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ مَاعِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ اِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ وَ مَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَسْنَانُ الْاِبِلِ وَاَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَا حَاتِ وَفِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّ لَا عَدْلًا. ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّ لَا عَدْلًا وَّمَنْ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّ لَا عَدْلًا. متفق عليه. ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ اَىْ عَهْدُهُمْ وَاَمَا نَتُهُمْ. وَاَخْفَرَهُ نَقَضَ عَهْدَهُ - وَالصَّرْفُ التَّوْبَةُ وَقِيْلَ الْحِيْلَةُ وَالْعَدْلُ الْفِدَاءُ .

১৮০৪. হযরত ইয়াযিদ ইবনে শারীক ইবনে তারকে (রা) বর্ণনা করেন, আমি আলী (রা)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ (খুতবা) দিতে দেখেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) যা আমরা পাঠ করি এবং এই সহীফার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোনো কিতাব নেই। এরপর তিনি সহীফাটি মেলে ধরলেন। তার মধ্যে উটের দাঁত সংক্রান্ত বর্ণনা ছিল এবং কিছু শাস্তি সংক্রান্ত আদেশ-নিদের্শও ছিল। তার মধ্যে একথাও ছিল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আইর পর্বত থেকে সাওর পর্বত অবধী মদীনার হেরেমের সীমানা বিস্তৃত। কাজেই যে ব্যক্তি এই সীমার মধ্যে কোনো বিদ্‌আতের প্রচলন করবে অথবা কোনো বিদ্‌আতীকে অন্যায় ভাবে আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহ্‌, ফেরেশতাকুল এবং গোটা মানব জাতির অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো তওবা কিংবা ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না, সব মুসলমানের অঙ্গীকার বা নিরাপত্তা প্রদান এক ও অভিন্ন, সুতরাং তাদের যে কোনো সাধারণ ব্যক্তিও এ চুক্তি বহাল

রাখার চেষ্টা করবে। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তার ওপর আল্লাহ্র ফেরেশতা ও তাবৎ মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো তওবা বা ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না। যে ব্যক্তি অন্য লোককে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, অথবা যে গোলাম আপন মনবের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তার প্রতি আল্লাহ্র ফেরেশতা এবং সব মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো তওবা ও ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٥ . وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهٗ اِلَّا كَفَرَ - وَمَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوُّ اللّٰهِ وَ لَيْسَ كَذٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ - متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ

১৮০৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্য লোককে নিজের পিতা বলে পরিচয় দিল, সে স্পষ্টত কুফরী করলো। আর যে ব্যক্তি অন্য লোকের সামগ্রীকে নিজের মালিকানাধীন বলে দাবি করলো, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান সন্ধান করে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোককে (অথবা) কাফির কিংবা আল্লাহ্র শত্রু বলে সম্বোধন করে, অথচ সে আদতে এরূপ নয়, সে ক্ষেত্রে অপবাদটি তার নিজের ওপরই আপতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত ছেষট্টি

মহান আল্লাহ্ ও রাসূল যে কাজ করতে বারণ করেছেন, সে বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী

قَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে মুসলমানগণ! রাসূলের আহবানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহবানের মতো মনে করো না। আল্লাহ সেই লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে পরস্পরের আড়াল হয়ে চুপে চুপে সরে পরে। রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোন ফিতনায় জড়িয়ে না পরে, কিংবা তাদের উপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে। (সূরা নূর ঃ ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ .....

সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভাল কাজই করুক আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এই দিনটি যদি তার নিকট হতে বহু দূরে অবস্থান করত তবে কতই না ভাল হতো। আল্লাহ তোমাদেরকে

তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ .....

'নিসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়াও অতীব কঠোর।' (সূরা বুরুজ ঃ ১২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ .

আর তোমার রব্ব যখন কোনো জালিম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। (সূরা হূদ ঃ ১০২)

١٨٠٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَرُ وَغَيْرَةُ اللّٰهُ اَنْ يَّاتِىَ الْمَرْءُ مَاحَرَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ – متفق عليه.

১৮০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহ্র সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হলো ঃ তিনি যেসব বিষয় হারাম করেছেন, কোনো মানুষের পক্ষে তা অবলম্বন করা। অর্থাৎ কোনো মানুষ যখন হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সাতষট্টি

কেউ কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে কী বলবে এবং কী করবে ?

قَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ....

তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব করতে পার, তাহলে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।

(সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ -

প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোনো খারাপ ধারণা যদি তাদেরকে স্পর্শ করেও তবুও তারা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি, তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। (সূরা আ'রাফ ঃ ২০১)

قَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهِ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ. اُوْلٰـئِكَ جَزَ وُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ، وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ .

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সঙ্ঘটিত হয় কিংবা তারা কোন গুনাহ করে নিজদের ওপর জুলুম করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তারা নিজদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? এই লোকেরা জেনে বুঝে নিজদের অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের রব্-এর নিকট এ নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা সদা প্রবহমান থাকে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে, তাদের জন্য কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ (১৩৫-১৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো; সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর ঃ ৩১)

١٨٠٧ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حِلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ - متفق عليه .

১৮০৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই বলে শপথ করলো ঃ 'লাত' ও 'উয্যার' শপথ, সে যেন বলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আর যে ব্যক্তি আপন সাথীকে বললো, এসে জুয়া খেলি, সে যেন জুয়ার পরিবর্তে কিছু সাদকা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

(লাত ও উযযা মূর্তিপূজারী প্রাচীন আরবদের দু'টি দেবীর নাম।)

অধ্যায় ঃ ১৮

كِتَابُ الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ

(নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত আটষট্টি

কিয়ামতের আলামত এবং নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ

١٨٠٨ . عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رض قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا اِلَيْهِ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ ؟ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ اَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ اِنْ يَّخْرُجْ وَ اَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَّخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ كَاَنِّيْ اُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَاْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ اِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَّعَاثَ شِمَالًا يَاعِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِي الْاَرْضِ ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا : يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَّيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَّيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَّسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ اَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ لَا اُقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِسْرَاعُهُ فِي الْاَرْضِ ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَاتِيْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَاْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْاَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطْوَلَ مَاكَانَتْ ذُرًى وَّ اَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَّاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَاْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا اَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَاَ رَاْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ اِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ اِلٰى حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ

حَتّٰى يَدْرِكَهٗ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهٗ ثُمَّ يَأْتِىْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَكَذٰلِكَ اِذْ اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّى قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّىْ لَايَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِىْ اِلَى الطُّوْرِ، وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلٰى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا وَيَمُرُّ اٰخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهٖ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْصَرُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابُهٗ حَتّٰى يَكُوْنَ رَاْسُ الثَّوْرِ لِاَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِّائَةِ دِيْنَارٍ لِاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابُهٗ رض اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِىْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابُهٗ رض اِلَى الْاَرْضِ فَلَا يَجِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ اِلَّا مَلَاَهٗ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ ،فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابُهٗ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى طَيْرًا كَاَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَّ لَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتّٰى يَتْرُكُهَا كَالزَّلَقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ اَنْبِتِىْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّىْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِيْكِ الرِّسْلِ حَتّٰى اِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْاِبِلِ لَتَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِى الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَاْخُذُهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّكُلِّ مُسْلِمٍ وَّيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ .

رواه مسلمٌ .

قَوْلُهٗ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ اىْ طَرِيقًا بَيْنَهُمَا ، وَقَوْلُهٗ عَاثَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْعَيْثُ اَشَدُّ الْفَسَادِ وَالذُّرٰى بِضَمِّ الذَّالِ المعجمةِ وَهُو اَعَالِى الْاَسْنِمَةِ وَهُوَ جَمْعُ ذِرْوَةٍ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا. وَالْيَعَاسِيْبُ ذُكُوْرُ النَّحِلِ. وَجِزْلَتَيْنِ اَى قِطْعَتَيْنِ وَالْغَرَضُ الْهُدَفُ الَّذِى يُرْمٰى اِلَيْهِ بِالنُّشَّابِ اَىْ يَرْمِيْهِ رَمْيَةً كَرَمْىِ النَّشَابِ اِلَى الْهَدَفِ وَالْمَهْرُوْدَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَهِىَ الثَّوْبُ الْمَصْبُوْغُ - قَوْلُهٗ لَا يَدَانِ اَىْ لَا طَاقَةَ . وَالنَّغَفُ دُوْدٌ . وَفَرْسٰى جَمْعُ فَرِيْسٍ وَهُوَ الْقَتِيْلُ وَالزَّلَقَةُ بِفَتْحِ الزَّاىِ وَاللَّامِ وَبِالْقَافِ وَرُوِىَ الزُّلْفَةُ بِضَمِّ الزَّاىِ وَاِسْكَانِ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ

وَهِيَ الْمِرَاةُ. وَالعِصَابَةُ الْجَمَاعَةُ. وَالرِّسْلُ بِكَسْرِ الرَّاءِ اللَّبَنُ وَاللِّقْحَةُ اللَّبُوْنُ - وَالْفِئَامُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ الْجَمَاعَةُ. وَالْفَخِذُ مِنَ النَّاسِ دُوْنَ الْقَبِيْلَةِ .

১৮০৮. হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি কখনো বিষয়টিকে অবজ্ঞার সাথে আলোচনা করলেন, আবার কখনো গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত করলেন। এমন কি, আমাদের মনে এরূপ ধারণা জন্মালো যে, দাজ্জাল যেন (নিকটবর্তী) খেজুর বাগানের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। আমরা যখন তাঁর (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা আঁচ করে নিলেন। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে ? আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি সকালভাগে দাজ্জাল সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। আপনি কখনো তা তাচ্ছিল্যের সাথে আবার কখনো গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত করছিলেন, তাতে আমাদের মনে ধারণা জন্মাচ্ছিল যে, হয়তো বা ওই সময়ে সে নিকটবর্তী খেজুর বাগানের কোথাও অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে আমি দাজ্জালের ফিত্‌নার খুব একটা ভয় করিনা। যদি আমার উপস্থিতিতে সে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি নিজে তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াবো। আর যদি আমার অবর্তমানে সে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে প্রত্যেককে স্ব-উদ্যোগেই তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমার অবর্তমানে আল্লাহ তোমাদের সংরক্ষক। দাজ্জাল হবে ছোট কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক। তার চোখ হবে ফোলা। আমি তাকে আবদুল উয্‌যা ইবনে কাতানের মতো মনে করি। যে ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাবে, সে যেন সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। সে তার ডানে ও বাঁয়ে হত্যা, ধ্বংস ও ফিতনা ফাসাদ ছড়াবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা অটল ও সুস্থির হয়ে থাকো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কতো সময় দুনিয়ায় বর্তমান থাকবে ? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান এবং এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান দীর্ঘ। বাকী দিনগুলো তোমাদের এই দিনের মতোই দীর্ঘ হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সেদিন কি একদিনের নামাযই আমাদের পড়লে চলবে ? তিনি বললেন ঃ না, বরং অনুমানের ভিত্তিতে নামাযের সময় নির্ণয় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পৃথিবীতে দাজ্জাল কতটা দ্রুত গতির অধিকারী হবে ? তিনি বললেন ঃ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মেঘের মতো দ্রুত গতিমান হবে। সে একটি সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তার সদস্যদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার নির্দেশ মেনে চলবে। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে; আকাশ তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে পৃথিবীকে আদেশ করবে এবং পৃথিবী বৃক্ষ-লতা উৎপাদন করবে। তাদের গৃহ-পালিত পশু দিন শেষে বাড়ি ফিরবে। সেগুলোর কুঁজ সুউচ্চ, দুধের বাঁটগুলো দীর্ঘ এবং স্ফীত হবে। তারপর সে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহবান জানাবে। কিন্তু তারা তার আহবান অগ্রাহ্য করবে। তখন দাজ্জাল তাদের কাছ থেকে চলে যাবে। লোকেরা খুব দ্রুত অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হবে। তাদের কাছে ধন-মাল কিছুই বাকী থাকবেনা। দাজ্জাল এই নিরন্ন এলাকা আতিক্রমের সময় বলবে, তোমার সঞ্চিত ধন-মাল বের করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে এলাকার তাবৎ ধন-মাল মৌমাছির ন্যায় তার পিছু পিছু ছুটবে। তারপর সে পূর্ণবয়স্ক এক যুবককে আহবান জানাবে (কিন্তু সে তাকে অগ্রাহ্য করবে)। দাজ্জাল তাকে তরবারি দিয়ে দুই টুকরো করে ফেলবে। এরপর টুকরা দুটোকে সে আলাদাভাবে একটি তীরের পাল্লা সমান দূরত্বে রাখবে। এরপর সে ডাক দিবে এবং টুকরো দুটো চলে আসবে। তার চেহারা তখন প্রসন্য ও হাস্যময় হবে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশ্কের পূর্বাংশে সাদা মিনারের ওপর হাল্কা জাফরানী রঙের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতাদের কাঁধে চেপে নেমে আসবে। তিনি যখন মাথা নত করবেন, তখন মনে হবে যেন তাঁর মাথা থেকে মোতির দান ঝরছে । তাঁর নিশ্বাস যে কারুরই গায়ে লাগবে সে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। (বরং সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে)। তাঁর দৃষ্টি যদ্দুর যাবে তাঁর নিশ্বাসও তদ্দুর পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালের পিছু ধাওয়া করবেন এবং লুদ্দ নামক স্থানে তাকে কত্ল করবেন। এরপর হযরত ঈসা (আ) সেই সব লোকদের কাছে পৌঁছবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি তাদের চেহারা থেকে মালিন্য দূরে করে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্যে নির্ধারিত মর্যাদার কথা বিবৃত করবেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে এই মর্মে নির্দেশ পৌঁছাবেন যে, আমি এমন একদল বান্দাহ্ পাঠিয়েছি, যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার সাধ্য কারো হবেনা। তুমি আমার এসব বান্দাকে নিয়ে তুর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। তারপর আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজের জনগোষ্ঠীকে পাঠাবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত বেগে নেমে আসবে। তাদের সম্মুখবর্তী দলগুলো তাবারিয়া হ্রদের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাবে। তারা এ হ্রাদের সবটুকু পানি খেয়ে ফেলবে। তাদের পশ্চাদবর্তী দলটিও এই এলাকা অতিক্রম করবে। তারা (পরস্পর) বলবে, এখানে কোনো এক সময় পানির অস্তিত্ব ছিল। (এসময়) আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এ সময় তাদের কাছে গরুর একটি মাথা অত্যন্ত মূল্যবান মনে হবে, যেমন বর্তমানে তোমরা একশো দীনারকে খুব মূল্যবান মনে করো। তবে আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে দো'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) প্রত্যেকের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তারা সবাই এক সঙ্গে নিপাত হয়ে যাবে।

অতঃপর আল্লাহ্র নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পাহাড় থেকে জনপদে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা ইয়াজুজ-মাজুজের লাশ ও তার দুর্গন্ধ ছাড়া পৃথিবীতে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি পাবেননা। এরপর আল্লাহ্র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সহচরগণ আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বুখতী উটের কুঁজের ন্যায় এক ধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। এসব পাখি লাশগুলোকে তুলে নিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে ফেলে দেবে। এরপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ (দুনিয়ায়) এমন বৃষ্টি পাঠাবেন, যা মৃত্তিকাময় কিংবা বালুকাময় নির্বিশেষে প্রতিটি স্থান ধুয়ে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দেবে। তারপর ভূমিকে বলা হবে ঃ তোমার (নির্ধারিত) ফল উৎপাদন করো এবং বরকত ফিরিয়ে নাও। (তখন এতো বরকত কল্যাণ ও প্রাচুর্য দেখা দেবে যে) একটি ডালিম খেয়ে পুরো একটি দল পরিতৃপ্ত হবে এবং ডালিমের খোসাটি এতো বিরাট হবে যে, তার ছায়ায় তারা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। গবাদি পশুকেও এতো বরকতময় করা হবে যে, একটি মাত্র দুধেল উটের দুধ একটি বিরাট জনসংখ্যার জন্যে পর্যাপ্ত হবে। এবং একটি দুধেল ছাগল একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে।

এই সময়ে মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন। এই হাওয়া তাদের বগলের নিম্নভাগ পর্যন্ত স্পর্শ করবে। ফলে সমগ্র মুমিন ও মুসলমানের রূহ কব্জ হয়ে যাবে। এরপর শুধু খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মতো প্রকাশ্যে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হবে। তাদের উপস্থিতিতেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম)

١٨٠٩ .وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رض فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ حَدِّثْنِىْ مَاسَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الدَّجَّالِ قَالَ : اِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَاِنَّ مَعَهُ مَاءً وَّنَارًا فَاَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ - وَ اَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِىْ الَّذِىْ يَرَاهُ نَارًا فَاِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَاَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ - متفق عليه.

১৮০৯. হযরত রিবয়ী ইবনে হিরাশ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীর সঙ্গে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর কাছে গেলাম। আবু মাসউদ তাঁকে বললেন ঃ আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন, তা আমায় বলুন। তিনি বললেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। তখন লোকেরা যে পানি দেখবে, তা হবে আসলে জ্বলন্ত আগুন। আর যাকে লোকেরা আগুন বলে ভাববে, তাহলো আসলে কুপের ঠান্ডা পানি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার কাছে যে দিকটি আগুন বলে প্রতীয়মান হয়, সে দিকে ঢুকে পড়ে। কারণ তা হবে প্রকৃত পক্ষে মিষ্টি সুপেয় পানি। এ হাদীস শুনে হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমিও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٠ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ اُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ لَااَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ تَعَالٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَىْ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِيْحًا بَارِدَةً مِّنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَضَتْهُ حَتّٰى لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ دَخَلَ فِىْ كَبِدِ السَّبَاعِ لَاتَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَّلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ : اَ لَا تَسْتَجِيْبُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَا تَاْمُرُنَا ؟ فَيَاْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِىْ الصُّوْرِ فَلَا يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلَّا اَصْغٰى لِيْتًا وَّرَفَعَ لِيْتًا وَ اَوَّلُ مَنْ يَّسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ اَوْقَالَ يُنْزِلُ اللّٰهُ - مَطَرًا كَاَنَّهُ الطَّلُّ اَوِ الظِّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ اَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَااَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ

اِنَّهُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ اَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كُمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ، وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ - رواه مسلم اَللِّيْتُ صَفْحَةُ الْعُنُقِ وَمَعْنَاهُ يَضَعُ صَفْحَةَ عُنُقِهِ وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الْأُخْرٰى .

১৮১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমার স্মরণ নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) কে পাঠাবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। তারপর লোকেরা সাত বছর এমন আনন্দে কাটাবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যেও কোনোরূপ শত্রুতা থাকবেনা। (তখন) সর্বশক্তিমান আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। তার ফলে পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবেনা, যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের আগ্রহ বা ঈমান আছে; বরং এ ধরনের প্রতিটি লোকের রূহ কবজ করে নেবে। এমন কি, কোনো লোক যদি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, এই বায়ু সেখানে যেয়েও তার রূহ কবজ করবে।

١٨١١ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِّنْ اَنْقَابِهِمَا اِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهُمَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يُخْرِجُ اللّٰهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَّمُنَافِقٍ - رواه مسلم

১৮১১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্র মক্কা ও মদীনা ছাড়া প্রতিটি জনপদে দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করবে। তখন এই দু'টি নগরীর প্রতিটি অলি-গলিতে ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে। তারা এই দুই নগরীর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তখন দাজ্জাল মদীনার বাইরে সাবাখাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে। তখন শহরে তিনবার ভূমিকম্প হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত কাফির মুনাফিককে মদীনা থেকে বের করে দেবেন। (মুসলিম)

١٨١٢ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ - رواه مسلم

১৮১২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসফাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুগামী হবে। এরা সবুজ রঙের চাদর পরিহিত থাকবে। (মুসলিম)

١٨١٣ . وَعَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ رض اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِيْ الْجِبَالِ - رواه مسلم .

১৮১৩. হযরত উম্মে শারীফ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ মানুষ দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। (মুসলিম)

١٨١٤ . وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرٌ اَكْبَرَ مِنَ الدَّجَّالِ – رواه مسلم

১৮১৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আদম (আ)-এর জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে দাজ্জালের ফিত্‌নার চেয়ে বড়ো কোনো ফিত্‌না আর ঘটবেনা। (মুসলিম)

١٨١٥ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ – فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ اِلٰى اَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُوْلُ اَعْمِلُ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ خَرَجَ – فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ اَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُوْلُ مَابِرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُوْلُوْنَ اقْتُلُوْهُ فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ اَنْ تَقْتُلُوْا اَحَدًا دُوْنَهٗ فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهٖ اِلَى الدَّجَّالِ، فَاِذَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِىْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَاْمُرُ الدَّجَّالُ بِهٖ فَيُشَبَّحُ فَيَقُوْلُ خُذُوْهُ وَ شُجُّوْهُ فَيُوْسَعُ ظَهْرُهٗ وَبَطْنُهٗ ضَرْبًا فَيَقُوْلُ اَوَمَا تُؤْمِنُ بِىْ فَيَقُوْلُ اَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ فَيُؤْمَرُ بِهٖ فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهٖ حَتّٰى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَمْشِىْ الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ قُمْ فَيَسْتَوِىْ قَائِمًا ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ اَتُؤْمِنُ بِىْ فَيَقُوْلُ مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ اِلَّا بَصِيْرَةً ثُمَّ يَقُوْلُ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ لَايَفْعَلُ بَعْدِىْ بِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَاْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهٗ فَيَجْعَلُ اللّٰهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهٖ اِلٰى تَرْقُوَتِهٖ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيْعُ اِلَيْهِ سَبِيْلًا فَيَاْخُذُهٗ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهٖ فَيَحْسَبُ النَّاسُ اَنَّمَا قَذَفَهٗ اِلَى النَّارِ وَاِنَّمَا اُلْقِىَ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا اَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – رواه مسلم وروى الْبُخَارِىُّ بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ – اَلْمَسَالِحُ هُمُ الْخُفَرَاءُ وَالطَّلَائِعُ .

১৮১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে (প্রথমত) জনৈক ঈমানদার ব্যক্তি তার কাছে যাবে। এর সাথে দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীরা সাক্ষাত করবে। তারা ঈমানদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে ? সে বলবে ঃ আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে চাইছি। প্রহরীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার ঈমান নেই ? জবাবে সে বলবে ঃ আমাদের প্রভুর ব্যাপারে তো গোপন কিছু নেই। তখন তারা বলবে, একে হত্যা

করো। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে— তোমাদের প্রভু কি তাঁর অগোচরে কাউকে হত্যা করতে বারণ করেননি? অতপর সশস্ত্র প্রহরীরা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মুমিন লোকটি দাজ্জালকে দেখবে, তখন বলে উঠবে। হে লোকসকল! এই তো দাজ্জাল যার কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। এরপর দাজ্জালের নির্দেশে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। তার পেট ও পিঠের কাপড় তুলে তাকে পেটানো হবে আর জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখনা? জবাবে মুমিন ব্যক্তি বলবে, তুমি তো সেই মিথ্যাবাদী মসীহ দাজ্জাল! এরপর তার নির্দেশে মাথার মাঝামাঝি থেকে দু'পায়ের মধ্যস্থল অবধি করাত দিয়ে চিরে দুভাগ করে ফেলা হবে। দাজ্জাল তার দেহের দুই অংশের মাঝ দিয়ে এদিক-ওদিক সরাসরি চলাচল করবে। এরপর সে মুমিন ব্যক্তির দেহকে ডেকে বলবে, ঠিক আগের মতো সোজা হেয়ে যাও। তখন সে আবার পূর্বের মতো একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। আবার দাজ্জাল প্রশ্ন করবে, এবার কি তুমি আমার প্রতি ঈমান পোষণ করো? জবাবে মুমিন লোকটি বলবে ঃ তোমার সম্পর্কে এবার আমি আরো প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করলাম। সে লোকদেরকে ডেকে বলবে ঃ হে জনগণ! আমার পর এ আর কারো ক্ষতি করতে পারবে না। দাজ্জাল আবার তাকে ধরে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তার গলার ওপর ও নীচের হাড় পর্যন্ত সমগ্র পিতল দ্বারা মুড়িয়ে দেবেন। ফলে সে তাকে হত্যা করার কোনো সুযোগ পাবেনা। তখন দাজ্জাল বাধ্য হয়ে মুমিন লোকটির হাত-পা বেঁধে তাকে ছুড়ে মারবে। তখন লোকদের ধারণা হবে, দাজ্জাল তাকে জাহান্নামে ছুড়ে মেরেছে। কিন্তু প্রকৃপক্ষে সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই লোকটি বিশ্বালোকের প্রভূ মহান আল্লাহ্র কাছে সমগ্র মানুষের চেয়ে উন্নত মানের শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। (মুসলিম)

ইমাম বুখারী একই অর্থের আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨١٦ . وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض قَالَ : مَاسَأَلَ اَحَدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، وَاِنَّهُ قَالَ لِىْ مَايَضُرُّكَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَّنَهْرُ مَاءٍ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ - متفق عليه .

১৮১৬. হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেছেন ঃ দাজ্জালের ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার চেয়ে বেশি প্রশ্ন আর কেউ করেনি। তিনি বলেছেন ঃ সে (দাজ্জাল) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি নিবেদন করলাম! হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকেরা বলে থাকে, তার সাথে খাদ্যের (রুটির) পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা প্রবাহমান থাকবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে এটা মোটেই কোনো কঠিন ব্যাপার নয় বরং খুবই সহজ ব্যাপার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٧ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا وَقَدْ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَ لَا اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كفر - متفق عليه .

১৮১৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতকে অন্ধ মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন। সাবধান! সে অন্ধ। কিন্তু তোমাদের মহান ও শক্তিমান প্রভূ অন্ধ নন। সে অন্ধ মিথ্যাবাদী দাজ্জালের চোখে কাফ্ (ك) ফা (ف), এবং রা অক্ষর উৎকীর্ণ থাকবে অর্থাৎ কাফির। (বুখারী মুসলিম)

١٨١٨ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَ لَا اُحَدِّ ثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهٖ نَبِىٌّ قَوْمَهٗ اِنَّهٗ اَعْوَرُ وَاِنَّهٗ يَجِىْءُ مَعَهٗ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ - متفق عليه.

১৮১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন বিষয় বলবোনা, যা অন্য কোনো নবী তাঁর উম্মতকে বলেন নি ? (তাহলো) সে হবে অন্ধ এবং সে তার সঙ্গে জাহান্নামের মতো একটি এবং জান্নাতের মতো একটি জিনিস নিয়ে আসবে। তবে সে যেটাকে জান্নাত বলে পরিচিত করাবে মূলত ঃ সেটা হবে জাহান্নাম। অনুরূপভাবে তার সঙ্গে জাহান্নামটি হবে মূলত জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَ انَىْ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ اَلَا اِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ اِلْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهٗ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ - متفق عليه .

১৮১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন ঃ তিনি বললেন ঃ আল্লাহ নিঃসন্দেহে এক চোখা অন্ধ নন্। কিন্তু প্রতিশ্রুত দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ এবং তার চোখ হবে আঙ্গুরের দানার মতো ফোলা ফোলা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٠ . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَخْتَبِىءَ الْيَهُوْدِىُّ مِنْ وَّرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَامُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ خَلْفِىْ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ اِلَّا الْغَرْقَدَ فَاِنَّهٗ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ - متفق عليه .

১৮২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা। এমন কি, তখন ইহুদীরা পরাজিত হয়ে মুসলমানদের ভয়ে পাথর ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু গাছ ও পাথরও তখন বলে উঠবে ঃ হে মুসলমান! এখানে ইহুদীরা আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। এসে একে হত্যা করো। কিন্তু 'গারশাদ' নামক গাছ এটা বলবেনা। কেননা, সেটা ইহুদীদের (প্রিয়) গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢١ . وَعَنْهُ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ

بِالْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ مَابِهِ اِلَّا الْبَلَاءُ - متفق عليه .

১৮২১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! এই পৃথিবী ততোদিন ধ্বংস হবেনা, যতোদিন না কোনো ব্যক্তি কোনো কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং কবরের পাশে ফিরে এসে বলবে ঃ হায়! এই কবরবাসীর বদলে যদি আমি এই কবরে থাকতাম, তাহলে কতইনা ভালো হাতো! আসলে তার কাছে দ্বীনের কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকবেনা; বরং দুঃখ মুসিবতে অতিষ্ঠ হয়েই সে একথা উচ্চারণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٢ . وَعَنْهُ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ يُّقْتَتَلُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ - فَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّى اَنْ اَكُوْنَ اَنَا اَنْجُوْ - وَفِىْ رِوَايَةٍ يُوْشِكُ اَنْ يَّحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا - متفق عليه .

১৮২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত ততোদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতোদিন পর্যন্ত না ফোরাত নদীর বুক চিড়ে স্বর্ণের একটি পাহাড় মাথা তুলবে এবং তার দখল নিয়ে লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করবে এবং সেই যুদ্ধে প্রতি একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই মারা পরবে। এদের প্রত্যেকেই বলবে, আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি যে বেঁচে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ খুব শিগগিরই ফোরাত নদীতে সোনার খনি পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তা থেকে কিছুই আহরণ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٣ . وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى خَيْرِ مَاكَانَتْ لَا يَغْشَاهَا اِلَّا الْعَوَا فِىْ يُرِيْدُ عَوَافِىَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَاٰخِرُ مَنْ يَّحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا ، حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَعِ خَرَّا عَلٰى وَجُوْهِهِمَا - متفق عليه

১৮২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি। (কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে) লোকেরা মদিনা শহরকে ভাল অবস্থায় রেখে চলে যাবে। তখন মদীনা জুড়ে থাকবে শুধু হিংস্র জীবজন্তু ও পাখিকুল। অবশেষে মুযায়না গোত্রের দুজন রাখাল ভেড়া, বকরীর পাল নিয়ে মদীনার ঢোকার জন্য আসবে। কিংবা তারা দেখতে পাবে মদীনা নগরী হিংস্র জীব-জন্তুতে পূর্ণ হয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তারা ফিরে চলে যাবে)। তারা যখন সানিয়াতুল বিদা' নামক পাহাড়ের কাছে উপনীত হবে তখন (একে একে সবাই) হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٤ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَكُوْنُ خَلِيْفَةٌ مِّنْ خُلَفَائِكُمْ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُوْ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهٗ - رواه مسلم .

১৮২৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শেষ জমানায় তোমাদের একজন রাষ্ট্র প্রধান (খলিফা) হবে। সে দুই হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ বিলি-বণ্টন করবে ঃ কিন্তু তার কোনো হিসাব রাখবে না। (মুসলিম)

١٨٢٥ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَّطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَّاْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهٗ اَرْبَعُوْنَ امْرَاَةً يَلُذْنَ بِهٖ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ - رواه مسلم .

১৮২৫. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের ইতিহাসে এমন এক যুগ আসবে যখন একটি লোক তার স্বর্ণের যাকাত নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। তখন দেখা যাবে পুরুষের সংখ্যা অল্প আর নারীর সংখ্যা বেশি। তখন চল্লিশজন নারী যৌন বাসনায় তাড়িত হয়ে একজন পুরুষের পেছনে ছুটবে। (মুসলিম)

١٨٢٦ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِشْتَرٰى رَجُلٌ مِّنْ رَّجُلٍ عَقَارًا فَوَجَدَ الَّذِىْ اِشْتَرَى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهٖ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِىْ اِشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ اِنَّمَا اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْاَرْضَ وَلَمْ اَشْتَرِ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِىْ لَهُ الْاَرْضُ اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا اِلَيْهِ اَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ اَحَدُهُمَا لِىْ غُلَامٌ وَ قَالَ الْاٰخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ قَالَ اَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَ اَنْفِقُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا - متفق عليه .

১৮২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু জমি কিনেছিল, ক্রেতা লোকটি ঐ জমির মধ্যে সোনা ভর্তি একটি কলসী পেল সে বিক্রেতাকে বলল, আপনি আপনার এই কলসী ফেরত নিন কেননা আমি আপনার কাছ থেকে শুধু জমি কিনেছি; কিন্তু সোনা কিনিনি। জমির বিক্রেতা বললো, আমিতো আপনার কাছে জমি এবং তার মধ্যে যা আছে সবই বিক্রি করে দিয়েছি। এই বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য উভয়ই তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে গেল। নিস্পত্তিকারী উভয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি কোনো ছেলে-মেয়ে আছে ? একজন বললো, আমার এক ছেলে আছে। অন্যজন বললো, আমার এক মেয়ে আছে। তখন নিস্পত্তিকারী বললেন ঃ ছেলেকে মেয়ের সাথে বিয়ে দাও, তারপর তাদের পিছনে এই সম্পদ ব্যয় করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٧ . وَعَنْهُ رض أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَانَتْ اِمْرَ اَتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا جَآءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَا اِلٰى دَوٗدَ ﷺ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ ﷺ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا تَفْعَلْ رَحِمَكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى - متفق عليه .

১৮২৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ অতীতকালে দুজন স্ত্রীলোক ছিল, তাদের সাথে তাদের সন্তানরাও ছিল। একদা একটি বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে নিয়ে গেলো। যার সন্তান বাঘে নিয়ে গেলো সে অন্য স্ত্রীলোকটিকে বললো, না আমার নয় বরং তোমার সন্তানকে বাঘে নিয়েছে। এই বিরোধ মিমাংসার জন্য তারা উভয়ই দাউদ (আ)-এর কাছে গেলো। তিনি বড় স্ত্রী লোকটির পক্ষে রায় দিলেন। এরপর তারা উভয়ই সেখান থেকে বেরিয়ে সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ) কাছে এসে এই ঘটনা জানালো। তিনি তাঁর সহচরদের বললেন, একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি এই বাচ্চাটিকে কেটে দুভাগ করে দেবো। একথা শুনে ছোট স্ত্রীলোকটি বললো আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত করুন; এ কাজটি করবেন না। আসলে সন্তানটি তারই। (সুতরাং তাকেই এটি দিয়ে দিন) এসময় বড় স্ত্রীলোকটি চুপ মেরে ছিল। তাই তিনি ছোট স্ত্রীলোকটির পক্ষেই রায় দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٨ . وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْاَسْلَمِيِّ رض قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ : وَتَبْقٰى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً . رواه البخارى

১৮২৮. হযরত মিদরাস আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূণ্যবান লোকেরা একের পর এক মারা যাবে এবং যবের ভূষি কিংবা খেজুরের ছালের ন্যায় খারাপ ও অপর্দাথ লোকেরা বেঁচে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের কোনোই গুরুত্ব দেবেন না। (বুখারী)

١٨٢٩ . وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رض قَالَ : جَاءَ جِبْرِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ ؟ قَالَ مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ - رواه البخارى .

১৮২৯. হযরত রিফা'আ ইবনে রাফে' আজ জুরাকী (রা) বর্ণনা করেন, একদা জিবরাইল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ আপনাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী লোকদের মর্যাদা কিরকম ? তিনি বললেন ঃ তারা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেয়। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি অনুরূপ অর্থবাচক অন্য কোনো কথা বলেছেন। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ অনুরূপভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ফেরেশতাদের মর্যাদাও অন্য সব ফেরেশতাদের চেয়ে উর্ধ্বে। (বুখারী)

١٨٣٠ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ - متفق عليه .

১৮৩০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির উপর আযাব ও গজব নাযিল করেন তখন তাদের প্রতিটি লোকই ঐ আযাব ও গজবের কবলে নিপতিত হয়। কিয়ামতের দিন এসব লোককে তাদের কর্মকাণ্ড সহই উত্তোলন করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣١ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِيْ فِيْ الْخُطْبَةِ - فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ حَتّٰى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهٗ عَلَيْهِ فَسَكَنَ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِيْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَنْشَقَّ - وَفِيْ رِوَايَةٍ فَصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّتُ حَتّٰى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلٰى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ - رواه البخارى .

১৮৩১. হযরত যাবির (রা) বর্ণনা করেন ঃ মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটি ছিল। তাতে ভর দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম্মার খোৎবা দিতেন। যখন তার পরিবর্তে সেখানে মিম্বার স্থাপন করা হলো তখন আমরা ঐ গাছটি থেকে গর্ভবতী উটের মতন বেদনাদায়ক শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের থেকে নেমে এসে গাছটির ওপর নিজের হাত রাখলেন তখন গাছের আওয়াজ থেমে গেলো। তারপর এক বর্ণনায় আছে, শুক্রবার এলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম্মার খোৎবা দিতে মিম্বারে উঠলেন। তখন খেজুরের খুঁটিটা আর্তচিৎকার শুরু করে দিল। এমনকি সেটি ফেটে যাওয়ার মতন আবস্থা হলো। এই খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোৎবা দিতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এই খুঁটিটা ছোট বাচ্চার মত চিৎকার করে কান্না শুরু করে ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে খুঁটিটা ধরলেন। সেটা আবার ছোট বাচ্চাদের মতন কাঁদতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তার কান্নাকাটি থামলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ গাছটি এজন্য কাঁদছিল যে সে এতদিন যে আলোচনা শুনে আসছিল তা থেকে (চিরতরে) বঞ্চিত হয়ে গেছে। (বুখারী)

١٨٣٢ . وَعَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمِ بْنِ نَاشِرٍ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ، وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا - حديث حسن رواه الدار قطنى وغيره .

১৮৩২. হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী জুরসুম ইবনে নাশির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কতকগুলো বিষয় তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। (অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় করেছেন), তোমরা তা নষ্ট কোরনা, কতকগুলো সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা লংঘন কোরনা, কতকগুলো বিষয় হারাম (আবশ্য বর্জনীয়) করেছেন, সেগুলোতে লিপ্ত হয়ে পাপাচার কোরনা। অন্য পক্ষে তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব রয়েছেন। সেগুলো নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পোড়োনা। (ইমাম দারে কুতনী এবং অন্যান্য ইমামগণ)

١٨٣٣ . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رض قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ . وَفِىْ رِوَايَةٍ نَاْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ - متفق عليه .

১৮৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সাতটি যুদ্ধে (গাযওয়ায়) অংশ গ্রহণ করেছি। এ সময় আমরা ফড়িং আকারের টিডিড ধরে খেয়েছি। অপর এক বর্ণনা মতে, আমরা তাঁর সঙ্গে টিডিড ধরে খেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٤ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ - متفق عليه .

১৮৩৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, ঈমানদার ব্যক্তিকে একই গর্ত থেকে দুবার দংশন করা সম্ভব নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٥ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَّايُبَايِعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى وَاِنْ لَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ - متفق عليه .

১৮৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হলো ঃ যে ব্যক্তির মালিকানাধীন বিশাল প্রান্তরে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি রয়েছে; কিন্তু সে তা পথচারীদের ব্যবহার করতে দেয় না; যে ব্যক্তি আসরের নামায বাদ কারো কাছে পণ্যসামগ্রী বিক্রী করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বললো ঃ আমি এগুলো এতো এতো দরে কিনে এনেছি আর ক্রেতাও তা বিশ্বাস করলো; কিন্তু আসলে সে তা বর্ণিত দরে ক্রয় করেনি (আসলে সে মিথ্যা হলফ করেছে)। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পার্থিব সুবিধা লাভের জন্যে ইমামের কাছে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ

করলো, ইমাম কিছু পার্থিব সুবিধা দিলে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে আনুগত্যের কোনো তোয়াক্কা করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٦ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْا : يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ؟ قَالَ اَبَيْتُ - قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا ؟ قَالَ اَبَيْتُ وَيَبْلٰى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْاِنْسَانِ اِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ - متفق عليه .

১৮৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শিঙ্গার দুটি ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। লোকেরা জানতে চাইলো ঃ হে আবু হুরাইরা (রা) চল্লিশ দিনের ব্যবধান ? তিনি বললেন ঃ আমি 'না'-সূচক জবাব দিলাম। লোকেরা আবারো প্রশ্ন করলো ঃ তাহলে কি চল্লিশ মাস ? তিনি বললেন, এবারও আমি অস্বীকৃতি জানালাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ মানব দেহের সবকিছুই জরাজীর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু তার পাছার হাড় নষ্ট হয় না। মানুষকে তার সঙ্গে বিন্যস্ত করা হবে। এরপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন। ফলে মানুষ গাছ-পালার ন্যায় গজিয়ে উঠবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٧ . وَعَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ يُّحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَاقَالَ فَكَرِهَ مَاقَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتّٰى اِذَا قَضٰى حَدِيْثَهُ قَالَ : اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ : هَا اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَّاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ - رواه البخارى .

১৮৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে লোকদের সাথে আলাপ করছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলো, কিয়ামত কবে হবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিরতি ছাড়া কথা বলেই যাচ্ছিলেন। উপস্থিত জনতার কেউ কেউ বলতে লাগল, লোকটির কথা তিনি শুনতে পেলেও পছন্দ করতে পারছেন না। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তার কথা তিনি মোটেই শোনেননি। শেষ পর্যন্ত কথা বলা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায় ? লোকটি বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি সেই ব্যক্তি। তিনি বললেন ঃ যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষায় থাকো। প্রশ্নকারী বললো ঃ আমানত নষ্ট করে দেয়ার তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ঃ যখন অনুপযুক্ত লোকের হাতে (রাষ্ট্রীয় বা) সরকারী কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকো। (বুখারী)

١٨٣٨ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَاِنْ اَخْطَؤُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ - رواه البخارى .

১৮৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সরকারী দায়িত্বশীলরা তোমাদের নামাযে ইমামতি করবেন। যদি ইমামতি ঠিকমতো করে, তবে তারাও সওয়াব পাবে, তোমরাও সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি তারা ভুল পড়ায় তবে তোমরা সওয়াব পাবে, কিন্তু তারা গুনাহগার হবে। (বুখারী)

١٨٣٩ . وَعَنْهُ رض (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ : خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَاْتُوْنَ بِهِمْ فِىْ السَّلَاسِلِ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْا فِىْ الْاِسْلَامِ .

১৮৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) পবিত্র কুরআন থেকে বলেন ঃ তোমরা সর্বোত্তম জাতি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। লোকদের জন্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে লোকদের গলায় (আনুগত্যের) শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামে প্রবেশ করে। (বুখারী)

١٨٤٠ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَجِبَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَّدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِىْ السَّلَاسِلِ - رَوَاهُمَا الْبُخَارِىُّ - مَعْنَاهُ يُؤْ سَرُوْنَ وَيُقَيَّدُوْنَ ثُمَّ يُسْلِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ .

১৮৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও শক্তিমান আল্লাহ্ এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যারা শৃংখল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

١٨٤١ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا، وَ اَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا - رواه مسلم .

১৮৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নগরীর জনবসতির মধ্যে মসজিদের স্থানগুলো আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে বেশি প্রিয়। আর নগরীর বাজারগুলো তাঁর কাছে সবচাইতে বেশি অপ্রিয়। (মুসলিম)

١٨٤٢ . وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رض مِنْ قَوْلِهِ قَالَ لَا تَكُوْنَنَّ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَوَّلَ مَنْ يَّدْخُلُ السُّوْقَ وَ لَا اٰخِرَ مَنْ يَّخْرُجُ مِنْهَا، فَاِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَ بِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ - رواه مسلم هكذا. و رواه الْبَرْقَانِىُّ فِىْ صَحِيْحِهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَكُنْ اَوَّلَ مَنْ يَّدْخُلُ السُّوْقَ وَلَا اٰخِرَ مَنْ يَّخْرُجُ مِنْهَا فِيْهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَ فَرَّخَ .

১৮৪২. হযরত সালমান ফারেসী (রা) বলেন, যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে

বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়োনা। কেননা, বাজার হলো শয়তানের রণক্ষেত্র। শয়তান এখানে তার পতাকা উত্তোলিত করে রাখে। (মুসলিম)

বারকানা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে সালমান ফারেসী থেকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ প্রস্থানকারীর ভূমিকা গ্রহণ কোরনা। কেননা, শয়তান এখানে ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটায়।

١٨٤٣ . وَعَنْ عَاسِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ رض قَالَ : قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ - قَالَ : وَلَكَ قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ لَهٗ اِسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) -رواه مسلم

১৮৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে আসেম আল-আহ্ওয়াল বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আপনার গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহ-খাতাও। আসেম বলেন ঃ আমি তাকে (আবদুল্লাহকে) বল্লাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তোমার জন্যেও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ আর ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯) (মুসলিম)

١٨٤٤ . وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْسَارِيِّ رض قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ - رواه البخارى .

১৮৪৪. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্বেকার নবীদের উপদেশগুলোর মধ্যে যা মানুষের কাছে উপনীত হয়েছে তা হলো ঃ "লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।" (বুখারী)

١٨٤٥ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ الدِّمَاءِ - متفق عليه .

১৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম যে অপরাধের বিচার করা হবে, তাহলো খুন-খারাবি বা হত্যাকাণ্ড। (বুখারী ও মসুলিম)

١٨٤٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَّخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَارٍ وَّخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ - رواه مسلم .

১৮৪৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফেরেশতাদেরকে 'নূর' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর জ্বিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে

আগুনের শিখা থেকে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই জিনিস দ্বারা, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম)

١٨٤٧ . وَعَنْهَا رض قَالَتْ كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ - رواه مسلم فِىْ جُمْلَةِ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ .

১৮৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল পবিত্র কুরআনের জীবন্ত নমুনা। (মুসলিম)

١٨٤٨ . وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ؟ قَالَ لَيْسَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَ اِنَّ الْكَافِرَ اِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -- رواه مسلم

১৮৪৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাতকারকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করেনা, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এর অর্থ কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা ? যদি তা-ই হয় তাহলে আমাদের সবাই তো মৃত্যু অপছন্দ করে। তিনি বললেন ঃ না, এর অর্থ ঠিক তা নয়; । বরং ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রহমত, সন্তোষ ও তাঁর জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভকে খুবই পছন্দ করে। আর সে কারণে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে পসন্দ করেন। অন্যদিকে কাফির ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ্‌র শাস্তি ও তাঁর অসন্তোষের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভকে অপছন্দ করে আর তাই আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। (মুসলিম)

١٨٤٩ . وَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِاَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِىْ لِيَقْلِبَنِىْ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ رض فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِىَّ ﷺ اَسْرَعَا - فَقَالَ النَّبِىُّ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَرًّا اَوْ قَالَ شَيْئًا - متفق عليه .

১৮৪৯. উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া বিন্‌তে হুয়াই (ইবনে আখতাব) (রা) বর্ণনা করেন ঃ (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করছিলেন। আমি এক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে (এক পর্যায়ে) আসার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমায় কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে এলেন। ইতোমধ্যে দুজন আনসার ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে দেখে তারা দ্রুত চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে বললেন ঃ একটু দাঁড়াও। (এরপর বললেন) 'এ হলো (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই'। তারা বলে উঠলো ঃ 'সুবহান আল্লাহ! (আল্লাহ মহাপবিত্র) হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি একী বললেন। তিনি বললেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের (মানব জাতির) রক্তনালীতে পর্যন্ত চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হলো, শয়তান হয়তো তোমাদের মনে কুধারণার সৃষ্টি করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٠ . وَعَنْ اَبِىْ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رض قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ اَنَا وَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَةٍ لَّهُ بَيْضَاءَ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، وَاَنَا اٰخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكُفُّهَا اِرَادَةَ اَنْ لَّا تُسْرِعَ، وَ اَبُوْ سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ عَبَّاسُ نَادِ اَصْحَابَ السَّمُرَةِ قَالَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِاَعْلٰى صَوْتِىْ اَيْنَ اَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَوَاللّٰهِ لَكَاَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِىْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلٰى اَوْلَادِهَا - فَقَالُوْا : يَالَبَّيْكَ يَالَبَّيْكَ فَاقْتَتَلُوْا هُمْ وَالْكُفَّارُ وَالدَّعْوَةُ فِىْ الْاَنْصَارِ، يَقُوْلُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلٰى بَنِىْ الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا اِلٰى قِتَالِهِمْ فَقَالَ : هٰذَا حِيْنَ حَمِىَ الْوَطِيْسُ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمٰى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ اِنْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ فَاِذَا الْقِتَالُ عَلٰى هَيْئَتِهِ فِيْمَا اَرٰى فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلَّا اَنْ رَمَا هُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ اَرٰى حَدَّهُمْ كَلِيْلًا وَاَمْرَ هُمْ مُدْبِرًا - رواه مسلم -

اَلْوَطِيْسُ التَّنُّوْرُ وَمَعْنَاهُ اشْتَدَّتِ الْحَرْبُ - وَقَوْلُهُ حَدَّهُمْ هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ اَىْ بَاْسَهُمْ .

১৮৫০. হযরত আবু ফযল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম এবং কখনো তাঁর থেকে আলাদা হইনি। (তখন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। কাফিরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ তীব্র হতে শুরু হলেই মুসলমানরা পালাতে শুরু করলো। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বাধা অগ্রাহ করে তাঁর খচ্চরটিকে কাফিরদের দিকে হাঁকিয়ে নিতে থাকলেন। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে বাধা দিচ্ছিলাম, যাতে করে খচ্চরটি দ্রুত এগোতে না পারে। আবু সুফিয়ান রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের রিকাব ধরে ছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আব্বাস বাইআতে রিয্ওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ডাকো। আব্বাস ছিলেন খুব উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। তিনি বললেন, আমি খুব উচ্চকণ্ঠে বাইয়াতে রিয্ওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ডাকলাম। আল্লাহ্র কসম! আমার ডাক শোনার পর তাদের ভালবাসা ও মমত্ব প্রচণ্ডভাবে সাড়া দিল, যেমন গাভী তার সদ্যপ্রসূত বাচ্চার ডাকে সাড়া দেয়। তারা সাড়া দিয়ে বললো ঃ আমরা হাজির, আমরা হাজির। এরপর তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এসময় সবাই আনসারদেরকে এই মর্মে আহবান জানাচ্ছিল ঃ হে আনসারগণ! হে আনসারগণ! এরপর কেবল বনু হারেস ইবনে খাজরাজকে আহবান জানানো হলো। ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের পিঠের ওপর থেকে ঘাড় উঁচু করে যুদ্ধের অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন ঃ ইতোমধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এরপর রাসূলে আকরাম কিছু পাথর খণ্ড হাতে তুলে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন ঃ মুহাম্মদের প্রভূর কসম! তারা পরাজয় বরন করবে। এই সময় যুদ্ধের গতি তীক্ষ্নভাবে লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম যুদ্ধ পূর্বের মতোই চলছে। তবে আল্লাহ্র কসম! তিনি যখনই ওদের প্রতি পাথর খণ্ডগুলো ছুড়ে মারলেন তখন আমি দেখলাম, ওদের আক্রমনের প্রচণ্ডতা ঝিমিয়ে পড়ছে। এবং তার পরিণামে ওরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। (মুসলিম)

١٨٥١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهِ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا، وَاِنَّ اللّٰهِ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ - فَقَالَ تَعَالٰى (يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) وَقَالَ تَعَالٰى (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ - رواه مسلم

১৮৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ্ পবিত্র; তিনি পবিত্র (হালাল) জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ রাসূলদেরকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনদেরকেও সেই আদেশই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে রাসূলগণ! পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা কিছুই করো, আমি তা ভালোভাবেই জানি। (সূরা মুমিনূন) মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা আহার করো।

(সূরা বাকারা ঃ ১৭২)

এরপর তিনি এমন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন, যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। ফলে তার চেহারা হয়েছে উস্কু-খুস্কু ও ধূলি-ধূসরিত। এই অবস্থায় সে তার হাত দুখানি উর্ধমুখে

তুলে বলতে থাকে, হে প্রভূ, হে প্রভূ। অথচ সে যা কিছু পানাহার করে, যা কিছু পরিধান করে, যা কিছু ব্যবহার করে, তার সবটাই হারাম। কাজেই তার দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে? (মুসলিম)

১৮৫২ . وَعَنْهُ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ - رواه مسلم العَائِلُ الْفَقِيْرُ .

১৮৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না; বরং তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এরা হলো বয়স্ক ব্যাভিচারী, মিথ্যাচারী রাষ্ট্রনায়ক এবং অহংকারী দরিদ্র। (মুসলিম)

১৮৫৩ . وَعَنْهُ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِّنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ - رواه مسلم .

১৮৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল এই চারটি হলো জান্নাতের নদী। (মুসলিম)

১৮৫৤ . وَعَنْهُ قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَقَالَ : خَلَقَ اللّٰهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الاَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الاَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِّنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِىْ اٰخِرِ الْخَلْقِ فِىْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِّنَ النَّهَارِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ - رواه مسلم

১৮৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন ঃ আল্লাহ শনিবার মাটি সৃষ্টি করেছেন, রবিবার পাহাড় (পর্বত) সৃষ্টি করেছে, সোমবার গাছ-গাছালী সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার খারাপ বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেছেন, বুধবার 'নূর' (আলো) সৃষ্টি করেছেন। বিষ্যুৎবার জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন, এবং সৃষ্টির শেষ ভাগ শুক্রবার আসর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়ে আদি মানব আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

১৮৫৫ . وَعَنْ اَبِىْ سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رض قَالَ : لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِىْ يَدِىْ يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ فَمَا بَقِىَ فِىْ يَدِىْ اِلَّا صَفِيْحَةٌ يَّمَا نِيَّةٌ - رواه البخارى .

১৮৫৫. হযরত সুলাইমান খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ মু'তার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয় খানা তরবারি ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত আমার হাতে মাত্র একখানা ইয়েমেনী তারবারি অবশিষ্ট ছিল। (বুখারী)

١٨٥٦ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ، وَاِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهٗ اَجْرٌ - متفق عليه .

১৮৫৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোনো বিচারক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ইজতিহাদ বা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে তাকে দু'টি সওয়াব প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে একটি সওয়াব প্রদান করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٧ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ - متفق عليه .

১৮৫৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে এটা ঠাণ্ডা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٨ . وَعَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهٗ - متفق عليه

১৮৫৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয রোযা কাযা রেখে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিস বা অভিভাবক যেন তা আদায় করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন ঃ এই হাদীস মুতাবেক উত্তম পন্থা হলো ঃ যে ব্যক্তির ফরয রোযা কোনো কারণে কাযা হলো এবং তা পূরণ করার আগেই সে মারা গেল, তার সে রোযাগুলো তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েয। উল্লেখ্য, অভিভাবক বলতে নিকটাত্মীয়কে বুঝানো হয়েছে। সে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতেও পারে, না হতেও পারে।

١٨٥٩ . وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ اَنَّ عَائِشَةَ رض حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رض قَالَ فِىْ بَيْعٍ اَوْ عَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رض وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْ لَاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا قَالُوْا : نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرٌ اَنْ لَّا اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَبَدًا. فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لَا وَاللّٰهِ لَا اُشَفِّعُ فِيْهِ اَبَدًا وَّلَا اَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَيْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ لَمَّا اَدْخَلْتُمَا نِىْ عَلٰى عَائِشَةَ رض فَاِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِىْ فَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ

الرَّحْمٰنِ حَتّٰى اِسْتَاذَنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ اُدْخُلُوْا قَالُوْا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ نَعَمِ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رض وَطَفِقَ يُنَشِدُهَا وَ يَبْكِيْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَا شِدَانِهَا اِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلَانِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ - فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلٰى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِيْ وَتَقُوْلُ : اِنِّيْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَلَا بِهَا حَتّٰى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاَعْتَقَتْ فِيْ نَذْرِهَا ذٰلِكَ اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِيْ حَتّٰى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا - رواه البخارى .

১৮৫৭. হযরত আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফায়েল বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে জানানো হলো যে, তার কোনো জিনিস বিক্রির ব্যাপারে কিংবা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়বকে দেয়া তাঁর উপহার সামগ্রীর ব্যাপারে ইবনে যুবায়ের (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশাকে একাজ থেকে আবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নচেত আমি তাকে এভাবে অর্থ ব্যয় করতে বাধার সৃষ্টি করবো। একথা শুনে আয়েশা (রা) প্রশ্ন করেন ঃ সত্যই কি সে একথা বলেছে ? লোকেরা বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো ইবনে যুবায়েরের সঙ্গে কথা বলবো না। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা-বার্তা বন্ধ থাকলো, তখন ইবনে যুবায়ের তাঁর কাছে সুপারিশ করতে লোক পাঠালেন। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার ব্যাপারে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করবোনা এবং আমার মানতও ভঙ্গ করবোনা।

আবদুল্লাহ্ যুবায়েরের কাছে বিষয়টা যখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন। তিনি তাদেরকে জানালেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমরা আমায় আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে চলো। কেননা, আমার সাথে আত্মীয় বন্ধন ছিন্ন করার শপথ নিয়ে তিনি বসে থাকবেন, এটা তার জন্যে বৈধ নয়। এরপর মিস্ওয়ার ও আবদুর রহমান তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে আয়েশার বাড়ি গেলেন। তারা আয়েশার কাছে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন ঃ আস্সালাম 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আপনার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক) আমরা কি ভেতরে আসতে পারি ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ আসুন! তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কি সবাই আসবো ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সবাই আসুন। তিনি জানতেন না যে, তাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রয়েছেন। তারা ভিতরে প্রবেশ করলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের অন্তপুরে আয়েশা (রা)-এর কাছে চলে গেলেন এবং তাঁর গলা আঁকড়ে ধরে কসম খেয়ে কাঁদতে লাগলেন। মিস্ওয়ার এবং আবদুর রহমানও তাকে কসম দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে এবং তার

ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে অনুরোধ করলেন। তারা বললেন ঃ আপনার তো জানা আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আত্মীয়তার সম্পর্ক' ছিন্ন করতে বারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ কোনো মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সালাম-কালাম বন্ধ রাখা বৈধ নয়। তারা যখন উভয়ে আয়েশা (রা)-কে বারবার আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনিও তাদেরকে আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা মনে করিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আমি অত্যন্ত কঠিন মানত করেছি। তবে তারা উভয়ে তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁর এই কসম ভঙ্গের জন্যে চল্লিশটি গোলামকে আযাদ করে দিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি এই মানতের কথা স্মরণ করে এত কান্নাকাটি করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। (বুখারী)

١٨٦٠ . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّىْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَّاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَّقَامِىْ هٰذَا اَلَا وَاِنِّىْ لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْهَا قَالَ فَكَانَتْ اٰخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وَتَقْتَتِلُوْا فَتَهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ عُقْبَةُ فَكَانَ اٰخِرَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ : اِنِّىْ فَرَطٌ لَّكُمْ وَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ الْاٰنَ وَاِنِّىْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا - وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ الدُّعَاءُ لَهُمْ لَا الصَّلَاةُ الْمَعْرُوْفَةُ .

১৮৬০. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। দীর্ঘ আট বছর পর তিনি তাদের জন্যে এমনভাবে দো'আ করলেন, যেন জীবিত লোকেরা মৃতকে দাফন করে সবেমাত্র প্রস্থান করেছে। এরপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি তোমাদের অগ্রবর্তী; আমি তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদান করবো। আর তোমাদের সাথে অঙ্গীকার থাকলো, কাওসার নামক ঝর্ণাধারার পাশে তোমাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাত ঘটবে। আমি এখন থেকেই তা পর্যাবেক্ষণ করতে পারছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ শংকাবোধ করিনা যে, তোমরা আবার শিরকে জড়িয়ে পড়বে, বরং আমার শংকা হলো, তোমরা দুনিয়ার ভোগ-লালসায় জড়িয়ে পড়বে। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন ঃ আমি এ সময়েই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ বারের মতো দেখেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনা মতে উক্‌বা বলেন ঃ বরং আমার ভয় হচ্ছে, তোমরা পার্থিব ভোগ-বিলাসে জড়িয়ে পড়বে এবং পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। উকবা (রা) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের ওপর এটাই আমার সর্বশেষ দেখা। অপর এক বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে অগ্রবর্তী, আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্যদান করবো। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে দুনিয়ার জমানো ধনরাজির চাবি দেয়া হয়েছিল কিংবা বলা যায় দুনিয়ার চাবি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষেত্রে আমার অবর্তমানে শিরকে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছিনা। তবে আমার ভয় হচ্ছে, তোমরা জাগতিক লোভ-লালসায় ফেঁসে যাবে। ইমাম নববী (রহ) বলেন ঃ এ হাদীসে বর্ণিত সালাতের অর্থ হচ্ছে দো'আ বা প্রার্থনা।

١٨٦١ . وَعَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ اَخْطَبَ الْاَنْصَارِيِّ رض قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَ حَتّٰى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَ نَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاَخْبَرَنَا مَاكَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا - رواه مسلم

১৮৬১. হযরত আবু যায়েদ আমর ইবনে আখতার আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন ঃ এভাবে যোহরের সময় এসে পড়লো। তাই মিম্বর থেকে নেমে তিনি যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। এভাবে আসরের সময় হয়ে গেলো। মিম্বর থেকে নেমে তিনি আসরের নামায পড়ালেন। আবার তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। এতে বিশ্বময় যা কিছু ঘটে গেছে আর যা কিছু ঘটবে সে বিষয়ে তিনি আমাদেরকে জানালেন। (আমরা বুঝতে পারলাম) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সবচেয়ে সুন্দরভাবে ধারণ করতে সক্ষম। (মুসলিম)

١٨٦٢ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِىَ اللّٰهُ فَلَا يَعْصِهِ - رواه البخارى .

১৮৬২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জন্য মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার জন্য মানত করলে সে যেন তা অগ্রাহ্য করে। (বুখারী)

١٨٦٣ . وَعَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ وَقَالَ : كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - متفق عليه

১৮৬৩. হযরত উম্মে শারীক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গিরগিটি[১] মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (এর ব্যাখ্যায় বলেছেন) গিরগিটি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আগুনে ফুঁ দিয়েছিলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهٗ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِىْ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهٗ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُوْنَ الْاُوْلٰى، وَاِنْ قَتَلَهَا فِىْ الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهٗ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً . وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِىْ الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ وَفِىْ الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ - رواه مسلم قَالَ اَهْلُ اللُّغَةِ الْوَزَغُ الْعِظَامُ مِنْ سَامِّ اَبْرَصَ .

১৮৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটিকে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্য এতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্য এতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব রয়েছে তবে তা প্রথমটির সমান নয়। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্যও এতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটিকে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্য একশ পূণ্য লেখা হয়। দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেললে তার চেয়ে কম। এবং তৃতীয় আঘাতে মারতে পারলে দ্বিতীয় বারের চাইতে কম পূর্ণ হবে। (মুসলিম)

١٨٦٥ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَ فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ ! فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَ ضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَ قَتِهٖ فَوَ ضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى غَنِيٍّ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَّعَلٰى زَانِيَةٍ وَّعَلٰى غَنِيٍّ فَاُتِىَ فَقِيْلَ لَهٗ اَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهٖ، وَ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا وَ اَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ - رواه البخارى بلفظه ومسلم بمعناه .

১৮৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, আমি আজ সদকা (দান-খয়রাত) বিতরণ করবো। লোকটি তার সদকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং তা চোরের হাতে দিয়ে

১. গিরগিটি টিকটিকির চেয়ে এক ধরনের বিষাক্ত প্রাণী।

এলো। এতে লোকেরা বলাবলি শুরু করলো, গত রাতে চোরকে সদ্‌কা দেয়া হয়েছে। সদ্‌কা প্রদানকারী দো'আ করলো, হে আল্লাহ! সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা তোমার জন্য। আজ আমি সদ্‌কা বিতরণ করবো। সেমতে দ্বিতীয় দিনেও সে সদকার অর্থ নিয়ে বাইরে বের হলো এবং এক নষ্টা মহিলার হাতে দিয়ে এলো। ফলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, গতরাতে এক নষ্টা মহিলা সদ্‌কার জিনিস পেয়েছে। সদ্‌কা দানকারী বললো, হে আল্লাহ! এই নষ্টা মহিলার জন্য তোমার শোকর আদায় করছি। আমি অবশ্যই আরো বেশি দান-সদ্‌কা করবো। তৃতীয় রাতেও সে সদ্‌কা নিয়ে বের হলো এবং এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে এলো। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি শুরু করলো গতরাতে এক ধনী ব্যক্তি সদ্‌কার অর্থ পেয়েছে। সদকা প্রদানকারী বললো, হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল তারিফ ও প্রশংসা। তুমি আমার সদ্‌কা চোর, নষ্ট চরিত্রা ও ধনী ব্যক্তিকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছো। অতএব লোকটিকে বলা হলো, তুমি চোরকে সদ্‌কা দিয়েছো হয়তো সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। তুমি নষ্টা মহিলাকে সদকা দিয়েছো হয়তো সে তার দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে আর ধনবান ব্যক্তিকে সদ্‌কা দিয়েছো হয়তো সে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সে আল্লাহ্‌র দেয়া বিপুল ধন-সম্পদ ব্যয় করবে। (মুসলিমের ভাষায় বুখারী বর্ণিত)

١٨٦٦ . وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهٗ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ؟ ذَاكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيَنْظُرُ هُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ، وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ. فَيَقُوْلُ النَّاسُ اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اِلٰى مَا بَلَغَكُمْ، اَلَاتَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ، فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ وَيَاْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُوْنَ يَااٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ، وَ اَمَرَ الْمَلٰٓئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ وَاَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ اَلَا تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغْنَا ؟ فَقَالَ : اِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ، وَ اِنَّهٗ نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ : نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ اِذْ هَبُوْا اِلَى نُوْحٍ - فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اَلَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ، اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا بَلَغْنَا، اَلَا تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ : اِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنَّهٗ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلٰى قَوْمِىْ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ، نَفْسِىْ اِذْ هَبُوْا اِلَى غَيْرِىْ : اِذْ هَبُوْا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَااِبْرٰهِيْمُ اَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهٗ مِنْ

اَهْلِ الْاَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ

وَاِنِّىْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْ هَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ : اِذْ هَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَامُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهٖ وَ بِكَلَامِهٖ عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَ اِنِّىْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَّمْ اُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ : اِذْ هَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ، اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى، فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَاعِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ، اَلَاتَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ، اِذْ هَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ اِذْ هَبُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَيَاْتُوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ ؟ فَاَنْطَلِقُ فَاٰتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَقَعُ سَاجِدًا لِّرَبِّىْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ مَّحَامِدِهٖ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًالَّمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِىْ ثُمَّ يُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَاسِىْ فَاَقُوْلُ اُمَّتِىْ يَارَبِّ اُمَّتِىْ يَارَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلْ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَّا حِصَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَبِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ - ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَا عَيْنِ مِنْ مَّصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ اَوْكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى - متفق عليه .

১৮৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো এক খাওয়ার দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রানের গোশ্‌ত খুব পছন্দ করতেন। তাঁর সামনে একখানা রান পরিবেশন করা হলো। তিনি রান থেকে দাঁত দিয়ে গোশত ছিড়ে নিয়ে বললেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন তামাম মানবজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবো। তোমরা কি জানো, কেন তা হবো ? কিয়ামতের দিন আল্লাহ (আমার) পূর্বের ও পরের তামাম মানুষকে এক সমতল ভূমিতে জড়ো করবেন। এ দৃশ্য দর্শকরা দেখতে পাবে

এবং তারা আহবানকারীর আহবানও শুনতে পাবে। সূর্য একদম তাদের কাছাকাছি আসবে। এসময় লোকেরা অসহ্য দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে। লোকেরা পরস্পরকে বলবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছোনা তোমাদের কী অবস্থা দাড়িয়েছে এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাবনা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে ? কেন তোমরা এমন লোকের সন্ধান করছোনা, যিনি তোমাদের প্রভূর কাছে তোমাদের (কল্যাণের) জন্যে সুপারিশ করতে পারবেন ? লোকেরা তখন একে অপরকে বলতে থাকবে, তোমাদের আদি পিতা তো আদম (আ)। তাই তারা তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন করবে ঃ হে আদম (আ) আপনি সমগ্র মানব জাতির আদি পুরুষ। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর নিজের ইচ্ছামতো তৈরী করেছেন এবং তিনি আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন; তাই তারা আপনার সামনে সিজদাবনত হয়েছেন। আর তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্যে আপনার প্রভূর কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি কি দেখছেন না আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং আমাদের দুঃখ-কষ্ট কোন্ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে ? হযরত আদম (আ) বলবেন। আমার প্রভূ আজকের দিনে এতো ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে, ইতোপূর্বে আর কখনো তিনি এমনটা হননি। তার পরেও কখনো এরূপ হবেন না। তিনি আমায় একটি বৃক্ষের কাছে যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছি। হায়! আমার কী হবে ? হায়! আমার কী হবে ? আমার কী হবে ? তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং নূহের কাছে যাও। এরপর লোকেরা নূহ (আ)-এর কাছে ছুটে যাবে। তারা তাঁকে বলবে। হে নূহ! আপনি বিশ্ববাসীর জন্যে সর্ব প্রথম রাসূলে হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দাহ বলে খেতাব দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না ? আপনি দেখছেন না আমাদের দুর্দশা কি চরম প্রান্তে উপনীত হয়েছে ? আপনি কি আমাদের (কল্যাণের) জন্যে আপনার প্রভূর কাছে ফরিয়াদ করবেন না ? তিনি বলবেন ঃ আজ আমার প্রভূ এতো ক্রুদ্ধ যে, ইতোপূর্বে কোনো দিনও এতোটা ক্রুদ্ধ হননি এবং এরপর আর কখনো হবেন না। আমার একটি বদ্‌দোআ করার অধিকার ছিলো ঃ আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে সে বদ্-দোআ করেছি। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হায়, আমার কি হবে ? হায়, আমার কি হবে ? হায় আমার কি হবে ? তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও। তোমরা বরং ইব্রাহীমের নিকট যাও।

তারা হযরত ইব্রাহীমের নিকট গিয়ে বলবে ঃ হে ইব্রাহীম (আ)! আপনি আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী। বিশ্ববাসীর মধ্যে আপনিই তাঁর প্রিয় বন্ধু (খলীল)। কাজেই আপনার প্রভূর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না ? ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে বলবেন ঃ আমার প্রভূ আজকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; ইতোপূর্বে তিনি কখনো এতোটা ক্রুদ্ধ হননি, এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (এখন আমি লজ্জিত) হায়! আমার কী হবে ? আমার কী হবে ? আমার কী হবে ? তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।

তখন লোকেরা হযরত মুসা (আ)-এর কাছে এসে নিবেদন করবে ঃ হে মূসা (আ)! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল! মানব জাতির মধ্যে আপনাকে আল্লাহ্ তাঁর নবুয়্যত ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মাণিত করেছেন। আপনি আমাদের নাজাতের জন্যে আপনার প্রভূর কাছে

সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা কি দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়েছি ? তিনি বলবেন ঃ আজ আমার প্রভূ এতোটা ক্রুদ্ধ যে, ইতোপূর্বে তিনি আর কখনো এতোটা ক্রুদ্ধ হননি এবং এরপরও আর কখনো এতটা ক্রুদ্ধ হবেন না। এছাড়া একটি লোককে আমি হত্যা করেছিলাম। কিন্তু তাকে হত্যা করার কোনো নির্দেশ আমার কাছে ছিলোনা। হায়! আমার কী হবে ? হায়! আমার কী হবে! হায় আমার কী হবে ? তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা ঈসার নিকট যাও।

এরপর সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে ঃ হে ঈসা (আ)! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার কালেমা, যা তিনি মরিয়মকে প্রদান করেছিলেন। আর আপনি রুহুল্লাহ— আল্লাহ্‌র দেয়া রূহ। আপনি শিশুকালে দোলনায় থাকতেই মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভূর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কী দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়েছি। হযরত ঈসা (আ) বলবেন ঃ আমার প্রভূ আজ ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ। ইতোপূর্বে তিনি কখনো এরূপ ক্রুদ্ধ হননি। আর পরেও কখনো হবেন না। হযরত ঈসা (আ) তাঁর কোনো গুনাহর প্রসঙ্গ উল্লেখ করবেন না। হায়! আমার কী হবে। হায়! আমার কী হবে। হায়! আমার কী হাবে! তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও। হাঁ তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা আমার কাছে এসে বলবে ঃ হে মুহাম্মদ ঃ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ্-খাতাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভূর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি জানেন না, আমরা কি রকম বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে আরশের নীচে যাবো এবং আমার মহান প্রভূর উদ্দেশ্যে সিজদায় যাবো। আল্লাহ আমায় তাঁর তারিফ প্রশংসা শিখিয়ে দেবেন। আমার পূর্বে আর কাউকে সে রকম তারিফ-প্রশংসা শেখান নি। তারপর বলা হবে ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি মাথা তোল। তুমি যা চাইবে, তা-ই তোমায় দেয়া হবে। আর কোনো সুপারিশ করলে তাও কবুল করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলে বলবো ঃ হে প্রভূ! আমার উম্মাত! হে প্রভূ! আমার উম্মত। (অর্থাৎ হে প্রভূ আমার উম্মতের কি হবে) তখন বলা হবে ঃ হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের যেসব লোকের হিসাব গ্রহণ করা হবেনা (অর্থাৎ বিনে হিসেবে জান্নাতে যাবার সুযোগ পাবে) তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। তবে অন্যান্য জান্নাতীর সঙ্গে তারা জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়েও ঢুকতে পারবে। এরপর তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন— জান্নাতের প্রতিটি দরজার উভয় পাল্লার মাঝখানে এতটা জায়গা থাকবে, যতোটা দূরত্ব মক্কা ও হাজর নামক স্থানের মধ্যে অবস্থিত। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন ঃ যতোটা দূরত্ব মক্কা ও বুসরার মধ্যে। (বুখারী ও মসলিম)

١٨٦٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : اَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ اِسْمَاعِيْلَ اِتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ اَثَرَهَا عَلٰى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاُمِّ اِسْمَاعِيْلَ وَبِابْنِهَا اِسْمَاعِيْلَ

وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَ لَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَّلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ وَوَضَعَ عِنْدَ هُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَّسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفّٰى اِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ يَآاِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِيْ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ اِنِيْسٌ وَّ لَا شَيْءٌ فَقَالَتَ لَهٗ ذٰلِكَ مِرَارًا وَّ جَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا - قَالَتْ لَهٗ : اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ اِذًا لَّا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ (رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ) حَتّٰى بَلَغَ (يَشْكُرُوْنَ) وَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ اِسْمَعِيْلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا فِيْ السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَ عَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوّٰى اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْاَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرٰى اَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرٰى اَحَدٌ فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيْ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْاِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمَّ اَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى اَحَدٌ فَلَمْ تَرَى اَحَدٌ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلِذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهْ - تُرِيْدُ نَفْسَهَا- ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ اَيْضًا فَقَالَتْ : قَدْ اَسْمَعْتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ فَاَغِثْ فَاِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - اَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَ جَعَلَتْ تَغْرُفُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَتَغْرِفُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ بِقَدْرِمَا تَغْرِفُ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْتَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَ اَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَفُوْا الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هٰهُنَا بَيْتًا لِلّٰهِ يَبْنِيْهِ هٰذَا الْغُلَامُ وَاَبُوْهُ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَهْلَهٗ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِّرْتَفِعًا مِّنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاْتِيْهِ السُّيُوْلُ فَتَاْخُذُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى

مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِّنْ جُرْهُمٍ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِّنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَآءَ فَنَزَلُوْا فِىْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاَوْا طَآئِرًا عَآئِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَآءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِىْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًّا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَآءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ فَاَقْبَلُوْا وَ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَآءِ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ : قَالَتْ نَعَمْ ؛ وَلٰكِنْ لَاحَقَّ لَكُمْ فِيْ الْمَآءِ قَالُوْا نَعَمْ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِىَ تُحِبُّ الْاُنْسَ فَنَزَلُوْا فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ، حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَ اَنْفُسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ اِمْرَاَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ اِسْمَاعِيْلَ فَسَاَلَ اِمْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِيْدُ لَنَا ثُمَّ سَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِىْ ضِيْقٍ وَّشِدَّةٍ وَشَكَتْ اِلَيْهِ - قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اَقْرِئِى عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُوْلِىْ لَهٗ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهٖ فَلَمَّا جَآءَ اِسْمَاعِيْلُ كَاَنَّهٗ اٰنَسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِّنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَآءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَاَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهٗ فَسَاَلَنِىْ : كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهٗ اَنَّا فِىْ جَهْدٍ وَّشِدَّةٍ قَالَ : فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَىْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ اَبِىْ وَقَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُفَارِقَكِ الْحَقِى بِاَهْلِكِ - فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرٰى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ مَاشَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهٖ فَسَاَلَ عَنْهُ، قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا - قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ - فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَّسَعَةٍ وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ - قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتِ الْمَاءُ - قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ اللَّحْمِ وَالْمَآءِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لَايَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلَّا لَمْ يُوَا فِقَاهُ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمَاعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ اِمْرَاَتُهٗ ذَهَبَ يَصِيْدُ فَقَالَتْ اِمْرَاَتُهٗ اَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ قَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ بَرَكَةُ دَعْوَةِ اِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ فَاِذَا

جَآءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيْهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسْمَاعِيْلُ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَالَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهٗ فَسَالَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهٗ اَنَّا بِخَيْرٍ- قَالَ فَاَوْصَاكِ بِشَىْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ - قَالَ ذَاكِ اَبِىْ وَاَنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ،

ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَآءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمَاعِيْلُ يَبْرِىْ نَبْلاً لَهٗ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِّنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَاٰهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَااِسْمَاعِيْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ ؟ قَالَ وَتُعِيْنُنِىْ قَالَ وَ اُعِيْنُكَ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَبْنِىَ بَيْتًا هٰهُنَا وَ اَشَارَ اِلٰى اَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَاحَوْلَهَا ، قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَا عِيْلُ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَآءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهٗ لَهٗ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَ اِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَرَجَ بِاِسْمَاعِيْلَ وَاُمِّ اِسْمَاعِيْلَ مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَآءٌ فَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاتَّبَعَتْهُ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ حَتّٰى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَآءَ نَادَتْهُ مِنْ وَّرَآئِهٖ يَااِبْرَاهِيْمُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى لَمَّا فَنِىَ الْمَآءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّىْ اُحِسُّ اَحَدًا - قَالَ - فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِىَ وَ سَعَتْ وَ اَتَتِ الْمَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ اَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِىُّ فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ فَاِذَا هُوَ عَلٰى حَالِهٖ كَاَنَّهٗ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّىْ اُحِسُّ اَحَدً، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا حَتّٰى اَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَاِذَا هِىَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ اَغِثْ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاِذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ بِعَقِبِهٖ

هٰكَذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهٖ عَلَى الْاَرْضِ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدُهِشَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ - وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ رواه الْبُخَارِىُّ بِهٰذَا الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا ،

১৮৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে (ইসমাঈল) নিয়ে এলেন। তাদেরকে তিনি একটি বিশাল গাছের নীচে. মসজিদের উচ্চ ভূমিতে যমযমের স্থানে রাখলেন। তখন মক্কায় কোনো জনবসতি কিংবা পানি প্রাপ্তির ব্যবস্থাও ছিলনা। তিনি ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাকে সেখানে রাখলেন। আর তাদের পাশে এক ঝুড়ি খেজুর ও এক মশক পানি রাখলেন। তারপর ইব্রাহীম (আ) সেখান থেকে রওয়ানা করলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছন পিছন চলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে এই নির্জন প্রান্তরে রেখে কোথায় যাচ্ছেন ? এখানে তো আত্মীয়-স্বজন ও চেনা-জানা পরিবেশ কিছুই নেই। ইসমাঈলের মা বার বার তাঁকে একথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি আবার ইব্রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন ? ইব্রাহীম (আ) বললেন ঃ 'হাঁ' তখন ইসমাইলের মা বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। এরপর তিনি নিজ স্থানে ফিরে এলেন। ইব্রাহীম (আ) সেখান থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তাদেরকে আপন দৃষ্টিসীমার বাইরে 'সানিয়াই' নামক স্থানে পৌঁছে কাবার দিকে মুখ ফিরালেন। তারপর দু'হাত তুলে এই বলে দোআ করলেন ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমি পানি ও বৃক্ষলতাহীন এক ধূসর প্রান্তরে আমার বংশধরের একটি অংশকে তোমার অতি-সম্মানার্হ গৃহের কাছে এনে বসবাসের জন্যে রেখে গেলাম। হে আমাদের প্রভু। এটা আমি এজন্যে করেছি যে, তারা যেন এখানে নামায কায়েমের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও। এরা যাতে কৃতজ্ঞ ও শোকরগুজার বান্দাহ হতে পারে, সেজন্যে ফলফলাদি থেকে এদেরকে খাবার দান করো।

(সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৭)

ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে বুকের দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন। আর তিনি নিজে মশকের পানি পান করতে থাকলেন। অবশেষে যখন মশকের পানি নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তান পিপাশার্ত হয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু পিপাসায় ছটফট করছে। সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে না পেরে পানির সন্ধানে চলে গেলেন। এসময় সাফা পাহাড়কে তিনি তাঁর কাছাকাছি দেখতে পেলেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি উপত্যকার দিকে এই আশায় তাকালেন যে, হয়তো কারো দেখা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কারো দেখাই তিনি পেলেন না। ফলে তিনি সাফা পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং উপত্যকা পেরিয়ে মারওয়া পাহাড়ের নিম্নদেশে পৌঁছলেন এবং তাতে আরোহন করলেন। এবারও তিনি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন কোন জন-মানব দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকেই দেখা গেলনা। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার ছুটাছুটি (সাঈ) করলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ কারণেই লোকেরা (হজ্জের সময়) দুই পাহাড়ের মাঝে ছুটাছুটি (সাঈ) করে থাকে। হযরত ইসমাঈলের মা (যখন শেষ

বারের মতো) ছুটে গিয়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন (অদ্ভুত) একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন, কী ব্যাপার, একটা আওয়ায শুনতে পেলাম যেন! এরপর তিনি শব্দটির তাৎপর্য বোঝার জন্যে কান খাড়া করে রাখলেন। তিনি আবার শব্দটি শুনতে পেলেন এবং মনে মনে বললেন ঃ তুমি আমায় আওয়াজ শোনালে! হয়তো তোমার কাছে আমার বিপদের কোনো প্রতিকার আছে। হঠাৎ তিনি যমযমের কাছে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সে তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। এক পর্যায়ে খোড়াখুড়ির স্থান থেকে পানি ফুটে বের হলো। তিনি পানির উৎস-মুখের চার দিকে বাঁধ দিলেন এবং আজলা ভরে মশকে পানি ভরতে লাগলেন। একদিকে তিনি মশকে পানি ভরছিলেন, অন্যদিকে পানি উছলে পড়তে লাগল। অপর এক বর্ণনা মতে, তিনি মশক ভরে পানি সঞ্চয় করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তিনি যদি যমযমকে ওই অবস্থায় রেখে দিতেন কিংবা তা থেকে যদি মশক ভরে পানি তিনি না রাখতেন, তাহলে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি পানি পান করলেন, এবং তাঁর সন্তানকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন ঃ আপনি ধ্বংস হওয়ার ভয় করবেন না। কেননা এখানে আল্লাহ্‌র ঘরের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, যা এই পুত্র ও তার পিতা নির্মাণ করবেন। আল্লাহ এখানকার অধিবাসীদেরও ধ্বংস করবেন না। তখন বাইতুল্লাহ্‌র স্থানটি ভূমি থেকে কিছুটা উচুঁ অর্থাৎ টিলার মতো ছিল। বন্যা বা প্লাবন এলে এর ডান ও বাম দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। এভাবে মা ও সন্তানের কিছুকাল কেটে যাওয়ার ঘটনা ক্রমান্বয়ে বনী জুরহুমের কাফেলা কিংবা বনী জুরহুম গোত্রের লোকেরা এই পথ দিয়ে 'কাদা' নামক স্থান থেকে আসছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে এসে উপনীত হলে সেখানে কিছু পাখিকে চক্রাকারে উড়তে দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল ঃ এসব পাখি নিশ্চয়ই পানির ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা তো এই মরু অঞ্চলে এসেছি অনেক দিন হলো। কিন্তু এর আগে কোথাও পানির চিহ্ন দেখিনি। তারা একজন বা দুজন সন্ধানকারীকে খোঁজ নেয়ার জন্যে পাঠালো। তারা গিয়ে (এক স্থানে) পানি দেখতে পেল এবং ফিরে গিয়ে তা সঙ্গী লোকদেরকে জানালো। কাফেলার লোকেরা তখন অবিলম্বে পানির দিকে ছুটে গেল। ইসমাঈলের মা তখন পানির কাছেই বসা ছিলেন। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কি আমাদেরকে এখানে এসে থাকার অনুমতি দেবেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ! তবে পানির ওপর তোমাদের কোনো সত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবেনা। তারা বললো ঃ আচ্ছা, তা-ই হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিলো নবাগতদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা ঘনিষ্ট ও সহানুভূতিশীল পরিবেশ রচনা করা। যাই হোক, নবাগত লোকেরা এখানে এসে বসতি গড়ে তুলল এবং কাফেলার অন্যান্য সদস্য এবং তাদের পরিবার পরিজনকে ডেকে নিয়ে এলো। ক্রমান্বয়ে সেখানে বেশ কয়েকটি বসতি গড়ে উঠল, ইসমাঈল যৌবনে উপনীত হলেন, এবং তাদের নিকট থেকে স্থানীয় ভাষা (আরবী) শিখে নিলেন। তাঁর সুন্দর ও সুঠাম চেহারা এবং রুচিসম্মত জীবনধারা লোকেরা খুবই পছন্দ করলেন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলে লোকেরা তাদের এক যুবতীর সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে ইসমাঈলের

মা ইন্তেকাল করলেন। তবে ইসমাঈলের বিয়ের পর হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কায় এলেন। তিনি নিজের রেখে যাওয়া জিনিসপত্র সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? সে বললেন খাদ্য সংগ্রহ করতে বাইরে গেছেন। অপর এক বর্ণনা মতে, তিনি শিকারে বের হয়েছেন। ইব্রাহীম (আ) তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক বিষয়াদির খোঁজ-খবর নিলেন। পুত্রবধু বললো, আমরা খুব দুর্গতির মধ্যে আছি। কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে জড়িয়ে ধরেছে। এই কথাগুলো সে অভিযোগের সুরে বললো। তিনি (ইব্রাহীম) বললেন ঃ তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠটা বদলে ফেলে।

বাড়ি ফিরে ইসমাঈল যেন কিছু একটা আঁচ করতে পারলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ (আমার অবর্তমানে) কেউ এসেছিলেন কি ? স্ত্রী বললো ঃ হাঁ একটা বুড়ো লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি সব বিষয়ে তাকে বললাম, আমাদের সংসার জীবন কিভাবে চলছে, তাও তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে জানিয়েছি যে, আমরা খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমায় কোনো পরামর্শ দিয়ে গেছেন ? স্ত্রী বললো ঃ হাঁ, তিনি আমায় আপনাকে সালাম পৌঁছাতে বলেছেন। তিনি আপনাকে ঘরের চৌকাঠ বদলাতে আদেশ করেছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন ঃ তিনি আমার পিতা। তিনি তোমাকে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাও। অবশেষে তিনি তাকে তালাক দিলেন এবং ওই গোত্রেরই অপর একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে ইব্রাহীম (আ) অনেক দিন আর এদিকে আসেননি। পরে যখন তিনি এলেন, তখনো ইসমাঈলের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো না। তিনি পুত্রবধুর কাছে ইসমাঈলের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বললো ঃ তিনি আমাদের জন্যে খাদ্যের সন্ধানে গেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেমন আছো ? তিনি তাদের সংসার জীবন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গও জানতে চাইলেন। এসবের জবাবে ইসমাঈলের স্ত্রী বললেন ঃ আমরা খুব ভালো এবং সচ্ছল অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। একথা বলে সে মহান আল্লাহ্‌র তারিফ প্রশংসা করল। ইব্রাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কী খাও ? পুত্রবধু বললো ঃ গোশ্‌ত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী পান করো ? সে বললো পানি । তখন ইব্রাহীম (আ) এই বলে দো'আ বরলেন, হে আল্লাহ! এদের জন্যে গোশ্‌ত ও পানিকে বরকতময় করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন তাদের কাছে কোনো খাদ্যশস্য ছিলনা, তা যদি থাকত তাহলে ইব্রাহীম (আ) তাদের খাদ্য শস্যেও বরকতের দো'আ করতেন। এ কারণেই পবিত্র মক্কা ছাড়া আর কোথাও শুধু গোশত আর পানির ওপর নির্ভর করে লোকদের জীবন যাপন করতে দেখা যায়না। অবশ্য কারো শারীরিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে ভিন্ন কথা।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি (ইব্রাহীম) এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইসমাঈল কোথায় ? (তার) ইসমাঈলের স্ত্রী বললো ঃ তিনি শিকারে গেছেন, আপনি বসুন। কিছু পানাহার করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পানাহারের ব্যবস্থা কি ? পুত্রবধু বললো, আমারা গোশত খাই এবং পানি পান করি। তিনি (ইব্রাহীম) বললেন ঃ হে আল্লাহ! এদের খাদ্য, পানিতে বরকত দিন! আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইব্রাহীম (আ)-এর দো'আর বরকতেই মক্কাবাসীদের খাদ্য ও পানীয়কে

বরকতময় করা হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) বললেন ঃ তোমার স্বামী ফিরে এলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ সংরক্ষণ করে। ইসমাঈল ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কি কেউ এসেছিলেন। স্ত্রী বললো ঃ হাঁ, আমার কাছে সুন্দর ও সুঠামদেহী একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। স্ত্রী বৃদ্ধের কিছু তারিফও করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে আমাদের জীবন জীবিকা চলছে ? বললাম ঃ আমরা বেশ ভাল আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি কি তোমায় কোনো উপদেশ দিয়েছেন ? স্ত্রী বললো ঃ হাঁ, তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং ঘরের চৌকাঠ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সব কথা শুনে ইসমাঈল বললেন ঃ তিনি হচ্ছেন আমার পিতা আর তুমি ঘরের চৌকাঠ। তিনি আমাকে তোমার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক মজবুত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ) অনেক দিন যাবত আর (মক্কায়) আসেন নি। এরপর একদিন ইসমাঈল জমজম কুপের পাশে একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে তার তীর ঠিক করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ইব্রাহীম (আ) এসে উপস্থি হলেন। ইসমাঈল পিতাকে দেখে উঠে এগিয়ে গেলেন। এরপর পিতাপুত্র এবং পুত্র পিতার সাথে যথারীতি সৌজন্য বিনিময় করলেন। তিনি (ইব্রাহীম) বললেন ঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল বললেন ঃ আপনার প্রভু আপনাকে যে কাজের আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন। তিনি (ইব্রাহীম) তখন বললেন, তুমি আমায় এ কাজে সাহায্য করো। ইসমাঈল বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবো। ইবরাহীম বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা বলে তিনি একটি উচু টিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এর চারদিকে ঘরটি নির্মাণ করতে হবে। এরপর তারা আলোচ্য ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইসমাঈল পাথর বয়ে আনতেন আর ইব্রাহীম তা দিয়ে ভিত রচনা করতেন। চারদিকের দেয়াল বেশ উঁচু হয়ে গেলে ইব্রাহীম এই পাথরটি (মাকামে ইব্রাহীম) এনে এর উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল গাঁথতে থাকলেন আর ইসমাঈল (আ) পাথর এনে জোগান দিতে থাকলেন। এভাবে পিতা-পুত্র উভয়েই ঘর তৈরি করার সময় প্রার্থনা করতে থাকলেন ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই চেষ্টা ও শ্রম কবুল করুন। আপনি সবকিছু জানেন এবং শোনেন।' (সূরা বাকারা ঃ ১২৭)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বেড়িয়ে পড়লেন। তাদের সঙ্গে একটি পানির মশকও ছিলনা। ইসমাঈলের মা মশকের পানি পান করতেন এবং সন্তানকে দুধ পান করাতেন। এভাবে তারা মক্কায় উপনীত হলেন। ইব্রাহীম (আ) স্ত্রীকে একটা বিশাল গাছের নীচে রেখে পরিবার পরিজনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইসমাঈলের মা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকলেন। অবশেষে 'কাদা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি পেছন থেকে স্বামীকে ডেকে বললেন ঃ হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার জিম্মায় রেখে যাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। ইসমাঈলের মা বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। একথা বলে তিনি ফিরে এলেন। তিনি মশ্‌কের পানি পান করতে এবং বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। একসময় মশ্‌কের পানিও ফুরিয়ে গেলো। তিনি বললেন, আমার কোথাও গিয়ে খোঁজ নেয়া উচিত আশপাশে কাউকে দেখা যায় কিনা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বলে তিনি (ইসমাঈলের মা) রওয়ানা হলেন এবং সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। তিনি বারবার এদিক-ওদিক তাকাতে

লাগলেন অদূরে কোনো লোক দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোনো লোক দেখা গেলনা। তিনি পাহাড় থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে ছুটলেন। ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে তিনি দৌড়ালেন এবং মারওয়া পাহাড়ে এসে পৌছলেন। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে কয়েকবার চক্কর দিলেন। এরপর ভাবলেন, এখন গিয়ে দেখে আসা দরকার আমার শিশু ছেলের কি অবস্থা। অতএব তিনি চলে গেলেন এবং গিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চাটি যেন মৃত্যুর জন্য ছটফট করছে। এ দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন আমার গিয়ে খোঁজ নেয়া দরকার সাহায্যের জন্যে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। তাই তিনি সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং বারবার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কিন্তু কারো দেখাই তিনি পেলেন না। এভাবে সাতবার ছুটছুটি করার পর তিনি ভাবলেন, এখন গিয়ে দেখা দরকার বাচ্চাটি কি করছে। ইতোমধ্যে তিনি একটা শব্দ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, যদি কোনো উপকার করতে পারো তাহলে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসো। হঠাৎ দেখা গেলো হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত। তিনি তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করার ইঙ্গিত করলেন। হঠাৎ করে মাটি ফেটে পানি বের হলে ইসমাঈলের মা হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি পানির চারপাশে গর্ত করতে শুরু করলেন। (এভাবে বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন)। (বুখারী)

١٨٦٨ . وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ - متفق عليه

১৮৬৮. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা 'মান' জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এর পানি চোখের রোগ নিরাময়কারী। (বুখারী ও মুসলিম)

(মান হলো এক প্রকার আসমানী খাবার। বনী ইসরাইলীরা মূসা (আ)-এর জমানায় তাদের বাস্তহারা জীবনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অবধি নিরন্তরভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই খাবার পেয়েছিল। এটা কুয়াশার মতো রাতের বেলা ভূমির ওপর পড়ে জমে থাকতো। তারা এটা সংগ্রহ করে আহার করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত উনসত্তর

ইস্তেগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -

অতএব হে নবী! ভালোভাবে জানে নাও, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের ক্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্যও। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতাও জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সাথেও তিনি সুপরিচিত। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
(সূরা আন-নিসা ঃ ১০৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

তখন তুমি তোমার রব্ব-এর হামদ সহকারে তাঁহার তসবীহ্ করো এবং তাঁহার নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী। (সূরা নাস্‌র ঃ ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ ..... وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -

বল, আমি কি তোমাদের বলব যে, এ সবের চেয়ে অধিক ভাল জিনিস কোন্‌টি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের রব-এর নিকট জান্নাতে বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ হতে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। এসব লোক তারাই, যারা বলে ঃ "হে আমাদের রব্, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহখাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।" এরা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনয়াবনত, দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী।
(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫-১৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا..... .

কেহ যদি কোন পাপকার্য করে ফেলে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে এবং তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে। কিন্তু যে পাপকার্য করবে, তার এই পাপকার্য তার জন্যই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি অতীব বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। তারপরে যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো খুবই সাঙ্ঘাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে। (সূরা নিসা ঃ ১১০-১১২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

তখন তো আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে চাহেন নাই, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহ্‌র এ নিয়ম নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাবে আর আল্লাহ তাদের ওপর আযাব দেবেন। (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সঙ্ঘটিত হয় কিংবা তারা কোন গুনাহ করে নিজদের ওপর জুলুম করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তার নিকট তারা নিজদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ

মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? এই লোকেরা জেনে বুঝে নিজদের অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

١٨٦٩ . وَعَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - رواه مسلم .

১৮৬৯. হযরত আগার আল মুযান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার অন্তরের ওপর (কখনো-সখনো) আবরণ ফেলা হয় আর আমি দৈনিক একশো বার ইস্তেগফার করি। (মুসলিম)

١٨٧٠ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - رواه البخارى .

১৮৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্‌র কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি। (বুখারী)

١٧٨١ . وَعَنْهُ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُمْ وَ لَجَاءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

১৮৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিতেন। তারপর তিনি এমন এক জতিকে প্রেরণ করতেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইত এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

١٨٧٢ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث صحيح .

১৮৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা গণনা করে দেখেছি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে এই দো'আটি একশোবার পড়েছেন ঃ 'রাব্বি ফিরলী ওয়া তুর আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর রাহীম' অর্থাৎ আমার প্রভু! আমায় ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো। তুমি নিশ্চয়ই তওবা গ্রহণকারী ও দয়াশীল। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ একটি সহীহ্ হাদীস।

١٨٧٣ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّ رَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - رواه ابو داود .

১৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণ কাজ অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ করে দেন। তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে জীবিকা লাভের ব্যবস্থা করে দেন, যা সে কখনো ভাবতেও পারত না। (আবু দাউদ)

١٨٧٤ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ - رواه ابو داود واالترميدى والحاكم وقال حديث صحيح على شَرْطِ الْبُخَارِىْ و مسلم .

১৮৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে ঃ আমি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করছি আল্লাহ্‌র কাছে, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব অবিনশ্বর। আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তার গুনাহ-খাতাহ মাফ করে দেয়া হয়। এমন কি, সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো কঠিন গুনাহ করলেও।

—আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٨٧٥ . وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ الْعَبْدُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَّوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ - رواه البخارى وَمسلم - اَبُوْءُ بِبَاءٍ مَضْمُوْمَةٍ ثُمَّ وَاوٍ وَّهَمْزَةٍ مَّمْدُوْدَةٍ وَّمَعْنَاهُ اَقِرُّ وَ اَعْتَرِفُ .

১৮৭৫. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার' বা সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনা হলো, বান্দা বলবে ঃ 'হে আল্লাহ তুমি আমার পরোয়ারদিগার। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তুমি আমায় সৃষ্টি করেছো। আমি তোমারই বান্দাহ। আমি সাধ্যমতো তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। আমি যা কিছু করেছি তার মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্যে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যেসব নিয়ামত আমাদের দান করেছ তার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার সকল অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমায় মার্জনা করো। কেননা, তুমি ছাড়া অপরাধ মার্জনা করার ক্ষমতা আর কারো নেই। কোনো ব্যক্তি পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে দিনের বেলা এই দো'আ পাঠ করে যদি সন্ধ্যার পূর্বেই মারা যায় তবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এই দো'আ পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তবে সেও জান্নাতে যাবে। (বুখারী)

١٨٧٦ . وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ قِيْلَ لِلْاَوْزَاعِيْ وَهُوَ اَحَدُ رُوَاتِهِ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ يَقُوْلُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - رواه مسلم

১৮৭৬. হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে তিনবার ইস্তেগফার (আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন। তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমারই নিকট থেকেই শান্তি নিরাপত্তা পাওয়া যায়, তুমি বরকতময় ও কল্যাণময় হে গৌরব ও সম্মানের অধিকারী। ইমাম আওযায়ীকে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলে আকরাম কিভাবে ইস্তেগফার করতেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ তিনি (রাসূল আকরাম) বলতেন ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ (আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাই) আস্তাগফিরুল্লাহ। (মুসলিম)

١٧٨٨ . وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ - متفق عليه .

১৮৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে বেশি পরিমাণে এই দো'আ পড়তেন ঃ 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী; আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র। সমগ্র তারিফ ও প্রশংসা তাঁর জন্যে। আমি আল্লাহ্র কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি এবং তাঁর কাছে তওবা করি।
(বুখারী ও মুসলিম)

١٨٧٨ . وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَ رَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَالِيْ يَاابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا اُبَالِيْ ، يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَاتُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً - رواه الترمذى وقال حديث حسن . عَنَانَ السَّمَاءِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ قِيْلَ هُوَ السَّحَابُ، وَقِيْلَ هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، اَىْ ظَهَرَ، وَ قُرَابُ الْاَرْضِ بِضَمِّ الْقَافِ وَرُوِىَ بِكَسْرِهَا وَالضَّمُّ اَشْهَرُ وَهُوَ مَايُقَارِبُ مِلْئَهَا .

১৮৭৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি যতোক্ষণ আমার কাছে দো'আ করবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করতে থাকবে, ততোক্ষণ আমি তোমার গুনাহ-খাতাহ্ মাফ করতে থাকবো। সেক্ষেত্রে তোমার গুনাহ্র পরিমাণ যতো বেশি কিংবা যতো বড়োই হোকনা কেন। এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করবোনা। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্র পরিমাণ যদি আকাশ পর্যন্ত ছুয়ে যায়। আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমায় ক্ষমা করে দোবে; এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করবোনা। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ করে উপস্থিত হও

আর আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করো, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে যাবো। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

١٨٧٩ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَاَكْثِرْنَ مِنْ الْاِسْتِغْفَارِ فَاِنِّىْ رَ اَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ قَالَتِ امْرَاَةٌ مِّنْهُنَّ : مَالَنَا اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّ دِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍ مِّنْكُنَّ قَالَتْ مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ ؟ قَالَ شَهَادَةُ امْرَ أَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الْاَيَّامَ لَاتُصَلِّىْ - رواه مسلم.

১৮৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মেয়েরা! তোমরা দান করো এবং বেশি বেশি গুনাহর ক্ষমা চাও। আমি দেখেছি জাহান্নামের বেশির ভাগ অধিবাসীই মেয়ে। মেয়েদের থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন। জাহান্নামীদের অধিকাংশ আমরা মেয়েরা, এর কারণে কি ? জবাবে তিনি (রাসূলে আকরাম) বলেন ঃ তোমরা বেশি পরিমাণে লানত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ হও। বিচার-বুদ্ধি ও দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তোমাদের যে কোনো নারী যে কোনো চতুর ও বুদ্ধিমান পুরুষকে যেভাবে হতবাক করে দেয়, তা আমি অন্যত্র কোথাও দেখিনি। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের ক্রটি-বিচুতি ও অপূর্ণতা কি ? তিনি বললেন ঃ দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান আর ঋতুকালীন সময়ে কয়েকদিন তোমরা নামায পড়তে উপযোগী থাকোনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ তিনশত সত্তর

আল্লাহ্ জান্নাতে মুমিনদের জন্যে যে সামগ্রী প্রস্তুত রেখেছেন

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ ، وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَا بِلِيْنَ، لَايَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা অবস্থান করবে বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এতে প্রবেশ কর পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। তাদের মনে যাকিছু সামান্য কপটতার ক্রটি থাকবে, তা আমরা বের করে দেব। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনের ওপর বসবে। তারা সেখানে না কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে, না সেখান হতে তারা কখনো বহিষ্কৃত হবে।

(সূরা আল হিজর ঃ ৪৫-৪৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ، اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ وَّ

فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا تَاكُلُوْنَ .

সেই দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকী লোক ছাড়া অপর সব বন্ধুই পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে যারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হয়ে রয়েছিল, সেই দিন তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ 'হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তায়ও পড়তে হবে না তোমাদের। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া হবে।' তাদের সামনে সোনার থালা ও পাত্রসমূহ উপস্থাপন করা হবে এবং মনভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ 'এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে। তোমরা দুনিয়ায় যেসব নেক আমল করেছিলে। সেই সব আমলের দরুন তোমরা এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে বিপুল ফল-ফলাদি রয়েছে, যা তোমরা খাবে। (সূরা আয্-যুখরুফে ঃ ৬৭-৭৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ. فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ، يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ، كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ. يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ. لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

আল্লাহ্‌ভীরু লোকেরা নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায়। পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে, সামনা-সামনি আসীন হবে। এই হবে তাদের জাঁকজমকের অবস্থা। আমরা সুন্দরী রূপসী হরিণনয়না নারীদিগকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দেব। সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্তে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু জিনিসসমূহ পেতে থাকবে। সেখানে কখনো তারা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু ঘটেছিল, তা তো ঘটেই গিয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন।....বস্তুত এটাই বড় সাফল্য। (সূরা আদ্-দুখান ঃ ৫১-৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ . تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ . خِتَامُهٗ مِسْكٌ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ. وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ .

নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে। উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে মুখ-বন্ধক উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো হবে। এর ওপর মিশক্-এর মোহর লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চাবে, তারা যেন এই জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। এ একটি ঝর্ণা; এর পানির সাথে নৈকট্য লাভকারী লোকেরা শরাব পান করবে। (সূরা মুতাফ্‌ফিন ঃ ২২-২৮)

١٨٨٠ . وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ - رواه مسلم

১৮৮০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতী লোকেরা জান্নাতের খাবার পাবে এবং সেখানকার পানীয় পান করবে। কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানার প্রশ্ন উঠবেনা, তাদের নাকে ময়লা জমবেনা, এবং তারা প্রস্রাবও করবেনা। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের খাদ্যবস্তু হজম হয়ে যাবে এবং তা থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বেরিয়ে আসবে। তারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই সুবহানাল্লাহ আল্‌হামদুল্লাহ ইত্যাকার তাসবীহ ও তাকবীর উচ্চারণ করতে থাকবে। (মুসলিম)

١٨٨١ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَاعَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ- وَاقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - متفق عليه .

১৮৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্যে এমন সব সামগ্রী তৈরী করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কানও তার বর্ণনা কখনো শোনেনি। তাছাড়া কোনো মানুষ কখনো তা প্রত্যক্ষ করেনি, কেউ কোনো দিন তা ধারণা করতে পারেনি। একথার সমর্থনে তোমরা কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করতে পারো। সৎ কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্যে চক্ষু শীতলকারী যেসব সম্পদ-সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীই তার খবর রাখেনা। (সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ ঃ ১৭) (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٢ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ يَّدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ، وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ - اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ - عُوْدُ الطِّيْبِ اَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ - متفق عليه.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ : اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ : قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا - قَوْلُهُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَاِسْكَانِ اللَّامِ وَبَعْضُهُمْ بِضَمِّهِمَا وَكَلَاهُمَا صَحِيْحٌ .

১৮৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে দাখিল হবে, তাদের চেহারা (চৌদ্দ তারিখের) পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। এরপর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা ঝিক্‌মিক্ করা তারকার মতো আলোকিত হবে, তাদেরকে প্রস্রাব-পায়খানার ঝামেলা পোহাতে হবেনা, তাদের মুখে থুথু আসবেনা এবং নাকেও ময়লা জমবেনা। তারা স্বর্ণের তৈরী চিরুনী ব্যবহার করবে, তাদের ঘাম হবে মেশ্‌কের মতো সুগন্ধিময়। তাদের ধুপদানি সুগন্ধি কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। আয়তলোচনা হুরেরা হবে তাদের জীবন-সঙ্গিনী। তাদের দৈহিক গঠন হবে অভিন্ন ধরনের। তাদের অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্রও হবে একই রকমের। উচ্চতায় তারা মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর মতো ষাট হাত দীর্ঘ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে, তাদের ব্যবহার্য তৈজসপত্র হবে স্বর্ণের। তাদের দেহের ঘাম হবে মেশকের মতো সুগন্ধিময়। তারা প্রত্যেকেই দুজন করে সহধর্মিনী পাবে। তারা অতীব সৌন্দর্যের অধিকারী হবে। এমন কি, তাদের উরুর হাড্ডির মজ্জা গোশ্‌তের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো রূপ মত-বিরোধ কিংবা হিংসা-দ্বেষ থাকবেনা। তাদের মানস-প্রকৃতি হবে একই ব্যক্তির মন-মানসের মতো। তারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে।

١٨٨٣ . وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : سَأَلَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ، مَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيْءُ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهٗ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَاَخَذُوْا اَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهٗ اَتَرْضٰى اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِّنْ مُّلُوْكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهٗ وَمِثْلُهٗ وَمِثْلُهٗ فَيَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهٖ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ، قَالَ رَبِّ فَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدْتُّ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِىْ وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَّلَمْ تَسْمَعْ اُذُنٌ وَّلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ - رواه مسلم

১৮৮৩. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞেস করেন ঃ সবচাইতে কম মর্যাদার জান্নাতী কে ? আল্লাহ বলেন ঃ সে এমন ব্যক্তি, যে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর আসবে। তাকে বলা হবে ঃ তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে নিবেদন করবে ঃ হে আমার প্রভু! সব লোক নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে এবং নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ বুঝে নিয়েছে। সুতরাং এখন আমি কিভাবে জান্নাতে গিয়ে স্থান পাবো ? তাকে বলা হবে ঃ তোমাকে যদি দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশার (কিংবা শাসকের) রাজ্যের সমান রাজ্য দান করা হয়, তবে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে। সে বললো, হে প্রভু! আমি এতে সম্মত। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ তোমাকে তা-ই দেয়া হলো। এরপরও তার সমান আরো, এরপর তার সমান আরো এবং এরপর ওইগুলোর সমান আরো বাড়তি দেয়া হলো। পঞ্চমবার সে বলবে ঃ হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট এবার। আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তোমায় এগুলোর মতো আরো দশগুন দেয়া হলো।

তোমার মন যা চায়, তোমার চোখ যাতে তৃপ্তি লাভ করে, সেসব বস্তুই তোমায় দেয়া হলো। সে বলবে ঃ হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হলাম। হযরত মূসা (আ) বলেছেন ঃ হে প্রভু! জান্নাতে সবচাইতে বেশি মর্যাদা কে লাভ করবে ? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ যাদেরকে আমি মর্যাদা দিতে চাইব, আমি নিজে তাদেরকে মর্যাদাবান করবো। তাদেরকে মহরাঙ্কিত করে চিহ্নিত করবো। তাদেরকে এমন কিছু দান করা হবে, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শোনেনি, এবং মানুষের কল্পনা যার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনা। (মুসলিম)

১৮৮৪ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِّنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا - فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٗ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٗ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهٗ : اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِىْ اَوْ تَضْحَكَ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ فَكَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً - متفق عليه.

১৮৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি, কোন্ জাহান্নামবাসী সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা কোন্ জান্নাতী সবার শেষে জান্নাতে যাবে ? এক ব্যক্তি আপন পাছার ওপর ভর করে হেচড়াতে হেচড়াতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতের কাছে গেলে মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে! প্রভু হে! জান্নাত তো ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। সে জান্নাতের কাছে গেলে মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে ঃ হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। সে যথারীতি যাবে; কিন্তু তার মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে ঃ হে প্রভু! আমি দেখলাম, জান্নাত ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। সে আবার যাবে; কিন্তু তার মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। কেননা, তোমার জন্যে দুনিয়ার সম-পরিমাণ এবং অনুরূপ আরো দশগুণ কিংবা পৃথিবীর মতো দুশগুণ জায়গাও তৈরী হয়ে আছে। লোকটি বলবে। হে আল্লাহ! আপনি কি আমায় বিদ্রূপ করছেন অথবা আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন; অথচ আপনি তো সব কিছুরই একক মালিক। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি লক্ষ্য করলাম ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর পবিত্র দাঁত আমাদের চোখে পড়ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ এই লোকটি হবে সবচাইতে নিম্নমানের জান্নাতী।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٥ . وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِىْ الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّنْ لُؤْلُؤَةٍ وَّاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُوْلُهَا فِىْ السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مَيْلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا اَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا - متفق عليه اَلْمِيْلُ سِتَّةُ الاَٰفِ ذِرَاعٍ .

১৮৮৫. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে ফাঁপা মুক্তার তৈরী একটি তাঁবু থাকবে। তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। মুমিন ব্যক্তির পরিবাবর্গ তাতে বাস করবে। মুমিন ব্যক্তি ঘুরে ঘুরে তাদের সবার সাথে সাক্ষাত করবে। কিন্তু তারা কেউ একে অপরের সাক্ষাত পাবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٦ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَا السَّرِيْعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا - متفق عليه . وَرَوَيَاهُ فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ اَيْضًا مِّنْ رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ مَّا يَقْطَعُهَا .

১৮৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে। কোন ব্যক্তি একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এক নাগাড়ে এক শো বছর ছুটতে থাকলেও এটির সীমানা অতিক্রম করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

উভয় হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বৃক্ষটির ছায়ায় ঘোড় সওয়ার একশো বছর ছুটতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবেনা।

١٨٨٧ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَبِرَ فِىْ الاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ - متفق عليه

১৮৮৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের ওপর তলার লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তের তারকাগুলো দেখতে পাও। জান্নাতী লোকদের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণেই এরূপ ঘটবে। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! ওই স্তরগুলো তো নবীদের জন্যে নির্ধারিত। সেখানে তাঁরা ছাড়া অন্যরা কি পৌঁছুতে পারবে ? তিনি বললেন ঃ কেন পারবেনা ? যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর

কসম! যারা আল্লাহ্‌র প্রতি (অবিচল) ঈমান এনেছে, এবং নবীদেরকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তারাও ওই স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٨ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِىْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ - متفق عليه

১৮৮৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি মুখোমুখি ধনুকের মধ্যবর্তী স্থানের সমপরিমাণ জান্নাতের স্থান দুনিয়ায় সূর্যের উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী স্থানের সব কিছুর চাইতেও মূল্যবান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٩. وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ سُوْقًا يَّاْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُوْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَّجَمَالًا فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَّجَمَالًا فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَّجَمَالًا فَيَقُوْلُوْنَ وَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَّجَمَالًا - رواه مسلم

১৮৮৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রতি শুক্রবার একটি বাজার বসবে। সেখানে জান্নাতবাসীদের সাপ্তাহিক মিলন ঘটবে। তখন উত্তর দিক থেকে একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড়-চোপড় সুগন্ধি ছড়িয়ে দেবে। এতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় আপন পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদেরর রূপ-সৌন্দর্য আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। অন্যদিকে তারাও বলবে ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। (মুসলিম)

١٨٩٠. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِىْ الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِىْ السَّمَاءِ - متفق عليه

১৮৯০. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা তাদের বালাখানায় বাসস্থানে বসে পরস্পর পরস্পকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আসমানের তারকারাজিকে দেখতে পাও। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩١. وَعَنْهُ رض قَالَ شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِسًا وَّصَفَ فِيْهِ الْجَنَّةَ حَتّٰى اِنْتَهٰى ثُمَّ قَالَ فِىْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ فِيْهَا مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَرَاَ (تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ) رواه البخارى

১৮৯১. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সেখানে জান্নাতের বর্ণনা দিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বললেন ঃ জান্নাতের ভেতর এমন সব বস্তু রয়েছে, যা কোনো চোখ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কান তার বর্ণনা শুনেনি এবং কারো ধারণা তা আন্দাজ করতে পারেনি। তারপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ (যার অর্থ) "তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে থাকে, আপন প্রভুকে ডাকে ভীতি ও প্রত্যাশার সাথে আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কাজের প্রতিদান হিসেবে তাদের চক্ষু শীতলকারী যে সব বস্তু গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীই তা অবগত নয়। (সূরা আলিফ-লাম-মীম আস্ সাদ ঃ ১৬-১৭) (বুখারী)

١٨٩٢. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَّ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَّ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَّ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبَاْسُوْا اَبَدًا - رواه مسلم

১৮৯২. হযরত আবু সাঈদ (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে দাখিল হবে তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে (হে জান্নাতবাসীরা!) তোমরা চিরকাল এখানে জীবিত থাকবে, কখনো মৃতুবরণ করবেনা। তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থতার শিকার হবেনা। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বার্ধক্য তোমাদের স্পর্শ করবেনা, তোমরা চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কখনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করবেনা। (মুসলিম)

١٨٩٣ . وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَدْنٰى مَقْعَدِ اَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى وَيَتَمَنّٰى فَيَقُوْلُ لَهٗ هَلْ تَمَنَّيْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهٗ فَاِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ - رواه مسلم

১৮৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে তোমাদের মধ্যকার নিম্নতম পর্যায়ে লোকটিকে বলা হবে ঃ তুমি (আল্লাহ কাছে) চাও। তারপর সে চাইবে এবং চাইতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি চেয়েছো ? জবাবে সে বলবে ঃ হাঁ আমি তো (অনেক কিছু) চেয়েছি। তখন আল্লাহ তাকে বলাবেন ঃ তুমি যা চেয়েছো তা এবং তার সমপরিমাণ বাড়তি সামগ্রী তোমায় দেয়া হলো। (মুসলিম)

١٨٩٤ . وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ : يَااَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ - فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَارَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَ اَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا - متفق عليه

১৮৯৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! জবাবে তারা বলবে। আমরা উপস্থিত হে আমাদের প্রভু! আমরা উপস্থিত! সমস্ত কল্যাণ তোমারই মধ্যেই নিহিত। এরপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেনঃ তোমরা কি আজ সন্তুষ্ট ? জবাবে তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবোনা ? তুমি আমাদের যে নিয়ামত দিয়েছো, তাতো তোমার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দাওনি। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন ঃ আমি কি এর চাইতেও উত্তম জিনিস তোমাদের দেবোনা ? তারা নিবেদন করবে ঃ এর চাইতেও উত্তম জিনিস আর কী হতে পারে ? আল্লাহ পাক বলবেন ঃ আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি অবতারণ করবো। এরপর আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি নারাজ বা অসন্তুষ্ট হবোনা।
(বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩٥ . وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ - متفق عليه .

১৮৯৫. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখছো। খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুকেও ঠিক সেভাবে স্পষ্টরূপে দেখতে পাবে। তাঁর দীদারে (দর্শনে) তোমরা কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্টবোধ করবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩٦ . وَعَنْ صُهَيْبٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا ؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ - رواه مسلم

১৮৯৬. হযরত সুহাইব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ লাভের পর তামাম কল্যাণ ও বরকতের আধার মহান আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা কি আমার কাছে আর কিছু পেতে চাও ? তারা বলবে; আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাননি ? এবং জাহান্নামের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেননি ? এসময় আল্লাহ (বান্দার সাথে তাঁর) পর্দা সরিয়ে ফেলবেন (এবং জান্নাতীরা তাঁর দর্শন লাভ করবেন।) জান্নাতীদের পক্ষে আপন পরোয়াদিগারের দর্শন লাভের চাইতে অধিকতর প্রিয় জিনিস আর কিছুই হবেনা। (মুসলিম)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ . دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرِ دَعْوَا هُمْ اَنِ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর এও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের খোদা তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণসমূহ প্রবহমান হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে এই ঃ "পবিত্র তুমি হে খোদা"। তাদের দোয়া হবে "শান্তি বর্ণিত হোক"। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এই কথা ঃ সমস্ত তারীফ-প্রশংসা রাব্বুল আলামীন খোদার জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা ইউনুস ঃ ৯-১০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هٰذَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَا اَنْ هٰذَانَا اللّٰهُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . قَالَ مُؤَلِّفُهُ يَحْيَى النَّوَوِىُّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْاَثْنَيْنِ رَابِعِ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَسِتِّ مِائَةٍ .

তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে গ্লানি ও বিরূপভাব থাকবে, আমরা তা বিদূরিত করে দেব তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথের সন্ধান পেতাম না, যদি আল্লাহ্‌ই আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের খোদা-প্রেরিত রাসূল প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন। তখন আওয়াজ আসবে যে, "তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সেই সব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ, যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করছিলে। (সূরা আল আরাফ ঃ ৪৩)

সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমাদেরকে এই কাজের জন্যে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ্ পাক যদি হেদায়েত না করতেন, তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতামনা। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। তিনি ছিলেন, তোমার বান্দাহ ও রাসূল। উম্মী নবী। তুমি মুহাম্মদ (স) এর পরিবারবর্গ এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততি ও সঙ্গীদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, যেমন তুমি দরূদ প্রেরণ করেছিলে হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। আল্লাহ! তুমি বরকত দান করো হযরত মুহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি, যেমন তুমি বরকত দান করেছিলে হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রশংসিত ও মহা সম্মানী।

এই গ্রন্থের সংকলক ইমাম নববী বলেন ঃ আমি এই গ্রন্থের কাজ সমাপন করেছি সোমবার ৪ঠা রমযান, হিজরী ৬৭০ সনে দামেশকে অবস্থানকালে।

সমাপ্তি

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া
আন-নববী (রহ.)
রিয়াদুস
সালেহীন
খায়রুন প্রকাশনী